ছিলটি আছ্মানি কিতাব (বাংলা লিপি)

Sylheti New Testament (Bangla Script)

© Ahle Kitab Society

This Bible is copyrighted by Wycliffe Bible Translators (Wycliffe.org) and is printed with permission by the Digital Bible Society (dbs.org) for non-commercial use.

This Bible is available for free download in a variety of digital formats at dbs.org/bibles.

Language:
Country:
Publisher:
Copyright: © Ahle Kitab Society
Last Updated: 2023-10-20
ID: dc5252fd-ea2b-418c-ab1d-66f828e1b575
ISO: syl
ISBN:

পয়দা নামা ৪
হিজরত ২৬
দুছরা-বয়ানি ৪৭
আল-ইউনুছ..... ৬৬
আল-মালাখি..... ৬৮
আল-মথি..... ৭০
আল-মার্কুছ..... ৮৮
আল-লুক..... ৯৯
আল-হান্নান..... ১১৮
সাহাবি নামা ১৩২
আল-রোমান ১৪৯
১-করিন্থিয়া..... ১৫৮
২-করিন্থিয়া..... ১৬৬
আল-গালাতিয়া..... ১৭২
আল-ইফিছিয়া..... ১৭৫
আল-ফিলিপিয়া..... ১৭৯
আল-কলোছিয়া..... ১৮২
১-থিষল:..... ১৮৫
২-থিষল:..... ১৮৭
১-তিমথি..... ১৮৯
২-তিমথি..... ১৯২
আল-তীতাছ ১৯৪
আল-ফিলিমন ১৯৬
আল-ইবরানি..... ১৯৭
আল-ইয়াকুব ২০৪
১-পিতর..... ২০৭
২-পিতর..... ২১০
১-হান্নান..... ২১২
২-হান্নান..... ২১৫
৩-হান্নান..... ২১৬
আল-এহুদা ২১৭
জাইরা কালাম ২১৮

পয়দা নামা

পরিচিতি

এরমাজে আছে,
হজরত আদম (আঃ) —দুনিয়ার পয়দা
হজরত নুহ (আঃ) —পানির গজব
হজরত ইব্রাহিম (আঃ) —আল্লার ওয়াদা
হজরত ইছহাক (আঃ) —হিরবার আল্লার ওয়াদা
হজরত ইয়াকুব (আঃ) —বনি ইছরাইলর শুরু
হজরত ইউছুফ (আঃ) —বনি ইছরাইল মিসর দেশো আইলা

হজরত আদম (আঃ) (১:১—৫:৩২)

আছমান-জমিন পয়দা

1 পয়লাউ আল্লায় আছমান আর দুনিয়া পয়দা করলা। 2 দুনিয়াই
নিরাকার আর খালি আছিল, গইন পানির উপরে পুরা আন্দাইর
আছিল। আল্লার রুহ এর উপরে চলাচল করতা। 3 বাদে আল্লায়
ফরমাইলা ফর অউক, আর ফর অইলো। 4 আল্লায় দেখলা ফর ভালা। তাইন
আন্দাইর থাকি ফররে আলগা করিয়া 5 এর নাম রাখলা দিন, আর
আন্দাইরর নাম রাখলা রাইত। হাইঞ্জা গেল, বিয়ানও গেল, ইকটা অইলো
পয়লা দিন।
6 বাদে আল্লায় ফরমাইলা, পানির মাজে গুম্বুজর লাখান ফাক জাগা
অউক, আর পানি দুই ভাগ অই যাউক। 7 আর আল্লায় ফাক জাগা পয়দা
করিয়া, তলর আর উপরর পানি আলগা করলা। আর অউলা অইলো।
8 আল্লায় গুম্বুজর লাখান যে জাগা বানাইলা, তার নাম রাখলা আছমান।
হাইঞ্জা গেল, বিয়ানও গেল, ইকটা অইলো দুই নম্বর দিন।
9 এরবাদে আল্লায় ফরমাইলা, আছমানর তলর পানি এক জাগাত দলা
অউক, আর হুকনা জাগা দেখা যাউক। আর অউলা অইলো। 10 আল্লায়
হুকনা জাগার নাম রাখলা জমিন আর জমাইল পানির নাম দরিয়া। তাইন
দেখলা ইতা ভালা। 11 বাদে আল্লায় ফরমাইলা, জমিনো ঘাস ফলউক; আর
হকল জাতর বিচআলা লতা-পাতা গাছ-বিরিকর জনম অউক। আর জমিনর
উপরে হকল জাতর ফলর গাছও অউক, এরা নিজর জাতমত ফল ধরব
আর ফলর মাজে যারযির বিচও থাকব। আর অউলা অইলো। 12 জমিনো
ঘাস ফলিলো, হকল জাতর বিচআলা লতা-পাতা গাছ-বিরিক জন্মিলো।
জমিনর উপরে হকল জাতর ফলর গাছ অইলো যেতায় যারযির জাতমত
ফল ধরে, হি ফলর মাজে যারযির বিচও আছে। আল্লায় দেখলা ইতা ভালা।
13 হাইঞ্জা গেল, বিয়ানও গেল, ইকটা অইলো তিন্ নম্বর দিন।
14 বাদে আল্লায় ফরমাইলা, আছমানর মাজে অউলা চেরাগ অকল অউক,
যারা রাইত থাকি দিনরে আলগা করে। ইতা আলগা আলগা দিন, বছর আর
ইদ-উৎসবর নিশানা অইবো। 15 আছমান থাকি তারা দুনিয়াইর উপরে ফর
দিবো। অউলাউ অইলো। 16 আল্লায় দুইটা বড় চেরাগ বানাইলা, এরমাজে
বড়টারে দিনর উপরে বাদশাই করার লাগি আর হুরুটারে রাইতর উপরে।
ইতা ছাড়া তাইন তেরা অকলও পয়দা করলা। 17 তাইন এরারে আছমানর
মাজে বওয়াইলা যাতে তারা দুনিয়াইত ফর দেয়। 18 এরা দিন আর রাইতর
উপরে বাদশাই করে, আন্দাইর থাকি ফররে আলগা করে। আল্লায় দেখলা
ইতা ভালা। 19 হাইঞ্জা গেল, বিয়ানও গেল, ইকটা অইলো চাইর নম্বর দিন।
20 বাদে আল্লায় ফরমাইলা, পানির মাজে জানদার অকল পালে পালে ভরি
যাউক, আর দুনিয়াইর উপরে আছমানর মাজে পাখিন উড়উক। 21 আর
আল্লায় দরিয়ার বিরাট জানদার অকল, আর পানির মাজে পাল বান্দিয়া
ঘুররা হকল জাতর জানদার পয়দা করলা, আর হকল জাতর পাখিও পয়দা
করলা। তাইন দেখলা ইতা ভালা। 22 তাইন তারা হকলরে অউ লাখান
বরকত নাজিল করলা, তুমরা ফলআলা অইয়া বাড়ো আর দরিয়ার পানি
ভরি যাও, দুনিয়াইর মাজে পাখি অকলও বাড়উক। 23 হাইঞ্জা গেল, বিয়ানও
গেল, ইকটা অইলো পাচ নম্বর দিন।
24 এরবাদে আল্লায় ফরমাইলা, মাটি থাকি অউলা জানদার অউক যারার
নিজর জাত অকলরে বাড়াইব, এরার মাজে পালা হেমান, পুক-জুক আর
জংলি জানুয়ার অকলও। অউলাউ অইলো। 25 আল্লায় দুনিয়াইর মাজে
হকল জাতর জংলি জানুয়ার, পালা হেমান আর মাটির মাজে বুকে চলরা
জানদার বানাইলা। তাইন দেখলা ইতা ভালা।
26 এরবাদে আল্লায় ফরমাইলা, আও আমরার ছুরতে আমরার লগে মিল
রাখিয়া মানুষ বানাই। তারা দরিয়ার মাছ, আছমানর পাখি, জানুয়ার, মাটির
মাজে বুকে চলরা জানদার, আর আস্তা দুনিয়াইর উপরে বাদশাই করউক।
27 তাইন তান নিজর ছুরতে মানুষ পয়দা করলা, এক্কেরে নিজর মত করি
পয়দা করলা, পয়দা করলা বেটা আর বেটি। 28 আর তারারে বরকত নাজিল
করিয়া কইলা, তুমিতাইন ফলআলা অইয়া বাড়িয়া দুনিয়াই ভরি যাও।
দুনিয়াইরে শাসন করো, আর দরিয়ার মাছ, আছমানর পাখি, মাটির উপরে
চলরা হকল জানদারর উপরে বাদশাই করো। 29 এরবাদে আল্লায় ফরমাইলা,
হুনো, দুনিয়ার উপরর হকল জাতর বিচআলা গাছ-বিরিক, আর হকল
জাতর ফলর গাছ যারার নিজর জাতমত ফল ধরে যার ফলর মাজে তারার
নিজর বিচ আছে, ইতা হকলতা আমি তুমরার খানির লাগি দিলাম।
30 দুনিয়ার পরতেক জানুয়ার, আছমানর পাখিন, মাটির মাজে বুকে চলরা
জানদার, ইতা হুকল জানদারর খানির লাগি আমি হকল লতা-পাতা আর
ঘাস দিলাম। অউলাউ অইলো। 31 আল্লায় তান পয়দা করা হকলতা দেখলা,
ইতা হকলতাউ খুব ভালা অইছে। হাইঞ্জা গেল, বিয়ানও গেল। ইকটা
অইলো ছয় নম্বর দিন।
2 অউ লাখান আছমান-জমিন আর এর মাজর হকলতা পয়দা করা
শেষ অইলো। 2 আল্লায় ই হুকল কাম শেষ করিয়া হারলে সাত নম্বর
দিন আরাম করলা, তাইন ইদিন আর কুন্তা পয়দা করলা না। 3 অউ
সাত নম্বর দিনরে বরকত্ নাজিল করিয়া পাক দিন করলা, তান হকলতা
পয়দা করা শেষ করি তাইন অউ দিন জিরাইলা।

আদম-হাওয়া পয়দা

4 অউ অইলো আছমান আর জমিন পয়দার বয়ান। মাবুদ আল্লায় যেবলা
আছমান আর জমিন পয়দা করছিলা, 5 ই সময় জমিনর উপরে কুনুজাতর
গাছ-পালা আছিল না আর কুনু লতা-পাতাও ফলিছে না, কারন তাইন
জমিনর উপরে মেঘু দিছইন না, আর জমিন আবাদ করার মানুষও আছিল
না। 6 অউ সময় মাটির মুর থাকি পানি উঠতো আর জমিন ভিজতো। 7 বাদে
মাবুদ আল্লায় ফেক্ মাটি দিয়া মানুষ বানাইয়া তার নাকর মাজে ফু দিয়া জান
হারাইলা। আর অউ মানুষ জানদার অইলো। 8 মাবুদ আল্লায় পুবেদি আদনো
একটা বাগান করছিলা, ইনো তানর বানাইল অউ মানুষরে রাখলা।
9 হিকানর মাটিত তাইন অউ লাখান গাছ অকল ফলাইছিলা, যেতা দেখতে
খুব সুন্দর আর ফলও খাইতে খুব মজা। আর বাগানর মাজখানো তাইন
“জিন্দেগি-গাছ” আর “নেকি-বদির আখল দেওরা গাছ” নামর দুইটা গাছও
রাখছিলা।
10 হউ বাগানো পানি যুগাইয়া দিতো এক গাং আছিল, যেকটা আদনর
মাজেদি বার অইয়া চাইর ভাগ অইগেছিল। 11 পয়লা গাংগর নাম আছিল
পিশোন, ইকটা আস্তা হবিলা দেশর ভিতুরে দিয়া গেছে। ইনো সোনা পাওয়া
যায়, 12 আর অউ দেশর সোনা খুব খাটি, ইতা ছাড়াও হিনো মেশকে-আম্বর
আর আকিক মনি পাওয়া যায়। 13 দুই নম্বর গাংগর নাম জিহোন, ইকটা
আস্তা কুশ দেশর ভিতরে দিয়া গেছে। 14 তিন নম্বর গাংগর নাম দজলা, ইকটা
আশিরিয়া দেশর পুবে দিয়া গেছে। আর চাইর নম্বর গাংগর নাম অইলো
ফোরাত।
15 বাদে মাবুদ আল্লায় অউ মানুষরে আদন বাগানো রাখলা, হিনো খেত-
খামার আর হেফাজত করার লাগি। 16 তাইন আদমরে হুকুম দিলা, “তুমি
তুমার খুশিমত ই বাগিচার যেকুনু গাছর ফল খাইতায় পারবায়, 17 খালি
নেকি-বদির আখলর গাছর ফল খাইও না, যেদিন তুমি অউ গাছর ফল
খাইবায় ইদিন তুমি মরবায়উ মরবায়।”
18 এরবাদে মাবুদ আল্লায় কইলা, “মানষর লাগি একলা থাকা ভালা নায়।
আমি তার লাখ একজন জুড়ি বানাইমু।” 19 আর মাবুদ আল্লায় দুনিয়াইর
হকল জানদার আর আছমানর হকল পাখি মাটিদি বানাইয়া অউ মানষর

ছামনে আনলা, দেখলা এইন ইতারে কিতা কইয়া ডাকইন, আর তাইন যারে যে নামে ডাকলা, তার অউ নাম অইলো। 20 আদমে হকল পালা হেমান, আছমানর পাখি আর জংলি জানুয়ারর নাম রাখলা, ইতার মাজে তান লাখ কুনু জুড়ি মিললো না। 21 এরবাদে তাইন আদমর মাজে বেহুশি ঘুম আনলা। অউ ঘুমর মাজে তান পাইঞ্জরর একটা আড্ডি খুলিয়া নিয়া জাগাটা বন্দ করি দিলা, 22 আর অউ আড্ডি দিয়া মাবুদ আল্লায় এক বেটিমানুষ বানাইয়া আদমর গেছে আনলা। 23 তানে দেখিয়া আদমে কইলা, "অখন অইছে, তাই আমার আড্ডির আড্ডি, গোস্তর গোস্ত। তাইর নাম অইবো নারী, তাইরে নর থাকি নেওয়া।" 24 এরলাগি বেটাইন্তে মা-বাফরে ছাড়িয়া বউর লগে রইবা, তারা দুইওজন এক শরিল অইবা। 25 আদম আর তান বিবির শরিল উদাম থাকতো, ইতা কুনু শরম আছিল না।

আদম-হাওয়ার গুনা আর বিচার

3 মাবুদ আল্লার পয়দা করা জমিনর হকল জানদারর মাজে হাফ অইলো হকল থাকি ফন্দিবাজ। অউ হাফে এক দিন হি বেটি মানষরে কইলো, "আল্লায় হাছাউ তুমাতানরে কইছইন নি, বাগানর হকল গাছর ফল তুমরা খাইতায় পারতায় নায়?" 2 বেটিয়ে কইলা, "বাগানর যেকুনু গাছর ফল আমরা খাইতাম পারি, 3 খালি বাগানর মাজখানো যে গাছটা আছে, আল্লায় কইছইন, তুমরা এর ফল খাইও না, ছুইও-ও না, ছুইলেউ মরবায়।" 4 অউ হাফে তানরে কইলো, "না, কুনুমন্তেউ মরতায় নায়। 5 আল্লায় তো জানইন, যেদিন তুমরা ই গাছর ফল খাইলিবায় ইদিন তুমরার চউখ খুলিযিব, আর নেকি-বদির আখল পাইয়া তুমরা আল্লার লাখান অইযিবায়।" 6 বেটিয়ে যেবলা বুজলা, অউ গাছর ফল খাইতে মজা অইবো, দেখতেও সুন্দর, আর আখলদারও অইযিমু, অউ তাইন ফল পাড়িয়া খাইলা, আর তান জামাইরেও দিলা আর জামাইয়েও খাইলিলা। 7 লগে লগে তারা দুইও জনর চউখ খুলি গেল, আর বুজলা তাইন-তাইন লেমটা। অউ তারা ডুমুর গাছর কয়টা পাতা ছিড়িয়া সিলাই করি লেমটি বানাইলা।

8 হাইঞ্জা বালা তারা মাবুদ আল্লার আওয়াজ হুনলা, তাইন বাগানর মাজে ফাখানিত আইরা। তেউ আদম আর তান বউ মাবুদ আল্লার ছামনে না পড়ার লাগি বাগানর গাছর আওড়ে লুকাইলা। 9 মাবুদ আল্লায় আদমরে ডাক দিয়া জিকাইলা, "তুমি কুয়াই?" 10 তাইন কইলা, "বাগানর মাজে আমি তুমার আওয়াজ হুনছি। আমি তো লেমটা, এরলাগি ডরাইয়া লুকাই রইছি।" 11 তেউ মাবুদ আল্লায় জিকাইলা, "তুমি যে লেমটা কে কইলো? যে গাছর ফল খাইতে তুমারে না করছিলাম, খাইলিছো না কিতা?" 12 আদমে কইলা, "যে বেটিমানুষ তুমি আমার লগে দিছো, তাই অউ গাছর ফল আমারে খাওয়াইছে।" 13 অউ মাবুদ আল্লায় বেটিরে জিকাইলা, "তুমি ইতা কিতা করলায়?" তাইন কইলা, "হাফে আমারে ছাল্লা দিয়া খাওয়াইছে।" 14 তেউ মাবুদ আল্লায় হাফরে কইলা, "তুমার ই কামর লাগি হকল পালা হেমান আর হকল জংলি জানুয়ারর মাজে তুমিউ লান্নতি অইলায়। তুমি জিন্দেগিভর পেটো ভরদি চলবায় আর ধুলা-বালু খাইবায়। 15 আমি তুমার আর বেটির মাজে, তুমার বংশ আর বেটি মানষর বংশর মাজে দুশমনি পয়দা করমু। হি বংশে তুমার কল্লা গুড়া করব, আর তুমি তার পাওর মুরাত কামড়াইবায়।" 16 আর তাইন বেটিরে কইলা, "তুমার হুরুতা অইবার সময় তুমার মছিবত খুব বাড়াই দিমু, তুমি খুব কষ্ট করিয়া হুরুতা পয়দা করবায়। জামাইর বায় তুমার খুব খাইশ থাকব, আর হে তুমার উপরে বেটাগিরি করব।" 17 তাইন আদমরে কইলা, "যে গাছর ফল আমি হারাম করিয়া দিছলাম, তুমি তুমার বউর কথা হুনিয়া ইতা খাইছ, অউ কারনে জমিনরে লান্নতি করা অইলো। জিন্দেগিভর জবর তকলিফ করিয়া তুমি জমিনর ফসল খাইবায়। 18 তুমার লাগি মাটির মাজে কাটা-গছা আর বিষআলা জংগল জন্মাইব, আর তুমার খানি অইবো অউ মাটির ফয়-ফসল। 19 যে মাটি থাকি তুমারে পয়দা করছলাম, হউ মাটিত ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তুমার মাথার ঘাম পাওত ফালাইয়া খানি খাইবায়। তুমার মাটির শরিল, মাটিতউ মিশিযিবো।"

20 আদমে তান বিবির নাম রাখলা হাওয়া [মানি, জিন্দেগি-দেওরা], কারন তাইন হকল জিন্দা মানষর মা অইবা। 21 আদম আর তান বিবির লাগি মাবুদ আল্লায় জানুয়ারর চামড়াদি লেবাছ বানাইয়া ফিন্দাইলা।

22 এরবাদে মাবুদ আল্লায় কইলা, "দেখো, নেকি-বদির আখল পাইয়া মানুষ আমরার লাখান অইগেছে, অখন হে যাতে আত বাড়াইয়া জিন্দেগি-গাছর ফল খাইয়া হামেশা জিন্দা না রয়।" 23 অউ কথা কইয়া মাবুদ আল্লায় যে মাটি দিয়া মানষরে পয়দা করছলা, হউ মাটিত খেত-খামার করার লাগি তারে আদন বাগান থাকি খেদাই দিলা। 24 খেদাই দিয়া তাইন জিন্দেগি-গাছর গেছে যাওয়ার পথ পারা দেওয়ার লাগি আদন বাগানর পুবেদি কারুবী ফিরিস্তা অকল রাখলা আর আগুইনর তলোয়ারও ঘুরানিত রাখলা।

হাবিল-কাবিল

4 আদমে তান বিবি হাওয়ার লগে মিলার বাদে তান পেটো হুরুতা আইল, আর কাবিল † নামে তান এক পুয়ার জনম অইলো। তেউ বিবি হাওয়ায় কইলা, "মাবুদর গেছ থনে আমি এক মানুষ কবুল করছি।" 2 হিরবার তান ঘরো কাবিলর ভাই হাবিলর †† জনম অইলো। হাবিলে ছাগল-মেড়া রাখত, আর কাবিলে খেত করত। 3 বাদে এক দিন কাবিলে মাবুদর গেছে তার খেতর ফয়-ফসল আনিয়া লিল্লা দিলো 4 আর হাবিলেও তার পালর মাজে পয়লা জন্মিছে অউলা কয়টা ছাগল-মেড়া জবো করিয়া চর্বিআলা অংশ লিল্লা দিলো। মাবুদে হাবিল আর তার লিল্লা কবুল করলা, 5 কাবিল আর তার লিল্লা কবুল করলা না, গতিকে হে খুব গুছা করিয়া মুখ কালা করলো। 6 মাবুদে কাবিলরে কইলা, "তুমি গুছা করায় কেনে, আর কিতার লাগি তুমি মুখ কালা করছো? 7 তুমি ভালা কাম করলে তুমার মুখ ফর অইলো অনে? আর না করলে তো গুনয়ি তুমারে ধরার লাগি তুমার দুয়ারো উবাই রইছে। ইগুর উপরে তুমি জিততে অইবো।"

8 বাদে কাবিলে তার ভাই হাবিলরে ডাকিয়া কইলো, "আও আমরা বন্দো যাই।" আর বন্দো গিয়া তার ভাই হাবিলর উপরে আখতা হামলা করিয়া খুন করলো। 9 হেশে মাবুদে কাবিলরে জিকাইলা, "তুমার ভাই কুয়াই?" কাবিলে কইলো, "আমি জানি না, আমার ভাইরে আমি দেখা-হুনা করি নি?" 10 তেউ মাবুদে কইলা, "তুমি ইতা কিতা করলায়? দেখো, জমিন থাকি তুমার ভাইর লউয়ে আমার গেছে ফরিয়াদ করের। 11 জমিনে যেবলা তুমার কারনে তুমার ভাইর লউ খাইল, অউ সময় তুমি লান্নতি অইয়া জমিন থাকি খেদাইল অইলায়। 12 তুমি যেবলা জমিনো খেত করবায়, জমিনে আর তুমারে ফসল দিতো নায়। তুমি বৈতল অইয়া দুনিয়াই জুড়ি ঘুরবায়।" 13 তেউ কাবিলে মাবুদরে কইলো, "ই শাস্তি আমার আংগাজ অইতো নায়। 14 আইজ তুমি আমারে জমিন থাকি খেদাই দিরায়, আমি তুমার ছামনে থনে হরি যাইমুগি। আর বৈতল অইয়া যেবলা আমি দুনিয়াইত ঘুরমু, অউ সময় যার ছামনেউ আমি পড়মু, হে-উ আমারে খুন করব।" 15 মাবুদে তারে কইলা, "তে তুমারে যে খুন করব, তার উপরে আমি সাতগুন বদলা লইমু।" অউ কথা কইয়া মাবুদে কাবিলরে একটা চিন্নত দিলা, যাতে কেউ তারে আতো পাইয়াও না মারে। 16 এরবাদে কাবিল মাবুদর ছামন থাকি হরিয়া আদনর পুবেদি নোদ [মানি, ঘুরা-ফিরা] দেশো গেলোগি।

কারিগরি কাম আর ধর্ম-কর্ম শুরু

17 আর কাবিল তার বউর লগে মিলায় তাইর পেটো হুরুতা আইল, আর হনোকর জনম অইলো। কাবিলে একটা টাউন বানাইয়া তার পুয়ার নামে টাউনর নাম রাখলো হনোক। 18 হনোকর পুয়া ইরদ, ইরদর পুয়া মহুয়ায়েল, মহুয়ায়েলর পুয়া মথুশায়েল, মথুশায়েলর পুয়া লেমক। 19 লেমকে দুই বিয়া করছলা, এক বউর নাম আদা, আরক বউর নাম সিল্লা। 20 আদার ঘরো যাবলর জনম অইলো, যারা তাম্বুত থাকে আর পশু পালে, অউ যাবল তারার মুল বাফ। 21 যাবলর ভাইর নাম যুবল। যারা বাশি আর বীণ বাজায়, অউ যুবল তারার মুল বাফ। 22 সিল্লার পেটো তুবল-কাবিলর জনম অইলো। পিতল আর লুয়ার আতিয়ার বানানি আছিল তার কাম। তার বইনর নাম নায়েমা।

23 একদিন লেমকে তার দুই বউরে কইলো,

"ও আদা আর সিল্লা, আমার কথা হুন,
লেমকর বিবিন, আমার কথায় দেও কান।
যে বেটায় আমারে করিল জখম,
যে বেটায় আমার গাত তুলল আত,
হেরে আমি করিলাম নিপাত।
24 কাবিলর খুনর বদলা যুদি সাতগুন অয়,
লেমকর বদলা সাতত্তইর গুন নিচ্চয়।"

25 এরমাজে আদমে হিরবার তান বউর লগে মিলায়, তান পেটো আরক পুয়া অইলো, হাওয়ায় তার নাম রাখলা শিস ‡। তাইন কইলা, "কাবিলে হাবিলরে খুন করছে করি আল্লায় হাবিলর বদলা আমারে এক চেরাগ যুগাই দিছইন।" 26 বাদে শিসরও এক পুয়া অইলো, হে তার নাম রাখল আনুশ, অউ সময় থনে মানষে মাবুদর নাম লওয়া শুরু করলা।

হজরত আদম (আঃ) অর খান্দান-নামা

5 ইতা অইলো আদমর খান্দানর কলমবন্দি বয়ান। মানুষ পয়দা করার সময় আল্লায় তান নিজর ছুরতে পয়দা করলা। 2 পয়দা করলা বেটা আর বেটি, আর তারারে মাবুদে বরকত দিলা, পয়দা করিয়া নাম রাখলা আদম।

3 আদমর একশো তিশ বরছ বয়সো তান লগে মিল রাখিয়া তান ছুরতে এক পুয়া অইলো। তাইন এর নাম রাখলা শিস। 4 শিসর জনমর বাদে আদম আরো আটশো বরছ বাচলা, এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়িন অইছিল। 5 মোট নয়শো তিশ বরছ জিন্দা থাকার বাদে আদম মারা গেলা।

6 শিসর একশো পাচ বরছ বয়সো তান পুয়া আনুশর জনম অইলো। 7 আনুশর জন্মর বাদে শিস আরো আটশো সাত বরছ বাচলা। এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছিল। 8 মোট নয়শো বারো বরছ বাচার বাদে শিস মারা গেলা।

9 আনুশর নব্বই বরছ বয়সো তান পুয়া কিনানর জনম অইলো। 10 কিনানর জন্মর বাদে আনুশ আরো আটশো পনরো বরছ বাচলা। এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছিল। 11 মোট নয়শো পাচ বরছ বাচার বাদে আনুশ মারা গেলা।

12 কিনানর সত্তইর বরছ বয়সো তান পুয়া মাহলাইলর জনম অইলো। 13 মাহলাইলর জন্মর বাদে কিনান আরো আটশো চাল্লিশ বরছ বাচলা। এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছিল। 14 মোট নয়শো দশ বরছ বাচার বাদে কিনান মারা গেলা।

15 মাহলাইলর পয়ষট্টি বরছ বয়সো তান পুয়া ইয়ারেদর জনম অইলো। 16 ইয়ারেদর জন্মর বাদে মাহলাইল আরো আটশো তিশ বরছ বাচলা। এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছিল। 17 মোট আটশো পচানব্বই বরছ বাচার বাদে মাহলাইল মারা গেলা।

† *মানি, কবুল* †† *হাবিল মানি, বেকামায়া*

‡ *মানি, যুগাই দেওয়া*

18 ইয়ারেদর একশো বাষট্টি বরছ বয়সো তান পুয়া ইদ্রিছর জনম অইলো।
19 ইদ্রিছর জন্মর বাদে ইয়ারেদ আরো আটশো বরছ বাচলা, এর মাজে তান
আরো পুয়া-পুড়ি অইছিল। 20 মোট নয়শো বাষট্টি বরছ বাচার বাদে ইয়ারেদ
মারা গেলা।
21 ইদ্রিছর পয়ষট্টি বরছ বয়সো তান পুয়া মাতুশালাখর জনম অইলো।
22 মাতুশালাখর জন্মর বাদে তিনশো বরছ পর্যন্ত, আল্লার লগে ইদ্রিছর খাছ
দিদার আছিল। এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছিল। 23 ইদ্রিছ মোট
তিনশো পয়ষট্টি বরছ দুনিয়াইত আছলা। 24 এরবাদে তানে আর দেখা গেল
না। আল্লার লগে তান খাছ দিদার আছিল গতিকে আল্লায় তানরে জিন্দা
হালতে নিজর গেছে নিলাগি।
25 মাতুশালাখর একশো সাতাশি বরছ বয়সো তান পুয়া লামাকর জনম
অইলো। 26 লামাকর জন্মর বাদে মাতুশালাখ আরো সাতশো বিরাশি বরছ
বাচলা। এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছিল। 27 মোট নয়শো
উনসত্তইর বরছ বাচার বাদে মাতুশালাখ মারা গেলা।
28 লামাকর একশো বিরাশি বরছ বয়সো তান এক পুয়া অইলো। 29 তাইন
এর নাম রাখলা নুহ † আর কইলা, "হে আমরার আতর ই লেজারতি কাম
থাকি, মাবুদর লান্নতি জমিন থাকি অখন আরাম দিবো।" 30 নুহর জন্মর বাদে
লামাক আরো পাচশো পচানব্বই বরছ বাচলা, এর মাজে তান আরো পুয়া-
পুড়ি অইছিল। 31 মোট সাতশো সাতত্তইর বরছ বাচার বাদে লামাক মারা
গেলা।
32 নুহর পাচশো বরছ বয়সর বাদে তান পুয়াইন সাম, হাম আর ইয়াফেতর
জনম অইলো।

হজরত নুহ (আঃ) (৬:১—১০:৩২)

দুনিয়াইত নাফরমানি বাড়ছে

6 দুনিয়ার উপরে যেবলা মানুষ বাড়া আরম্ভ অইলো, আর বউত
পুড়িন্তরও জনম অইলো। 2 তেউ আল্লার খাদিম অকলে অউ
পুড়িন্তরে খুবছুরত দেখিয়া, যে যারে খুশি তারে বিয়া করাত লাগলা।
3 ইতা দেখিয়া মাবুদে কইলা, "আমার রুহ হামেশা মানষর লগে থাকত নায়।
মানুষ তো খালি লউ আর গোস্ত, অখন থাকি আমি তারারে একশো বিশ
বরছ হায়াত দিয়ার।" 4 অউ পুড়িন্তর লগে আল্লার খাদিম অকলর মিলা-
মিশার কারনে যে আওলাদর জনম অইলো, তারা আছলা পুরানা জমানার
পয়লোয়ান অকল। হি সময় বা তার বাদেও দুনিয়াইত ছামুদ জাতর মানুষ
আছিল।
5 মাবুদে দেখলা, দুনিয়াইত মানষর নাফরমানি খুব বাড়ি গেছে, আর
তারার দিলর খাইশ, খিয়াল-খুশি খালি খারাপির বায়। 6 ইতা দেখিয়া মাবুদে
খুব তকলিফ পাইলা, তাইন দুনিয়াইত মানুষ পয়দা করছিলা করি খুব বেজার
অইলা। 7 আর কইলা, "আমারি পয়দা করা মানষরে, আর তারার লগে হকল
জাতর জানুয়ার, পুক-জুক আর আছমানর পাখিও খতম করি দিমু। ইতারে
পয়দা করিয়া আমারি দিলো দুখ লাগের।" 8 অইলে নুহর উপরে মাবুদ খুশি
আছলা।

হজরত নুহ (আঃ) অর জাজ

9 ইতা অইলো নুহর জিন্দেগির বয়ান। নুহ একজন কামিল মানুষ, তান
আমলর মানষর মাজে তাইনউ আছলা পাক-পরেজগার। আল্লার লগে
তানর খাছ দিদার আছিল। 10 সাম, হাম আর ইয়াফেত নামর তান তিন পুয়া
আছিল।
11 ই সময় আল্লার চখুত হারা দুনিয়াই গুনায় পচি গেছে আর জুর-জুলুমে
ভরি গেছে। 12 আল্লায় দুনিয়ার বায় চাইয়া দেখলা, ইতা গুনায় পচি গেছে।
কারন দুনিয়ার মানষর খাইছলত বে-পথে গেছেগি। 13 ইতা দেখিয়া আল্লায়
নুহরে কইলা, "তামাম মানুষ জাতরে আমি খতম করিলাইতাম ঠিক করছি।
মানষর লাগি দুনিয়াই জুর-জুলুমে ভরি গেছে। মানষর লগে লগে দুনিয়ার
হকলতা আমি শেষ করিলিতাম। 14 তুমি গফরর তক্তা দিয়া তুমার লাগি
একখান জাজ বানাও। এর ভিতরে আলগা আলগা কুঠা থাকব। আর
জাজর বারে-ভিতরে আলকাতরা লাগাইও। 15 জাজখান লাম্বায় তিনশো
আত, পাশে পইঞ্চাশ আত আর খাড়া-উবি তিশ আত বানাইও। 16 আর
চালো থাকি এক আত তলে চাইরোবায় খিড়কি রাখবায়, আর দুয়ার দিবায়
জাজর এক কান্দাত। জাজখান তিতালা বানাইও। 17 দেখিও, আমি
দুনিয়াইত অলা বইন্যা দিমু, আছমানর তলে যতো জানদারে দম ফালায়
হকলতাউ বিনাশ অইযিব। দুনিয়াইর হকল জানদারউ মরিযিব। 18 খালি
তুমার লগে আমার ওয়াদা জারি রাখমু। তুমি গিয়া জাজো উঠবায়, আর
তুমার লগে তুমার পুয়াইন, তুমার বিবি আর তুমার পুয়াইন্তর বউ-ও। 19 আর
জান বাচানির লাগি তুমি হকল জাতর জানদারর বেটা-বেটির জুড়া
মিলাইয়া তুমার লগে জাজো তুলবায়। 20 পরতেক জাতর পাখি, হেমান-
জানুয়ার আর মাটির মাজে বুকে চলরা জানদাররে বাচানির লাগি জুড়া
জুড়া করি তুমার গেছে আনবায়। 21 আর তুমি হকল জাতর লাগি খানির
জিনিস যোগাড় করি রাখবায়। ইতা তুমার আর তারার খানি অইবো।"
22 নুহে আল্লার হুকুম মাফিক হকলতাউ করলা।

দুনিয়াইত গজবি বান

7 আর মাবুদে নুহরে কইলা, "তুমি আর তুমার পরিবারর হকল আইয়া
জাজো উঠবায়। আমি দেখিয়ার ই জমানার মানষর মাজে তুমিউ
খালি দীনদার। 2 তুমি হালাল জানুয়ার অকল থাকি নর-মেদি মিলাইয়া
সাত জুড়া করি আর হারাম জানুয়ার থাকি এক জুড়া করি তুমার লগে লইও।
3 আছমানো উড়রা পাখির মাজ থাকি নর-মেদি মিলাইয়া সাত জুড়া করি
লইও। দুনিয়ার মাজে এরার বংশ বাচানির লাগি ইখান করিও। 4 আমি সাত
দিন বাদে দুনিয়াইর উপরে চাল্লিশ দিন চাল্লিশ রাইত একলাগারে মেঘ দিমু,
আর হকল জানদাররে দুনিয়া থাকি খতম করমু।" 5 মাবুদর হুকুম মাফিক নুহে
হকল কাম করলা।
6 বইন্যা শুরুর সময় নুহর বয়স আছিল ছয়শো বরছ। 7 বইন্যা থাকি বাচার
লাগি নুহ, তান বিবি, তান পুয়াইন আর পুয়াইন্তর বউরে লইয়া জাজো গিয়া
উঠলা। 8-9 আল্লার হুকুম মাফিক হালাল-হারাম জানুয়ার, পাখি, বুকে চলরা
জানদারর নর-মেদি মিলিয়া জুড়া জুড়া অইয়া নুহর গেছে আইয়া জাজো
হামাইলা। 10 অউ সাত দিন বাদে দুনিয়াইত বইন্যা অইলো।
11 নুহর ছয়শো বছরর সময় দুছরা মাসর সতরো তারিখ পাতালর হকল
পানি বার অইতো লাগল, আর আছমান যেনু ফাটি গেল। 12 চাল্লিশ দিন
চাল্লিশ রাইত দুনিয়াইর উপরে মেঘ অইলো। 13 যেদিন মেঘ শুরু অইলো,
ইদিন নুহ, তান বিবি, তানু পুয়াইন সাম, হাম, ইয়াফেত আর তারার বউ
অকলও জাজো আইয়া উঠলা। 14 তারারু লগে জুড়া জুড়া করি হকল
জাতর জংলি জানুয়ার, পালা হেমান, মাটির মাজে বুকে চলরা জানদার,
পাখি আর ডাখনা আলা হকলতাও উঠলা। 15 দম ফালাইয়া বাচে ইলা হকল
জাতর জানদার নুহর গেছে আইয়া জাজো উঠছিল। 16 আল্লার হুকুম
মাফিকউ নর-মেদির জুড়া মিলিয়া তারা উঠছিল। এরবাদে মাবুদে জাজর
দুয়ার বন্দ করি দিলা।
17 চাল্লিশ দিন ধরি দুনিয়াইত পানি বাড়তেউ থাকলো। পানি বাড়ি
যাওয়ায় জাজখান মাটি থাকি উপরে ভাইয়া উঠলো। 18 বাদে পানি খুব
বাড়ল আর জাজখান পানির উপরে চলাচল করলো। 19 আর পানি
বাড়তেউ থাকলো। এতে যেনো যতো বড় বড় পাড় আছিল, হক্কলতা বুড়ি
গেল। 20 হকল পাড়-পর্বত বুড়িয়া পানি আরো পনরো আত উপরে উঠলো।
21 আর দুনিয়াইত চলরা হকল জানদার, মানি পাখি, পালা হেমান, জংলি
জানুয়ার আর পাল বান্দিয়া ঘুররা হকলতা, মানষর লগে বিনাশ অইগেল।
22 মাটির উপরে যতো রকমর যতো জানদার দম ফালাইয়া বাচে ইতা
হকলতাউ মরিগেল। 23 আল্লায় অউ নমুনায় জমিনর হকল জানদার
দুনিয়াইর উপর থাকি ফুছিলাইলা। এতে মানুষ, জানুয়ার, বুকে চলরা
জানদার আর আছমানর পাখি দুনিয়াই থাকি ছাফ অইগেল। খালি নুহ আর
তান লগে যারা আছিল, তারাউ বাচিয়া রইলা। 24 দুনিয়া দেড়শ দিন পানিত
বুড়াইল রইল।

বানর পানি থাকি রেহাই

8 জাজো নুহ আর তান লগে যতো জানদার আর পালা হেমান
আছিল, আল্লায় তারার কথাও ফাউরিলা না। তাইন দুনিয়াইত বাতাস
চালাইলে পানি কমা শুরু অইলো। 2 মাটির তল থাকি পানি বারনি
আর আছমান থনে মেঘ পড়ার ফাটা বন্দ অইগেল, আর মেঘও দম লইলো।
3 মাটির উপরর পানি হরি গেল, আর দেড়শ দিন বাদে দেখা গেল পানি
বউত কমছে। 4 সাত নম্বর মাসর সতরো তারিখ জাজখান আরারাতর পাড়ি
এলাকাত গিয়া আটকিলো। 5 এরবাদেও পানি কমাত থাকল, আর দশ নম্বর
মাসর পয়লা দিন পাড় অকলর মাথা দেখা গেল।
6 এর চাল্লিশ দিন বাদে নুহে জাজর খিড়কি খুললা। 7 আর খিড়কিবায় এক
কাউয়া ছাড়লা। মাটি থাকি পানি না হুকানি পর্যন্ত কাউয়াটা আওয়া-
যাওয়াত রইল। 8 মাটির উপর থনে পানি কমছে কি না দেখার লাগি নুহে
বাদে একটা পারো ছাড়লা। 9 ই সময়ও আস্তা দুনিয়াইত পানি আছিল করি
পাও থইবার জাগা না পাইয়া পারোটা হিরবার ফিরিয়া আইল। তাইন আত
বাড়াইয়া তারে ভিতরে আনলা। 10 হেশে তাইন আরো সাত দিন বার চাইয়া
হিরবার তারে ছাড়লা। 11 হাইঞ্জা বালা হে তান গেছে ফিরিয়া আইল, আর
তার ঠোটো আছিল জয়তুন গাছর হাজমা পাতা, তাইন বুজলা মাটির উপর
থাকি পানি কমি গেছে। 12 আরো সাত দিন বাদে তাইন হিরবার পারোটা
ছাড়লা, ইকটা আর ফিরিয়া আইলো না।
13 নুহর বয়স ছয়শো এক বছরর সময় পয়লা মাসর পয়লা দিন মাটির উপর
থাকি পানি হরি গেল, আর নুহে জাজর চাল খুলিয়া চাইয়া দেখলা, মাটি
হুকানি ধরছে। 14 দুছরা মাসর সাতাইশ দিনর দিন মাটি একইবারে হুকাই
গেল। 15 আল্লায় তানরে কইলা, 16 "তুমি তুমার বিবি, তুমার পুয়াইন আর
তুমার পুয়াইন্তর বউরে লইয়া জাজ থাকি বার অইয়া আও। 17 আর তুমার
লগে যতো জাতর জানদার আছে—পাখি, জানুয়ার আর মাটির মাজে বুকে
চলরা জানদার—তারারেও বার করি লইয়া আও, যেনু হারা দুনিয়াই জুড়ি
তারা ছিতরিয়া গিয়া ফলআলা অইয়া বাড়ে।" 18 তেউ নুহে তান বিবি, তান
পুয়াইন আর তারার বউরে লইয়া জাজ থাকি বার অইলা। 19 তারার লগে
দুনিয়াইর হকল জানুয়ার, পুক-জুক আর পাখি, এক কথায় দুনিয়াইত চলরা
হকল জানদার, যারযির জাতমত বার অইলো।
20 বাদে নুহে মাবুদর নামে একখান কুরবানি খানা বানাইলা, আর পরতেক
জাতর হালাল পশু-পাখি থাকি এক একটা লইয়া জবো করিয়া, জালাইয়া
কুরবানি দিলা। 21 মাবুদ ই কুরবানির ধুমার খুশবুয়ে খুশি অইলা, আর তাইন
কইলা, "মানষর লাগি আমি আর কুনু সময়ও মাটিরে লান্নত দিতাম নায়,
যদিও হুরুবালা থাকিউ মানষর মনর খিয়াল খারাপির বায় থাকে। ইফিরা
যেলা হকল জানদাররে মারছি, ইলাখান আর কুনু দিনউ মারতাম নায়।

† *মানি, আরাম*

22 যতদিন ই দুনিয়াই থাকব, অতদিন নিয়মমত বিচ ফালানি আর ফসল
কাটা, ঠান্ডা আর গরম, বারিশা আর এওত, দিন আর রাইত চলতেউ
থাকব।”

হজরত নুহ (আঃ) অর লগে ওয়াদা

9 আল্লায় নুহ আর তান পুয়াইন্তরে বরকত দিয়া কইলা, “তুমিতাইন
ফলআলা অইয়া বাড়িয়া দুনিয়াই ভরি যাও। 2 দুনিয়াইর জানুয়ার,
আছমানর পাখি, মাটির মাজে বুকে চলরা জানদার আর দরিয়ার মাছ,
হকলেউ তুমরারে ডর-ভয় করি চলব। ইতারে তুমরার আতো দেওয়া
অইলো। 3 যেলা তুমরারে খেতর ফল-ফসল আর তরি-তরকারি দিছলাম,
অউলা অখন জিতা জানদার হকলরেও তুমরার খানির লাগি দিলাম।
4 খালি লউ-সহ গোস্ত তুমরা খাইও না, লউ অইলোগি জান। 5 কেউ যুদি
মানষরে খুন করে তে আমি অবশ্যউ তার খুনর বদলা লইমু। হে জানুয়ার
অউক বা মানুষ অউক, মানষর জান যে নেয়, তার জানও দেওন লাগব।
6 মানষর লউ যে বার করে, মানষেও তার লউ বার করব, কারন আল্লায়
মানষরে নিজর ছুরতে বানাইছইন। 7 তুমিতাইন বেশ করি ফলআলা অইয়া
বাড়ো আর দুনিয়াইত ছিতরিয়া যাও।”
8 বাদে আল্লায় নুহ আর তান পুয়াইন্তরে কইলা, 9 “হুনো, আমি জবান
দিয়ার, তুমরা আর তুমরার বাদর হকল মানষরে, 10 আর পাখি, পালা হেমান
আর দুনিয়াইর যতো জানুয়ার তুমরার লগে জাজ থাকি বার অইছে,
তারারেও। 11 জবানটা অইলো, বানর পানি দিয়া আর কুনু সময়উ হক্কল
জানদাররে মারা অইতো নায়, আর তামাম দুনিয়াই ছাফ করার লাগি ইলা
কুনু বানও অইতো নায়।” 12 আল্লায় আরো কইলা, “যে জবান আমি
তুমরারে আর তুমরার লগর জানদার অকলরে দিলাম, ইকটা কিয়ামত পর্যন্ত
বওয়াল রইবো। 13 আর মেঘর কালনির মাজে আমার রংধেনু দিলাম, ইকটা
অইলো দুনিয়াইত আমার জবানর নিশানা। 14 যেবলা আমি দুনিয়াইর উপরে
কালনি দিমু, ই সময় অউ রংধেনু দেখবায়। 15 আর অউ সময়উ আমি
তুমরার আর হকল জানদারর লগে আমার জবানর কথা ইয়াদ করমু। আর
কুনু সময়উ বইন্যা অইয়া হকল জানদাররে পানি দিয়া ধইয়া নিতো নায়।
16 কালনির মাজে যেবলা হি রংধেনু দেখা যাইব অউ সময় আমি দুনিয়াইর
হকল জানদারর লগে আমার ই হামেশাকুর জবানর কথা ইয়াদ করমু।”
17 হেশে আল্লায় নুহরে কইলা, “দুনিয়াইর হকল জানদারর লগে আমি যে
জবান দিছি, ইকটা অইলো তার নিশানা।”

হজরত নুহ (আঃ) আর তান পুয়াইন

18 জাজ থনে নুহর যে পুয়াইন বার অইছলা, তারার নাম অইলো সাম, হাম
আর ইয়াফেত। অউ হাম অইলো কেনানর বাফ। 19 নুহর অউ তিনও পুয়ার
খান্দান হারা দুনিয়াইত ছিতরি গেলা।
20 নুহে খেত-খামার শুরু করিয়া এক আংগুর-খেত করলা। 21 আর
আংগুরর শরাব খাইয়া টাল অইয়া তাম্বুর ভিতরে উদাম অইয়া পড়ি রইলা।
22 কেনানর বাফ হামে আইয়া তার বাফর অউ হাল দেখিয়া বারে গিয়া তার
দুইও ভাইর গেছে কইলো। 23 অইলে সাম আর ইয়াফেতে কান্দো করি
একখান কাপড় লইয়া পিছে আটিয়া বাফরে অউ কাপড়দি গুরিয়া দিলা,
তারার চউখ উল্টা বায় থাকায় বাফরে বে-আবরু হালতে দেখলা না। 24 নিশা
কমি যাওয়ার বাদে নুহে তান পুয়ার কান্ড হুনিয়া 25 কইলা, “কেনানর উপরে
লান্নত পড়উক, হে তার ভাইয়াইন্তর গেছে গুলামর গুলাম অইবো।”
26 তাইন আরো কইলা, “হকল তারিফ সামর মাবুদ আল্লার, কেনান সামর
গুলাম অউক। 27 আল্লায় ইয়াফেতরে বউততা দেউক্কা, হে সামর তাম্বুত
থাকউক, আর কেনান তার গুলাম অউক।”
28 বানর বাদে নুহ আরো সাড়ে তিনশো বরছ বাচলা। 29 মোট সাড়ে
নয়শো বরছ বয়সো তাইন মারা গেলা।

হজরত নুহ (আঃ) অর খান্দান-নামা

10 নুহর পুয়াইন সাম, হাম, আর ইয়াফেতর খান্দানর বয়ান। বানর বাদে
তীরার পুয়া-পুড়ি অইছলা।
2 ইয়াফেতর পুয়াইন্তর নাম: গোমর, মাজুজ, মাদয়, ইয়াবান,
তুবল, মেশক আর তীরস। 3 গোমরর পুয়াইন: অস্কিনস, রিফত আর তোগর্ম।
4 ইয়াবানর পুয়াইন অইলা: ইলিশাহ, তর্শীশ, কিত্তীম আর রোদানীম। 5 এরার
বংশর মানষে নানান জাতর মাত-কথা, পরিবার আর জাত হিসাবে দরিয়ার
পারর নানান দেশো ছিতরি গেলা।
6 হামর পুয়াইন্তর নাম: কুশ, মিসর, পুট আর কেনান। 7 কুশর পুয়াইন: সবা,
হবিলা, সপ্তা, রয়মা আর সপ্তকা। রয়মার পুয়াইন অইলা: সাবা আর দদান।
8 কুশর এক পুয়ার নাম আছিল নমরুদ। অউ নমরুদ দুনিয়াইত পয়লোয়ান
অইয়া উঠছিল। 9 মাবুদর গেছে হে আছিল পয়লোয়ান শিকারি। এরলাগি
কথায় কয়, মানুষটা যেন মাবুদর ছামনে নমরুদর লাখান পয়লোয়ান শিকারি।
10 শিনার দেশর বাবিল, এরক, অক্কদ আর কলনী নামর টাউন অকল লইয়া
হে বাদশাই শুরু করলো। 11 অন থাকি তার রাইজ্য বাড়িয়া আশিরিয়া দেশ
পর্যন্ত গেল। হখানর নিনভ, রহবতপুর, কেলহ 12 আর রেষন নামর টাউন
অকলও তার বানাইল। রেষন আছিল নিনভ আর কেলহর মাজখানো, ই
তিনটায় মিলিয়া এক বিরাট শহর অইলো। 13 মিসরর বংশ অইলা অউ জাত
অকল: লুদী, অনামী, লহাবী, নপ্তোহী, 14 পথ্রোষী, কসলুহী, আর কপ্তোরী,
অউ কপ্তোর দ্বীপ থাকি ফিলিস্তিনী অকল বার অইয়া অইলা।
15 কেনানর বড় পুয়া সিদন, বাদর পুয়া হিট্ট, হিট্টী জাতির মুল বাফ।
16 কেনান আছলা যিবুজী, আমোরী, গির্গাশী, 17 হিব্বী, আর্কী, সীনী,
18 আর্বাদী, জমারী আর হামাতী, অউ জাতি অকলর মুল বাফ। হেশে অউ
কেনানী অকল চাইরোবায় ছিতরি গেছলা। 19 সিদন টাউন থাকি গেরারর
মুখা গাজা পর্যন্ত, আর গাজা থাকি ছাদুম, আমুরা, অদমা আর ছবয়িম
যাওয়ার পথে লাশা পর্যন্ত কেনানী অকলর রাজত্ব আছিল। 20 পরিবার, মাত-
কথা, দেশ আর জাত হিসাবে এরা আছিল হামর খান্দান।
21 ইয়াফেতর বড় ভাই সামরও পুয়া-পুড়ি অইছলা। সাম অইলা আবের
আর তার খান্দানর বাফ। 22 সামর পুয়াইন্তর নাম: ইলাম, আশুর, আর্ফাক্সাদ,
লুদ আর ইরাম। 23 ইরামর পুয়াইন: উজ, হুল, গেথর আর মশ।
24 আর্ফাক্সাদর পুয়া শালেখ, আর শালেখর পুয়ার নাম আবের। 25 আবেরর
দুই পুয়া অইছলা, একজনর নাম ফালেজ [মানি, আলগা], তান সময় দুনিয়া
আলগ অইছিল করি তান অউ নাম অইলো। ফালেজর ভাইর নাম
ইয়াকতান। 26 ইয়াকতানর পুয়াইন অইলা: অলমোদদ, শেলফ, হাযরামাওত,
যেরহ, 27 হদোরাম, উজাল, দিক্লা, 28 ওবল, অবিমায়েল, সাবা, 29 ওফির,
হবিলা আর যোবব। এরা হকল অইলা ইয়াকতানর পুয়াইন। 30 মেষা থাকি
পুবেদি ছেফারো যাওয়ার পথো যে পাড়ি জাগা আছে, অনো তারা থাকতা।
31 পরিবার, মাত-কথা, দেশ, আর জাত হিসাবে এরা অইলা সামর খান্দান।
32 জাত আর বংশ হিসাবে এরা অইলো নুহর পুয়াইন্তর পরিবার। বানর
বাদে এরার বংশ অকলে নানান জাত অইয়া আস্তা দুনিয়াইত ছিতরি
গেছলা।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) (১১:১—২৩:২০)

বাবিল মিনার

11 হি জমানাত আস্তা দুনিয়াইত খালি এক ভাষায় মাততা, আর
তারার বুলি অকলও একলাখানউ আছিল। 2 তারা পুবেদি
আগুয়াইয়া যাইতে যাইতে শিনার দেশর এক থল জাগা পাইয়া
হখানোউ বসত করলা। 3 তারা একে-অইন্যরে কইলো, “আও, আমরা ইট
বানাইয়া আগুইনদি জালাই।” কইয়াউ তারা পাথরর বদলা ইট আর চুন-
সুরকির বদলা তারতেল লাগাইলো। 4 তারা আরো কইলো, “আও, আমরার
নিজর লাগি একটা শহর বানাই, আর অউলা একটা ঘরও বানাই, যেকটার
মিনার গিয়া আছমান লাগাল পাইব। তেউ আমরার নামও অইবো আর
আমরা দুনিয়াইত ছিতরিতামও নায়।” 5 মানষে যে উচা ঘর আর শহর
বানাইরা ইকটা দেখাত মাবুদ লামি আইলা। 6 আর কইলা, “এরা এক জাতর
মানুষ, এরার মাত-কথাও এক; এরলাগি তারা অউ কামর মাজে আত দিছে।
নিজর মতলব হাছিলর লাগি এরা আর কুনু বাধাউ মানতো নায়। 7 তে
আও, আমরা লামিয়া গিয়া তারার বুলির মাজে গোলমাল লাগাই দেই, যাতে
তারা একজনে আরক জনর মাত বুজতো না পারে।” 8 এরবাদে মাবুদে হউ
জাগা থাকি তারারে আস্তা দুনিয়াইত ছিতরাই দিলা। আর তারার হউ শহর
বানানির কামও বন্দ অইগেল। 9 অউ কারনে হউ জাগার নাম অইলো বাবিল
[মানি, গোলমাল], হখানোউ মাবুদে হারা দুনিয়াইর বুলির মাজে গোলমাল
লাগাই দিছলা। হখান থাকিউ তাইন তারারে আস্তা দুনিয়াইত ছিতরাইলিলা।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অর বাফ-দাদাইন

10 অউ অইলো সামর খান্দানর বয়ান। বানর দুই বরছ বাদে সামর বয়স
যেবলা একশো বরছ, অউ সময় তান পুয়া আর্ফাক্সাদর জনম অইলো।
11 আর্ফাক্সাদর জন্মর বাদে সাম আরো পাচশো বরছ বাচিয়া আছলা। এর
মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
12 আর্ফাক্সাদর পায়তিশ বছরর সময় তান পুয়া শালেখর জনম অইলো।
13 শালেখর জন্মর বাদে তাইন আরো চাইরশৌ তিন বরছ বাচিয়া আছলা।
এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
14 শালেখর তিশ বরছ বয়সর সময় তান পুয়া আবেরর জনম অইলো।
15 আবেরর জন্মর বাদে শালেখ আরো চাইরশৌ তিন বরছ বাচিয়া আছলা।
এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
16 আবেরর চৌতিশ বছরর সময় তান পুয়া ফালেজর জনম অইলো।
17 ফালেজর জন্মর বাদে আবের আরো চাইরশৌ তিশ বরছ বাচিয়া আছলা।
এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
18 ফালেজর তিশ বরছ বয়সর সময় তান পুয়া রাউর জনম অইলো।
19 রাউর জন্মর বাদে ফালেজ আরো দুইশো নয় বরছ বাচিয়া আছলা। এর
মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
20 রাউর বত্তিশ বছরর সময় তান পুয়া সারুজর জনম অইলো। 21 সারুজর
জন্মর বাদে রাউ আরো দুইশো সাত বরছ বাচিয়া আছলা। এর মাজে তান
আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
22 সারুজর তিশ বছরর সময় তান পুয়া নাহুরর জনম অইলো। 23 নাহুরর
জন্মর বাদে সারুজ আরো দুইশো বরছ বাচিয়া আছলা। এর মাজে তান
আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
24 নাহুরর উনতিশ বছরর সময় তান পুয়া তারেখর জনম অইলো।
25 তারেখর জন্মর বাদে নাহুর আরো একশো উন্নিশ বরছ বাচিয়া আছলা।
এর মাজে তান আরো পুয়া-পুড়ি অইছলা।
26 তারেখর সত্তইর বছরর সময় তান পুয়াইন আব্রাম (তান বাদর নাম
ইব্রাহিম), নাহুর আর হারনর জনম অইছিল।
27 অউ অইলো তারেখর খান্দানর বয়ান। তারেখর পুয়ার নাম আছিল
আব্রাম, নাহুর আর হারন। আর হারনর পুয়ার নাম লুত। 28 হারন তান বাবা
জিন্দা থাকতেউ, তান জনম-মাটি বাবিল দেশর উর টাউনো মারা গেছলা।
29 আব্রাম আর নাহুর দুইজনে বিয়া করছলা। আব্রামর বউর নাম আছিল
ছারা। আর নাহুরর বউর নাম মিলকা। মিলকা আর ইসকা আছলা হারনর

পুড়িন। 30 অইলে ছারার কুনু পুয়া-পুড়ি আছিল না, তাইন নিআওলাদি আছলা।
31 তারেখে আব্‌রাম, লুত আর ছারারে লইয়া কেনান দেশো যাওয়ার লাগি বাবিল দেশর উর টাউন থাকি রওয়ানা অইলা। আব্‌রাম অইলা তারেখর পুয়া, হারনর পুয়া লুত অইলা তারেখর নাতি, আর ছারা অইলা তারেখর পুঁয়া আব্‌রামর বউ। পয়লা তারা হারান নামে এক টাউনো গেলা আর হ্‌খানো বসত করলা। 32 তারেখ দুইশো পাচ বরছ বয়সো হারান টাউনো মারা গেলা।

হজরত আব্‌রাম [ইব্রাহিম] (আঃ) অর ছফরর হুকুম

12 বাদে মাবুদে আব্‌রামরে ফরমাইলা, “তুমি তুমার নিজর দেশ, খেশ-কুটুম, আর বাবাইতি ভিটা-মাটি ছাড়িয়া আমি যে দেশ দেখাইমু হউ দেশো যাও। 2 তুমার মাজ থাকি আমি বউত বড় এক জাতি পয়দা করমু। তুমারে রহম-বরকত দিমু। আমি তুমারে বড় ইজ্জতি বানাইমু, আর তুমার উছিলায় আস্তা দুনিয়ার মানষে রহম-বরকত পাইবা। 3 আর হুনো, তুমারে যারা দোয়া দিবা, আমি আল্লায় তারারে রহম-বরকত দিমু, অইলে যারা তুমারে বদদোয়া দিবা, আমি তারারে লানত দিমু। দুনিয়ার হকল জাতিয়ে তুমার উছিলায় রহম-বরকত পাইবা।”
4 মাবুদর হুকুম মতউ আব্‌রাম বার অইগেলা, তান ভাতিজা লুতও তান লগে গেলা। হারান টাউন ফালাইয়া যাওয়ার সময় আব্‌রামর বয়স আছিল পচত্তইর বরছ। 5 তান বিবি ছারা আর ভাতিজা লুতরে লইয়া তাইন বার অইলা। হকল মাল-ছামানা লইয়া আর যে গুলাম অকলরে তাইন-তাইন হারান এলাকাত পাইছলা তারারে লইয়া কেনান দেশো যাইতা করি রওয়ানা দিলা। হেশে হনো গিয়া পৌছলা। 6 কেনানর মাজেদি যাইতে যাইতে আব্‌রাম শিখিমো আইয়া মোরির এলন গাছর গেছে জিরাইলা। ই সময় কেনানী অকল হউ দেশো বসত করতা। 7 মাবুদে আব্‌রামরে দরশন দিয়া কইলা, ই দেশখান আমি তুমার ওয়ারিশরে দিলাইমু। আব্‌রামরে যেইন দেখা দিলা, হউ মাবুদর নামে তাইন হনো এক কুরবানি খানা বানাইলা। 8 হন থাকি তাইন বেথেল টাউনর পুবেদি পাড়ি এলাকাত আগুয়াই গেলা, গিয়া পইচমে বেথেল পুবে অয় টাউনর মাজখানো তাইন তাম্বু গাড়িলা। মাবুদর নামে তাইন হনো এক কুরবানি খানা বানাইলা আর মাবুদর নাম লইলা। 9 বাদে তাইন হিন থাকি হরতে হরতে নেগেভ নামর দউকনর মরুভুমির বায়দি গেলাগি।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) মিসর দেশো গেলা

10 ই সময় কেনান দেশো নিদান দেখা দিলো। ই নিদান খুব বেথায়া অওয়ায়, আব্‌রামে মুছাফির হাজিয়া মিসর দেশো গেলাগি। 11 মিসরর কান্দাত আইয়া আব্‌রামে তান বিবি ছারারে কইলা, “হুনো, আমি জানি তুমি খুব সুন্দরি। 12 তুমি যেবলা মিসরী অকলর চউখো পড়বায়, তেউ তারা বুজব তুমি আমার বউ, আর তুমারে রাখিয়া আমারে খুন করিলিব। 13 এরলাগি কইও, তুমি আমার বইন। এতে তুমার লাগি আমার ভালা অইবো, আর আমারে বাচাইয়া রাখব।” 14 আব্‌রাম মিসরো আইয়া হারলে মিসরর মানষে দেখলা ছারা খুব সুন্দরি। 15 মিসরর বাদশা ফেরাউনর গুইয়া অকলে তানে দেখিয়া ফেরাউনর গেছে গিয়া তান তারিফ করিয়া বউততা কইলা। আর ছারারে রাজবাড়ির ভিতরে নেওয়া অইলো। 16 ছারার লাগি ফেরাউনে আব্‌রামরে মায়া করতা লাগলা। তাইন আব্‌রামরে বউত গরু-ছাগল, গাধা-গাধী, উট, আর বান্দি-গুলাম উপহার দিলা।
17 অইলে বিবি ছারার লাগি মাবুদে ফেরাউন আর তার বাড়ির হকল মানষর মাজে বেসেবা বেমার পয়দা করলা। 18 তেউ ফেরাউনে আব্‌রামরে নিয়া জিকাইলা, “আপনে আমার লগে ইতা কিতা করলা? তানরে কেনে আপনার বউ না কইয়া 19 বইন কইলা? আর আমি তো তানরে বিয়া করার লাগি নেওয়াইছলাম। এইন তো আপনার বিবি, এনে লইয়া আপনে ইন থাকি হরি যাউক্কাগি।” 20 অউ কথা কইয়া ফেরাউনে তান মানষরে হুকুম করলা, আর তারা আব্‌রামর হকল মাল-ছামানা সহ তানে আর তান বিবিরে বিদায় করি দিলা।

হজরত ইব্রাহিম আর হজরত লুত (আঃ)

13 তেউ আব্‌রাম আর তান বিবিয়ে হকলতা লইয়া মিসর দেশ ফালাইয়া নেগেভ মরুভুমিত গেলাগি, লুতও তান লগে আছলা।
2 আব্‌রাম খুব ধনি আছলা, তান বউত হেমান-জানোয়ার আর সোনা-রুপা আছিল। 3 বাদে তাইন নেগেভ থাকি হরতে হরতে বেথেল পর্যন্ত গেলা। গিয়া তাইন বেথেল আর অয় টাউনর মাজখানো পৌছলা, যে জাগাত তাইন আগে তাম্বু গাড়িছলা 4 আর পয়লা কুরবানি খানা বানাইছলা। অনো গিয়া তাইন হিরবার মাবুদর নাম লইলা। 5 আব্‌রামর লগে মুছাফির আছলা তান ভাতিজা লুত, এনও বউত গরু-ছাগল আর তাম্বু আছিল। 6 অইলে জাগাটা ইলা আছিল না যেন, দুইওজনর পশুর পালে একলগে খাইতা পারবা। গরু-ছাগল আর তাম্বু অতো বেশি আছিল যেন, ইতা লইয়া তারার থাকার উপায় আছিল না। 7 এরলাগি আব্‌রাম আর লুতর রাখাল অকলে হামেশা দরবার-কাইজ্জা করতা। আর হি সময় কেনানী অরি ফারিজী অকলও হি দেশো বসত করতো।
8 তেউ আব্‌রামে লুতরে কইলা, “হুনো, আমরা তো দুইওজনউ আপন। তে তুমার-আমার মাজে আর তুমার-আমার রাখালর মাজেও দরবার-কাইজ্জা করা ঠিক নায়। 9 হারা দেশটাউ তুমার ছামনে পড়ি রইছে। তে আও, আমরা আলগা অইযাই। তুমি বাউয়ে পছন্দ করলে, আমি ডাইনে, আর তুমি ডাইনে গেলে, আমি বাউয়ে যাইমু।” 10 লুতে চাইয়া দেখলা, জর্দান গাংগর থল জাগার হকল বায় সোয়ার গাউ পর্যন্ত বউত পানি আছে, মাবুদর বাগিচা বা মিসর দেশর লাখান ই জাগাও ঘাস-পানি আলা। অউ সময়ও মাবুদে ছাদুম আর আমুরা টাউন বিনাশ করছইন না। 11 এরলাগি লুতে জর্দান গাংগর হকল থল জাগা নিজর লাগি বাছিয়া পুবেদি হরিয়া গেলাগি। অউলা তারা আলগা অইগেলা। 12 আব্‌রাম কেনান দেশো রইলা, আর লুত হউ থল জমিনর টাউন অকলর কাছাত গিয়া বসত করলা। তাইন ছাদুম টাউনর কিনারো তাম্বু গাড়িল্লা। 13 ছাদুমর মানুষ অকল খুব খবিছ আছিল, মাবুদর নজরো তারা বেথায়া গুনাগার।
14 লুত আলগা অওয়ার বাদে মাবুদে আব্‌রামরে কইলা, “তুমি যে জাগাত উবাইছো, ইকান থাকি উতরে-দউকনে, পুবে-পইচমে একবার চাইয়া দেখো। 15 যে জাগা অকল তুমি দেখরায়, ইতা আমি তুমারে আর তুমার ওয়ারিশ অকলরে হামেশাকুর লাগি দিলাইমু। 16 আমি তুমার ওয়ারিশরে দুনিয়াইর ধুইল-বালুর লাখান বেহিসাব করমু। দুনিয়ার ধুইল-বালু যুদি কেউ গনিয়া ফুড়াইতো পারে, তাইলে তুমার ওয়ারিশরেও গনতো পারব। 17 উঠো, আস্তা দেশটা তুমি একবার ঘুরিয়া আও, অউ দেশউ আমি তুমারে দিমু।” 18 তেউ আব্‌রামে তান তাম্বু তুলিয়া, হেবরন এলাকাত মম্রির এলন বনর কান্দাত নিয়া গাড়িলা। হখানো তাইন মাবুদর লাগি কুরবানি খানা বানাইলা।

হজরত লুত (আঃ) বন্দি অইলা

14 বাবিল দেশর বাদশা অম্রাফেল, ইল্লাসরর বাদশা আরিয়াক, ইলামর বাদশা কদর-লাউমর আর গোয়ীমর বাদশা তিদিয়ল, এরা চাইরোজনে এক অইয়া 2 ছাদুমর বাদশা বিরা, আমুরার বাদশা বিরশা, অদমার বাদশা শিনাব, ছবয়িমর বাদশা শিমেবর আর বিলার বা সোয়ারর বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাত গেলা। 3 অউ পাচজন বাদশায় তারার সিপাই অকলরে একখানো করিয়া সিদ্দিমর তল জাগাত লইয়া গেলা। ই জাগারে লোনা সাগর কইন। 4 হি বাদশা অকলে বারো বরছ বাদশা কদর-লাউমরর গুলামি করিয়া তেরো বছরর সময় বিদ্রোহ করলা। 5 এর বাদর বরছ বাদশা কদর-লাউমর আর তান লগর বাদশা অকলে গিয়া অস্তরোথ-কর্নয়ীমো রফায়ী অকলরে, হমো গিয়া জুজী অকলরে, আর শাবি-কিরিয়াতাইমো গিয়া এইমী অকলরে আরাইলা। 6 বাদে মরুভুমির কাছার এল-ফারন পর্যন্ত সেয়ীর পাড়র হোরীয় অকলরেও আরাইলা। 7 হেশে অউ বাদশা অকলে ঘুরিয়া গিয়া ঐন-মিস্পটো বা কাদেশ গেলা। তারা আমালেকী অকলর আস্তা দেশ দখল করলা আর হাজাজন-তামার টাউনো যে আমোরী অকল আছিল তারারেও দখল করলা। 8 বাদে ছাদুম, আমুরা, অদমা, ছবয়িম আর বিলা বা সোয়ারর বাদশা অকলে 9 ইলামর বাদশা কদর-লাউমর, গোয়ীমর বাদশা তিদিয়ল, বাবিলর বাদশা অম্রাফেল আর ইল্লাসরর বাদশা আরিয়াকর লগে যুদ্ধ করার লাগি সিদ্দিম নামর তল জাগাত তারার সিপাই অকল হাজাইলা। চাইর বাদশার বিরুদ্ধে পাচ বাদশায় লাগলা। 10 সিদ্দিমর তল জাগাত তারতেলর বউত গাত-গাড়া আছিল। ছাদুম আর আমুরার বাদশাইন যেবলা বাগিয়া যাইরা, ই সময় তারার লগর কেউ কেউ অউ তারতেলর গাতো পড়ি গেলা, আর বাকি অকলে বাগিয়া পাড়ো গেলা। 11 তেউ তারার দুশমন অকলে ছাদুম-আমুরার হকল ধন-ছামানা আর খানি-দানির হকলতা লুটিয়া লইয়া গেলোগি। 12 আর তারা আব্‌রামর ভাতিজা লুতর হকল মাল-ছামানা সুদ্ধা হউ লুতরেউ ধরিয়া লইয়া গেলাগি, কারন এইনেউ ছাদুম টাউনো রইতা।
13 তেউ একজনে বাগিয়া আইয়া ইবরানি আব্‌রামরে অউ খবর দিলো। আব্‌রাম ই সময় আমোরী মম্রির এলন বনর কাছাত থাকতা। ই মম্রি আছলা আশকুল আর আনেরর ভাই, আব্‌রামর লগে এরার যুদ্ধর সাইয্যর চুক্তি আছিল। 14 তান ভাতিজারে ধরিয়া লইয়া গেছইনগি হুনিয়া আব্‌রামে লাড়াই জানরা নিজর তিনশো আঠারো জন গুলামরে লইয়া দান টাউন পর্যন্ত দুশমনর খরে খরে গেলা। অউ গুলাম অকল তান বাড়িতউ জন্মিছিল। 15 রাইতর বালা দুশমনর দলর লাগাল পাইয়া এরা হামলা করিয়া হেরারে আরাই দিলা, আর খেদাইতে খেদাইতে দামেস্ক টাউনর উতরে হোবা পর্যন্ত গেলা। 16 লুট করা হক্কল জিনিস তাইন ফিরাইয়া আনলা, মাল-ছামানা সুদ্ধা তান ভাতিজা লুতরেও উদ্ধার করলা। এর লগে হকল বেটিন্তরে আর হকল মানষরেও উদ্ধার করি আনলা।

বাদশা মালকী-সিদ্দিকে দোয়া দিলা

17 কদর-লাউমর আর তার লগর বাদশা অকলরে আরাইয়া আব্‌রাম ফিরিয়া আওয়ার সময় ছাদুমর বাদশায় তান লগে দেখা করার লাগি শাবী বা বাদশা নামর তল জাগাত বার অইয়া আইলা। 18 আর শালেমর বাদশা মালকী-সিদ্দিকে আব্‌রামর লাগি রুটি আর আংগুরর শরবত লইয়া আইলা, তাইন অইলা আল্লাতালার ইমাম। 19 তাইন আব্‌রামরে দোয়া করিয়া কইলা, “যেইন আছমান আর জমিন পয়দা করছইন, হউ আল্লাতালা আব্‌রামরে বরকত দান করউক্কা। 20 আপনার দুশমন অকলরে যেইন আপনার আত্তো সপিছইন, তান নাম ধইন্য অউক।” অউ আব্‌রামে তান হক্কলতার দশবাটর একবাট মালকী-সিদ্দিকরে দিলাইলা। 21 আর ছাদুমর বাদশায় আব্‌রামরে কইলা, “আপনে মাল-ছামানা হকলতা রাখি দেউক্কা, খালি মানুষ গুইন আমারে ফিরত দিলাইন।” 22 আব্‌রামে ছাদুমর বাদশারে কইলা, “যেইন আছমান-জমিন পয়দা করছইন হউ মাবুদ আল্লাতালার নামে আমি আত তুলিয়া কছম করছি, 23 আপনার কুনু জিনিসউ, একছা সুতাউ বা পাওর জুতার একছা ফিতাও আমি নিতাম নায়। আরনায় বাদে আপনে কইবা, আমার ধনেউ আব্‌রাম ধনি অইছে। 24 আমার মানষে যেতা খাইলিছইন ইতা ছাড়া আমি আর কিচ্ছু নিতাম নায়। খালি আনের, আশকুল আর মম্রি যেরা আমার লগে গেছলা, তারার পাওনা বাট তারা নেউক্কাগি।”

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অর লগে আল্লার ওয়াদা

15 অতা ঘটনা অকলর বাদে ওহীর মাজে মাবুদর কালাম আব্রামর
গেছে নাজিল অইলো। তাইন কইলা, “ও আব্রাম, ডরাইও না,
আমিউ তুমার হেফাজতকারি, তুমার বউত বড় পুরুস্কার।”
2 আব্রামে কইলা, “ও মাবুদ মউলা, আমারে কিতা দিতায়? আমি তো
নিআওলাদি। আমি মরার বাদে দামেস্কর এলিয়েজের আমার সম্পত্তির
মালিক অইবো। 3 তুমি তো আমারে কুনু আওলাদ দিলায় না, এরলাগি
আমার বাড়ির গুলাম আমার ওয়ারিশ অইবো।” 4 অউ মাবুদে আব্রামরে
কইলা, “না, হে নায়, তুমার নিজর বউর আওলাদউ তুমার ওয়ারিশ অইবো।”
5 মাবুদে আব্রামরে বাইরে আনিয়া কইলা, “আছমানর বায় চাও, আর পারলে
অউ তেরা অকল গনিয়া ফুড়াও, তুমার বংশর ওয়ারিশ অউলা বেহিসাব
অইবো।” 6 আব্রামে মাবুদর অউ ওয়াদারে একিন করলা, আর মাবুদে হউ
একিনরে দীনদারি কাম হিসাবে কবুল করলা।
7 আর তাইন আব্রামরে কইলা, “আমিউ মাবুদ। ই কেনান দেশর অধিকারি
অইবার লাগি আমি তুমারে বাবিল দেশর উর টাউন থাকি বার করিয়া
আনছি।” 8 অউ আব্রামে কইলা, “ও মাবুদ মউলা, আমি ইতার মালিক
অইমু করি কিলা বুজমু?” 9 তাইন কইলা, “তুমি তিন বছরর একটা করি ডেকি,
বকরি, আর মেড়ার পাঁঠা আমার ছামনে লইয়া আও, এর লগে একটা ডুপি
পাখি আর একটা পারোর বাইচ্চাও আনিও।” 10 আব্রামে অউলা করলা।
তাইন ইতা হকলটি আনিয়া দুই টুকরা করিয়া উল্টা-উল্টি করি হাজাইয়া
রাখলা, খালি পাখি অকলরে টুকরাইলা না। 11 তেউ হকুন আইয়া অউ টুকরা
অকলর উপরে পড়লে, আব্রামে খেদাইলা।
12 সুরুজ ডুবার সময় আব্রামর এক বেউশি ঘুম আইলো। ঘুমর মাজে
বেথায়া ডর আর আন্দাইরে তানে আছর করলো। 13 অউ মাবুদে তানরে
কইলা, “তুমি নিচ্চয় অইয়া জানিও, তুমার ওয়ারিশ অকলে অউলা দেশো
গিয়া রইবা যেকটা তারার নিজর নায়। হনো তারা খুব জুলুম-মছিবতর মাজে
রইয়া চাইরশো বরছ পর্যন্ত গুলামি করবা। 14 আর যে জাতিয়ে তারারে
গুলাম বানাইবা, আমি হি জাতির বিচার করমু। বাদে তারা বউত ধন-দৌলত
লইয়া হন থনে বার অইয়া আইবা। 15 আর তুমি শান্তিয়ে তুমার বাফ-দাদার
গেছে যাইবায়। তুমি পুরা মুরব্বি বয়সো কয়বরো হামাইবায়। 16 তুমার চাইর
ছিড়ি বাদে এরা অনো ফিরিয়া আইবা, কারন আমোরী অকলর গুনা অখনও
পুরা অইছে না।”
17 সুরুজ ডুবিয়া যেবলা আন্দাইর অইগেল অউ সময় ধুমায় ভরা এক
উন্দাল আর আগুনির মুশাল হউ হাজাইয়া রাখা কুরবানির টুকরাইন্তর
মাজেদি গেল। 18 মাবুদে হউ দিনউ আব্রামর লগে অউলা ওয়াদা করলা,
“মিসরর গাং থনে বড় গাং ফোরাত পর্যন্ত আস্তা দেশ আমি তুমার ওয়ারিশরে
দিলাম। 19 ইকটা অইলো কেনী, কনিজী, কদমোনী, 20 হিট্টী, ফারিজী,
রফায়ী, 21 আমোরী, কেনানী, গির্গাশী আর যিবুজী অকলর দেশ।”

হজরত ইছমাইল (আঃ) অর জনম

16 বিবি ছারার পেটো আব্রামর কুনু হুরুতা অইছইন না, অইলে
হাজেরা নামে ছারার এক মিসরী বান্দি বেটি আছলা। 2 একদিন
ছারায় আব্রামরে কইলা, “হুনো, মাবুদে আমারে নিআওলাদি
করছইন। তে তুমি আমার বান্দির কাছাত যাও, কিবা তাইরে দিয়া আমি
আওলাদ পাইলিতাম পারি।” অউ আব্রামও ছারার মাতে রাজি অইলা।
3 কেনান দেশো আব্রাম দশ বরছ রওয়ার বাদে ছারায় তান মিসরী বান্দি
হাজেরারে নিজর জোমাই আব্রামর লগে বিয়া দিলা। 4 বাদে আব্রাম আর
হাজেরা একখানো রইলে তাইর পেটো হুরুতা আইল। হাজেরায় যেবলা
বুজল তাইর হুরুতা অইতা তেউ তাইর মালিক বিবির বায় বড়াই দেখানিত
লাগল। 5 অউ ছারায় আব্রামরে কইলা, “আমার বায় তাইর বেয়াদবির
লাগি তুমিউ দায়ী। আমার ই বান্দিরে আমিউ তুমার বিছনাত তুলিয়া
দিছলাম, আর অখন তাইর হুরুতা অইতা করি আমারে বড়াই দেখার। মাবুদে
তুমার-আমার বিচার করউক্কা।” 6 আব্রামে ছারারে কইলা, “দেখো, তুমার
বান্দি তো তুমার আতোউ আছে। তুমার যেলা ভালা মনে কয় অলাউ
করো।” অউ ছারায় হাজেরারে অউলা দুখ দিলা, দুখে তাই তান গেছ থাকি
বাগিয়া গেলগি।
7 পথো মরুভুমির মাজে একটা পানির কুয়ার কাছাত মাবুদর ফিরিস্তায়
হাজেরারে পাইলা। ই কুয়া আছিল শুর নামর জাগাত যাওয়ার পথো।
8 ফিরিস্তায় কইলা, “ও ছারার বান্দি হাজেরা, তুমি কই থাকি আইরায় আর
কই যাইতায়?” হাজেরায় কইলো, “আমি আমার মালিক বিবি ছারার গেছ
থাকি বাগিয়া যাইরামগি।” 9 তেউ মাবুদর ফিরিস্তায় কইলা, “তুমার মালিক
বিবির গেছে ফিরিয়া গিয়া কল্লা নোয়াইয়া হিরবার তান খেজমতো লাগো।”
10 তাইন আরো কইলা, “আমি তুমার ওয়ারিশ অউলা বাড়াই দিমু, তারারে
গনিয়া ফুড়াইতো নায়। 11 হুনো, তুমার পেটো হুরুতা আছে। তুমার এক পুয়া
অইবো, তার নাম রাখিও ইছমাইল [মানি, আল্লায় হুনইন], কারন মাবুদে
তুমার দুখ হুনছইন। 12 আর বড় অইলে হে লাগাম ছাড়া ঘোড়ার লাখান
অইবো। হে হক্কলর বায় আত তুলব, আর হক্কলে তার বায় আত তুলবা।
ভাইয়াইন্তর লগে হামেশা তার লাগ থাকব।” 13 আর হাজেরার লগে মাবুদে
মাতিলা করি, তাই তান নাম দিলো “তুমি দেখা দেনেআলা আল্লা”; তাই
কইলো, “যেইন আমারে দেখইন, আমি অনোউ তানরে দেখলাম নায় নি?”
14 এরলাগি কাদেশ আর বেরেদর মাজর হি কুয়ার নাম অইলো, বের-লহয়-
রোয়ী [মানি, যেইন জিন্দা আর আমারে দেখরা, তান কুয়া]।
15 বাদে সময় আইলে হাজেরার ঘরো এক পুয়া অইলো, আব্রামে অউ
পুয়ার নাম রাখলা ইছমাইল। 16 আব্রামর বয়স যেবলা ছিয়াশি বছর
অইগেছে, অউ সময় হাজেরার ঘরো ইছমাইলর জনম অইলো।

আব্রাম থাকি নয়া নাম ইব্রাহিম

17 আব্রামর নিরান্নব্বই বরছর সময় মাবুদে হিরবার তানরে দিদার
দিয়া কইলা, “আমি সর্ব-শক্তিমান আল্লা। তুমি আমার দেওয়া পথো
থাকিয়া কামিল অও। 2 আমি তুমার-আমার মাজে চুক্তি কাইম করমু
আর তুমার ওয়ারিশ খুব বেশি বাড়াই দিমু।” 3 তেউ আব্রাম সইজদাত
পড়লা, আর আল্লায় তান লগে বাতচিত করি কইলা, 4 “তুমার লগে আমি
ওয়াদা কাইম করিয়ার, তুমি বউত জাতির মুল বাফ অইবায়। 5 তুমারে আর
আব্রাম [মানি, বড় বাফ] কইয়া ডাকা অইতো নায়, অখন থাকি তুমার নাম
অইলো ইব্রাহিম [মানি, বউত জাতির বাফ], আমি তুমারে বউত জাতির মুল
বাফ বানাইলাম। 6 আমি তুমারে বউত ফলআলা করমু, আর তুমার মাজ
থনে বউত জাতি আর বাদশা অকল পয়দা করমু। 7 আমি তুমার আর তুমার
ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ অকলর লগে যে চুক্তি কাইম করমু, ইকটা হর-হামেশা
বওয়াল থাকব, এর জরিয়ায় আমি তুমার আর তুমার ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ
অকলর আল্লা অইমু। 8 আর যে কেনান দেশো তুমি অখন মুছাফির অইয়া
থাকরায়, ই পুরাটাউ আমি তুমারে আর তুমার ওয়ারিশ অকলরে হর-
হামেশাকুর দখলর লাগি দিমু। আমি তারার আল্লা অইমু।”

মছলমানি কামর চুক্তি

9 আল্লায় ইব্রাহিমরে কইলা, “তুমি আমার কাইম করা চুক্তি মানিও, তুমি
আর তুমার ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ অকলেও মানিয়া চলিও। 10 তুমরার লগে
আর তুমরার ওয়ারিশর লগে আমার অউলা চুক্তি কাইম অইলো, তুমরার
হকল বেটাইন্তর মছলমানি কাম করাইতে অইবো। 11 তুমরা হকলে নিজর
পুরুষ-অংগর মুখার চামড়া কাটবায়। অকটাউ তুমরার আর আমার মাজে
বওয়াল করা চুক্তির নিশানা। 12 ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরিয়া তুমরার হকল
পুয়াইন্তরে জন্মর আট দিনর দিন মছলমানি করাইবায়। যারা তুমার ওয়ারিশ
নায়, খালি তুমরার বাড়িত জন্মিছে বা তুমরার খরিদা গুলাম, তারারও
মছলমানি করানি লাগব। 13 তুমরার ঘরো জন্মিছে বা খরিদা গুলাম অকলরে
নিচয় মছলমানি করাইবায়। তুমরার শরিলো জারি করা আমার ই চুক্তি হর-
হামেশাকুর চুক্তি অইবো। 14 যে বেটায় পুরুষ অংগর মুখার চামড়া কাটত
নায়, তারে তার জাতির মাজ থাকি ফুছিয়া ফালাইল অইবো। হে তো আমার
চুক্তির বরখেলাফ করছে।”
15 আল্লায় ইব্রাহিমরে কইলা, “তুমার বিবিরে আর ছারা কইয়া ডাকিও না।
এন নাম অইবো ছায়রা [মানি, রানী]। 16 আমি তাইরে বরকত নাজিল করমু,
তাইর ঘরো তুমার এক পুয়া দিমু। আর বরকত নাজিল করিয়া বউত জাতির
মুল মা বানাইমু, আর বউত মুল্লুকর বাদশা অকলও পয়দা অইবা।” 17 অউ
ইব্রাহিমে মাটিত সইজদাত পড়ি আসিয়া মনে মনে কইলা, “হাছাউ একশো
বছরর বুড়ার হুরুতা অইতো নি! তা-ও নব্বই বছরর বুড়ি ছায়রার পেটো?”
18 তাইন আল্লারে কইলা, “আহ! ইছমাইলগু যানু তুমার রহমতে বাচিয়া
থাকে।” 19 অউ আল্লায় ফরমাইলা, “ঠিক আছে। অইলে তুমার বিবি ছায়রার
পেটো হাছাউ তুমার পুয়া অইবো, তুমি তার নাম রাখবায় ইছহাক [মানি, হে
আসে]। তার লগে আমার চুক্তি কাইম করমু, তার ওয়ারিশর লগে ইকটা
আমার হর-হামেশাকুর চুক্তি অইবো। 20 আর ইছমাইলর লাগিও তুমার দোয়া
হুনছি। হুনো, আমি তারেও বরকত নাজিল করমু আর তারে ফলআলা
করিয়া বউত বাড়াই দিমু। হে বারোজন রাজার বাফ অইবো আর তার
মাজেদি আমি বিরাট জাতি পয়দা করমু। 21 ছামনর বরছ ই চান্দো ছায়রার
ঘরো তুমার যে হুরুতা অইবো, হউ ইছহাকর লগে আমি আমার চুক্তি কাইম
করমু।” 22 ইব্রাহিমর লগে বাতচিত শেষ করিয়া আল্লায় তান গেছ থাকি
উঠিয়া তশরিফ নিলাগি।
23 আল্লার হুকুম মত ইব্রাহিমে হউ দিনউ ইছমাইলরে মছলমানি করাইলা।
এর লগে খরিদা গুলাম অকল আর তান বাড়িত জন্মিছে ইলা হকল
গুলামরে, বাড়ির হক্কল বেটাইন্তরে মছলমানি করাইলা। 24 ইব্রাহিমর নিজর
মছলমানি কাম করানির সময় তান বয়স আছিল নিরান্নব্বই বরছ, 25 আর
তান পুয়া ইছমাইলর বয়স তেরো। 26 এক দিনেউ ইব্রাহিম আর তান পুয়া
ইছমাইলর মছলমানি করাইল অইলো। 27 হি দিন বাড়ির হকল বেটাইন্তর,
যারা তান বাড়িত জন্মিছিল আর যেরারে বিদেশ থাকি লইয়া আনছইন, ইতা
হকলরউ মছলমানি কাম একলগে করাইল অইলো।

বিবি ছায়রার ঘরো পুয়ার ওয়াদা

18 বাদে মম্রির এলন বনর কাছাত মাবুদে ইব্রাহিমরে দেখা দিলা।
তাইন দিনর গরমর সময় তাম্বুর দরজাত বওয়াত আছলা। 2 অউলা
সময় চউখ তুলিয়া দেখলা, তান ছামনে তিনজন মানুষ
উবাইরইছইন। দেখিয়াউ তাইন দরজার গেছ থাকি দৌড়াইয়া গিয়া, মাটিত
সইজদা করিয়া তারারে কইলা, 3 “ও মুনিব, আমি যুদি আপনারার মায়ার কুনু
মানুষ অই, তাইলে আপনারার ই গুলামরে ফালাইয়া যাইন না যেন। 4 আমি
থুড়া পানি আনিয়া দিয়ার আপনারা আত-পাও ধইয়া, অউ গাছ তলাত
জিরাউক্কা। 5 আর ই গুলামর কাছাত যেবলা আইছইন, তে থুড়া খানি
আনিয়া দেই, অতা খাইয়া জানো আরাম অইলে আপনারা হিরবার রওয়ানা
দিবানে।” তারা কইলা, “ভালা, আপনে যেবলা কইরা, তে করউক্কা।”
6 ইব্রাহিমে লগে লগে ভিতরে গিয়া ছায়রারে কইলা, “জলদি করিয়া তিন
পেটু ভালা ময়দা মাখিয়া পিঠা বানাও।” 7 তাইন দৌড়াইয়া গিয়া গরুর পাল
থনে খুব ভালা একটা কছমা বাছুর আনিয়া তান গুলামরে দিলা। হে-ও
জলদি করি অকটা রান্দিলো। 8 অউ ইব্রাহিমে দুধ, দই আর গোস্ত আনিয়া
তারারে খাইবার দিলা, তারা খাওয়া-দাওয়া করলা। তাইন তারার কান্দাত
গাছ তলাত উবাইলা।

9 তারা ইব্রাহিমরে জিকাইলা, “আপনার বিবি ছায়রা কই?” তাইন কইলা,
“অউনু, তাম্বুর ভিতরে আছইন।” 10 অউ এরার মাজে একজনে কইলা,
“ছামনর বরছ ই চান্দো আমি অবশ্যউ আপনার গেছে আইমু। দেখবা, অউ
সময় আপনার বিবি ছায়রার কুলো এক পুয়া থাকব।” ছায়রায় ইব্রাহিমর খরে
তাম্বুর দরজাত উবাইয়া ইতা হুনলা। 11 ই সময় ইব্রাহিম আর ছায়রা বুড়া-
জইফ অইগেছইন, হুরুতা অওয়ার লাখান বয়সও ছায়রার রইছিল না।
12 এরলাগি ছায়রায় মনে মনে আসিয়া কইলা, “আমার অউলা হেশকালি
বয়সো ইতা খুশি আর আইবো নি? আমার মালিকও মুরব্বি অইগেছইন।”
13 তেউ মাবুদে ইব্রাহিমরে কইলা, “ছায়রায় কিতার লাগি ইতা কইয়া
আসলো যেন, হাছাউ আমার হুরুতা অইবো নি, আমি তো বুড়ি? 14 মাবুদে
পারইন না ইলা কুন্তা আছে নি? দেখিও, ঠিক সময়ে আমি হিরবার তুমার
গেছে আইমু, আর ই সময় ছায়রার কুলো পুয়া থাকব।” 15 ছায়রায় ডরাইয়া
কইলা, “জি না, আমি তো আসছি না।” অউ তাইন কইলা, “না-রেবা, তুমি নু
আসিলায়।”

ছাদুম টাউনর লাগি ইব্রাহিম (আঃ) অর মিনতি

16 এরবাদে হউ তিনজনে ইন থনে উঠিয়া ছাদুমর বায় চাইলা। ইব্রাহিমে
তারার লগে অইয়া বিদায় দেওয়াত গেলা। 17 তেউ মাবুদে কইলা, “আমি
যেতা করতাম চাইয়ার, ইতা কুনু ইব্রাহিমরে লুকাইতাম নি? 18 ইব্রাহিম
থাকিয়াউ তো আমি এক মহান হিম্মতআলা জাতি পয়দা করমু, দুনিয়াইর
হকল জাতিয়ে অন থনে বরকত কামাইবা। 19 এরলাগিউ আমি তারে খাতির
করছি, হে তার ওয়ারিশ আর তার নিজর হকলরে আমার মর্জি মানিয়া হক
আর ইনছাফর কাম করার হুকুম দেয়। তারাও যুদি অউ লাখান চলে, তাইলে
আমি মাবুদে ইব্রাহিমর বেয়াপারে যততা কইছি, হকলতাউ পুরা করমু।”
20 বাদে মাবুদে কইলা, “ছাদুম আর আমুরার বিরুদ্ধে খুব নালিশ আর
ফরিয়াদ হুনিয়ার, তারার গুনাও খুব বেজুইতা। 21 এরলাগি আমি তলে
লামিয়া গিয়া দেখি, আমি যেলা নালিশ হুনিয়ার, ইতা হাছাউ অউলা খারাপ
কি না। আর না অইলেও তো দেখমু।”
22 অউ হি দুইওজনে ফিরিয়া ছাদুমর বায় রওয়ানা দিলা আর ইব্রাহিম
মাবুদর গেছে উবাই রইলা। 23 বাদে ইব্রাহিমে মাবুদর বায় আগুয়াইয়া গিয়া
কইলা, “আপনে গুনাগাররর লগে হক মানুষ অকলরেও মারিলাইতা নি?
24 টাউনর মাজে যুদি পইঞ্চাশ জন হক মানুষ থাকে তাইলে হউ পইঞ্চাশ
জনর খাতিরে টাউনরে মেহেরবানি না করিয়া বিনাশ করিলাইবা নি? 25 তে
আপনার কাম তো অউলা নায়, হক আর গুনাগাররে একলগে মারিলাওয়া,
এক হমান সাজা দেওয়া, আপনার লাগি তো ঠিক নায়। যেইন হারা দুনিয়ার
বিচার করইন, তাইন কুনু হক ইনছাফ করতা নায় নি?” 26 মাবুদে কইলা, “যুদি
ছাদুম টাউনো পইঞ্চাশ জনও হক মানুষ থাকইন, তাইলে তারার খাতিরে
আমি আস্তা টাউনরে রেহাই দিলাইমু।” 27 ইব্রাহিমে কইলা, “দেখউক্কা, আমি
তো ধুইল আর ছালি ছাড়া কুন্তা নায়, তা-ও আমি সাওস করিয়া আমার
মালিকর লগে মাতিয়ার। 28 ধরউক্কা, যুদি পইঞ্চাশ জন হক মানুষ না অইয়া
পাচ জন কম অয়, তাইলে কিতা অউ পাচ জন কমর লাগি আপনে আস্তা
টাউন বিনাশ করিলাইবা নি?” তাইন কইলা, “আমি যুদি হিনো পয়তাল্লিশ
জনরে পাই, তাইলে ইকটা বিনাশ করতাম নায়।” 29 ইব্রাহিমে তানরে হিরবার
কইলা, “ধরউক্কা, যুদি হিনো চাল্লিশ জন পাওয়া যায়?” মাবুদে কইলা, “হউ
চাল্লিশ জনর খাতিরে আমি বিনাশ করতাম নায়।” 30 ইব্রাহিমে কইলা,
“আমার মালিক যানু আমার মাতে নারাজ না অইন। আইচ্ছা, যুদি হিনো
তিশ জনরে পাওয়া যায়?” তাইন কইলা, “যুদি আমি তিশ জনরেও পাই,
তাইলেও আমি বিনাশ করতাম নায়।” 31 ইব্রাহিমে কইলা, “আমি যেবলা
হিম্মত করিয়া মালিকর লগে বাতচিত করিয়ার তে হিরবার কইয়ার, যুদি
হিনো বিশ জনরে পাওয়া যায়?” মাবুদে জুয়াপ দিলা, “হউ বিশ জনর
খাতিরেউ আমি ইকটা বিনাশ করতাম নায়।” 32 হেশে ইব্রাহিমে কইলা,
“আমার মালিক যানু নারাজ না অইন, আমি খালি আরো একবারতা কইয়ার,
যুদি হিনো দশ জন থাকইন?” মাবুদে কইলা, “হউ দশ জনর খাতিরেউ আমি
ইকটা বিনাশ করতাম নায়।” 33 ইব্রাহিমর লগে মাবুদর বাত-ছওয়াল শেষ
অইয়া হারলে রওয়ানা দিলাইলা, আর ইব্রাহিমও তান বাড়িত ফিরিয়া
আইলা।

ছাদুম টাউনর উপরে আল্লার গজব

19 বাদে হাইঞ্জা বালা হউ দুইজন ফিরিস্তা ছাদুম টাউনো গেলা। ই
সময় লুত টাউনর মুল গেইটর গেছে বওয়াত আছলা, এরারে
দেখিয়া তাইন উবাইলা আর মাটিত সইজদা করিয়া কইলা, 2 “ও
আমার মালিক অকল, আমি মিনতি করি কইয়ার, দয়া করি আপনারার অউ
গুলামর ঘরো তশরিফ আনিলাউক্কা আর আত-পাও ধইয়া রাইতখান
কাটাউক্কা। বিয়ানে হিরবার রওয়ানা অইবানে।” এরা কইলা, “না, আমরা
অউ টাউনর ময়দানো রাইত কাটাইমু।” 3 তাইন যেবলা খুব মিনত-কাজ্জি
করলা অউ সময় এরা তান বাড়িত হামাইলা। বাদে লুতে রুটি বানাইয়া এরার
লাগি খানা-দানা জুইত করলা, আর তারা খাইলা। 4 এরার হুতিবার আগেউ
ছাদুম টাউনর হক্কল জুয়ান-বুড়া বেটাইন্তে আইয়া হি বাড়িরে বেরিলাইলা,
5 আর লুতরে ডাকিয়া কইলা, “আইজ রাইত যে দুইজন মানুষ তোর ইনো
আইছে, তারা কই? অতারে বার করিয়া আমরার গেছে আন। আমরা অতার
লগে মউজ করতাম।” 6 অউ সময় লুতে দরজার বারে গিয়া তান খরর দরজা
বন্দ করিয়া তারারে কইলা, 7 “ভাইয়াইনরে, আমি মিনত করিয়ার, তুমরা ইলা
বদ-কাম করিও না। 8 দেখো, আমার দুইটা সতী পুড়ি আছে। আমি বার
করিয়া তুমরার গেছে লইয়া আইয়ার, তারা কুনু বেটাইন্তর গেছে রইছইন না,
তুমরার যেতা মনে চায় করো; তা-ও, ই মানষর লগে তুমরা কুন্তা করিও না,
এরা আমার ঘরো আশ্রয় লইছইন।” 9 অইলে তারা কইলো, “যা, যা, পথ
থাকি হর!” তারা আরো কইলো, “অই বেটা, তুই একলা বৈতল অইয়া
আইছছ আর খালি আমরার উপরে নেতাগিরি কররে। অখন এরার চাইতে
তোর লগে আরো বেশি খবিছি করমু।” কইয়াউ তারা লুতরে ঠেলিয়া হরাইয়া
দরজা ভাংগতো চাইলো। 10 অউ সময় হউ দুইজনে আত বাড়াইয়া, লুতরে
ঘরর ভিতরে টানিয়া নিয়া দরজা বন্দ করি দিলা। 11 আর দরজার বারে
উবাইল হুরু-বড় হকল আখতাউ আন্দা অইগেল, আর দরজা তুকাইতে
তুকাইতে হেরান অইগেল।
12 বাদে হউ দুইওজনে লুতরে জিকাইলা, “ইনো তুমার আর কে কে আছে?
তুমার পুয়া-পুড়ি আর দামান্দরে লইয়া ইন থনে হরিয়া যাওগি। 13 কারন
আমরা ই জাগারে ছারখার করিলাইয়ার। ইনর মানষর বিরুদ্ধে মাবুদর গেছে
অউলা বেজুইতা নালিশ অইছে যেন, ইকটা বিনাশ করার লাগি তাইন
আমরারে পাঠাইছইন।” 14 অউ লুতে বারে গিয়া তান দামান্দ অকলরে
কইলা, “আও, তুমরা ই জাগা ছাড়িয়া বারও কারন মাবুদে ই টাউনরে বিনাশ
করার লাগি তিয়ার অইরইছইন।” অইলে তারা মনে করলো, তাইন ইতা
তামশা কররা।
15 পতাবালা হউ ফিরিস্তায় লুতরে তাগদা দিয়া কইলা, “উঠো, জলদি করি
তুমার বউ আর ই দুইও পুড়িরে লইয়া অন থনে যাওগি। নাইলে অউ গজবর
মাজে পড়িয়া বিনাশ অইযিবায়।” 16 লুতে যাই-যাইরাম অউলা কররা।
অইলে মাবুদর মায়া তান উপরে আছিল করি হউ দুইওজনে, তাইন আর
তান বউ আর তান দুইও পুড়িস্তর আতো ধরি টানিয়া টাউনর বারে লইয়া
আইলা। 17 হকলরে বার করিয়া আনার বাদে তারা কইলা, “বাচতে চাইলে
বাগো, খরেদি চাইওনা, বাগিয়া পাড়ো যাও, ই থল জাগার কুনুখানো
উবাইওনা আরনায় তুমরাও মরবায়।” 18 অউ লুতে কইলা, “ও আমার
মালিক অকল, ইলা করইন না যেন; 19 দেখউক্কা, আপনার ই গুলামরে
আপনে মেহেরবানি করছইন, আর আমার জান বাচাইবার লাগি আপনে
আমারে মহা দয়া দেখাইছইন। অইলে আমি বাগিয়া পাড়ো যাইতাম পারতাম
নায়। হয়ত ই বিপদ আইয়া আমারে জাতা মারি ধরলে, আমিও মরমু।
20 দেখউক্কা, বাগিয়া যাইতে তো অউ হুরু গাউটা কাছাত আছে। জান
বাচাইবার লাগি আমারে অনো পাঠাই দেউক্কা। গাউটা হুরু-মুরু আছে।”
21 তাইন কইলা, “ঠিক আছে, আমি তুমার ই আরজি মানলাম। তুমি যে
গাউর কথা কইলায়, ইটা আমি ধ্বংস করতাম নায়। 22 জলদি করি হিনো
যাও। তুমি হনো না পৌছানি পর্যন্ত আমি কুন্তা করতাম পারিয়ার না।” লুতর
কথার লাগি হউ গাউর নাম অইলো সোয়ার [মানি, হুরু]। 23 লুতে যেবলা
সোয়ারো গিয়া পৌছলা ই সময় সুরুজ উঠিগেছে।
24 এরবাদেউ মাবুদে আছমান থাকি ছাদুম আর আমুরার উপরে আগুইন
আর গন্ধকর গজব ছাড়িলা। 25 তাইন হি টাউন অকল, হকল থল জাগা,
হক্কল মানুষ আর হি মাটির উপরর হক্কলতা ধ্বংস করিলাইলা। 26 এরমাজে
লুতর বউয়ে খরেদি ফিরিয়া চাওয়ায়, তাইন একটা নুনর চাক্কা অইগেলা।
27 বাদর দিন ইব্রাহিমে বিয়ানে উঠিয়া হউ জাগাত গেলা যেনো আগর
দিন তাইন মাবুদর গেছে উবাইছলা। 28 তাইন তলে ছাদুম, আমুরা আর হকল
থল জাগার বায় চাইয়া দেখলা, ইট-ভাটা থাকি যেলা ধুমা বারয়, অউ
লাখান হউ এলাকা থাকি ধুমা উড়ের।
29 আর লুতে যেখানো বসত করতা, হউ থল জাগার টাউন অকল ধ্বংস
করার সময়, আল্লায় ইব্রাহিমর কথা মনো করিয়া লুতরে হিনর গজবর মাজ
থাকি হরাইয়া আনলা।

মোয়াব আর বিন-অম্মি জাতির খবিছি পয়দা

30 সোয়ার গাউত রইতে ডরাইলা করি, লুতে তান দুইও পুড়িরে লইয়া হিন
থাকি বার অইয়া পাড়ো আইয়া, এক গাতর ভিতরে রইলা। 31 একদিন তান
বড় পুড়িয়ে হুরু বইনরে কইলো, “বাবা তো মুরব্বি অইগেছইন। আর জগতর
সমাজর নিয়ম মত আমরারে বিয়া করার লাগি ইনো কুনু বেটাইনও নায়।
32 তে আয়, আমরা বাবারে শরাব খাওয়াইয়া তান কাছাত রই। তেউ
বাবারেদি আমরার বংশ বাচাইতাম পারমু।” 33 অউ তারা দুইওজনে রাইতর
বালা তানরে শরাব খাওয়াইয়া টাল বানাইলো। বাদে বড় বইন বাফর গেছে
হুতিতো গেল, অইলে কুন সময় হুতিলো আর কুন সময় উঠিলো, বাফে
কুন্তাউ টের পাইলা না। 34 বাদর দিন বড়গুয়ে হুরুগুরে কইলো, “দেখ, কাইল
রাইত আমি বাবার গেছে হুতিছলাম। আয়, আইজ রাইতও তানে অউলা
শরাব খাওয়াইয়া টাল বানাই, বাদে তুইও গিয়া তান গেছে হুতিছ। তে
বাবারেদি আমরার বংশ বাচাইতাম পারমু।” 35 অউ লাখান তারা হউ রাইতও
তারার বাফরে শরাব খাওয়াইয়া টাল বানাইলো, আর হুরু পুড়ি তাইর বাফর
গেছে হুতিল। তাই কুন সময় হুতিল আর কুন সময় উঠিল, ইতা তাইন
কুন্তাউ টের পাইলা না। 36 অউ নমুনায় লুতর দুইও পুড়ির পেটো বাফরেদি
হুরুতা আইল। 37 বাদে বড় পুড়ির ঘরো পুয়া অইলে, এর নাম রাখলো
মোয়াব [মানি, বাবার গেছু থনে]। অউ মোয়াবউ অখনকুর মোয়াবী অকলর
মুল বাফ। 38 আর হুরু পুড়িরও এক পুয়া অইলো, এর নাম রাখলো বিন-
অম্মি [মানি, আমার মুল্লুকর পুয়া]। হে অখনকুর বনি-আম্মানর মুল বাফ।

গেরারর বাদশায় বিবি ছায়রারে নিলা

20 আর ইব্রাহিমে হিনথনে নেগেভর মরুভুমির বায় গিয়া কাদেশ আর
শুরর মাজখানো গেরার দেশো রইলা। 2 হনো হিরবার তান বউ
ছায়রারে নিজর বইন কইয়া পরিচয় দিলা। এরলাগি হিনর বাদশা
আবিমালিকে মানুষদি ছায়রারে তান গেছে নিলাগি। 3 আর রাইত আল্লায়
আবিমালিকরে খোয়াবে কইলা, “হুনো, অউ যে বেটিরে তুমি লইয়া আইছো,
তাইর তো জামাই আছে, এরলাগি তুমি অখন মউতর মুখো।” 4 আবিমালিক
অখনও ছায়রার গেছে গেছইন না। এরলাগি তাইন কইলা, “ও মালিক, নি-
অপরাধি জাতি অইলেও কিতা আপনে মারিলাইতা নি? 5 অউ মানুষটায়

তো নিজেউ কইছে, এইন তার বইন। আর অউ বেটিয়েও কইছইন না নি, এইন তান ভাই? আমি তো সরল মনে নি-অপরাধি আতে ই কাম করছি।” 6 আল্লায় খোয়াবে তানরে কইলা, “আমিও জানি, তুমি সরল মনে ই কাম করছো। এরলাগি তুমারে গুনার কাম থাকি আমি দম লওয়াইলাম। তাইরে ছইতে দিলাম না। 7 অখন তুমি তান বিবিরে তান গেছে ফিরত দিলাও। তাইন একজন নবী। তাইন তুমার লাগি দোয়া করবা, তেউ তুমার জান বাচব। আর যুদি তাইরে ফিরত না দেও, তে জানিলিও, তুমি আর তুমার হকলউ নিচয় মরবায়।”

8 অউ আবিমালিকে ফজরে উঠিয়া তান নিজর উজির-নাজির অকলরে ইতা হকলতা কইলা, ইতা হুনিয়া তারা খুব বেশি ডরাইলা। 9 বাদে আবিমালিকে ইব্রাহিমরে আনাইয়া কইলা, “আপনে আমরার লগে ইতা কুন জাতর বেবহার করলা? আমি আপনার গেছে কিতা দুষ করছি যেন, আপনে আমারে আর আমার বাদশাইরে অতো বড় গুনার দায়ে ফালাইলা? আপনে তো আমার লগে ইতা অইন্যায় কাম করলা।” 10 আবিমালিকে আরো কইলা, “আপনে কিতা দেখিয়া ইলা কাম করলা?” 11 ইব্রাহিমে জুয়াপ দিলা, “আমি মনে করছুলাম, ই জাগার মানষর আল্লার বায় কুনু ডর-ভয় নায়, এরলাগি আমার বউর লালছে হয়ত তারা আমারে খুন করবা। 12 আর তাই হাছাউ আমার বইন লাগে, কারন তাই আমার হাতন ঘরর বইন, আর অখন আমার বউ। 13 আল্লায় যেবলা আমারে আমার বাফর বাড়ি থনে বার করি আনলা, অউ সময় আমি তাইরে কইছলাম, ‘তুমি আমারে অউ মায়াখান করিও, আমরা যেনোউ যাই না কেনে, তুমি আমারে তুমার ভাই কইয়া পরিচয় দিও।’” 14 বাদে আবিমালিকে কতটা মেড়া-গরু, বান্দি-গুলাম ইব্রাহিমরে দিলা আর তান বিবি ছায়রারেও ফিরত দিলাইলা। 15 আবিমালিকে কইলা, “দেখউক্কা, আমার আস্তা দেশটাউ আপনার ছামনে পড়িরইছে, তে আপনার যেনো পছন্দ অনোউ রউক্কা।” 16 তাইন ছায়রারে কইলা, “দেখউক্কা, আমি আপনার ভাইরে এক আজার রুপার টেকা দিলাম। আর আপনার ইজ্জতর হকল বিচারর ফয়ছালা অইলো।” 17 বাদে ইব্রাহিমে আল্লার গেছে দোয়া করলা, আর আল্লায় আবিমালিক, তান বউ আর তান বান্দি অকলরে শিফা করলা আর তারার হুরুতাও অইলা। 18 কারন ইব্রাহিমর বিবি ছায়রার লাগি মাবুদে আবিমালিকর বাড়ির হকল বেটিন্তর হুরুতা অওয়া বন্দ করি দিছলা।

হজরত ইছহাক (আঃ) অর জনম

21 মাবুদে তান কালাম মুতাবেক বিবি ছায়রারে হেফাজত করলা, তাইন যেলা ওয়াদা করছলা, অলাউ করলা। 2 আর বিবি ছায়রার পেটো হুরুতা আইল। আল্লায় যে সময়কুর কথা কইছলা, হউ সময়েউ ইব্রাহিমর মুরব্বি বয়সো তান পুয়ার জনম অইলো। 3 ইব্রাহিমে ছায়রার ঘরর তান অউ পুয়ার নাম রাখলা ইছহাক [মানি, আসা]। 4 আল্লার হুকুম মত তাইন আট দিনর দিন তান পুয়া ইছহাকর মছলমানি কাম করাইলা। 5 ইব্রাহিমর একশো বছরর সময় তান পুয়া ইছহাকর জনম অইলো। 6 বিবি ছায়রায় কইলা, “আল্লায় আমার মুখো আসি বার করলা, আর ইতা যে হুনব, হে-ও আমার লগে আসিব।” 7 তাইন আরো কইলা, “ছায়রায় পুয়াইন্তরে বুকুর দুধ খাওয়াইব, ইতা ইব্রাহিমরে কে কইলো অনে? আর অখন তো অউ বুড়া বয়সো, আমার পেটো তান পুয়া পয়দা অইলো।”

বিবি হাজেরা আর তান পুয়ারে খেদাই দেওয়া

8 ইছহাক বড় অওয়ার বাদে যেদিন তানে মা’র দুধ ছাড়াইল অইলো, হউদিন ইব্রাহিমে এক বড় মেজবানি করলা। 9 আর মিসরী হাজেরার পেটো ইব্রাহিমর যে পুয়া অইছিল, ছায়রায় দেখলা হে তামশা করের। 10 অউ তাইন ইব্রাহিমরে কইলা, “পুয়া সহ ই বান্দিরে বার করি দেও, বান্দির পুয়া আমার ইছহাকর লগে অংশিদার অইতো পারতো নায়।” 11 পুয়ার ইতা হুনিয়া ইব্রাহিমে মনো খুব তকলিফ পাইলা। 12 অউ আল্লায় তানরে কইলা, “তুমার বান্দি আর তাইর পুয়ার লাগি তুমি বেজার অইও না। ছায়রায় যেলা তুমারে কইছে অউলা করো, কারন তুমার পুয়া ইছহাকর খান্দানরেউ তুমার খান্দান কইয়া গনা অইবো। 13 আর ই বান্দির তরফা পুয়া থাকিও আমি একটা জাতি তৈয়ার করমু, কারন হে-ও তো তুমার আওলাদ।” 14 অউ ইব্রাহিমে আগুয়ান উঠিয়া কিছু রুটি আর পানি ভরা একটা চামড়ার থলি হাজাইয়া হাজেরার কান্দো তুলিয়া দিয়া, পুয়াগুরে তাইর আতো সপিয়া বিদায় করলা। হিনথনে বার অইয়া হাজেরায় বের-শেবার মরুভুমির মাজে চক্কর দিতা লাগলা।

15 থলির পানি শেষ অইগেলে তাইন পুয়ারে একটা জংলার তলে হুতাইয়া থইলা। 16 আর এক ডাকর পরিমান দুরই গিয়া তাইন বইরইলা। “পুয়ার মউত যাতে আমার চউখে না দেখি” মনে মনে কইয়া, তাইন হনো বইয়াউ চিল্লাইয়া কান্দিলা। 17 পুয়াগুর কান্দন আল্লায় হুনলা, আর আল্লার ফিরিস্তায় আছমান থনে ডাকিয়া হাজেরারে কইলা, “হাজেরা, ও হাজেরা, তুমার কিতা অইছে? ডরাইও না, পুয়াগু যেনো আছে, হন থাকিউ তার কান্দন আল্লায় হুনছইন। 18 তুমি উঠিয়া পুয়াগুর আতো ধরো, আমি তারেদি এক বিরাট জাতি পয়দা করমু।” 19 অউ আল্লায় হাজেরার চউখ খুলিয়া দিলা, আর তাইন এক কুয়া দেখলা। হি কুয়া থনে চামড়ার থলিত পানি ভরি আনিয়া পুয়ারে খাওয়াইলা।

20 আল্লায় হউ পুয়ারে হেফাজত করলা। হে বড় অইল, আর মরুভুমিত থাকিয়া তীর-ধনুক চালানির উস্তাদ অইল। 21 হে ফারান মরুভুমিত থাকতো। তার মা’য় মিসরর এক পুড়িরে আনিয়া তারে বিয়া করাইলা।

বের-শেবাত গেরারর বাদশার লগে চুক্তি

22 হউ সময় আবিমালিক আর তান সেনাপতি ফীখোলে ইব্রাহিমরে কইলা, “আপনে যেতাউ করইন, অতাতউ আল্লায় আপনার লগে থাকইন। 23 এরলাগি আল্লার নামে আপনে অখন অনো আমার গেছে কছম করউক্কা, আমার বা আমার আওলাদ অকলর লগে, আপনে কুনু বেইমানি করতা নায়। আর আমি যেলা আপনারে দয়া দেখাইছি, আপনেও আমার লগে আর আপনার মুছাফিরির জাগা, ই দেশর লগে অউলা দয়ার নজর রাখবা।” 24 ইব্রাহিমে কইলা, “জিঅয়, কছম করলাম।”

25 আর আবিমালিকর গুলাম অকলে একটা পানির কুয়া জুরে নিছিলগি করি, তাইন নালিশ দিলা। 26 আবিমালিকে জুয়াপ দিলা, “ইতা কাম কে করছে আমি তো জানি না। আপনেও আমারে ইতা কইছইন না, আইজউ আমি ইকটা হুনলাম।” 27 বাদে ইব্রাহিমে কিছু মেড়া আর গরু আনিয়া আবিমালিকরে দিলা আর দুইওজনে চুক্তি করলা। 28 আর ইব্রাহিমে পাল থনে সাতগু মেড়ি-বাইচ্চা আলগাইলা। 29 আবিমালিকে তানে জিকাইলা, “ই মেড়ি-বাইচ্চা সাতগু আলগা করার মানি কিতা?” 30 ইব্রাহিমে কইলা, “আপনে অগুইন্তরে নেউক্কা। ই কুয়াটা যে আমি খুদছি ইকটা অইলো তার পরমান।” 31 এরলাগি অউ জাগার নাম অইলো বের-শেবা [মানি, কছমর কুয়া], অনোউ তারা দুইও জনে কছম করছলা। 32 তারা বের-শেবাত অউ চুক্তি করার বাদে, আবিমালিক আর তান সেনাপতি ফীখোল উঠিয়া ফিলিস্তিনী অকলর দেশো ফিরিয়া গেলাগি। 33 বাদে ইব্রাহিমে বের-শেবাত একটা ঝাউ গাছ রুইলা, আর যে মাবুদর শুরুও নায় শেষও নায়, তান এবাদত করলা। 34 আর ইব্রাহিমে ফিলিস্তিনী অকলর দেশো বউত দিন কাটাইলা।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অর মহা কুরবানি

22 ই ঘটনার বাদে আল্লায় ইব্রাহিমর এক পরিক্ষা লইলা। আল্লায় তানরে ডাক দিলা, “ইব্রাহিম!” তাইন জুয়াপ দিলা, “অউনু আমি।” 2 মাবুদে ফরমাইলা, “তুমার পুয়ারে, যারে তুমি অতো মহব্বত করো, হউ খাছ মায়ার পুত ইছহাকরে লইয়া তুমি মোরিয়া এলাকাত যাও। হখানো যে পাড়র কথা আমি তুমারে কইমু, এর উপরে তারে নিয়া জালাইল কুরবানি দেও।” 3 তেউ ইব্রাহিমে ফজরে উঠিয়া গাধার পিঠিত গদ্দি লাগাইয়া তান পুয়া ইছহাক, দুইজন গুলাম আর জালাইল কুরবানির লাগি লাকড়ি কাটিয়া লইয়া, যে জাগার কথা আল্লায় তানরে কইছলা, হবায়দি রওয়ানা অইলা। 4 তিন দিনর দিন ইব্রাহিমে চউখ তুলিয়া চাইতেউ দুরই থাকি হউ জাগাখান দেখলা। 5 অউ তান গুলাম অকলরে কইলা, “তুমরা গাধাটা লইয়া অনো উবাও, আমি আর আমার পুয়া হনো গিয়া এবাদতি শেষ করিয়া হারলে তুমরার গেছে আইমু।” 6 ইব্রাহিমে জালাইল কুরবানির লাকড়ির আটা তান পুয়া ইছহাকর কান্দো তুলিয়া দিয়া নিজে আগুইনর পাতিল আর ছুরি লইয়া, দুইও জনে ছামনর বায় আগুয়াইলা। 7 অউ ইছহাকে তান বাফরে কইলা, “বাবা।” তাইন কইলা, “কিতারে বাফ কও?” ইছহাকে কইলা, “ইনো তো লাকড়ি আর আগুইন আছে, তে কুরবানির মেড়ার বাইচ্চা কুয়াই?” 8 তাইন জুয়াপ দিলা, “বাবারে, কুরবানির লাগি আল্লায় নিজেউ মেড়ার বাইচ্চা যুগাইবা।” অতা মাততে মাততে তারা আগুয়াই গেলা।

9 আল্লার পছন্দর জাগাত পৌছিয়া ইব্রাহিমে কুরবানি খানা বানাইয়া, লাকড়ি হাজাইলা। বাদে নিজর পুয়া ইছহাকরে বান্দিয়া অউ দারুর উপরে হুতাইলা। 10 আর তাইন নিজর পুয়ারে কুরবানির লাগি ছুরি আতো লইলা। 11 অউ মাবুদর ফিরিস্তায় আছমান থনে তানে ডাক দিলা, “ইব্রাহিম! ও ইব্রাহিম!” তাইন কইলা, “অউনু আমি।” 12 ফিরিস্তায় কইলা, “পুয়াগুর বায় তুমার আত তুলিও না, বা তারে আর কুন্তা করিও না। তুমি যেন আল্লারে ডরাও ইতা বুজা গেছে, কারন আমারে তুমার পুয়া, তুমার খাছ মায়ার পুয়া দান করতেও না-খুশ অইছো না।” 13 ইব্রাহিমে চউখ তুলি চাইয়া দেখইন, তান খরে একটা দুম্বা আর তার হিং জংগলর মাজে আটকি রইছে। অউ তাইন গিয়া দুম্বাটা আনিয়া, নিজর পুয়ার বদলা জালাইল কুরবানি দিলা। 14 তাইন হি জাগার নাম রাখলা ইয়াওয়েহ্-যিরিহ্ [মানি, মাবুদে যুগাইন]। এরলাগি অখনও মানষে কইন, “মাবুদর পাড়ো যুগাইল অইবো।”

15 মাবুদর ফিরিস্তায় আছমান থনে হিরবার ইব্রাহিমরে ডাকিয়া কইলা, 16 “হুনো, মাবুদে কইরা, তুমি অউলা করলায়, তুমার পুয়ারে, তুমার খাছ মায়ার পুয়ারে দান করতেও নারাজ অইলায় না। এরলাগি আমি মাবুদে কছম করিয়া কইয়ার, 17 আমি নিচয় তুমারে বরকত নাজিল করমু, তুমার বংশরে আছমানর তেরা আর দরিয়ার চরর বালুর লাখান বেহিসাব করমু। তুমার বংশয় তারার দুশমনর টাউন অকল দখল করবা। 18 আর তুমার বংশর উছিলায় দুনিয়ার হকল জাতিয়ে বরকত হাছিল করবা। কারন তুমি আমার হুকুম মানছো।” 19 বাদে ইব্রাহিমে তান গুলাম অকলর গেছে ফিরিয়া আইলা, আর তারা একলগে বের-শেবা নামর জাগাত গেলা। অউ জাগাতউ তাইন বসতি করলা।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অর ভাই নাহুরর খান্দান

20 ই ঘটনার বাদে ইব্রাহিমে খবর পাইলা, তান ভাই নাহুরর বিবি মিলকার কয়গু পুয়াইন অইছইন। 21 এর বড় পুয়ার নাম আউজ, তার ভাইয়াইন্তর নাম বুজ, আর ইরামর বাফ কমুয়েল, 22 এরবাদে কেসদ, হসো, পিলদশ, যিদলফ আর বথুয়েল। বথুয়েলর পুড়ির নাম রেবেকা। 23 ইব্রাহিমর ভাই নাহুরর বিবি মিলকার পেটো থাকি ই আটজন পুয়ার জনম অইছিল। 24 নাহুরর এক হাংগার বউ আছিল, তাইর নাম রউমা। তাইর পেটো টেবহ, গহম, তহশ আর মাখার জনম অইছিল।

বিবি ছায়রার ইন্তেকাল আর কয়বর

23 বিবি ছায়রা একশো সাতাইশ বরছ বাচিলা; আল্লায় তানে অতদিনর হায়াতি দিছলা। 2 বাদে কেনান দেশর কিরিয়ত-অর্ব মানি হেব্রনো ইন্তেকাল করলা। আর ইব্রাহিমে তান লাগি বউত কান্দা-কাটি আর

আহাজারি করলা। 3 হেশে তান মুর্দা বিবির গেছ থনে হরিয়া গিয়া হউ দেশর
হিট্টী অকলরে কইলা, 4 “আমি তো বিদেশি মুছাফির অইয়া আপনারার অনো
রইয়ার। মেহেরবানি করি কবরস্থান বানাইবার লাগি আমারে থুড়া জমি
দেউক্কা, আমি আমার ছামনে থনে আমার মুর্দারে দাফন করি।” 5 হিট্টী
অকলে তানে কইলা, 6 “হুজুর, আমরার কথা হুনউক্কা। আপনে তো আমরার
মাজে আল্লার মহব্বতর বুজর্গ। আমরার গুরুস্থানর মাজে যেনো পছন্দ অয়,
অনোউ আপনার মুর্দারে দাফন করউক্কা। তানরে দাফন করার লাগি আমরার
কেউ-উ নিজর বানাইল কয়বর ছাড়তে অমত করতো নায়।” 7 অউ ইব্রাহিমে
উবাইয়া হিনর হিট্টী অকলর ছামনে মাথা নোয়াইয়া ইজ্জত করি কইলা,
8 “আমার বিবিরে ইনো দাফন করাত যুদি আপনারার কুনু অমত না থাকে,
তে দয়া করি আমার আরজিখান হুনউক্কা। আপনারা আমার অইয়া সোহরর
পুয়া ইফ্রোনরে কউক্কা, 9 তান জমিনর হেশ মাথাত মকপেলা যে গুহা আছে,
অখানতা যেনু কবরস্থান বানানির লাগি তাইন পুরা দাম লইয়া আমার গেছে
বেচিলাইন।” 10 আরো হিট্টী অকলর লগে ই সময় ইফ্রোনও হনো বওয়াত
আছলা। ইব্রাহিমর মাতর জুয়াপে হউ হিট্টী অকলর ছামনে ইফ্রোনে কইলা,
11 “না, না, আপনে দয়া করি আমার মাতখান হুনউক্কা। আমি হকলর
ছামনেউ ই জমি আর গুহা আপনারে দিলাইলাম, আপনার মুর্দারে দাফন
করিলাইন।” 12 তেউ ইব্রাহিমে হিরবার হিনর হকলর ছামনে মাথা নোয়াইয়া,
13 হি দেশর হক্কলরে হুনাইয়া ইফ্রোনরে কইলা, “হুনউক্কা, জমিখানর দাম
আমি দিলাই। আপনেও জমিখানর দাম নেউক্কাগি, বাদে আমার মুর্দারে
অনো দাফন করমু।” 14 ইফ্রোনে তানরে জুয়াপ দিলা, 15 “হুজুর, আমার কথা
হুনউক্কা, অউ জমিখানর দাম অইলোগি চাইরশো তোলা রুপা, তে
আপনার-আমার লাগি ইতা কুন্তাউ নায়। আপনার মুর্দারে কয়বর দিলাউক্কা।”
16 অউ ইব্রাহিমে ইফ্রোনর কথা মানিয়া হিট্টী অকলর ছামনে তাইন, ইফ্রোনর
চাওয়া দাম মাফিক, পাইকারি মাপে চাইরশো তোলা রুপা তানরে মাপিয়া
দিলা।
17 অউ লাখান মম্রি টাউনর গেছে মকপেলাত ইফ্রোনর যে জমিন আছিল
হউ জমিন আর হনর গুহা আর জমিনর চাইরোবায় যতো গাছ-গাছালি
আছিল, 18 ইতা হকলতাউ হিনর হিট্টী অকল আর টাউনর মুখর হকলর
ছামনে, ইব্রাহিমর মালিকানায় আইলো। 19 বাদে ইব্রাহিমে কেনান দেশর মম্রি
টাউন বা হেবরনর মকপেলার গুহাত তান বিবি ছায়রারে দাফন করলা।
20 অউ লাখান মকপেলার অউ গুহা সহ আস্তা জমিনখান গুরুস্থানর লাগি,
হিট্টী অকলর আত থনে ইব্রাহিমর আতো আইলো।

হজরত ইছহাক (আঃ) (২৪:১—২৬:৩৫)

হজরত ইছহাক (আঃ) অর বিয়া

24 ইব্রাহিম ই সময় খুব মুরব্বি আর যাওয়াগির পথি অইগেছইন।
মাবুদে তানরে হকল বীয় থনে বরকত নাজিল করছলা। 2 আর তান
খাছ গুলাম, বাড়ির পুরান যে গুলামর উপরে তান হকলতার ভার
দেওয়া আছিল তারে কইলা, “তুমার আতখান আমার উরাতর তলে হারাও।
3 আমি তুমারে আছমান-জমিনর মালিক আল্লা মাবুদর নামে কছম করাইয়ার,
আমি যে কেনানী অকলর মাজে থাকিয়ার, তারার কুনু পুড়িরে আমার পুয়ার
বউ বানাইয়া তুমি আনিও না। 4 তুমি আমার দেশো গিয়া, আমার পুয়া
ইছহাকর লাগি আমার খেশ-কুটুমর মাজ থাকি এগু কইনা চাইয়া আনবায়।”
5 অউ হি গুলামে তানরে কইলা, “যুদি কুনু পুড়িয়ে আমার লগে ই দেশো
আইতে রাজি না অইন, তাইলে যে দেশ ছাড়িয়া আপনে আইছইন, আপনার
পুয়ারে আমি হনো লইয়া যাইতাম নি?” 6 তাইন কইলা, “খবরদার! তুমি
আমার পুয়ারে কুনুমন্তেউ হিনো লইয়া যাইও না। 7 যে আছমানি আল্লা
মাবুদে আমারে, আমার বাফর বাড়ি আর জনম মাটি থনে বার করিয়া
আনিছইন, তাইন আমার লগে বাত-ছওয়াল করি কছম করিয়া কইছইন, ই
দেশখান তাইন আমার ওয়ারিশ অকলরে দিবা। তাইন তুমার আগেউ তান
ফিরিস্তারে হনো পাঠাইবা, যাতে আমার পুয়ার লাগি তুমি হন থনে এগু
কইনা আনতায় পারো। 8 যুদি কুনু পুড়িয়ে তুমার লগে আইতে রাজি না অয়,
তে আমার ই কছম থাকি তুমি খালাছি; তা-ও আমার পুয়ারে তুমি কুনু
লাখানউ হিনো লইয়া যাইও না।” 9 অউ হি গুলামে তান মুনিব ইব্রাহিমর
উরাতর তলে আত হারাইয়া অউলা কছম করলা।
10 বাদে হউ গুলামে তান মুনিবর উটর পাল থাকি দশটা উট লইলা। আর
মুনিবর ভালা ভালা জিনিস অকল লইয়া, ইরাম-নহরয়িম দেশর যেনো নাহুর
থাকতা হবায়দি রওয়ানা অইলা। 11 আর হাইঞ্জা বালা যেবলা বেটিন্তে পানি
আনাত বার অইন, অউ সময় হি গুলামে টাউনর বারে এক কুয়ার কাছাত
তান উট অকলরে থইলা। 12 থইয়া অউ দোয়া করলা, “ও মাবুদ, আমার
মুনিব ইব্রাহিমর আল্লা, আরজ করি, আইজ আমার ছামনে কামিয়াবি জাইর
করো, আর আমার মুনিব ইব্রাহিমরে মেহেরবানি করো। 13 দেখো, ই টাউনর
পুড়িন্তে পানি নেওয়াত আইরা আর আমি ইনো কুয়ার কাছাত উবাই রইছি।
14 তে অউ পুড়িন্তর মাজে আমি যারে কইমু, ‘আপনার খৈলা লামাইয়া
আমারে থুড়া পানি খাওয়াউক্কা’, এর জুয়াপে যুদি হউ পুড়িয়ে কইন, ‘আপনে
পানি খাউক্কা আর আপনার উট অকলরেও আমি পানি খাওয়াইমু’ তাইলে
অউ পুড়িউ যানু তুমার গুলাম ইছহাকর লাগি তুমার পছন্দর পুড়ি অইন।
তেউ আমি বুজমু, তুমি আমার মুনিবরে মেহেরবানি করলায়।”
15 তান দোয়া শেষ না অইতেউ বথুয়েলর পুড়ি রেবেকায় খৈলা কাখো
লইয়া টাউন থাকি বার অইয়া আইলা। অউ বথুয়েল অইলা ইব্রাহিমর ভাই
নাহুরর বিবি মিলকার পুয়া। 16 রেবেকা আছলা খুব সুন্দরি, আবিয়াতি, সতী
নারী। তাইন কুয়া থাকি খৈলা ভরিয়া যেবলা উঠিয়া আইরা, 17 অউ সময়উ
ইব্রাহিমর গুলামে দৌড়াইয়া তান গেছে গিয়া কইলা, “দয়া করি আপনার
খৈলা থাকি আমারে থুড়া পানি খাওয়াউক্কা।” 18 রেবেকায় কইলা, “হুজুর,
পানি খাউক্কা।” অউ কথা কইয়াউ তাইন জলদি করি খৈলাটা কাখো থনে
আতো আনিয়া পানি খাইতে দিলা। 19 পানি খাওয়াইবার বাদে রেবেকায়
তানরে কইলা, “আমি আপনার উট অকলরেও তারার পিয়াছ মিটাইয়া পানি
খাওয়াইমু, তারা পেট ভরিয়া পানি খাইবা।” 20 কইয়াউ তাইন জলদি করি
পানির গামলাত খৈলার পানি ঢালিয়া হিরবার দৌড়াইয়া কুয়ার গেছে গেলা।
আর হকল উটরে পানি তুলি দিলা। 21 মাবুদে তান ই ছফর কামিয়াব করছইন
কি না ইটা জানার লাগি হি গুলামে নীরবে রেবেকার বায় চাই রইলা।
22 উট অকলে পানি খাইয়া হারলে, তাইন আধা তোলার একটা সোনার
নাকর নথ আর দুই আতো দশ তোলার দুইটা সোনার বালা রেবেকারে দিয়া
জিকাইলা, 23 “আপনার বাবার নাম কিতা? আপনে কউক্কাছাইন, আপনার
বাফর বাড়িত আমরার রাইত থাকার জাগা অইবো নি?” 24 রেবেকায় কইলা,
“আমার বাবার নাম বথুয়েল। দাদার নাম নাহুর আর দাদির নাম মিলকা।
25 তে আপনার উটর খানির লাগি আমরার বাড়িত বউত খের-ভুষি আছে
আর রইবার জাগাও আছে।” 26 অউ হি গুলামে মাবুদর সইজদা করিয়া
কইলা, 27 “হক্কল প্রশংসা মাবুদর, যেইন আমার মুনিব ইব্রাহিমর আল্লা। তাইন
আমার মালিকরে তান দেওয়া ওয়াদা রাখতে আর ইমানদারি দেখাইতে
ফাউরিছইন না। তাইন আমারেও পথ চিনাইয়া আমার মুনিবর কুটমর বাড়িত
লইয়া আইছইন।”
28 রেবেকায় দৌড়াইয়া গিয়া তান মা’র বাড়ির হকলরে ইতা জানাইলা।
29 রেবেকার এক ভাইর নাম আছিল লাবন। অউ লাবনে দৌড়াইয়া কুয়ার
কাছাত আইলা এনরে দেখতা করি। 30 বনির আতর বালা আর নাকর নথ
দেখিয়া, আর হি মানষে যেতা কইছে ইতা হুনিয়া, তাইন আইয়া দেখলা,
মানুষটা কুয়ার কান্দাত তার উটর গেছে উবাই রইছে। 31 লাবনে তানরে
কইলা, “ও মাবুদর রহমতর মানুষ, আউক্কা। বারে উবাই রইছইন কেনে? আমি
আপনারার লাগি ঘর, আর উটর লাগি জাগা জুইত করিয়া আইছি।” 32 অউ
হি গুলামে তারার বাড়িত গিয়া উট অকলর গাইট লামাইতেউ, লাবনে খের
আর ভুষি আনিয়া দিলা। তানে আর তান লগর হকলরে আত-পাও ধোয়ার
পানিও দিলা। 33 বাদে তান ছামনে খানি দেওয়া অইলো, তেউ তাইন কইলা,
“আমি কিতার লাগি ইনো আইছি, ইতা না হুনাইয়া খানি খাইতাম নায়।”
লাবনে কইলা, “তে কইলাউক্কা।”
34 অউ তাইন কইলা, “আমি ইব্রাহিমর গুলাম। 35 আমার মালিকরে মাবুদে
বউত বরকত নাজিল করছইন, আইজ তাইন বউত ধনি-মানী। মাবুদে
তানরে বউত গরু-মেড়া, উট-গাধা, সোনা-রুপা, আর বান্দি-গুলাম দিছইন।
36 তান বিবি ছায়রার মুরব্বি বয়সো মুনিবর একজন পুয়া অইছইন, আর অউ
পুয়ারেউ তাইন, তান হকলতা দিলাইছইন। 37 তাইন আমারে কছম করাইয়া
কইছইন যেন, তাইন যে দেশো বসত কররা, হি কেনান দেশর কুনু পুড়িরে
যাতে তান পুয়ার বউ না বানাই। 38 এর বদলা তান বাফর আর তান খান্দানর
বাড়িত গিয়া তান পুয়ার লাগি একজন কইনা চাইয়া নেই। 39 অউ আমি
আমার মুনিবরে কইলাম, ‘যুদি কুনু পুড়ি আমার লগে আইতে রাজি না
অইন?’ 40 তাইন কইলা, ‘মাবুদ, যাঁনরে আমি খেজমত করি, তাইনউ তান
ফিরিস্তারে পাঠাই দিবা, যাতে তুমার ছফর কামিয়াব অয়। আর তুমি আমার
নিজর বংশ আর আমার বাফর খান্দান থনে, এগু পুড়িরে আমার পুয়ার
লাগি চাইয়া আনবায়। 41 তারার হিনো গেলে যুদি তারা কুনু পুড়িরে না
দেইন, তাইলে তুমি আমার ই কছম থাকি খালাছি পাইবায়।’
42 “অউ আইজ আমি কুয়ার গেছে আইয়া দোয়া করলাম, ‘ও মাবুদ,
আমার মুনিব ইব্রাহিমর আল্লা, তুমি যুদি আমার ই ছফর কামিয়াব করো
তাইলে, 43 দেখো, আমি অউ ভরা কুয়ার গেছে উবাই রইছি, আর কুনু
পুড়িয়ে অনো পানি নেওয়াত আইলে আমি কইমু, খৈলা থাকি আমারে থুড়া
পানি খাওয়াও। 44 আর যুদি তাই কয়, তুমিও পানি খাও আর তুমার উট
অকলরেও আমি পানি তুলিয়া দিমু, তাইলে অউ পুড়িউ যানু আমার মুনিবর
পুয়ার লাগি তুমার পছন্দ করা পুড়ি অয়।’
45 “আমার দোয়া শেষ না অইতেউ দেখি, রেবেকায় খৈলা কাখো লইয়া
কুয়াত আইরা পানি তুলতা। পানি তুলার বাদে আমি কইলাম, ‘দয়া করিয়া
আমারে থুড়া পানি খাওয়াউক্কা।’ 46 তাইন জলদি করি কাখো থনে খৈলা
লামাইয়া আমারে কইলা, ‘অউ নেইন, পানি খাইন। আমি আপনার উট
অকলরেও পানি খাওয়াইমু।’ তেউ আমি পানি খাইলাম, আর তাইন আমার
উট অকলরেও পানি খাওয়াইলা। 47 বাদে আমি তানে জিকাইলাম, ‘আপনে
কার পুড়ি?’ তাইন কইলা, ‘আমি বথুয়েলর পুড়ি, আমার দাদার নাম নাহুর
আর দাদির নাম মিলকা।’ অউ আমি তান নাকো নথ আর আতো বালা
ফিন্দাইয়া দিলাম। 48 বাদে আমি মাবুদর সইজদা করলাম। আর যেইন আমার
মুনিব ইব্রাহিমর আল্লা, হউ মাবুদর শুকুর আদায় করলাম, তাইনউ আমারে
ঠিক পথে চালাইয়া আনছইন যাতে আমি আমার মুনিবর ভাতিজিরে, তান
পুয়ার লাগি তুকাইয়া পাই। 49 তেউ অখন আপনারা আমার মুনিবর বায় দরদ
আর ইনছাফ করবা নি, কউক্কা। যুদি না করইন তা-ও কউক্কা, যাতে আমি
ডাইনে-বাউয়ে যাইতাম পারি।”
50 অউ লাবন আর বথুয়েলে কইলা, “ঘটনা তো মাবুদ থাকিউ অইছে।
অখন আমরার ভালা-বুরা মাতার কুন্তাউ নায়। 51 অউ দেখউক্কা, রেবেকা
তো অনো আছে, তে মাবুদর হুকুম মত আপনার মুনিবর পুয়ার বউ
বানাইবার লাগি এরে লইয়া যাইতা পারবা।”
52 ই মাত হুনিয়া ইব্রাহিমর গুলামে মাবুদর সইজদা করলা। 53 এরবাদে
তাইন সোনা-রুপার গয়না-গাটি আর কাপড়-চুপড় বার করিয়া রেবেকারে
দিলা, এর লগে রেবেকার মা-ভাইরেও বউত দামি দামি উপহার দিলা।
54 বাদে তাইন আর তান লগর হকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া হখানোউ
রাইত কাটাইলা। বিয়ানে ঘুম থাকি উঠিয়া তাইন কইলা, “আমার মুনিবর
গেছে যাওয়ার লাগি আমারে বিদায় দিলাউক্কা।” 55 তেউ রেবেকার মা আর
ভাইয়ে কইলা, “পুড়িগু আরো দশখান দিন আমরার গেছে থাকউক, বাদে
যাইবোনে।” 56 অউ হি গুলামে তারারে কইলা, “মাবুদে যেবলা আমার ই

ছফর কামিয়াব করছইন, তাইলে আমারে দেরি না করাইয়া বিদায় দিলাউক্কা, আমার মুনিবর গেছে যাইগি।” 57 এরা কইলা, “আমরা তাইলে পুড়িরে ছামনে আনিয়া জিকাইলাই।” 58 আর রেবেকারে ডাকিয়া আনিয়া জিকাইলা, “তুমি কিতা তান লগে যাইবায় নি গো?” তাইন কইলা, “আইচ্ছা, যাইমুনে।” 59 অউ তারা ইব্রাহিমর গুলাম আর তান লগর মানষর লগে তারার বইন আর তান বান্দি বেটিরে বিদায় দিলা। 60 আর রেবেকারে দোয়া করিয়া কইলা, “বইন গো, তুমি লাখ লাখ আওলাদর মা অও। তুমার আওলাদে দুশমন অকলরে ঘাইল করউক।” 61 রেবেকা আর তান বান্দি অকলে তৈয়ার অইয়া উটর উপরে চড়িয়া, ইব্রাহিমর গুলামর খরে অইয়া রওয়ানা দিলা। অউ লাখান হউ গুলামে রেবেকারে লইয়া বার অইলা।

62 ইছহাক ই সময় নেগেভো থাকতা। তাইন বের-লহয়-রোয়ী নামর জাগা থনে ফিরত আইলা। 63 একদিন বিয়ালি বালা তাইন বন্দেদি আটাত বার অইলা। আখতাউ চউখ তুলিয়া চাইয়া দেখলা, কয়টা উট আইরা। 64 রেবেকায়ও দুরই থনে ইছহাকরে দেখিয়াউ উটর উপর থাকি লামি গেলা। 65 আর হউ গুলামরে জিকাইলা, “অউ যেইন বন্দর মাজেদি আমরার বায় আইরা, এইন কে?” গুলামে কইলা, “এইন তো আমার মুনিব।” অউ রেবেকায় বুরকার পর্দা লামাই দিলা। 66 আর হি গুলামে যেতা যেতা করিয়া আইছইন, ইকলতা ইছহাকরে জানাইলা। 67 ইছহাকে তান মা বিবি ছায়রার তাম্বুত রেবেকারে লইয়া গিয়া তানে বিয়া করলা। আর তানরে মায়া করলা। তান মা’র মউতর বাদে, রেবেকার মায়ায়উ তান জানো শান্তি পাইছলা।

বিবি কাতুরার ঘরো হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অর খান্দান

25 ইব্রাহিমে কাতুরা নামর আরো একজন বেটিরে বিয়া করছলা। 2 তান পেটো যিম্রন, যকষন, মদান, মাদিয়ান, যিশবক আর শূহার জনম অইছিল। 3 সাবা আর দদান অইলা যকষনর আওলাদ। আশুরী, লটূশী, লিয়ুম্মী অকল অইলা দদানর আওলাদ। 4 মাদিয়ানর আওলাদ অইলা ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ আর ইলদায়া। এরা হকলউ কাতুরার আওলাদ। 5 ইব্রাহিমে তান হকলতা ইছহাকরে দিলাইলা। 6 অইলে তাইন জিন্দা থাকতেউ, তান হেশর বিয়ার আওলাদ অকলরেও আলগা আলগা দান করিয়া, এরারে ইছহাকর লগে না রাখিয়া পুবেদি, পুবর দেশো পাঠাই দিলা।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অর ইন্তেকাল আর কয়বর

7 ইব্রাহিম একশো পচত্তইর বরছ বাচিলা, আল্লায় তানে অতদিনর হায়াতি দিছলা। 8 তাইন মুরব্বি অইয়া পুরাপুর বুড়া বয়সো ইন্তেকাল করলা, আর তান বাফ-দাদার গেছে গিয়া আজিলা। 9 হেশে তান পুয়া ইছমাইল আর ইছহাকে মম্রি টাউনর পুবেদি, হিট্টী সোহরর পুয়া ইফ্রোনর জমির মকপেলা-গুহাত, তানরে দাফন করলা। 10 ই জমিখান তাইন হিট্টী অকলর গেছ থনে লইছলা। অনোউ তান বিবি ছায়ররারে আর তানে দাফন করা অইছে। 11 ইব্রাহিমর মউতর বাদে আল্লায় তান পুয়া ইছহাকরে বরকত নাজিল করলা। তাইন বের-লহয়-রোয়ীর গেছে রইতা।

হজরত ইছমাইল (আঃ) অর ইন্তেকাল আর খান্দান

12 অউ অইলো ইছমাইলর খান্দানর বয়ান। বিবি ছায়রার বান্দি মিসরী হাজেরার পেটো ইব্রাহিমর পুয়া ইছমাইলর জনম অইছিল। 13 অউ অইলো ইছমাইলর আওলাদর নাম আর গুষ্টির বয়ান। তান বড় পুয়ার নাম নাবাউত, বাদে কায়দার, অদবেল, মিবসম, 14 মিশমা, দূমা, মাছা, 15 হদদ, তেমা, যিটুর, নাফীশ আর কেদমা। 16 ইছমাইলর অউ বারৌজন পুয়া আছলা বারো গুষ্টির সর্দার। তারার নামর লাখান হি গাউ আর তাম্বু বিছাইল জাগারও অউ নাম অইছিল। 17 ইছমাইলর হায়াত একশো সাড়তিশ বরছ আছিল, হেশে তাইন মারা গেলা আর তান বাফ-দাদার গেছে গেলাগি। 18 হবিলা থনে আশিরিয়ার বায় মিসরর ছামনর শুর পর্যন্ত তান আওলাদ অকল রইতা। ইছমাইলে তান হকল ভাইয়াইন্তর গালাবায় রওয়ার জাগা পাইলা।

হজরত ইছহাক (আঃ) আর তান ভাই শেখ ঈষ

19 অউ অইলো ইব্রাহিমর পুয়া ইছহাকর খান্দান-নামা। ইব্রাহিমর ঘরো ইছহাকর জনম অইলো। 20 ইছহাকে চাল্লিশ বরছ বয়সো তান মামুর ঘরর বইন রেবেকারে আনাইয়া বিয়া করলা। রেবেকা অইলা পদ্দন-ইরাম দেশর ইরামী বথুয়েলর পুড়ি, ইরামী লাবনর বইন। 21 তান বউ নিআওলাদি আছলা গতিকে, ইছহাকে মাবুদর গেছে দোয়া করলা। মাবুদে তান দোয়া কবুল করলা, আর রেবেকার পেটো হুরুতা আইলো। 22 বাদে পেটর ভিতরে হুরুতায় লড়া-চড়া করাত লাগলা। অউ তাইন কইলা, “আমার পেটো ইলা লাগের কেনে?” কারন জানার লাগি তাইন মাবুদর গেছে দোয়া করলা। 23 মাবুদে তানরে কইলা, “তুমার পেটো দুইটা জাতি আছে, পেটো থনেউ তারা দুই বংশ অইয়া পয়দা অইবা। এক বংশ থনে আরক বংশ শক্তিআলা অইবো, আর বড়গুয়ে হুরুগুর খেজমত করব।” 24 হুরুতা পয়দার বালা দেখইন, হাছাউ তান পেটো জোড়র পুয়া। 25 পয়লা যার জনম অইলো হে লাল রংগর আর তার শরিলো পশমি কাপড়র লাখান রুমায় ভরা। তার নাম রাখলা ঈষ [মানি, রুমাআলা]। 26 বাদে ঈষ’র পাওর মুরাত ধরি তার ভাইর জনম অইলো, এর নাম রাখলা ইয়াকুব [মানি, পাওত ধররা]। ইছহাকর ষাইট বরছ বয়সো এরা জোড়ে পয়দা অইলা।

27 অউ পুয়াইন বড় অওয়ার বাদে ঈষ খুব ভালা শিকারি আর মরুভুমিত ফাখাওরা অইলা, অইলে ইয়াকুব আছলা নিরাই-জিরাই, তাইন তাম্বুত থাকতা। 28 শিকারর গোস্ত মজা লাগত করি ইছহাকে ঈষ’রে মায়া করতা, আর রেবেকায় ইয়াকুবরে মায়া করতা।

29 একদিন ইয়াকুবে ডাইল রান্দিছইন, অউ সময় তান বড় ভাই ঈষ মরুভুমি থাকি পেটর ভুকে খুব কাতর অইয়া আইলা, আইয়া হুরু ভাই ইয়াকুবরে কইলা, 30 “ভাইরে, আমার খুব ভুক লাগছে। তে অউ রংগিল, রংগিল অতা আমারে পেট ভরি খাইতে দো।” অউ কথার লাগি তান চিড় লাগল ইদোম [মানি, রংগিল]। 31 ইয়াকুবে কইলা, “তাইলে বড় ভাই অওয়ার মালিকানা, তুমি আইজ আমার গেছে বেচিলাও।” 32 ঈষে কইলা, “দেখো, আমার জান বার অইযার, আর বড় ভাইর মালিকানাদি আর কিতা করতাম?” 33 ইয়াকুবে কইলা, “আগে তুমি আমার গেছে কছম করো।” অউ ঈষে কছম করিয়া বড় ভাই অওয়ার মালিকানা ইয়াকুবর গেছে বেচিলাইলা। 34 বাদে ইয়াকুবে ঈষ’রে ডাইল আর রুটি খাইতে দিলা। খাওয়া-দাওয়া করিয়া তাইন উঠিয়া গেলাগি। অউ লাখান ঈষে বড় পুয়া অওয়ার কুনু দামউ রাখলা না।

হজরত ইছহাক (আঃ) অর গেছে আল্লার ওয়াদা

26 ইব্রাহিমর জমানার লাখান ইফিরাও দেশো হিব্রুবার এক নিদান দেখা দিলো। তেউ ইছহাক গেরার টাউনো ফিলিস্তিনী অকলর বাদশা আবিমালিকর গেছে গেলাগি। 2 আর মাবুদে ইছহাকরে দিদার দিয়া কইলা, “তুমি মিসরো লামিয়া যাইও না। আমি তুমারে যে দেশর কথা কইমু, অনোউ থাকিও। 3 অউ দেশো তুমি মুছাফির অইয়া রও। আমি তুমার লগে রইয়া, তুমারে বরকত নাজিল করমু। ই দেশ অকল আমি তুমারে আর তুমার ওয়ারিশ অকলরে দিমু। আর তুমার বাফ ইব্রাহিমর গেছে আমি যে কছম করছলাম, অকটা পুরা করমু। 4 আমি তুমার ওয়ারিশ অকলরে আছমানর তেরার লাখান বেহিসাব করমু, অউ দেশ অকলও তারারে দিমু। তুমার ওয়ারিশরেদি, দুনিয়াইর হকল জাতিয়ে বরকত হাছিল করবা। 5 ইব্রাহিমে আমার মাত হুনিয়া, আমার হুকুম, আমার আইন আর আমার শরিয়ত অকল আমল করছে।”

6 অউগি ইছহাক গেরার টাউনো রইলা। 7 আর হিনর মানষে তান বউর কথা জিকাইলে, তাইন কইলা এইন আমার বইন। এনরে বউ কইতে তাইন ডরাইলা, মনে করলা, রেবেকা সুন্দরি করিয়া হিনর মানষে রেবেকারে নেওয়ার লাগি তানরে খুন করিলিবা। 8 ইছহাক বউত দিন হুনো রওয়ার বাদে একদিন ফিলিস্তিনী অকলর বাদশা আবিমালিকে তান খিড়কি বায়দি চাইয়া মালুম করলা, ইছহাকে তান বিবি রেবেকারে মায়া কররা। 9 দেখিয়া তাইন ইছহাকরে নেওয়াইয়া কইলা, “দেখউক্কা, রেবেকা তো আসলে আপনার বিবি, তে আপনে কেনে তানরে আপনার বইন কইলা?” ইছহাকে জুয়াপ দিলা, “আমি মনে করছলাম তাইর লাগি আমার জান আরাইমু।” 10 তেউ আবিমালিকে কইলা, “আমরার লগে আপনে ইতা কিতা বেবহার করলা? যেকুনু মানষে তো আপনার বিবির লগে মিলা-মিশা করতো চাইলো অনে আর আপনে আমরারে দুষি বানাইলা অনে।” 11 বাদে আবিমালিকে হকল মানষরে অউ হুকুম জারি করলা, কেউ যুদি ইছহাক বা তান বিবির শরিলো আত দেয়, তারে নিচয় কাতল করা অইবো।

12 আর ইছহাকে হি বরছ খেত করিয়া তান জমিনো রুয়া বিচ থাকি একশো গুন বেশি ফসল পাইলা, মাবুদে তানরে অউলা বরকত নাজিল করলা। 13 তান খালি বাড়তেউ লাগলো, আস্তে আস্তে তাইন খুব মালদার অইগেলা। 14 তান গরু-ছাগল আর গুলাম-বান্দি অউলা বাড়লো যেন, ইতা দেখিয়া ফিলিস্তিনী অকলে ইংসাইতা লাগলা। 15 আর তান বাফ ইব্রাহিমর আমলো, তান গুলাম অকলে যে কুয়া অকল খুদিছলা, ফিলিস্তিনী অকলে ইগুইন মাটিদি ভরিয়া বন্দ করিলাইছলা। 16 বাদে আবিমালিকে ইছহাকরে কইলা, “আপনে আমরার গেছ থনে যাউক্কাগি, আপনে তো আমরা থনে বেশি শক্তিআলা অইগেছইন।”

17 অউ ইছহাকে হন থনে হরিয়া গিয়া গেরার মরা গাংগর চরো তাম্বু গাড়িয়া রইলা। 18 আর তান বাফ ইব্রাহিমর আমলর খুদা কুয়াইন, তাইন হিব্রুবার খুদিলা, কারন ইব্রাহিমর মউতর বাদে ফিলিস্তিনী অকলে ইতা ভরিলাইছলা। আর তান বাফে অউ কুয়াইন্তর যে নাম রাখছলা, তাইনও অউ নাম রাখলা। 19 ইছহাকর গুলাম অকলে অউ গাংগর চরো খুদিয়া পানির ফুতআলা এক কুয়া পাইলা। 20 আর গেরারর রাখাল অকলে তান রাখাল অকলর লগে দরবার করিয়া কইলো, ই পানি আমরার। অউ তাইন ই কুয়ার নাম রাখলা এষক [মানি, দরবার]। 21 বাদে ইছহাকর রাখাল অকলে আরো এক কুয়া খুদিলা, আর ইটা লইয়াও তারা দরবার করলা। অউ তাইন ইটার নাম রাখলা সিটনা [মানি, দুশমনি]। 22 হেশে তাইন হন থনে হরিয়া গিয়া আরো এক কুয়া খুদাইলা, ইফিরা তারা আর কুনু দরবার করলা না। তেউ ইছহাকে অউ কুয়ার নাম রাখলা রহবত [মানি, বউত জাগা]। তাইন কইলা, “অখন মাবুদেউ আমরারে বউত জাগা দিলা, আমরা ই দেশো আরো বাড়তাম পারমু।”

23 বাদে ইছহাকে হন থনে হরিয়া বের-শেবাত গেলাগি। 24 হউ রাইতউ মাবুদে তানরে দিদার দিয়া কইলা, “আমি তুমার বাফ ইব্রাহিমর আল্লা। তুমি ডরাইও না, আমার গুলাম ইব্রাহিমর খাতিরে আমি তুমার লগে আছি। আমি তুমারে বরকত নাজিল করমু আর তুমার বংশ বাড়াইমু।” 25 অউ ইছহাকে হনো একখান কুরবানি খানা বানাইয়া মাবুদর নাম লইলা। হনো তাইন তান তাম্বু গাড়িলা আর তান গুলাম অকলে এক কুয়া খুদিলা।

26 বাদে আবিমালিকে তান উজির অহুজত আর সেনাপতি ফীখোলরে লইয়া গেরার থাকি ইছহাকর গেছে আইলা। 27 ইছহাকে এরারে কইলা, “আপনারা আমার গেছে কিতার লাগি আইলা? আপনারা তো ইংসা করিয়া আমারে আপনারার গেছ থনে খেদাই দিলাইছইন।” 28 তারা কইলা, “আমরা অখন ছাফ বুজিয়ার যেন, মাবুদ আপনার লগে আছইন। এরলাগি আপনার লগে আমরার এগু ওয়াদা অইযাউক। আউক্কা, আমরা এক চুক্তি করিলাই। 29 আমরা যেলা আপনারে ছইছি না আর আপনার ভালাই ছাড়া কুনু খেতি

করছি না, যেলা আপনারে শান্তিয়ে বিদায় দিছি, অউলা আপনেও আমরারে খেতি করতা না। আপনেউ তো মাবুদর বরকতর মানুষ।” 30 বাদে ইছহাকে তারার লাগি খানা-দানা জুইত করলে, তারা খানা-দানা করলা। 31 বাদর দিন বিয়ানে উঠিয়া তারা দুইও জনে কছম করলা। আর ইছহাকে তারারে বিদায় দিলে, তারা দিলর মাজে শান্তি পাইয়া রওয়ানা অইলা। 32 হউ দিনউ তান গুলাম অকলে আইয়া তারার খুদা এক কুয়ার খবর জানাইলা, তারা পানির লাগাল পাইছইন। 33 অউ তাইন এর নাম দিলা শেবা [মানি, কছম]। এরলাগি আইজও হিনর নাম বের-শেবা রইছে।

34 ঈষে চাল্লিশ বরছ বয়সো হিট্টী বেরির পুড়ি যিহুদীথ আর হিট্টী এলনর পুড়ি বাসমতরে শাদি করলা। 35 ই দুইও বেটিয়ে ইছহাক আর রেবেকার জীনর মাজে খুব দুখ দিলা।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) (২৭:১—৩৬:৪৩)

হজরত ইছহাক (আঃ)-এ হুরু পুয়ারে দোয়া দিলা

27 মুরব্বি বয়সো ইছহাকর চউখর জুতি কমি যাওয়ায় তাইন আর চউখে দেখতা না। তাইন তান বড় পুয়া ঈষ’রে আনাইয়া কইলা, “বাবারে।” ঈষে জুয়াপ দিলা, “অউনু আমি।” 2 তাইন কইলা, “দেখো, আমি তো বুড়া অইগেছি, কুন দিন মরিযিমু কইতাম পারিয়ার না। 3 তুমি এগু কাম করো; তুমার আতিয়ার, তীর ধনুক লইয়া জঙ্গলো শিকারো যাও, আর আমার লাগি কুন্তা শিকার করিয়া, 4 আমার পছন্দর ভালা খানি তৈয়ার করি আনো, তেউ মরার আগে ইতা খাইয়া আমার জানে তুমারে দোয়া দিবো।”

5 ইছহাকে যেবলা তান পুয়া ঈষ’র লগে ইতা মাতিরা, ই সময় রেবেকায় ইতা হুনছিলা। তেউ ঈষ যেবলা শিকারো গেলাগি, 6 তাইন আইয়া তান পুয়া ইয়াকুবরে কইলা, “হুনো, আমি হুনলাম তুমার বাফে তুমার ভাই ঈষ’রে কইরী, 7 ‘তুমি আমার লাগি কুন্তা শিকার করি ভালা খানি তৈয়ার করো, তেউ আমি মরার আগে অতা খাইয়া, মাবুদর ছামনে তুমারে দোয়া দিমু।’ 8 তে রে পুত, আমি তুমারে অখন যেতা করতায় কইমু, তুমি অউলা হুনিও। 9 তুমি গিয়া পাল থাকি দুইটা তাজা খসি আনো। আমি ইতাদি তুমার বাফর শখর খানি, আচানক মজা করি রান্দিয়া দেই। 10 তেউ তুমি অতা লইয়া তুমার বাফর গেছে যাইও, তাইন ইতা খাইয়া মরার আগে তুমারে দোয়া করবা।” 11 ইয়াকুবে তান মা’রে কইলা, “হুনো, আমার ভাই ঈষ’র শরিল তো রুমাঅলি, আমার শরিলো তো রুমা নায়। 12 যুদি বাবায় আমার শরিলো আতাইন, তে মনো করবা আমি তানে ধুকা দিয়ার, তাইলে আমি দোয়ার বদলা আরো লান্নত ডাকিয়া আনমু।” 13 তেউ তান মা’য় কইলা, “পুতরে, তুমার ই লান্নত আমার উপরেউ পড়উক। তুমি খালি আমার মাতখান হুনো আর খসিগুইন আনিয়া দেও।” 14 অউ ইয়াকুবে গিয়া খসি আনিয়া তান মা’রে দিলা। আর তান বাফে যেলা শখ করইন, তাইন অউলা মজা করি রান্দিলা। 15 বাদে তাইন ঘরর মাজে থোয়া বড় পুয়া ঈষ’র ভালা ভালা কাপড়-চুপড় আনিয়া তান হুরু পুয়া ইয়াকুবরে ফিন্দাইলা। 16 ইয়াকুবর আতো আর গলাত যে জাগাত রুমা নায়, হউ জাগাত অউ খসির চামড়া লাগাই দিলা। 17 আর নিজর রান্দা হউ মজার খানি আর রুটি তান পুয়া ইয়াকুবর আতো দিলা।

18 ইয়াকুবে তান বাফর গেছে গিয়া ডাক দিলা, “বাবা।” ইছহাকে জুয়াপ দিলা, “অউনু আমি, তুমি কে রে পুত?” 19 ইয়াকুবে তান বাফরে কইলা, “আমি আপনার বড় পুয়া ঈষ। আপনে আমারে যেলা কইছুলা, আমি অউলা করছি। দয়া করি উঠিয়া বউক্কা, আমার শিকারর গোস্ত খাউক্কা, খাইয়া হারলে আপনে আমারে দোয়া দিবা।” 20 ইছহাকে তান পুয়ারে কইলা, “বাবারে, তুমি অতো জলদি শিকার পাইলায় কিলা?” তাইন কইলা, “আপনার মাবুদ আল্লায় মিলাই দিছইন।” 21 অউ ইছহাকে ইয়াকুবরে কইলা, “বাবা, আমার কাছাত আও তেউ তুমার গতরো আত দিয়া বুজমু, তুমি হাছাউ আমার পুয়া ঈষ নি।” 22 ইয়াকুব তান বাফ ইছহাকর আরো কাছাত গেলা। তাইন শরিলো আতাইয়া কইলা, “গলার আওয়াজটা ইয়াকুবর, অইলে আত দুইওখান তো ঈষ’র।” 23 ইয়াকুবর আত তান ভাই ঈষ’র মত রোমে ভরা আছিল করি ইছহাকে তানরে চিনলা না। অউ তাইন ইয়াকুবরে দোয়া দিলা। 24 তাইন জিকাইলা, “তুমি কিতা হাছাউ আমার পুয়া ঈষ নি?” ইয়াকুবে কইলা, “জিঅয় বাবা।” 25 অউ ইছহাকে কইলা, “পুয়ার শিকারর গোস্ত আমার গেছে আনো, ইতা খাইয়া হারলে আমার জানে তুমারে দোয়া দিবো।” ইয়াকুবে গোস্ত লইয়া আইলে তাইন খাইলা। বাদে তানরে আংগুরর শরবত দিলে তাইন এওতা খাইলা। 26 হেশে তান বাফে কইলা, “ও পুত আও, কাছাত আইয়া আমারে হুংগা দেও।” 27 অউ ইয়াকুবে কাছাত গিয়া হুংগা দিলা, আর ইছহাকে তান শরিলর কাপড়র ঘেরান হুংগিয়া তানরে দোয়া দিলা, “দেখো, আমার পুয়ার ঘেরান তো মাবুদর বরকতি খেতর ঘেরানর লাখান। 28 আল্লায় আছমানর খুয়া থনে আর রসাইল জমিন থনে তুমারে দেউক্কা; বউত ফসল আর আংগুরর শরবত তুমারে দেউক্কা। 29 হকল মানুষ তুমার গুলাম অউক, হকল জাতিয়ে তুমার গেছে মাথা নোয়াউক। নিজর জাতর মাজে তুমি বড় মুরব্বি অও, তুমার মা’র পেটর ভাইয়াইন্তে তুমার গেছে মাথা নেয়াউক। যে তুমারে লান্নত দিবো, তার উপরে লান্নত পড়উক। যে তুমারে দোয়া করব, হে রহমতি অউক।”

শেখ ঈষে বাবাইতি পাওনা দোয়া আরাইলা

30 ইছহাকে ইয়াকুবরে দোয়া করা শেষ অইলে, ইয়াকুব তান বাফ ইছহাকর ছামনে থনে হরতেউ, তান ভাই ঈষে শিকার লইয়া ঘরো আইলা। 31 তাইনও ভালা খানি তৈয়ার করিয়া বাফর গেছে লইয়া আইয়া কইলা, “বাবা, উঠিয়া বইয়া আপনার পুয়ার শিকারর গোস্ত খাউক্কা, খাইয়া হারলে আপনার জানে আমারে দোয়া দিবা।” 32 অউ তান বাফে কইলা, “তুমি কে?” তাইন কইলা, “বাবা, আমি তো আপনার বড় পুয়া ঈষ।” 33 আর ইছহাকর শরিলো বেজুইতা কাপা শুরু অইলো। কাঁপি কাপি তাইন কইলা, “তাইলে আমার গেছে শিকারর গোস্ত লইয়া যে আইছিল, হে কে? তুমি আইবার আগেউ আমি অতা খাইয়া তারে দোয়া করছি, আর দোয়ার ফল হে-উ পাইব।” 34 বাফর মাত হুনিয়াউ ঈষে একেবারে বুক ভাংগিয়া চিল্লাইয়া তান বাফরে কইলা, “বাজান, আমারে, আমারেও দোয়া করো!” 35 ইছহাকে কইলা, “তুমার ভাইয়ে আইয়া চতুরি করিয়া তুমার পাওনা দোয়া নিছেগি।” 36 ঈষে কইলা, “তার নাম ইয়াকুব [মানি, ধুকাবাজ] নায় নি? হাছাউ হে দুইবার আমারে ধুকা দিছে। বড় পুয়া হিসাবে আমার মালিকানা হে আগে চুরি করি নিছিল, আর দেখউক্কা, ইঁফিরা আমার দোয়াও লইয়া গেলগি।” তাইন ফিরিয়া কইলা, “আপনে আমার লাগি কুনু দোয়াউ রাখছইন না নি?” 37 ইছহাকে জুয়াপ দিলা, “হুনো, আমি তারে তুমার নেতা বানাইছি, আর তার গুষ্টিরে তার গুলাম বানাইছি, তারে ফসল আর আংগুরর শরবত দিয়া ছামানি করছি; অখন তুমার লাগি আর কিতা করতামরে পুত?” 38 ঈষে ফিরিয়া তান বাফরে কইলা, “ও বাজান, আপনার গেছে কিতা অউ এক দোয়াউ আছিল নি? বাজান রে-বা, আপনে আমারে, আমারেও দোয়া করউক্কা!” অতা কইয়া তাইন জুরে জুরে চিল্লাইয়া কান্দাত লাগলা।

39 অউ তান বাফ ইছহাকে কইলা, “তুমার বসতখানার মাটি নিরস অইবো, হিনো আছমানর খুয়াও পড়তো নায়। 40 তলোয়ারউ তুমার জিন্দেগি অইবো, আর নিজর ভাইর গুলাম অইবায়; অইলে যেবলা তুমি না-মানরা অইযিবায়, অউ সময় নিজর গর্দনা থাকি তার জুয়াল হরাইবায়।”

হজরত ইয়াকুব (আঃ) শেখ ঈষ’র গেছ থনে বাগিলা

41 ইয়াকুবে তান বাফর গেছ থনে দোয়া পাইছলা করি ঈষে তানরে ইংসাইতা লাগলা। ঈষে মনে মনে কইলা, “আমার বাফর লাগি মউতর কান্দনর দিন আইচ্ছে। এরবাদেউ তারে খুন করমু।” 42 রেবেকায় তান বড় পুয়া ঈষ’র ইতা মাতা-মাতি হুনলা, তেউ হুরু পুয়া ইয়াকুবরে আনাইয়া কইলা, “হুনো, তুমার ভাই ঈষে তুমারে খুন করার নিয়তে দিলরে বান্দিলাইছে। 43 আমার পুত, তুমি আমার মাতখান হুনো, তুমি হারান টাউনো আমার ভাই লাবনর গেছে হরিয়া যাওগি, 44 আর তুমার ভাইর গুছা না কমা পর্যন্ত তান গেছে থাকো। 45 তার গুছা কমিগেলে, তুমি তার লগে যেতা করছো ইতা হে ফাউরিলিলে, আমি খবরিয়াদি তুমারে আনাইমু। কিতাল্লাগি আমি একদিনে তুমরা দুইও জনরে আরাইতাম?”

46 বাদে রেবেকায় ইছহাকরে কইলা, “অউ হিট্টী পুড়িন্তর লাগি আমার আর বাচার স্বাদ নাই। ইয়াকুবেও যুদি অউ লাখান, ই দেশর কুনু হিট্টী পুড়িরে শাদি করিলায়, তাইলে আমার আর বাচিয়াউ লাভ কিতা?”

28 রেবেকার মাত হুনিয়া ইছহাকে, ইয়াকুবরে আনাইয়া দোয়া করলা আর অউ হুকুম দিলা, “তুমি কেনান দেশর কুনু পুড়িরে বিয়া করিও না। 2 তুমি পদ্দন-ইরাম দেশো তুমার নানা বথুয়েলর বাড়িত যাওগি, হনো তুমার মামু লাবনর কুনু পুড়িরে বিয়া করিও। 3 সর্ব-শক্তিমান আল্লায় তুমারে বরকত নাজিল করউক্কা আর ফলদার করিয়া বউত বাড়াউক্কা, যাতে করি তুমি বউত গুষ্টিআলা জাতি অও। 4 যে বরকত তাইন ইব্রাহিমরে নাজিল করছলা, হউ বরকত তাইন তুমারে আর তুমার বংশরে দান করউক্কা। আর যে দেশ আল্লায় ইব্রাহিমরে দিছইন, যেখানো তুমি অখন মুছাফির আছো, ই দেশখান যানু তুমার অয়।” 5 বাদে ইছহাকে ইয়াকুবরে বিদায় দিলা, আর তাইন পদ্দন-ইরামো ইরামী বথুয়েলর পুয়া লাবনর গেছে রওয়ানা অইলা। লাবন অইলা রেবেকার ভাই, ইয়াকুব আর ঈষ’র মামু।

হজরত ইছমাইল (আঃ) অর পুড়ির লগে শেখ ঈষ’র বিয়া

6 ঈষে যেবলা হুনলা, ইছহাকে ইয়াকুবরে দোয়া করিয়া বিয়া করানির নিয়তে পদ্দন-ইরামো পাঠাইছইন আর কেনানী পুড়িন্তরে বিয়া করতে নিষেধ করছইন, 7 আর ইয়াকুবে তান মা-বাফর হুকুমে পদ্দন-ইরামো গেছইনগি, 8 অউ ঈষে বুজলা যেন, তান বাফ ইছহাক কেনানী বেটিন্তর উপরে খুশি নায়। 9 এরলাগি দুই বউ থাকলেও তাইন ইব্রাহিমর পুয়া ইছমাইলর গেছে গিয়া তান পুড়ি মহলতরে বিয়া করলা। মহলত অইলা নাবাউতর বইন।

বেথেলো হজরত ইয়াকুব (আঃ) অর খোয়াব

10 আর ইয়াকুবে বের-শেবা ছাড়িয়া তান মামুর বাড়ি হারান টাউনর বায় রওয়ানা দিলা। 11 পথো এক জাগাত সুরুজ ডুবি গেলে তাইন হনোউ রাইত কাটাইলা। হনর পাথরদি হিতান দিয়া ইয়াকুবে ঘুমাইতা করি হুতিলা। 12 হুতিয়া হারলে খোয়াবে দেখলা, দুনিয়াইর উপরে একখান মই উবাই রইছে, ই মইর মাথা আছমানো লাগাইল। তাইন দেখলা আল্লার ফিরিস্তা অকলে অগুবায় উঠা-নামা করররা, 13 আর মাবুদে এর উপরে উবাইয়া কইরা, “আমি মাবুদ, তুমার বাফ-দাদাইন ইব্রাহিমর আল্লা আর ইছহাকর আল্লা। তুমি অউ যে জমিনো হুতিছো, ইটা আমি তুমারে আর তুমার ওয়ারিশ অকলরে দিমু। 14 তুমার ওয়ারিশ অকল দুনিয়াইর ধুইল-বালুর লাখান বেহিসাব অইবা। আরি পুবে-পইচমে, উত্তরে-দউকনে চাইরোবায় মেলিযিবা। তুমি আর তুমার বংশর মাজেদি দুনিয়াইর হক্কল জাতিয়ে বরকত হাছিল করবা। 15 আমি তুমার লগে লগে আছি, তুমি যেনোউ যাও না কেনে আমি তুমারে হেফাজত করমু আর অউ দেশো হিরবার তুমারে ফিরাইয়া আনমু। আমি তুমারে যেতা যেতা কইছি ইতা হাছিল অওয়ার আগে, তুমারে ছাড়তাম নায়।” 16 বাদে ইয়াকুবে ঘুম থাকি উঠিয়া কইলা, “তাইলে হাছাউ মাবুদ ইনো আছইন, আমি

তো জানতাম না।” 17 অউ তাইন ডরাইয়া কইলা, “কিজাত গরম ই জাগা! ইখান নিচ্চয় আল্লার ঘর, অখানোউ বেহেস্তর দুয়ার।”
18 তাইন ফজরুর সময় উঠিয়া, যে পাথরটা তাঁন মাথার তলে হিতান দিছলা, ইকটা খুটির মতো করি গাড়িয়া এর উপরে তেল ঢালিলা। 19 আর হি জাগার নাম রাখলা বেথেল [মানি, বায়তুল্লা], ইনর আগর নাম আছিল লুজ। 20 বাদে ইয়াকুবে কছম খাইয়া কইলা, “আল্লায় যুদি আমার ই ছফরো হেফাজত করইন, তাইন আমার খানি-খুরাক, ফিন্দার লেবাছ যুগাই দেইন, 21 আমি হিরবার ছহি-ছালামতে বাফর বাড়িত ফিরিয়া আই, তে অউ মাবুদরেউ আমার আল্লা মানমু। 22 আর অউ যে পাথর আমি খুটি গাড়িয়া থইলাম, অনো বায়তুল্লা শরিফ অইবো। আর তুমি আমারে যততা দিবায়, এর দশ বাটর এক বাঁট আমি নিচ্চয় তুমারে দিলাইমু।”

হজরত ইয়াকুব (আঃ) মামার বাড়িত গেলা

29 বাদে ইয়াকুবে আটি আটি পুবর দেশর মানষর এলাকাত গেলাগি। 2 গিয়া হনর বন্দর মাজে এক কুয়া দেখলা। হউ কুয়ার গেছে তিন পাল মেড়া হুতি রইছে; রাখাল অকলে অন থনে তারারে পানি খাওয়াইন। আর কুয়ার মুখো বড় এক পাথর থওয়া অইছে। 3 হকল মেড়ার পাল যেবলা একখানো অইতো, তেউ রাখাল অকলে কুয়ার মুখ থনে পাথরগু হরাই দিয়া মেড়াইন্তরে পানি খাওয়াইতো। বাদে পাথররে হিরবার কুয়ার মুখো থইতো।
4 ইয়াকুবে তারারে জিকাইলা, “ভাই অকল, আপনারা কোন জাগার মানুষ?” তারা কইলা, “হারান টাউনর।” 5 অউ তাইন কইলা, “আপনারা নাহুরর নাতি লাবনরে চিনইন নি?” তারা কইলা, “জিঅয়, চিনি।” 6 ইয়াকুবে জিকাইলা, “তাইন ভালা আছইন নি?” তারা কইলা, “জিঅয়, ভালা আছইন। অউনু তান পুড়ি রাহেলায় মেড়ার পাল লইয়া আইরা।” 7 তাইন কইলা, “দেখউক্কা, অখনও বউত বেইল আছে। তে পশু অকল একখানো অইবার সময় তো অইছে না। আপনারা মেড়াইন্তরে পানি খাওয়াইয়া হিরবার রাখাত লইয়া যাইনগি।” 8 তারা কইলা, “না, আমরা ইলা করতাম পারি না, হক্কল পাল একখানো দলা অইলে বাদে কুয়ার মুখ থনে পাথর হরাইয়া আমরা মেড়াইন্তরে পানি খাওয়াই।”
9 তাইন অখনও তারার লগে মাতো রইছইন, অউ সময় রাহেলায় তান বাফর মেড়ার পাল লইয়া অনো আইলা, তাইন ই পালর রাখালিত আছলা। 10 ইয়াকুবে তান মামু লাবনর পুড়ি রাহেলারে আর তান মেড়ার পাল দেখিয়াউ কুয়ার গেছে গিয়া কুয়ার মুখ থনে পাথরটা হরাইয়া মেড়াইন্তরে পানি খাওয়াইলা। 11 বাদে তাইন রাহেলারে মায়া দিয়া জুরে জুরে কান্দিতা লাগলা। 12 আর তাইন রাহেলারে কইলা যেন, তাইন লাবনর ভাইগনা, রেবেকার পুয়া। অউ রাহেলায় দৌড়াইয়া গিয়া তান বাফরে ই খবর দিলা।
13 লাবনে তান ভাইগনা ইয়াকুবর খবর হুনিয়া দৌড়াইয়া তান লগে দেখা করাত আইলা। তানরে আইঞ্জা করি ধরিয়া হুংগা দিয়া বাড়িত লইয়া গেলা। গিয়া হারলে ইয়াকুবে লাবনরে তান আইবার হক্কলতা জানাইলা। 14 লাবনে কইলা, “তুমি তো আমারউ জান আর আমারউ গোস্ত।” আর ইয়াকুব লাবনর বাড়িত একমাস রইলা।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) অর দুই বিয়া

15 একমাস বাদে লাবনে ইয়াকুবরে কইলা, “তুমি আমার কুটুম অইলায় করি বিনা বেতনে আমার চাকরি করতায় নি বা? তুমারে কিতা দিতাম, কইলাও।” 16 লাবনর দুইটা পুড়ি আছিল। বড়গুর নাম লেয়া আর হুরুগুর নাম রাহেলা। 17 লেয়ার খালি চউখউ সুন্দর আছিল, অইলে রাহেলার গঠন আর চেহারা-ছুরত, হক্কলতা সুন্দর আছিল। 18 ইয়াকুবে রাহেলারে পছন্দ করতা করি তাইন কইলা, “আপিনার হুরু পুড়ি রাহেলার লাগি আমি সাত বরছ আপনার গুলামি করমু।” 19 লাবনে কইলা, “রাহেলারে মানষর আতো দেওয়ার চাইতে তুমার গেছে দেওয়াউ ভালা। তুমি আমার গেছে রও।” 20 তেউ ইয়াকুবে রাহেলার লাগি সাত বরছ গুলামি করলা। রাহেলারে মহব্বত করতা করি, ইতা একো বরছ তান গেছে এক দিনর হমান মনো অইলো।
21 হেশে তাইন লাবনরে কইলা, “আমার গুলামির মিয়াদ পুরি গেছে। অখন আমার বউরে আমার আতো সমজাইয়া দেউক্কা, আমি তাইর গেছে রইতাম চাই।” 22 তেউ লাবনে হউ এলাকার হকল মানষরে বিয়ার দাওত করিয়া খানা-দানা খাওয়াইলা। 23 হেশে রাইত অইলে তাইন তান পুড়ি লেয়ারে ইয়াকুবর গেছে দিলা, আর ইয়াকুবে এন লগে রইলা। 24 লাবনে নিজর বান্দি জিল্পারে, তান পুড়ি লেয়ার বান্দি গিরিত দিলা। 25 অইলে বিয়ানে উঠিয়া দেখইন, এইন তো লেয়া। তেউ ইয়াকুবে লাবনরে কইলা, “আপনে আমার লগে ইতা কুন জাতর কাম করলা? অতো দিন আমি রাহেলার লাগি আপনার গুলামি করছি নায় নি? তে আমারে ধুকা দিলা কেনে?” 26 লাবনে কইলা, “বড় পুড়ির আগে হুরু পুড়ির বিয়া দেওয়া আমরার দেশর চল নায়। 27 তুমি বিয়ার খুশি-বাসির হাপ্তাটা পার অইতে দেও। তেউ হি পুড়িরেও তুমার গেছে বিয়া দিমু, অইলে তুমি আরো সাত বরছ আমার গুলামি করতে অইবো।” 28 ইয়াকুবে তান কথা মানিয়া অউ খুশি-বাসির হাপ্তা পার করলা। বাদে লাবনে তান পুড়ি রাহেলারেও ইয়াকুবর গেছে শাদি দিলা। 29 আর তান বান্দি বিলহারে রাহেলার বান্দি গিরিত দিলা। 30 ইয়াকুবে রাহেলার লগেও রইলা, তাইন লেয়ার চাইতে রাহেলারে বেশি মায়া করতা। বাদে তাইন আরো সাত বরছ তান মামু লাবনর গুলামি করলা।
31 অইলে লেয়ারে মায়া না করায়, মাবুদে লেয়ারে হুরুতা পয়দার খেমতা দিলা, আর রাহেলা নিআওলাদি রইলা। 32 আর লেয়ার ঘরো এক পুয়া অইলো। তাইন পুয়ার নাম রাখলা রুবেন [মানি, পুয়ারে দেখো]। তাইন কইলা, “মাবুদে আমার দুখ দেখছইন, অখন নিচ্চয় আমার জামাইয়ে আমারে মায়া করবা।” 33 বাদে হিরবার তান ঘরো এক পুয়া অইলো। তাইন পুয়ার নাম রাখলা শিমিয়ন [মানি, হুনইন]। তাইন কইলা, “আমারে এলামি করার কথা মাবুদে হুনছইন, এরলাগি তাইন আমারে অউ পুয়া দিছইন।” 34 বাদে হিরবার তান ঘরো এক পুয়া অইলো। তাইন কইলা, “অখন আমার জামাইয়ে আমার লগে আশিক অইবা, তান তিনটা পুয়া আমার পেট থনে পয়দা অইলো।” অউ এর নাম রাখলা লেবি [মানি, আশিক]। 35 বাদে হিরবার তান আরো এক পুয়া অইলে তাইন কইলা, “ইফিরা আমি মাবুদর তারিফ করমু।” আর তাইন অউ পুয়ার নাম রাখলা এহুদা [মানি, তারিফ]। এরবাদে তাঁন হুরুতা অওয়া বন্দ অইগেল।

30 রাহেলায় যেবলা দেখলা, তান ঘরো ইয়াকুবর কুনু আওলাদ অইরা না, অউ সময় তান বনির বায় ইংসা পয়দা অইলো। তাইন ইয়াকুবরে কইলা, “আমারে আওলাদ দেও, নাইলে আমি মরিযিমু!” 2 তেউ রাহেলার লগে ইয়াকুবে খুব গুছা করিয়া কইলা, “আমি কুনু আল্লা নি? তাইনউ তো তুমার পেট বন্দ করি দিছইন।” 3 রাহেলায় কইলা, “হুনউক্কা, আমার বান্দি বিলহা অনো আছে, আপনে তাইর গেছে যাউক্কা, তাইরেদি হুরুতা পাইয়া আমিও হুরুতা আলা অইযিতাম পারি।” 4 অখান কইয়া হারি রাহেলায় তান বান্দি বিলহারে ইয়াকুবর গেছে হাংগা দিলা, আর ইয়াকুব তাইর গেছে রইলা। 5 তেউ বিলহার ঘরো ইয়াকুবর এক পুয়া অইলো। 6 আর রাহেলায় কইলা, “আল্লায় আমারে ইনসাফ করছইন, আর আমার আহাজারি হুনিয়া এগু পুয়া দিছইন।” তাইন ই পুয়ার নাম রাখলা দান [মানি, ইনসাফ]। 7 বাদে রাহেলীর বান্দি বিলহার ঘরো হিরবার ইয়াকুবর দুছরা পুয়া পয়দা অইলো। 8 আর রাহেলায় কইলা, “বইনর লগে মহা লাড়াইত আমি জিতছি।” অউ তাইন ই পুয়ার নাম রাখলা নপ্তালি [মানি, লাড়াই]।
9 লেয়ায় যেবলা দেখলা তান ঘরো আর হুরুতা অইরা না, তেউ তাইনও তান বান্দি জিল্পারে ইয়াকুবর গেছে হাংগা দিলা। 10 তেউ লেয়ার বান্দি জিল্পার পেটো ইয়াকুবর এক পুয়া অইলো। 11 আর লেয়ায় কইলা, “আমার কপাল খুলছে!” তাইন এর নাম রাখলা ছাদু [মানি, কপাল]। 12 বাদে লেয়ার বান্দি জিল্পার ঘরো ইয়াকুবরু আরক পুয়া অইলো। 13 আর লেয়ায় কইলা, “আমার কত সুখ! হকল বেটিন্তে আমারে সুখি কইবা।” তেউ তাইন ই পুয়ার নাম রাখলা আশির [মানি, সুখি]।
14 গম দাওয়ার সময় রুবেনে বন্দো গিয়া কিছু ধুতরা-গুটা পাইয়া, তান মা লেয়ার গেছে আনিয়া দিলা। আর রাহেলায় লেয়ারে কইলা, “তুমার পুয়ার কয়গু ধুতরা-গুটা আমারে দেওছাইন।” 15 লেয়ায় কইলা, “তুমি আমার জামাইরে দখল করছো, ইতায় অইছে না নি? অখন আমার পুয়ার ধুতরা-গুটাও চাইরায় নি?” রাহেলায় কইলা, “তাইলে তুমার পুয়ার ধুতরা-গুটার বদলা আইজ রাইত তাইন তুমার লগে রইবা নো।” 16 হাইঞ্জা বালা ইয়াকুবে বন্দো থনে আইতেউ লেয়ায় বার অইয়া তানে কইলা, “আইজ আমার লগে রইবায়, কারন আমার পুয়ার ধুতরা-গুটার বদলা আমি তুমারে আওলাত নিছি।” অউ হি রাইত তাইন লেয়ার ঘরো হুতিলা। 17 আল্লায় লেয়ার দোয়া কবুল করায়, তান ঘরো ইয়াকুবর পাচ নম্বর পুয়ার জনম অইলো। 18 অউ লেয়ায় কইলা, “আমার জামাইর গেছে আমার বান্দিরে দিছলাম করি, আল্লায় আমারে এর বদলা দিলা।” এরলাগি তাইন ই পুয়ার নাম রাখলা ইছাখর [মানি, বদলা]। 19 বাদে হিরবার লেয়ার ঘরো ইয়াকুবর ছয় নম্বর পুয়ার জনম অইলো। 20 লেয়ায় কইলা, “আল্লায় আমারে বউত বড় এক নিয়ামত দিলা। অখন আমার জামাইয়ে আমারে দাম দিবা, কারন আমি তান ছয়গু পুয়ার জনম দিছি।” তাইন ই পুয়ার নাম রাখলা সবুলন [মানি, দাম]। 21 হেশে লেয়ার এক পুড়ি অইলো, তাইর নাম রাখলা দীনা।
22 আল্লায় রাহেলার বায়ও খিয়াল করলা। তাইন রাহেলার দোয়া কবুল করিয়া, তানরে হুরুতা পয়দার তাক্কত দিলা। 23 আর রাহেলার ঘরো এক পুয়া অইলে তাইন কইলা, “আল্লায় আমার শরম হরাইছইন।” 24 তাইন ই পুয়ার নাম রাখলা ইউছুফ [মানি, বাড়ানি]। তাইন কইলা, “মাবুদে আমারে আরোগু পুয়া বাড়াই দেউক্কা।”

হজরত ইয়াকুব (আঃ) অর ধন-সম্পদ বাড়িছে

25 রাহেলার ঘরো ইউছুফ অওয়ার বাদে, ইয়াকুবে লাবনরে কইলা, “অখন আমারে বিদায় দিলাউক্কা, আমি নিজর দেশর বাড়িত যাইগি। 26 আপনে তো জানইন, আমি কিলা আপনার গুলামি করছি, আমি আমার বউয়াইন আর পুয়া-পুড়ির লাগি আপনার গুলামি করছি। অখন তারারে লইয়া আমারে যাইতে দেউক্কা।” 27 লাবনে তানরে কইলা, “আমার লাগি যুদি তুমার মায়া থাকে, তে যাইও না। আমি আলামতে বুজিয়ার যেন, তুমার খাতিরে মাবুদে আমারেও বরকত নাজিল করছইন। 28 তুমার বেতন তুমি নিজেউ কইলাও। আমি তুমারে অলাউ দিমু।” 29 অউ ইয়াকুবে তানরে কইলা, “আমি কিলা আপনার গুলামি করছি, আর আমার আতো আপনার পশুর পাল কিলাখান অইছে, ইতা আপনেউ জানইন। 30 আমি আওয়ার আগে আপনে গরিব আছলা। আর অখন তো বাড়িয়া বউততা অইছে। আমার কারনে মাবুদে আপনারে বউত বরকত দিছইন। অইলে আমার নিজর পরিবারর লাগি কুনদিন কামাই করতাম?” 31 তেউ লাবনে কইলা, “আমি তুমারে কিতা দিতাম?” ইয়াকুবে কইলা, “আপনে আমারে কুন্তাউ না দিয়া যুদি আমার এগু মাত রাখইন, তাইলে আমি হিরবার আপনার পশুর পালর খেজমত করমু। 32 আমি আইজ আপনার পশুর পালর মাজে গিয়া, ফুটা ফুটা দাগআলা আর কালা আর চিতরা মেড়াইন আর ছাগলর মাজে চিতরা আর ফুটা ফুটা রংগর হক্কলটি আমার বেতন বাবত নিমুগি। 33 তেউ আপনে যেবলাউ বেতনর কারনে আইবা, ই সময় দেখবা, আমার ইমানদারিয়ে আমার লাগি জুয়াপ দিবো। আর ফুটা ফুটা দাগআলা আর কালা আর চিতরা মেড়াইন আর ছাগলর মাজে চিতরা আর ফুটা ফুটা রংগরতা ছাড়া আর কুন্তা পাইলে মনো করবা, আমি চুরি করছি।” 34 অউ লাবনে কইলা, “আইচ্ছা, তুমার কথাউ ঠিক থাকউক।” 35 লাবনে হউ দিনউ পাল থাকি লাম্বা দাগআলা আর

চিতরা ছাগল, ফুটা ফুটা দাগ আর চিতরা থুড়া থুড়া ধলা ছাগিন আর কালা মেড়া অকল আলগাইয়া নিজর পুয়াইন্তর গেছে দিলাইলা। 36 দিয়া তাইন ইয়াকুবর গেছ থাকি তিন দিনর পথ দুরই হরিয়া গেলাগি আর ইয়াকুবে লাবনর বাকি পাল অকলরে রাখাত রইলা।

37 ইয়াকুবে লিবনী, লাউজ আর আর্মোন গাছর কাচা ডাল কাটিয়া উপরে থাকি বাখল ফালাইয়া ডালর মাজে লাম্বা লাম্বা ধলা দাগ দিলা। 38 ছাগলর পালে আইয়া যেখানো পানি খাইন, তাইন অউ বাখল ফালাইল দাগআলা ডাল অকল, হনো পানির গামলার ছামনে থইলা। আর পানি খাওয়ার সময় এরা ফাল খাইতো। 39 তেউ অউ ডালর গেছে আইয়া ফাল খাওয়ায় তারার বাইচ্চাইনও চিতরা, লাম্বা দাগআলা আর ফুটা ফুটা রংগর অইতা।

40 বাদে তাইন অউ বাইচ্চাইন আলগাইতা, আর লাবনর ডোরাআলা আর কালা মেড়াইন্তর বায় মেড়িন্তর চউখ রাখাইতা। অউ লাখান তাইন, তান নিজর পালরে লাবনর পালর লগে মিলাইতা না। 41 আর জুরআলা মেড়ি-ছাগিন্তে ফাল খাওয়ার সময়, তাইন গামলাত তারার চউখর ছামনে অউ ডাল অকল থইতা, 42 অইলে কমজুর পশুর ছামনে ই ডালাইন থইতা না। তেউ লাবনর পশুইন অইতা কমজুর, আর ইয়াকুবর পশুইন অইতা জুরআলা। 43 অউ লাখান কাম করিয়া তাইন বউত ধনি অইলা। তান গুলাম-বান্দি, উট-গাধা আর পশুর পাল বউত বলিগেল।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) হউর বাড়ি থাকি বাগিলা

31 বাদে ইয়াকুবর কানো আইলো লাবনর পুয়াইন্তে মাতিরা যেন, "ইয়াকুবে আমরার বাফর হক্কলতা নিছেগি, আর আমরার বাফর মাল দিয়াউ হে মালদার অইগেছে।" 2 আর ইয়াকুবেও খিয়াল করলা, তানবায়দি লাবনর আগর হি মনর ভাব আর নায়। 3 মাবুদে ইয়াকুবরে কইলা, তুমি তুমার বাফ-দাদার দেশো নিজর মানষর গেছে ফিরিয়া যাওগি। আমি তুমার লগে থাকমু। 4 অউ ইয়াকুবে খবরিয়া পাঠাইয়া লেয়া আর রাহেলারে বন্দো তান পশুর পালর গেছে আনাইয়া কইলা, 5 "আমি তুমারতানর বাফর মুখ দেখিয়া বুজিয়ার, তান আগর হি মনর ভাব আমার বায় নায়, অইলে আমার বাবার আল্লা আমার লগে লগে রইছইন। 6 তুমিতাইন তো জানো যেন, আমি আমার হকল শক্তি দিয়াউ তান কত গুলামি করছি, 7 তা-ও তাইন আমারে টগিছইন আর দশ-দশবার করিয়া আমার বেতন বদলাইছইন, অইলে আল্লায় আমার কুনু খেতি অইতে দিছইন না। 8 তাইন যেবলা কইলা, তুমার বেতন অইবো, ফুটা ফুটা রংগর পশু, তেউ পালর হকল পশুয়ে অউ লাখান বাইচ্চা দিলো। হিরবার তাইন যেবলা কইলা, তুমার বেতন অইবো ডোরাআলা পশু, তেউ পালর হকল পশুয়ে ডোরাআলা বাইচ্চা দিলো। 9 আল্লায় অউ লাখান করি তান পালর পশু আনিয়া আমারে দিছইন।

10 "একবার পশুইন্তে ফাল খাওয়ার সময় আমি খোয়াবে দেখলাম, মেড়ি-ছাগিন্তর উপরে যে পাঠা অকল উঠিরা, ইগুইন ডোরাআলা, চিতরা আর ফুটা ফুটা রংগর। 11 খোয়াবর মাজে আল্লার ফিরিস্তায় আমারে ডাকিলা, 'ইয়াকুব!' আমি কইলাম, 'অউনু আমি।' 12 তাইন কইলা, 'তুমি চউখ তুলিয়া দেখো, মেড়ি-ছাগিন্তর উপরে যেতা পাঠাইন উঠিরা, হক্কলটি ডোরাআলা, চিতরা আর ফুটা ফুটা রংগর। লাবনে তুমার লগে যেতা যেতা করছে, ইতা হকলতাউ আমি দেখছি। 13 আমি হউ বেথেলর আল্লা, যেনো তুমি খুটির উপরে তেল ঢালিয়া আমার নামে কছম করছলায়। অখন চলো, ই দেশ ছাড়িয়া তুমার জনম মাটিত ফিরত যাও।' "

14 অউ লেয়া আর রাহেলায় কইলা, "বাবার সম্পত্তির কুনু দাবি আর আমরার রইলো নি? 15 তাইন তো আমরারে বেগানা মানুষ মনো করিয়া, আমরারে বেচিলাইছইন আর আমরার হক্কলতাউ খাইলিছইন। 16 এরলাগি আল্লায় আমরার বাবার ছামানা থনে যততা নিছইন, ই হক্কলটিউ অখন আমরার আর আমরার আওলাদর অইছে। তে আল্লায় তুমারে যেলা হুকুম করছইন, তুমিও অউলা করো।"

17 বাদে ইয়াকুবে তান হুরুতাইন আর বিবিন্তরে উটর উপরে তুলিয়া, 18 পদ্দন-ইরামো তান কামাইল পশু অকল আর মাল-ছামানা হক্কলতা লইয়া, কেনান দেশো তান বাফ ইছহাকর গেছে রওয়ানা দিলাইলা। 19 হউ সময় লাবনে তান মেড়াইন্তর রুমা কাটার লাগি গেছলা, আর অউ ফাকে রাহেলায় তান বাফর মুর্তি অকল চুরি করিলিলা। 20 ইয়াকুবে তান যাওয়ার কথা ইরামী লাবনরে না জানাইয়া তানরে টগিলা। 21 আর তাইন হক্কলতা লইয়া বাগিয়া, ফোরাত গাং পার অইয়া গিলিয়দর পাড়র ছামনেদি যাওয়াত রইলা।

হউরে হজরত ইয়াকুব (আঃ) রে ধরাত আইলা

22 যাওয়ার তিন দিন বাদে লাবনে হুনলা যেন, ইয়াকুব বাগিয়া গেছইনগি। 23 অউ তাইন খেশ-কুটুমরে লইয়া, ইয়াকুবর খরে অইয়া সাত দিনর পথ গিয়া, গিলিয়দর পাড়ো তারার লাগাল পাইলা। 24 অইলে রাইতর বালা আল্লায় খোয়াবে ইরামী লাবনর গেছে আইয়া কইলা, "খবরদার! ইয়াকুবরে ভালা-বুরা কুন্তাউ কইও না।"

25 ইয়াকুবে পাড়র মাজে তাম্বু গাড়িছলা, আর লাবনে গিয়া তানরে অনোউ লাগাল পাইলিলা, তেউ লাবন আর তান খেশ-কুটুম অকলেও গিলিয়দর হউ পাড়র মাজে তাম্বু গাড়িলা। 26 বাদে লাবনে ইয়াকুবরে কইলা, "তুমি কেনে ইতা করলায়? আমারে টগিয়া আমার পুড়িন্তরে কেনে যুদ্ধর বন্দির লাখান লইয়া আইলায়? 27 কেনে তুমি ধুকা দিয়া আমারে না জানাইয়া, লুকাইয়া বাগিয়া আইলায়? আমারে জানাইলে তো আমি খুশি-বাসি করিয়া, দুতারা আর মন্দিরা বাজাইয়া গান গাইয়া, তুমারে বিদায় দিলাম অনে। 28 তুমি আমার পুড়িন্তরে আর নাতি-নশারেও হুংগা দিতেও দিলায় না, বেআখলর মত কাম করলায়। 29 অখন আমি তো তুমরার খেতি করতাম পারমু, অইলে তুমরার বাফ-দাদার আল্লায় গত রাইত আমারে কইছইন, 'খবরদার! ইয়াকুবরে ভালা-বুরা কুন্তাউ কইও না।' 30 তুমার বাফর বাড়িত যাওয়ার লাগি মনে কান্দিছিল করি, তুমি বাগিয়া আইছো মানলাম, তে আমার দেবতা অকল কেনে চুরি করলায়?" 31 ইয়াকুবে জুয়াপ দিলা, "আমি ডরাইছলাম, মনো করছলাম, আপনে জুর করিয়া আপনার পুড়িন্তরে, আমার গেছ থনে কাড়িয়া রাখি দিবা। 32 তে অখন যার গেছে আপনার দেবতাইন পাইবা, তারে জিতা রাখতাম নায়। আমরার খেশ-কুটুমর ছামনে হক্কলতা তালাশ করিয়া যুদি আপনার কুন্তা পাইন, তাইলে নেউক্কাগি।" হউ মুর্তি অকল য়েন রাহেলায় চুরি করছইন, ইতা তো ইয়াকুবে জানইন না।

33 অউ লাবনে ইয়াকুব, লেয়া আর দুইও বান্দির তাম্বুত হামাইয়া হকলতা তুকাইয়া কুন্তা না পাইয়া, হেশে লেয়ার তাম্বু থনে রাহেলার তাম্বুত গিয়া হামাইলা। 34 রাহেলায় ই মুর্তি অকল নিয়া উটর গদ্দির ভিতরে থইয়া, তাইন অউ গদ্দির উপরে বইলা। লাবনে তান তাম্বুর হকলতা তুকাইয়া হনোও ইতা পাইলা না। 35 আর রাহেলায় তান বাফরে কইলা, "বাজান আমি উঠিয়া উবাইতাম পারিয়ার না করি আপনে বেজার অইন না যেন, বেটিয়ারা বেমারর লাগি আমার শরিল খারাপ।" অউ লাবনে হি মুর্তি অকল আর তুকাইয়া পাইলা না।

36 হেশে ইয়াকুবে গুছা অইয়া লাবনরে ছিড়াইয়া কইলা, "আমার অপরাধ কিয়ানো? আমি কিতা দুষ করছি, আপনে আমার খরে অইয়া অউলা খেদানিত আইলা? 37 আমার হকল মাল-ছামানা আউলাইয়া আপনার ঘরর কুন জিনিসখান পাইলা? পাইলে ইতা আপনার-আমার খেশ-কুটমর ছামনে রাখউক্কা, তারা আমরার বিচার করবা। 38 আমি ই বিশ বরছ আপনার লগে আছলাম। এর মাজে আপনার কুনু মেড়ি বা ছাগির পেটর বাইচ্চা নষ্ট অইছে না বা আপনার পালর কুনু মেড়াও আমি খাইছি না। 39 আর জংলি জানুয়ারে মারা কুনু পশুও আপনার গেছে আনছি না, ইতা আমি নিজেউ পুরিয়া দিছি। দিনো বা রাইত কুনু পশু চুরি অইলে, আপনে আমার গেছ থাকি ভরিয়া লইছইন। 40 আমি অউলা দিন কাটাইছি, দিনো জলছি গরমে আর রাইতে কাপছি শীতে। আমার চখুত ঘুম আইত না। 41 যে বিশ বরছ আপনার বাড়িত রইছি, এর চৌদ্দ বরছ আমি আপনার দুই পুড়ির লাগি গুলামি করছি, আর ছয় বরছ গেছে আপনার পশুর লাগি। এর মাজে আপনে দশ-দশবার আমার বেতনও বদলাইছইন। 42 আমার বাবার আল্লা, ইব্রাহিমর আল্লা আর ইছহাকে যানরে ডরাইতা তাইন যুদি আমার লগে না থাকতা, তে হাছাউ অখন আপনে আমারে খালি আতে বিদায় দিলা অনে। আল্লায় আমার মেনত আর দুখ দেখছইন। এরলাগিউ তাইন কাইল রাইত আপনারে ধমকাইছইন।"

হজরত ইয়াকুব (আঃ) অর লগে হউরর চুক্তি

43 লাবনে ইয়াকুবরে জুয়াপ দিলা, "ই পুড়িন আমারউ পুড়িন, আর অউ হুরুতাইন আমারউ নাতি-নশা, আর ই পশুর পাল অকলও আমার। তুমি অনো যততা দেখরায়, হকলতাউ আমার, তা-ও আমার পুড়িন্তরে বা তারার হুরুতাইন্তরে আমি আর কিতা করমু? 44 আও, আমরা দুইওজনে এক চুক্তি করিলাই। অউ চুক্তির নিশানাটা তুমার-আমার মাজে সাক্ষি রইব।" 45 অউ ইয়াকুবে এক পাথর লইয়া খুটি গাড়িলা। 46 আর তান খেশ-কুটুম অকলরে কইলা, "আপনারাও পাথর আনউক্কা।" তেউ তারাও পাথর আনিয়া এক ভিটা বানাইলা, হেশে অউ ভিটার গেছে খানি খাইলা। 47 লাবনে হউ ভিটার নাম রাখলা যিগর-সাহদুতা [মানি, সাক্ষি-ভিটা] অইলে ইয়াকুবে এর নাম রাখলা গল-এদ। 48 লাবনে কইলা, "অউ ভিটা অখন থনে তুমার-আমার সাক্ষি অইলো।" এরলাগি অউ ভিটার নাম অইলো গল-এদ, 49 আর অউ খুটির নাম অইলো মিস্পা [মানি, পাহারার জাগা]। লাবনে কইলা, "আমরা যেবলা হরিয়া যাইমুগি অউ সময় মাবুদেউ তুমার-আমার পাহারা দিবা। 50 তুমি যুদি আমার পুড়িন্তরে দুখ দেও বা আমার পুড়িন ছাড়া আর কেউরে বিয়া করো, তাইলে কুনু মানুষ আমরার লগে না রইলেও আল্লা আমরার সাক্ষি রইলা।"

51 লাবনে ইয়াকুবরে আরো কইলা, "অউ ভিটা বায় আর অউ খুটির বায় চাও, ইটা তুমার-আমার মাজখানো আমি গাড়লাম। 52 ই দুইওটা তুমার-আমার সাক্ষি রইল। তুমিও ইংসা করি অউ ভিটা আর খুটি ডিংগাইয়া আইবায় না আর আমিও বুরাইর নিয়তে ইতা ডিংগাইয়া যাইতাম নায়। 53 ইব্রাহিমর আল্লা, নাহুরর উপরআলা আর তারার বাফর উপরআলায় তুমার-আমার বিচার করবা।" আর ইয়াকুবে, তান বাফ ইছহাকে যানরে ডরাইতা তান নামে কছম করলা। 54 ইয়াকুবে হউ পাড়র উপরে কুরবানি করিয়া তান খেশ-কুটুম অকলরে খাওয়ার দাওয়াত দিলা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া হারি তারা হউ পাড়র মাজে রাইত রইলা।

55 বাদর দিন ফজরে লাবনে তান পুড়িন্তরে আর নাতি-নশারে হুংগা দিয়া দোয়া করলা, হেশে তান বাড়ি মুখা পথ দিলা।

মহনয়িমো ফিরিস্তা অকলর লগে দেখা

32 ইয়াকুবও তান পথে রওয়ানা অইলে, আল্লার ফিরিস্তা অকলে তানরে দেখা দিলা। 2 এরারে দেখিয়া তাইন কইলা, "ইতা আল্লার ফৌজ।" আর ই জাগার নাম রাখলা মহনয়িম [মানি, দুই ফৌজ]।

শেখ ঈষ'র গেছে উপহার পাঠানি

3 ইয়াকুবে তান আগে করি সেয়ীর বা ইদোম দেশো, তান বড় ভাই ঈষ'র গেছে কয়জন খবরিয়া পাঠাইলা। 4 তাইন এরারে হিকাই দিলা, "তুমরা আমার মুনিব ঈষ'রে কইও, তান গুলাম ইয়াকুবে কইছে, আমি অতদিন থনে আমরার মামু লাবনর গেছে মুছাফিরত আছলাম। 5 আমার গরু-গাধা, ছাগল-মেড়া আর গুলাম-বান্দি হকলতাউ আছে। আমার মুনিবর গেছে দয়া পাওয়ার আশায় তুমরারে পাঠাইলাম।"

6 খবরিয়া অকলে ফিরিয়া আইয়া ইয়াকুবরে কইলা, “আমরা আপনার ভাই
ঈষ’র গেছে গেছলাম। তাইন চাইরশো মানষরে লইয়া আপনার লগে
মুলাকাত করাত আইরা।” 7 অউ ইয়াকুবে ডরাইয়া খুব অস্থির অইগেলা।
তাইন লগর হকল মানষরে, গরু-ছাগল, মেড়া-মেড়ি আর উট-গাধা অকলরে
দুই দলে আলগাইলা। 8 তাইন কইলা, ভাইয়ে আইয়া এক দলরে হামলা
করলেও আরক দল নিরাপদে রইব।

9 আর ইয়াকুবে দোয়া করলা, “ও মাবুদ, আমার দাদা ইব্রাহিমর আল্লা আর
আমার বাবা ইছহাকর আল্লা, তুমিউ আমারে হুকুম করছো যেন, ‘তুমার
দেশো তুমার নিজর মানষর গেছে ফিরিয়া যাও, তেউ আমি তুমারে রহম
করমু।’ 10 তুমার ই গুলামর বায় যে রহম আর ইমানদারি দেখাইছ, আমি ইতা
কুন্তারউ লাখ নায়। আমি তো এগু লাঠি লইয়া ই জর্দান গাং পার অইছলাম,
আর অখন দুই দল অইগেছি। 11 মাবুদ, আমি আরজ করিয়ার, আমার ভাই
ঈষ’র আত থনে আমারে বাচাও। আমার ডর করের, হে আইয়া বউ পুয়া-
পুড়ির লগে আমারেও খুন করব। 12 তুমিউ তো ওয়াদা করছো, ‘আমি
অবশ্যউ তুমার ভালাই করমু, তুমার ওয়ারিশ অকলরে দরিয়ার পারর বালুর
লাখান বেহিসাব করমু, যেলা গনিয়া ফুড়ায় না।’ ”

13 ইয়াকুবে ই রাইত হনো রইলা আর তান যততা আছিল এর মাজ থাকি
কতখান লইয়া তান ভাই ঈষ’র লাগি এক উপহার তৈয়ার করলা। 14 ইতা
অইলো দুইশো ছাগি, কুড়িটা ছাগল, দুইশো মেড়ি, কুড়িটা মেড়া, 15 তিশগু
বাইচ্চাআলা দুধর উট, দুই কুড়ি গাই, দশগু বিছাল, এক কুড়ি গাধী আর
দশগু গাধা, 16 বাদে তাইন এক এক গুলামর আতো এক এক পাল সমজাই
দিয়া কইলা, “তুমরা আমার আগে অইয়া যাও আর এক পাল থাকি আরক
পালর মাজে ফাক রাখিও।” 17 পয়লা দলর গুলামরে তাইন হিকাই দিলা,
“আমার ভাই ঈষ’র লগে দেখা অওয়ার বাদে যেবলা জিকাইবা, ‘কই
যাইতায়বা? তুমি কার মানুষ? তুমার হমখর পশুইন কার?’ 18 তুমি জুয়াপ
দিও, ‘ইতা আপনার গুলাম ইয়াকুবর। তাইন আমার মুনিব ঈষ’র লাগি, ইতা
উপহার পাঠাইছুইন। আর তাইন আমরার খরে অইয়া আইরা।’ ” 19 অউ
লাখান তাইন দুই নম্বর, তিন নম্বর দলর গুলাম অকলরেও হিকাই দিলা যেন,
“ঈষ’র লগে দেখা অইলে তুমরাও অউলা কইও। 20 আর হেশে কইও,
আপনার গুলাম ইয়াকুবও আমরার খরে অইয়া আইরা।” ইয়াকুবে মনো
করলা, “আগে উপহার অকল পাঠাইয়া তানে ঠান্ডা করমু, বাদে তান লগে
দেখা-সাইক্ষাত করমু, তে তাইন আমারে মায়া করিলিতা পারইন।” 21 তান
আগে অইয়া উপহার অকল গেলগি, অইলে তাইন রাইত তান ডেরাত
রইলা।

ফিরিস্তার লগে কুস্তির বাদে নয়া নাম ইছরাইল

22 হেশে রাইত উঠিয়া তান দুইও বিবিন, দুইও বান্দি আর এগারগু পুয়ারে
লইয়া পাওয়ে আটিয়া, জাব্বোক খালর হপারো থইয়া আইলা। 23 তাইন
এরারে খাল পার করাইয়া তান হকল মাল-ছামানাও হনো পাঠাই দিলা।
24 আর তাইন একলা অনো রইলা, তেউ গাইবি একজন মানুষ আইয়া তান
লগে রাইতভর কুস্তা-কুস্তি করলা। 25 অইলে তাইন ইয়াকুবরে কাবু করতা না
পারায় এন উরাতর জুড়াত মারলা আর ইয়াকুবর উরাতর আড় জাগা থনে
ডুলি গেল। 26 হেশে হি মানষে কইলা, “ফজর অইযার, অখন তুমি আমারে
ছাড়িদেও।” ইয়াকুবে কইলা, “আপনে আমারে দোয়া না করলে ছাড়তাম
নায়।” 27 হি মানষে জিকাইলা, “তুমার নাম কিতা?” তাইন কইলা, “ইয়াকুব।”
28 অউ হেইন কইলা, “তুমি আল্লা আর মানষর লগে লাড়াই করিয়া জিতছো
করি, তুমার নাম আর ইয়াকুব রইতো নায়, তুমার নাম অইলো ইছরাইল
[মানি, আল্লার লগে কুস্তি কররা]।” 29 ইয়াকুবে তানরে কইলা, “আপনার
নামখান কিতা কউক্কা।” তাইন কইলা, “তুমি কিতার লাগি আমার নাম
জিকাইরায়?” হেশে তাইন ইয়াকুবরে দোয়া করলা। 30 অউ ইয়াকুবে ই
জাগার নাম রাখলা পনুয়েল [মানি, আল্লার ছুরত]। তাইন কইলা, “আমি
আল্লা পাকরে মুখামুখি দেখিয়াও জিন্দা রইছি।” 31 আর ইয়াকুবে পনুয়েল
পারনির বাদে সুরুজ উঠি গেল। তান উরাতর মাইরর লাগি লেংড়াইতা
লাগলা। 32 এর লাগি বনি ইছরাইলে অখনও রানর জুড়ার গোস্ত খাইন না,
কারন তাইন উরাতর জুড়ার রগর মাজে ইয়াকুবরে মারছলা।

বড় ভাই শেখ ঈষ’র লগে মিট-মাট

33 ইয়াকুবে চাইয়া দেখলা, তান বড় ভাই ঈষে চাইরশো মানুষ লইয়া
আগুয়াইয়া আইরা। অউ তাইন হুরুতাইন্তরে তান বিবিন লেয়া
আর রাহেলা আর দুইও বান্দির গেছে বাটিয়া দিলাইলা। 2 তাইন
তান বান্দিন আর তারার হুরুতাইন্তরে ছামনর কাতারো রাখলা। বাদে লেয়া
আর তান হুরুতাইন্তরে, হকল হেশে রাখলা রাহেলা আর ইউছুফরে। 3 আর
নিজে এরার আগে গিয়া সাতবার মাটিত সইজদা করিয়া তান ভাইর গেছে
আজির অইলা।

4 তেউ ঈষে তান গেছে দৌড়াইয়া আইয়া আইঞ্জা করি গলাত ধরিয়া
হুংগা দিলা, আর দুইওজনে কান্দিতা লাগলা। 5 বাদে ঈষে মুখ তুলিয়া অউ
বেটিন আর হুরুতাইন্তরে দেখিয়া জিকাইলা, “তুমার লগে এরা খেগু?”
তাইন কইলা, “আল্লায় তান রহমতে আপনার গুলামরে ই হুরুতাইন
দিছুইন।” 6 তেউ পয়লা বান্দি অকলে ঈষ’র কাছাত আইয়া তারার হুরুতা
লইয়া মাথা নোয়াইলা, 7 বাদে লেয়ায়ও হুরুতাইন্তরে লইয়া আগুয়াইয়া
মাথা নোয়াইলা, হেশে ইউছুফ আর রাহেলায় গিয়া মাথা নোয়াইলা। 8 তেউ
ঈষে কইলা, “পথো যেতা দলবল দেখলাম, ইতা কিয়র লাগি?” তাইন কইলা,
“আমার মুনিবর গেছে দয়া পাওয়ার লাগি।” 9 ঈষে কইলা, “ভাইরে, আমার
বউততা আছে, তুমার ইতা তুমারউ থাকউক।” 10 তাইন কইলা, “জি না,
আমি মিনত করিয়া কইয়ার, যুদি আমার বায় আপনার দয়া অয়, তাইলে
আমার দেওয়া ই দক্ষিনা আপনে নেউক্কা। আপনে যেবলা আমারে খুশি মনে
কবুল করছইন, তে আপনার মুখ দেখা আর আল্লার ছুরত দেখা আমার লাগি
হমান। 11 আল্লায় আমারে রহমত দান করছইন, আমার বউততা আছে আর
অউ যেতা উপহার আপনার লাগি আনছি, ইতা আপনে নেউক্কা।” তাইন
অউলা মিনত-কাজ্জি করায়, ঈষে ইতা কবুল করলা। 12 ঈষে কইলা, “চলো,
আমরা রওয়ানা অই, আমি তুমার লগে রইমু।” 13 ইয়াকুবে তানরে কইলা,
“আমার মুনিবে তো জানরা, ই হুরুতা অকলও হুরু আর দুধাল গাইয়াইন-
মেড়িনও লগে আছে, বেজান অইয়া ইতারে একদিনউ আটাইলে, হক্কলটি
মরিযিবা। 14 তে মুনিব, আপনে আমার আগে যাউক্কাগি, পশুর পাল আর
হুরুতা অকলর চলার খেমতা বুজিয়া আমি আস্তে আস্তে সেয়ীর এলাকাত
আপনার গেছে আইরাম।” 15 ঈষে কইলা, “তাইলে আমার লগর অতা
কয়জনরে তুমার গেছে থইয়া যাইগি।” তাইন কইলা, “ইতার দরকার কিতা?
আমার মুনিবর গেছে আমি যে রহম পাইছি, অটাউ তো বউততা।” 16 আর
ঈষ হউ দিনউ সেয়ীরর বায় রওয়ানা দিলাইলা। 17 অইলে ইয়াকুবে সুক্কতো
পৌছিয়া নিজর লাগি ডেরা বানাইয়া, পশুর পালর লাগিও কয়খান বাথান
বানাইলা, তেউ ই জাগার নাম অইলো সুক্কত [মানি, ডেরা অকল]।

18 পদ্দন-ইরাম থনে বার অইয়া ইয়াকুবে, ছহি-ছালামতে কেনান দেশর
শিখিম টাউনো আইয়া, টাউনর বারে তাম্বুইন গাড়িলা। 19 হেশে অউ
তাম্বুআলা জমিনখান তাইন, শিখিমর বাফ হমোরর পুয়াইন্তর গেছ থনে,
রুপার একশো টেকা দিয়া খরিদ করলা। 20 আর হনো একখান কুরবানি খানা
বানাইয়া এর নাম দিলা এল-ইলোহে-ইছরাইল [মানি, আল্লা, ইছরাইলর
উপরআলা]।

বিবি দীনার লগে খবিছি কামর বদলা লওয়া

34 লেয়ার ঘরো দীনা নামে ইয়াকুবর যে পুড়ি অইছিল, এইন একদিন
হনর পুড়িন্তর লগে দেখা করাত গেলা। 2 আর শিখিম নামর একজন
মানষর চউখো পড়লা। ই শিখিম আছিল হিব্বী জাতির সর্দার
হমোরর পুয়া। শিখিমে এরে জুর করি ধরিয়া নিয়া খবিছি কাম করিল্লো।
3 দীনার বায় তার দিল আশিক অইগেল। হে এরে মহব্বত করি এর লগে
মিঠা মিঠা মাত মাততো লাগল। 4 বাদে শিখিমে তার বাফ হমোররে কইলো,
“তুমি অউ কইনারে আমার লগে বিয়ার বন্দোবস্ত করো।”

5 ইয়াকুবে খবর পাইলা, শিখিমে তান পুড়িরে বেইজ্জতি করছে, অইলে
তান পুয়াইন পশুর পাল লইয়া বন্দো থাকায়, তাইন না-মাতিয়া নিরাই
রইলা। 6 শিখিমর বাফ হমোরে ইয়াকুবর গেছে বিয়ার মাত লইয়া আইলো,
7 আর ই খবর হুনিয়া ইয়াকুবর পুয়াইনও বন্দো থনে আইলা। তারা বেথায়া
গুছা আর গরম অইলা, কারন ইয়াকুবর পুড়িরে বেইজ্জতি করায় শিখিমে
আস্তা ইছরাইলর লগে বেইজ্জতি আর নাজাইজ কাম করছে।

8 তেউ হমোরে এরারে কইলো, “আপনারার কইনার লাগি আমার পুয়া
আশিক অইগেছে। দয়া করি, আমার পুয়ার লগে এর শাদি দিলাউক্কা।
9 আমরার লগে কুটুমিতা করউক্কা, আমরার কইনাইন্তরে আপনারা নেউক্কা
আর আপনারারতা আমরারে দেউক্কা। 10 আর আমরার লগে থাকউক্কা, ই
আস্তা দেশউ তো ছামনে রইছে, আপনারা অনোউ থাকইন, কায়-কারবার
করিয়া, নিজর মালিকানা কাইম করইন।” 11 শিখিমে দীনার বাফ-ভাইরে
কইলা, “আমার বায় আপনারা দয়া করইন, আপনারা আমার গেছে যেতা
চাইবা, আমি অতাউ দিমু। 12 মহরানা আর মাল-ছামানা আপনারা যেতা
দাবি করবা আমি দিমু, যেকুনু লাখানউ দীনারে আমার লগে বিয়া দেউক্কা।”

13 শিখিমে তারার বইনরে বেইজ্জতি করছিল করি ইয়াকুবর পুয়াইন্তে তারে
আর তার বাফ হমোররে ভানা দেখাইয়া কইলা, 14 “মছলমানি কাম না
করাইল কুনু দামান্দর লগে আমরার বইনরে বিয়া দিলে আমরার বেইজ্জতি
অইবো। 15 অইলে অউ কাম করলে আমরা রাজি অইমু, আপনারা হকল
বেটাইন্তে মছলমানি করাইয়া, আমরার লাখান অইবা। 16 তাইলে আমরার
পুড়িন্তরে আপনারার গেছে দিমু আর আপনারার পুড়িন্তরেও আমরা আনমু,
আমরাও আপনারার লগে এক জাতি অইয়া বসত করমু। 17 অইলে
আপনারা ই মছলমানির কথা না মানলে, আমরার কইনারে লইয়া যাইমুগি।”

18 তেউ তারার ই মাতে হমোর আর তার পুয়া শিখিম খুশি অইলা। 19 অউ
শিখিম অইলো গুষ্টির মাজে হকল থনে দামি মানুষ। হে দেরি না করিয়া কথা
মানিলাইলো, কারন ইয়াকুবর পুড়ির বায় হে আশিক আছিল। 20 বাদে
টাউনর দুয়ারর গেছে আইয়া, হমোর আর তান পুয়ায় হক্কল মানষর লগে
মাতিয়া কইলা, 21 “ই মানুষগুইন্তে আমরারে কুনু জামেলা করের না।
আমরার দেশো এরার থাকার লাগি বউত জাগাও আছে, তে এরা অনোউ
থাকউক আর কায়-কারবার করউক, আমরা এরার পুড়িন্তরে বিয়া করিয়া
আনি আর আমরার পুড়িন্তরেও তারার গেছে দেই। 22 অইলে আমরা
একখান কাম করলে, তারা আমরার লগে এক জাতি অইতে রাজি আছইন।
কামটা অইলো, তারার লাখান আমরারও হক্কল বেটাইন্তর মছলমানি করানি
লাগব। 23 আর তারার গরু-মেড়া, মাল-ছামানা হক্কলতাউ তো আমরার
অইবো, তারার কথায় রাজি অইলেউ তারা আমরার লগে থাকবা।” 24 অউ
টাউনর হকল বেটাইন হমোর আর তান পুয়া শিখিমর মাতে রাজি অইলো,
আর তারা হকলর মছলমানি কাম করাইলো।

25 হেশে তিন দিনর দিন যেবলা হকল বেটাইন্তে মছলমানির বেদনায় কষ্ট
পাইরা, অউ সময় দীনার আপন ভাই ইয়াকুবর দুই পুয়া শিমিয়ন আর লেবি,
তারার তলোয়ার লইয়া টাউনো হামাইয়া, এরারে বে-খিয়ালো পাইয়া হকল
বেটাইন্তরে কাতল করলো। 26 তারা হমোর আর তান পুয়া শিখিমরেও
তলোয়ারদি কাতল করিয়া শিখিমর ঘর থনে দীনারে লইয়া আইলো। 27 এরা
তারার বইনরে বেইজ্জতি করছিল করি, ইয়াকুবর হকল পুয়াইন্তে মরা লাশর
গেছে আইয়া টাউনো লুট-তরাজ করলা। 28 আর টাউনর ভিতর-বাইরর
গরু-গাধা, ছাগল-মেড়া, আর খেতর হকলতা লুটিয়া লইয়া আইলা। 29 হকল
মাল-ছামানা, পুয়া-পুড়িন, বেটিন, আর ঘরর হকলতাও লুট-পাট করলা।
30 হেশে ইয়াকুবে শিমিয়ন আর লেবিরে কইলা, “তুমরা ই দেশর কেনানী আর

ফারিজী অকলর গেছে আমারে পচা-ঘিন্নার মানুষ বানাইয়া মছিবতো ফালাইছো। আমার মানুষ কম, অখন তারা একখানো অইয়া আমারে হামলা করলে, আমি পরিবারর হক্কলরে লইয়া মরমু।" 31 তারা জুয়াপ দিলা, "হে আমরার বইনরে নিয়া খানকি বানাইলিতো নি?"

হজরত ইয়াকুব (আঃ) হিরবার বেথেলো

35 এরবাদে আল্লা পাকে ইয়াকুবরে কইলা, "তুমি হিরবার বেথেলো যাওগি। তুমার ভাই ঈষ'র গেছ থনে বাগিবার বালা, যেইন তুমারে দরশন দিছলা, হউ আল্লা পাকর নামে তুমি হনো একখান কুরবানি খানা বানাও।" 2 তেউ ইয়াকুবে তান আপন মানষরে আর লগর হকলরে কইলা, "তুমরার গেছে দেবতার যেতা মুর্তিন আছে, ইতা হক্কলটি ফালাও; আর হকলে পাক-ছাফ অইয়া, ছাফ-ছুতরা লেবাছ ফিন্দো। 3 আর চলো, আমরা বেথেলো যাইতামগি। হনো আমি আল্লার নামে একখান কুরবানি খানা বানাইমু, যেইন মছিবতর দিনো আমার দোয়া কবুল করছলা, আর আমার ছফরর লগি অইছলা।" 4 তেউ তারার যতো লোখান দেবতার মুর্তিন আর কানর জেওরাত আছিল, হকলতা ইয়াকুবর আতো দিলাইলা। তাইন ইতা নিয়া শিখিম টাউনর কান্দাত এলন গাছর তলে গাড়িলাইলা।

5 বাদে তারা হন থনে রওয়ানা অইলা আর আল্লায় চাইরোবায় হকল গাউ-গেরামো এক ডর পয়দা করলা, তেউ হিনর কুনু মানষে ইয়াকুবর পুয়াইন্তরে খেদানিত গেল না। 6 হেশে ইয়াকুব আর তান লগর হকলে কেনান দেশর লুজ নামর জাগা, মানি বেথেলো আইয়া পৌছলা। 7 অনো তাইন এক কুরবানি খানা বানাইয়া, অউ জাগার নাম দিলা এল-বেথেল [মানি, বেথেলর আল্লা], কারন ভাইর গেছ থাকি বাগিবার বালা আল্লায় অনোউ তানরে দিদার-দরশন দিছলা। 8 আর রেবেকার দাইমা দবোরা মারা গেলা। তানে বেথেলর লামাত এক এলন গাছর তলে মাটি দিলা, তেউ ই জাগার নাম অইলো এলন-বাখুত [মানি, কান্দনর গাছ]।

9 ইয়াকুবে পদ্দন-ইরাম থাকি আওয়ার বাদে, আল্লায় হিরবার তানরে দিদার দিয়া বরকত নাজিল করলা। 10 আল্লায় কইলা, "তুমার নাম তো ইয়াকুব; অইলে মানষে তুমারে আর ইয়াকুব কইয়া ডাকতা নায়, তুমারে ইছরাইল কইবা।" তেউ তান নাম অইল ইছরাইল। 11 আল্লায় তানরে কইলা, "আমিউ সর্ব-শক্তিমান আল্লা। তুমি ফলআলা অইয়া বাড়ো। তুমা থনে এক জাতি পয়দা অইবো, ইটা অইবো বউত গুষ্টিআলা জাতি, আর তুমার খান্দানো বাদশা অকল পয়দা অইবা। 12 আমি ইব্রাহিম আর ইছহাকরে যে দেশ দান করছি, হউ দেশ অখন তুমারে আর তুমার বাদর ওয়ারিশরে দিমু।" 13 আল্লায় হনো ইয়াকুবর লগে বাতচিত করিয়া হারলে আছমানো তশরিফ নিলাগি। 14 ইয়াকুবে হউ বাতচিতর জাগাত পাথরর এক খুটি গাড়িয়া, এর উপরে তাইন আল্লার নামে শরবত-পানির ছদগা ঢালিলা, হেশে তেলও ঢালিলা। 15 আল্লায় যেখানো তানরে দিদার দিছলা, ইয়াকুবে ই জাগার নাম রাখছলা বেথেল।

16 বাদে ইয়াকুব আর তান লগর হকলে বেথেল থাকি রওয়ানা করিয়া ইফ্রাথো পৌছার বাক্কা আগে, রাহেলার হুরুতা অওয়ার বিষে ধরলো, তান খুব তকলিফ অইলো। 17 হুরুতা অওয়ার বিষ আরো বাড়ল, তেউ দাই বেটিয়ে কইলো, "ডরাইও না গো, ইবারও তুমার ঘরো পুয়া অইবো।" 18 অইলে রাহেলা মারা গেলা। মরার বেলা তাইন পুয়ার নাম রাখলা বিন-অনী [মানি, আমার তকলিফর পুয়া] অইলে বাফে তার নাম রাখলা বিন-ইয়ামিন [মানি, আমার বলর পুয়া]। 19 রাহেলার মউতর বাদে ইফ্রাথ, মানি বেথেলহাম, যাওয়ার পথর কান্দাত তানরে মাটি দেওয়া অইলো। 20 মাটি দিয়া হারলে ইয়াকুবে তান কয়বরর উপরে এক পাথরর খুটি গাড়লা, ই খুটি আইজও অনো আছে। 21 অন থনে ইছরাইলে হিরবার রওয়ানা দিলা, আর এদর মিনার ফালাইয়া আইয়া তান তাম্বু গাড়িলা।

22 ইছরাইল যেবলা হনো রইরা, অউ ফাকো রুবেনে গিয়া তার বাফর বাদর বিয়ার বউ বিলহার লগে জিনা করলো আর ইতা ইছরাইলর কানো গেল।

23 ইয়াকুবর বারোজন পুয়া আছলা, লেয়ার তরফা তান বড় পুয়া রুবেন, বাদে শিমিয়ন, লেবি, এহুদা, ইছাখর আর সবুলন। 24 রাহেলার তরফা ইউছুফ আর বিন-ইয়ামিন। 25 রাহেলার বান্দি বিলহার তরফা, দান আর নপ্তালি। 26 লেয়ার বান্দি জিল্পার তরফা, ছাদু আর আশির। তান অউ হুরুতা অকল পদ্দন-ইরামো অইছলা।

হজরত ইছহাক (আঃ) অর ইন্তেকাল

27 হেশে ইয়াকুব কিরিয়ত-অর্বর, মানি হেবরনর কাছাত মম্রি নামর জাগাত, তান বাফ ইছহাকর গেছে আইলা। অউ জাগাত ইব্রাহিম আর ইছহাকেও বসত করতা। 28 ইছহাকর বয়স একশো আশি বরছ অইছিল। 29 আর ইছহাক পুরাপুর বুড়া অইয়া, মুরব্বি বয়সো মারা গিয়া তান বাফ-দাদার গেছে গিয়া আজিলা। তান পুয়া ঈষ আর ইয়াকুবে তানরে দাফন করলা।

শেখ ঈষ উরফে ইদোম খান্দানর নেতা অকল

36 অউ অইলো ঈষ বা ইদোমর খান্দানর বয়ান। 2 ঈষে কেনানী দুই পুড়িরে বিয়া করছলা। এরা অইলা হিট্টী এলনর পুড়ি আদা, আর হিব্বী জিবিয়নর নাতিন, অনার পুড়ি অহলীবামা। 3 এরার বাদেও তাইন ইছমাইলর পুড়ি নাবাউতর বইন বাসমতরে বিয়া করছলা। 4 আদার পেটো ইলিফজ আর বাসমতর পেটো রুয়েলর জনম অইছিল, 5 আর অহলীবামার পেটো যিয়ূশ, যালম আর কোরহর জনম অইছিল। ঈষ'র ই পুয়াইন্তর জন্ম অইছিল কেনান দেশো।

6 বাদে ঈষে তান বউয়াইন, পুয়া-পুড়িন, ঘরর হকল মানুষ আর পশুর পালাইন, কেনান দেশো কামাই করা হকল ধন-দৌলত লইয়া, তান ভাই ইয়াকুবর গেছ থনে হরিয়া আরক দেশো গেলাগি। 7 ঈষ আর ইয়াকুবর পশুর পাল, মাল-ছামানা অতো বেশি আছিল যেন, এরা একখানো রইতে হি দেশর ই জাগায় আর কুলাইলো না। 8 তেউ ঈষ সেয়ীরর পাড়ি এলাকাত গিয়া বসত করলা। এইনউ ইদোম।

9 অউ অইলো সেয়ীরর পাড়র ইদোমী অকলর মুল বাফ ঈষ'র খান্দানর বয়ান। 10 ঈষ'র পুয়াইন্তর নাম অইলো, ইলিফজ আর রুয়েল। ইলিফজ আদার পুয়া, রুয়েল বাসমতর পুয়া। 11 ইলিফজর পুয়াইন অইলা, তৈমন, ওমার, জফো, গাথাম আর কেনাজ। 12 ঈষ'র পুয়া ইলিফজর তিমনা নামর এক হাংগার বউ আছিল, এর ঘরো আমালেকর জনম অইছিল। এরা হকলেউ ঈষ'র বউ আদার আওলাদ। 13 রুয়েলর পুয়াইন অইলা নহথ, জারাহ, শম্ম আর মিজ্জা। এরা ঈষ'র বউ বাসমতর আওলাদ। 14 জিবিয়নর নাতিন, অনার পুড়ি অহলীবামার তরফা ঈষ'র পুয়াইন অইলা যিয়ূশ, যালম আর কোরহ।

15 ঈষ'র আওলাদর মাজে এরা আছলা গুষ্টির নেতা। ঈষ'র বড় পুয়া ইলিফজর পুয়াইন অইলা তৈমন, ওমার, জফো, কেনাজ, 16 কোরহ, গাথাম, আর আমালেক। এরা অইলা ইদোম দেশো, আদার পুয়া ইলিফজর আওলাদ। 17 ঈষ'র পুয়া রুয়েলর পুয়াইন যেরা গুষ্টির নেতা অইছলা, তারা অইলা নহথ, জারাহ, শম্ম আর মিজ্জা। এরা অইলা ইদোম দেশো ঈষ'র বউ বাসমতর পুয়া রুয়েলর আওলাদ। 18 ঈষ'র বউ অহলীবামার যে পুয়াইন গুষ্টির নেতা অইছলা, তারা অইলা যিয়ূশ, যালম আর কোরহ। এরা আছলা অনার পুড়ি অহলীবামার আওলাদ। 19 এরা অইলা ঈষ বা ইদোমর খান্দান আর গুষ্টির নেতা।

20 হনর হোরীয় সেয়ীরর পুয়াইন্তর নাম অইলো লোটন, শোবল, জিবিয়ন, অনা, 21 দিশোন, এথসর আর দীশান। এরা হকলে ইদোম দেশো সেয়ীরর পুয়াইন, হোরীয় খান্দানর নেতা আছলা। 22 লোটনর পুয়ার নাম অইলো হোরী আর হেমাম, আর বনির নাম তিমনা। 23 শোবলর পুয়াইন্তর নাম অইলো অলবন, মানহথ, ইবাল, শফো আর ওনম। 24 জিবিয়নর পুয়াইন্তর নাম অইলো অয়া আর অনা। অউ অনাউ তান বাবা জিবিয়নর গাধা রাখাত গিয়া, মরুভূমির মাজে গরম পানির ঝরনা তুকাইয়া পাইলা। 25 অনার পুয়ার নাম দিশোন আর পুড়ির নাম অহলীবামা। 26 দিশোনর পুয়াইন্তর নাম অইলো হিমদন, ইশবন, যিত্রন আর করান। 27 এথসরর পুয়াইন্তর নাম অইলো বিলহন, জাওয়ান আর আকন। 28 দিশোনর পুয়াইন্তর নাম অইলো আউজ আর অরান। 29 হোরীয় অকলর নেতা অইলা লোটন, শোবল, জিবিয়ন, অনা, 30 দিশোন, এথসর আর দীশান। এরা অইলা সেয়ীর দেশর হোরীয় গুষ্টির নেতা।

31 বনি ইছরাইলর মাজে বাদশাই হুকুমত আইবার আগে, ইদোম দেশো এরাউ রাজা আছলা। 32 বাউররর পুয়া বেলা ইদোমর রাজা অইলা। তান রাজধানির নাম আছিল দিনহাবা। 33 বেলা মরার বাদে, তান জাগাত বসরা টাউনর জারাহর পুয়া যোবব রাজা অইলা। 34 যোবব মরার বাদে তৈমন দেশর হুশম হনর রাজা অইলা। 35 হুশম মরার বাদে তান জাগাত বদদর পুয়া হদদ রাজা অইলা। তাইন যুদ্ধ করি মোয়াব দেশর মাদিয়ানী অকলরে আরাইলা। তান রাজধানির নাম অইলো অবীথ। 36 হদদ মরার বাদে মস্রেকা টাউনর ছামলা হনর রাজা অইলা। 37 ছামলা মরার বাদে হনর ফোরাত গাংগর পারর রহবত টাউনর শৌল রাজা অইলা। 38 শৌল মরার বাদে তান জাগাত আকবারর পুয়া বাআল-হানন রাজা অইলা। 39 আকবারর পুয়া বাআল-হানন মরার বাদে তান জাগাত হদর রাজা অইলা। তান রাজধানির নাম আছিল পাউ, আর তান বউর নাম আছিল মহেটাবেল। এইন মট্রেদর পুড়ি আর মেজাহাবর নাতিন।

40 ঈষ'র যেতা আওলাদ অকল গুষ্টি আর এলাকার নেতা আছলা, তারার নাম অইলো, তিমনা, অলবা আর যিতেথ, 41 অহলীবামা, এলা, পীনোন, 42 কেনাজ, তৈমন, মিবজার, 43 মগদিয়েল আর ইরাম। এরা আছলা যারযির দেশর, যারযির এলাকার ইদোমী নেতা। ইদোমী অকলর মুল বাফ ঈষ'র বয়ান অনোউ শেষ।

হজরত ইউছুফ (আঃ) (৩৭:১—৫০:২৬)

হজরত ইউছুফ (আঃ) অর দুই খোয়াব

37 ইয়াকুব কেনান দেশোউ রইলা, তান বাফও হনো মুছাফির অইয়া আছলা। 2 অউ অইলো ইয়াকুবর খান্দানর বয়ান। ইউছুফে সতরো বরছ বয়স থনে তান ভাইয়াইন্তর লগে মেড়া-ছাগল রাখতা। তাইন হুরুমান থনেউ তান হাতন মা বিলহা আর জিল্পার পুয়াইন্তর লগে রইতা। আর এরার হকল বাদ চাল-চলনর খবর বাফরে জানাইতা। 3 ইউছুফ, ইছরাইলর বুড়া বয়সর পুয়া গতিকে, তাইন এরে হকল থনে বেশি মায়া করতা। তাইন এরে এক খান্দানি জুব্বা বানাই দিলা। 4 বাফে ইউছুফরে হকল থনে বেশি মায়া করইন দেখিয়া, ভাইয়াইন্তে তানরে ঘিন্নাইতা। তারা এন লগে ভালা মনে মাত-কথাও মাততা না।

5 ইউছুফে এক খোয়াব দেখিয়া তান ভাইয়াইন্তরে হুনাইলা, তেউ তারা আরো বেশি ঘিন্নাইলা। 6 তাইন কইলা, "আমি খোয়াবে কিতা দেখছি হুনো: 7 আমি দেখলাম, আমরা খেতর মাজে ধানর মুইট বান্দিয়ার আর আমার বান্দা মুইটখান উবাইগেল, তেউ তুমরার মুইট অকলে আমার মুইটরে চাইরোবায় বেরিয়া সইজদা করের।" 8 অউ তান ভাইয়াইন্তে কইলা, "তুই হাছাউ আমরার রাজা অইতে চাইরে নি? তুই রাজা অইয়া আমরার উপরে বেটাগিরি করতে নি?" তেউ তান খোয়াব আর তান মাতর লাগি তারা আরো বেশি ঘিন্নাইলা।

9 ইউছুফে হিরবার এক খোয়াব দেখিয়া তান ভাইয়াইন্তরে হুনাইলা। তাইন
কইলা, “হুনো, আমি হিরবার খোয়াবে দেখছি, চান-সুরুজ আর এগারটা
তেরায় আমারে সইজদা করের।” 10 তাইন ই খোয়াবর কথা তান বাফ আর
ভাইয়াইন্তর গেছে কইয়া হারলে, বাফে তানরে ধমকাইয়া কইলা, “তুইন ইতা
কুন জাতর খোয়াব দেখলে, রে পুত? তোর মা-ভাইয়াইন আর আমিও কিতা
হাছাউ তরে সইজদা করতাম নি?” 11 আর ইউছুফরে তান ভাইয়াইন্তে খুব
ইংসাইতা। অইলে বাফে ই খোয়াবর কথা মনো রাখলা।

গুলাম বানাইয়া ভাইয়াইন্তে বেচিলা

12 আর তান ভাইয়াইন্তে বাফর পশুর পাল লইয়া শিখিমো রাখাত গেলা।
13 তেউ ইছরাইলে ইউছুফরে কইলা, “তোর ভাইয়াইন্তে পশুর পাল রাখাত
শিখিমো গেছইন, তে আয়, আমি তরেও হনো পাঠাই।” তাইন কইলা,
“আচ্ছা, আমি যাইমু।” 14 ইছরাইলে তানে কইলা, “তুই গিয়া তোর ভাইয়াইন
আর পশুর পালর খবর-আন্তর হুনিয়া আইয়া আমারে কইছ।” তেউ তাইন
ইউছুফরে হেবরন থনে শিখিমো পাঠাইলা। আর ইউছুফও গিয়া শিখিমো
আজির অইলা।

15 আইয়া হারলে তানরে খেতর মাজে ঘুরা-ফিরাত দেখিয়া এক বেটায়
জিকাইলা, “তুমি কিতা তুকাইরায় বা?” 16 ইউছুফে কইলা, “আমি আমার
ভাইয়াইন্তরে তুকাইয়ার। আপনে জানইন নি, এরা পশুর পাল কুন জাগাত
রাখরা?” 17 হি বেটায় কইলা, “তারা ইন থনে গেছইনগি। আমি হুনছি তারা
মাতিরা, আও, আমরা দোথনো যাইগি।” অউ ইউছুফে তুকাই তুকাই
দোথনো গিয়া তারারে পাইলা। 18 ভাইয়াইন্তে দুরই থনে তানরে দেখল, আর
তারার গেছে পৌছার আগেউ তারা এনে খুন করার মতলব করলো। 19 তারা
একজনে আরক জনরে কইলো, “অউ দেখো, খোয়াব দেখরা ছাব আইরা।
20 আও, অখনউ আমরা এনে খতম করিয়া অউ কুফো হারাই দেই; বাদে
কইমু, কুনু জংলি জানুয়ারে খাইলাইছে, হেশে দেখমুনে, তার খোয়াবর দশা
কিতা অয়?” 21 অইলে রুবেনে ইতা হুনিয়া তারার আত থাকি এনরে
বাচাইবার লাগি কইলা, “তারে জানে মারিও না।” 22 তাইন এরারে পরামিশ
দিলা, “খুন-খারাপি করাত যাইও না, নিজর আতে না মারিয়া অগুরে
এমনেউ কুফর মাজে ফালাই দেও।” অউলা তাইন ইউছুফরে তারার আত
থনে বাচাইয়া, বাফর আতো পাঠানির চেষ্টা করলা। 23 ইউছুফ তান
ভাইয়াইন্তর গেছে আইতেউ তারা, তান গতর থনে জুব্বা খুলিলাইলা, হউ
খান্দানি জুব্বাটা টানিয়া খুলিলিলা। 24 আর তানে ধরিয়া কুফর মাজে
ফালাই দিলা। ই কুফ হুকনা আছিল, কুনু পানি আছিল না।

25 হেশে তারা খাওয়াত বইয়া চাইয়া দেখলা, গিলিয়দ থাকি ইছমাইলী এক
বেপারির দল ইবায় আর। এরা উটর পিঠত করি খুশবয় মশলা, আগর, আর
মেশকে-আম্বর লইয়া মিসর দেশো যাইতা। 26 অউ এহুদায় তার ভাইয়াইনরে
কইলো, “ধরো, ভাইরে খুন করিয়া আমরা লুকাইলিলাম, তেউ আমরার
কিতা লাভ অইবো? 27 হে তো আমরারউ ভাই, আমরার আপন লউ আর
গোস্ত। তে তার শরিলো আত না দিয়া আও, ইছমাইলী অকলর গেছে তারে
বেচিলাই।” অউ ভাইয়াইনও রাজি অইগেলা। 28 হউ মাদিয়ানী বেপারি
অকল কাছাত আইতেউ, ভাইয়াইন্তে ইউছুফরে কুফো থনে টানিয়া তুললা
আর এক কুড়ি রুপার টেকার বদলা, ইছমাইলী অকলর গেছে তানে
বেচিলাইলা। এরা ইউছুফরে লইয়া মিসরো গেলাগি।

29 বাদে রুবেনে হউ কুফর গেছে আইয়া ইউছুফরে না দেখিয়া, তান
গতরর কোর্তা ফারিল্লা। 30 ভাইয়াইন্তর গেছে গিয়া কইলা, “পুয়াগু তো ইনো
নায়। অখন আমি কিতা করতাম?” 31 অউ তারা এক বকরি মারিয়া, এর লউ
ইউছুফর হউ জুব্বাত লাগাইলা। 32 বাদে মানুষদি অউ জুব্বা তারার বাফর
গেছে পাঠাইয়া কইলা, “ইটা আমরা পথো পাইছি, তে আপনে ভালা করিয়া
দেখউক্কা, ইটা আপনার পুয়ার জুব্বা নি?” 33 ইয়াকুবে ই জুব্বা চিনিয়া
কইলা, “ইটা তো আমার পুয়ারউ। তারে কুনু জংলি জানুয়ারে খাইলিছে,
তারে নিচয় ছিড়ি-বিড়ি লইছে।” 34 তাইন ফিন্নর কাপড় ছিড়িয়া, কমরো
ছলার চট বান্দিয়া, পুয়ার লাগি বউত দিন মাত্বম করলা। 35 তান হকল পুয়া-
পুড়িয়ে তানে বুজাইতা চাইলা, অইলে কুনু বুজেউ তান বুক ঠান্ডা অইলো
না। তাইন কইলা, “আমি মাত্বম করি করি আমার পুয়ার গেছে কয়বরো
হামাইমু।” পুয়ার লাগি তাইন অউ লাখান কান্দা-কাটিত রইলা। 36 এর মাজে
মাদিয়ানী অকলে ইউছুফরে মিসরো নিয়া, ফেরাউনর কর্মচারি পোটিফর
[আজিজর] গেছে বেচিলাইলা, ই কর্মচারি আছলা তান পরধান গাড।

বিবি তামারর লগে এহুদার খবিছি কাম

38 এহুদায় তার ভাইয়াইন্তরে থইয়া অদুল্লম গাউর হীরা নামর এক
মানষর লগে রওয়াত গেল। 2 হনো রইয়া শুয়া নামর এক কেনানী
মানষর পুড়ির লগে দেখা অইলো, দেখিয়া হে অউ পুড়িরে বিয়া
করলো। 3 বিয়ার বাদে হউ বেটির ঘরো এক পুয়া অইলো, এহুদায় তার নাম
রাখলো এইর। 4 হিরবার বেটির ঘরো আরক পুয়া অইলে, মা’য় তার নাম
রাখলো ওনন। 5 হেশে অউ বেটির আরক পুয়া অইলে, তার নাম রাখলো
শেলা। ই সময় তারা কষীব গাউত রইতা। 6 আর এহুদায় তার বড় পুয়া
এইরর লগে তামার নামর এক পুড়িরে বিয়া দিলো। 7 অইলে তার ই পুয়া
মাবুদর নজরো খুব খবিছ আছিল গতিকে, মাবুদে তারে মারিলাইলা। 8 অউ
এহুদায় ওননরে কইলো, “তুমার ভাবিরে বিয়া করিলাও। তাইর দেওর
অওয়ায় তুমার যেতা করা জরুর আছে, ইতা আদায় করো আর নিজর ভাইর
ওয়ারিশ পয়দা করো।” 9 ওননে জানতো, ই ওয়ারিশ তার নিজর অইতো
নায়, আর তার ভাইর ওয়ারিশ রাখতে তার খিয়াল আছিল না গতিকে,
তাইর লগে মিলা-মিশার সময় তার বিজ বাইরে মাটিত ফালাই দিতো।
10 মাবুদে তার ই কামে নারাজ অইলা, তাইন এইররেও মারিলাইলা। 11 অউ
এহুদায় তার পুয়ার বউ তামাররে কইলো, “আমার পুয়া শেলা যতদিন বড় না
অয়, অতদিন তুমার বাফর বাড়িত গিয়া ড়াড়ি অইয়াউ রও।” এহুদায়
ডরাইলো, শেলাও তার ভাইয়াইন্তর লাখান মরিযিব। আর তামার বাফর
বাড়িত গেলগি।

12 বাক্কা কয়দিন বাদে এহুদার বউ, শুয়ার পুড়ি মরিগেলু, তেউ কান্দা-কাটি
করার বাদে এহুদায় শান্তি অইয়া অদুল্লম গাউর তার দুস্ত হীরার লগে তিমনা
গাউত, তার মেড়ার পালর রুমা কাটরা মানষর গেছে রওয়ানা দিলো।
13 আর তামাররে গিয়া কেউ খবর দিলো “তুমার হউরে তান মেড়ার রুমা
কাটার লাগি তিমনাত যাইরা।” 14 তামারে দেখল, শেলা বড় অইলেও হউরে
শেলার লগে তাইর বিয়া দিরা না, অউ তাই ড়াড়ির কাপড় বদলাইয়া হাজি-
পাড়ি মুখো ঘুমটা দিয়া, আয়নাইমর পথর মুখো গিয়া বইলো। আয়নাইম
আছিল তিমনাত যাওয়ার পথো। 15 আর তাই মুখ লুকাইয়া রাখায়, এহুদায়
মনো করলো ইগু ছিলান বেটি। 16 তেউ এহুদায় পুয়ার বউরে না চিনায়,
পথর ধারো তামারর গেছে গিয়া কইলো, “আও, তুমার লগে মিলা-মিশা
করি।” তামারে কইলো, “তে আমারে কিতা দিবায়?” 17 হে কইলো, “আমার
পাল থনে ছাগলর বাইচ্চা এগু পাঠাই দিমু।” তামারে কইলো, “ইটা পাঠানির
আগে আমার গেছে কুন্তা জিম্মা থইয়া যাউক্কা।” 18 এহুদায় কইলো, “কিতা
থইতাম?” তাই কইলো, “আপনার অউ ফিতাআলা সীল আর আপনার
আতর লাঠি থইয়া যাউক্কা।” তেউ এহুদায় অগুইন জিম্মা থইয়া তাইর লগে
মিলা-মিশা করলো আর তামারর পেটো হুরুতা আইলো। 19 বাদে তামার
উঠিয়া গেলগি আর হি কাপড় বদলাইয়া হিরবার ড়াড়ির কাপড় ফিন্দিলো।
20 হেশে অউ বেটির গেছ থাকি জিম্মার মাল ফিরত নিবার লাগি, তার
অদুল্লমর দুস্তরে দিয়া ছাগলর বাইচ্চা এগু পাঠাইলো। হে আইয়া তাইরে
তুকাইয়া পাইলো না। 21 অউ হে হনর মানষরে জিকাইলো, “আয়নাইমর
পথর ধারো এক সেবক বেটি আছিল, অগু কই?” তারা কইলা, “ইনো তো
ইলা কুনু বেটি নায়।” 22 তেউ হে এহুদার গেছে গিয়া কইলো, “আমি গিয়া
তাইরে তুকাইয়া পাইলাম না। হনর মানষেও কইলা, ইনো তো ইলা কুনু বেটি
আইছে না।” 23 এহুদায় কইলো, “তে ইতা আর তাইর গেছেউ থাকউক।
নাইলে আমরা শরমিন্দা অইমু। ছাগলর বাইচ্চা তো পাঠাইলাম, তা-ও তুমি
এরে তুকাইয়া পাইলায় না।”

24 অনুমান তিন মাস বাদে এহুদায় হুনলো, তার পুয়ার বউ তামারে জিনা
করছে, এরলাগি তাইর হুরুতা অইতা। অউ এহুদায় কইলো, “অগুরে বারে
নিয়া আগুইনদি জালাইলাও।” 25 তামাররে যেবলা বারে নিরা, অউ সময়
তাইর হউররে খবর দিল যেন, “যার হুরুতা আমার পেটো আছে, অউ মাল-
ছামানা অকল তার। তে দেখউক্কা, অউ ফিতাআলা সীল আর লাঠিগু কার
চিনইন নি?” 26 এহুদায় ইতা দেখিয়া কইলো, “তাই তো আমা থাকি বউত
বড় পরেজগার। আমার পুয়া শেলার লগে তাইরে বিয়া করাইছি না।”
এরবাদে এহুদায় আর কুনু দিনও তামারর গেছে হুতিছে না।

27 হুরুতা অইবার বালা দেখইন, তামারর পেটো জুড়র হুরুতা। 28 পয়লা
এগুয়ে তার আত বার করলো আর দাই বেটিয়ে লাল সুতা একছা তার
আতো বান্দিয়া কইলো, “ইগু পয়লা পয়দা অইলো।” 29 অইলে হে আত টান
দিয়া ভিতরে নিলগি, তেউ তার ভাই পয়লা বার অইলো আর দাই বেটিয়ে
কইলো, “তুমি কিলা ফাক করিয়া বার অইলায়?” এরলাগি এর নাম অইলো
ফিরোজ [মানি, ফাক করা]। 30 বাদে তার ভাই লাল সুতা আতো বান্দা লইয়া
বার অইলো, তার নাম রাখলা জারাহ।

হজরত ইউছুফ (আঃ) আর আজিজর বউ

39 ইউছুফরে মিসর দেশো লইয়া যাওয়ার বাদে, ইছমাইলী অকলর
গেছ থনে, আজিজ নামর ফেরাউনর একজন মিসরী কর্মচারিয়ে,
ইউছুফরে খরিদ করলা। আজিজ অইলা ফেরাউনর পরধান গাড।
2 মাবুদে ইউছুফর লগি অইলা, এরলাগি ইউছুফ হকল কামো কামিয়াব
অইলা। তাইন হউ মিসরী মুনিবর বাড়িত কাম করতা। 3 মাবুদ তান লগে
লগে আছইন আর হকল কামো তানে কামিয়াব কররা, তান মুনিবেও ইতা
বুজিলাইলা। 4 তেউ মুনিবে ইউছুফরে মায়া করতা লাগলা, তানে মুনিবর
খাছ খেজমতগার বানাইলা আর তান বাড়ির হকলতা দেখা-হুনার ভারও
ইউছুফর গেছে সমজাই দিলা। 5 ইউছুফরে তান বাড়ির আর হকলতার ভার
সপি দেওয়ার বাদে থনে, মাবুদে ইউছুফর লাগিউ, তান মুনিবর হকলতার
মাজে বরকত নাজিল করলা। আজিজর বাড়িত আর খেত-খামার, হকল
জাগাত মাবুদে বরকত নাজিল করলা। 6 ইতা দেখিয়া আজিজে তান
হকলতার ভার ইউছুফর উপরে সপি দিলা, তান নিজর খানা-দানা ছাড়া আর
কুন্তারউ খবর লইতা না।

ইউছুফর শরিলর গঠন আর চেহারাও সুন্দর আছিল। 7 ইতা দেখিয়া তান
মুনিবর বউয়ে তান বায় লালছ করলো। তাই ইউছুফরে কইলো, “আমার
বিছনাত আও।” 8 অইলে ইউছুফ রাজি না অইয়া মুনিবর বউরে কইলা,
“দেখউক্কা, ই বাড়িত কিতা কিতা আছে, আমার মুনিবে কুন্তাউ খবর লইন
না, হকলতার ভার আমার উপরে সমজাই দিছইন। 9 ই বাড়িত আমা থনে
বড় আর কেউ নায়। আপনে তো তান বিবি, এরলাগি আপনারে ছাড়া আর
হকলরে তাইন আমার জিম্মায় রাখছইন, তে আমি কিলা অতো বড় এক
জঘইন্য কাম করিয়া আল্লার বিরুদ্ধে গুনা করতাম?” 10 তাই হামেশা
ইউছুফরে অউলা মিনত করলেও ইউছুফে তাইর গেছে হুততে বা কাছাত
রইতেও রাজি অইলা না। 11 হেশে একদিন কুনু এক কামর লাগি ইউছুফ ঘরর
ভিতরে হামাইলা, অউ সময় আর কেউ হিনো আছিল না। 12 তেউ
আজিজর বউয়ে ইউছুফর কাপড়ো ধরি কইলো, “আমার বিছনাত আয়।”
অইলে ইউছুফে তান কাপড় ফালাইয়া দৌড়িয়া গেলাগি। 13 ইউছুফে তাইর
আতো কাপড় থইয়া দৌড়াইয়া গেলাগি করি, 14 আজিজর বউয়ে ঘরর
মানষরে ডাকিয়া কইলো, “হুনো, তাইন আমরার লগে তামশা করার লাগি ই
ইবরানি বেটারে আনছইন। হে আমারে বেইজ্জতি করার মতলবে ঘরো
হামাইছিল, অউ আমি চিল্লাইয়া উঠছি। 15 আমার চিল্লানি হুনিয়া হে তার

ফিন্নর কাপড় আমার গেছে থইয়া বাগিছে।” 16 ইউছুফর মুনিব বাড়িত না
আওয়া পর্যন্ত, ই কাপড় তাই নিজর গেছে রাখল। 17 তাইন আইয়া হারলে
তাই নালিশ দিলো, “তুমি যে ইবরানি গুলামরে আমরার গেছে আনছো, হে
আমারে বেইজ্জতি করার মতলবে আমার ঘরো হামাইছিল। 18 অইলে আমার
হাউকা-হাউকি আর চিল্লানিয়ে হে আমার গেছে তার কাপড় ফালাই থইয়া
বাগিছে।”
19 বউর মাত হুনিয়া ইউছুফর মুনিবে গুছায় আগুইন অইগেলা। তান
বউয়ে কইলো, “তুমার গুলামে আমার লগে অউ লাখান কাম করছে।”
20 তেউ আজিজে ইউছুফরে নিয়া জেল খানাত হারাইলা।

জেল খানাত হজরত ইউছুফ (আঃ)

মিসরর বাদশার বন্দি অকলরে যেনো রাখইন, তানেও হউ জেল খানাত
থইলা। 21 অইলে ইউছুফর উপরে মাবুদর ছায়া আছিল, তাইন ইউছুফরে বড়
জেলার ছাবর গেছে মায়ার মানুষ বানাইলা। 22 বড় জেলার ছাবে জেল
খানার হকল বন্দি অকলর সর্দারি ইউছুফর উপরে ছাড়ি দিলা, তেউ হনর
হকল কাম-কাজ ইউছুফর হুকুমে চলত। 23 আর বড় জেলার ছাবে কুন্তাউ
দেখা-হুনা করা লাগত না, কারন মাবুদ ইউছুফর লগে আছলা, এরলাগি
ইউছুফে যেতাত আত দিতা, মাবুদে ইতা কামিয়াব করতা।

জেল খানাত দুই কয়দির খোয়াব

40 ইতার বাদে মিসরর বাদশার দরবারর শরাব বিলাই দেওরা আর রুটি
বানাওরা ই দুইওজনে বাদশার গেছে কছুর করলা। 2 তেউ ফেরাউন
তারা দুইওজনর উপরে গুছা অইলা, 3 তাইন এরারে বন্দি করিয়া
তান বড় জল্লাদর বাড়ির জেলো হারাইলা। অউ জেলো ইউছুফও আছলা।
4 বড় জল্লাদে ই দুইও কয়দির ভারও ইউছুফর আতো দিলা, আর ইউছুফে
তারার খেজমত করতা লাগলা। অউলা এরা কিছুদিন জেলো রইলা। 5 বাদে
মিসরর বাদশার হউ রুটি বানাওরা আর শরাব বিলাওরা দুইওজনে এক
রাইতে দুখান খোয়াব দেখলা, তারার খোয়াবর মানিও আছিল দুই লাখান।
6 বিয়ানে ইউছুফে তারার গেছে গিয়া দেখলা, তারা খুব মন-মরা অইরইছইন।
7 ইউছুফে তারারে জিকাইলা, “কিতা অইছে, আইজ অতো বেজার কেনে?”
8 তারা জুয়াপ দিলা, “আমরা তো খোয়াব দেখছি, অইলে এর তাবির বুজাই
দেওরা কেউ নায়।” ইউছুফে তারারে কইলা, “মানি বুজানির খেমতা কিতা
আল্লায় দেইন না নি? দেখিছাইন, আমারে হুনাউক্কা।”
9 অউ হি শরাব বিলাওরায়, তান স্বপন ইউছুফরে হুনাইলা। হে কইলো,
“আমি দেখলাম, আমার ছামনে এক আংগুরর গাছ। 10 গাছর তিনগু ডাল
আছে; হউ ডালো কুড়ি বারনির লগে লগে ফুল ধরলো, আর ছড়া ছড়া
আংগুর ধরি পাকি গেল। 11 অউ সময় ফেরাউনর শরবতর পিয়ালা আমার
আতো আছিল। আমি হউ আংগুর অকল চিপিয়া রস বার করি ফেরাউনর
আতো দিলাম।” 12 ইউছুফে তারে কইলা, “আপনার স্বপনর মানি অইলো,
তিন ডাল মানি তিন দিন। 13 অউ তিন দিনর মাজে ফেরাউনে আপনারে
বার করিয়া হিরবার আগর কামো লাগাইবা। আপনে হিরবার আগর লাখান
ফেরাউনর আতো পিয়ালা তুলি দিবা। 14 অইলে আপনারে মিনতি করি
কইয়ার, আপনার ভালাই অওয়ার বাদে আমারে মনো করবা আর দয়া করি
ফেরাউনর গেছে আমার কথা কইয়া, ই জেলখানা থনে আমারে খালাছ
করাইবা। 15 ইবরানি অকলর দেশ থনে আমারে জুর করি ধরিয়া আনা
অইছে। আর অনো আইয়াও আমি জেল খাটার মতো এমন কুন্তা করছি
না।”
16 বাদে হি রুটি বানাওরায় যেবলা দেখলো যেন, শরাব বিলাওরার
খোয়াবর মানি ভালা আছে, তেউ হে ইউছুফরে কইলো, “আমিও খোয়াবে
দেখছি, দেখলাম যেন আমার মাথাত তিন টুকরি ময়দার রুটি লইছি। 17 আর
উপরর টুকরিত আছিল, ফেরাউনর লাগি বউত জাতর পিঠা; তেউ পাখি
অকলে আইয়া, আমার মাথার উপরর টুকরি থাকি ইতা খাইলিরা।”
18 ইউছুফে জুয়াপ দিলা, “ই স্বপনর তাবির অইলো, তিন টুকরি মানি তিন
দিন। 19 অউ তিন দিনর মাজে, ফেরাউনে আপনার ধড় থনে কল্লা
আলগাইয়া, গাছর মাজে লটকাইবা, হেশে পাখিন্তে আইয়া আপনার ধড়র
গোস্ত খাইবা।”
20 এর তিন দিনর দিন ফেরাউনর জনম দিন আছিল। ফেরাউনে তান
দরবারর হকল মানষর লাগি, খানি তিয়ার করাইলা। আর হউ রুটি বানাওরা
আর শরাব বিলাওরা দুইওজনরে আনাইয়া তান দরবারর ছামনে আজির
করলা। 21 তাইন শরাব বিলাওরারে হিরবার তান কামো লাগাইলা, হে
ফেরাউনর আতো হিরবার পিয়ালা তুলিয়া দিলো। 22 অইলে রুটি
বানাওরারে গাছো লটকাইলা। ইউছুফে যেলা কইছলা, এক্কেরে অউলা
অইলো। 23 তা-ও ইউছুফর কথা হি শরাব বিলাওরার হয়াদ রইলো না, হে
ফাউরিলিলো।

বাদশা ফেরাউনর দুই খোয়াব

41 এর পুরা দুই বরছ বাদে ফেরাউনে খোয়াবে দেখলা। তাইন দেখলা,
নীল নদর গেছে তাইন উবাই রইছইন, 2 আর নীল নদ থনে সাতগু
সুন্দর তরতাজা গরু উঠিয়া আইয়া নল বনর মাজে আটিয়া খাইরা।
3 এরবাদে দেখইন, আরো সাতগু হালাক আর খবিছর লাখান গরু উঠিয়া
আইয়া, নীল নদর পারর হউ গরুইন্তর কাছাত উবাইলো। 4 হেশে অউ
হালাক আর খবিছর লাখান গরুইন্তে হউ সুন্দর আর তরতাজা সাতো গরুরে
খাইলিলো, তেউ ফেরাউনর ঘুম ভাংগি গেল। 5 বাদে তাইন হিরবার ঘুমাইলা
আর দুয়ারা খোয়াবে দেখলা, এক গমর ডেটাত সাতগু পুষ্ট আর তাজা ছড়া
বার অইছে। 6 হেশে বার অইলো, পুবালি বাতাসর গরমে হুকনা সাতগু কম
পুষ্ট ছুছাআলা ছড়া, 7 আর অউ কম পুষ্ট ছড়ায় হউ সাতো পুষ্ট-তাজা ছড়ারে
গিলিলাইলো। বাদে ফেরাউনর ঘুম ভাংগি গেল, তাইন বুজলা যেন ইতা তো
খোয়াব। 8 বিয়ানে তান মন অস্থির অইগেল, তেউ মিসর দেশর হকল
যাদুগির আর পন্ডিতরে খবরিয়াদি আনাইয়া, তান খোয়াব তারারে হুনাইলা,
অইলে এরার কেউ এর তাবির কইতো পারলো না।
9 হেশে ফেরাউনর হউ শরাব বিলাওরায় কইলো, “হুজুর, আইজ আমার
এক দুষ মনো অইছে। 10 বউত দিন আগে হুজুরে নিজর দুই গুলামর উপরে
গুছা করছলা, তাইন আমারে আর রুটি বানাওরারে বড় জেলার ছাবর
বাড়ির জেলো থইছলা। 11 আর এক রাইতে আমরা দুইওজনে আলগ
আলগ খোয়াব দেখলাম, দুইও খোয়াবর দুই লাখান তাবির আছিল। 12 ই
সময় জেলার ছাবর, এক ইবরানি জুয়ান গুলামও অনো আছিল। তারে
আমরার খোয়াবর কথা হুনাইলাম, আর হে আমরার খোয়াবর তাবির কইয়া
দিলো। 13 হে আমরার খোয়াবর তাবির যেলা কইছিল, এক্কেরে অউ
লাখানউ ফলিলো। হুজুরে আমারে হিরবার তান কামো লাগাইলা, অইলে
রুটি বানাওরারে গাছো লটকাইলা।”
14 অউ ফেরাউনে ইউছুফরে আনার লাগি মানুষ পাঠাইলা, তারা গিয়া
জলদি করি জেলখানা থনে তানরে বার করি আনিলা। ইউছুফে দাড়ি-মুছ
কামাইয়া, কাপড় বদলাইয়া ফেরাউনর দরবারো আজির অইলা।
15 ফেরাউনে তানরে কইলা, “আমি একখান খোয়াব দেখছি, অইলে এর
তাবির কেউ কইতো পারের না। তে আমি হুনলাম যেন তুমার গেছে খোয়াব
হুনাইলে, তুমি এর তাবির কইতায় পারো।” 16 ইউছুফে জুয়াপ দিলা, “হি
খেমতা তো আমার নায়, আল্লা পাকে মহারাজর দিলর শান্তির জুয়াপ
বাতাইয়া দিবা নে।” 17 ফেরাউনে ইউছুফরে কইলা, “খোয়াবে দেখলাম,
আমি নীল নদর পারো উবাই রইছি। 18 আর দেখি, গাংগো থনে সাতগু
সুন্দর, তরতাজা গরু উঠিয়া আইয়া নল বনর মাজে আটিয়া খাইরা।
19 এরবাদে আরো সাতগু গরু উঠিয়া আইলো। ইতা হালাক আর খবিছর
লাখান, মিসর দেশর কুনু খানো ইলাখান বে-ছুরত গরু কুনু দিনও দেখছি না।
20 বাদে অউ হালাক আরি বে-ছুরত গরুইন্তে, আগর হি সাতো তরতাজা
গরুরে খাইলিলো। 21 অইলে তারা ইতারে গিলার বাদে, খাইছে করি বুজাও
গেলো না, কারন তারা আগর লাখানউ হালাক আর বে-ছুরত রইল। হেশে
আমার ঘুম ভাংগি গেল। 22 বাদে আমি হিরবার দেখলাম, গমর এক ডেটার
মাজে সাতগু বড় আর পুষ্ট ছড়া বার অইলো। 23 পুবালি হাওয়ার গরমে
হুকনা সাতগু কম পুষ্ট ছুছাআলা ছড়াও বার অইলো। 24 আর অউ সাতো
ছড়ায়, হউ তাজা সাতো ছড়ারে গিলিলিলো। ই খোয়াব আমি যাদুগির
অকলরে হুনাইছলাম, অইলে কেউ এর মানি কইতো পারছে না।”
25 ইউছুফে ফেরাউনরে কইলা, “হুজুর, ই দুইও খোয়াবউ আদতে এক।
আল্লায় যেতা করতা চাইরা, ইতা আপনারে দেখাইছইন। 26 অউ তরতাজা
সাতো গরুর মানি সাত বরছ, আর পুষ্ট সাতো গমর ছড়ার মানিও সাত বরছ।
দুইও খোয়াবউ এক। 27 আর হেশে উঠিয়া আওয়া সাতো হালাক আর বে-
ছুরত গরু, আর পুবালি হাওয়ার গরমে হুকনা সাতো গমর ছড়া, এরার মানি
অইলো, আকালর সাত বরছ। 28 তে আল্লায় যেতা করতা চাইরা, ইতা
মহারাজরে দেখাইছইন। অউ কথাউ আমি আপনারে আগে কইছি।
29 হুনউক্কা, হারা মিসর দেশো সাত বরছ খুব বেশি ফসল ফলিব।
30 এরবাদেউ আইবো আকালর সাত বরছ। তেউ আগর হি বেশি ফসলর
কথা মানষে ফাউরিলিবা, আর আকালে দেশরে শেষ করি দিবো। 31 অউ
আকালর দরুন, আগর হি ফসলর কথা মানষর মনো রইত নায়। ই আকাল
অইবো খুব বেজাইতা মছিবতর। 32 ই খোয়াব আপনারে দুইবার দেখানির
মানি অইলো, আল্লায় ই দশা ঘটাইবা, এক্কেরে ঠিক করি লাইছইন, ইতা খুব
জলদি করিউ ঘটিবো। 33 অখন হুজুরে একজন চতুর-বুজদার পন্ডিত
মানষরে তুকাইয়া, এন গেছে মিসররে সপি দেউক্কা। 34 আর আপনে অউলা
করউক্কা, দেশো আপনার কর্মচারি লাগাইন, অউ সাত বছরে যেবলা খুব
বেশি ফসল ফলবো, ই সময় তারা এর পাচ বাটর একবাট দলা করবা।
35 তারা অউ সুদিনর বছরর ধান দলা করিয়া হুজুরর দখলে, বাজারে
বাজারে গুদামো ভরিয়া থউক আর হেফাজত করউক। 36 সাত বরছ ধরি
মিসরো যে আকাল অইবো, হউ আকালর লাগি ধান জমাইয়া রাখবা, তেউ
আকালে দেশর মানুষ মরতা নায়।”

ফেরাউনে ইউছুফ (আঃ) রে মন্ত্রী বানাইলা

37 ইউছুফর ই মাত, ফেরাউন আর তান দরবারর হকলর গেছে খুব ভালা
মনো অইলো। 38 ফেরাউনে তান উজির-নাজির অকলরে কইলা, “ই
বেচাড়ার লাখান আল্লার রুহআলা মানুষ আমি কুয়াই তুকাইয়া পাইমু?”
39 অউ ফেরাউনে ইউছুফরে কইলা, “আল্লায় যেবলা তুমার গেছে ইতা
হক্কলতা জাইর করছইন, তে তুমার লাখান বুজদার আরি বিবেকমান তো
আর কেউ নায়। 40 অখন রাজবাড়ির হক্কলতা তুমিউ চালাইবায়। আমার
হকল প্রজা তুমার হুকমে চলবা। খালি বাদশার তখতো, আমি তুমার উপরে
থাকমু।” 41 তাইন ইউছুফরে কইলা, “হুনো, আমি আস্তা মিসর দেশ তুমার
আতো সপি দিলাম।” 42 আর ফেরাউনে নিজর আংগুইল থাকি বাদশাই
সীলর আংটি খুলিয়া ইউছুফর আতো ফিন্দাইলা, তান গলাত সোনার হার
দিলা আর দামি কাপড়র সাদা লেবাছও ফিন্দাইলা। 43 বাদে তাইন ইউছুফরে
তান রাইজ্যর দুই নম্বর রথর মাজে তুললা আর ইউছুফর আগে আগে এলান
করা অইলো, “পরনাম করো! পরনাম করো!” অউ লাখান তাইন ইউছুফর
উপরে আস্তা মিসর দেশর ভার সমজাই দিলা। 44 ফেরাউনে ইউছুফরে
কইলা, “আমিউ ফেরাউন, মিসরর বাদশা! অইলে তুমার হুকুম ছাড়া, আস্তা
মিসর দেশো কেউ রুম লাড়াইতো পারতো নায়।” 45 ফেরাউনে ইউছুফর নয়া
নাম রাখলা, সাফন্থ-পানেহ। তাইন ওন মন্দিরর বাবন-ঠাকুর পোটিফেরার
পুড়ি আসনতরে ইউছুফর লগে বিয়া দিলা আর ইউছুফে আস্তা মিসর দেশো
ঘুরা-ঘুরি করাত লাগলা।

46 ইউছুফে তিশ বরছ বয়সো, মিসরর বাদশা ফেরাউনর কামো লাগলা,
তাইন ফেরাউনর দরবার থনে বার অইয়া দেশর হকল জাগা ছফর করলা।
47 আর বেশি ফসলর অউ সাত বছরে দেশো বউত ফসল ফলিলো। 48 তেউ
ইউছুফে ই সুদিনর সাত বছরে মিসরর হকল ধান, বাজাররর গুদাম ঘরাইন্তো
জমা করাইয়া থইলা। তাইন হক্কল বাজাররর চাইরো গালার ধান অকল, হউ
বাজাররর গুদামো জমাইলা। 49 তাইন দরিয়ার বালুর লাখান অউলা বেহিসাব
ধান দলা করলা যেন, ইতা আর মাপিয়া ফুড়াইতা পারলা না, তেউ মাপা-
মাপি করা বাদ দিলাইলা।
50 আর আকালর আগে ওন মন্দিরর বাবন-ঠাকুর, পোটিফেরার পুড়ি
আসনতর পেটো ইউছুফর দুই পুয়া অইলা। 51 ইউছুফে তান বড় পুয়ার নাম
রাখলা মানশা [মানি, ফাউরি লাওয়া]। তাইন কইলা, "আল্লায় আমার হকল
তকলিফ আর বাফর বাড়ির হক্কলতা, আমার দিল থনে ফাউরাইলা।"
52 বাদে তান দুছরা পুয়ার নাম রাখলা আফরাইম [মানি, ফলদার]। তাইন
কইলা, "আমি যে দেশো তকলিফ পাইছি, হউ দেশোউ আল্লায় আমারে
ফলদার বানাইলা।"
53 আর মিসর দেশর খুব বেশি ফসলর হি সাত বরছ পুরিগেল। 54 তেউ
ইউছুফে যেলা কইছলা, অউলা আকালর হউ সাত বরছ আইয়া আজিলো।
এর লগে কান্দা-কাছার হকল দেশোও নিদান দেখা দিলো অইলে মিসরর কুনু
জাগাত খানি-খুরাকির অভাব অইলো না। 55 হেশে আস্তা মিসর দেশো
আকাল দেখা দিলে, প্রজা অকলে আইয়া ফেরাউনর গেছে খানি মাগিলা,
তেউ ফেরাউনে কইলা, "তুমরা ইউছুফর গেছে যাও। এইন যেলা কইন,
ঠিকউ অউলা করো।" 56 ই আকাল আস্তা দেশ জুড়ি দেখা দিলো। বাদে
আরো বেজুইতা অওয়ায় ইউছুফে হকল জাগার গুদাম ঘরাইন খুলিয়া,
মিসরী অকলর গেছে ধান বেচতে লাগলা। 57 আস্তা দুনিয়াইত নিদান দেখা
দিল আর হকল দেশর মানষে ধান খরিদ করার লাগি মিসর দেশো ইউছুফর
গেছে আইলা।

হজরত ইউছুফ (আঃ) অর দশ ভাই মিসরো গেলা

42 ইয়াকুবেও হুনলা মিসর দেশো ধান আছে, অউ তান পুয়াইন্তরে
কইলা, "তুমরা এগুয়ে আরগুর মুখর বায় চাই রইছো কেনে?
2 হুনো, আমি হুনছি, মিসর দেশো ধান আছে, তুমরা হুনো গিয়া
আমরার লাগি কিছু ধান লইয়া আনো, তেউ আমরা ই মরন থাকিয়া জানে
বাচমু।" 3 অউ ইউছুফর দশো ভাইয়ে ধান লইয়া আনার লাগি মিসরো গেলা।
4 অইলে ইয়াকুবে ইউছুফর আপন মা'র পেটর ভাই বিন-ইয়ামিনরে তারার
লগে যাইতে দিলা না, তাইন কইলা, এর কুনু বিপদ অইযিতো পারে। 5 ধান
খরিদর লাগি কেনান দেশ থাকি যেরা মিসরো গেল, ইছরাইলর পুয়াইনও
তারার দলর লগো অইয়া গেলা, কারন কেনান দেশোও আকাল আছিল।
6 ই সময় ইউছুফউ আছলা মিসর দেশর হক্কলতার মালিক। দেশর হকল
মানষর গেছে তাইনউ ধান বেচতা। তেউ ইউছুফর ভাইয়াইনও তান গেছে
গিয়া, তারা মাথারে মাটিত লাগাইয়া তানরে ইজ্জত করলা। 7 ইউছুফে তান
ভাইয়াইন্তরে দেখিয়াউ চিনিলিলা, অইলে না চিনার ভান করিয়া, তাইন খুব
কড়া গলায় তারারে জিকাইলা, "তুমরা কুয়াই থাকি আইছো?" তারা কইলা,
"আমরা কেনান দেশ থনে আইছি, ধান নিবার লাগি।" 8 ইউছুফে তান
ভাইয়াইনরে হাছাররর চিনলেও, ভাইয়াইন্তে তানরে চিনলা না। 9 তাইন
এরারে লইয়া খোয়াবে যেতা দেখছলা, হউ কথা তান মনো অইলো। অউ
তাইন এরারে কইলা, "তুমরা তো গুইয়া! আমরার দেশর ফাক-ফুকর অতা
দেখাত আইছো।" 10 তারা কইলা, "জি না হুজুর, আপনার ই গুলাম অকলে
খালি ধান লওয়াত আইছি। 11 আমরা তো হকল এক বাফর আওলাদ আর
ছাইচ্চা মানুষ; আপনার ই গুলাম অকল কুনু গুইয়া নায়।" 12 ইউছুফে
হিরবার তারারে কইলা, "না, না, তুমরা আমার দেশর ফাক-ফুকর দেখাত
আইছো।" 13 তারা কইলা, "আপনার গুলাম অকল, হকলে মিলিয়া বারো
ভাই। আমরা কেনান দেশর এক বাফর আওলাদ। আমরার হুরু ভাই অখন
বাবার গেছে রইছে, আর আরক ভাই নায়।" 14 ইউছুফে তারারে কইলা, "না,
না, আমি ঠিকউ কইছি, তুমরা গুইয়াউ! 15 তে তুমরার পরিক্ষা অলাউ
অইযাউক: আমি ফেরাউনর জানর কছম করি কইয়ার, তুমরার হুরু ভাই
অনো না আইলে, তুমরাও ইন থনে ছাড়া পাইতায় নায়। 16 তুমরার
একজনরে পাঠাইয়া, তুমরার হউ ভাইরে আনাও আর বাকি হকলে বন্দি রও।
অউ পরিক্ষায় তুমরার মাতর হাছা-মিছা বুজমু। তারে না আনলে, আমি
ফেরাউনর জানর কছম করি কইয়ার, তুমরা নিচয় গুইয়া!।" 17 আর ইউছুফে
তিন দিন তারারে আজত খানাত বন্দি করি থইলা।
18 হেশে তিন দিনর দিন, ইউছুফে তারারে কইলা, "হুনো, আমি তো
আল্লারে ডরাই, তুমরা বাচতে চাইলে, আমি যেলা কই, অউলা করো।
19 তুমরা হাছারর ছাইচ্চা মানুষ অইলে, তুমরার এক ভাই আজতো থাকউক
আর বাকি হকলে তুমরার আকালি পরিবারর লাগি ধান লইয়া যাওগি।
20 তুমরার মাত হাছা কি না ইটা বুজার লাগি, তুমরার হুরু ভাইরে আমার
গেছে লইয়া আইও। তেউ তুমরা মরতায় নায়।" অউ তারাও রাজি অইলা।
21 বাদে তারা মাতা-মাতি করলা, "হাছাউ তো, আমরার হি ভাইর লগে যেতা
করছি ইতা অইন্যায়। হে আমরার গেছে কাজ-মিনতি করলেও, আমরা তার
মাতো কান দিছি না। এরলাগি আমরার উপরে ই মছিবত আইছে।" 22 তেউ
রুবেনে তারারে কইলা, "আমি তো তুমরারে কইছলাম, তার উপরে কুনু
জুলুম করিও না, তুমরা হুনলায় না। দেখো, অখন তার লউর হিসাব-নিকাশ
দিতে অর।" 23 অইলে ইউছুফে যেন তারার মাত বুজরা, ইতা তারা জানল
না। কারন তাইন মাত বুজাওরা একজনরে মাজে রাখিয়া, তারার লগে
মাততা। 24 তেউ ইউছুফে তারার গেছ থনে হরিয়া গিয়া কান্দিতা লাগলা।
বাদে হিরবার আইয়া তারার লগে মাতিলা আর তাইন শিমিয়নরে ধরিয়া
তারার ছামনেউ বান্দাইল্লা। 25 বাদে ইউছুফে তারার বস্তার মাজে ধান
ভরাইয়া, যারযির টেকা তার বস্তাত ফিরাই দিয়া, এরার পথর লাগি মছা
দেওয়ার লাগি হুকুম দিলা। আর অউলা করা অইলো।
26 হেশে তারা যারযির গাধার পিঠত ধানর গাইট বান্দিয়া রওয়ানা অইলা।
27 পথো জিরানির জাগাত গিয়া যেবলা একজনে গাধারে খাওয়ানির লাগি
বস্তা খুলল, আর দেখল, বস্তার মুখো তার টেকার খুতি। 28 অউ হে তার
ভাইয়াইনরে কইলো, "দেখো, দেখো, আমার টেকা আমার বস্তাত ফিরত
দেওয়া অইছে।" দেখিয়াউ তারার জান উড়ি গেল আর ডরাইয়া কাপতে
কাপতে কইলো, "আল্লায় আমরারে ইতা কিতা করলা?"
29 বাদে কেনান দেশো গিয়া তারার বাফ ইয়াকুবর গেছে আজির অইয়া,
ইতা হকলতা হুনাইয়া কইলা, 30 "হি দেশর মালিকে, আমরারে খুব কড়া
গলায় কইছইন, আমরা গুইয়া অইয়া হি দেশো গেছি। 31 আমরা কইছি,
আমরা হক মানুষ, কুনু গুইয়া নায়। 32 আমরা বারোজন ভাই, এক বাফর
বারো পুয়া, অইলে আমরার একজন নায় আর হকল থনে হুরু ভাই অখন
কেনান দেশো বাবার গেছে রইছে। 33 অউ হি মানষে, যেইন হি দেশর মালিক,
তাইন আমরারে কইলা, 'আমি অউলা বুজমু যেন, তুমরা হক মানুষ। তুমরার
এক ভাইরে আমার গেছে থইয়া, তুমরার আকালি পরিবারর লাগি ধান লইয়া
যাও। 34 আর তুমরার হুরু ভাইরে আমার গেছে লইয়া আইও। তেউ আমি
বুজমু, তুমরা হক মানুষ, কুনু গুইয়া নায়। বাদে আমি তুমরার ভাইরে ফিরাই
দিমু আর তুমরা ই দেশো কায়-কারবার করতায় পারবায়।' "
35 বাদে তারা বস্তা থনে ধান ঢালতেউ দেখইন, তারার হকলর টেকার খুতি
বস্তার মাজে রইছে। ইতা দেখিয়া তারার বাফে আর তারাও ডরাইগেলা।
36 তেউ বাফে তারারে কইলা, "তুমরা আমারে আওলাদ ছাড়া বানাইছো।
ইউছুফ নায়, শিমিয়নও নায় আর অখন তুমরা হিরবার বিন-ইয়ামিনরেও
নিতায় চাইরায়। ইতা হকলতাউ আমার জুলুম।" 37 রুবেনে তান বাফরে
কইলা, "আমি বিন-ইয়ামিনরে তুমার গেছে ফিরাইয়া আনতে না পারলে,
তুমি আমার দুইও পুয়ারে খুন করিলিও। তারে তুমি আমার আতো ছাড়ি
দেও, আমি তারে তুমার গেছে ফিরাইয়া আনমু।" 38 ইয়াকুবে কইলা, "না,
আমার ই পুয়া তুমরার লগে দিতাম নায়। তার ভাই মরি গেছে, আর অখন হে
একলা জিতা আছে। তুমরার যাওয়ার পথো যদি তার কুনু বিপদ অয়, তে
অউ পাকনা চুলে বউত দুখ দিয়া তুমরা আমারে কয়বরো হারাইবায়।"

দশ ভাইয়ে বিন-ইয়ামিনরে লইয়া গেলা

43 কেনান দেশর আকালর ভাব আরো বেহাল অইলো। 2 আর মিসর
দেশ থনে যেতা ধান নিছলা, ইতা ফুড়াই গেলে ইছরাইলে কইলা,
"তুমরা হিরবার গিয়া আমরার লাগি কিছু খানি-খুরাকি লইয়া
আনোগি।" 3 তেউ এহুদায় তানরে কইলো, "হউ মানষে আমরারে দুয়ারা
করি কইয়া দিছইন, তুমরার ভাই তুমরার লগে না আইলে তুমরা আর আমার
ছামনে আইও না। 4 অখন তুমি আমরার ভাইরে আমরার লগে করি দেও,
তেউ আমরা গিয়া তুমার লাগি খানি লইয়া আইমু। 5 আর তারে লগে না
দিলে আমরাও যাইতাম নায়। হি মানষে আমরারে কইয়া দিছইন, তুমরার
ভাইরে লগে না আনলে, তুমরা আর আমার ছামনে আইও না।" 6 ইছরাইলে
কইলা, "তুমরা কেনে আমার লগে অউলা ফাতরামি করলায়? তুমরার আরক
ভাই আছে, ইতা তানরে কেনে কইলায়?" 7 তারা কইলা, "হি মানষে আমরার
আর আমরার পরিবারর আগা-গুড়ি হক্কলতা জিকাইছইন, তুমরার বাফ
কিতা অখনও জিন্দা আছইন নি? তুমরার আর কুনু ভাই আছইন নি? আমরা
খালি তান ছওয়ালর জুয়াপ দিছলাম, আমরা কুনু জানতাম নি, তাইন কইবা
তুমরার ভাইরেও লইয়া আইও?" 8 এহুদায় তান বাফরে কইলা, "তারে
আমার লগে করি দিলাও, আমরা জলদি জলদি রওয়ানা অইযাই, তেউ
তুমি, আমরা আর আমরার হুরুতাইন হক্কলউ জানে বাচমু, কেউ মরতাম
নায়। 9 আমি নিজেউ তার লাগি জামিন রইলাম, তারে আমার গেছ থনে
সমজিয়া নিও। আমি তারে তুমার গেছে ফিরাইয়া না আনলে, তুমার গেছে
আজির না করলে, হারা জিন্দেগি ভরা আমি তুমার গেছে দায়ী রইমু। 10 আর
অতো দেরি না করলে, আমরা অতদিনে দুইবার ঘুরিয়া আইতাম পারলাম
অনে।"
11 অউ তারার বাফ ইছরাইলে কইলা, "অউলা অইলে এক কাম করো,
তুমরা যারযির বেগর মাজে অনর ভালা ভালা মাল, আগর, মউ, খুশবয়
মশলা, মেশকে-আম্বর, পেস্তা আর বাদাম ভরিয়া হউ মানষর লাগি ছালামি
লইয়া যাও। 12 আর তুমরার লগে করি আগর ডাবুল টেকা নেও, বস্তার মুখো
যে টেকা ফিরত আইছে, তা-ও হিরবার লইয়া যাও, কিজানি কুনু ভুল
অইগেছিল। 13 তুমরার ভাইরে লগে লইয়া, জলদি করি হউ মানষর গেছে
যাও। 14 সর্ব-শক্তিমান আল্লায় তুমরার বায়, হউ মানষর মেহেরবানি পয়দা
করউক্কা, যাতে তাইন তুমরার হউ ভাই আর বিন-ইয়ামিনরে তুমরার আতো
ফিরত দেইন। আর আমার পুয়া খুয়ানি গেলে, না অয় গেলোউ।" 15 তেউ
তারা হউ ছালামি, ডাবুল টেকা আর বিন-ইয়ামিনরে লইয়া রওয়ানা অইয়া,
মিসর দেশো পৌছিয়া ইউছুফর ছামনে আজির অইলা।
16 তারার লগে বিন-ইয়ামিনরে দেখিয়া ইউছুফে তান বাড়ির খাদিমরে
কইলা, "অউ মানুষ অকলরে বাড়ির ভিতরে নেও আর খসি জবো করিয়া
গোস্ত রান্দো। তারা মাধানে আমার লগে খাইবা।" 17 ইউছুফে যেলা কইলা,
খাদিমেও ঠিক অউলা করলো, হে এরারে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেল।
18 আর হে এরারে ইউছুফর বাড়ির ভিতরে নেওয়ায়, তারা ডরাইয়া মাতা-
মাতি করলা, "আগর ফিরা যে টেকা আমরার বস্তাত করি ফিরত গেছিল,
অতার লাগিউ আমরারে অনো নিরা, অখন আমরার দুষ দেখাইয়া মাইর-
ধইর করিয়া আমরারে গুলাম বানাইবা, আর গাধা অকলও কাড়িয়া নিবা।"
19 তেউ ইউছুফর বাড়ির দরজার ছামনে আইয়া তারা বাড়ির খাদিমরে
কইলা, 20 "হুজুর, আমরা এর আগেও ধান লওয়াত আইছলাম, 21 হেশে
ফিরত যাওয়ার বালা, দম লইবার জাগাত পৌছিয়া, বস্তা খুলতেউ দেখি,
আমরার পুরা টেকা-পয়সা যারযির বস্তার মুখো রইছে, অখন অউ টেকা

ফিরত আনছি। 22 আর ধান নেওয়ার লাগি আরো টেকা আনছি, অইলে হি টেকা আমরার বস্তার ভিতরে কে থইছিল জানি না।” 23 অউ খাদিমে কইলো, “তুমরার ভালাই অউক, ডরাইও না। তুমরার আর তুমরার বাফর আল্লায়, ই গাইবি ধন তুমরার বস্তার মাজে দিছইন। তুমরার টেকা আমি পাইছি।” বাদে হে শিমিয়নরে বার করিয়া তারার গেছে লইয়া আইলো। 24 হে হকলরে ইউছুফর বাড়ির ভিতরে নিয়া পানি দিলো তারা পাও ধুইলা আর হে তারার গাধা অকলরেও খানি দিলো। 25 ইউছুফ মাধানে আইবা গতিকে, এরা তারার ছালামি অকল জুইত করলা। তারা হুনছলা যেন, তান লগেউ তারার খানা-দানা অইবো।

26 বাদে ইউছুফ বাড়িত আইলে, তারার হউ ছালামি অকল ঘরর ভিতরে নিয়া তানরে দিলা, দিয়া হারলে তানরে সইজদা করলা। 27 তারার ভালা-বুরা খবর হুনিয়া তাইন জিকাইলা, “তুমরার যে মুরব্বি বাফর কথা কইছলায়, তাইন ভালা আছইন নি? তাইন জিন্দা আছইন নি?” 28 তারা জুয়াপ দিলা, “জিঅয়, আপনার গুলাম আমরার বাবা অখনও জিন্দা আছইন আর ভালা আছইন।” হেশে তারা মাথা নোয়াইয়া তানরে ইজ্জত করলা। 29 ইউছুফে চউখ তুলিয়া তান নিজর ভাই বিন-ইয়ামিনরে দেখিয়া কইলা, “অউনি তুমরার হউ হুরু ভাই, যার কথা আগে কইছলায়?” তাইন বিন্-ইয়ামিনরে কইলা, “আল্লায় তুমারে রহম করউক্কা।” 30 ভাইরে দেখিয়া ইউছুফর দিল কান্দিতো লাগল। তাইন জলদি করি বার অইয়া, নিজর কুঠাত গিয়া কান্দিলা। 31 বাদে চউখ-মুখ ধইয়া বার অইয়া আইলা আরি নিজরে সামলাইয়া খানি বিলাইবারি হুকুম দিলা। 32 অউ ইউছুফরে, তান ভাইয়াইনরে আর তান লগে খানেআলা মিসরী অকলরে আলগ আলগ জাগাত খানি দিলা। কারন মিসরীন্তে ইবরানি অকলর লগে বইয়া খানা-দানা করতো না, ইতা তারা ঘিন করইন। 33 তারা ইউছুফর ছামনে তান ভাইয়াইনরে বড়রে বড়র জাগাত, হুরুরে হুরুর জাগাত বওয়াইলা, তেউ তারা তাইজ্জুব অইয়া একজনে আরক জনর বায় চাই রইলা। 34 আর ইউছুফে নিজর থলির খানি থনে তান ভাইয়াইনরে দেওয়াইলা, অইলে বিন-ইয়ামিনরে হকল থনে পাচ গুন বেশি দেওয়া অইলো। খাইয়া হারলে তারা খুশি অইয়া উঠলা।

বিন-ইয়ামিনরে বন্দি করলা

44 বাদে ইউছুফে তান বাড়ির খাদিমরে অউ লাখান হুকুম দিলা, “ই মানুষ অকলর বস্তাত যতো ধান জাগা অয়, ভরিয়া দিলাও আর যারযির টেকা তার বস্তার মুখো থইও। 2 অইলে অউ হুরু জনর বস্তার মুখো তার টেকার লগে আমার রুপার বাটিও থইও।” ইউছুফে তারে যেলা কইলা, হে অউলা করলো। 3 বাদর দিন বিয়ানেউ তারা গাধা লইয়া বিদায় অইলা। 4 তারা টাউন থাকি বার অইয়া থুড়া দুরই যাইতেউ ইউছুফে তান বাড়ির খাদিমরে কইলা, “জলদি করি এরার খরে দৌড়াইয়া গিয়া, এরার লাগাল পাইয়া হারলে কইবায়, তুমরা উপকারর বদলা কেনে খেতি করলায়? 5 অউ বাটিত করিয়া তো আমার মুনিবে পানিয় খাইন আর তদবিরর কামও করইন। তুমরা ই কামখান খুব অইন্যায় করছো।”

6 হি খাদিমে তারার খরেদি গিয়া লাগাল পাইয়া অউ লাখান কইলো। 7 অইলে তারা কইলা, “হুজুর ইলা মাত কেনে মাতিরা? আপনার গুলাম অকলে কুনু লাখানউ ইতা কাম করতো নায়। 8 দেখউক্কা, আগরবার আমরার বস্তার মুখো যে টেকা পাইছলাম, ইতা আমরা কেনান দেশ থনে হিরবার আপনারি গেছে ফিরত আনছি, তে আমরা কুনু আপনার মুনিবর বাড়ি থনে সোনা-রুপা চুরি করমু নি? 9 আপনার ই গুলাম অকলর মাজে যার গেছে অউ বাটি পাইবা, তারে মারিলাইবা আর আমরাও হুজুরর গুলাম অইযিমু।” 10 তেউ খাদিমে কইলো, “ভালা কথা, তে তুমরা যেলা কইলায়, অউলাউ অউক। যার গেছে অউ বাটি মিলব, খালি তারে আমার গুলাম বানাইমু আর বাকি হকল খালাছ পাইবায়।” 11 অউ তারা জলদি করি হকলর বস্তা মাটিত লামাইয়া খুলল। 12 আর খাদিমে বড় ভাই থনে হুরু ভাই তরি হকলর বস্তা তুকাইলেও হেশে বিন-ইয়ামিনর বস্তাত হি বাটি মিলল। 13 তেউ তারা যারযির ফিন্নর কাপড় ফাড়িল্ল, বাদে হিরবার গাধার পিঠত গাইট বান্দিয়া টাউনো আইলো।

14 তেউ এহুদা আর তার ভাইয়াইন ইউছুফর বাড়িত গেলা, ই সময় তাইন হনো আছলা। তারা তান ছামনে গিয়া মাটিত পড়লা। 15 ইউছুফে তারারে কইলা, “তুমরা ইতা কিতা করলায়? আমি যেন হকলতা গনতাম পারি, ইতা তুমরা জানো না নি?” 16 এহুদায় কইলো, “হুজুরর গেছে আমরা কিতা কইমু? কিতা জুয়াপ দিমু? আর কিলা আমরারে বে-কছুর কইতাম? আল্লায়উ তান গুলাম অকলর দুষ দেখাই দিছইন, তে যার গেছে ই বাটি মিলছে, হে আর আমরা হকলেউ হুজুরর গুলাম অইলাম।” 17 অইলে ইউছুফে কইলা, “না, না, আমি ই কাম কুনু লাখানউ করতাম নায়। যার গেছে অউ বাটি মিলছে, হে-উ আমার গুলাম অইবো, বাকি সব ছহি-ছালামতে তুমরার বাফর গেছে যাওগি।”

18 তেউ এহুদায় ইউছুফর কাছাত গিয়া কইলো, “হুজুর আপনে তো ফেরাউনর হমান, তে দয়া করি আপনার গুলামরে একখান মাত মাতার সুযোগ দেউক্কা। আপনার গুলামর উপরে গুছা অইন না যেন। 19 হুজুরে আগে ই গুলাম অকলরে জিকাইছলা, তুমরার বাফ বা কুনু ভাই আছইন নি। 20 আমরা জুয়াপ দিছলাম, আমরার মুরব্বি বাবা জিন্দা আছইন, আর তান হেশকালি বয়সর এগু পুয়া আছে। তার ভাই মরি গেছে, আর হে এক মা’র এক পুত গতিকে বাবায় তারে খুব মায়া করইন। 21 বাদে আপনার ই গুলাম অকলরে কইছলা, তারে আমার গেছে লইয়া আইও, আমি তারে নিজর চউখে দেখমু। 22 হিসময় আমরা হুজুররে কইছলাম, বাবারে থইয়া হে আইতো পারতো নায় আর থইয়া আইলেও বাবা মারা যাইবা। 23 অইলে আপনে ই গুলাম অকলরে কইছলা, তুমরার হুরু ভাইরে লগে না আনলে, তুমরা আর আমার ছামনে আইও না। 24 এরলাগি আমরা ফিরিয়া গিয়া আপনার গুলাম, আমরার বাবারে হুজুরর হকল কথা হুনাইছলাম। 25 বাদে বাবায় কইলা, তুমরা হিরবার গিয়া আমরার লাগি আরো থুড়া ধান লইয়া আনোগি। 26 তেউ আমরা কইলাম, আমরার হুরু ভাইরে লগে দিলে আমরা যাইমু, আরনায় আমরা গিয়া হি মানষর ছামনে মুখ দেখাইতাম নায়। 27 অউ আপনার গুলাম, আমরার বাবায় কইলা, তুমরা তো জানো, আমার ই বিবির তরফা দুগু পুয়া আছিল। 28 এরার একজন আমার চখুর ছামন থাকি বার অইয়া গৈল, আর তো কুনুদিন তারে দেখলাম না, আমি বুজলাম যেন, নিচয় কুনু জানুয়ারে তারে ছিড়ি-বিড়ি লাইছে। 29 অখন তুমরা এরেও আমার গেছ থনে নিলেগি আর এর কুনু খেতি অইলে, তার দুখে তুমরা আমারে অউ পাকনা চুলে কয়বরো হারাইবায়। 30 এরলাগি অখন যুদি আপনার গুলাম, আমার বাবার গেছে আমি যাই আর তান ই পুয়ারে লগে না দেখইন, তে এর জানর লগে তান জান একখানো বান্দা গতিকে, 31 তারে না দেখলে, তাইন নিচয় মারা যাইবা। আপনার গুলাম, আমরার মুরব্বি বাফ বউত দুখে পাকনা চুল লইয়া কয়বরো হামাইবা। 32 আর আপনার গুলাম আমি, আমার বাবার গেছে তার লাগি জামিন অইয়া কইছি যেন, তারে ফিরাইয়া আনতে না পারলে, হারা জিন্দেগি ভরা আমি তুমার গেছে দাবিত রইমু। 33 তে হুজুর আমি মিনতি করিয়ার, তার বদলা আমি আপনার গুলামি করমু আর তারে আপনে এরার লগে যাইবার দিলাউক্কা। 34 এরে লগে না নিয়া আমি কিলা বাবার গেছে যাইমু? নাইলে বাবার জানর সর্বনাশ আমার নিজর চউখে দেখন লাগব।”

ভাইয়াইনরে পরিচয় দিলা

45 ইউছুফে তান কর্মচারি অকলর ছামনে নিজরে আর ঠিক রাখতা পারলা না, তাইন চিল্লাইয়া কইলা, “আমার গেছ থনে হুকুল হরি যাও!” তেউ ভাইয়াইন্তর গেছে নিজর পরিচয় দেওয়ার সময় তান ছামনে আর কেউ রইল না। 2 তাইন চিল্লাইয়া কান্দন শুরু করলা, তেউ মিসরী অকলে ইতা হুনলা আর ফেরাউনর বাড়ির মানষেও ই খবর পাইলা। 3 ইউছুফে তান ভাইয়াইন্তরে কইলা, “আমি ইউছুফ; আমার বাবা অখনও জিন্দা আছইন নি?” অউ তান ভাইয়াইন্তে ডরাইয়া জবান বন্দ অইগেল, মাততা পারলা না।

4 তেউ ইউছুফে তান ভাইয়াইনরে কইলা, “তুমরা আমার কাছাত আও।” তারা কাছাত আইলে তাইন কইলা, “আমি তুমরার হউ ভাই ইউছুফ, মিসরো যাওরা বেপারি অকলর গেছে, তুমরা যারে বেচিলাইছলায়। 5 অইলে তুমরা আমারে বেচিছলায় করি অখন বেজার অইও না, বা নিজর উপরে নারাজ অইও না। মানষর জানর হেফাজতর লাগি, আল্লায়উ তুমরার আগে আমারে অনো পাঠাইছইন। 6 আকাল চলের অউ দুই বরছ ধরি, তে আরো পাচ বরছ কুনু খেত-খামার বা ফসল ফলতো নায়। 7 দুনিয়াইত তুমরার আওলাদ অকলরে বাচাইয়া রাখার লাগি আল্লায়উ তান কুদরতে তুমরার আগে আমারে পাঠাইছইন। 8 তেউ বুজা যায় যেন, তুমরা আমারে ইনো পাঠাইছো না, আল্লায়উ পাঠাইছইন। তাইন আমারে ফেরাউনর বাফর হমানি করিয়া তান পরিবারর চালকদার বানাইছইন, আর হারা মিসর দেশ শাসনর এখতিয়ার দিছইন। 9 অখন তুমরা জলদি করি বাবার গেছে গিয়া কও, তান পুয়া ইউছুফে কইছে, আল্লায় আমারে হারা মিসর দেশর চালকদার বানাইছইন, তে তুমি আর দেরি না করিয়া আমার গেছে আইও। 10 তুমি, তুমার পুয়া-পুড়িন, নাতি-পুতি, গরু-মেড়ার পাল আর তুমার যততা আছে, হকলতা লইয়া আমার গেছে গোশন এলাকাত রইবায়। 11 হনো আমি তুমারে দেখা-হুনা করমু, আকাল তো আরো পাচ বরছ রইব, আরনায় তুমিতাইন হকলে ই আকালে বে-হালত অইযিতায় পারো। 12 আমার আপন ভাই বিন-ইয়ামিনে আর তুমরা হকলে নিজর চউখে দেখরায় যেন, আমি নিজর মুখে তুমরার লগে মতিরাম। 13 মিসর দেশো আমার যেতা দাপট, মান-ইজ্জত দেখরায়, তুমরা আমার বাবারে ইতা কইবায়, আর তানরে জলদি করি অখানো লইয়া আইবায়।” 14 হেশে ইউছুফে তান ভাই বিন-ইয়ামিনর গলাত আইঞ্জা করি ধরিয়া কান্দন শুরু করলা আর বিন-ইয়ামিনেও গলাত ধরি কান্দা-কাটি করলা। 15 বাদে ইউছুফে তান হকল ভাইয়াইনরে হুংগা দিলা আর তারার গলাত ধরিও কান্দিলা। তেউ ভাইয়াইন্তেও তান লগে মাত-কথা মাতলা।

16 ইউছুফর ভাইয়াইন আওয়ার খবর ফেরাউনর বাড়িত পৌছিলে, ফেরাউন আর তান কর্মচারি অকল খুশি অইলা। 17 ফেরাউনে ইউছুফরে কইলা, “তুমার ভাইয়াইনরে কও যেন, তুমরা গাধার পিঠত ধান বান্দিয়া কেনান দেশো গিয়া, 18 বাবারে আর তুমরার পরিবারর হক্কলরে লইয়া আমার গেছে আইও। আমি তুমরারে মিসরর ভালা ভালা চিজ অকল দিমু আর তুমরা দেশর হকল থনে ভালা জাগাও পাইবায়। 19 আর তুমরারে আমি হুকুম দিয়ার, তুমরা যারযির বউ, পুয়া-পুড়িন্তর লাগি মিসর দেশ থাকি গাড়ি লইয়া গিয়া, তারারে আর বাবারে লইয়া আইও। 20 আর হনো তুমরার মাল-ছামানার লাগি মায়া দেখাইও না, হারা মিসর দেশর ভালা ভালা চিজ অকল তো তুমরারউ।”

21 ইছরাইলর পুয়াইন্তে অউলাউ করলা। ফেরাউনর হুকুমে ইউছুফে তারার লাগি গাড়ি আর পথর খানির মছা দিলা। 22 তাইন এরা হক্কলরে এক সেট করিয়া কাপড় দিলা, অইলে বিন-ইয়ামিনরে দিলা পাচ সেট কাপড় আর তিনশো রুপার টেকা। 23 তাইন তান বাফর লাগি দশগু গাধার পিঠত করি মিসরর ভালা ভালা চিজ অকল, আর দশগু গাধীর পিঠত করি খানির লাগি রুটি আর ধান বোঝাই করি পাঠাইলা। 24 অউ লাখান তান ভাইয়াইন্তরে বিদায় দিলা, বিদায় বালা তাইন এরারে কইলা, “তুমরা পথো লাগা-লাগি করিও না।”

25 বাদে তারা মিসর থনে কেনান দেশো, তারার বাফ ইয়াকুবর গেছে গিয়া কইলা, 26 “ইউছুফ অখনও জিন্দা আছে। হে তো অখন আস্তা মিসর দেশর অর্তাকর্তা।” অইলে ইতা হুনিয়া ইয়াকুবর হুশ উড়ি গেল, তান বিশ্বাসউ অইলো না। 27 বাদে ইউছুফে তারারে যেতা কইয়া দিছলা ইতা হুনিয়া, আর

তানে নেওয়ার লাগি ইউছুফর পাঠাইল গাড়িন দেখিয়া, তারার বাফ ইয়াকুবর হুশ ঠিক অইল। 28 ইছরাইলে কইলা, “আমার পুয়া ইউছুফ যেন অখনও জিতা আছে, অটাউ তো বউত, মরার আগে আমি গিয়া তারে দেখাউ লাগব।”

হজরত ইয়াকুব (আঃ) মিসর দেশো আইলা

46 ইছরাইলে তান হক্কলতা লইয়া বার অইগেলা। আর বের-শেবাত আইয়া তান বাফ ইছহাকর আল্লার নামে কুরবানি করলা। 2 বাদে রাইতর বালা আল্লায় ইছরাইলরে দিদার দিয়া কইলা, “ও ইয়াকুব, ইয়াকুব!” তাইন জুয়াপ দিলা, “অউনু আমি।” 3 আল্লায় ফরমাইলা, “আমি আল্লা, তুমার বাফর মাবুদ। তুমি মিসরো যাইতে ডরাইও না, হনো আমি তুমার এক বিরাট জাতি পয়দা করমু। 4 আমি তুমার লগে লগে মিসরো যাইমু, আর আমিউ তুমারে হিরবার ফিরাইয়া আনমু আর তুমার পুয়া ইউছুফে তুমার চউখ মুজাইয়া দিবো।”

5 বাদে ইয়াকুবে বের-শেবা থাকি রওয়ানা অইলা। ফেরাউনে তারারে নেওয়ার লাগি যেতা গাড়িন দিছলা, ইছরাইলর পুয়াইন্তে অতাত করি তারার বাফরে আর তারার বউ, পুয়া-পুড়িনরে লইয়া গেলা। 6 হেশে ইয়াকুব, তান পুয়াইন আর তান পুরা গুষ্টি, পশুর পাল অকল আর কেনান দেশো কামাই করা হক্কল ধন-দৌলত লইয়া মিসরো পৌছলা। 7 অউ লাখান ইয়াকুবে তান পুয়া-পুড়িন, নাতি-নাতিন, পুরা গুষ্টির হক্কলরে লইয়া মিসরো পার অইগেলা।

8 বনি ইছরাইল, মানি ইয়াকুব আর তান আওলাদ অকল যেরা মিসরো গেছলা, তারার খান্দান-নামা অইলো: ইয়াকুবর বড় পুয়া রুবেন; 9 আর রুবেনর পুয়াইন: হনোক, ফালু, হাছির আর কর্মি। 10 শিমিয়নর পুয়াইন: যিমুয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর, আর কেনানী বউর তরফা শৌল। 11 লেবির পুয়াইন: জারছুন, কাহাত আর মারারি। 12 এহুদার পুয়াইন: এইর, ওনন, শেলা, ফিরোজ আর জারাহ। অইলে ওনন আর এইর কেনান দেশোউ মরি গেছলা। ফিরোজর পুয়াইন: হাছির আর হামুল। 13 ইছাখরর পুয়াইন: তোলা, ফওয়া, যাশুব আর শিমরন। 14 সবুলনর পুয়াইন: ছেরেদ, এলন আর যহলেল। 15 তারা অইলা লেয়ার হুরুতাইন, পদ্দন-ইরামো লেয়ার তরফা ইয়াকুবর ই হুরুতাইন আর তান পুড়ি দীনার জন্ম অইছিল, এরা হক্কলতায় তেত্রিশ জন।

16 ছাদুর পুয়াইন অইলা: ছিফন, হগি, শুনি, ইষবোন, এইরি, অরোদি আর অরেলি। 17 আশিরর পুয়াইন: ইমনা, যিছবা, যিছবি, বরিয়া আর তারার বইন ছেরা। বরিয়ার পুয়াইন: হেবর আর মল্কিয়েল। 18 তারা অইলা জিল্পার হুরুতাইন, লাবনে তান পুড়ি লেয়ার লগে অউ বান্দি জিল্পারে দিছলা, এরা হকলউ তাইর তরফা ইয়াকুবর হুরুতাইন, অউ ষোল জন।

19 ইয়াকুবর বিবি রাহেলার পুয়াইন অইলা: ইউছুফ আর বিন-ইয়ামিন। 20 ইউছুফর পুয়াইন মানশা আর আফরাইম মিসর দেশো জন্মিছলা। এরার মা অইলা ওন মন্দিরর বাবন-ঠাকুর, পোটিফেরার পুড়ি আসনত। 21 বিন-ইয়ামিনর পুয়াইন: বেলা, বেখর, অশবেল, গেরা, নামান, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম আর অর্দ। 22 তারা অইলা রাহেলার তরফা ইয়াকুবর হুরুতাইন, অউ চৌদ্দ জন।

23 দানর পুয়া: হুশীম। 24 নপ্তালির পুয়াইন: যহসিয়েল, গুনি, ইজের আর শিল্লেম। 25 তারা অইলা বিলহার হুরুতাইন, লাবনে তান পুড়ি রাহেলার লগে অউ বান্দি বিলহারে দিছলা। এরা হকলউ তাইর তরফা ইয়াকুবর হুরুতাইন, অউ সাত জন।

26 ইয়াকুবর নাড়ী থাকি জন্মিয়া যারা মিসরো আইলা, তান পুয়াইন্তর বউ বাদ দিয়া, এরা হকলে মিলিয়া ছয়ষট্টি জন আছলা। 27 মিসর দেশো ইউছুফর দুইজন পুয়া জন্মিছলা। এরা সহ ইয়াকুবর পরিবারর যারা মিসরো আইলা, তারা মোট সত্তইর জন।

28 এর আগে ইয়াকুবে এহুদারে ইউছুফর গেছে পাঠাইলা, গোশনো যাওয়ার পথ চিনার লাগি, তেউ তারা হক্কল অনো গিয়া পৌছলা। 29 আর ইউছুফেও ঘোড়ার গাড়ি হাজাইয়া তান বাফ ইছরাইলর লগে গোশনো দেখা করাত গেলা, আর তানরে দেখিয়াউ আইঞ্জা করি গলাত ধরিয়া বউত সময় কান্দিলা। 30 তেউ ইছরাইলে ইউছুফরে কইলা, “তুমি যেন জিন্দা আছ রে পুত, ইটা নিজর চউখে দেখলাম। অখন শান্তিয়েউ মরতাম পারমু।” 31 অউ ইউছুফে তান ভাইয়াইন্তরে আর তান বাফর লগর হকলরে কইলা, “আমি গিয়া ফেরাউনরে জানাইমু, আমার ভাইয়াইন আর আমার বাফর বাড়ির হকল, কেনান দেশ থনে আমার গেছে আইচ্ছইন। 32 তারার কাম অইলো পশু পালা। তারা তো ছাগল-মেড়া পালইন, আর তারার পশুর পাল অকল আর হক্কল মাল-ছামানা লইয়া আইচ্ছইন। 33 ফেরাউনে যেবলা তুমরারে জিকাইবা, আপনারা কিতা কাম করইন? 34 অউ সময় তুমরা কইও, আপনার ই গুলাম অকলে আর তারার বাফ-দাদা অকলেও হুরুমান থনেউ পশু পালিয়া বাচইন। তেউ তুমরা গোশনো রইতায় পারবায়। কারন পশু পালরা মানষরে মিসরী অকলে ঘিন করইন।”

47 ইউছুফে ফেরাউনর গেছে গিয়া কইলা, “আমার বাবা আর ভাইয়াইন্তে, তারার গরু-ছাগল আর তারার হক্কলতা লইয়া, কেনান দেশ ছাড়িয়া আইছইন। তারা আইয়া গোশনো পৌছি গেছইন।” 2 ভাইয়াইন্তর মাজে পাচ জনরে নিয়া তাইন ফেরাউনর ছামনে আজির করলা। 3 ফেরাউনে তারারে জিকাইলা, “তুমরা কিতা কাম করো?” তারা কইলা, “আপনার ই গুলাম অকলে বাফ-দাদার আমল থাকিউ পশু পালি।” 4 তারা হিরবার কইলা, “আমরা ই দেশো মুছাফির অইয়া থাকার লাগি আইছি। কেনান দেশো অখন বেজুইতা নিদান চলের করি, হিনো আমরার পশুর পালর খুরাকি নায়। এরলাগি দয়া করি আপনার ই গুলাম অকলরে, গোশনো রইবার সুযোগ দেউক্কা।” 5 ফেরাউনে ইউছুফরে কইলা, “তুমার বাফ-ভাইয়াইন তুমার গেছে আইছইন; 6 আস্তা মিসর দেশউ তো তুমার ছামনে পড়ি রইছে। দেশর হকল থাকি ভালা জাগাত তারারে রইতে দেও, তারা গোশনোউ থাকউক আর এরার মাজে যোইগ্য মানুষ পাইলে, তারারে আমার পশুর পালর চালকদার বানাইলাও।”

7 বাদে ইউছুফে তান বাফ ইয়াকুবরে ফেরাউনর ছামনে আনাইলা আর ইয়াকুবে ফেরাউনরে দোয়া দিলা। 8 ফেরাউনে ইয়াকুবরে জিকাইলা, “আপনার বয়স কত অইছে?” 9 ইয়াকুবে কইলা, “দুনিয়াইত আমার মুছাফিরির আয়ু একশো তিশ বরছ অইছে, ইতা তো বেশি নায়, আর খুব তকলিফেউ ই দিন কাটছে; আমার বাফ-দাদার মুছাফিরির আয়ুর হমান অখনও অইছে না।” 10 হেশে ইয়াকুবে ফেরাউনরে দোয়া করিয়া বিদায় লইলা। 11 তেউ ইউছুফে ফেরাউনর হুকুম মত, তান বাফ-ভাইয়াইনরে মিসর দেশর হকল থাকি ভালা জাগা, রামাষেষ এলাকাত রইতা দিলা। 12 ইউছুফে তান বাফ ভাইয়াইন আর তারার পরিবাররে যারযির দরকারি, খানি-খুরাকি হকলতা যুগাই দিলা।

মিসর দেশো নিদান বাড়ছে

13 বাদে আকাল আরো বেথায়া অইলো, দেশর কুনু জাগাত খানির কুন্তা আছিল না। তেউ মিসর আর কেনান দেশ এক্কেবারে কাহিল অইগেল। 14 মিসর আর কেনান দেশর মানষুর যতো টেকা-পয়সা সোনা-রুপা আছিল, ইতাদি তারা ধান খরিদ করায়, ইউছুফে অতা দলা করিয়া ফেরাউনর ভান্ডারো জমাইলা। 15 মিসর আর কেনান দেশর হকল সোনা-রুপা যেবলা ফুড়াই গেল, তেউ মিসরী অকলে আইয়া ইউছুফরে কইলা, “আমরারে খানির কুন্তা দেউক্কা। আমরার সোনা-রুপা ফুড়াই গেছে করি আপনার চউখর ছামনে মরিযিতাম নি?” 16 ইউছুফে কইলা, “তাইলে তুমরার পশু অকল আনিয়া দেও, সোনা-রুপা ফুড়াই গেলেও পশু অকলর বদলা আমি তুমরারে খানি-খুরাকি দিমু।” 17 তেউ তারা যারযির গরু-ছাগল, ঘোড়া-মেড়া, গাধা-গাধী ইউছুফর গেছে আনলা আর ইউছুফে এর বদলা তারারে ধান দিলা। অউ লাখান তারার হক্কল পশুর বদলা, হি বছরর খুরাকি চালাইলা।

18 আর হি বরছ গেল, এর বাদর বরছ মানষে আইয়া ইউছুফরে কইলা, “হুজুরর গেছে আমরা কুন্তাউ লুকাইয়ার না, আমরার হকল সোনা-রুপা শেষ অইগেছে আর পশু অকলও আপনারে দিলাইছি। অখন আমরার আর কুন্তাউ রইছে না, খালি অউ শরিল আর জাগা-জমিন ছাড়া। 19 এরলাগি আপনার চউখর ছামনে জমি-জমা সহ আমরা কিলা মরিযিতাম? তে আপনে আমরারেও আর আমরার হকল জমি-জমাও লইলাউক্কা, আমরা ফেরাউনর গুলামি করমু, তা-ও আমরারে খানি দেউক্কা আর বিচ দেউক্কা, তেউ আমরাও মরা থনে বাচমু আর জমিন খানাইনও বরবাদ অইতো নায়।” 20 অউ ইউছুফে মিসর দেশর হক্কল জমিন ফেরাউনর নামে লইলিলা, কারন ই আকাল অউলা বেজুইতা অইছিল যেন, মিসরর হকলেউ তারার জাগা-জমিন বেচিলাইলা। তেউ দেশর হকল জমিন ফেরাউনর আতো আইল্লো। 21 আর ইউছুফে মিসর দেশর এক মাথা থাকি আরক মাথার হকল মানষরে টাউনো পার করিলিলা। 22 খালি বাবন অকলর জাগা-জমিন তাইন লইলা না, কারন এরারে ফেরাউনে বেতন দিতা, আর অতা দিয়াউ তারা চলতা। 23 হেশে ইউছুফে মানষরে কইলা, “হুনো, ফেরাউনর নামে আমি তুমরারে আর তুমরার হকল জাগা-জমিনও লইলিলাম। অখন তুমরা অউ বিচ অকল নেও আর জমিনো বাইন করো। 24 তেউ জমিনো যেতা ফসল ফলিব, এর পাচ বাটর এক বাট ফেরাউনরে দিও আর বাকি চাইর বাট, জমিনর বিচ, তুমরা আর তুমরার পরিবার আর হুরুতাইন্তর খানির লাগি নিওগি।” 25 তেউ মানষে কইলা, “আপনে আমরার জান বাচাইলা। হুজুরে আমরারে দয়া করলে, আমরা ফেরাউনর গুলামি করমু।” 26 বাদে ইউছুফে মিসর দেশর জাগা-জমিনর লাগি অউ আইন জারি করলা, হকল ফসলর পাচ বাটর এক বাট ফেরাউনে পাইবা, খালি বাবন অকলর জমিন বাদে। অউ আইন অখনও চলের।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) রে দাফনর লাগি অছিয়ত

27 বনি ইছরাইলে মিসর দেশর গোশনো বসত করলা। তারা হনোর দখলদারি পাইয়া, খুব ফলআলা অইলা আর তারার বউত আওলাদ অইলা। 28 মিসর দেশো অইয়া ইয়াকুব সতরো বরছ জিন্দা রইলা। তেউ তাইন হকলতায় একশো সাতচাল্লিশ বরছ বাচিলা। 29 ইছরাইলর মউতর দিন কাছাইয়া আইলে তান পুয়া ইউছুফরে খবর দি আনাইয়া কইলা, “আমার বায় তুমার মেহেরবানি অইলে একখান কউল করাইতাম, তুমি আমার উরাতর তলে তুমার আতখান হারাও, তুমি আমার বায় দয়া আর হালালি দেখাইও, আমারে মিসরো দাফন করিও না। 30 আমি যেবলা আমার বাফ-দাদার গেছে যাইমুগি, অউ সময় তুমি আমারে মিসর দেশ থাকি নিয়া, আমার বাফ-দাদার কবরস্থানো দাফন করিও।” ইউছুফে কইলা, “আপনে যেলা কইলা, অউলাউ করমু।” 31 তেউ ইয়াকুবে কইলা, “তে তুমি আমার গেছে কছম করো।” ইউছুফে কছম করলা। অউ ইছরাইলে তান বিছনার হিতান মুখা সইজদাত পড়লা।

ইয়াকুব (আঃ) এ দুই নাতিরে দোয়া দিলা

48 এরবাদে ইউছুফে খবর পাইলা, তান বাফ বেমার, অউ তান দুইও পুয়া মানশা আর আফরাইমরে লইয়া বাফরে দেখাত আইলা। 2 ইয়াকুবে যেবলা হুনলা, তান পুয়া ইউছুফ আইছইন, অউ তাইন শরিলর হকল বল খাটাইয়া, উঠিয়া বিছনীত বইলা। 3 আর তাইন ইউছুফরে কইলা, “সর্ব-শক্তিমান আল্লায় কেনান দেশর লুজ টাউনো, আমারে দিদার দিয়া বরকত দান করিয়া কইছলা, 4 ‘হুনো, আমি তুমারে ফলদার করমু আর বউত আওলাদ দিমু, তুমা থনে বউত গুষ্টিআলা এক জাতি পয়দা করমু

আর তুমার ওয়ারিশ অকলরে, হামেশাকুর লাগি ই দেশর মালিকানা দিমু।'
5 আমি তুমার গেছে মিস্‌রো আইবার আগে, তুমার যে দুইও পুয়া মিসরো
জন্মিছইন, তারা আমারউ। রুবেন আর শিমিয়ন যেলা আমার, অউলা
মানশা আর আফরাইমও আমার অইবা। 6 অইলে এরার বাদে তুমার যেতা
হুরুতা অইছইন, তারা তুমারউ রইবা, আর তারার ভাইর নামেউ এরার
মালিকানা কাইম অইবো। 7 আর পদ্দন থাকি আমরা আওয়ার সময়, কেনান
দেশর ইফ্রাথ থাকি থুড়া দুরই থাকতেউ, রাহেলা মারা গেলা। তেউ আমি
হনর ইফ্রাথো, বেথেলহামর পথর ধারো তানরে দাফন করলাম।"
8 বাদে ইউছুফর পুয়াইন্তর বায় চাইয়া ইছরাইলে জিকাইলা, "এরা কে?"
9 ইউছুফে তানরে কইলা, "এরা আমার পুয়াইন, আল্লায় অউ দেশোউ এরারে
দিছইন।" তাইন কইলা, "এরারে আমার কাছাত আনো। আমি তারারে দোয়া
করতাম।" 10 মুরব্বি বয়সো চউখর জুতি কমি যাওয়ায় ইছরাইলে ভালা করি
দেখতা না। তেউ এরা কাছাত আইলে, ইছরাইলে তারারে আইঞ্জা করি
ধরিয়া হুংগা দিলা। 11 তাইন ইউছুফরে কইলা, "বাবারে, আমি মনো
করছলাম তুমার মুখ আর কুনু দিন দেখতাম নায়, অইলে আল্লায় তুমার
আওলাদ অকলরেও দেখাইলিলা।" 12 তেউ ইউছুফে তান বাফর গেছ থনে,
পুয়াইন্তরে হরাইয়া মাটিত সইজদা করলা। 13 আর ইউছুফে তান দুইও পুয়ারে
লইয়া, ডাইন আত দিয়া আফরাইমরে ধরিয়া ইছরাইলর বাউ গালাত, আর
বাউ আত দিয়া মানশারে ধরিয়া ইছরাইলর ডাইন গালাত আনিয়া আজির
করলা। 14 অইলে ইছরাইলর নিজর আখলে, তান আত আড়া-আড়ি করিয়া,
ডাইনর আত হুরু পুয়া আফরাইমর মাথাত আর ইউছুফর বড় পুয়া মানশার
মাথাত থইলা তান বাউ আত। 15 বাদে তাইন ইউছুফরে দোয়া করিয়া কইলা,
"হউ আল্লা, যান মর্জিয়ে আমার বাফ-দাদা, ইব্রাহিম আর ইছহাকে চলতা,
হউ আল্লা, যেইন পয়লা থাকি আইজ পর্যন্ত আমারে পালিয়া আইরা, 16 হউ
ফিরিস্তা, যেইন আমারে হকল মছিবত থাকি বাচাইছইন, তাইনউ অউ দুইও
পুয়ারে বরকত নাজিল করউক্কা। এরারে দিয়াউ ইব্রাহিম আর ইছহাক আর
আমার নাম জিন্দা থাকউক। দুনিয়াইর মাজে তারার বউত গুষ্টি অউক।"
17 বাফে তান ডাইন আত আফরাইমর মাথাত রাখলা করি ইউছুফ বেজার
অইগেলা। আর আফরাইমর মাথা থাকি হরাইয়া, মানশার মাথাত দেওয়ার
লাগি, তান বাফর আত উচা করলা। 18 তাইন আতো ধরিয়া কইলা, "বাবা, ই
লাখান নায়। অউনু আমার বড় পুয়া, তে আপনার ডাইন আত তার মাথাত
রাখউক্কা।" 19 অইলে তান বাফে না-খুশ অইয়া কইলা, "বাবারে, আমি ইতা
জানি, আমি ইতা জানিরে পুত। তারউ এক জাতি অইবো আর মহান
অইবো, অইলে তার হুরু ভাই তার চাইতেও মহান অইবো, আর তার
আওলাদর বউত গুষ্টি অইবো।" 20 ইছরাইলে এরবাদে অউ দুইও নাতিরে
দোয়া করিয়া কইলা, "বনি ইছরাইলে কুনু মানষরে দোয়া করলে অউলা
কইবা, আল্লায় তুমারে আফরাইম আর মানশার লাখান করউক্কা।" অউলা
তাইন মানশার চাইতে আফরাইমরে বড় বানাইলা। 21 হেশে ইছরাইলে
ইউছুফরে কইলা, "দেখো, আমার মরনর অখত আইচ্ছে। আল্লা তুমরার লগে
রইবা, আর তুমরারে হিরবার তুমরার বাফ-দাদার দেশো নিচ্চয় ফিরাইয়া
নিবা। 22 তুমার ভাইয়াইন্তর চাইতে তুমারে এক বাট বেশি দিলাম। অউ বাট
তো শিখিম এলাকা, ইতা আমার তলোয়ার-ধনুক দিয়া আমোরী অকলর
গেছ থাকি আনছলাম।"

হজরত ইয়াকুব (আঃ) অর অছিয়ত

49 বাদে ইয়াকুবে তান পুয়াইন্তরে আনাইয়া কইলা, "তুমরা হক্কল
একখানো অও। ভবিষ্যতে তুমরার জিন্দেগি কিলা যাইব, ইতা আমি
তুমরারে কইরাম।

2 ইয়াকুবর পুয়াইন, তুমরা একখানো আও;
তুমরার বাফ ইছরাইলর বুলি হুনো।

3 রুবেন তুমি আমার বড় পুয়া,
তুমি আমির বল, আমার জুয়ানকির পয়লা ফল;
তুমি হুকল থাকি তেজি আর হিম্মতি।
4 তুমি উতরাইল গরম পানির লাখান,
তুমার বড়াই রইতো নায়;
তুমি আপন বাফর বিছনাত গেছো,
হাতন মা'র লগে নাপাকি কাম করছো।

5 শিমিয়ন আর লেবি দুই ভাই;
তারার তলোয়ার জালিমর আতিয়ার।
6 ও আমার জান, তারার মজলিছো হামাইও না;
ও আমার শান, তারার সমাজো যাইও না।
তারা গুছা করি খুন করলো;
আড়ুয়ামি করি বিছালর রগ কাটল।
7 তারার গুছা তো লান্নতি, ইতা বড় বেজুইতা;
লান্নতি তারার জুলুম, ইতা তো পাষান।
আমি তারারে ইয়াকুবর মাজে বাটিমু;
বনি ইছরাইলর মাজে ছিতরাই দিমু।

8 এহুদা, তুমার ভাইয়াইন্তে তুমার তারিফ করবা;
তুমি দুশমনর গর্দনাত ধরবায়;
তুমার বাফর ওয়ারিশ অকলে,
তুমার গেছে মাথা নোয়াইবা।
9 তুমি তো সিংহর বাইচ্চা এহুদা।
তুমি শিকারর গোস্ত খাইয়া হরিয়া আইলায়;
হে সিংহর লাখান লেটিয়া হুতিয়া গড়িয়াইলো;
সিংহীরে খেগুয়ে ঘুম ভাঙ্গাইতো?
10 এহুদার আত থনে তো
রাজ-লাঠি হরতো নায়;
তার দুইও পাওর মাজথনে
বিচারির গদা যাইতো নায়;
যতদিন শীলো না আইবা,
আর হকল জাতি তান হুকুমে চলবা।
11 হে আংগুর গাছো বানব তার গাধা;
আংগুরর সুন্দর ডালো বানব গাধার বাইচ্চা;
লাল আংগুরর রসদি ধুইব তার জুব্বা,
আংগুরর লউদি করব লেবাছ ছফা।
12 তার চউখ আংগুরর রসে লাল টক-টকা,
আর তার দাত দুধর লাখান ধলা।

13 সবুলন দরিয়ার পারো বসত করিবো,
হে জাজ ভিড়ানির ঘাট অইবো,
সিদন পর্যন্ত তার সীমানা অইবো।

14 ইছাখর এগু বলআলা গাধা,
হে খুঅড়র ভিতরে হুতে।
15 হে দেখল জিরানির জাগাখান ভালা,
দেশখান সুন্দর;
তেউ গাইট বইবার লাগি কান্দ লামাইলো,
আর জুরর গুলাম অইলো।

16 দানে তার নিজর প্রজা অকলর বিচার করব,
ইছরাইলর এক গুষ্টির লাখান।
17 হে অইবো সড়কর ধারর হাফ,
পথর বিষআলা আলদ;
যেগিয়ে ঘোড়ার পাওত কামড় মারে,
ঘোড়-ছওয়ার খরেদি উল্টিয়া পড়ে।

18 ও মাবুদ, আমি তুমার নাজাতর মুখা চাই রইছি।

19 ছাদুরে লুটরা দলে হামলা করব,
বাদে হে-ও তারার খরেদি লুটিব।

20 আশিরর খুব ভালা ফসল ফলব,
হে বাদশার জুকা খানি যুগাইব।
21 নপ্তালি অইলো ছাড়া হরিনী,
তার মুখো আছে মিঠা মিঠা মাত।

22 ইউছুফ ফলআলা গাছর ডাল,
ঝরনার পারর ফলআলা গাছর ডাল;
তার ডালাইন বেড় পার অই যায়।
23 তীর-ধনুক আলাইন্তে তারে বেজুইতা তকলিফ দিছলা,
তীর মারিয়া তারে বেকায়দা করছলা;
24 অইলে তার ধনুক দড়ো রইল,
তার আত্তর হনাত বল রইল;
ইয়াকুবর হউ মহান শক্তিআলার আত দিয়া,
যেইন ইছরাইলর হেফাজত কররা পাথর, তানরে দিয়া।
25 তুমার বাফর হউ আল্লারে দিয়া,
যেইন তুমারে সাইয্য করবা;
হউ সর্ব-শক্তিমানরে দিয়া,
যেইন তুমারে বরকত নাজিল করবা;
উপরে থওয়া আছমান থাকি লামরা বরকতে,
তলে বিছাইল পানি থাকি বার অওয়া ঝরনার বরকতে,
বুকুর দুধ আর পেট থাকি বার অওয়া বরকতে।
26 আমার বাফ-দাদার দোয়া থাকি,
তুমার বাফর দেওয়া দোয়া বউত ভালা অউক;
ইতা হামেশাকুর খাড়া হাজাইল পাড়-পর্বত থাকি লামউক।
হউ দোয়া ইউছুফর মাথাত পড়উক;
ভাইয়াইন থাকি আলগর মাথার তালুত পড়উক।

27 বিন-ইয়ামিন অইলো বড়-বাঘর লাখান,
হে বিয়ানে খায় শিকারর গোস্ত,
আর হাইঞ্জায় বিলায় লুটর মাল।"

28 এরা অইলা ইছরাইলর বারো গুষ্টি, তারার বাফে তারার লাগি দোয়ার
সময় অউলা কইলা। তাইন এরা হক্কলরে যারযির পাওনা দোয়া দিলা।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) অর ইন্তেকাল আর দাফন

29 বাদে ইয়াকুবে তান পুয়াইন্তরে অছিয়ত করাইলা যেন, "আমার তো
বাফ-দাদার গেছে যাওয়ার সময় অইগেছে, তে হিট্টী ইফ্রোনর জমিনর

গুহাত, আমার বাফ-দাদার কান্দাত আমারে দাফন করিও। 30 ই গুহা কেনান
দেশর, মম্রির ধারো মকপেলার জমিত। ইব্রাহিমে হিট্টী ইফ্রোনর গেছ থনে
অউ জমিন লইছলা কবরস্থান বানানির লাগি। 31 অনোউ ইব্রাহিম আর তান
বিবি ছায়রারে দাফন করা অইছে, ইছহাক আর তান বিবি রেবেকারেও অনো
দাফন করা অইছে, আর আমি লেয়ারেও অনো দাফন করছি। 32 ই জমিন
আর এর মাজর গুহা হিট্টী অকলর গেছ থনে লইছলা।”
33 ইয়াকুবে তান পুয়াইন্তরে অছিয়ত করা শেষ অইলে, বিছনার উপরে
তান দুইও পাও একখানো করলা আর আখেরি দম ছাড়িয়া তান বাফ-দাদার
গেছে গেলাগি।
ইউছুফে তান বাফর মুখর উপরে মুখ লাগাইয়া কান্দিতা লাগলা
50 আর তানরে হুংগা দিলা। 2 বাদে তাইন নিজর অধীনর হেকিম
অকলরে হুকুম দিলা, তারা তান বাফর লাশরে মমি বানাইবার লাগি।
তেউ তারা তান গতরো মমির মশলা লাগাইলা। 3 তারা ই কামো চাল্লিশ দিন
লাগাইলা, অউ কামো তো চাল্লিশ দিনউ লাগে। আর মিসরী অকলে তান
লাগি সত্তইর দিন ভরিয়া আহাজারি করলা। 4 অউ আহাজারির দিনর বাদে,
ইউছুফে ফেরাউনর বাড়ির মানষরে কইলা, “আপনারা যুদি আমারে দয়া
করইন, তে ফেরাউনরে আমার অউ কথাখান জানাউক্কা যেন। 5 বাবায়
আমারে কছম করাইয়া কইছলা, ‘হুনো, আমি তো মরিযিমু, তে কেনান দেশো
আমার লাগি জুইত করা কয়বরো আমারে দাফন করিও।’ তেউ অখন তানরে
দাফনর লাগি, দয়া করি আমারে যাইতে দেউক্কা, বাবারে কয়বর দিয়াউ আমি
হিরবার আইমু।” 6 ফেরাউনে জুয়াপ দিলা, “তাইন তুমারে যেলা কছম
করাইছইন, তুমি গিয়া অউলাউ করো।” 7 তেউ ইউছুফে তান বাফরে দাফনর
লাগি রওয়ানা দিলা; আর ফেরাউনর হকল গুলামে, তান দরবারর মুরব্বি
অকলে আর মিসরর ময়-মুরব্বি অকলে, 8 ইউছুফর নিজর পরিবার, তান
ভাইয়াইন আর তান বাফর পরিবারর হকলে রওয়ানা দিলা। গোশনো খালি
তারার হুরুতাইন আর গরু-মেড়ার পালাইন থইয়া গেলা। 9 তারা বউত
ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়-ছওয়ার অকল লইয়া এক বিরাট দল হাজিয়া
রওয়ানা দিলা। 10 আর জর্দান গাংগর হপারো আটাদর ধান মাড়ার জাগাত
গিয়া, তারা হকলে সাতদিন ধরি ইউছুফর বাফর লাগি খুব আহাজারি আর
বিলাপ করলা। 11 আটাদর ধান মাড়ার জাগাত তারারে ইলা আহাজারি
করাত দেখিয়া, হি দেশর বাসিন্দা কেনানী অকলে কইলা, মিসরী অকলর
লাগি ইটা খুব বেজুইতা আহাজারি; এরলাগি জর্দান গাংগর পারর অউ
জাগার নাম অইগেলি, আবেল-মিসরয়ীম [মানি, মিসরী অকলর আহাজারি]।
12 ইছরাইলে তান পুয়াইন্তরে যেলা অছিয়ত করছলা, তারা তানরে অলাউ
করলা। 13 তারা তানি লাশ কেনান দেশো লইয়া গেলা, আর মম্রির গেছে
মকপেলার জমিনর, গুহার মাজে তানরে দাফন করলা। ইটা কবরস্থান
বানানির লাগি ইব্রাহিমে, হিট্টী ইফ্রোনর গেছ থাকি লইছলা। 14 বাফরে
দাফন করার বাদে ইউছুফ, তান ভাইয়াইন আর যতো মানুষ তান বাফরে
দাফন করাত লগে গেছলা, তারা হকলে মিসরো ফিরিয়া আইলা।

হজরত ইউছুফ (আঃ) এ ভাইয়াইনরে মাফ করলা

15 বাফ মরিগেছইন দেখিয়া ইউছুফর ভাইয়াইন্তে মাতা-মাতি করলা,
ইউছুফে কিবা আমরারে ঘিন্নাইব আর আমরা তার যেতা খেতি করছি, অখন
ইতা হক্কলতার বদলা লইব। 16 তেউ তারা ইউছুফর গেছে খবরিয়া পাঠাইয়া
কইলা, “তুমার বাফে মরার আগে ই কউল করছলা যেন, 17 তুমরা ইউছুফরে
অউ কথাখান কইও, তুমার ভাইয়াইন্তে তুমার যেতা খেতি করছইন, দয়া করি
তুমি তারার হি অইন্যায় আর গুনা মাফ করি দিও। এরলাগি আমরা মিনত
করিয়ার, তুমার বাফর আল্লার অউ গুলাম অকলরে মাফ করি দিলাও।”
তারার মাত হুনিয়া ইউছুফর কান্দন আইল্লো। 18 বাদে তান ভাইয়াইন্তে তান
ছামনে আইয়া মাটিত পড়িয়া কইলা, “হুনো, আমরা তো তুমার গুলাম।”
19 অইলে ইউছুফে তারারে কইলা, “তুমরা ডরাইও না। আমি কুনু আল্লার
খলিফা নি? 20 তুমরা তো আমার খেতি করতায় চাইছলায়, অইলে আল্লায়
ইতারে ভালাই বানাইল্লা, যেলা আইজ দেখরায়, তে তান খিয়াল আছিল
অউ লাখান করি বউত মানষর জান বাচাইতা। 21 তুমরা অখন ডরাইও না।
আমি তুমরারে আর তুমরার পুয়া-পুড়িন্তরে দেখা-হুনা করমু।” তাইন অউ
লাখান করি তারারে বুজ দিলা আর খুশ দিলে মাত-কথা মাতিলা।

হজরত ইউছুফ (আঃ) অর ইন্তেকাল

22 বাদে ইউছুফ আর তান বাফর আওলাদ অকলে মিসরো বসত করাত
রইলা। ইউছুফ একশো দশ বরছ জিন্দা আছলা। 23 তাইন আফরাইমর নাতি-
নশা পর্যন্ত দেখলা আর মানশার পুয়া মাখীরর হুরুতাইনও ইউছুফর আতো
পয়দা অইলা। 24 বাদে ইউছুফে তান ভাইয়াইন্তরে কইলা, “আমার তো
মউত্তর অখত আইচ্ছে, নিচয় আল্লায় তুমরার বায় নজর রাখবা। তাইন
ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর গেছে যে দেশ দিতা করি কছম করছইন,
তুমরারে অন থাকি হউ দেশো লইয়া যাইবা।” 25 আর ইউছুফে বনি
ইছরাইলরে অউ কউল করাইলা, “নিচয় আল্লায় কুনু দিন তুমরার বায় নজর
করবা। তে অন থাকি যাওয়ার বালা তুমরা আমার আড্ডি অকল তুলিয়া
লইয়া যাইও।” 26 হেশে একশো দশ বরছ বয়সো ইউছুফ মারা গেলা। তেউ
মানষে তান লাশরে খুশবু-মশলাদি মাখিয়া মমি বানাইয়া মিসর দেশো এক
কাফনর বাক্সর ভিতরে থইলা॥

হিজরত

পরিচিতি

হিজরত ছিপারা অইলো হজরত মুছা (আঃ) অর উপরে নাজিল অওয়া পবিত্র তৌরাত শরিফর দুই নম্বর ছিপারা। আল্লা পাকর খাছ কুদরতি বলে লেখা অউ ছিপারার মাজে আল্লা রাব্বুল আলামিনে তান পয়দা করা আশরাফুল মখলুকাতর (সৃষ্টির সেরা জাত) গেছে নিজর পরিচয় জাইর করছইন। তান নিজর মুনশা-মর্জি, তান খিয়াল-খুশি, কুন কাম করলে তাইন খুশি আর কুন কামে তাইন বেজার অইন, আর তান বন্দা অকলরে তাইন কতো মায়া করইন, নাফরমান অকলরে তৌবা করার কতো বেশি সুযোগ দেইন, অউ ছিপারার মাজে ইতা জানা যায়।

ই ছিপারার মাজে আল্লার নবী হজরত মুছা (আঃ) অর ইতিহাস আছে। তান জনম অইলো কিলা, তাইন কিলা হুরু থাকি বড় অইলা, কেমনে দেশান্তরি অইলা, বিয়া-শাদি করলা, আর কুন হালতে আল্লা মাবুদর দিদার-দরশন পাইলা অতা জানা যায়।

হজরত ইছা আল-মসীর জন্মর অনুমান ১৪০০ বছর আগে অউ ছিপারা লেখা অয়।

মুছা (আঃ) অর জমানার ৪০০ বছর আগে, মিসরর বাদশা এক ফেরাউনে হজরত ইউছুফ (আঃ) রে খুব মায়া করতা, ইউছুফর বাবা হজরত ইয়াকুব (আঃ) অর বংশধর বনি ইছরাইলরেও খুব মায়া করতা। মিসরী অকলে এরারে বনি ইছরাইল না কইয়া, ইবরানি কইয়া ডাকিতা। ইবরানি শব্দর মানি অইলো, রিফুজি বা বৈতল। ইউছুফ (আঃ) মারা যাওয়ার বাদে, আরক ফেরাউন মিসরর বাদশা অইয়া বনি ইছরাইলর উপরে খুব জুর-জুলুম করিয়া তারারে গুলাম বানাইলো, অইলে আল্লায় হজরত মুছা (আঃ) রে পাঠাইলা বনি ইছরাইলরে আজাদ করার লাগি, আর তাইন তারারে ফেরাউনর গুলামি থাকি আজাদ করলা।
আল্লা পাকে হজরত মুছা (আঃ) অর গেছে বনি ইছরাইল জাতি আর তামাম আদম জাতির লাগি আল্লাই শরিয়তর চিরকালিন দশটা হুকুম জানাইলা। অউ হুকুম হক্কল নবী, রছুল, পেগাম্বরে মানছইন। এর কুনু রদ-বদল নাই।
অউ ছিপারাত দেখা যায়, আল্লায় হজরত মুছারে হুকুম দিলা, আল্লার লাগি তাইন একখান পবিত্র ঘর বানাইতা, অউ ঘরর নকশাও আল্লায় তানরে দেখাইলা। অউ ঘরর ভিতরে আছিল পবিত্র হেরেম শরিফ, মানষে ই ঘররে পবিত্র মিলন-তাম্বু কইয়া ডাকিতা। ইখান অইলো হউ আমলর কাবা শরিফ, আস্তা দুনিয়ার হকল মুমিনর কিবলা। অইলে বনি ইছরাইল জাতি অউ সময় মুছাফিরর লাখান জাগায় জাগায় গিয়া রইতা, এরলাগি অউ এবাদত খানারে তারার লগে করি বইয়া নিতা। হজরত মুছা (আঃ) অর হুকুম মাফিক বনি ইছরাইলে অউ ঘর বানাইলা।

এরমাজে আছে:

(ক) আল্লায় বনি ইছরাইলরে আজাদ করলা
(খ) মরুভুমিত বনি ইছরাইলর ছফর
(গ) মাবুদর লগে তান বন্দার মিলনর উছিলা
(ঘ) আল্লার পবিত্র ঘর বানানির হুকুম
(ঙ) আল্লার বিরুদ্ধে বনি ইছরাইলর নাফরমানি
(চ) আল্লার পবিত্র ঘর বানানি

আল্লায় বনি ইছরাইলরে আজাদ করলা (১:১—১৫:২১)

বনি ইছরাইলর উপরে জুলুম

1 আল্লায় হজরত ইয়াকুবর নয়া নাম দিছলা ইছরাইল, এরলাগি তান বংশর নাম অইলো বনি ইছরাইল। ইয়াকুবে তান বিবিন-বাইচ্চাইন আর পরিবারর হকলরে লইয়া মিসর দেশো গেলাগি। অউ সময় তান লগে অইয়া যেরা গেলা, এরার নাম অইলো, 2 রুবেন, শিমিয়ন, লেবি, এহুদা, 3 ইছাখর, সবুলন, বিন-ইয়ামিন, 4 দান, নপ্তালি, ছাদু আর আশির।
5 ইয়াকুবর বংশর হক্কলতায় মিলিয়া সত্তইর জন আছিলা। আর ইউছুফ আগ থাকিউ মিসরো থাকতা। 6 বাদে ইউছুফ, তান ভাইয়াইন, আর হি আমলর হকল মারা গেলা। 7 অইলে তারার বাদর বংশধর বাড়িয়া খুব বলআলা অইলা। এরা চাইরোবায় ছিতরিয়া আস্তা মিসর দেশ ভরিগেলা।
8 এরমাজে মিসরো একজন নয়া বাদশা অইলা, এইন ইউছুফরে চিনইন না। 9 এইন নিজর প্রজা অকলরে কইলা, “চাইয়া দেখো, বনি ইছরাইল আমরা থাকি বেশিও আর বলআলাও। 10 তে আও, আমরা এক ফন্দি করি, ইতা যেনু আর না বাড়ইন। আরনায় তারা বাড়িয়া হেশে যুদ্ধর কালো আমরার দুশমনর লগে মিলিয়া আমরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, বাদে আমরার দেশ থাকি যাইবোগি।”
11 তেউ তারা সর্দার লাগাইলা এরারে মারিয়া-ধরিয়া জুর-জুলুম করিয়া কাম করানির লাগি। এরা ফেরাউনর ফসল রাখার লাগি পীথুম আর রামাষেষ নামর দুইটা টাউনও বানাইলা। 12 অইলে এরার উপরে যতো বেশি জুর-জুলুম করা অইলো, এরাও অত বেশি বাড়িলা আর ছিতরিলা। এরলাগি মিসরী অকলে বনি ইছরাইলরে খুব ডরাইগেলা। 13 ডরাইয়া এরারেদি আরো কঠিন কাম করাইলা। 14 মাটি কাম, ইটর কাম আর খেতর মাজে কষ্টর কাম করাইয়া এরার জানরে তিত্বা বানাইলিলো। আর তারা জুর-জুলুম করিয়া নিষ্ঠুর-পাষানর লাখান কাম করাইতো।
15 বাদে মিসরর বাদশায় শিফ্রা আর ফুয়া নামর দুইজন ইবরানি দাই বেটিরে হুকুম দিলা, 16 “তুমরা ইবরানি বেটিন্তর দাই গিরিত গিয়া, ইতার পুয়াইন পয়দা অইলেউ মারি লাইও, খালি পুড়িন্তরে জিতা রাখিও।” 17 অইলে হি দাই বেটিন্তে আল্লারে ডরাইতা গতিকে, মিসরী বাদশার হুকুম না মানিয়া পুয়াইন্তরেও জিতা রাখতা। 18 তেউ বাদশায় এরারে নিয়া জিকাইলা, “ইতা কাম কেনে করলায়? পুয়াইন্তরে কেনে জিতা রাখলায়?”
19 তারা জুয়াপ দিলা, “ইবরানি বেটিন মিসরী বেটিন্তর লাখান নায়, তারা বউত বলআলা। দাইবেটি তারার কাছাত যাইবার আগেউ তারার হুরুতা পয়দা অইযায়।” 20-21 অউ দুইও বেটিয়ে আল্লারে ডরাইতা করি, আল্লায় রহমত করিয়া তারারেও আওলাদ দিলা। আর বনি ইছরাইলও আরো বেশি করি বাড়িয়া খুব শক্তিমান অইলা। 22 ইতা দেখিয়া ফেরাউনে নিজর প্রজা অকলরে হুকুম দিলা, “ইবরানি অকলর কুনু পুয়াইন অইলেউ তুমরা নীল নদো ফালাই দিও, খালি পুড়িন্তরে জিতা রাখিও।”

হজরত মুছা (আঃ) অর জনম

2 এরমাজে লেবি খান্দানর একজন মানষে, তান নিজর খান্দানর এক কইনারে শাদি করলা। 2 অউ কইনার ঘরো এক পুয়ার জনম অইলো। পুয়াগু দেখতে খুব সুন্দর অওয়ায়, তিন মাস ধরি লুকাই রাখলা।
3 হেশে আর লুকাইতা না পারিয়া, তাইন নল-খাগড়ার এক টুকরি লইলা। অউ টুকরিত মাটিয়া তেল আর আলকাতরা লেপিয়া অগুর ভিতরে হুরুতারে হারাইয়া, গাংগর চরর নল বনর মাজে থইয়া আইলা। 4 আর এর কিতা দশা অয় দেখার লাগি, তার বইন দুরই উবাইলো।
5 থুড়া বাদে ফেরাউনর পুড়ি গাংগো নাওয়াত আইলা। গাংগোর পারো তান বান্দি অকল ঘুরা-ঘুরিত আছিল। তাইন চরর নল-খাগড়ার মাজে অউ টুকরি দেখিয়া, তান বান্দিরে কইলা, “অউ টুকরিগু আন।” 6 টুকরির ডালা খুলিয়া দেখলা, এর ভিতরে এক পুয়ায় কান্দের। দেখিয়া তান মায়া লাগি গেলো। তাইন কইলা, “ইস, ইগু তো কুনু ইবরানির পুয়া।”
7 অউ সময় পুয়ার বইন আইয়া ফেরাউনর পুড়িরে জিকাইলো, “রানী মা, ই হুরুতারে দুধ খাওয়ানির লাগি কুনু ইবরানি বেটিরে পাইলে আপনার গেছে আনতাম নি?” 8 ফেরাউনর পুড়িয়ে কইলা, “যা আনগি।” তেউ পুড়িয়ে গিয়া

পুয়ার মা'রে লইয়া আইলো। 9 ফেরাউনর পুড়িয়ে তানরে কইলা, "ওগো, আমি তুমার বেতন দিমুনে, তুমি আমার অইয়া অউ পুয়াগুরে বুকুর দুধ খাওয়াও।" অউ হি-বেটিয়ে নিয়া হুরুতারে দুধ খাওয়াইয়া পালিলা। 10 পুয়াগু কিছু বড় অওয়ার বাদে তাইন নিয়া ফেরাউনর পুড়ির গেছে দিলাইলা। ফেরাউনর পুড়িয়ে এনরে নিজর পুয়া বানাইয়া পালিলা। তাইন কইলা, "আমি তারে পানি থাকি টানিয়া তুলছি।" এরলাগি তার নাম রাখলা মুছা [মানি, টানিয়া তুলা]।

হজরত মুছা (আঃ) মিসর দেশ থাকি বাগি গেলা

11 হেশে মুছা বড় অইগেলে একদিন তান নিজর জাতির ভাইয়াইন্তর গেছে গিয়া দেখলা, তারা খুব কষ্টর কাম করররা। এরমাজে দেখলা, তান নিজর ইবরানি জাতির এক বেটারে, এক মিসরীয়ে মাইর-ধইর করেরু। 12 দেখিয়া চাইরোবায় চাইয়া আর কুনু মানুষ না দেখায়, তাইন হউ মিসরীরে খুন করিয়া বালুর তলে গাড়িল্লা। 13 বাদর দিনও তাইন হিরবার বারে গেলা। গিয়া দেখলা, দুইজন ইবরানিয়ে নিজে নিজে মারা-মারি করের। অউ তাইন দুষি জনরে কইলা, "ওবা, তুমার ভাইরে কেনে মাররায়?" 14 হে কইলো, "তুমারে খেগিয়ে আমরার হাকিম বানাইয়া বিচার করাত পাঠাইলো? কাইল যেলা হউ মিসরীরে খুন করছো, অউলা আমারেও খুন করিলতায় চাইরায় নি?" অউ মুছায় ডরাইগেল্লা। তাইন বুজলা ইতা তো জানা-জানি অইগেছে।

15 আর ফেরাউনেও ইতা হুনিয়া মুছারে মারিলতা চাইলা। অউ সময় মুছা ফেরাউনর গেছ থাকি বাগি গেলা। বাগিয়া মাদিয়ান দেশো বসত করার লাগি আইলা। আইয়া হনর এক কুয়ার কাছাত বইলা। 16 মাদিয়ান দেশো শোয়াইব নামর এক ইমাম ছাব আছলা। তান সাতজন পুড়িন আছইন। অউ পুড়িন্তে কুয়ার পারো আইয়া, তারার বাফর ছাগল-মেড়ারে পানি খাওয়ানির লাগি গামলা ভরাত লাগলা। 17 অউ সময় অইন্য রাখাল অকলে তারারে খেদাইয়া দিলাইলো। অইলে মুছা উবাইয়া তারারে সাইয্য করলা, আর তারার পালরে পানি খাওয়াইলা। 18 তারা তারার বাফর ধারো গিয়া হারলে তাইন জিকাইলা, "তুমরা আইজ অতো জলদি কেমনে আইলায়?" 19 তারা কইলা, "এক মিসরী বেটায় আমরারে রাখাল অকলর আত থাকি বাচাইছইন। এইন আমরার ছাগল-মেড়ারে পানি তুলিয়া খাওয়াইছইন।" 20 তেউ তাইন জিকাইলা, "ই মানুষগু কুয়াই? তুমরা তারে থইয়া আইল্লায় কেনে? এরে ডাকিয়া আনিয়া খানা খাওয়াও।" 21 এরবাদে মুছায় অউ ইমামর বাড়িত রইতে রাজি অইলা। ইমাম ছাবে তান পুড়ি সফুরারে মুছার লগে শাদি দিলা। 22 বাদে সফুরার ঘরো এক পুয়া অইলে মুছায় কইলা, "আমি তো বৈতল বনিয়া বিদেশো রইরাম।" এরলাগি অউ পুয়ার নাম রাখলা যারছুম [মানি, বৈতল]।

23 বউত দিন বাদে মিসরর বাদশা মরিগেলা। বনি ইছরাইলে গুলামির লাগি কাতর অইয়া কান্দা-কাটি করলো। তারার কান্দন আল্লার গেছে কবুল অইগেল। 24 আল্লায় তারার ফরিয়াদ হুনলা। তাইন ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর লগে তান ওয়াদার কথা ইয়াদ করলা। 25 আর বনি ইছরাইলর বায় মুখ ফিরাইলা, দয়ার নজরে তারার বায় চাইলা।

তুর পাড়ো হজরত মুছা (আঃ) এ আল্লার দিদার পাইলা

3 মুছায় তান হউর মাদিয়ানী ইমাম ছাব শোয়াইবর ছাগল-মেড়া রাখতা। একদিন তান ছাগলর পাল লইয়া মরুভুমির হেশ গালাত আল্লার হউ তুর পাড়র কাছাত গেলা। 2 হনো এক জংলার মাজে মাবুদর ফিরিস্তায় আগুনির লাখান নুরর মাজ থাকি তানরে দেখা দিলা। মুছায় দেখলা, জংলার মাজে আগুইন জলের অইলে জংলা জলের না। 3 অউ তাইন তাইজ্জুব অইয়া কইলা, "জংলা যে জলের না, এর কারন কিতা? তে আরো কাছাত গিয়া দেখিছাইন।"

4 মাবুদে যেবলা দেখলা এইন দেখার লাগি কাছাত যাইরাগি, অউ সময় তাইন জংলার মাজ থাকি ডাকিয়া কইলা, "মুছা, ও মুছা!" মুছায় কইলা, "অউনু আমি।" 5 আল্লায় কইলা, "আর ছামনে আগুয়াইও না। তুমার পাও থাকি জুতা খুলিলাও। জানো নি, তুমি অখন যে জাগাত উবাইছো ইখান পাক জাগা। 6 হুনো, আমি তুমার বাফর আল্লা, ইব্রাহিমর আল্লা, ইছহাকর আল্লা আর ইয়াকুবর আল্লা।" ইখান হুনিয়াউ মুছায় তান মুখ লুকাইল্লা। আল্লার বায় চাইতে তান দিলো ডর হামাইগেল।

7 মাবুদে কইলা, "আমি মিসর দেশো আমার বন্দা অকলর দুখ-মছিবত দেখিয়ার। মিসরী সর্দার অকলর লাগি তারার কান্দন হুনিয়ার। তারার দুখ-কষ্ট হকলতা আমি দেখছি। 8 দেখিয়া মিসরী অকলর জুলুম থাকি তারারে বাচাইতাম করি আমি নিজে লামিয়া আইছি। তে আমি তারারে মিসর থাকি হরাইয়া নিমুগি। নিয়া রসাইল জমির বউত বড় সুন্দর এক দেশ দিমু। ইখান দুধ আর মউর ভান্ডার আলা দেশ। অউ দেশ অইলো অখনকুর কেনানী, হিট্টী, আমোরী, ফারিজী, হিব্বী আর যিবুজী অকলর দেশ। 9 বনি ইছরাইলর ফরিয়াদ আমার দরবারো আইছে, মিসরী অকলে তারারে যেলা ছাতাইরা, ইতা আমি দেখিয়ার। 10 এরলাগি আমি তুমারে ফেরাউনর গেছে পাঠাইয়ার। তুমি যাও, গিয়া আমার বন্দা বনি ইছরাইলরে মিসর থাকি বার করিয়া আনো।"

11 মুছায় জুয়াপ দিলা, "আমি আরক জন কে, যেইন ফেরাউনর ছামনে গিয়া মিসর দেশ থাকি তারারে হরাইতাম পারমু?"

12 আল্লায় কইলা, "আমি তো তুমার লগে লগে রইমু। তুমি মিসর থাকি মানষরে হরাইয়া আনিয়া, তারারে লইয়া অউ পাড়ো আমার এবাদত করবায়। তেউ বুজবায় আমিউ তুমারে পাঠাইছি।"

13 মুছায় আরজ করলা, "দেখউক্কা, আমি যেবলা বনি ইছরাইলরে গিয়া কইমু, তুমরার বাফ-দাদার আল্লায় আমারে পাঠাইছইন, অউ সময় তারা যুদি জিকাইন তান নাম কিতা, তে তারারে কিতা জুয়াপ দিতাম?"

14 আল্লায় কইলা, "আমি যেইন আছি, আছিউ। বনি ইছরাইলরে অউলা কইও, যেন নাম 'আমি আছি' তাইন আমারে তুমরার গেছে পাঠাইছইন। 15 তুমি গিয়া তারারে কইও, মাবুদ যেইন হর-হামেশা আছইন, এইন তুমরার বাফ-দাদার আল্লা, ইব্রাহিমর আল্লা, ইছহাক আর ইয়াকুবর আল্লা, এইনউ আমারে তুমরার গেছে পাঠাইছইন। আমার হর-হামেশাকুর নাম 'মাবুদ, যেইন আছইন'। যুগে যুগে, পুরুষে পুরুষে অউ নাম কাইম রইবো। 16 তুমি যাও, গিয়া বনি ইছরাইলর মুরব্বি অকলরে একখানো দলা করিয়া কও, মাবুদ, যেইন তারার বাফ-দাদার আল্লা, ইব্রাহিমর আল্লা, ইছহাক আর ইয়াকুবর আল্লা, তাইন তুমারে দিদার দিয়া কইছইন, আমি তুমরার বায় খিয়াল করছি, তুমরার উপরর জুলুম-মছিবত দেখছি, মিসরো তুমরার বায় যেতা করা অর এওতা খিয়াল করছি। 17 ইতা দেখিয়া আমি কইয়ার, আমি মিসরর গুলামি থাকি তুমরারে বাচাইয়া কেনানী, হিট্টী, আমোরী, ফারিজী, হিব্বী আর যিবুজী অকলর দুধ আর মউর ভান্ডার আলা দেশো নিমুগি।

18 "ইছরাইলর মুরব্বি অকলে তুমার কথা হুনবা, তুমি তারারে লগে লইয়া মিসরর বাদশার গেছে যাইও। গিয়া কইও, 'মাবুদ, যেইন ইবরানি অকলর আল্লা, তাইন আমারে দরশন দিছইন। এরলাগি আমরা তান নামে একখান কুরবানি করতাম চাইয়ার, আমরা মরুভুমির বায় তিন দিনর পথ গিয়া কুরবানি দিমু, তে আমরারে যাওয়ার অনুমতি দেউক্কা।' 19 অইলে আমি জানি মিসরর বাদশায় তুমরারে যাইতে দিতো নায়, জুর-জবরদস্তি করলেও দিতো নায়। 20 তেউ আমি আমার কুদরতি আত লাগাইমু আর অউলা আচানক গজব নাজিল করমু, যাতে হে তুমরারে যাইতে দেয়। 21 আর আমি মিসরী অকলর দিলর মাজে বনি ইছরাইলর বায় এমন এক দয়ার ভাব পয়দা করাইমু, এরা যানু মিসর থাকি খালি আতে না যাইন। 22 হকল ইছরাইলি বেটিন্তে তারার আরি-ফরি বা যেরার বাড়িত তারা রইন, অউলা মিসরী বেটিন্তর গেছ থাকি তারার সোনা-রুপার গয়না-গাটি আর ভালা কাপড়-চুপড় খুজিয়া নিও। অতা দিয়া তুমরার পুয়া-পুড়িনরেও হাজাইও, অউ নমুনায় তুমরা মিসরীন্তর ধন-ছামীনা দখল করবায়।"

হজরত মুছা (আঃ) এ কেরামতি-মোজেজা পাইলা

4 মুছায় জুয়াপ দিলা, "মাবুদ, তারা যুদি আমারে একিন না করইন, আমার মাত না হুনইন বা তারা যুদি কইন, মাবুদে তুমারে দরশন দিছইন না, তে আমি কিতা করতাম?" 2 অউ মাবুদে তানে জিকাইলা, "তুমার আতো ইগু কিতা?" তাইন কইলা, "এগু লাঠি।" 3 মাবুদে কইলা, "অকটা মাটিত ফালাও।" মুছায় লাঠিরে মাটিত ফালাইতেউ ইটা হাফ অইগেল। হাফ দেখিয়াউ তাইন ফালদি হরি গেলা। 4 মাবুদে তানে হুকুম করলা, "আত বাড়াইয়া অগুর লেনজো ধরো।" আর তাইন ধরার লগে লগে অগু হিরবার লাঠি অইগেল। 5 বাদে মাবুদে কইলা, "তুমিও অউলা করিও, তেউ তারা হাছাউ একিন করবা তারার বাফ-দাদাইন্তর আল্লা, ইব্রাহিমর আল্লা, ইছহাক আর ইয়াকুবর আল্লায় তুমারে দরশন দিছইন।"

6 মাবুদে হিরবার কইলা, "তুমার আত তুমার চাদ্দরর তলে হারাও।" তাইন আত হারাইলা, আর বার করার বাদেউ তান আত কুষ্ঠ-ধলবেদা বেমারে দুধর লাখান ধলা অইগেল। 7 মাবুদে কইলা, "তুমার আত হিরবার হনো হারাও।" তাইন হারাইলা আর চাদ্দরর তল থাকি বার করিয়া দেখইন, আগর লাখান ভালা অইগেছে।

8 মাবুদে কইলা, "তারা যুদি তুমারে একিন না করইন, তে তুমার লাঠিরে হাফ অওয়া দেখলে একিন করবা, আর এওটায় একিন না করলে তুমার আতর বেমারর কেরামতি দেখলে তারা একিন করবা। 9 আর যুদি ই দুইও কেরামতিয়েও একিন না করইন, তুমার কথা না মানইন, তে তুমি নীল নদ থাকি থুড়া পানি আনিয়া হুকনা মাটিত ফালাইও, দেখবায় মাটিত পড়িয়াউ ই পানি লউ অইযিবো।"

10 অউ মুছায় মাবুদরে কইলা, "ও মালিক, আমি তো ভালা করি মাত-কথাউ মাততাম পারি না, আগেও পারতাম না আর আপনে ই গুলামর লগে বাতচিত করার বাদেও পারি না, আমার তো জিফরা বাড়ুয়া।" 11 মাবুদে কইলা, "মানষর মুখ কে বানাইছে, আমি নায় নি? কে মানষরে বোবা, খালুয়া বা আন্দা বানাইন? চউখে দেখার লাগি চখুর পাওয়ার কে দেইন? ইতা তো আমি মাবুদেউ দেই না নি? 12 তে তুমি যাও, গিয়া কিতা মাতিতায় আমি হিকাইয়া দিমু। তুমার মুখর জবানরে আমি সাইয্য করমু।"

13 তাইন কইলা, "ও মালিক, আমি মিনত করিয়ার, অইন্য কেউররে পাঠাই দেউক্কা।" 14 অউ মুছার উপরে মাবুদর গুছা উঠলো। তাইন কইলা, "তুমার ভাই হারুন বিন লেবি আছে না নি? আমি জানি, হে ভালা বখতিতা দিতো পারে। হে অখন তুমার লগে দেখা করাত আর, তুমারে দেখিয়া হে খুব খুশি অইবো। 15 তুমি হিকাইয়া দিও আর কইও হে কিতা মাতিতো। আমি তুমরা দুইওজনর মুখর জবানরে সাইয্য করমু। আর হনো গিয়া কিতা করতায় আমি হিকাইয়া দিমু। 16 তুমার ভাই হারুনর মুখ অইবো তুমার মুখ, হে তুমার অইয়া মানষর লগে মাতিবো। পেগাম্বর অকলে যেলা আল্লার কালাম কইন, হারুনে অউলা তুমার বুলি কইবো। 17 অউ লাঠি তুমার আতো রাখিও, ইটা দিয়া হউ কেরামতি-মোজেজা অকল জাইর করবায়।"

18-19 মাদিয়ান দেশো থাকতেউ মাবুদে মুছারে হুকুম করছলা, "তুমি মিসরো যাওগি, কারন মিসরর যেতা মানষে তুমারে খুন করতা চাইছলা, ইতা অখন মরি গেছইন।" তেউ মুছায় তান হউর শোয়াইবর কাছাত গিয়া কইলা, "আমি আমার জনম মাটি মিসর দেশো যাইতাম চাইরাম, আমার খেশ-কুটুম অকল জিতা আছইন কি না, তারার হাল-হকিকত দেখাত যাইতাম, তে আমারে যাওয়ার অনুমতি দেউক্কা।" হউরে কইলা, "আইচ্ছা, ছহি-ছালামতে যাও।" 20 অউ মুছায় তান বিবি আর পুয়াইন্তরে গাধার উপরে চড়াইয়া মিসরর পথে রওয়ানা অইলা। তান আতো আল্লাই কেরামতির হউ লাঠি রাখলা।

21 মাবুদে মুছারে হুকুম দিলা, "তুমি মিসরো গিয়া হারলে আমার দেওয়া কেরামতি অকল ফেরাউনর ছামনে দেখাইও, অইলে আমি তার দিলরে

পাষান বানাইলিমু, হে মানষরে ছাড়তো নায়। 22 তুমি ফেরাউনরে কইও, মাবুদে নিজে কইছইন, ‘বনি ইছরাইল তো আমার পয়লা পুতর লাখান †। 23 আমি নিজে তুমারে হুকুম করছলাম, আমার এবাদতো যাইতা করি তুমি আমার পুতরে ছাড়ি দিতায়, অইলে তুমি মানছো না। এরদায় আমিও তুমার পয়লা পুতরে মারিলিমু।’ ”

24 বাদে মিসরো যাওয়ার পথো রাইত কাটাইবার জাগাত আইলে মাবুদে মুছারে মারিলিতা করি মুখামুখি অইলা। 25 অইলে তান বিবি সফুরায় একখান ধারাইল পাথর লইয়া তান পুয়ার মছলমানি করাইল্লা আর অকটা তান জামাই মুছার পাওর মাজে ছোয়াইয়া কইলা, “লউর বদলা আমি তুমারে জামাই হিসাবে পাইছি।” 26 তেউ মুছারে মাবুদে ছাড়িদিলা। মছলমানি কামর বেয়াপারে সফুরায় তো অউ কথাউ কইছলা।

27 এরমাজে মাবুদে হারুনরে কইলা, “তুমি মরুভুমিত গিয়া মুছার লগে দেখা করো।” অউ তাইন গেলা আর আল্লার পাউ তুরর গেছে আইয়া মুছারে পাইয়া চুমা দিলা। 28 আর মাবুদে যেতা যেতা কইবার লাগি মুছারে হুকুম দিছলা, মুছায় ইতা হক্কলতা হারুনরে জানাইলা। মাবুদে যতো লাখান কেরামতি দেখানির হুকুম দিছইন, ইতা হকলতাউ তাইন হারুনরে বুজাইলা।

29 বাদে মুছা আর হারুন মিসর দেশো গিয়া বনি ইছরাইলর হকল মুরব্বিরে দলা করলা। 30 মাবুদে মুছারে যততা কইছলা, হারুনে ইতা হকলতা তারারে জানাইলা, আর হউ কেরামতি অকলও মানষর ছামনে দেখাইলা। 31 এরলাগি মানষে ইতা একিন করলা। তারা যেবলা হুনলা, মাবুদে তারার বায় খিয়াল করছইন, তারার উপরর জুলুম-মছিবত দেখছইন, অউ তারা তানরে সইজদা করলা।

ফেরাউনর লগে পয়লা সাক্ষাত

5 মুছা আর হারুনে গিয়া ফেরাউনরে কইলা, “মাবুদ, যেইন বনি ইছরাইলর আল্লা, তাইন নিজে কইছইন, আমার বন্দা অকলরে তুমি ছাড়ি দেও, আমার নামে হজ করার লাগি, তারা মরুভুমিত হিজরত করতে অইবো, তুমি তারারে ছাড়ো।” 2 ফেরাউনে জুয়াপ দিলো, “ই মাবুদ আরক জন কে, যেন হুকুম মানিয়া আমি বনি ইছরাইলরে ছাড়ি দিতাম? ইলা কুনু মাবুদরে আমি চিনি না, আর বনি ইছরাইলরেও আমি ছাড়তাম নায়।” 3 তারা কইলা, “ইবরানি অকলর আল্লায় আমরারে দরশন দিছইন। এরলাগি আমরা মিনত করিয়ার আমরারে মরুভুমির বায় তিন দিনর পথ গিয়া, আমরার মাবুদ আল্লার নামে কুরবানি করতে দেউক্কা, আরনায় তাইন আমরারে গজবি বেমার দিয়া বা যুদ্ধর মাজে ফালাইয়া মারি লাইবা।” 4 মিসরর বাদশায় জুয়াপ দিলা, “ও মুছা আর হারুন, তুমরা মানষরে কেনে কামো থাকি ফিরাইরায়? যাও, তুমরাও গিয়া কামো লাগো। 5 দেখরায় নি, দেশো তুমরার মানুষ বউত বাড়িগেছইন, আর তুমরার লাই পাইয়া ইতায় কুনু কাম করারা না।”

6 অউ ফেরাউনে হউ দিনউ মিসরী জালিম সর্দার আর ইবরানি ছুবেদার অকলরে হুকুম করলা, 7 “ইট বানাইবার লাগি তুমরা মানষরে আগর লাখান খের-নেরা আনিয়া দিও না, তারা গিয়া ইতা যোগাড় করউক। 8 অইলে আগে তারা যতখান ইট বানাইতো অখনও অতখান বানাইতে অইবো, একখানও কম অইতো নায়। ইতা আলসিয়া অইগেছইন করি, অনো আইয়া তারার আল্লার নামর কুরবানি করতা কইয়া চিল্লাইরা। 9 তুমরা তারারে আরো কষ্টর কামো লাগাও, তেউ ইতায় কুনু লাখান বাজে মাত না হুনিয়া কামর মাজে মন দিবা।”

10 অউ হি সর্দার আর ছুবেদার অকল বার অই গিয়া মানষরে কইলা, “ফেরাউনে কইছইন, অখন থাকি তাইন আর ইট বানানির খের যুগাই দিতা নায়। 11 তুমরা যেন থাকি পারো খের-নেরা যুগাইও, অইলে তুমরার কাম কুন্তাউ কমাইল অইতো নায়।” 12 অউ মানষে খের-নেরা তুকাইবার লাগি হারা মিসর দেশো ছিতরি গেলা। 13 আর সর্দার অকলে বারে বারে তাগদা দিয়া কইলো, “আগে খের যুগাইয়া দেওয়ার বালা তুমরা পরতেক দিন যতখান ইট বানাইতায়, অখনও অতখান বানাও।” 14 ফেরাউনর জালিম সর্দার অকলে বনি ইছরাইলর উপরে যে ছুবেদার লাগাইছিল, হউ সর্দার অকল আইয়া ছুবেদার অকলরে মাইর-ধইর করিয়া জিকাইলো, “তুমরা আগে যতখান ইট দিতায়, অখন অতখান দেওনা কেনে?”

15 অউ বনি ইছরাইলর ছুবেদার অকলে আইয়া ফেরাউনর গেছে নালিশ দিলা, “আপনার ই গুলাম অকলর লগে ইলা বেবহার কেনে কররা? 16 সর্দার অকলে আমরারে খের-নেরা যুগাই দেইন না, তা-ও ইট বানাইবার হুকুম দেইন আর আপনার ই গুলাম অকলরে মাইর-ধইর করইন, অইলে দুষ তো আপনার নিজর সর্দারর।” 17 ফেরাউনে জুয়াপ দিলো, “তুমরা আলসিয়া, কুড়িয়া, এরলাগি কইরায় মাবুদর নামে কুরবানি করাত যাইতাম। 18 যাও, কাম করো গিয়া। তুমরারে খের দেওয়া যাইতো নায়, তা-ও পরতেক দিন যতখান ইট বানাইবার কথা আছিল, অতখানউ বানাইতে অইবো।”

19 অউ বনি ইছরাইলর ছুবেদার অকলে বুজলা, তারা বিপদর মাজে পড়ছইন, কারন তারারে হুকুম করা অইছে, আগে যতখান ইট বানানি লাগত, অখনও অতখান ইট বানাইতে অইবো, কম অইতো নায়। 20 তারা ফেরাউনর গেছ থাকি যাওয়ার পথো মুছা আর হারুনর লগে দেখা অইলো, এরা উবাইয়া বার চাওয়াত আছলা। 21 ছুবেদার অকলে কইলা, “মাবুদে আপনারার পাওনা সাজা দিবা, আপনারা ফেরাউন আর তার উজির-নাজিরর গেছে আমরারে পচা-গান্দা বানাইয়া, আমরারে খুন করার লাগি তলোয়ার নিয়া তারার আতো দিছইন।”

22 অউ মুছায় হিরবার গিয়া মাবুদর গেছে ফরিয়াদ করলা, “ও দীন দুনিয়ার মালিক, তুমি কেনে তুমার বন্দারে মছিবতো ফালাইলায়? আর আমারে কিতাল্লাগি পাঠাইলায়? 23 ফেরাউনর গেছে তুমার কথা হুনানির বাদ থাকিউ তুমার বন্দা অকলর উপরে জুলুম তো আরো বাড়িছে। অইলে তুমি তো কুন্তাউ করলায় না।”

6 মাবুদে মুছারে কইলা, “ফেরাউনর কিতা দশা অয় তুমি দেখিও, আমার আতর জুর দেখলেউ হে মানষরে ছাড়ি দিবো। জুরআলা আতর কুদরত দেখলেউ হে তার দেশ থাকি এরারে খেদাই দিবো।”

বনি ইছরাইলর লগর ওয়াদা আল্লার ইয়াদ আছে

2 আল্লায় মুছার লগে বাতচিত করি মুছারে কইলা, “আমি ‘মাবুদ যেইন আছইন’। 3 আমি ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর গেছে সর্ব-শক্তিমান আল্লা নামে দিদার দিতাম, ‘মাবুদ যেইন আছইন’ নামে তারারে দিদার দিতাম না। 4 আমি তারার লগে অউ ওয়াদা করছলাম, আমি তুমরারে কেনান দেশ দিমু, যে দেশো তুমরা মুছাফির অইয়া রও, অউ দেশউ আমি তুমরারে দিমু। 5 খাছ করি মিসরী অকলে বনি ইছরাইলরে গুলামি করানির লাগি এরার কান্দন হুনিয়া, আমার হউ ওয়াদা অখন ইয়াদ করলাম। 6 এরলাগি তুমি গিয়া বনি ইছরাইলরে কও, মাবুদে কইছইন, আমি মাবুদ, আমি তুমরারে মিসরী অকলর তল থাকি বার করিয়া আনমু, তারার গুলামি থাকি আজাদ করমু। তারারে দেখার মত সাজা দিয়া, আমার কুদরতি আতদি তুমরারে খালাছ করমু। 7 হেশে তুমরারে আমার নিজর বন্দা বানাইমু, আমি নিজে তুমরার আল্লা অইমু। তেউ তুমরা বুজবায়, আমি আল্লাউ তুমরার মাবুদ, আর মিসরী অকলর ভারর তল থাকি আমিউ তুমরারে বাচাইছি। 8 আমি ইব্রাহিম, ইছহাক, ইয়াকুবর লগে যে দেশর কথা ওয়াদা করছি, হউ দেশো তুমরারে লইয়া যাইমু, তুমরা হউ দেশর মালিক অইবায়। আমিউ মাবুদ।”

9 মুছায় গিয়া ইতা হকলতা তারারে জানাইলা, অইলে হি বেথায়া জুলুম-তকলিফ আর গুলামি করতে করতে মন-মরা অইযাওয়ায়, তারা আর মুছার মাতে কান দিলা না।

10 অউ মাবুদে মুছারে কইলা, 11 “তুমি গিয়া মিসরর বাদশা ফেরাউনরে কও, হে যানু তার দেশ থাকি এরারে যাইতে দেয়।” 12 মুছায় জুয়াপ দিলা, “বনি ইছরাইলেউ যেবলা আমার মাত হুনের না, তে ফেরাউনে কিলা হুনবো? আর আমার তো মাততে মুখো লাগি যায়।” 13 তেউ মাবুদে মুছা আর হারুনরে কইলা, “তুমরা বনি ইছরাইল আর মিসরর রাজা ফেরাউনরে কও, মাবুদে আমরারে হুকুম দিছইন, বনি ইছরাইলরে মিসর থাকি বার করি নেওয়ার লাগি।”

হজরত মুছা আর হারুন (আঃ) অর বাফ-দাদাইন্তর পরিচয়

14 মুছা নবীর নিজর জাতি বনি ইছরাইলর পরধান মুরব্বি অইলা হজরত ইয়াকুব, আল্লায় অউ ইয়াকুবর নয়া নাম দিছলা ইছরাইল। ইছরাইলর পুয়াইন অইলা রুবেন, শিমিয়ন, লেবি সহ মোট বারোজন, অউ লেবি অইলা মুছা আর হারুন খান্দানর মুল মুরব্বি।

ইছরাইলর বড় পুয়া রুবেনর পুয়াইন অইলা হনোক, ফালু, হাছির আর কর্মি, এরা রুবেন খান্দানর মুল মুরব্বি।

15 শিমিয়নর পুয়াইন অইলা যিমুয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর আর তার কেনানী বউর তরফা পুয়া শৌল, এরা শিমিয়ন খান্দানর মুল মুরব্বি।

16 খান্দান তালিকা হিসাবে লেবির পুয়াইন অইলা জারছুন, কাহাত আর মারারি। লেবি একশো সাড়তিশ বরছ বাচিছলা।

17 যারযির গুষ্টির পরধান হিসাবে জারছুনর পুয়াইন অইলা লিবনি আর শিমেই।

18 কাহাতর পুয়াইন অইলা ইমরান, ইজহার, হেবরন আর উজ্জল। কাহাত একশো তেত্রিশ বরছ বাচিছলা।

19 মারারির পুয়াইন অইলা, মহলি আর মুশি।
এরাউ অইলা লেবি খান্দানর মুল মুরব্বি।

20 ইমরানর পুয়াইন অইলা মুছা আর হারুন। ইমরানে তান ফুফু ইউখাবেজরে বিয়া করছলা, তান পেটো এরার জনম অইছিল। ইমরান একশো সাড়তিশ বরছ বাচিছলা।

21 ইজহারর পুয়াইন অইলা কুরাহ, নেফগ, জিখরি।

22 উজ্জলর পুয়াইন মিশায়েল, এলজাফন আর যিতরি।

23 আর হারুনে আমিনাদাবর পুড়ি নাহিশর বইন ইলিশেবারে বিয়া করায়, তান হুরুতা অইলা নাদাব, আবিহু, আলি-আজর আর ইছামার।

24 কুরাহর পুয়াইন অইলা অসীর, ইলকানা, অবিয়াসফ। এরা কুরাহী অকলর মুল মুরব্বি।

25 আলি-আজরর পুয়া অইলা পীনহস। হারুনর পুয়া আলি-আজরে পুটিয়েলর পুড়িরে বিয়া করায় তাইর পেটো পীনহসর জনম অইছিল।
গুষ্টি হিসাবে এরা অইলা লেবি খান্দানর মুল মুরব্বি।

26 অউ হারুন আর মুছারে মাবুদে হুকুম করছলা, তুমরা বনি ইছরাইলরে সিপাই দলর লাখান হাজিয়া মিসর থাকি বার করো। 27 মুছা আর হারুনেউ বনি ইছরাইলরে মিসর থাকি বার করি আনার কথা মিসরর বাদশা ফেরাউনর লগে মাতিছলা।

† *আল্লর পয়লা পুত, মানে তান খাছ মায়ার বন্দা অকল। ইটা একটা রুপক বাইক্য।*

মাবুদে হজরত মুছা আর হারুন (আঃ) রে হুকুম দিলা

28 মাবুদে মুছার লগে যেদিন মিসর দেশো বাতচিত করলা, 29 হউ দিন
তাইন কইলা, "আমি মাবুদ। তে তুমারে অখন যেতা যেতা কইমু, ইতা
হকলতা তুমি মিসরর বাদশা ফেরাউনরে কইও।" 30 মুছায় মাবুদর দরবারো
আরজ করলা, "দেখউক্কা, আমার তো মাততে মুখো লাগি যায়, ফেরাউনে
কুনু আমার মাত হুনবো নি?"

7 অউ মাবুদে মুছারে কইলা "হুনো, আমি ফেরাউনর গেছে তুমারে
আল্লার লাখান বানাইমু। আর তুমার ভাই হারুনরে বানাইমু তুমার নবী।
2 আমি তুমারে যেলা হুকুম করমু, তুমি অউলা হারুনরে কইবায়, আর
হারুনে অতা ফেরাউনরে কইবো; যাতে হে বনি ইছরাইলরে তার দেশ থাকি
ছাড়ি দেয়। 3 অইলে আমি ফেরাউনর দিলরে পাষান করিলিমু। মিসর দেশো
আমি বউত কেরামতি আর কুদরতি লিলা-খেলা দেখাইমু। 4 তার বাদেও
ফেরাউনে তুমরার মাতর দাম দিতো নায়। তেউ আমি মিসরর উপরে আমার
আত লাগাইয়া, দেখার মত সাজা দিয়া মিসর দেশ থাকি আমার নিজর বন্দা
বনি ইছরাইলরে সিপাইর লাখান দলে দলে বার করমু। 5 মিসরর মাজে
আমার নিজর আত লাগাইমু, মিসরী অকলর মাজ থাকি বনি ইছরাইলরে
বার করিয়া আনমু, অউদিন তারা বুজবা আমিউ মাবুদ।" 6 বাদে মুছা আর
হারুনে অউলা করলা, মাবুদর হুকুম মাফিক কাম করলা। 7 ফেরাউনর লগে
মাত-কথার সময় মুছার বয়স আছিল আশি, আর হারুনর তিরাশি বরছ।

হজরত হারুন (আঃ) অর কেরামতির লাঠি

8 অউ সময় মাবুদে মুছা আর হারুনরে কইলা, 9 "ফেরাউনে যেবলা কইবো,
তুমরার নিজর কুনু কেরামতি কাম দেখাও, তেউ তুমি হারুনরে কইও, তার
লাঠি নিয়া ফেরাউনর ছামনে ফালাইতো, ফালানির লগে লগেউ ইটা হাফ
অইযিবো।" 10 বাদে মুছা আর হারুন ফেরাউনর গেছে গেলা, গিয়া মাবুদর
হুকুম মাফিক কাম করলা। হারুনে ফেরাউন আর তার উজির-নাজিরর
ছামনে হউ লাঠি ফালানির লগে লগেউ ইটা হাফ অইগেল। 11 অউ
ফেরাউনেও তার গুনিন আর যাদুগির অকলরে আনাইলো, তারাও তারার
যাদু-মন্ত্র দিয়া অউলা দেখাইলা। 12 তারা হকলেউ যারযির লাঠি ছাড়লো,
আর এওতা হাফ অইগেল, অইলে হারুনর লাঠিয়ে তারার হক্কল লাঠিরে
গিলিলিলো। 13 ইতা দেখিয়াও ফেরাউনর দিল পাষান রইলো, হে এরার
মাতে কান দিলো না, যেলা মাবুদে আগে কইছলা।

আল্লার পয়লা গজব, পানি লউ অইগেল

14 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "ফেরাউনর দিল তো পাষান, হে মানষরে
ছাড়তে রাজি নায়। 15 তে তুমি বিয়ানি বালা ফেরাউনর গেছে যাইও, গেলে
দেখবায় হে পানির গেছে যাইবো, তুমি তার লগে দেখা করার লাগি নীল
নদর পারো উবাইও। তুমার যে লাঠি হাফ অইছিল, অউ লাঠি আতো করি
নিও। 16 নিয়া তারে কইও, 'মাবুদ, যেইন ইবরানি অকলর আল্লা, তাইন নিজে
আমারে পাঠাইছইন আপনারে অখান কইতাম, তুমি আমার বন্দা অকলরে
ছাড়ি দেও, তারা আমার বন্দেগি করার লাগি মরুভুমিত হিজরত করউক,
তা-ও অখনও তুমি হুনরায় না। 17 এরলাগি অখন তুমি বুজবায়, আমিউ
মাবুদ।' অখান কইয়া হারি তুমি কইও, 'দেখউক্কা, আমি নিজর আতর লাঠি
দিয়া অউ নীল নদর পানিত বাড়ি মারমু, আর হক্কল পানি লউ অইযিবো।
18 হক্কল মাছ মরিযিবো আর পচা গন্দ বার অইবো, তেউ মিসরী অকলে অউ
নীল নদর পানি খাইতা পারতা নায়।' "

19 মাবুদে মুছারে কইলা, "হারুনরে অউ কথা কও, তুমি নিজর লাঠি লইয়া
মিসরী অকলর হক্কল পানির উপরে, দেশর গাং-নালা, খাল-বিল, আওর-
বাওর চাইরোবায় তুমার আত বাড়াও, তেউ ইতার হক্কল পানি লউ
অইযিবো। পাথর খুদিয়া বানাইল বা লাকড়ির পাতিল-কলসর মাজে থওয়া
পানিও লউ অইযিবো।"

20 অউ মুছা আর হারুনে মাবুদর হুকুম মাফিক অউলা করলা, তাইন লাঠি
উচা করি ফেরাউন আর তার উজির-নাজিরর ছামনে নীল নদর পানিত
বাড়ি মারলা, তেউ হকল পানি লউ অইগেল। 21 নীল নদর হকল মাছ
মরিগেল, হকল পানিত পচা গন্দ বার অইলো, মিসরী অকলে পানি আর
খাইতা পারলা না, মিসর দেশর হকল পানি লউ অইগেল। 22 মিসরী যাদুগির
অকলেও তারার যাদু-মন্ত্র ছাড়িয়া অউলা করলো, এতে ফেরাউনর দিল
পাষান রইলো। হে এরার মাতো কান দিলো না, যেলা মাবুদে আগে কইছলা।
23 বাদে ফেরাউনে মুছা আর হারুনরে পিছ দিয়া তার রাজবাড়িত গেলোগি,
ইতা কুন্তাতউ কান দিলো না। 24 অইলে কুনু মিসরীয়ে গাংগর পানি খাইতে
না পারায়, পানি খাওয়ার লাগি গাংগর পারর চাইরোবায় তারা গাত খুদিলা।
25 নীল নদর পানিত মাবুদর গজব নাজিল অওয়ার বাদে সাত দিন গুজরি
গেল।

আল্লার দুছরা গজব, বেঙ

8 অউ সাত দিন বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমি ফেরাউনর গেছে
যাও, গিয়া তারে কও, মাবুদে নিজে কইরা, আমার খেজমত করার
লাগি আমার বন্দা অকলরে ছাড়ি দেও। 2 তারারে না ছাড়িয়া কুনু বাধা
দিলে, আমি বেঙ দিয়া তুমার আস্তা দেশো গজব ঢালমু। 3 আস্তা নীল নদ
বেঙে ভরিযিবা, আর ইতা আইয়া তুমার রাজবাড়িত, হুতিবার ঘরো, তুমার
বিছনাত উঠিবা। আর তুমার উজির-নাজিরর ঘরো, তুমার প্রজা অকলর
ঘরো, তুমার উন্দাল আর পিঠা বানাইবার গামলাতও আইয়া হামাইবা।
4 তুমার, আর তুমার উজির-নাজিরর, আর প্রজা অকলর গতরো বেঙ
উঠিবা।"

5 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "হারুনরে কও, তুমি নীল নদ আর খাল-
বিলর উপরে হউ লাঠি আলা আত বাড়াইয়া আস্তা মিসরো বেঙ আনাও।"
6 অউ হারুনে মিসরর হকল পানির উপরে তান আত বাড়াইলা, তেউ
বেঙাইন্তে আইয়া মিসর দেশ ভরিয়া ঝাম অইগেলা, কুনু জাগা খালি রইলো
না। 7 অইলে যাদুগির অকলেও তারার যাদু-মন্ত্র দিয়া মিসরো অউলা বেঙ
আনলো।

8 বাদে ফেরাউনে মুছা আর হারুনরে আনাইয়া কইলা, "মাবুদর গেছে
আরজ করো, তাইন আমার গেছু থাকি আর আমার প্রজা অকলর গেছু
থাকি ই বেঙ অকল হরাইয়া নেউক্কা, তাইলে আমি মানষরে ছাড়ি দিমু, যাতে
তারা গিয়া মাবুদর নামে কুরবানি করতো পারে।" 9 অউগি মুছায় ফেরাউনরে
কইলা, "আপনে আমারে ঠিক করি কউক্কা, আমি কুন সময়কুর লাগি মিনতি
করতাম, কুন সময় আপনার ঘর, আপনার উজির-নাজির আর প্রজা অকলর
ঘর থাকি বেঙ অকল হরিয়া যাইতাগি, গিয়া খালি গাংগো রইতা?"

10 তাইন কইলা "কাইলকুর লাগি।" অউ মুছায় কইলা, "আপনার জবান
মতউ অউক, যাতে আপনে বুজতা পারইন, আমরার মাবুদ আল্লার হমানি
আর কেউ নাই। 11 বেঙাইন্তে আপনার গেছু থাকি, আপনার ঘর-বাড়ি থাকি,
আপনার উজির-নাজির আর প্রজা অকলর ঘর থাকি হরিয়া গিয়া খালি
নীল নদো রইবা।"

12 মুছা আর হারুন ফেরাউনর গেছু থাকি বারে গেলা, গিয়া মুছায় মাবুদর
গেছে ফরিয়াদ করলা, ফেরাউনর উপর থাকি বেঙর গজব হরানির লাগি।
13 মাবুদে মুছার আরজি কবুল করায়, তারার বাড়ি-ঘর, উঠান আর বন্দর
হকল বেঙ মরিগেল। 14 আর মানষে ইতারে জাগায় জাগায় দলা করলে,
পচিয়া দেশো গন্দ বার অইলো। 15 অইলে ফেরাউনে যেবলা দেখলো, গজব
তো হরিগেছে, অউ হে তার দিল পাষান করিল্লো। এরার মাতো আর কান
দিলো না, যেলা মাবুদে আগে কইছলা।

আল্লার তিন নম্বর গজব, মশা

16 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমি হারুনরে কও, তুমি তুমার লাঠি
বাড়াইয়া মাটির ধুলিত বাড়ি মারো, তেউ ই ধুইল মশা অইয়া আস্তা মিসর
দেশ ভরিযিবো।"

17 তারা অউলা করলা, হারুনে তান লাঠি আলা আত বাড়াইয়া মাটির
ধুলিত বাড়ি মারলা, তেউ মাটির হক্কল ধুইল মশা অইগেল। অউ মশায়
মানুষ, জানুয়ার আর মিসরর হক্কলবায় ভরিগেল। 18 আর যাদুগির অকলেও
তারার যাদু-মন্ত্র দিয়া অউলা মশা বানাইতো চাইলো, অইলে পারলো না।
মানুষ আর জানুয়ারর মাজে মশা রইলো। 19 তেউ যাদুগির অকলে
ফেরাউনরে কইলা, "ইতা তো আল্লার কুদরত।" তা-ও ফেরাউনর দিল পাষান
রইলো, হে এরার মাতে কান দিলো না, যেলা মাবুদে আগে কইছলা।

আল্লার চাইর নম্বর গজব, পুকর পাল

20 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমি ফজরে উঠিয়া ফেরাউনর গেছে
আজির অও, গেলে দেখবায় হে পানির গেছে আইবো। তুমি তারে অউলা
কইও, মাবুদে নিজে কইরা, আমার খেজমত করার লাগি তুমি আমার বন্দা
অকলরে ছাড়ি দেও। 21 যুদি না ছাড়ো তাইলে আমি তুমার, তুমার উজির-
নাজির, তুমার প্রজা অকলর উপরে, আর তুমার ঘরাইন্তর মাজে কামড়াওরা
পুকর পাল পাঠাইমু, ইতা পালে পালে আইয়া মিসরী অকলর ঘরো আর
তারার বসত-ভিটা সহ হকল জাগাত ঝাম অইযিবা। 22 অইলে আমি আমার
বন্দা অকলর বসত খানা গোশন এলাকারে ইতা থাকি বাচাইমু, ইনো পুকর
পাল আইতা নায়। তেউ তুমি বুজতায় পারবায়, আমি মাবুদ ই দেশো আছি।
23 আমি তো আমার বন্দা আর তুমার প্রজার মাজে তফাত-পার্থক্য করমু,
কাইল ই নমুনা দেখবায়।" 24 আর মাবুদে অউলা করলা, ফেরাউন আর তার
উজির-নাজিরর ঘরো কামড়াওরা পুকর পাল আইলো, আস্তা মিসর দেশর
হক্কলবায় পুকর লাগি সর্বনাশ অইগেল।

25 তেউ ফেরাউনে মুছা আর হারুনরে ডাকাইয়া কইলা, "তুমরা যাও,
দেশর ভিতরে তুমরার আল্লার নামে কুরবানি করোগি।" 26 মুছায় কইলা, "ইলা
করা ঠিক নায়, কারন আমরার মাবুদ আল্লার নামে মিসরী অকলর ঘিন্না করা
কুরবানি করতে অইবো। আর দেখউক্কা, মিসরী অকলর ছামনে তারার ঘিন্না
করা কুরবানি করলে তারা তো আমরারে পাত্থরদি ইটাইয়া মারিলিবা। 27 তে
আমরার মাবুদ আল্লায় যেলা হুকুম করবা, আমরা মরুভুমির বায় তিন দিনর
পথ হরিয়া গিয়া, তান নামে অউলা কুরবানি করমু।"

28 ফেরাউনে কইলা, "আমি তুমরারে ছাড়ি দিয়ার, তুমরা মরুভুমিত গিয়া
তুমরার আল্লার কুরবানি করো। অইলে বেশি দুরই যাইও না, তুমরা আমার
লাগিও মিনত করিও।" 29 অউ মুছায় কইলা, "দেখউক্কা, আমি আপনার গেছ
থাকি হরিয়া গিয়া মাবুদর গেছে মিনতি করমু, তেউ কাইল আপনার গেছ
থাকি, আপনার উজির-নাজির আর আপনার প্রজা অকলর গেছু থাকি
পুকর পাল হরিযিবা। অইলে মানষে মাবুদর কুরবানি করাত যাইতে আপনে
আর কুনু ভাওতাবাজি করইন না যানু।"

30 বাদে মুছায় ফেরাউনর গেছু থাকি গিয়া মাবুদর গেছে মিনতি করলা।
31 আর মাবুদে মুছার আরজি মাফিক কাম করলা। ফেরাউন, তার উজির-
নাজির আর তার প্রজা অকলর গেছু থাকি হক্কল পুক হরিগেলা, এগুও
রইলা না। 32 অইলে হিরবার ফেরাউনে তার দিল পাষান করিল্লো, মানষরে
ছাড়লো না।

আল্লার পাচ নম্বর গজব, পশুর মরকি

9 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি ফেরাউনর কাছাত গিয়া তারে কও, মাবুদ, যেইন ইবরানি অকলর আল্লা, তাইন নিজে কইরা, আমার এবাদত করার লাগি আমার বন্দা অকলরে ছাড়ি দেও। 2 তারারে ছাড়তে রাজি না অইয়া অখনও বাধা দিলে, 3 হুনিয়া রাখো, বন্দর মাজে তুমার পশুইন্তর উপরে, ঘোড়াইন্তর, গাধাইন্তর, উট, আর গরু-ছাগল, মেড়াইন্তর উপরেও আমি মাবুদে আত দিমু, বেথায়া বেমারর মরকি ছাড়িমু। 4 অইলে আমি মাবুদে মিসরর আর বনি ইছরাইলর পশুর মাজে তফাত করমু; বনি ইছরাইলর কুনু পশু মরতা নায়।”

5 আর মাবুদে সময়ও ঠিক করিয়া দিলাইলা, ছামনর কাইল তাইন দেশো ই কাম করবা। 6 হাছাউ বাদর দিন মাবুদে অউলাউ করলা, তেউ মিসরর হক্কল পশু মরিগেলা, অইলে বনি ইছরাইলর এগু পশুও মরলা না। 7 ফেরাউনে মানুষদি খবর লইয়া দেখলো, বনি ইছরাইলর এগু পশুও মরছইন না; তা-ও তার দিল পাষান রইলো, হে মানষরে ছাড়লো না।

আল্লার ছয় নম্বর গজব, বিষ-ফুরি

8 অউ মাবুদে মুছা আর হারুনরে কইলা, “তুমরা দুইওজনে মুইট ভরিয়া উন্দালর ছালি আনো, আনিয়া মুছায় অউ ছালিরে ফেরাউনর ছামনে উপরেদি ছিটাই দেও। 9 দেখবায়নে, ইতা হারা মিসর দেশর মাজে পাতলা ধুইল অইয়া হকল জাগার মানুষ আর পশুইন্তর গতরো গজবি বিষ-ফুরি অইবো।” 10 তেউ তারা উন্দালর ছালি আনিয়া ফেরাউনর ছামনে উবাইয়া, মুছায় উপরেদি ছিটাই দিলা, এতে মানষর আর পশুইন্তর গতরো বিষ-ফুরি ফুটিলো। 11 আর অউ ফুরির লাগি যাদুগির অকলে মুছার ছামনে উবাইতা পারলা না, হকল মিসরী আর যাদুগির অকলর গতরোও বিষ-ফুরি অইলো। 12 অইলে মাবুদে ফেরাউনর দিল পাষান করিল্লা। হে এরার মাতে কান দিলো না, যেলা মাবুদে আগে কইছলা।

আল্লার সাত নম্বর গজব, হিল-তুফান

13 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি বিয়ানে উঠিয়া ফেরাউনর ছামনে উবাইয়া অউলা কইও, মাবুদ, যেইন ইবরানি অকলর আল্লা, তাইন নিজে কইরা, আমার এবাদত করার লাগি আমার বন্দা অকলরে ছাড়ি দেও। 14 নাইলে ইফিরা আমি তুমার, তুমার উজির-নাজির আর তুমার প্রজা অকলর মাজে আমার হক্কল জাতির গজব ছাড়িমু। তেউ তুমি বুজবায়, হারা দুনিয়াইত আমার হমানি কেউ নাই। 15 এর আগেউ আমি আমার আত বাড়াইয়া বেথায়া মরকি দিয়া তুমারে আর তুমার প্রজা অকলরে মারতাম পারলাম অনে, তুমি দুনিয়াই থাকি বিনাশ অইগেলায় অনে। 16 আসলে এর লাগিউ আমি তুমারে দুনিয়াইত অতদিন বাচাইছি, যাতে তুমারে আমার লিলা-খেলা দেখাই, আর হারা দুনিয়াইত আমার নাম জাইর অয়। 17 তুমি অখনও আমার বন্দা অকলরে ছাড়রায় না, তুমার বেটাগিরি দেখাইরায়, 18 তে দেখিও, কাইল ই সময়ে আমি অউ লাখান হিল-তুফান আর মেঘ দিমু, যেতা মিসরর জনম থাকি আইজ পর্যন্ত কুনুদিন অইছে না। 19 এরলাগি বন্দর মাজে তুমার পশুইন আর যততা আছে, ইতারে আনিয়া ঘরো হারাও; মানুষ বা পশুইন যেতা ঘরো হামাইতা নায়, ইতার উপরে হিল পড়িয়া হক্কলটি মরবা।” 20 তেউ ফেরাউনর উজির-নাজিরর মাজে যেরা মাবুদর জবানে ডরাইলা, তারা জলদি করি নিজর গুলাম আর পশুইন্তরে ঘরর ভিতরে আনাইলা। 21 অইলে মাবুদর জবানরে যেতায় দাম দিলো না, তারার গুলাম আর পশুইন্তরে বন্দর মাজে থইলো।

22 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি আছমানর বায় নিজর আত বাড়াও, তেউ মিসরর হক্কল জাগাত হিল-তুফান অইবো, মিসরর মানুষ, পশু আর খেতর হকল গাছ-গাছালির উপরে ইতা পড়বো।” 23 অউ মুছায় তান আতর লাঠি উপরেদি তুললা, মাবুদে মিসর দেশর উপরে মেঘর ডাকি-জিলকানির লগে হিল-তুফান দেওয়াইলা; আর আছমানি ঠাঠা জমিনো পড়লো। 24 অউ হিলর লগে মেঘর জিলকানি আর ঠাঠাও আছিল। ই লাখান গজবি হিল-তুফান মিসর দেশর জনম থাকি কুনুদিনও অইছে না। 25 হারা মিসর দেশর বন্দর মাজর হক্কল মানুষ আর পশুইন্তর উপরেও খুব জুরে জুরে হিল পড়লো, আর খেতর হকল ফসল নষ্ট অইগেল আর হকল গাছ-গাছালিও ভাংগি গেল। 26 খালি বনি ইছরাইলর বসত খানা গোশন এলাকাত হিল-তুফান অইলো না।

27 বাদে ফেরাউনে মানুষ পাঠাইয়া মুছা আর হারুনরে আনাইয়া কইলো, “ইফিরা আমি অপরাধ করছি। মাবুদ তো পাক-পবিত্র, অইলে আমি আর আমার প্রজা অকল অপরাধি। 28 তে গজবি মেঘর ডাক আর হিল-তুফান তো বউত অইছে, আর জারতাম পারিয়ার না। এরলাগি আমি অখন তুমরারে ছাড়ি দিমু, আর আটকাইতাম নায়। তুমরা আমার লাগি মাবুদর গেছে মিনত করো।”

29 মুছায় তারে কইলা, “আমি টাউনর বাইরে গিয়াউ মাবুদর গেছে আত তুলমু, তেউ মেঘর ডাক, হিল-তুফান বন্দ অইযিব, যাতে আপনে বুজতা পারইন ই দুনিয়াই তো মাবুদর। 30 অইলে আমি তো জানি, আপনে বা আপনার উজির-নাজির অকলে অখনও আল্লা মাবুদরে ডরাইরা না।”

31 ই সময় খেতর হকল নালিয়া গাছ আর বার্লি নষ্ট অইগেল, কারন নালিয়া গাছর ফুল আর বার্লির ছড়া বার অই গেছিল। 32 অইলে কুনুজাতর গমর গাছ বড় না অওয়ায় ইতার খেতি অইলো না।

33 তেউ মুছায় ফেরাউনর ছামনে থাকি টাউনর বারে গিয়া মাবুদর গেছে আত তুললা, লগে লগে মেঘর ডাক, হিল-তুফান বন্দ অইলো, মেঘর জড়িও বন্দ অইগেল। 34 অইলে ফেরাউন আর তার উজির-নাজির অকলে মেঘ, মেঘর ডাক আর হিল পড়া বন্দ অইগেছে দেখিয়া তারার দিল পাষান করিল্লা। ফেরাউনে হিরবার গুনা করলো। 35 তার দিল পাষান অইযাওয়ায়, হে বনি ইছরাইলরে ছাড়লো না, মাবুদে আগে যেলা মুছারে কইছলা।

আল্লার আট নম্বর গজব, পংগপাল

10 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি ফেরাউনর গেছে যাও; আমি তো তার আর তার উজির-নাজিরর দিলরে পাষান করিলিছি, যাতে তারার ছামনে আমি আমার কুদরতি লিলা-খেলা দেখাইতাম পারি। 2 আমি মিসরী অকলর উপরে যেতা যেতা কঠিন গজব দিছি, তারার মাজে কুদরতি যেতা লিলা-খেলা জাইর করছি, তুমি ইতা তুমার আওলাদ আর নাতি-পুতির গেছে গফ করতায় পারো, আর আমিউ যেন মাবুদ ইটা বুজতায় পারো।”

3 তেউ মুছা আর হারুনে ফেরাউনর গেছে গিয়া কইলা, “আল্লা, যেইন ইবরানি অকলর মাবুদ, তাইন নিজে কইরা, তুমি আমার ছামনে মাথা নোয়াইতে আর কতদিন হুরাইল রইতায়? হুনো, তুমি আমার বন্দা অকলরে আমার এবাদত করার লাগি ছাড়ি দেও। 4 তারারে ছাড়তে রাজি না অইলে দেখিও, আমি কাইল তুমার সীমানাত পংগপাল অকল ছাড়িমু। 5 ইতায় আইয়া তুমার আস্তা জমিনরে অউলা বেরিলিবা, কুনু মানষে মাটি দেখতো পারতো নায়। হিল-তুফান থাকি যততা বাচিগেছে, খেতর মাজে যতো গাছ-গাছালি রইছে, ইতা হক্কলতা তারা খাইলিবা। 6 তুমার নিজর ঘর-বাড়ি, তুমার উজির-নাজিরর ঘরাইন, আর হক্কল মিসরী অকলর ঘরাইন ভরিয়া ঝাম অইযিবা। তুমার ময়-মুরব্বি আর তারার বাফ-দাদা অকলেও দুনিয়াইত তারার জনম থাকি আইজ পর্যন্ত কুনুদিন অউলা দেখছইন না।” অখান কইয়াউ তাইন মুখ ফিরাইয়া ফেরাউনর গেছ থাকি বারে গেলাগি।

7 ফেরাউনর উজির-নাজিরে তারে কইলা, “ই বেটায় আর কতদিন আমরারে ছাতাইতো? অতার মাবুদ আল্লার এবাদতর লাগি অতারে ছাড়ি দেউক্কা। আপনে অখনও কুন্তা বুজরা না নি, আস্তা মিসর দেশনু ছারখার অইযার?” 8 অউ ফেরাউনে মুছা আর হারুনরে হিরবার আনাইলো, আনাইয়া কইলো, “তুমরা যাওগি, গিয়া তুমরার মাবুদ আল্লার এবাদত করো। অইলে কে কে যাইতায় চাইরায়?” 9 মুছায় কইলা, “আমরা তো মাবুদর নামে হজো যাইরাম। তে আমরার হুরুতাইন, মুরব্বি, পুয়া-পুড়িন আর গরু-ছাগল লইয়া যাইমু।” 10 ফেরাউনে কইলো, “আইচ্ছা, আমি যুদি হাছাউ তুমরারে হুরুতা-মুরুতা দিয়া ছাড়ি দেই, তে তুমরার অউ মাবুদও যানু তুমরার লগে অইয়া যায়গি। খবরদার! তুমরার মতলব তো ভালা নায়। 11 না, ইলা তো অইতো নায়, তুমরার হক্কলতা নিতে দিতাম নায়। তুমরা যেবলা যাইতায়উ চাইরায়, তে খালি বেটাইন যাওগি।” অখান কইয়া হারি ফেরাউনে তার ছামনে থাকি মুছা আর হারুনরে খেদাই দিলো।

12 তেউ মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি মিসর দেশর উপরে পংগপালর লাগি আত তুলো, পংগপালে আইয়া মিসরর জমিনর হকল গাছ-গাছালি খাইলিবো। হিল-তুফান থাকি যততা বাচিছে, ইতা হক্কলতা খাইলিবো।”

13 মুছায় মিসরর উপরে তান লাঠি মেলিয়া ধরলা, আর মাবুদে হারা দিন হারা রাইত দেশর মাজে পুবালি হাওয়া ছাড়লা, অউ পুবালি হাওয়ায় বিয়ানে পংগপাল লইয়া আজিলো। 14 হারা মিসর দেশর উপরে পংগপালে ঝাম অইগেলা। মিসরর হকল জাগাত পংগপালে গিছগিছ করলা, খুব বেজাতি পংগপাল আইলা, অউলা পংগপাল এর আগেও কুনু দিন অইছইন না আর বাদেও কুনু দিন অইতা নায়। 15 তারা আস্তা জমিনর উপর গুরিলিলা, দেশ আন্দাইর অইগেল, আর জমিনর যতো খেত, গাছ-গাছালি হিল-তুফান থাকি বাচি গেছিল, ইতা হক্কলতা খাইলিলা। আস্তা মিসরর কুনু গাছ-গাছালি বা খেতর ফসল কুন্তাউ রইলো না। 16 ফেরাউনে জলদি করি মুছা আর হারুনরে আনাইয়া কইলো, “আমি তো তুমরা আর তুমরার মাবুদ আল্লার গেছে গুনাগার অইগেছি। 17 তে মিনত করিয়ার, খালি একখান বার আমার গুনা মাফ করি দেও। আমার গেছ থাকি ই কা’ল অকলরে হরাই নেওয়ার লাগি, তুমরার মাবুদ আল্লারে মিনত করো।”

18 অউ মুছায় ফেরাউনর গেছ থাকি হরিয়া গিয়া মাবুদর গেছে মিনত করলা; 19 আর মাবুদে খুব জুরে পচ্চিমা হাওয়া ছাড়লা, ইতায় পংগপাল অকলরে খেদাইয়া ছাফ করিয়া নীল দরিয়াত ফালাইলো, মিসরর কুনু জাগাত এগু পুকও রইলো না। 20 অইলে মাবুদে ফেরাউনর দিল পাষান করিল্লা, হে বনি ইছরাইলরে ছাড়লো না।

আল্লার নয় নম্বর গজব, আন্দাইর

21 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি আছমান মুখা তুমার আত বাড়াও; তেউ হারা দেশো অতো ঘনো আন্দাইর অইবো, ই আন্দাইর আত দিয়া ছোয়া যাইব।” 22 মুছায় আছমান মুখা আত বাড়াইলে তিন দিন পর্যন্ত হারা মিসর দেশ খুব ঘনো আন্দাইর অইলো। 23 তিন দিন কেউ কেউরর মুখও দেখতো পারলো না, কেউ জাগা থাকি লড়তো পারলো না। অইলে বনি ইছরাইলর হকল ঘরো কুনু রোশনির অভাব আছিল না। 24 ফেরাউনে মুছারে আনাইয়া কইলো, “যাও, তুমরা গিয়া তুমরার মাবুদর এবাদত করো, তুমারর হুরুতাইনরেও নেওগি, খালি তুমরার গরু-ছাগলর পাল থাকউক।”

25 মুছায় কইলা, “আমরার মাবুদ আল্লার নামে দিবার লাগি, পশু কুরবানি আর জালাইল কুরবানির পশুইন আমরার লগে নিতে অইবো। 26 আমরার লগে অইয়া আমরার পশুইনও যাইবা, পশুর একখান খুরাও থইয়া যাইতাম নায়। আমরার মাবুদ আল্লার এবাদতর লাগি অন থাকি কুরবানি করা লাগবো, আর কিতা কিতা কুরবানি করতাম, ইতা আমরা হনো না গেলে কইতাম পারতাম নায়।”

27 অইলে মাবুদে ফেরাউনর দিল পাষান করিল্লা, হে এরারে ছাড়তে রাজি অইলো না। 28 ফেরাউনে কইলো, “আমার ছামনে থাকি বাগো। খবরদার! আমার মুখর ছামনে আর কুনু দিন আইও না। আমার ছামনে যেদিন আইবায়,

হিদিন জান খুয়াইবায়।” 29 মুছায় কইলা, “ভালারে ভালা! আমি শখ করিয়া
কুনু দিনউ আপনার মুখ দেখীত আইতাম নায়।”

আখেরি গজবর হুশিয়ারি

11 মাবুদে মুছারে কইলা, “আমি ফেরাউন আর মিসর দেশর উপরে
আর মাত্র একটা গজব ছাড়মু, এরবাদে হে তুমরারে অনথনে
ছাড়িদিবো, ছাড়ার বালা হে তুমরারে এক্কেবারে খেদাই দিবো।
2 তুমি বনি ইছরাইলরে হিকাই দেও, হক্কল বেটাইন-বেটিন্তে তারার মিসরী
আরি-ফরির গেছ থাকি সোনা-রুপার গয়না-গাটি খুজিয়া নেউক।” 3 অউ
হালতো মিসরী অকলর নজরো মায়া পাইতে মাবুদে সাইয্য করলা। এরমাজে
মিসর দেশো ফেরাউনর উজির-নাজির আর প্রজা অকলর গেছে হজরত
মুছা খুব ইজ্জতি বনিগেলা।
4 মুছায় ফেরাউনরে কইলা, “মাবুদে নিজে কইরা, আমি আধা রাইতকুর
বালা মিসর দেশর মাজদি যাইমু। 5 এতে গদিত বওয়া ফেরাউনর বড় পুয়া
থাকি বারা-ভানরা বান্দির পুয়া পর্যন্ত, মিসর দেশর মাজে রওরা হক্কল
পরিবারর বড় পুয়াইন মরিযিবা। এরলগে হকল পশুইন্তর পয়লা মেদা
বাইচ্চাও মরিযিবা। 6 ই লাখান দশা মিসর দেশো কুনু দিন অইছেও না আর
অইতোও নায়, আস্তা মিসর দেশো অউ লাখান কান্দন কান্দিবা। 7 অইলে
বনি ইছরাইলর কুনু মানুষ বা পশুর বায় এগু কুত্তায়ও উহ্ করতো নায়, যাতে
আপনারা বুজতা পারইন আমি মাবুদে মিসরী আর বনি ইছরাইলর মাজে
তফাত করি।” 8 হেশে মুছায় ফেরাউনরে কইলা, “অউ সময় আপনার হক্কল
উজির-নাজিরে আইয়া আমার ঠেংগো পড়িয়া কইবা, আপনে আপনার
হকল মানষরে লইয়া বিদায় নেইনগি, এরবাদে আমি বার অইমু।” অখান
কইয়া তাইন গুছায় আগুইন অইয়া ফেরাউনর গেছ থাকি হরিয়া গেলা।
9 মাবুদে মুছারে কইছলা, “ফেরাউনে তুমার কথা মানতো নায়, যাতে মিসর
দেশো আমার কেরামতির পরিমান আরো বাড়ে।” 10 এরলাগি মুছা আর
হারুনে ফেরাউনর ছামনে অউ কেরামতি অকল দেখাইলা। অইলে মাবুদে
ফেরাউনর দিলরে পাষান করিল্লা, হে নিজর দেশ থাকি বনি ইছরাইলরে
ছাড়লো না।

আজাদি ইদ আদায় করার হুকুম

12 বাদে অউ মিসর দেশর ভিতরে মাবুদে মুছা আর হারুনরে কইলা,
2 “ই চান্দখান বছরর পয়লা চান্দ অইবো, তুমরা ই চান্দরে বছরর
পয়লা চান্দ গনিও। 3 তুমিতাইন তামাম বনি ইছরাইলরে দলা করি
জানাই দেও, অউ চান্দর দশ তারিখো তুমরার হকল পরিবারর মুরব্বিয়ে,
যারযির পরিবারর লাগি এগু করি মেড়া বা ছাগলর বাইচ্চা নিবায়। 4 অইলে
কুনু পরিবারো এর গোস্ত খাওয়ার মানুষ কম অইলে, লাগা ঘরর মানষর লগে
মিলিয়া, দুইও পরিবারে যতখান খাইতা পারইন, হউ অনুমানে মেড়া বা
ছাগলর বাইচ্চা নিবায়। 5 ই বাইচ্চা অইবো নিখুত, এক বরছ বয়সর পাঠা
বাইচ্চা অইতে অইবো; তুমরা মেড়া বা ছাগলর বাইচ্চা নিতায় পারবায়।
6 আর অউ চান্দর চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত ইটার যতন করবায়, বাদে তামাম বনি
ইছরাইল একলগে মিলিয়া, তারা হাইঞ্জা বালা যারযির পরিবারে অউ
বাইচ্চাইন জবো করবা। 7 জবো করার বাদে তারা এর কিছু লউ নিয়া যতো
ঘরো এর গোস্ত খাইবা, অতো ঘরর দুয়ারর চৌকাঠর দুইও গালাত আর
উপরর চৌকাঠো অউ লউ লাগাইবা। 8 হউ রাইতউ তারা ই গোস্ত
আগুইনদি ছেকিয়া খামির ছাড়া রুটি আর তিত্বা হাগর লগে মিলাইয়া
খাইবা। 9 ই গোস্ত তুমরা কাচা, বা পানিদি রান্দিয়া খাইও না। খালি
আগুইনদি ছেকিয়া খাইও, এর ঠেং, কল্লা সুদ্ধা ভিতরর হক্কলতা একখানো
ছেকিও, বাদে খাইও। 10 রাইত পুয়ানির আগে খানি শেষ করিও, বিয়ান পর্যন্ত
কুন্তাউ বাকি থইও না। যুদি কুন্তা বাকি রইযায়, তে আগুইনদি জালাইলিও।
11 ই খানি খাওয়ার বালা তুমরার কমরর কাপড় মজবুত করি ফিন্দিও, পাওত
জুতা লাগাইও, আতর লাঠি লইও। জলদি করি খানি খাইও। ইটা অইলো
মাবুদর নামর আজাদি ইদ। 12 হউ রাইতউ আমি মিসর দেশর মাজদি যাইমু,
দেশর হক্কল মানষর বড় পুয়ারে আর পশুর পয়লা মেদা বাইচ্চারেও
মারিলিমু। মিসরর হকল দেব-দেবীর বিচার করিয়া সাজা দিমু; আমিউ মাবুদ।
13 অইলে তুমরার দুয়ারর চৌকাঠো লেপা লউ দেখলে আমি বুজমু ই ঘরো
তুমরা রও। এরলাগি আমি মিসর দেশো গজব ঢালিবার সময়, লউ লেপা
অউ ঘর বাদ দিয়া ছামনেদি যাইমু। মউতর গজব থনে তুমরা রেহাই পাইবায়।
14 অউ দিনরে তুমরা ইয়াদ রাখিও আর আমি মাবুদর নামে ইদর দিন মানিও।
ই ইদরে তুমরা আমার হুকুম মনো করিয়া হর-হামেশা ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ
ধরি মানিয়া যাইও।”

খামির ছাড়া রুটি খাওয়ার হুকুম

15 মাবুদে কইলা, “তুমরা সাত দিন পর্যন্ত খামির ছাড়া রুটি খাইবায়। পয়লা
দিনউ যারযির ঘর থাকি হকল খামির ফালাই দিবায়। ই সাতো দিনর মাজে
যেগুয়ে খামির আলা নান রুটি খাইবো, তারে বনি ইছরাইল থনে ফুছিয়া
ফালাইল অইবো। 16 পয়লা দিন আর সাত নম্বর দিন তুমরা পবিত্র মিলন-
মাহফিল আদায় করবায়, ই দুই দিন খালি জরুরি খাওয়া-দাওয়া ছাড়া দুছরা
কুনু কাম-কাজ করবায় না। 17 অউ লাখান তুমরা খামির ছাড়া রুটির ই ইদ
আদায় করিও, আমার হুকুম মনো করিয়া ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি হর-
হামেশা ই ইদ আদায় করিও। অউ দিনউ আমি তুমরারে সিপাই দলর লাখান
করি মিসর দেশ থাকি বার করি আনমু। 18 তুমরা পয়লা চান্দর চৌদ্দ তারিখর
হাইঞ্জা থাকি শুরু করিয়া, একুইশ তারিখর হাইঞ্জা পর্যন্ত খামির ছাড়া রুটি
খাইও। 19 অউ সাত দিন যাতে তুমরার ঘরো খামিরর কুনু নাম-নিশানা না
থাকে, অউ সময় কেউ যুদি খামির আলা খানি খায়, তে হে তুমরার নিজর
জাতির অউক বা ভিন জাতির অউক, তারে বনি ইছরাইলর সমাজ থাকি
ফুছিয়া ফালাইল অইবো। 20 ই সাত দিন তুমরা যেনোউ রও না কেনে খামির
আলা কুন্তাউ খাইও না; খালি খামির ছাড়া রুটি খাইও।”
21 মুছায় বনি ইছরাইলর হকল ময়-মুরব্বিরে দলা করিয়া কইলা, “আপনারা
যাউক্কা, গিয়া যারযির পরিবারর লাগি আজাদি ইদর মেড়ার বাইচ্চা আনিয়া
জবো করউক্কা। 22 আর ‘এছুব’ গাছর এক আটি ডেটা লইয়া, পাতিলো
থওয়া লউত বুড়াইয়া দুয়ারর চৌকাঠর দুইও গালাত আর উপরে লাগাইও।
সাবধান! সুরুজ উঠার আগে কেউ ঘরর বারে বার অইও না। 23 মিসরী
অকলরে মারার লাগি মাবুদে যেবলা মিসর দেশর মাজদি তশরিফ নিবা, অউ
সময় তুমরার চৌকাঠর উপরে আর দুইও গালাত লউ দেখলে, তাইন ই ঘর
বাদ দিয়া ছামনেদি আগুয়াইবা। আজরাইল ফিরিস্তারে তুমরার ঘরো
হামাইয়া মারতে দিতা নায়।
24 “আমার বাতাইল হুকুম মনো করিয়া তুমরা আর তুমরার আওলাদ
অকলে ই ইদরে আদায় করিও। 25 আমি আমার নিজর ওয়াদা মাফিক
তুমরারে যে দেশ দিমু, হউ দেশো গিয়া হারলেও তুমরা ই ইদ আদায় করিও।
26 তুমরার হুরুতাইন্তে যেবলা তুমরারে জিকাইবা, ই ইদর কারন কিতা? ইটা
কিলা আইছে? 27 তে তুমরা জুয়াপ দিও, ইটা মাবুদর নামে আজাদি ইদর
কুরবানি। মিসরী অকলরে মারবার বালা তাইন মিসর দেশো বনি ইছরাইলর
ঘর বাদ দিয়া ছামনেদি আগুয়াই গিয়া, আমরারে আজাদ করছলা।” ইখান
হুনিয়া হকল মানষে মাবুদরে সইজদা করলা। 28 মুছা আর হারুনরে মাবুদে
যেলা বাতাই দিছলা, হকল বনি ইছরাইল তারার ঘরো গিয়া অউ লাখান কাম
করলা।

দশ নম্বর বা আখেরি গজব, বড় পুয়ার মউত

29 হেশে মাজ রাইতে অউ লাখান ঘটলো, মাবুদে গদিত বওয়া ফেরাউনর
পুয়া থনে জেল খানার বন্দির পুয়া পর্যন্ত হক্কলরে মারিলিলা। মিসর দেশর
হক্কল পরিবারর বড় পুয়াইন আর পশুইন্তর পয়লা মেদা বাইচ্চারেও তাইন
মারিলিলা। 30 তেউ ফেরাউন আর তার উজির-নাজির অকল, মিসরর হকল
মানুষ হজাগ অইয়া উঠলা, আস্তা মিসর দেশো বেথায়া কান্দনর রুইল
পড়লো; কারন অলা কুনু ঘর রইছিল না, যে ঘরো কেউ না কেউ মরছে না।

মিসর দেশ থাকি বনি ইছরাইলর হিজরত

31 হউ রাইতউ ফেরাউনে মুছা আর হারুনরে আনাইয়া কইলো, “তুমরা
জলদি যাও, বনি ইছরাইলরে লইয়া আমার প্রজার গেছ থনে হরো। তুমরা
যেলা কইছো, অউলা গিয়া মাবুদর এবাদত করো। 32 তুমরার জবান মতউ
তুমরার গরু-মেড়ার পাল অকলরেও নেওগি। তুমরা আমারেও নেক দোয়া
দেও।”
33 মিসরী অকলে খুব ডরাইলা, তারা মনো করলা তারাও মরিযিবা।
এরলাগি তারা তাগদা দিতা লাগলা, বনি ইছরাইল জলদি করি বিদায়
অইতা। 34 বনি ইছরাইলে তারার ময়দার খাইর মাজে খামির পুরাইবার
আগেউ, খাই সহ গামলাইন কাপড়দি গাইট বান্দিয়া কান্দো লইলা। 35 হকল
বনি ইছরাইলে মুছার পরামিশ মত, মিসরী অকলর সোনা-রুপার গয়না-গাটি
আর কাপড়-চুপড় খুজিয়া নিলা। 36 মাবুদে আগ থনেউ মিসরী অকলর
দিলর মাজে এক দয়া-মায়া পয়দা করছলা, যাতে বনি ইছরাইলে যেতা
খুজিবা, অতাউ যানু তারারে দেইন। অউ লাখান করি তারা মিসরী অকলর
বউত ধন-দৌলতও কবজা করলা।
37 অতা নিয়া বনি ইছরাইল রামাষেষ এলাকা থাকি সুক্কতর মুখা রওয়ানা
অইলা। তারার মাজে অনুমান ছয় লাখ সবল বেটাইন আটিয়া গেলা। এরার
লগে বেটিন আর হুরুতাইনও আছলা। 38 বনি ইছরাইল বাদেও তারার লগে
রওরা আরো বউত মানুষ, গরু-মেড়ার পাল হকলতা মিলিয়া বউত বড় দল
বান্দিয়া রওয়ানা দিলা। 39 বাদে তারা মিসর থাকি আনা হউ ময়দার খাই
দিয়া খামির ছাড়া রুটি বানাইলা। মিসর থাকি তারারে জলদি করি বিদায়
দেওয়ায় ই খাইত খামির মাখাইবার সময়উ পাইছলা না, আর পথর লাগি কুনু
মছাও নিতা পারছলা না।
40 বনি ইছরাইল মিসরো হক্কলতায় চাইরশো তিশ বরছ বসত করছলা।
41 ঠিক অউ চাইরশো তিশ বরছ পুরা অইবার দিনো মাবুদর হক্কল বন্দা,
সিপাই দলর লাখান হাজিয়া মিসর দেশ থাকি বার অইলা। 42 অউ রাইত
মাবুদে আপন কুদরতি ছায়ায় পাহারা দিয়া তারারে মিসর দেশ থাকি বার
করিয়া আনায়, ই রাইতখান এবাদতির রাইত। হক্কল বনি ইছরাইলর লাগি
ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি, মাবুদর নামে উজাগরি করার এক খাছ রাইত।

আজাদি ইদ আদায় করার নিয়ম-কানুন

43 মাবুদে মুছা আর হারুনরে কইলা, “আজাদি ইদর কুরবানির নিয়ম-কানুন
আমি তুমরারে হিকাই দিয়ার। হুনো, অইন্য কুনু জাতির মানষরে এর গোস্ত
খাইতে দিবায় না। 44 অইলে খরিদা গুলামে মছলমানি করানির বাদে ইতা
খাইতো পারবো। 45 অইন্য যেকুনু জাতির মুছাফির বা বেতন দারি
কামলারেও ইতা খাওয়াইও না। 46 তুমরা যার বাড়িত পশু জবো করবায় হউ
বাড়িতউ এর গোস্ত খাইতে অইবো; বাড়ির বারে কুন্তাউ নিবায় না, পশুর
কুনু আড্ডি ভাংগিবায় না। 47 তামাম বনি ইছরাইলে অউ ইদ আদায় করবায়।
48 তুমরার লগে রওরা কুনু আবাদিয়ে যুদি মাবুদর নামর ই ইদ মানতো চায়,
তে পয়লা তার পরিবারর হকল বেটাইন্তর মছলমানি করানি লাগবো। বাদে
হে বনি ইছরাইলর লাখান ইদ আদায় করতো পারবো। অইলে মছলমানি
করানি ছাড়া কেউ ই গোস্ত খাইতো পারতো নায়। 49 বনি ইছরাইলর লাগি
আর আবাদির লাগিও এক হমান আইন জারি অইলো।”

50 মাবুদে মুছা আর হারুনরে যেলা হুকুম দিছুলা, বনি ইছরাইলে হাছারর
অউলাউ আমিল করলা। 51 মাবুদে হউ দিনউ সিপাই দলর লাখান করি, বনি
ইছরাইল অকলরে মিসর দেশ থাকি বার করি আনলা।

বড় পুয়ারে আল্লার নামে সপিয়া দিবার হুকুম

13 মাবুদে মুছারে হুকুম দিলা, 2 "তুমি বনি ইছরাইলর হক্কল পরিবারর
বড় পুয়াইনরে আমার নামে অলিগ করিয়া সপিয়া দেও। ইতা কুনু
মানষর পুয়া অউক বা পশুর বাইচ্চা অউক। হকলতার বড় পুয়াইন
খালি আমারউ।"
3 তেউ মুছায় মানষরে কইলা, "ই দিন খানরে তুমরা ইয়াদ রাখিও, অউ
দিনউ তুমরা মিসরর গুলামি থাকি আজাদ অইছো। মাবুদে তান কুদরতি
আত দিয়া তুমরারে হুন থাকি বার করছইন। ই দিন কুনুজাতর খামির আলা
খানা খাইও না। 4 আবীব চান্দর অউ তারিখো তুমরা বার অইলায়। 5 মাবুদে
তুমরার বাফ-দাদার গেছে ওয়াদা করছইন, কেনানী, হিট্টী, আমোরী, হিব্বী
আর যিবুজী অকলর দেশো তুমরারে নিবাগি। ই দেশ দুধ আর মউর ভান্ডার
আলা দেশ। তে হনো গিয়া হারলেও তুমরা পরতেক বছর আবীব চান্দর অউ
ইদ আদায় করিও।
6 "তুমরা সাত দিন পর্যন্ত খামির ছাড়া রুটি খাইও, বাদে সাত নম্বর দিনো
মাবুদর নামে ইদ আদায় করিও। 7 ই সাতো দিন খামির ছাড়া রুটি খাওয়া
লাগবো, তুমরার গেছে খামির আলা কুনুজাতর খানা যাতে না দেখি, তুমরার
আস্তা দেশর ভিতরেও যানু কুনু খামির না মিলে। 8 ই দিন তুমরা হকলে
যারযির পুয়াইন্তরে কইও, 'আমরা যেবলা মিসর থাকি বার অইয়া আইছলাম,
অউ সময় মাবুদে আমরারে যেলা রহম করছলা, অতার ইয়াদ-গারির লাগি
আমিও অখন অলা কররাম।' 9 অউ লাখান তুমরা যারযির আওলাদ
অকলরে মাবুদর হুকুম তালিম দিও, যাতে তুমরার মনো রয়, মাবুদে তান
কুদরতি আত দিয়া তুমরারে মিসর দেশ থাকি বার করি আনছইন। তুমরার
আতর বা কপালর তাবিজ-কবজর লাখান, অউ তালিমরেও হামেশা চখুর
ছামনে রাখিও। 10 এরলাগি পরতেক বরছ অউ অখত আইলেউ তুমরা ই
নিয়ম আদায় করিও।
11 "মাবুদে তুমরার গেছে আর তুমরার বাফ-দাদাইন্তর গেছে যেলা ওয়াদা
করছইন, অউ ওয়াদা মাফিক তাইন তুমরারে কেনানী অকলর দেশ দান
করছইন। তে মাবুদে হনো নিয়া হারলে, 12 তুমরা যারযির বড় পুয়ারে মাবুদর
নামে সপিয়া দিলাইও; এরলগে তুমরার হকল পশুইন্তর পয়লা মেদা
বাইচ্চারেও মাবুদর নামে দিলাইও, ইতা তো মাবুদরউ। 13 অইলে হকল
গাধীন্তর পয়লা মেদা বাইচ্চার বদলা, তুমরা এগু মেড়ার বাইচ্চা দিয়া খালাছ
করাইও। খালাছ না করাইলে গাধা বাইচ্চার গর্দনা ভাংগি দিও। মনো রাখিও,
তুমরার হক্কল পরিবারর বড় পুয়াইনরে খালাছ করানি লাগবো।
14 "তুমরার পুয়াইন্তে যেবলা জিকাইবা, ইতা কিতার লাগি করা লাগে?
তুমরা জুয়াপ দিও, 'মাবুদে তান কুদরতি আত দিয়া আমরারে মিসরর গুলামি
থাকি আজাদ করি আনছইন। 15 ফেরাউনে না-হুমারি করিয়া যেবলা
আমরারে আইতে দিলো না, অউ সময় মাবুদে মিসর দেশর হকল পরিবারর
বড় পুয়াইন্তরে, মানষর পুয়াইন আর পশুইন্তর পয়লা মেদা বাইচ্চাইনরে
মারিল্লা। অউ কারনে আমরার বড় পুয়াইনরে মাবুদর গেছ থাকি খালাছ
করাই, আর পশুর পয়লা মেদা বাইচ্চারে কুরবানি দেই। 16 ইটা অমন এক
ইয়াদ-গারির ইদ, আত বা কপালো বান্দা তাবিজ-কবজর লাখান যানু হামেশা
চখুর ছামনে রয়, আর মাবুদে তান কুদরতি আত দিয়া আমরারে মিসর থাকি
বার করি আনছইন, অখান মনো রয়।' "

আল্লার কুদরতি হাজিরা মেঘর আর আগুনির খুটি

17 ফেরাউনে বনি ইছরাইলরে ছাড়ার বাদে, ফিলিস্তিনী অকলর দেশর
মাজদি সিদা পথ থাকলেও আল্লায় তারারে হি পথেদি নিলা না। আল্লায়
কইলা, হেশে যুদি কুনু যুদ্ধর মুকাবিলা করা লাগে, তে মানষে যুদ্ধর ডরে
হিরবার মিসরো ফিরিযিতো পারে। 18 এরলাগি তাইন মানষরে নীল দরিয়ার
পারেদি মরুভুমি বায় নেওয়াইলা; তামাম বনি ইছরাইলে সিপাই দলর লাখান
হাজি-পাড়ি মিসর দেশ থাকি রওয়ানা অইলা। 19 যাওয়ার বালা মুছা নবীয়ে
হজরত ইউছুফর কয়বর থাকি তান আড্ডি-গুড্ডি লগে করি নিলা। ইউছুফে
বনি ইছরাইলরে মজবুত করি কছম করাই কইছলা, "আল্লায় নিচয় তুমরারে
হেফাজত করবা, তে তুমরা যাওয়ার বালা আমার আড্ডিগুইন তুলিয়া লগে
করি নিওগি।"
20 বাদে তারা সুক্কত টাউন থাকি রওয়ানা অইয়া মরুভুমির কিনারো এথম
নামর জাগাত আইয়া তাম্বু গাড়িলা। 21 আর মাবুদে তারারে পথ চিনানির
লাগি দিনর বালা মেঘর খুটির ছুরতে রইতা, আর রাইতর বালায় ফর
দেখানির লাগি আগুনির খুটির ছুরতে তারার আগে-আগে যাইতা, এরলাগি
তারা রাইত-দিন হমানে চলতা পারতা। 22 মানষর ছামনে হামেশা দিনর বালা
মেঘর খুটি আর রাইতর বালা আগুনির খুটি রইতো।

ফেরাউনে বনি ইছলাইলরে ধরাত আইলো

14 মাবুদে মুছারে কইলা, 2 "তুমি বনি ইছরাইলরে কও, তারা ঘুরিয়া
আইয়া ফামা-হিরোত নামর জাগার কান্দাত মিগদোল আর দরিয়ার
মাজামাজি, বাআল-জাফন এলাকার ছামনে দরিয়ার চরর মাজে
তাম্বু গাড়িতা। 3 ইতা দেখলে ফেরাউনে মনো করবো, বনি ইছরাইলে কুনু
বায় পথ না পাইয়া ঘুরা-ঘুরি করতে করতে মরুভুমিত আটকি গেছইন।
4 আমি ফেরাউনর দিলরে পাষান বানাইমু, হে তুমরার খরে খরে খেদানিত
আইবো। তেউ ফেরাউন আর তার সিপাই অকলরেদি আমার নাম উজিলা
অইবো; ইতা দেখিয়া মিসরী অকলেও বুজিলিবা, আমিউ মাবুদ।" মাবুদর
হুকুম মাফিক বনি ইছরাইলে অউলা করলা।
5 হাছাউ মিসরর বাদশা ফেরাউনে যেবলা খবর পাইলো, বনি ইছরাইল
অকল বাগি গেছইন, হুনিয়াউ ফেরাউন আর তার উজির-নাজিরর দিল
ফিরিগেল। তারা কইলা, "হায়, হায়! আমরা ইতা কিতা করছি? ইতারে
আমরার গুলামি থাকি কেনে ছাড়লাম?" 6 অখান কইয়াউ ফেরাউনে তার
যুদ্ধর ঘোড়ার গাড়ি হাজানির হুকুম দিয়া, তার সিপাই অকলরে জুইত
করাইলো। 7 হে তার খাছ শক্তিমান ছয়শ ঘোড়ার গাড়ি, মিসরর সব ঘোড়ার
গাড়িন আর এরার চালকদার সিপাইরেও লগে লইলো। 8 মাবুদে মিসরর
বাদশা ফেরাউনর দিলরে পাষান করিল্লা, হে বনি ইছরাইলর খরে খরে
খেদানিত আইলো। এরা যেবলা হিম্মত করি আটিয়া যাইরা, অউ সময় হে
এরারে ধরাত আইলো। 9 হে মিসর দেশর হকল ঘোড়-ছওয়ার সিপাই,
ঘোড়ার গাড়ি আলা সিপাই সহ আস্তা আমি দল লইয়া এরারে ধরার লাগি
এরার কান্দাত আইল্লো। অউ সময় বনি ইছরাইল অকল দরিয়ার পারো
বাআল-জাফনর ছামনে ফামা-হিরোতর কান্দাত আছলা।
10 তারা কান্দাত আইতেউ বনি ইছরাইলে চাইয়া দেখলা, তারার খরে
অইয়া মিসরী সিপাই আইরা; দেখিয়াউ জানর ডরে মাবুদর দরবারো কান্দন
লাগাইলা। 11 তারা মুছারে কইলা, "মিসরো কয়বর দিবার জাগা নাই দেখিয়া,
আমরারে মারতায় করি অউ মরুভুমিত লইয়া আইছো নি? তুমি ইতা কিতা
করলায়? কেনে আমরারে মিসর থাকি বার করলায়? 12 মিসরর ভিতরে
আমরা তুমারে কইছি না নি, আমরারে অনো রইতে দেও, আমরা মিসরীন্তর
গুলামি করি? ই মরুভুমিত মরার চাইতে মিসরীন্তর গুলামি করাউ তো
আমরার লাগি ভালা আছিল।"
13 মুছায় তারারে কইলা, "তুমরা ডরাইও না। হকলে নিরাই অইয়া দেখো,
মাবুদে আইজ কিলা বাচাইন। অউ যেতা মিসরীন্তরে অখন দেখরায়, ইতারে
আর কুনু দিনউ দেখতায় নায়। 14 তুমরা অখন শান্তি অও, দেখো, মাবুদেউ
তুমরার পক্ষ অইয়া যুদ্ধ করবা।"

আল্লার কুদরতে নীল দরিয়া হুকাই গেল

15 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমি কেনে আমার গেছে কান্দিরায়? বনি
ইছরাইলরে কও না, ছামনেদি আগুয়াইতা। 16 আর তুমার আতর লাঠিরে
বাড়াইয়া দরিয়ার উপরে উচা করি ধরো, দরিয়ারে দুই ভাগ করিলাও। তেউ
তামাম বনি ইছরাইল হুকনা বায় আটিয়া দরিয়া পার অইবা। 17 খিয়াল
রাখিও, আমি মিসরী অকলর দিল অলা পাষান বানাইমু, তারা এরারে ধরার
নিয়তে দরিয়াত হামাইবা। এরবাদে ফেরাউন, তার সিপাই, তার ঘোড়ার
গাড়িন, তার ঘোড়-ছওয়ার অকলর মাজদি আমার জালাল-শান জাইর
অইবো। 18 ফেরাউনর হাল-হকিকত দেখিয়া বাকি মিসরী অকলেও
বুজিলিবা, আমিউ মাবুদ।"
19 এরমাজে আল্লার যে ফিরিস্তা বনি ইছরাইলর আগে অইয়া যাওয়াত
আছলা, এইন জাগা বদলাইয়া বনি ইছরাইলর খরে গেলাগি। এন লগে
অইয়া কুদরতি হউ মেঘর খুটিও ছামনে থাকি হরিয়া খরে আইল্লো। 20 খরে
আইয়া মিসরী আর বনি ইছরাইলি দুইও দলর মাজখানো উবাইলো।
এরলাগি অউ মেঘর খুটির আন্দাইরে মিসরী অকল আন্দারিত পড়িগেলা,
তারা রাইতর বালা বনি ইছরাইলর কান্দা লুইতা পারলা না। অইলে বনি
ইছরাইলর ছামনে রাইতর বালাও মেঘর খুটির ফর্সা রইলো।
21 বাদে মুছায় দরিয়ার উপরে তান আত বাড়াইলা, আর মাবুদে হারা
রাইত খুব জুরে পুবালি হাওয়া দিয়া দরিয়ার পানি হরাইয়া দুই বাট করিল্লা,
দরিয়া হুকাইয়া মাজেদি হুকনা পথ বার অইলো। 22 বনি ইছরাইল অকলে
হুকনা পাওয়ে দরিয়ার মাজদি রওয়ানা দিলা, দরিয়ার পানি তারার ডাইনে-
বাউয়ে ওয়ালর লাখান উবাই রইলো।
23 ইতা দেখিয়া মিসরী অকলে তারারে খেদাইয়া দরিয়ার হউ হুকনা
পথেদি গেলা। ফেরাউনর হক্কল ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া, আর ঘোড়-ছওয়ার
অকল খেদাই খেদাই দরিয়ার হউ পথো গিয়া হামাইলা। 24 আর পতাবালা
মাবুদে হউ কুদরতি আগুইন আর মেঘর খুটি থাকি মিসরী সিপাইর বায়
লাম্নতি নজরে চাইলা, তেউ তারা বেদিশা লাগি গেলা। 25 তাইন এরার
ঘোড়ার গাড়ির চাক্কা নষ্ট করি দিলা, এরলাগি তারার খুব কষ্ট অইলে গাড়ি
চালানিত রইলো; এরমাজে তারা একে-অইন্যরে কইলো, "অইছে, আর বাদ
দেও, আমরা বনি ইছরাইলর খর থনে হরি যাই। মাবুদে নিজে তারার পক্ষ
অইয়া আমরার লগে যুদ্ধ কররা।"
26 অউ সময় মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমি দরিয়ার উপরে হিরবার আত
বাড়াও। তুমার আত বাড়াইলে পানি হিরবার মিসরীন্তর উপরে, তারার
ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়-ছওয়ারর উপরে আইব্বো।" 27 মুছায় দরিয়ার
উপরে আত বাড়াইলা, আর বিয়ান অওয়ার আগেউ দরিয়ার পানি হিরবার
হমান অইগেল; মিসরীন্তে ডাইনে-বাউয়ে দৌড়া-দৌড়ি লাগাইলা, অইলে
মাবুদে তারারে দরিয়ার পানিদি ভাওয়াই দিলা। 28 পানি হিরবার জাগাত
আইল্লো, তারার ঘোড়ার গাড়িন, সিপাইন, আর ঘোড়-ছওয়ার অকল, মানি
বনি ইছরাইলর খরে অইয়া খেদানিত আওরা হক্কলতা পানিয়ে বুড়ি গেল,
এগুও জিতা রইলা না। 29 অইলে বনি ইছরাইল অকলে হুকনা পথে দরিয়ার
মাজদি গেলা, তারার ডাইনে-বাউয়ে পানি ওয়ালর লাখান উবাই রইলো।
30 অউ নমুনায় মাবুদে হি দিন মিসরী অকলর আত থাকি বনি ইছরাইলরে
বাচাইলা, তারা নিজর চউখে দেখলা, মিসরীন্তর মরা লাশ দরিয়ার চরো
পড়িয়া রইছে। 31 মিসরীন্তর উপরে মাবুদর কুদরতি লিলা-খেলা দেখিয়া, বনি
ইছরাইলেও মাবুদরে ডরাইগেলা। তারা মাবুদর উপরে আর তান গুলাম
হজরত মুছার উপরে পুরাপুর ইমান আনলা।

হজরত মুছা (আঃ) অর শুকুরানা গজল

15 আল্লার কুদরতে নীল দরিয়া পার অইয়া আইয়া হারলে, হজরত
মুছা আর তামাম বনি ইছরাইলে মাবুদর নামে অউ শুকুরানা গজল
গাইলা:

“আমি মাবুদর নামে গজল গাইমু,
হকলর ছামনে তান কুদরতি মহিমা বাড়িছে,
ঘোড়-ছুওয়ার সুদ্ধা ঘোড়াইনরে তাইনউ দরিয়ার পানিত ফালাইছইন।
2 আল্লাউ তো আমার বল, তাইনউ আমার গজল,
আমারে বাচানির কল-কবজা তান আতো আছে।
অউ আল্লাউ আমার মাবুদ, আমার বাফ-দাদার মাবুদ,
আমি তান হামদ গাইমু, তান লিলা-খেলা বয়ান করমু।
3 মাবুদ অইলা পয়লোয়ান সিপাই, তান নামউ মাবুদ।
4 ফেরাউনর ঘোড়ার গাড়িরে আর সিপাইরে তাইন পানিত ফালাইলা,
তার নামকরা ছুবেদার অকল নীল দরিয়াত বুড়িয়া মরলা।
5 গইন পানিয়ে তারারে গিলিল্লো,
আর ভারি পাথরর লাখান তারা দরিয়ার তলে গেলাগি।
6 ও মাবুদ, তুমার ডাইন আতখান কুদরতি লিলায় ভরা,
তুমার আতে নিচ্চয় দুশমনরে চুরমার করছে।

7 তুমার বিরুদ্ধে যেতায় লাগছিলা, কুদরতি বলে তারারে গইন গাতো
ফালাইলায়।
তুমার পাঠাইল গজবি আগুইনে, হুকনা খের-নেরার লাখান তারারে
জালাইলিলো।
8 তুমার নাকর দমে হকল পানি দলা অইগেল,
পানির ফুত অকল জাগাত উবাই রইলো,
দরিয়ার গইন পানি চাক্কা বনিগেল।
9 দুশমনে কইছিল, ‘আমি ইতারে খেদাইয়া নিমু,
দৌড়াইয়া নিয়া ধরমু, তারার হকলতা কাড়িয়া আনিয়া বাটিমু।
তারার মালদি আমি মালদার অইমু, ইতাদি আমার মনর খাইশ পুরাইমু।
আমার তলোয়ারদি মারিয়া তারার নাম মিটাইলিমু।’
10 অইলে তুমি ফু দিয়া বাতাস দিলায়,
আর দরিয়ায় তারারে গুরিলিলো,
তারা সীসার লাখান গইন পানিত তলাইগেল।
11 ও মাবুদ, কুন দেব-দেবী তুমার হমান?
কে তুমার লাখান অতো পবিত্র মহান,
আর তুমার মতো ভয়ংকর কুদরতি মহিমা কার আছে?
12 তুমার বলআলা ডাইন আতখান বাড়াইলায়,
আর দুনিয়ায় তারারে গিলিলিলো।

13 তুমার খাছ মায়ায় যেরারে বাচাইছো,
তারারে তো তুমিউ চালাইরায়,
তুমার আপন কুদরতি বলে তুমার পবিত্র বসত খানাত নিরায়।
14 ইতা হুনিয়া হক্কল জাতিয়ে কাপিরা,
ফিলিস্তিনী বে-দীন অকলর মন ছটপট করের।
15 ইদোমর সর্দার অকল ডরাইয়া বেদিশা লাগিগেলা,
মোয়াবর নেতা অকলে থর-থরাইয়া কাপিলা,
কেনানী অকল ডরাইয়া হরি গেলা।
16 তারার ভিতরে ডর-খফ আইয়া হামাইছে,
তুমার আতর ঠেলায় পাথরর লাখান নিরাই অইগেছে।
ও মাবুদ, তুমার প্রজা অকল, তুমার খরিদা গুলাম অকল,
পুরাপুর পার না অওয়া পর্যন্ত তুমি অউলা রাখছো।
17 তুমি এরারে নিয়া গাছর চেরার লাখান,
তুমার নিজর পাড়ো রুইবায়।
ও মাবুদ, হখানউ তুমার বসত খানা,
তুমার আপন আতর গড়া হেরেম শরিফ।
18 ও মাবুদ, যুগ যুগ ধরি তুমিউ খালি বাদশাই করবায়।”

19 ফেরাউনর ঘোড়াইন, তার ঘোড়ার গাড়িন আর ঘোড়-ছুওয়ার অকল
যেবলা দরিয়ার মাজে হামাইগেল, মাবুদে তারার উপরে দরিয়ার পানি ফিরাই
আনলা, অইলে বনি ইছরাইল হকল তো হুকনা পথে দরিয়ার মাজেদি আগে
আটিয়া গেছলাগি।

20 হারুনর বইন হজরত মরিয়মও নবী আছলা, তাইন ডুগি আতো লইয়া
বাজাইলা, আর বাকি হকল বেটিন্তেও তান খরেদি ডুগি লইয়া নাচি-নাচি
বার অই আইলা। 21 আর মরিয়মেও মানষর ছামনে অউলা গাইলা:

“তুমরা মাবুদর নামে গজল গাও,
হকলর ছামনে তান কুদরতি মহিমা বাড়িছে,
ঘোড়-ছুওয়ার সুদ্ধা ঘোড়াইনরে তাইনউ দরিয়ার পানিত ফালাইছইন।”

মরুভুমিত বনি ইছরাইলর ছফর (১৫:২২—১৮:২৭)

হজরত মুছায় তিত্বা পানিরে মিঠা বানাইলা

22 মুছায় বনি ইছরাইলরে নীল দরিয়া থাকি ছামনেদি লইয়া রওয়ানা
অইলা, আর শুর নামর মরুভুমিত গেলা। তারার যাওয়ার পথো তিন দিন
ধরি কুনু পানি পাইলা না। 23 বাদে তারা মারুয়া নামর এক জাগাত আইলা,
অইলে হিনর পানিও খাইতা পারলা না, হিনর পানি খুব তিত্বা। এরলাগি অউ
জাগার নাম লাগলো মারুয়া [মানি, তিত্বা]। 24 আর মানষে মুছার বিরুদ্ধে
কানা-কানি করি কইলা, “আমরা অখন পানি খাইতাম কিলা?” 25 মুছায়
মাবুদর গেছে ফরিয়াদ করলা, মাবুদে তানরে এগু গাছ দেখাই দিলা, তাইন
হউ গাছরে নিয়া পানিত ফালাইলা, আর পানি মিঠা অইগেল।
মাবুদে হউ জাগাত বনি ইছরাইলর পরিক্ষা লইলা, আর তারার লাগি
নিয়ম-কানুন বাতাই দিলা। 26 তাইন কইলা, “তুমরা যুদি খিয়াল করিয়া
তুমরার মাবুদ আল্লার কালাম হুনো আর অউ লাখান আমল করো, আমি
যেতা পছন্দ করি অতা করো, আমার হুকুম মানো, তে আমি মাবুদে মিসরী
অকলরে যেতা বেমার-আজার দিছি, ইতা কুনু বেমার তুমরার উপরে দিতাম
নায়; জানো তো, আমি মাবুদ তুমরার শিফা করনেআলা।”
27 হেশে তারা এলীমো গিয়া পৌছলা, হিনো বারোগু পানির ইন্দারা আর
সত্তইরগু খেজুর গাছ আছিল। তারা অউ পানির কান্দাত তাম্বু গাড়িলা।

বনি ইছরাইলর লাগি বেহেস্তি খানি

16 বাদে তামাম বনি ইছরাইলে এলীম থাকি রওয়ানা দিলাইলা। মিসর
দেশ থাকি বারনির বাদর চান্দর পনরো তারিখো তারা ছীন নামর
মরুভুমিত আইয়া আজিলা। ছীন অইলো তুর পাড় আর এলীমর
মাজখানো। 2 অউ সময় তামাম বনি ইছরাইলে মুছা আর হারুনর বিরুদ্ধে
কানা-কানি লাগাইলা। 3 এরা দুইও জনর বিরুদ্ধে বনি ইছরাইলে কইলা,
“হায়রে হায়, ইতার কথায় আমরা কেনে আইলাম, মাবুদে কেনে নিজর
আতে আমরারে মিসর দেশো মারলা না? হি সময় আমরা গোস্তর ডেগর
কান্দাত বইতাম, পেট ভরিয়া গোস্ত-রুটি খাইতাম, অইলে ইতায় আমরারে
উপাসে আর পেটর ভুকে মারতা করি অনো আনছইন।”
4 ইখান হুনিয়া মাবুদে মুছারে কইলা, “আমি তারারে পরিক্ষা করিয়া দেখমু,
তারা আমার নিয়ম-কানুন মানইন কি না। আমি তুমরার লাগি মেঘর নমুনায়
বেহেস্তি খানি জমিনো ছাড়িমু। মানষে বাইরে আইয়া হাপ্তার পরতেক দিনর
খানি পরতি দিন তুলিয়া নিবা। 5 খালি হাপ্তার ছয় নম্বর দিনো তারা যেতা
তুলিয়া আনবা, ইতা তৈয়ার করার বাদে অন্য দিনর খানি থাকি ডাবুল
অইযিবো।”
6 বাদে মুছা আর হারুনে হক্কল বনি ইছরাইলরে কইলা, “মাবুদর বিরুদ্ধে
তুমরা যেবলা কানা-কানি লাগাইছো, তে আইজ হাইঞ্জা বালাউ বুজবায়,
অউ মাবুদেউ তুমরারে মিসর থাকি বার করি আনছইন। 7 বিয়ান অইলেউ
তুমরা মাবুদর কুদরতি নুর দেখবায়, তাইন তো হুনছইন, তুমরা কিতা কানা-
কানি করছো। তে আমরা আর কিতা যেন, তুমরা আমরার বিরুদ্ধে অততা
মাতিরায়?” 8 মুছায় তারারে কইলা, “মাবুদে হাইঞ্জা বালা তুমরারে গোস্ত
দিবা, আর বিয়ানে পেট ভরা রুটিও দিবা। মাবুদর বিরুদ্ধে তুমরা যেতা কানা-
কানি করছো, ইতা তাইন হুনছইন। আসলে আমরা দুইজন কিতা যেন, তুমরা
আমরার বিরুদ্ধে অততা মাতিরায়? ই মাত তো আমরার বিরুদ্ধে নায়, তুমরা
মাবুদর বিরুদ্ধেউ মাতিরায়।”
9 এরবাদে মুছায় হারুনরে কইলা, “তুমি হক্কল বনি ইছরাইলরে জানাই
দেও, তুমরা মাবুদর বিরুদ্ধে যেতা মাতিছো, ইতা তাইন হুনছইন। অখন
তুমরা আইয়া মাবুদর ছামনে আজির অও।” 10 তেউ হারুনে তারারে অউ
সংবাদ জানাইরা, অউ সময় মরুভুমির বায় তারার চউখ পড়তেউ দেখইন,
মেঘর কালনির মাজে মাবুদর কুদরতি নুর জাইর অইছে।
11 এরমাজে মাবুদে মুছারে কইলা, 12 “আমি বনি ইছরাইলর হক্কল মাত-
কথা হুনছি। অখন তুমি জানাই দেও, তারা পরতেক দিন হাইঞ্জা বালা খাইবা
গোস্ত আর বিয়ানে খাইবা পেট ভরা রুটি। তেউ তারা বুজবা, আমি আল্লাউ
তারার মাবুদ।”
13 হাছাউ হাইঞ্জা বালা কুয়েল পাখির পাল আইয়া তারার আস্তা কেম্পো
ঝাম অইগেলো, বাদর দিন বিয়ানে খুয়া পড়িয়া কেম্পর চাইরোবায়
ভিজিগেল। 14 বেইল অওয়ার বাদে অউ খুয়া হুকাইলে দেখা গেল, সাগুর
দানার লাখান একজাতর পাতলা জিনিস মাটির উপরে পড়ি রইছে। 15 ইতা
দেখিয়া বনি ইছরাইলে একে-অইন্যয় জিকাইলা, “ওবা, ইতা কিতা? ইতা
কিতা পড়ছে, আমরা কেউ তো চিনরাম না।”
তেউ মুছায় কইলা, “ইতা তো বেহেস্তি খানি, তুমরা খাইতায় করি মাবুদে
দান করছইন। 16 অউ খানির কথাউ মাবুদে হুকুম দিছইন, পরতেক জনে
যারযির পরিবারর লাগি খানি তুকাইয়া নেও। ঘরর হকলর লাগি জন-মাতে
এক পেট করি তুকাইও।” 17 তেউ তারা অউলা করলা, মানুষ অনুমানে কেউ
বেশ করি নিলা, কেউ কম নিলা। 18 বাদে পেটুদি মাপিয়া দেখলা, যেইন বেশি
তুকাইছলা, তানও বেশি অইছে না, আর যেইন থুড়া তুকাইছলা, তানও কম
অইছে না; হকলেউ যারযির পরিবারর খানির অনুমানে তুকাইছইন।
19 মুছায় তারারে কইলা, “তুমরা কাইল বিয়ানকুর খানির লাগি ইতা
মোটেউ জমাই থইও না।” 20 তা-ও কেউ কেউ মুছার কথা না মানিয়া বাদর
দিনর লাগিও থুড়া থইলো। এরলাগি ইতা পচিয়া কিড়া-পুক জন্মিয়া গন্দ বার
অইলো; ইতা দেখিয়া মুছা তারার উপরে খুব গুছা অইলা। 21 অলা পরতেক

দিন ফজরে তারা যারযির খানির অনুমানে তুকাইতো, অইলে রইদ গরম অইলেউ ইতা গলিযিতো।
22 বাদে ছয় নম্বর দিনো তারার খানির লাগি ডাবুল খানি, মানি দুই পেটু করি তুকাইলো, আর গুষ্টির মুরব্বি অকলে আইয়া মুছারে জানাইলা।
23 মুছায় তারারে কইলা, "ইতা ঠিক আছে, মাবুদেউ অউলা হুকুম দিছইন; কাইল তো হাপ্তার শেষ দিন, জুম্মাবার; মাবুদর পাক-পবিত্র দিন। তে তুমরার যেতা রান্দার দরকার আছে ইতা আইজ রান্দিলাও, আর বিরান করার জরুর অইলে বিরান করো, বাকি হকলতা বাদর দিন বিয়ানকুর লাগি থই দেও।"
24 অউ মুছার হুকুম মাফিক তারা বাদর দিন পর্যন্ত ইতা ঘরো থইলো, ইতার মাজে কুনু গন্দও বার অইলো না, কিড়ায়ও ধরলো না।
25 বাদে মুছায় তারারে কইলা, "আইজ তুমরা ইতা খাও, কারন আইজ মাবুদর পাক-পবিত্র দিন, জুম্মাবার। আইজ তুমরা বন্দর মাজে ই খানি পাইতায় নায়। 26 তুমরা হাপ্তাত ছয় দিন ই খানি তুকাইও, অইলে সাত নম্বর দিন তো জুম্মাবার, ই দিন ইতা পাইতায় নায়।"
27 তা-ও কুনু কুনু জনে সাত নম্বর দিনও অউ খানি তুকাইবার লাগি বারে গেল, গিয়া কুন্তা পাইলো না। 28 তেউ মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমরা আর কতদিন আমার হুকুম আর নিয়ম-কানুন ভাংগিতায়? 29 হুনো, তুমরার জিরানির লাগি ই জুম্মাবার তো মাবুদেউ তুমরারে দিছইন, এরলাগি তাইন হাপ্তার ছয় নম্বর দিনো তুমরারে দুই দিনর খানি দেইন; অখন থাকি অউ সাত নম্বর দিন, মানি জুম্মাবারে তুমরা ইকলে যারযির ঘরো রইয়া জিরাইও, কেউ ঘরর বারে যাইও না।" 30 এরবাদ থাকি হাপ্তার সাত নম্বর দিনো মানষে জিরাইতো।
31 বনি ইছরাইলে ই খানির নাম থইলো, মান্না; ইতা দেখতে ধলা ঢুলা বিচির লাখান, আর খাইতে মউ মাখাইল পিঠার লাখান মজা।
32 বাদে মুছায় তারারে কইলা, "মাবুদে অউ হুকুম দিছইন, তুমরা এক পেটু পরিমান মান্না তুলিয়া তুমরার বাদর বংশধর অকলর লাগি জমা করি থও, তেউ তারাও দেখবা, মিসর দেশ থাকি তুমরারে বার করি নেওয়ার কালো মরুভুমির মাজে তাইন কিতা খাওয়াইছইন।"
33 মুছায় হারুনরে কইলা, "তুমি এগু বেয়ামর মাজে এক পেটু পরিমান মান্না তুলিয়া মাবুদর ছামনে থও, ইতা তুমরার ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি জমা রইবো।" 34 মাবুদে মুছারে যেলা হুকুম করছলা, অউ লাখান হারুনে অউ মান্না বেয়ামো ভরলা। বাদে তাইন পবিত্র সন্দুকর ভিতরে শাহাদত পাথরর ছামনে থইলা। 35 বনি ইছরাইলে চাল্লিশ বরছ ধরি ই মান্না খাইলো, তারা যতদিন পর্যন্ত মানুষ বসত করার জাগা, মানি কেনান দেশর সীমানাত আইয়া না পৌছিলো, অতদিন অউ খানিউ খাইলা। 36 এক পেটু অইলোগি, এক ফুরারর দশ বাটর এক বাট।

বনি ইছরাইলর কাইজ্জা, পাথর থাকি কুদরতি পানি

17 বাদে মাবুদর হুকুমে তামাম বনি ইছরাইল ছীন মরুভুমি থাকি রওয়ানা দিয়া, এক জাগা থাকি আরক জাগাত গিয়া গিয়া হেশে রফিদিমো আইয়া তাম্বু গাড়িলা, অইলে হিনো মানষর খাওয়ার পানি আছিল না। 2 এরলাগি মানষে মুছার লগে কাইজ্জা করি কইলা, "আমরারে খাওয়ার পানি দেউক্কা।"
মুছায় তারারে কইলা, "তুমরা কেনে আমার লগে কাইজ্জা কররায়? কেনে মাবুদরে পরিক্ষা কররায়?"
3 মানষে পানির পিয়াছে কাহিল অইয়া মুছার বিরুদ্ধে গালি-গালাজ করি কইলা, "তুমি আমরারে মারতায় করি মিসর দেশ থাকি আনছো নি? আমরারে, আমরার হুরুতাইন্তরে, আমরার পশুর পালরে আনা-পানিয়ে মারতায় করি অনো আনছো নি?"
4 তেউ মুছায় মাবুদর গেছে ফরিয়াদ করি কইলা, "আমি ই মানষরে কিতা করতাম? আর থুড়া দেরি অইলেউ তো তারা পাত্থরদি ইটাইয়া আমারে মারিলিবা।"
5 মাবুদে জুয়াপ দিলা, "তুমি যে লাঠিদি নীল নদো বাড়ি মারছলায়, হউ লাঠি আতো লও, আর বনি ইছরাইলর কয়জন মুরব্বিরে লগে লইয়া মানষর আগে আগে যাও। 6 গিয়া হারলে আমি তুর পাড়র কান্দাত এক পাথরর উপরে আজির অইমু, তুমি অউ পাথরো বাড়ি মারলে অগু থাকি পানি বার অইবো, তেউ মানষে খাইতা পারবা।" হাছাউ মুছায় ইছরাইলর মুরব্বি অকলর ছামনে অউলা করলা।
7 অউ রফিদিমো আইয়া মানষে কাইজ্জা করি কইছলা, "মাবুদ কিতা আমরার লগে আছইন নি, না হরি গেছইন?" অউলা কইয়া তারা মাবুদরে পরিক্ষা করছলা করি, ই জাগার নাম অইলো মাছা [মানি, পরিক্ষা] আর মেরীবা [মানি, কাইজ্জা]।

আমালেকী অকলর লগে বনি ইছরাইলর যুদ্ধ

8 অউ সময় বনি ইছরাইলর লগে যুদ্ধ করার লাগি আমালেকী সিপাই অকল রফিদিমো আইলা। 9 তেউ মুছায় তান খাদিম হজরত ইউছারে কইলা, "তুমি আমরার মানুষ থাকি লাড়াই কররা জন বাছিয়া নিয়া, আমালেকী অকলর লগে যুদ্ধ করাত যাও। আমিও কাইল আল্লাই কুদরতি লাঠি আতো লইয়া পাড়র উপরে উবাইমু।"
10 ইউছায়ও মুছার হুকুম মাফিক কাম করলা। আমালেকী অকলর লগে যুদ্ধ করলা, মুছা, হারুন, আর হুর, অউ তিনো জন গিয়া পাড়র টিল্লার উপরে উঠলা। 11 বাদে দেখা গেল, মুছায় যতো সময় আত উচা করি রাখইন, অতো সময় বনি ইছরাইলর দল জিতইন, অইলে মুছায় আত লামাইলেউ আমালেকী দল জিতইন। 12 আস্তে আস্তে মুছার আত ভার অওয়া ধরলো। অউ তারা একখান পাথর আনিয়া মুছারে বইবার বেবস্তা দিলা। অউ পাথরর উপরে মুছা বইলা, হারুন আর হুর দুইওজনে মুছার দুই গালাত উবাইয়া তান আত উচা করি ধরলা। তেউ সুরুজ ডুবার আগ পর্যন্ত তান আত উচা রইলো। 13 এরলাগি আমালেকী সিপাইর লগে যুদ্ধ করিয়া ইউছা জিতিগেলা।
14 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "ইতা ইয়াদ রাখার লাগি তুমি একখান কিতাবর মাজে লেখিয়া থও আর ইউছারেও জানাও। মনো রাখিও, আমি দুনিয়ার বুক থাকি আমালেকী অকলর নাম মিটাইলিমু।" 15 মুছায় একখান কুরবানি খানা বানাইয়া এর নাম থইলা, মাবুদ নামউ আমার যুদ্ধর ঝান্ডা। 16 তাইন কইলা, "মাবুদ নামর যুদ্ধর ঝান্ডা আমরা আতো লই, তেউ মাবুদেও ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি আমালেকী অকলর লগে যুদ্ধ করবা।"

হজরত শোয়াইব নবীর লগে মুছা (আঃ) অর মুলাকাত

18 আল্লায় হজরত মুছারে আর তান বন্দা বনি ইছরাইলরে যতো লাখান রহম করছইন, ইতা হকলতা মুছার হউর মাদিয়ান দেশর ইমাম শোয়াইবর কানো গেলো। মাবুদে বনি ইছরাইলরে মিসর দেশ থাকি কিলা বার করি আনছইন, এওতা তাইন হুনলা। 2 মুছায় আগে তান বিবি সফুরারে হউর বাড়িত পাঠাই দিছলা, এরলাগি তান হউরে মুছার বিবিরে আর দুইও পুয়ারে নিজর গেছে রাখলা। 3 ই দুইও পুয়ার মাজর একজনর নাম আছিল যারছুম [মানি, বৈতল]। মুছায় কইলা, "আমি ভিন দেশো বৈতলর লাখান রইরাম।" 4 আর দুছরা জনর নাম আছিল এলিয়েজের [মানি, আল্লা সহায়]। তাইন কইলা, "আমার বাফর আল্লা আমার সহায় অইয়া আমারে ফেরাউনর তলোয়ার থাকি হেফাজত করছইন।"
5 মুছার হউর শোয়াইবে মুছার বিবি আর তান দুইও পুয়ারে লইয়া মুছার গেছে আইলা। অউ সময় বনি ইছরাইল আর মুছরি তাম্বু আছিল আল্লার পাড় তুরর কান্দাত। 6 তান হউর অনো আইয়া মুছারে খবর দিলা, "আমি তুমার হউর শোয়াইব। তে আমি তুমার বিবি আর দুইও পুয়ারে লইয়া অনো আইছি।" 7 খবর পাইয়া মুছায় তান হউরর লগে দেখা করাত বার অইলা। তাইন মাটিত সইজদা করিয়া তান হউররে ছালাম করলা আর মায়ার হুংগা দিলা। বাদে দুইওজনে ভালা-বুরা জিকাইয়া হারি তাম্বুর ভিতরে হামাইলা।
8 মাবুদে বনি ইছরাইলর পক্ষ লইয়া ফেরাউন আর মিসরী অকলর লগে যেতা যেতা করছইন, ইতা হকলতা তান হউররে হুনাইলা। মিসর থাকি যাওয়ার বালা তারার কতো কষ্ট অইছিল আর আল্লায় কিলা তারারে বাচাইছইন এওতাও তানরে জানাইলা। 9 আর মাবুদে মিসরী অকলর আত থাকি বনি ইছরাইলরে আজাদ করিয়া তারারে যতো লাখান আছান করছইন, ইতা হুনিয়া তান হউর খুব খুশি অইলা।
10 তাইন কইলা, "হকল তারিফ মাবুদর, যেইন ফেরাউন আর মিসরী অকলর আত থাকি তুমরারে আজাদ করছইন। 11 অখন আমি নিজেও বুজিয়ার, হকল দেবতার চাইতে আল্লাউ মহান। কারন মিসরীন্তে যেতা বেয়াপার লইয়া তুমরার বিরদ্ধে বাহাদুরি করতা, ইতার কবজা থাকি তাইনউ তুমরারে বাচাইছইন।" 12 বাদে মুছার হউর শোয়াইবে আল্লার নামে জালাইল কুরবানি আর হকল জাতর কুরবানি জুইত করি লইয়া আইলা। হেশে হারুন আর বনি ইছরাইলর মুরব্বি অকল আইয়া, মুছার হউরর লগে বইয়া আল্লার ছামনে খানা-পিনা খাইলা।

হজরত শোয়াইব (আঃ) এ দামান্দ মুছারে পরামিশ দিলা

13 বাদর দিন মুছায় মানষর বিচার-সালিশ করাত বইলা। বিচারর লাগি মানুষ আইয়া বিয়ান থাকি হাইঞ্জা পর্যন্ত হারাদিন তান ছামনে উবাই রইলা।
14 মুছায় অলা কররা দেখিয়া তান হউরে কইলা, "তুমি মানষরে লইয়া ইতা কিতা কররায়? কিতার লাগি তুমি একলা অনো বিচারো বইছো, আর বিয়ান থাকি হাইঞ্জা পর্যন্ত হকল মানুষ তুমার গেছে উবাই রইছে?"
15 মুছায় জুয়াপ দিলা, "বিচারর বেয়াপারে আল্লার ফয়ছালা হুনার লাগি মানুষ আমার গেছে আইন। 16 তারা কুনু কাইজ্জা-ফসাদ করলে আমার কাছাত আইন, আইলে আমি দুইও দলর বিচার করি, আর আল্লার হুকুম-আহকাম তারারে বাতাই।"
17 তেউ মুছার হউরে কইলা, "তুমি যেলাখান ইতা কররায়, ইতা তো ভালা নায়। 18 ইলা করলে তুমি আর তুমার হকল মানুষও কাহিল অইযিবায়। ই কাম তুমার তাক্কত থাকি বেশি, তুমি একলা ইতা কুলাইতায় পারতায় নায়। 19 তে আমি তুমারে কইয়ার, তুমি আমার পরামিশ হুনো, এতে আল্লাও তুমার লগে রইবা। তুমি মানষর বিচার-আচার ফয়ছালা করার নিয়তে, তারার ইমাম হিসাবে হকল বেয়াপার আল্লার ছামনে আজির করিও। 20 আর মানষরেও আল্লার হুকুম-আহকাম তালিম দিও। তারা কিলা চলতা, কিতা করতা না করতা, অতা তারারে বুজাইও। 21 আর তুমি এরার মাজ থাকি বাছিয়া অউলা যোইগ্য মানুষ বার করো, যেরা আল্লারে ডরাইন, হক পথে চলইন, আর ঘুষ খাওয়ারে ঘিন করইন। এরারে তুমি মানষর বিচার-আচারর দায়িত্ব দেও। এরা কুনু জনরে আজার জনর উপরে, কেউররে শ জন, কেউররে পইঞ্চাশ জন, আর কেউররে দশ জনর উপরে বিচার-আচারর ভার দেও। 22 এরাউ হামেশা মানষর বিচার-ইনছাফ করবা। হুরু-মুরু হকল বিচার তারা করবা, খালি বড় বড় বিচার তুমার গেছে আনবা। তেউ তুমার ভার কিছু কমবো, তারাও তুমার লগে কিছু ভার বউক্কা। 23 আল্লার হুকুম পাইয়া তুমি যুদি অউলা করো, তে তুমি কুলাইতায় পারবায়, আর মানষেও আরামে যারযির জাগাত যাইতা পারবা।"
24 মুছায় তান হউরর পরামিশ মানলা, তাইন যেলা কইলা মুছায় অউলা করলা। 25 মুছায় তামাম বনি ইছরাইল থাকি বাছিয়া উপযুক্ত মানুষ তুকাইয়া, তারা কেউররে আজার জন, কেউররে শ জন, কেউররে পইঞ্চাশ আর কেউররে দশ জনর উপরে নেতা বানাইলা। 26 এরা হামেশা মানষর বিচার-

আচার করতা। খালি বড় বড় ঘটনা অকল মুছার কাছাত আনতা, আর হুরু হুরু হকলতা তারা মিটাইতা।
27 হেশে মুছায় তান হউররে বিদায় দিলে, তাইন নিজর দেশো তশরিফ নিলাগি।

মাবুদর লগে তান বন্দার মিলনর উছিলা (১৯:১—২৪:১৮)

বনি ইছরাইলে তুর পাড়ো আল্লা পাকর আওয়াজ হুনলা

19 1-2 মিসর দেশ থাকি বনি ইছরাইল অকল বারনির বাদে, তিন নম্বর চান্দর পয়লা দিনউ তারা রফিদিম অইয়া সিনাই মরুভুমিত পৌছিলা। অনো আইয়া তারা মরুভুমির তুর পাড়র ছামনে তাম্বু গাড়িলা।
3 এরমাজে হজরত মুছা তুর পাড়র উপরে আল্লার দরবারো গেলা। মাবুদে পাড়র উপরে থাকি তানরে ডাকিয়া কইলা, “ও মুছা, তুমি ইয়াকুবর আওলাদ অকলরে কও, বনি ইছরাইলরে জানাই দেও, 4 আমি মাবুদে মিসরী অকলর দশা কিতা ঘটাইছি, ইতা তো তুমরার নিজর চউখে দেখছো। চিলে যেলা তার বাইচ্চারে ডাখনাদি বইয়া নেয়, আমিও অউ নমুনায় তুমরারে আমার গেছে বইয়া আনছি। 5 অখন তুমরা যুদি আমার তামাম হুকুম-আহকাম মানো, আর আমার লগর ওয়াদা আদায় করো, তে দুনিয়ার হক্কল জাতির মাজ থাকি তুমরাউ অইবায় আমার খাছ সম্পদ। মনো রাখিও, হারা দুনিয়ার হকলতাউ আমার এখতিয়ারো। 6 তুমরারে দিয়াউ কাইম অইবো আমার ইমাম অকলর বাদশাই, তুমরাউ অইবায় আমার পবিত্র জাতি। তে আমার অউ বুলি খানাইন তুমি বনি ইছরাইলরে জানাও।”
7 অউ মুছায় আইয়া বনি ইছরাইলর মুরব্বি অকলরে দলা করাইলা। দলা করাইয়া কইলা, মাবুদে তানরে কিতা কিতা হুকুম দিছইন। 8 তেউ হকল মানষে একলগে কইলা, “মাবুদে যেলা বাতাইছইন, আমরা অলা হক্কলতা করমু।” মানষে যেমনে জুয়াপ দিলা, মুছায় গিয়া মাবুদর দরবারো অলা জানাইলা। 9 আর মাবুদে মুছারে কইলা, “আমি যেবলা তুমার লগে বাতচিত করমু, অউ বাতচিত যাতে মানষে নিজর কানে হুনতো পারে, এরলাগি আমি ঘনো এক মেঘর কালনির মাজে রইয়া বাতচিত করমু। তেউ মানষে ইতা হুনবা, আর তুমার উপরে হর-হামেশা পুরাপুর একিন রাখবা।”
বাদে মুছা গিয়া তারারও হকল কথা মাবুদরে জানাইলা। 10 ইখান হুনিয়া মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি আইজ আর কাইল দুইও দিন মানষর কাছাত গিয়া তারারে পাক-ছাফ করো। তারা যারযির কাপড়-চুপড় ধইয়া দেউক। 11 তারা পরশু দিনর লাগি তৈয়ার অউক, অউ দিন আমি মাবুদ তুর পাড়র উপরে লামিয়া আইয়া তারা হকলরে দিদার দিমু। 12 তে তুমি পাড়র চাইরোবায় একটা সীমানা ঠিক করিয়া দিলাও। দিয়া তারারে হুশিয়ার করি কও, তারা যানু ই পাড়ো না উঠে আর পাড়র সীমানাত না ছয়। কেউ যুদি ই পাড়ো ছয়, তে তার সাজা অইলো মউত। 13 মারার বালা তার গতরো আত না দিয়া, তারে পাথর বা তীর মারিয়া মারবায়। হে মানুষ অউক বা জানুয়ার অউক তারে মারিলিবায়। খালি একলগে বউত সময় শিংগা বাজানির আওয়াজ হুনলে, তারা অউ পাড়র কান্দাত আইতা পারবা।”
14 তেউ মুছায় পাড়ো থাকি লামিয়া আইয়া মানষরে পাক-ছাফ করলা, মানষে তারার কাপড়-চুপড় ধইয়া দিলো। 15 মুছায় তারারে কইলা, “তুমরা পরশু দিনর লাগি জুইত অও, এরমাজে কেউ বিবির লগে মিলা-মিশা করিও না।” 16 হাছাউ হউ পরশু দিন আইলে বিয়ানকু বালা পাড়র উপরে ঘনো মেঘর কালনি দেখা গেল, খুব বেশি মেঘর ডাকি-জিলকানি শুরু অইলো। জুরে জুরে শিংগার আওয়াজ হুনা গেল, তেউ বনি ইছরাইলর কেম্পর ভিতরর হকল মানুষ ডরাইয়া কাপা ধরলা। 17 অউ সময় মুছায় মানষরে আল্লার ছামনে নেওয়ার লাগি কেম্প থাকি বার করলা। তারা হকল গিয়া পাড়র লামাত উবাইলা। 18 আর আস্তা তুর পাড় ধুমায় ভরি গেল, মাবুদ মউলায় আগুনির লাখান নুরর ছুরতে পাড়র উপরে তশরিফ আনলা। ইট-ভাটার ধুমার লাখান ধুমা উড়া শুরু অইলো আর আস্তা পাড় জুড়ি বেজুইতা কাপ শুরু অইলো। 19 সিংগার আওয়াজ আরো জুরে জুরে বাজিলো। অউ সময় মুছায় আল্লার লগে মাতিলা, আর আল্লায়ও নিজর আওয়াজদি মুছার মাতর জুয়াপ দিলা।
20 মাবুদ নিজে তুর পাড়র মাথাত লামিয়া আইয়া মুছারে ডাকিলা, তেউ মুছা উঠিয়া পাড়র উপরে গেলা। 21 গিয়া হারলে মাবুদে তানরে কইলা, “তুমি লামাত যাও, গিয়া মানষরে কড়া করি কইয়া আও, আরনায় আমারে দেখার লাগি তারা সীমানা পার অইয়া উপরে আইব্বা। আইলে বউত মানুষ মারা যাইবা। 22 আর যে ইমাম অকল হামেশা আমার ছামনে আজির অইন, আসলে তারার কামউ আমার ছামনে আজির অওয়া, তারাও নিজে নিজরে পাক-ছাফ করবা। আরনায় আমি তারার উপরেও গজব ঢালিমু।”
23 মুছায় মাবুদরে জুয়াপ দিলা, “তারা তো এমনেউ তুর পাড়ো আইতা নায়, আপনে আগেউ আমরারে কড়া হুশিয়ারি দিছইন। আমরাও পাড়র চাইরোবায় দাগ দিয়া আপনার লাগি পাক সীমানা আলগাইছি।”
24 অইলে মাবুদে তানরে কইলা, “না, তুমি লামাত যাও। বাদে তুমি আর হারুন দুইওজনে মিলিয়া উপরে আইও। খিয়াল রাখিও, কুনু ইমাম বা দুছরা কুনু মানুষ যাতে সীমানা ছাড়িয়া আমার কাছাত না আইন, আইলে আমি তারার উপরে লান্নতি গজব ঢালমু।”
25 ইখান হুনিয়া মুছা লামাত গেলা, গিয়া মানষরে হকলতা জানাইলা।

আল্লার চির কালিন খাছ দশ হুকুম

20 বাদে মাবুদে ফরমাইলা, 2 “ও বনি ইছরাইল অকল, আমি আল্লাউ তুমরার মাবুদ। মিসর দেশর গুলামি থাকি আমিউ তুমরারে খালাছ করি আনছি।
3 “আমার বদলা তুমরা দুছরা কুনু দেবতা মানিও না।
4 “পুজা করার খিয়ালে তুমরা কুনু মুর্তি বানাইও না, আছমান, জমিন বা পানির তলে যততা আছে, ইতা কুনুতার ছুরতে মুর্তি বানাইও না। 5 তুমরা ইতার পুজা করিও না। ইতার সেবা-যতন করিও না। মনো রাখিও, আমি আল্লাউ তুমরার মাবুদ। আমার পাওনা এবাদত আমি চাইউ চাই। হুনো, আমারে যেরা মানে না, আমি তারার গুনার সাজা দেই, তারার তিন-চাইর ছিড়ি পর্যন্ত সাজা দেই। 6 অইলে যেরা আমার আশিক বনিয়া আমার হুকুম-আহকাম আমল করে, আমি তারার আজার আজার ওয়ারিশ পর্যন্ত আমার অবিরাম মায়া-মহব্বত দেখাইমু।
7 “বেকামা কুনু কারনে তুমরার মাবুদ আল্লার নাম মুখো লইও না। কেউ যুদি খামোখা মাবুদর নাম লয়, তে কুনুমন্তেউ আমার সাজা থাকি রেহাই পাইতো নায়।
8 “ইয়াদ করিয়া জুম্মাবাররে পবিত্র দিন মানিও। 9 হাপ্তার ছয়দিন তুমরা কাম-কাজ করিও, তুমরার দরকারি হকল কাম সারিও। 10 অইলে সাত নম্বর দিন অইলো জুম্মাবার, তুমার মাবুদ আল্লার নামে জিরাইবার দিন। ই দিন তুমি, তুমার পুয়া-পুড়িন, তুমার গুলাম-বান্দিন, তুমার পশুর পাল, তুমার গাউত বা টাউনো রওরা মুছাফির বা ভিন-দেশি, কেউ কুনুজাতর কাম-কাজ করিও না। 11 জানো তো, মাবুদে ছয়দিনে আছমান-জমিন, দরিয়া আর এরার মাজর হকলতা পয়দা করছইন, বাদে সাত নম্বর দিন জিরাইছইন, কুনু কাম করছইন না। অউ দিনরে মাবুদে রহমত দিয়া পাক-দিন করছইন।
12 “তুমরার মা-বাফরে ইজ্জত করিও। তেউ তুমরার মাবুদ আল্লায় যে দেশ দিবা, হউ দেশো তুমরার হায়াতি বাড়িবো।
13 “খুন করিও না।
14 “জিনা করিও না।
15 “চুরি করিও না।
16 “কেউরর বিরুদ্ধে মিছা সাক্ষি দিও না।
17 “অইন্য মানষর ঘর-দুয়ারর বায় লালছ করিও না, তারার বউ, গুলাম-বান্দি, গরু-গাধা, বা কুনু কিচ্ছুর বায় লালছ করিও না।”

18 বনি ইছরাইলে যেবলা পাড় থাকি মেঘর ডাক, জিলকানি, শিংগার আওয়াজ, আর ধুমা বারনিত দেখলা, দেখিয়া তারা দুরই থাকিউ ডরাইয়া কাপা ধরলা। 19 তারা মুছারে কইলা, “আপনেউ আমরার লগে মাতউক্কা, আমরা হুনমু; অইলে আল্লায় আমরার লগে বাতচিত করলে তো আমরা মরিযিমু।”
20 মুছায় তারারে কইলা, “তুমরা ডরাইও না। আল্লায় তুমরারে পরিক্ষাত ফালাইছইন, যাতে তুমরার জানো আল্লার ডর হামায়, ডরাইয়া তুমরা গুনা থাকি বাচিয়া রও। এরলাগিউ তাইন নিজে দিদার দিছইন।”
21 হকল মানুষ দুরই উবাই রইলা, আর মুছা আল্লাই হউ মেঘর কালনির আন্দারির মাজে হামাইলা।

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(ক) কুরবানি খানা বানানি

22 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি বনি ইছরাইলরে কও, তুমরা নিজেউ তো দেখলায়, আমি মাবুদে আছমান থাকি তুমরার লগে বাতচিত করলাম। 23 এরলাগি এবাদত করার নিয়তে, আমার বদলা দুছরা কুনুজাত দেবতা বানাইও না। তুমরা সোনা বা রুপাদিও নিজর কুনু দেব-দেবী বানাইও না।
24 “আমার লাগি খালি মাটি দিয়া কুরবানি খানা বানাইও। এর উপরে তুমরার জালাইল কুরবানি আর ছালামতি কুরবানির গরু-ছাগল আনিয়া কুরবানি দিও। যেতা জাগাইন্তো আমি আমার নাম ইয়াদ করাই দিমু, হউ জাগাইন্তো আমি নিজে আজির অইয়া তুমরারে দোয়া দিমু। 25 তুমরা আমার লাগি পাথরদি কুনু কুরবানি খানা বানানিত লাগলে, হি পাথরগুইন কাটিও না। এর উপরে আতিয়ার চালাইলে তুমরা ইতারে নাপাক বানাইলিবায়। 26 আমার কুরবানি খানা অউলা করি বানাইও, যাতে এর উপরে উঠতে কুনু মই বা ছিড়ি না লাগে। কারন ছিড়ি বায় উঠাত গেলে কিবা তুমরার লেমটা দেখা যাইবো।”

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(খ) খরিদা বান্দি-গুলামর বেয়াপারে

21 মাবুদে মুছারে আরো কইলা, “তুমি বনি ইছরাইলরে আমার অউ নিয়ম-কানুন অকল জানাও।
2 “তুমরা যুদি কুনু ইবরানি বেটারে খরিদ করিয়া গুলাম বানাও, তে অউ গুলামে ছয় বছর তুমরার গুলামি করবো, বাদে সাত বছরর বালা তার গেছ থাকি কুন্তা না নিয়া, তারে এমনেউ আজাদ করি দিবায়। 3 হে যুদি একলা তুমরার গেছে আয় তে একলাউ যাইবো; আর যুদি বউরে লগে লইয়া আয়, তে বউ লইয়া যাইবো। 4 অইলে তার মুনিবে যুদি তারে বিয়া করাই থাকে, আর তার কুনু হুরুতা-মুরুতা অইন, তাইলে ই বেটি আর হুরুতাইন মুনিবর গেছেউ রইবা; হে খালি একলা আজাদ অইবো। 5 আর হি

গুলামে যুদি ছাফ করি কয় যেন, হে তার মুনিব, আর তার বউ-বাইচ্চার মায়ায়, এরারে ছাড়িয়া যাইতো নায়, 6 তে ই মালিকে তারে লইয়া আল্লার দরবারো আজির অইবো। তারে দুয়ারর কপাট বা চৌকাঠর লগে উবা করিয়া মুনিবে শিক দিয়া তার কানো ফুড় করবো। তেউ হে হারা জিন্দেগিভর মুনিবর গুলামিত রইবো।

7 "কুনু মানষে যুদি বান্দিগিরিত দিবার লাগি তার নিজর পুড়িরে বেচিলায়, তে গুলাম অকল যেলা ছয় বছর বাদে মুনিবর বাড়ি থাকি এমনেউ আজাদ অইযাইন, অউ পুড়ি তো ইলা আজাদ অইতো নায়। 8 তাইর মুনিব যুদি তাইর উপরে খুশি না অইন, তে টেকা-পয়সার বদলা তাইরে আজাদ করি দিতে অইবো। তাইরে দুছরা কুনু জাতির মানষর গেছে বেচিবার এখতিয়ার নাই, কারন মুনিবে তো তান নিজর দায়িত্ব আদায় করছইন না। 9 অইলে মুনিবে যুদি তান নিজর পুয়ার লাগি তাইরে পছন্দ করিয়া নেইন, তে তাইরে আপন পুড়ির লাখান হকল খেমতা দিতে অইবো। 10 মুনিবে যুদি অউ বান্দিরে বিয়া করার বাদে, দুছরা কুনু কইনারে বিয়া করে, তা-ও ই বান্দির খুরাকি, কাপড়-চুপড় আর শরিলর পাওনা হক তাইরে দেওয়া লাগবো। 11 হে যুদি অউ তিনো হক পুরাপুর আদায় না করে, তে ই পুড়িরে একদম বিনা পয়সায় আজাদ করি দিতে অইবো।

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(গ) মারা-মারির সাজা

12 "মাইর খাইয়া যুদি কুনু মানুষ মরিযায়, তে যেগিয়ে তারে মারছে, তারেও কাতল করতে অইবো। 13 অইলে হে নিজে যুদি খুন না করার নিয়তে মারে, আখতা কুনু কারনে ঘটিযায় বা আমি আল্লার মর্জিয়ে ইতা অয়, তে অউ খুনি জন গিয়া অলা কুনু জাগাত বাগিতো পারবো, যে জাগার কথা আমি তুমরারে কইমু। 14 আর কেউ যুদি জানিয়া-হুনিয়া ইচ্ছা করি কেউররে খুন করিয়া, বাদে আইয়া আমার কুরবানি খানার গেছেও আশ্রয় লয়, তা-ও হন থাকি ধরিয়া নিয়া তারে কাতল করতে অইবো।

15 "যে মানষে তার আপন মা বা বাফর উপরে আত তুলে, তারে নিচয় কাতল করতে অইবো।

16 "কেউ যুদি কুনু মানষরে চুরি করিয়া আনিয়া বেচিলায়, বা অউ মানষরে তার গেছে পাওয়া যায়, তে তারে নিচয় কাতল করতে অইবো।

17 "যে মানষে আপন মা বা বাফরে গালি-গালাজ করে, তারেও নিচয় কাতল করতে অইবো।

18 "কুনু মানষে কাইজ্জাত লাগিয়া যুদি লগর জনরে ঠুসি বা পাথরদি মারে, ই মাইর খাইয়া অউ জন না মরলেও বিছনাত হুতিয়া পড়নো থাকে, 19 হেশে উঠিয়া লাঠি ভর দিয়া চলা-ফিরা করার জরুর অয়, তে যেগিয়ে তারে মারছে তারে কাতল করিও না। খালি হউ জনর কাম-কাজর খেতি আর তার ষোলআনা দাওয়াই খরচ দিতে অইবো।

20 "কেউ যুদি তার খরিদা গুলাম-বান্দিরে লাঠি দিয়া মারে আর মাইর খাইয়া অগু মরিযায়, তে এরে সাজা দিতে অইবো। 21 অইলে মাইর খাওয়ার দুই-একদিন বাদে যুদি বাচিয়া রয়, তে কুনু সাজা দেওয়া লাগতো নায়, কারন অউ গুলাম তো তার নিজর ছামানা আছিল।

22 "মারা-মারি করাত লাগিয়া যুদি আখতা কেউ কুনু বেটিরে মারে আর তাইর পেটর বাইচ্চা নষ্ট অইযায়, অইলে আর কুনু খেতি না অয়, তে অউ বেটির জামাইর দাবি আর বিচারি-সালিশর বিবেচনা মাফিক এরে খেতি-পুরন দিতে অইবো। 23 অইলে যুদি তাইর আরো কুনু খেতি অয়, তাইলে এরে অউ লাখান সাজা দিবায়; 24 জানর বদলা জান, চউখর বদলা চউখ, দাতর বদলা দাত, আতর বদলা আত, পাওর বদলা পাও, 25 জালানির বদলা জালানি, জখমর বদলা জখম, দাগর বদলা দাগ দিতে অইবো।

26 "কেউ যুদি তার খরিদা গুলাম বা বান্দির কুনু চখুত মারায় চউখ নষ্ট অইযায়, তে অউ চউখর বদলা হে ই গুলামরে আজাদ করি দিতে অইবো। 27 যুদি মারিয়া এর দাত ফালাই দেয়, তা-ও এরে আজাদ করি দেওয়া লাগবো।

28 "কুনু গরুয়ে গুতাইয়া যুদি কুনু বেটা বা বেটিরে মারিলায়, তে গরুর মালিকরে কুনু সাজা দেওয়া লাগতো নায়। খালি হি গরুরে পাত্তরদি ইটাইয়া মারিলিতে অইবো, ই গরুর গোস্ত কেউ খাইতো পারতো নায়। 29 অইলে ই গরুর যুদি হামেশা অউলা গুতানির খাইচ্ছত থাকে, আর হি মালিকরে হুশিয়ার করার বাদেও হে ইটারে আটকায় না, এরমাজে ই গরুয়ে কুনু বেটা বা বেটিরে মারিলায়, তে ই গরুরে পাত্তর মারিয়া মারিলিতে অইবো, আর তার মালিকরেও মারিলিতে অইবো। 30 যুদি ই মালিকর গেছে কুনু খেতি-পুরন চাওয়া অয়, তাইলে হে অউ জরিমানা দিয়া নিজর জান বাচাইতো পারবো। 31 ই গরুয়ে যুদি কুনু হুরুতারে গুতাইয়া মারিলায়, তাইলে এরলাগিও অউ হমান নিয়ম অইবো। 32 কুনু গরুয়ে যুদি কেউরর গুলাম বা বান্দিরে গুতাইয়া মারিলায়, তাইলে গরুর মালিকে হি গুলামর মালিকরে তিশ তোলা পরিমান রুপা দিতে অইবো আর হি গরুরেও পাত্তর মারি মারিলিতে অইবো।

33 "কেউ যুদি কুনু গাতর মুখ খুলিয়া থয় বা গাত খুদিয়া ইগুর মুখ গুরিয়া না থয়, আর ই গাতর ভিতরে কুনু গরু বা গাধা পড়িযায়, 34 তাইলে গাতর মালিকে পশুর মালিকরে খেতি-পুরন দিতে অইবো। অইলে ই মরা পশু পাইবো গাতর মালিকে।

35 "কেউরর গরুয়ে যুদি আরক জনর গরুরে গুতাইয়া মারিলায়, তে হউ জিতা গরুরে বেচিয়া, এর দাম আর মরা গরুর দামও এরা দুইওজনে হমান-হমান করি বাটিয়া নিবা। 36 অইলে আগ থাকি যুদি জানা-হুনা থাকে যেন, ই গরুয়ে অলা গুতায়, আর তার মালিকে তারে না আটকায়, তে গরুর বদলা গরু দিতে অইবো, বদলা দেওরা জনে অউ মরা গরুটা পাইবো।

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(ঘ) খেতি-পুরনর নিয়ম

22 "কেউ কুনু মানষর গরু বা মেড়া-ছাগল চুরি করিয়া আনিয়া যুদি বেচিলায় বা জবো করিলায়, তে এক গরুর বদলা পাচগু, এক মেড়া বা ছাগলর বদলা চাইরগু ফিরত দিতে অইবো। 2-4 চুরে তার চুরির মালর খেতি-পুরন দিতে অইবো, অইলে তার যুদি খেতি-পুরন দিবার কুনু তাক্কত না থাকে, তে তারে বেচিয়া এর খেতি-পুরন আদায় করতে অইবো। চুরি করা গরু-গাধা বা মেড়া-ছাগল যুদি চুরর গেছে জিতা পাওয়া যায়, তাইলে হে ইতা এগুর বদলা দুগু ফিরত দিতে অইবো।

"কুনু চুরে যুদি চুরিত গিয়া ঘরো হামাইবার বালা ধরা খাইলায় আর জখম অইয়া মরিযায়, তাইলে তারে মারার লাগি মাররা জন দায়ী অইতো নায়। অইলে সুরুজ উঠার বাদে যুদি দিনর বালা ইলা অয়, তে ই খুনর লাগি হে দায়ী অইবো।

5 "কেউ যুদি তার গরু-ছাগল নিজর বাগানো বা খেতর মাজে রাখাত গিয়া ছাড়ি দেয়, আর ইতায় গিয়া মানষর খেতর ফসল খাইলায়, তে তার নিজর খেতর হকল থাকি ভালা অংশ বদলা দিয়া খেতি-পুরন দিতে অইবো।

6 "কুনু জাগা থাকি আগুইন লাগিয়া যুদি জুপ-জংগল জলে, আর বাদে অউ আগুইন গিয়া কেউরর খেতর মাজে বান্দা মুইট, টেকি বা আস্তা খেত জলি যায়, তে আগুইন যেগিয়ে জালাইছিল, হে ইতার খেতি-পুরন দিবো।

7 "কেউ যুদি আরক জনর গেছে মাল-ছামানা বা টেকা-পয়সা আমানত থয়, আর আমানত-দারর ঘর থাকি ইতা চুরি অইযায়, তে অউ চুর ধরা পড়লে, চুরে এর ডাবুল ফিরত দিবো। 8 অইলে চুর ধরা না পড়লে, হি ঘরর মালিকে নিজেউ ইতা লুকাইছেনি, অখান জানার লাগি তারে আল্লার দরবারো আজির করবায়।

9 "আরক জনর দখলো আছে, অউলা কুনু গরু-গাধা, মেড়া-ছাগল, ফিন্নর কাপড় বা যেকুনু আরাইল ছামানা দেখিয়া কেউ যুদি মনো করে ইটা তার মাল, তাইলে ইটার সালিশির লাগি তারা দুইওজন গিয়া আল্লার দরবারো আজির অইবো। আল্লায় যারে দুষি সাইবস্তো করবা, হে তার বিরুধি জনরে এর ডাবুল ফিরত দিবো।

10 "কেউ যুদি তার গরু-গাধা, ছাগল-মেড়া বা অইন্য কুনু পশুরে কুনু গিরস্তর গেছে রাখাত দেয়, আর অগু মরিযায়, জখম অইযায় বা আরাইযায়, অইলে এর কুনু সাক্ষি না মিলে, 11 তে অউ গিরস্তে নিজেউ যেন ইতা করছে না, ইটা হে মাবুদর ছামনে গিয়া কছম করিয়া মিট-মাট করবো। ই পশুর মালিকেও ইখান মানতে অইবো, তাইন কুনু খেতি-পুরন পাইতা নায়। 12 অইলে ই গিরস্তর গেছ থাকি যুদি ইটা চুরি অইযায়, তে মালিকে খেতি-পুরন পাইবো। 13 যুদি কুনু জংলি জানুয়ারে ধরিয়া ইগুরে মারিলায়, তাইলে এর পরমানর লাগি অগুর ফারা-চিরা টুকরাইন আনিয়া দেখানি লাগবো। তেউ এর কুনু খেতি-পুরন লাগতো নায়।

14 "কেউরর গেছ থাকি খুজিয়া আনা কুনু পশু যুদি মালিকর আফরখে জখম অয় বা মরিযায়, তে যেইন খুজিয়া আনছইন, এইন এর খেতি-পুরন দিবা। 15 অইলে মালিকর ছামনেউ যুদি অউলা অয়, তে খেতি-পুরন লাগতো নায়। ই পশু যুদি টেকা দিয়া ভাড়া করি আনা অয়, তে অউ ভাড়ার টেকাউ অইবো এর খেতি-পুরন।

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(ঙ) সমাজর বেয়াপারে

16 "বিয়ার আখত অইছে না, অউলা কুনু সতী পুড়িরে কেউ যুদি মিছা মাতিয়া আনিয়া তাইর লগে জিনা করিলায়, তাইলে হউ বেটায় পুড়ির বাফরে জরিমানা দিয়া অউ পুড়িরে বিয়া করতে অইবো। 17 অইলে পুড়ির বাফে যুদি তার পুড়িরে ই পুয়ার গেছে বিয়া দিতে কুনুমন্তেউ রাজি না অয়, তা-ও ই জরিমানা দিতে অইবো।

18 "কুনু যাদুগির বেটিরে তুমি জিতা রাখিও না।

19 "কুনু পশুর লগে কেউ জিনা করলে, তারে নিচয় কাতল করতে অইবো।

20 "খালি মাবুদ ছাড়া দুছরা কুন্তার নামে যুদি কেউ কুনু বলি-পসাদ দেয়, তে তারেও শেষ করিলতে অইবো।

21 "কুনু ভিন-দেশি মানষর লগে বাদ বেবহার করিও না, তারে জুলুম করিও না। মনো রাখিও, তুমরাও এক সময় মিসর দেশো মুছাফির আছলায়।

22 "কুনু ড়াড়ি বেটিরে বা কুনু এতিম হুরুতারে দুখ দিও না। 23 তারারে দুখ দিলে তারা যুদি কান্দে, তে ই কান্দন নিচয় আমি কবুল করমু। 24 এতে আমার গুছা অইবো আগুইন বরাবর। তুমরা যুদ্ধত পড়িয়া মরবায়, তুমরার বউও ড়াড়ি অইবো, তুমরার হুরুতাইনও অউলা এতিম অইবা।

25 "তুমরা যুদি আমার কুনু অভাবি বন্দারে করজ দেও, তাইলে সুদ-খুরর লাখান তার গেছ থাকি সুদ নিও না। 26 কেউরর গতরর চাদ্দর বন্দক রাখলে, সুরুজ ডুবার আগেউ তার চাদ্দর ফিরত দিলাইও। 27 কারন উড়িবার লাগি অটাউ তার একমাত্র সম্বল। ইখান নিলেগি হে কিতা উড়িয়া হুতিবো? হুনো, হে যুদি আমার গেছে কান্দে, তে আমি তো রহমানুর রহিম, আমি তার কান্দন হুনমুউ।

28 "তুমি আল্লার বিরুদ্ধে মাতিও না, তুমার কুনু বিচারক-সালিশরেও বদদোয়া দিও না।

29 “তুমরার খেতর ফসল বা আংগুরর শরবতর যে বাট আমারে দিবার
কথা, আমার ই বাট দিতে দেরি করিও না। তুমরা হকলর বড় পুয়াইন আমারে
দিলাইবায়। 30 তুমরার গরু-বাছুর আর ছাগল-মেড়ার লাগিও অউ এক সমান
হুকুম। ইতার হকল বড় মেদা বাইচ্চাইন সাতদিন পর্যন্ত তারার মা’র গেছে
রইবা, আট দিনর দিন আমারে দিলাইবায়।
31 “তুমরাউ অইবায় আমার পাক-পবিত্র বন্দা। জংলি জানুয়ারে মারিয়া
ফালাইছে, ইলা কুনু জানদারর গোস্ত তুমরা খাইও না; ইতা কুকুররে
খাওয়াইও।

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(চ) হক বিচার করা

23 “তুমরা মিছা কুনু বদনাম বার করিও না। পক্ষপাতি করি মিছা সাক্ষি
দিয়া কুনু খবিছ মানষরে সাইয্য করিও না। 2 সমাজর দশজনে
অইন্যায় করের দেখিয়া তুমিও অউলা করিও না। কুনু মামলা-
মকদ্দমার সাক্ষি দেওয়াত গিয়া, শক্তিআলা দলর পক্ষ লইয়া অইন্যায় কাম
করিও না। 3 আর কুনু গরিবর বিচারো গিয়া, হে গরিব গতিকেউ তার পক্ষ
লইও না।
4 “তুমার দুশমনর কুনু গরু-গাধারে বে-পথে যাওয়াত দেখলে, ইটা
ফিরাইয়া আনিয়া তার গেছে দিও। 5 তুমারে ইংসা করে ইলা কুনু মানষর
গাধারে ভারর তলে পড়িগেছে দেখলে, তারে ইলা ফালাইয়া যাইও না। তারে
তুলাত তুমি অবশ্যই সাইয্য করবায়।
6 “কুনু গরিবর মামলা-মকদ্দমাত অইন্যায় সালিশি করিও না। 7 হাজাইল
মিছা মামলা থাকি হরিয়া রইও। কুনু বে-কছুর বা নি-অপরাধি মানষরে মউতর
সাজা দিও না। যেগিয়ে ইলা অইন্যায় করবো, তারে আমি ছাড়তাম নায়।
8 ঘুষ খাইও না, কারন ঘুষে চউখ আলা মানষরেও আন্দা করিলায়। ঘুষে
ভালা মানষর মাতর মাজেও পেচ লাগাই দেয়।
9 “কুনু ভিন-দেশি মানষর উপরে জুলুম করিও না। মুছাফিরর হাল-হকিকত
তো তুমরা জানো, কারন তুমরাও মিসর দেশো মুছাফির আছলায়।

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(ছ) জুম্মাবার আর আরাম করার নিয়ম

10 “তুমরা একলাগারে ছয় বরছ জমিনো খেত করিও আর ফসল কাটিও,
11 বাদে সাত নম্বর বরছো জমিনো কুনু খেত না করিয়া পতিত রাখিও,
জমিনরে আরাম দিও। এতে জমিনো এমনেউ যেতা ফলিবো, অতা তুমরার
গরিব অকলে খাইয়া বাচিবা। তারা নেয়ার বাদে যেতা পড়ি রইবো, ইতা
জংলি পশু-পাখিন্তে খাইবা। তুমরার আংগুরর বাগান বা জয়তুন বাগানর
লাগিও অউ হুকুম মানিও।
12 “তুমরা হাপ্তাত ছয় দিন কাম করিও, অইলে সাত নম্বর দিন তো
জুম্মাবার, ইদিন কুন্তা করিও না। তেউ তুমরার গরু-গাধায় জিরাইবা, আর
তুমরার বাড়িত জন্মিছে ই গুলাম আর মুছাফির অকলর জানেও আরাম
পাইবো।
13 “আমি তুমরারে যেতা হুকুম দিলাম, ইতা খুব হুশিয়ার অইয়া আমল
করিও। কুনু দেবতার নাম মুখো লইও না, ইতার নাম যানু তুমরার মুখো না
হুনা যায়।

আল্লার লগে মিলনর উছিলার শর্ত

(জ) ইদর বেয়াপারে

14 “তুমরা পরতেক বরছ তিন বার আমার নামে ইদ আদায় করিও।
15 পয়লা, খামির ছাড়া রুটির ইদ আদায় করিও। আমি যেলা হুকুম করছি,
এক্কেরে অউ লাখান আবীব চান্দর সাতদিন খামির ছাড়া রুটি খাইও, কারন
অউ চান্দো তুমরা মিসর থাকি বার অইয়া আইছলায়। ইদর সময় লিল্লা-ছদগা
ছাড়া তুমরার কেউ যানু খালি আতে আমার গেছে না আয়। 16 দুছরা, তুমরা
ফসল দাওয়ার ইদ মানিও। খেতর মাজে তুমরা যেতা রুইছো, ইতা দাওয়ার
বাদে পয়লা ফসল দিয়াউ ইদ করিও। তিছরা ইদ, বছরর হেশ চান্দো বাগানর
পাকনা ফল বাড়িত আনার বাদে ডেরা-ঘরর ইদ করিও। 17 অউ তিনো ইদর
সময়, বছরো তিনবার তুমরার হকল বেটাইন আইয়া হজ করার নিয়তে আমি
আল্লা মালিকর ছামনে আজির অইও।
18 “তুমরা যেবলা আমার নামে পশু কুরবানি দেও, অউ সময় খামির আলা
কুনুজাতি রুটি ইতার লগে পুরাইয়া লিল্লা দিও না। ইদর সময় আমার নামে
যেতা পশু কুরবানি দিবায়, ইতার চর্বিআলা টুকরাইন বিয়ান পর্যন্ত রাখিও
না। 19 তুমরার খেতর হকল থাকি ভালা ফসল, তুমরার মাবুদ আল্লার ঘরো
আনিও।
“আর হুনো, কুনু ছাগলর বাইচ্চার গোস্ত তার মা’র দুধ দিয়া রান্দিও না।

আল্লার হুকুম আর ওয়াদা

20 “আমি তুমরার লাগি যে জাগা জুইত করি রাখছি, হনো তুমরারে
হেফাজতে পৌছানির লাগি, আমি তুমরার আগে আগে একজন ফিরিস্তা
পাঠাইমু। 21 তুমরা এন কথা মন দিয়া হুনিও আর মানিও, এন লগে তো
আমিও আছি। হুশিয়ার রইও, এন বিরুদ্ধে যাইও না। আরনায় এইন তুমরার
অপরাধ মাফ করতা নায়। 22 অইলে তুমরা যুদি এন হুকুম মানো, আর আমি
যেলা কইছি অউলা চলো, তাইলে তুমরার দুশমনর লগে আমি দুশমনি করমু,
যেরা তুমরার বিরুদ্ধে লাগবো, আমি তারার বিরুদ্ধে লাগমু। 23 আমোরী,
হিট্টী, ফারিজী, কেনানী, হিব্বী আর যিবুজী অকলর দেশো আমার ফিরিস্তায়
তুমরারে নিয়া হারাইবা। আমি তারা হকলটিরে বিনাশ করিলিমু। 24 তুমরা
তারার দেবতারে পুজা করিও না, খেজমতও করিও না, আর হিনর মানষে
যেতা করইন তুমরা ইতা করিও না। তুমরা তারার দেব-দেবীর মুর্তিন আর
তারার পুজার মন্ডপ অকল ভাংগিয়া চুরমার করিলিও। 25 তুমরা খালি
তুমরার মাবুদ আল্লা, মানি আমার এবাদত করিও। তেউ তুমরার রিজেকর
মাজে রহমত দিমু, আর তুমরার হক্কল বেমার-আজার দুর করমু। 26 তুমরার
দেশর কুনু বেটির পেটর হুরুতা নষ্ট অইতো নায়, কেউ আটখুরা রইতো নায়।
আমি তুমরারে পুরাপুর হায়াতি পর্যন্ত বাচাইয়া রাখমু। 27 তুমরা যতো জাতির
কাছাত যাইবায়, তারার দিলর মাজে আগ থাকি আমার উর-খফ পয়দা করমু,
তারারে বেদিশা বানাইলিমু। তুমরার হক্কল দুশমন খরেদি বাগিবা। 28 হিব্বী,
কেনানী আর হিট্টী অকলরে তুমরার ছামনা থাকি খেদাইবার লাগি, আমি
তুমরার আগে করি ভিংগুলর পাল পাঠাইমু। 29 অইলে আমি তারা হক্কলরে
একই বছরর ভিতরে খেদাইতাম নায়, আরনায় আস্তা দেশ পতিত রইয়া
জংলি জানুয়ারে ভরিযিবা, বাদে ইতায় তুমরারে ছাতাইবা। 30 আমি আস্তে
আস্তে তারারে খেদাইমু, আর তুমরার মানুষ বাড়িয়া আস্তা দেশ আবাদ
করবায়। 31 আমি নীল দরিয়া থাকি ফিলিস্তিনী দেশর সাগর পর্যন্ত, আর
দউকনর মরুভুমি থাকি ফোরাত গাং পর্যন্ত তুমরার দেশর সীমানা গাড়মু। ই
দেশো যেরা বসত করের তারারে তুমরার আতো সপিমু, আর তুমরা তারারে
ই দেশ থাকি খেদাই দিবায়। 32 তারার লগে বা তারার দেবতা অকলর লগে
তুমরা কুনু চুক্তি করিও না। 33 তুমরার দেশর ভিতরে তারারে রইবার দিও না।
আরনায় তারা তুমরারে আমার গেছু থাকি হরাইয়া গুনার পথে টানিয়া
নিবোগি। তুমরা যুদি তারার দেব-দেবীর পুজা করো, তাইলে নিচ্চিত তুমরাও
তারার ফান্দো হামাইবায়।”

আল্লার লগে মিলনর উছিলা পাকা-পুক্ত

24 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি আর হারুন, হারুনর পুয়াইন নাদাব
আর আবিহু, আর বনি ইছরাইলর সত্তইর জন মুরব্বি নেতা আমার
গেছে উঠিয়া আও। আইবার বালা তুমরা দুরই থাকি আমারে
সইজদা করিও। 2 অইলে খালি তুমি একলা আমার কাছাত উপরে আইবায়,
আর কেউ নায়। এরার লগে আর কুনু বনি ইছরাইল যানু না উঠে।”
3 মুছায় মানষর গেছে আইয়া মাবুদর হক্কল কালাম আর আইন-কানুন
হুনাইলা, ইতা হুনিয়া হকল মানষে একলগে কইলা, “মাবুদে যততা
বাতাইছইন ইতা হক্কলতা আমরা মানমু।” 4 মাবুদর বাতাইল হকল কালাম
মুছায় লেখিয়া থইলা। বাদর দিন ফজরে উঠিয়া পাড়র লামাত একখান
কুরবানি খানা বানাইলা, আর বনি ইছরাইলর বারো গুষ্টিরে ইয়াদ রাখার
লাগি বারোগু খুটা বানাইলা। 5 বাদে তাইন বনি ইছরাইলর জুয়ান অকলরে
পাঠাইলা আর তারা মাবুদর নামে বউত জালাইল কুরবানি দিলা, আর বউত
বিছাল জবো করিয়া ছালামতি কুরবানিও দিলা। 6 মুছায় কুরবানির লউর
অর্ধেক নিয়া কয়টা বাটিত থইলা, আর বাকি অর্ধেক নিয়া কুরবানি খানার
উপরে ছিটাই দিলা। 7 বাদে তাইন আল্লার লগে মিলনর উছিলার নিয়ম-
কানুন লেখা কিতাব খান তিলাওত করি মানষরে হুনাইলা। ইতা হুনিয়া
মানষে জুয়াপ দিলা, “আমরা মাবুদর হকল হুকুম হুনমু, তাইন যততা কইছইন
হকলতা মানমু।” 8 অখান হুনিয়া মুছায় লউ লইয়া মানষর উপরে ছিটাইয়া
কইলা, “ই লউ অইলো আল্লাই মিলনর হউ উছিলার লউ, যে উছিলা মাবুদে
তান হকল শর্ত মাফিক তুমরার লগে বওয়াল করছইন।”
9 তেউ মুছা, হারুন, নাদাব, আবিহু আর বনি ইছরাইলর সত্তইর জন
মুরব্বি নেতা পাড়র উপরে উঠলা। 10 তারা নিজর চউখে বনি ইছরাইলর
আল্লা পাকর দিদার দেখলা। তারা দেখলা, আল্লার পাও মুবারকর তলে
আছে, চকচকা লীলমনি পাথরর তৈয়ারি ছাতর লাখান, আছমানর নমুনায়
ছাফ। 11 বনি ইছরাইলর মুরব্বি অকলে আল্লারে দেখলেও তাইন এরারে
মারার লাগি আত তুললা না। তারা তান দিদার পাইলা আর খাওয়া-দাওয়া
করলা।

হজরত মুছা একলা আল্লার দরবারো রইলা

12 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি অউ পাড়র উপরে আমার কান্দাত
আও, আইয়া কয় দিন রও। মানষরে তালিম দিবার লাগি আমার যে হুকুম-
আহকাম পাথরর উপরে লেখছি, অতা আমি তুমারে দিমু।” 13 তেউ মুছায়
তান খাদিম ইউছারে লগে লইয়া পাড়ো উঠলা, আর মুছা আল্লার পাড়ো
গেলা। 14 তাইন মুরব্বি অকলরে কইয়া গেলা, “আমরা ফিরত আইবার আগ
পর্যন্ত আপনারা আমরার লাগি অনো বার চাইবা। হারুন আর হুর আপনারার
কাছাত আছইন, কুনু কাইজ্জা-ফসাদ লাগলে এরার গেছে যাইবা।” 15 মুছা
পাড়ো উঠতেউ আস্তা পাড় মেঘর কালনিয়ে গুরি গেলো, 16 আর তুর
পাড়র উপরে মাবুদর নুরর তজল্লি জাইর অইলো। ছয় দিন আস্তা পাড়
কালনিয়ে গুরা রইলো। সাত নম্বর দিন অউ কালনি থাকি মাবুদে মুছারে
ডাকিলা। 17 বনি ইছরাইলে মাবুদর নুরর তজল্লি দেখলা, তারা দেখলা পাড়র
উপরে আগুনির লাখান জলের। 18 পাড় বাইয়া উঠি-উঠি মুছা হউ কালনির
ভিতরে হামাই গেলা। তাইন চাল্লিশ দিন, চাল্লিশ রাইত হউ পাড়ো রইলা।

আল্লার পবিত্র ঘর বানানির হুকুম (২৫:১—৩১:১৮)

ঘরর মাল-ছামানা যুগানির হুকুম

25 মাবুদে মুছারে কইলা, 2 “তুমি বনি ইছরাইলরে কও, তারা আমার
গেছে দনি-খয়রাত লইয়া আজির অউক। তারার নিজর খুশিয়ে
যেতা দান করবা, অতা তুমি সমজিয়া রাখিও। 3 তারার গেছ থাকি
অউ লাখান মাল সমজিও:

সোনা, রুপা, পিতল;
4 লিলুয়া, বাইংগনি, লাল রংগর সুতা;
দামি সুতি কাপড় আর ছাগলর রুমা;
5 লাল রং লাগাইল মেড়ার চামড়া, ফু’র চামড়া;
বাবলা লাকড়ি;
6 লেম জালানির লাগি জয়তুনর তেল;
খেলাফতি সমজিবার তেলর মশলা আর আগর-খুশবয় বানানির মশলা;
7 ইমামর লেবাছর এফ্রোন আর বুকুর উপরর থলিত লাগানির আকিক
মনি আর বাকি হকল জাতর দামি পাথর।

8 “আমার রওয়ার লাগি তুমি বনি ইছরাইল অকলরেদি পাক-পবিত্র
একখান জাগা তৈয়ার করাইবায়। তেউ আমি তারার লগে বসত করমু।
9 আমার রওয়ার ঘর আর মাল-ছামানার বেয়াপারে আমি তুমারে যেলা
নমুনা দেখাইমু, এক্কেরে অউ লাখান করি হকলতা তিয়ার করাইও।

শাহাদত সন্দুক বানানির নিয়ম

10 “তারা বাবলা লাকড়ি দিয়া এগু সন্দুক বানাইবা। ইটা লাম্বায় আড়াই
আত, দেড় আত পাশ আর দেড় আত উচা। 11 এর বারে-ভিতরে খাটি
সোনাদি লেপিয়া দিও, আর চাইরো কিনারো সোনার নকশা লাগাইও।
12 হুনারর আগুইনদি পুড়িয়া চাইরটা সোনার কড়া এর চাইরো কুনাত
লাগাইও, অগালাত দুইটা আর হগালাত দুইটা লাগাইও। 13 বাবলা লাকড়িদি
দুগু বেন্দা বানাইয়া সোনাদি লেপিয়া দিতে অইবো। 14 সন্দুকরে বইয়া নেয়ার
লাগি দুইও গালার কড়ার মাজেদি, অউ দুইও বেন্দা হারানি লাগবো।
15 বেন্দা দুইওটা সন্দুকর কড়ার ভিতরে হারাইল রইবো, ইগুইন খুলিও না।
16 আমি আমার হুকুম-আহকাম লেখা যে পবিত্র শাহাদত পাথর তুমারে দিমু,
তুমি ইটা অউ সন্দুকর ভিতরে থইও।
17 “খাটি সোনাদি সন্দুকর একখান ছানি বানাইও, অখানর উপরে গুনার
কফরা আদায় করা অইবো। ই ছানি লাম্বায় আড়াই আত আর পাশে দেড়
আত অইবো। 18-19 তুমি হউ ছানির কিনারো সোনা পিটাইয়া দুগু কারুবী
বানাইও। অউ কারুবী দেখতে দুলদুল ঘোড়ার লাখান ডাখনা আলা।
বানাইয়া সন্দুকর দুই গালাত লাগাইও, অগালাত একটা, আর হগালাত
একটা। দুইও কারুবী ছানির লগে অউ লাখান করি সোনাদি বানানি লাগব,
যেটা আস্তাটা খালি এক চিজ অয়। 20 এর ডাখনা দুইওখান উপরেদি
মেলাইল রইবো, আর এর ছায়ার তলে থাকবো সন্দুকর ছানি। দুইও কারুবী
মুখামুখি উবা থাকবো, আর তারার চউখ রইবো ছানির বায়। 21 ই ছানিরে
সন্দুকর উপরে লাগাইও, আর আমার হুকুম-আহকাম লেখা যে শাহাদত
পাথর তুমারে দিমু, অউ পাথর তুমি সন্দুকর ভিতরে থইও। 22 ই শাহাদত
সন্দুকর ছানির উপরে দুইও কারুবীর মাজিখানো, আমি তুমারে দিদার দিমু।
অউ দিদারর সময় বনি ইছরাইলর লাগি আমার হকল আইন-কানুন
জানাইমু।

পবিত্র রুটি রাখার টেবুল বানাইও

23 “বাবলা লাকড়ি দিয়া দুই আত লাম্বা, এক আত পাশ আর দেড় আত
উচা করি একখান টেবুল বানাইও। 24 অখানরে খাটি সোনাদি লেপিয়া
চাইরো কিনারো নকশা লাগাইও। 25 টেবুলর চাইরো কিনারো চাইর আংগুল
উচা করি এক হাজ দিবায়, হাজর মাজে সোনাদি নকশা করবায়। 26 টেবুলর
চাইরো কুনাত চাইরো পায়ার উপরে সোনার চাইরটা কড়া লাগাইবায়। 27 ই
চাইরো কড়াইন টেবুলর কুনার হউ উচা হাজর তলে লাগাইও, যাতে টেবুল
বইয়া নেওয়ার বালা কড়ার ভিতরে বেন্দা হারাইল যায়। 28 বেন্দা দুইওটা
বাবলা লাকড়িদি বানাইয়া সোনাদি লেপিবায়, অউ বেন্দাদি টেবুল বইয়া
নিবায়। 29 টেবুলর উপরর থাল-বাসন, আল্লার নামে ঢালিয়া দিবার শরবত-
পানির ছদগার জগ আর মগ, হকলতা খাটি সোনাদি বানানি লাগবো।
30 অউ টেবুলর উপরে আমার ছামনে হামেশা পবিত্র রুটি রাখবায়, ই রুটি
যানু সব সময় থওয়া অয়।”

পবিত্র চেরাগ দানি বানানির নিয়ম

31 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি খাটি সোনাদি একখান চেরাগ দানি
বানাইবায়, চেরাগ দানির তলা আর উপরর ডান্ডি খাটি সোনা পিটাইয়া
গড়াইবায়। এর ডান্ডি, ফুলর লাখান পিয়ালা, কুড়ি আর পাপড়ি অকল
চেরাগ দানির লগে একখানো লাগাইল রইবো। 32 চেরাগ দানির ডান্ডির দুই
গালাত তিনটা করি মোট ছয়টা ডাল থাকবো। 33 পরতেক ডালর মাজে জবা
ফুলর লাখান তিনগু করি পিয়ালা থাকবো। চেরাগ দানির ছয়ও ডালো এক
লাখান কাম করা অইবো। 34 চেরাগ দানির মুল ডান্ডির মাজেও জবা ফুলর
লাখান চাইরটা পিয়ালা থাকবো। 35 অউ মুল ডান্ডি থাকি বারইল ছয়টা
ডালর মাজে, পয়লা দুইও ডালর জুড়াত এগু কুড়ি, দুছরা দুইও ডালর
জুড়াত আরক কুড়ি, আর হেশর দুইও ডালর জুড়াতও কুড়ি দিও। 36 কুড়ি
আর ডাল হকলতা চেরাগ দানি থাকি বার অইবো, হকলতা মিলিয়া এক
চিজ অইবো। আস্তাটাউ খাটি সোনা পিটাইয়া বানানি লাগবো। 37 এরবাদে
সাতটা লেম বানাইয়া অউ চেরাগ দানির উপরে অউ লাখান করি লাগানি
লাগবো, যাতে লেম জালানির বাদে চেরাগ দানির ছামনা ফর অয়। 38 লেমর
ফিতা ছাফ করার চিমটা আর জালাইল ফিতার ছালি থওয়ার লাগি কয়গু
বাটি, খাটি সোনাদি বানানি লাগবো। 39 চেরাগ দানির হকলতা বানানির
লাগি এক মন খাটি সোনা লাগবো।
40 “হুনো, অউ পাড়র উপরে তুমারে যেলা নকশা দেখাইল অইলো,
এক্কেরে অউ লাখান করি হকলতা বানাইও।”

আল্লার ঘর বানানির তেরপাল

26 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি দশ টুকরা পেচাইল সুতার দামি সুতি
কাপড়দি আমার ঘরর পর্দা বানাইও। আর লিলুয়া, বাইংগনি, লাল
সুতাদি ভালা উস্তাদরেদি এর মাজে কারুবী অকলর ছবি বাইন
করাইও। 2 হকল টুকরাইন এক মাপর অইবো, লাম্বায় আটাইশ আত আর
পাশে চাইর আত। 3 ই টুকরাইন্তর পাচখান পাচখান করি একখানো জুড়া
দিয়া, দুখান বড় তেরপাল বানাইতে অইবো। 4 বড় তেরপালর পয়লা টুকরার
পাশর এক কিনারো লিলুয়া সুতাদি হুকর ফুড় বানাইতে অইবো। দুছরা
টুকরাতও অউলা করতে অইবো। 5 পয়লা তেরপালর কিনারো পইঞ্চাশগু
হুকর ফুড় আর দুছরা তেরপালো অউলা পইঞ্চাশগু ফুড় দিতে অইবো। দুইও
বড় তেরপালর হুকর ফুড় এগু আরেগুর উল্টামুখা থাকবো। 6 বাদে সোনাদি
পইঞ্চাশগু হুক বানাইয়া হউ ফুড়র মাজেদি হারাইয়া, বড় দুইও তেরপালরে
আটকাই দিও। তেউ ই দুইও টুকরাদি একখান ঘর তিয়ার অইবো।
7 “আমার ঘরর উপর গুরার লাগি ছাগলর রুমা দিয়া তেরপালর লাখান
এগারোখান টুকরা বানানি লাগবো। 8 হকল টুকরাইন এক মাপর অইবো,
তিশ আত লাম্বা আর চাইর আত পাশ। 9 অন থাকি পাচ টুকরা একলগে
জুড়া দিয়া বড় এক তেরপাল বানাইতে অইবো। আর বাকি ছয় টুকরা জুড়া
দিয়া, বড় আরক তেরপাল বানাইয়া হারলে, অউ দুছরা তেরপালর যে টুকরা
বাড়তি রইবো, অখানরে তাম্বুর ছামনর বায় দুই ভাইঞ্জ করি দিতে অইবো।
10 পয়লা বড় তেরপালর পাশর এক কিনারো পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় বানাইতে
অইবো, আর দুছরা তেরপালোও অউলা অইবো। 11 বাদে পিতল দিয়া
পইঞ্চাশগু হুক বানাইয়া হউ হুকর ফুড়র মাজে হারাইয়া, অউ বড় দুইও
তেরপাল একখানো জুড়া দিতে অইবো। তেউ ই দুইও তেরপাল মিলিয়া
একখান ছানি অইবো। 12 ছাগলর রুমার বড় তেরপালর যে আধা টুকরা
বাড়তি অইবো, ইখান খরেদি লটকাইল রইবো। 13 ই তেরপাল খান তলর
কাপড় থাকি এক আত বড় অওয়ায় ইখান দুইও গালাবায় লটকাইল রইয়া
হারা ঘররে গুরিলিবো। 14 এর উপর গুরার লাগি লাল রং করা মেড়ার
চামড়াদি আরোখান তেরপাল বানাইয়া গুরি দিতে অইবো। বাদে এর উপরে
ফু’র চামড়াদি ছানি তৈয়ার করি গুরি দিতে অইবো।”

আল্লার ঘরর ফ্রেইম বানানির লাকড়ি-তক্তা

15 মাবুদে মুছারে কইলা, “আমার ঘরর লাগি বাবলা লাকড়িদি ক’খান
ফ্রেইম বানানি লাগবো। 16 পরতেক ফ্রেইম বানাইবায় দশ আত লাম্বা আর
দেড় আত ফাড়। 17 অউ ফ্রেইমো দুগু করি পায়া থাকব। হকল ফ্রেইম এক
লাখান বানাইতে অইবো। 18 দক্ষিন গালার লাগি বিশখান ফ্রেইম বানানি
লাগবো। 19 ই ফ্রেইমর পায়ার তলে দেওয়ার লাগি চাল্লিশগু রুপার ভুরা
বানানি লাগবো, পরতেক ফ্রেইমর দুই পায়ার লাগি দুগু ভুরা লাগবো।
20 আমার ঘরর উত্তর গালার লাগিয়াও বিশখান ফ্রেইম লাগবো, 21 আর
পরতেক ফ্রেইমর পায়ার তলর লাগি দুগু করি চাল্লিশগু রুপার ভুরা বানানি
লাগবো। 22 পইচমর গালার লাগি, মানি খর গালার লাগি ছয়খান ফ্রেইম,
23 আর খরর দুইও কুনার লাগি আরো দুখান ফ্রেইম লাগবো। 24 ই দুই
ফ্রেইমরে দুই কুনার দুইও ফ্রেইমর লগে তলে-উপরে একখানো জুড়া দিতে
অইবো। পরতেক কুনার দুই ফ্রেইম ধারর ফ্রেইমর লগে বাত্তি মারিয়া
একলগে জুড়া দিতে অইবো। দুইও কুনা এক লাখান অইবো। 25 তেউ খরেদি
আটখান ফ্রেইম অইবো, আর পরতেক ফ্রেইমর তলে দেওয়ার লাগি দুগু
করি ষোলগু রুপার ভুরা লাগবো।
26 “তুমি ফ্রেইমরে জুড়া দিবার লাগি বাবলা লাকড়িদি কয়গু লাম্বা বাত্তি
বানাইও। 27 এর মাজে পাচগু বাত্তি ঘরর এক গালার লাগি, আর বাকি
পাচগু আরক গালার লাগি, আর পাচগু লাগবো খর গালা, মানি পচিম
গালার ফ্রেইমর লাগি। 28 ফ্রেইমর মাজখানো লাগাইল অউ বাত্তিদি হকল
ফ্রেইমর একমাথা থাকি আরক মাথা পর্যন্ত আটকাইবায়। 29 ফ্রেইম খানাইন
সোনাদি লেপতে অইবো, আর বাত্তি হারানির লাগি সোনার কড়া বানাইয়া
ফ্রেইমো লাগাইতে অইবো। ই বাত্তি অকলও সোনাদি লেপতে অইবো।
30 আমার ঘরর যে নকশা তুমারে অউ তুর পাড়র উপরে দেখাইলাম, তুমি
এক্কেরে অউ লাখান করি ইটা তৈয়ার করাইও।”

আল্লার ঘরর লাগি পর্দা

31 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি লিলুয়া, লাল, বাইংগনি সুতা আর পেচাইল
দামি সুতি কাপড়দি একখান পর্দা বানাইও। ভালা কুনু উস্তাদরেদি এর উপরে
কারুবী অকলর ছবি বাইন করাইও। 32 ই পর্দাখান বাবলা লাকড়িদি চাইরটা
খুটির লগে লাগাইয়া সোনার কড়াদি লটকাই দিবায়, খুটির মাথাত সোনার
কড়া লাগাইবায়। আর খুটিগুইন সোনাদি লেপাইবায়, খুটির তলাত রুপার
ভুরা লাগাইবায়। 33 পর্দারি উপরর সুতি কাপড়ো লাগাইল হুকর লগে

পর্দাখান লটকাইল রইবো। ই পর্দার খরে শাহাদত সন্দুক থইবায়। পর্দাদি আমার ঘরর হেরেম শরিফ, মানি খাছ পাক জাগা আর পাক জাগার মাজখানো বেড়া দিও। 34 অউ হেরেম শরিফর ভিতরে শাহাদত সন্দুকর উপরে এর ছানি লাগাইও। 35 ই পর্দার বারে হেরেম শরিফর উত্তর গালাত পবিত্র রুটি রাখার টেবুলখান থইও, আর এর উল্টামুখা দক্ষিন গালাত থইও চেরাগ দানি।

36 "আমার ঘরর দুয়ারর লাগি একখান পর্দা বানাইও, ইখান দামি সুতি কাপড়দি বানাইয়া হাঁরি, লিলুয়া, বাইংগনি, লাল রংগর সুতাদি নকশা করিও। 37 ই পর্দার লাগি সোনার কড়া আর বাবলা লাকড়ির পাচটা খুটি বানাইও। খুটিগুইন সোনাদি লেপাইও, খুটির তলাত পিতলর পাচগু ভুরা লাগাইও।"

জালাইল কুরবানি খানা বানাইও

27 মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমি বাবলা লাকড়িদি পাচ আত লাম্বা, পাচ আত পাশ আর তিন আত উবি দিয়া চাইর-কুনি করি একখান কুরবানি খানা তৈয়ার করাইও। 2 এর চাইরো কুনার উপরে লাকড়িদি চাইরটা হিং দিও। অউ হিং কুনার লাকড়ি খুদিয়া বানানি লাগবো, ই আস্তাখান এক চিজ অইবো। বাদে পুরা কুরবানি খানা পিতলদি লেপাইও। 3 কুরবানি খানার ছালি তুলার বড় চামচ আর গামলা, লউ থওয়ার বাটি, গোস্ত তুলার চিমটা, আংরা থওয়ার পাতিল, হকলতা পিতলদি বানাইও। 4 পিতলদি একখান জালি বানাইবায়। এর চাইর কুনাত চাইরটা পিতলর কড়া লাগাইও। 5 কুরবানি খানার তলা থাকি উপরর মাজামাজি জাগার তাড়িয়ার তলে অউ জালি বওয়াইও। 6 কুরবানি খানা বইয়া নিবার লাগি বাবলা লাকড়িদি দুগু বেন্দা বানাইও, বানাইয়া দুইওগু পিতলদি লেপিও। 7 ই বেন্দাইন কড়ার ভিতরেদি হারানি লাগবো। তেউ কুরবানি খানা বইয়া নেয়ার বালা দুইও বেন্দাইন কুরবানি খানার দুই গালাবায় থাকবো। 8 কুরবানি খানা তক্তাদি বানাইয়া এর ভিতরে ফাক রাখিও। আমি অউ পাড়র উপরে তুমারে যেলা নকশা দেখাইলাম, এক্কেরে অলাখান করি বানানি লওয়াইও।

আল্লার ঘরর উঠানর নমুনা

9 "আমার ঘরর চাইরোবায় উঠান থাকবো। এর দক্ষিন গালাবায় একশো আত রাখিও, ই মুখা দিবায় দামি সুতি কাপড়র পর্দা। 10 ই পর্দা টানানির লাগি বিশগু খুটি দিবায়। খুটির তলাত দিবায় একটা করি পিতলর ভুরা, পর্দা টানানির লাগি রুপার কড়া আর বান্দিবার তার লাগাইবায়। 11 উত্তর গালাবায় একশো আত উঠান রাখবায়। হনোও পর্দা দিও, বিশগু খুটি, বিশগু পিতলর ভুরা, খুটির লগে লাগাইও রুপার কড়া আর তার। 12 পইচমে পইঞ্চাশ আত উঠান রাখিও, হনোও কয়খান পর্দা, দশগু খুটি, পরতেক খুটির তলাত একটা করি ভুরা দিও। 13 পুবেদিও পইঞ্চাশ আত উঠান রাখিও; 14 গেইটর এক গালাত পনরো আত লাম্বা পর্দা, তিনটা খুটি আর তিনটা ভুরা লাগাইবায়, 15 অলা দুছরা গালাতও পনরো আত পর্দা, তিনটা খুটি আর তিনটা ভুরা দিও। 16 উঠানর গেইটর লাগি চাইরটা খুটি, চাইরটা ভুরা আর বিশ আত লাম্বা একখান পর্দা। পর্দাখান দামি সুতি কাপড়দি বানাইয়া লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতাদি নকশা করাইও। 17 উঠানর চাইরো গালার হক্কল খুটিরে বান্দিবার তারি আর কড়া অইবো রুপার, এর তলে পিতলর ভুরা থাকিবো। 18 উঠানখান লাম্বায় একশো আত আর পাশে পইঞ্চাশ আত অইবো। এর চাইরোবায় পাচ আত উবি পর্দা দিও, পর্দা অইবো দামি সুতি কাপড়র, আর খুটিন্তর তলে দিও পিতলর ভুরা। 19 আমার ঘরর কামর হকল চিজ পিতলদি বানাইবায়, মুল তাম্বু আর উঠানর বেড়ার টানার রশির তলর পেরেগ অকল পিতলর অইবো।

20 "তুমি বনি ইছরাইল অকলরে হুকুম দিও, তারা জয়তুন ছেছিয়া তেল বানাইয়া তুমার গেছে আনতো, যাতে লেম হামেশা জালাইল রয়। 21 মিলন-তাম্বুর শাহাদত সন্দুকর ছামনে যে পর্দাখান থাকবো, অউ পর্দার বারে হারুন আর তার পুয়াইন্তে হাইঞ্জা থাকি ফজর পর্যন্ত, মাবুদর ছামনে লেমগুইন দেখা-হুনা করবা। আমার অউ হুকুম যানু বনি ইছরাইলে ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি হর-হামেশা আমল করে।"

ইমাম অকলর লেবাছ

28 মাবুদে মুছারে কইলা, "ও মুছা, বনি ইছরাইলর মাজে ইমামতি করার লাগি তুমার ভাই হারুন, তার পুয়া নাদাব, আবিহু, আলি-আজর আর ইছামাররে তুমার ছামনে আনাও।

2 "তুমার ভাই হারুনর ইজ্জত আর সুন্দর বাড়ানির লাগি পবিত্র লেবাছ তৈয়ার করাও। 3 আমি পাক রুহ দিয়া যেতা উস্তাদ অকলরে কারিগরি কামর আখল-হেকমত দিছি, তুমি হউ কারিগর অকলরে হুকুম দেও, তারা হারুনর লাগি অউলা পবিত্র লেবাছ বানাউক্কা, যে লেবাছ খালি আমার ইমামতির কামো লাগে। 4 ই লেবাছর মাজে বুকুর উপরর থলি, এফ্রোন, আলখেল্লা, চেকর কাপড়র পাইঞ্জাবি, পাউগড়ি আর কমরো বান্দার কাপড় বানাইও। তুমার ভাই হারুন আর তার পুয়াইন্তে যাতে আমার ইমামতি কাম করতা পারইন, এরলাগি তারার পাক-পবিত্র লেবাছ বানাইও। 5 লেবাছ বানাইতে তারা লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা, আর দামি সুতি কাপড়, এর লগে সোনাও লাগাইবা।

পরধান ইমামর এফ্রোন বানানির নিয়ম

6 "পরধান ইমামর এফ্রোন বানাইবায় লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা, দামি সুতি কাপড়, আর সোনাদি। ইতা ভালা কুনু উস্তাদরেদি বানাইও। 7 এফ্রোনর কান্দর দুই গালা জুড়া দিবার লাগি দুখান পট্টি বানাইয়া, এফ্রোনর উপরর কুনাত লাগাইও। 8 এফ্রোনর লগে জুড়া লাগাইল পেটর উপরর বেল্ট খানও এফ্রোনর লাখান লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা, দামি সুতি কাপড়, আর সোনাদি বানাইও।

9 "তুমি দুইটা আকিক পাথর আনিয়া এর উপরে ইছরাইল, মানি ইয়াকুবর পুয়াইন্তর নাম খুদাইয়া লেখাইও। 10 পয়লা পাথরর উপরে, তারার জন্মর হিসাবে বড় থাকি ছুরু মুখা ছয় জনর নাম, আর দুছরা পাথরর উপরেও বাকি ছয় জনর নাম খুদাইয়া লেখাইও। 11 হুনার অকলে দামি পাথরর উপরে খুদিয়া যেলা সীল বানাইন, এক্কেরে অউ লাখান করি দুগু পাথরর উপরে ইছরাইলর পুয়াইন্তর নাম খুদাইও। 12 পাথর দুইওগু সোনার জাজইরর মাজে লাগাইয়া এফ্রোনর কান্দর পট্টির লগে লাগাইও। ইছরাইলর পুয়াইন্তর বায় মাবুদর নজর রাখার লাগি, ই পাথর হারুনে মাবুদর ছামনে তার কান্দর মাজে লাগাইবো। 13-14 দুইও জাজইরর লগে সোনাদি বানাইল দুকছা চেইন লাগাইও। অউ দুইও চেইন খাটি সোনাদি রশির নমুনায় পেচাইয়া বানাইও।

বুকুর উপরর থলি বানানির নিয়ম

15 "আমার রায়-ফয়ছালা জানার লাগি বুকুর উপরর থলি বানাইও। ভালা উস্তাদ কুনু দর্জিরেদি বানাইও। এফ্রোনর কামর লাখান ইটাও লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা, দামি সুতি কাপড়, আর সোনাদি বানাইও। 16 ইটা অইবো লাম্বায় আধা আত, পাশে আধা আত, চাইর কুনা আলা দুই ভাইঞ্জ করা একখান কাপড়। 17 এর উপরে হাইর ধরাইয়া চাইর হাইর পাথর লাগাইবায়। পয়লা হারিত ইয়াকুত, পীত, আর পান্না মনি। 18 দুছরা হারিত লালমনি, লীলমনি আর হীরা; 19 তিন নম্বর হারিত ফিরুজ, গোমেদ আর পদ্মরাগ মনি। 20 চাইর নম্বর হাইরো পোখরাজ, বৈদুর্য আর সুরুজ মনি। ই পাথর অকল সোনার জাজইরদি লাগাইও। 21 ইছরাইলর বারো পুয়ার লাগি বারোটা পাথর লাগবো। ইতা একো পাথরো এক এক পুয়ার নাম খুদিয়া লেখাইও, যেলা খুদিয়া সীল বানাইলু অয়।

22 "বুকুর উপরর থলির লাগি খাটি সোনাদি রশির লাখান পেচাইয়া দুকছা চেইন বানাইও। 23 সোনার দুইটা কড়া বানাইয়া বুকুর অউ থলির উপরর কুনাত লাগাইও। 24 আর চেইন দুইওগেছা দুইও কড়ার লগে আটকাইও। 25 দুইও কান্দর এফ্রোনর ছামনুর ফিতাত সোনার জাজইরর লগে চেইনর একমাথা বান্দিও। 26 আরো দুইটা সোনার কড়া বানাইয়া বুকুর উপরর থলির দুই কুনাত লাগাইও। ই দুইওটা এফ্রোনর লগে বুকুর থলির তলে রইবো। 27 বাদে আরো দুইটা সোনার কড়া বানাইয়া, এফ্রোনর কান্দর পট্টির সই তলেদি, পেটর উপরর বেল্টর উপরর সিলাইর কাছাত লাগাইও। 28 বাদে বুকুর উপরর থলির তলর কড়ার লগে পেটর উপরর নকশা করা বেল্টর কড়া লিলুয়া সুতাদি বান্দিও। তেউ অউ থলি এফ্রোনর উপরে থাকি হরতো নায়।

29 "পাক জাগাত হামাইবার বালা হারুনে আমার রায়-ফয়ছালা হুনার লাগি, বুকুর উপরর থলির উপরে লেখা ইছরাইলর বারো পুয়ার নাম লাগাইতে অইবো, ই থলিটায় তারারে হর-হামেশা মাবুদর ছামনে রাখবো। 30 আমার রায়-ফয়ছালার অউ থলির ভিতরে উরিম আর তুম্মিম রাখিও। হারুন যেবলা মাবুদর ছামনে আজির অইবো, অউ সময় ইতা তার বুকুর উপরে রইবো। হারুনে বনি ইছরাইলর লাগি আমার রায়-ফয়ছালা জানার উপায় হিসাবে হর-হামেশা তার বুকুর উপরে মাবুদর দেওয়া অউ চিজ রাখবো।"

ইমাম ছাবর আরো লেবাছ

31 মাবুদে মুছারে কইলা, "এফ্রোনর তলে লাম্বা যে আলখেল্লা রইবো, ইকটা পুরাটাউ লিলুয়া রংগর সুতাদি বানাইও। 32 মাথা হারাইবার লাগি এর মাজখানো ফাক রাখিও। ই ফাক জাগা যাতে না ছিড়ে, এরলাগি এর চাইরো গালা দড়ো করি বাইন করতে অইবো। 33 লিলুয়া, বাইংগনি, লাল রংগর সুতাদি আনুয়ার ফলর লাখান বানাইয়া, অউ আলখেল্লার তলর মুড়ির চাইরোবায় লাগাইও। আর ইতার মাজে মাজে দিও সোনার ঘুংগুর। 34 ই মুড়িত দিবায় এগু করি আনুয়ার আর এগু ঘুংগুর। 35 ইমামতি করার বালা হারুনে ই লেবাছ ফিন্দিবো। হে যেবলা পাক জাগাত মাবুদর ছামনে আজির অইবো, আর হন থাকি বারে বার অইবো, অউ সময় অউ ঘুংগুর অকলর আওয়াজ হুনা যাইবো, তেউ হে মরতো নায়।

36 "খাটি সোনাদি একখান পাত বানাইয়া এর উপরে সীলর লাখান খুদিয়া অউ আয়াত লেখাইও, 'মাবুদর নামে পাক-পবিত্র।' 37 ই পাতখান পাউগড়ির ছামনর গালাত লাগাইয়া লিলুয়া সুতাদি বান্দিও। 38 ইটা হারুনর কপালর উপরে রইবো। যতো পাক-পবিত্র মাল বনি ইছরাইলে দান-খয়রাত লইয়া আইবা, ইতার হকল নমুনার দুষ-তিরুটির ভার হারুনে বইবো। মাবুদে যাতে তারারে কবুল করইন, এরলাগি হারুনে কপালর উপরে ই সোনার পাতখান হামেশা লাগাইয়া রাখবো। 39 ইমামর পাইঞ্জাবি আর পাউগড়ি তৈয়ার করাইও চেকর দামি সুতি কাপড়দি। কমরো বান্দার কাপড় খান সুই-সুতাদি নকশা করি বানাইও।

40 "হারুনর পুয়াইন্তর ইজ্জত আর সুন্দরর লাগি পাইঞ্জাবি, তকি আর কমরো বান্দার কাপড় তৈয়ার করাইও। 41 তুমি তুমার ভাই হারুন আর তার পুয়াইন্তরে ই কাপড় ফিন্দাইও। তারার মাথাত পবিত্র তেল ঢালিয়া খেলাফতি দিয়া ইমামতি কামো লাগাইও। তুমি তারারে পাক-পবিত্র করিও, যাতে তারা আমার ইমাম অইতা পারইন। 42 কমর থাকি উরাত পর্যন্ত শরম গুরার লাগি সুতি কাপড়দি হাফ-পেন্ট বানাইও। 43 হারুন আর তার পুয়াইন যেবলা মিলন-তাম্বুত হামাইবা, বা কুরবানি খানার গেছে পাক জাগাত হামাইয়া ইমামতির কামো লাগবা, অউ সময় তারা অউ হাফ-পেন্ট ফিনবা। তেউ তারা নি-অপরাধি রইবা, মরতা নায়। হারুন আর তার ওয়ারিশর ছিলছিলার লাগি ই আইন হর-হামেশা চালু রইবো।"

ইমাম হিসাবে বওয়াল করার নিয়ম

29 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি ইমাম অকলরে অউ লাখান পাক-ছাফ
করিও, যাতে ইমাম বনিয়া তারা আমার এবাদত কাম চালাইতা
পারইন। তুমি নিখুত এগু বিছাল আর দুগু মেড়া আনাইও।
2 এরলগে ময়দাদি রুটি, তেলদি ভাজা পিঠা, আর তেল মাখাইল চাপাটি
বানাইও। ইতা কুন্তাতউ খামির মিশাইও না। 3 অতা বানাইয়া এক টুকরিত
লইও, এরলগে হউ বিছাল আর দুইও মেড়া লইয়া আমার ছামনে আইও।
4 বাদে হারুন আর তার পুয়াইন্তরে মিলন-তাম্বুর দুয়ারর কাছাত আনিয়া,
পানিদি নাওয়াই দিও। 5 আর হউ পবিত্র লেবাছ অকল আনিয়া হারুনরে
ফিন্দাইও। পাইঞ্জাবি, আলখেল্লা, এফ্রোন আর বুকুর উপরর থলি হকলতা
ফিন্দাইও। এফ্রোনর লগে উস্তাদি আতর বানাইল হউ পেটর উপরর বেল্ট
খানও বান্দিয়া দিও। 6 তার মাথাত পাউগড়ি ফিন্দাইও আর সোনার পাতদি
বানাইল পবিত্র তাজ খানও লাগাইও। 7 বাদে খেলাফতির তেল তার মাথাত
ঢালিয়া তারে খেলাফতি দিও। 8 তার পুয়াইন্তরেও আনিয়া পাইঞ্জাবি
ফিন্দাইও। 9 হারুন আর তার পুয়াইন্তরে কমরর কাপড় বান্দিয়া দিও।
পুয়াইন্তর মাথাত দিও তকি। অউ লাখান হারুন আর তার পুয়াইন্তরে ইমামর
পদো বওয়াল করিও, যাতে চিরকালিন নিয়ম হিসাবে ইমামতির পদ খালি
তারার বংশত থাকে।
10 “বাদে হউ বিছালরে তুমি মিলন-তাম্বুর ছামনে আনিও, হারুন আর তার
পুয়াইন্তে অগুর কল্লা আতাইয়া দিবা। 11 আতানির বাদে অউ বিছালরে
মিলন-তাম্বুর দুয়ারর কাছাত নিয়া মাবুদর ছামনে জবো করিও। 12 জবো
করিয়া হারলে খুড়া লউ তুমার আংগুলিত লাগাইয়া কুরবানি খানার হিংগর
মাজে লাগাইও, আর বাকি লউ কুরবানি খানার তলে ঢালি দিও। 13 বিছালর
পেটর ভিতরর আত-ভড়র চর্বি, কইলজার মাটিয়া, দুইও কিডনি আর এর
চর্বি, কুরবানি খানার উপরে নিয়া জালাইলিও। 14 এর গোস্ত, খাল, আত-
ভড় গুফর সুদ্ধা বনি ইছরাইলর কেম্পর বারে নিয়া জালাইলিও। ইতা
অইলো গুনার কফরার কুরবানি।
15 “বাদে হউ দুইও মেড়া থাকি এগু মেড়া আনিও, আনলে হারুনে আর
তার পুয়াইন্তে অগুর কল্লা আতাইয়া দিবা। 16 আর অউ মেড়ারে জবো
করিয়া এর লউ নিয়া কুরবানি খানার চাইরো গালাত ছিটাই দিও। 17 মেড়ারে
কাটিয়া টুকরাইয়া তার ঠেং আর পেটর ভিতরর হকলতা ধইয়া, কল্লা আর
বাকি টুকরাইন্তর লগে থইও। 18 হেশে ই আস্তাগু কুরবানি খানার উপরে নিয়া
জালাইলিও। ইতা অইলো মাবুদর নামে জালাইল কুরবানি, মাবুদর নিয়তে
আগুনিত দেওয়া খুশবয় আলা ছদগা।
19 “বাদে দুছরা মেড়ারেও আনিয়া হারুনে আর তার পুয়াইন্তে কল্লা আতাই
দিবা। 20 আতানির বাদে অগুরে জবো করিয়া এর খুড়া লউ নিয়া হারুন
আর তার পুয়াইন্তর ডাইন কানর লতিত, ডাইন আতর আর ডাইন পাওর
বুড়ি আংগুলর মাজে লাগাইও। আর বাকি লউ নিয়া কুরবানি খানার চাইরো
গালাবায় ছিটাই দিও। 21 বাদে খেলাফতির তেল আর কুরবানি খানা থাকি
খুড়া লউ লইয়া, হারুন আর তার পুয়াইন্তর গতরো আর লেবাছর উপরে
ছিটাই দিও। তেউ লেবাছ সুদ্ধা হারুন আর তার পুয়াইন পাক-ছাফ অইবা।
22 তুমি অউ মেড়ার চর্বি, চর্বি আলা লেংগুড়, পেটর ভিতরর হকলতার
উপরর চর্বি, কইলজার মাটিয়া, দুইও কিডনি, এর চর্বি, আর ডাইনর রান
নিও, ইটা অইলো ইমামতি কামো বওয়ালর লাগি বখশিয়া দিবার মেড়া।
23 বাদে মাবুদর নজরো থওয়া খামির ছাড়া রুটির টুকরি থাকি একখান রুটি,
তেলদি ভাজা একখান পিঠা আর তেল মাখাইল চাপাটি একখান লইও।
24 লইয়া ইতা হকলতা হারুন আর তার পুয়াইন্তর আতো দিয়া, মাবুদর
ছামনে রাখার নিয়তে উচা করি ধরিয়া দুলনা কুরবানি হিসাবে দুলাইবায়।
25 আর অতা তারার আত থাকি নিয়া, মাবুদর ছামনে কুরবানি খানার উপরে,
হউ জালাইল কুরবানির উপরে জালাইলিবায়। ইটা অইলো মাবুদর নামে
আগুনিত দেওয়া ছদগা। ইতার ধুমার ঘেরানে মাবুদ খুশি অইন।”
26 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি হারুনরে ইমামতির কামো বওয়াল করার
লাগি, খেলাফতি সমজিবার মেড়ার ছিনার টুকরা লইয়া, মাবুদর ছামনে
দুলনা কুরবানি হিসাবে উচা করি দুলাইবায়। ইটা অইলো তুমার বাট।
27 হারুন আর তার পুয়াইন্তরে ইমামতির কামো বওয়ালর লাগি দুলনা
কুরবানির মেড়ার ছিনা আর রান হকলতা তুমি পাক-পবিত্র করিও। 28 অউ
লাখান বনি ইছরাইলর দেওয়া অউ কুরবানির টুকরাইন হর-হামেশা হারুন
আর তার পুয়াইন্তে পাইবা। ইতা অইবো মাবুদর নামে বনি ইছরাইলর দেওয়া
ছালামতি কুরবানির একটা অংশ।
29 “হারুনর বেবহার করা পবিত্র লেবাছ অকল তার ওয়ারিশ অকলে
পাইবা। অউ লেবাছ ফিন্দিয়া তারা খেলাফতি পাইবা আর ইমামতির কামো
বওয়াল অইবা। 30 হারুনর বাদে তার যে পুয়া ইমাম অইয়া মিলন-তাম্বুর পাক
জাগাত কাম করবো, হে সাতদিন পর্যন্ত ই লেবাছ তার গতরো রাখবো।
31 “খেলাফতি সমজিবার মেড়ার অউ গোস্ত খানাইন নিয়া কুনু পবিত্র
জাগাত রান্দিবায়। 32 হারুন আর তার পুয়াইন্তে মিলন-তাম্বুর দুয়ারর কাছাত
বইয়া, টুকরিত থওয়া হউ রুটির লগে অউ গোস্ত খাইবা। 33 ইমামর কামো
বওয়াল করার লাগি, তারারে পাক-ছাফ করার লাগি, খানির যেতা চিজ
অকল গুনার মাফির লাগি কুরবানি দেওয়া অইবো, ইতা খালি হারুন আর
তার পুয়াইন্তে খাইবা। আর কেউ ইতা খাইতো পারতো নায়, কারন ইতা
অইলো পাক-পবিত্র খানা। 34 অউ বওয়াল করার কুরবানির মেড়ার কুনু
গোস্ত বা রুটি যুদি বিয়ান পর্যন্ত রইযায়, তে ইতা জালাইলিতে অইবো, কেউ
খাইতো পারতো নায়, ইতা তো পাক-পবিত্র।
35 “হারুন আর তার পুয়াইন্তর লাগি, আমি তুমারে যততা করার হুকুম
দিছি, তুমি অউলা করিও। বওয়াল করার অউ কাম তুমি সাতদিন ভরা
করিও। 36 গুনার কফরা হিসাবে তুমি পরতেক দিন এগু করি বিছাল কুরবানি
দিবায়। আর কুরবানি খানারে পাক-পবিত্র করার লাগিও অউ লাখান
কুরবানি দিও, আর পাক-ছাফ অওয়ার লাগি পবিত্র তেল ঢালিও।
37 কুরবানি খানারে পাক-পবিত্র করার লাগি সাতদিন ভরা কুরবানি দিয়া,
গুনা মাফির কফরা আদায় করিয়া পাক-পবিত্র করিও। তেউ ই কুরবানি খানা
এক মহা-পবিত্র জাগা অইবো। যেকুনু জিনিস ই কুরবানি খানাত ছোয়াইলে,
ইতা পাক-পবিত্র অইযিবো।

পরতেক দিনর কুরবানির নিয়ম

38 “এর বাদ থাকি পরতেক দিন ই কুরবানি খানার উপরে, এক বরছ বয়সর
দুগু মেড়ার বাইচ্চা কুরবানি দিবায়, 39 এগু বিয়ানে আর এগু হাইঞ্জা বালা।
40 পয়লা মেড়ার বাইচ্চার লগে দুই সের ময়দা আর এক সের জয়তুনর পিষা
তেল মিশাইতে অইবো। আর শরবত-পানির ছদগার লাগি আংগুরর এক
সের শরবতও আল্লার নামে দিবায়। 41 হাইঞ্জা বালা যে মেড়া কুরবানি দিবায়,
এরলগেও বিয়ানকুর লাখান ধান-গমর ছদগা আর শরবত-পানির ছদগার
হকলতা দিতে অইবো। ইতা অইলো মাবুদর নিয়তে আগুনিত দেওয়া খুশবয়
আলা কুরবানি।
42 “ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি মিলন-তাম্বুর দুয়ারর গেছে, মানি আমার
ছামনে পরতেক দিন ই জালাইল কুরবানি দিতে অইবো। হনো আমি তুমরারে
দিদার দিমু, তুমার লগে বাতচিত করমু। 43 বনি ইছরাইলর গেছে আমি হনো
দিদার দিমু, আর আমার কুদরতে অউ জাগা পাক-পবিত্র অইবো। 44 আমি
মিলন-তাম্বু আর কুরবানি খানা পবিত্র করমু। আমার ইমামতির লাগি হারুন
আর তার পুয়াইন্তরেও আমি পবিত্র করমু। 45 আমি বনি ইছরাইলর মাবুদ
অইয়া তারার মাজে বসত করমু। 46 তেউ তারা জানবা, আমি আল্লাউ
তারার মাবুদ। আমি তারার লগে বসত করার লাগিউ তো তারারে মিসর দেশ
থাকি বার করিয়া আনছি। আমি আল্লাউ তারার মাবুদ।”

আগর-খুশবয় জালানির টেবুল

30 মাবুদে মুছারে কইলা, “আগর-খুশবয় জালাইবার লাগি তুমি বাবলা
লাকড়িদি একখান জালানি খানা বানাইও। 2 ইগু অইবো চাইরকুনা
আলা, এক আত লাম্বা, এক আত পাশ, দুই আত উবি। আস্তা
খানউ হিং সুদ্ধা একখানো লাগাইল রইবো। 3 এর উপরর ছানি, ছানির
চাইরো কিনারা আর হিং, হকলতা খাটি সোনাদি লেপিবায়। চাইরো কিনারো
সোনার নকশা করাইবায়। 4 এর দুই কিনারর নকশার তলে দুগু করি সোনার
কড়া লাগাইও। ই কড়ার ভিতরে বেন্দা হারাইয়া অগু বইয়া নেওয়া অইবো।
5 ই বেন্দা গুইন বাবলা লাকড়িদি বানাইয়া সোনাদি লেপাইও। 6 শাহাদত
সন্দুকর ছানির কাছাত যে পর্দাখান আছে, অউ জালানি খানা এর ছামনে
রাখিও। অউ জাগাত আমি তুমারে দিদার দিমু।
7 “পরতেক দিন বিয়ানে লেম গুইন জুইত-জাইত করার বালা, হারুনে
জালানি খানার উপরে খুশবয় আলা আগর জালাইবো। 8 হাইঞ্জা বালা লেম
জালানির সময়, হে হিরবার আগর-খুশবয় জালাইবো। তুমরার ওয়ারিশর পর
ওয়ারিশ ধরি মাবুদর ছামনে হর-হামেশা অউ আগর-খুশবয় জলবো। 9 ই
আগর-খুশবয় জালানির টেবুলর উপরে দুছরা কুনুজাতর খুশবয় জালাইও
না। কুনু জালাইল কুরবানি, ধান-গমর ছদগা, বা শরবত-পানির ছদগা দিও
না। 10 গুনার মাফির কফরা হিসাবে, হারুনে বছরো একবার গুনার কফরার
কুরবানির লউ, জালানি খানার হিংগর উপরে লাগাইতে অইবো। তেউ
ইখান মাবুদর নামে মহা-পবিত্র অইবো। ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি পরধান
ইমামে বছরো একবার অউ লাখান করতে অইবো।”

জানর বদলা রুপা

11 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, 12 “তুমি যেবলা বনি ইছরাইলর মানষর
পরিমান গনবায়, অউ সময় তারা হকলেউ যারযির জানর বদলা রুপা দিতে
অইবো, যাতে ই গনার লাগি তারার উপরে কুনু গজব না আয়। 13 তারারে
গনার বালা অউলা বদলা লইও, গনা অইছে দলো যেরা হামাইবা, এরা
এবাদত খানার মাপে আধা তোলা রুপা দিবা। পরতেক বিশ রতিয়ে এক
তোলা গনিও। ই রুপা অইবো মাবুদর। 14 বিশ বরছ বা এর বেশি বয়সর
যেকুনু জন গনা শেষ অওয়া দলো হামাইলে, এন জানর বদলা মাবুদরে অউ
রুপা দিবা। 15 জানর বদলা দেওয়ার সময় ধনি অকলে অউ আধা তোলার
বেশি দিতা পারতা নায়, আর গরিবেও কম দিলে অইতো নায়। 16 তুমি বনি
ইছরাইলর গেছ থাকি জানর বদলা অউ রুপা নিয়া, আমার ঘরর কামো
লাগাইও। তুমরার জানর বদলা ই রুপায়, বনি ইছরাইল অকলরে মাবুদর
দরবারো ইয়াদ করাই দিবো।”

অজুর পানির গামলা বানাইও

17 মাবুদে মুছারে কইলা, 18 “অজু করার লাগি তুমি পিতলর একটা গামলা,
আর গামলা থওয়ার লাগি পিতলর একখান ছকি-খাট বানাইও। মিলন-তাম্বু
আর কুরবানি খানার মাজখানো পানি ভরিয়া অগু থইও। 19 ই পানিদি হারুন
আর তার পুয়াইন্তে অজু করবা। 20 তারা যাতে না মরইন, এরলাগি
পরতেকবার মিলন-তাম্বুত হামাইবার বালা অউ পানিদি অজু করতে অইবো।
ইমাম হিসাবে মাবুদর নামে আগুনিত দেওয়া যেকুনু কুরবানি আদায় করার
সময়ও অজু করতে অইবো। 21 তারা জানে বাচিয়া রওয়ার লাগি অউ অজু
করবা। ই হুকুম তারার লাগি হর-হামেশা চালু রইবো, ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ
ধরি বওয়াল রইবো।”

খেলাফতি সমজিবার তেল

22 মাবুদে মুছারে কইলা, 23 “তুমার নিজর গেছে খুশবয়দার ভালা ভালা
মশলা অকল দলা করো। তুমি পাঁচশো তোলা মুরা-আতর, আড়াইশ তোলা
খুশবয় আলা ডাইল-চিনি, আর আড়াইশ তোলা বছ, 24 সাধারন ডাইলচিনি
পাঁচশো তোলা, আর জয়তুনর তেল চাইর সের দলা করিও। ই মাপ অইলো
এবাদত খানার মাপে। 25 অউ মশলা অকল দিয়া আগর-খুশবয় মশলা
বানানির কারিগরর নিয়মে তুমি খেলাফতি সমজিবার তেল বানাইও, ই তেল
তো পবিত্র। 26 অউ তেল দিয়া তুমি মিলন-তাম্বু, শাহাদত সন্দুক, 27 টেবুল,
টেবুলর উপরর হকল ছামানা, চেরাগ দানির হকলতা, আর আগর-খুশবয়
জালানির টেবুল, 28 কুরবানি খানা আর এর মাজর হকল ছামানা, অজুর
গামলা আর এর তলর ছকি-খাট হকলতারে ফুছিয়া পাক-পবিত্র করিও।
29 তেউ ই হকলতা মহা-পবিত্র ছামানা অইবো। ইতা ছামানা কেউ ছইলে, হে-
ও মহা-পবিত্র অইযিবো।
30 “তুমি হারুনরে আর তার পুয়াইনরে আমার ইমামতির কামর লাগি
খেলাফতির তেল দিয়া পাক-পবিত্র করিও। 31 আর বনি ইছরাইলরে জানাই
দিও, ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি ইটাউ অইবো আমার খেলাফতি সমজিবার
পবিত্র তেল। 32 ই তেল মানষর গতরো দেওয়া যাইতো নায়। ই নিয়মে তারা
যাতে আর কুনু তেল না বানায়। ই তেল তো পবিত্র। তুমরা ইটারে পাক-
পবিত্র মনো করিয়া ইজ্জত করতে অইবো। 33 কেউ যুদি ই লাখান তেল
তৈয়ার করে, বা ইমাম ছাব ছাড়া আর কেউ ই তেল গতরো মাখে, তে তারে
নিজর জাতি থাকি ফুছিলিবায়।”

আগর-খুশবয় বানানির নিয়ম

34 মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি নিজর গেছে কিছু খুশবয় আলা মশলা:
গুগগুলু, নখী, কুন্দুরু আর খাটি লোবান দলা করিও। দলা করিয়া অতা
হমান হমান করি মিশাইও। 35 আর যেরা আগর-খুশবয় বানাইন, তারারেদি
অউ কাম করাইও। ইতার লগে নুন মিশাইও, ইতা অইবো নিভেজাল খাটি
পাক-পবিত্র আগর। 36 অউ আগরর থুড়া গুড়া নিয়া মিলন-তাম্বুর শাহাদত
সন্দুকর ছামনে থইও। হুনো আমি তুমারে দিদার দিমু। তুমরা ই আগররে মহা-
পবিত্র ছামানা মনো করিও। 37 অউ মশলা দিয়া ই নিয়মে কেউ যাতে তার
নিজর লাগি কুনু আগর-খুশবয় না বানায়। ইতা তো মাবুদর নামে পাক-পবিত্র
চিজ, ইখান খিয়াল রাখিও। 38 খুশবয়দার চিজ মনো করিয়া কেউ যুদি ইতা
তৈয়ার করিলায়, তে তারে ই জাতি থাকি ফুছিলিবায়।”

আল্লার পছন্দ করা কারিগর

31 মাবুদে মুছারে কইলা, 2 “হুনো, আমি এহুদা গুষ্টির হুরর নাতি,
উরির পুয়া বাতছেললরে পছন্দ করছি। 3 আমি তারে আল্লাই রুহ
দিয়া কামিল করছি। হকল লাখান কারিগরি কামর আখল-বুদ্ধি,
বিদ্যায় উস্তাদি কামর খেমতা দিছি। 4 এরলাগি হে সোনা, রুপা, পিতলর
উপরে সুন্দর সুন্দর নকশা বানাইতো পারবো। 5 দামি দামি পাথর কাটিয়া
মনি-মুক্তা লাগানি, লাকড়ির উপরে নকশার কাম আর হকল জাতর আতর
কাম করতো পারবো। 6 তার যুগালি হিসাবে আমি দান গুষ্টির অহিছামাকর
পুয়া আহলিয়াবরে পছন্দ করছি। যে উস্তাদ অকলে ই কাম করতা পারবা,
আমি তারারে কামর আখল দিছি, যাতে তুমারে বাতাইল আমার হুকুম
মাফিক, ইতা হকলতা তারা বানাইতা পারইন। 7 তারা বানাইবা, মিলন-তাম্বু,
শাহাদত সন্দুক, এর উপরর ছানি, তাম্বুর হকল মাল-ছামানা, 8 টেবুল,
টেবুলর লগরি চিজ অকল, খাটি সোনার চেরাগ দানি, চেরাগ দানির লগর
হকলতা আর আগর-খুশবয় জালানির টেবুল, 9 কুরবানি খানা আর এর
হকল মাল-ছামানা, হান্ডি-বাসন, অজুর পানির গামলা আর এর ছকি-খাট,
10 ইমামতি কামর লাগি হারুনর ইমামতির লেবাছ আর তার পুয়াইন্তর
লেবাছ, 11 খেলাফতির তেল, পাক জাগার লাগি খুশবয় আলা আগর। আমি
তুমারে যেলা হুকুম দিছি, এক্কেরে অউ লাখান তারা বানাইবা।”

জুম্মাবারর নিয়ম

12 মাবুদে মুছারে কইলা, 13 “তুমি নিজে বনি ইছরাইলরে কও, তুমরা
আমার দেওয়া পরতেক জুম্মাবার মানিও। ই জুম্মাবার ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ
ধরি তুমরা আর আমার মাজে এক নিশানা অইবো, যাতে তুমরা বুজবায়,
আমিউ মাবুদ, আর আমি তুমরারে আমার পবিত্র বন্দা অওয়ার লাগি
আলাদা করছি।
14 “তুমরা জুম্মাবার মানিও, অউ দিনরে তুমরার লাগি পাক দিন করা
অইছে। কেউ যুদি ই দিন না মানে, তে তারে মারিলিতে অইবো। যে মানষে
ইদিন কুনুজাত কাম করবো, তারে তার জাতির মাজ থাকি ফুছিলিবায়।
15 তুমরা হাপ্তার ছয়দিন কাম করিও, অইলে সাত নম্বর দিন মাবুদর নামে
আরামর দিন, জুম্মাবার। শুক্রবার সুরুজ ডুবা থাকি শনিবার সুরুজ ডুবার
আগ পর্যন্ত জুম্মাবার। ই দিন যে মানষে কাম করবো, তারে মারিলিবায়।
16 বনি ইছরাইল অকলে আমার দেওয়া চিরকালিন নিয়ম হিসাবে, ওয়ারিশর
পর ওয়ারিশ ধরি হর-হামেশা ই জুম্মাবার মানতে অইবো। 17 ই জুম্মাবার তো
বনি ইছরাইল আর আমার মাজে হামেশাকুর লাগি চিরকালিন এক নিশানা।
কারন ছয়দিনে মাবুদে আছমান-জমিন হকলতা পয়দা করলা, অইলে সাত
নম্বর দিন কুনু কাম না করিয়া জিরাইলা।”
18 মাবুদে তুর পাড়র উপরে হজরত মুছার লগে অউ বাতচিত শেষ করিয়া
হারলে, মুছার আতো দুই টুকরা শাহাদত পাথর দিলা। অউ পাথরর মাজে
আল্লা পাকে তান নিজর আতে তান হুকুম-আহকাম লেখছইন।

আল্লার বিরুদ্ধে বনি ইছরাইলর নাফরমানি (৩২:১—৩৪:৩৫)

সোনার মুর্তি পুজার সাজা

32 মুছা নবী পাড় থাকি লামিয়া আইতে দেরি অর দেখিয়া, মানষে
আইয়া হারুনর চাইরোবায় দলা অইয়া কইলা, “আমরারে পথ
চিনাইয়া নেওয়ার লাগি, আপনে আমরারে দেবতা বানাই দেউক্কা।
কারন, যে মুছায় আমরারে মিসর থাকি বার করি আনছে, তার কিতা ঘটছে
আমরা তো জানি না।” 2 ইখান হুনিয়া হারুনে তারারে কইলা, “তুমরা
যারযির বউ আর পুয়া-পুড়িন্তর কানো থাকি সোনার গয়না খুলিয়া আমার
গেছে আনো।” 3 তেউ হকলে তারার কানর গয়না খুলিয়া হারুনর গেছে
আনিয়া দিলো। 4 মানষে যেতা সোনা আনিয়া দিলা, হারুনে অতা নিয়া
আগুইনদি গলাইয়া, হুনারর আতিয়ারদি এক বাছুরর মুর্তি বানাইলা। অগু
দেখিয়া বনি ইছরাইলে কইলা, “ভাই অকল, অউ এইনউ তুমরার দেবতা,
যেইন তুমরারে মিসর দেশ থাকি বার করি আনছইন।” 5 ই হালত দেখিয়া
হারুনে ইউ বাছুরর ছামনে এক বলি খানা বানাইয়া জানাই দিলা, “ছামনর
কাইল মাবুদর নামে খুশি-বাসি করা অইবো।” 6 তেউ বাদর দিন খুব ছবরে
উঠিয়া মানষে দেবতার ছামনে আইয়া মঙ্গল বলি আর পশু জালাইয়া বলি
দিলা। বাদে তারা খাওয়া-দাওয়া করিয়া হারি, হৈ-হুল্লা করি নাচ-গান, ফুর্তি-
আমোদ করাত লাগলা।
7 অউ মাবুদে মুছারে কইলা, “তুমি পাড়র লামাত যাও। তুমার অউ যেতা
মানষরে মিসর দেশ থাকি বার করি আনছো, ইতা তো নাফরমান বনিগেছে।
8 আমি তারারে যেলা চলার হুকুম দিছলাম, তারা ইতা বাদ দিয়া নিজর লাগি
এক বাছুরর মুর্তি বানাইয়া, মাটিত পড়িয়া অগুরে প্রনাম করের। অগুর
নামে তারা পশু বলি দের আর কর, ভাই অকল, অউ এইনউ তুমরার
দেবতা, যেইন তুমরারে মিসর দেশ থাকি বার করি আনছইন।”
9 মাবুদে মুছারে কইলা, “আমি ইতা মানষরে চিনি, ইতা তো গাড়তেড়া-
একগুইয়া জাত। 10 অখন তুমি আমারে বাধা দিও না, ইতার উপরে আমার
গুছা আগুইনর লাখান দাউ দাউ করি জলের, আমি ইতারে ছারখার
করিলিমু। বাদে আমি তুমার মাজ থাকি এক মহা জাতি পয়দা করমু।”
11 তেউ মুছায় তান মাবুদ আল্লারে মিনত-কাজ্জি করিয়া কইলা, “ও মাবুদ,
তুমি তুমার কুদরতি আত দিয়া তুমার মহা কুদরতি বলে যেতারে মিসর থাকি
বার করি আনছো, তারার উপরে তুমি কেনে অতো গুছা অইলায়? 12 মিসরী
অকলে কেনে ইখান মাতার সুযোগ পাইতা, পাড়িয়া এলাকাত আনিয়া
তারারে খতম করিয়া, দুনিয়া থাকি তারার নাম মিটাইলিবার লাগি তুমি
তারারে মিসর থাকি বার করিয়া আনছো? মাবুদ গো, তুমার ই বেথায়া গুছা
খান তুমি থামাইলাও। মেহেরবানি করি, তুমার বন্দা অকলর উপরে ই গজব
খান আনিও না। 13 তুমার আপন গুলাম ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর
কথা ইয়াদ করো। তুমি নিজর নামে কছম খাইয়া তারারে কইছলায়, তারার
ওয়ারিশ অকলরে তুমি আছমানর তেরার লাখান বাড়াইবায়, আর তুমার
ওয়াদা করা অউ আস্তা দেশর মালিকানাও তারারে দিবায়, আর তারা হর-
হামেশাকুর লাগি এর দখল পাইবা।” 14 ইখান হুনিয়া মাবুদর মেহেরবানি
অইলো। তাইন তান বন্দা অকলর উপরে যে গজব ঢালিতা চাইছলা, ইতা
বাদ দিলাইলা।
15 এরবাদে মুছায় আল্লার দেওয়া দুইওখান শাহাদত পাথর লইয়া লামাত
আইলা। ই পাথরর উল্টা-ভাটিয়ল দুইও গালাত লেখা আছিল। 16 ই দুইও
পাথর অইলো আল্লা পাকর নিজর আতর কাম, আর ই পাথরর উপরে
খুদিয়া লেখা খানও তান নিজর আতর লেখা। 17 মুছার খাদিম ইউছায়
মানষর ইতা হৈ-হুল্লা হুনিয়া মুছারে কইলা, “ছাব, আমরার কেম্পর মাজে
যুদ্ধর আওয়াজ হুনা যার।” 18 মুছায় কইলা, “ইতা তো কুনু যুদ্ধর আরা-
জিতার আওয়াজ নায়। আমি যেতা হুনিয়ার, ইতা তো গীনর আওয়াজর
লাখান লাগের।”
19 বাদে মুছায় কেম্পর কাছাত আইয়া মানষর নাচা-নাচি আর বাছুরর মুর্তি
দেখলা। দেখিয়াউ তাইন গুছায় আগুইন অইয়া, আতর পাথর দুইওখান
ইটামারি ফালাই দিলা। তেউ পাথর দুইওখান পাড়র তলে পড়িয়া চুরমার
অইগেল। 20 আর মুছায় তারার বানাইল বাছুরর মুর্তি নিয়া আগুনিত
ফালাইয়া জালাইলিলা। বাদে অগুরে পিষিয়া গুড়া বানাইয়া পানিত
মিশাইয়া, বনি ইছরাইল অকলরে খাওয়াই দিলা।
21 তাইন হারুনরে কইলা, “ইতা মানষে তুমার কুন খেতি করছিল, তুমি
কেনে তারারেদি শিরিকি কাম করাইলায়?” 22 হারুনে জুয়াপ দিলা, “মালিক,
আপনে গুছা করইন না যানু, আপনে তো জানইনউ, ইতা মানুষ খালি
খারাপ কামর আশিক। 23 তাঁরা আইয়া আমারে কইলা, আমরারে পথ
চিনাইয়া লইয়া যাওয়ার লাগি দেবতা বানাই দেউক্কা, কারন যে মুছায়
আমরারে মিসর থাকি বার করি আনছইন, এন কিতা অইছে, আমরা তো
জানিয়ার না। 24 ইখান হুনিয়া আমি তারারে কইলাম, তুমরার গেছে যেতা
সোনা-দানা আছে, অতা খুলিয়া আমার গেছে আনো। তারা আনিয়া আমার
আতো দিলা, আর আমি অখনাইন ইটামারি আগুনিত ফালাইলাম, তেউ
অউ বাছুর অগু বার অইয়া আইলো।”
25 মুছায় দেখলা, ই মানুষ গুইন বেপরোয়া অইগেছইন। তাইন বুজলা,
হারুনে তারারে বেপরোয়া অওয়ার সুযোগ দিছইন। এরলাগি দুশমন অকলে
আসিবার সুযোগ পাইছইন। 26 অউ মুছায় কেম্পর গেইটর গেছে উবাইয়া
কইলা, “তুমরা যতো জন মাবুদর পক্ষে আছো, হকল আমার কাছাত আও।”
তেউ লেবি গুষ্টির হকল মানুষ তান গেছে আইলো। 27 আইয়া হারলে মুছায়
তারারে কইলা, “মাবুদ, যেইন বনি ইছরাইলর আল্লা, তাইন নিজে হুকুম

করছইন, তুমরা হকলে যারযির কমরো তলোয়ার বান্দো, আর কেম্পর ভিতরে যারে ছামনে পাও কাতল করো। আস্তা কেম্পর ভিতরে ভাই-বন্ধু, আরি-ফরি যারে পাও মারো।” 28 তেউ লেবি গুষ্টির মানষে মুছার হুকুম মাফিক কাম করলা। হি দিন অনুমান তিন আজার মানুষ মারা গেলা। 29 বাদে মুছায় কইলা, “তুমরা আইজ মাবুদর নামে যারযির পুয়া আর ভাই-বিরাদরর উপরে আত তুলতে খরেদি গেছো না, মাবুদর কামর লাগি তুমরা আলাদা অইছো, এরলাগি মাবুদে তুমরারে রহমত দিছইন।”

30 বাদর দিন মুছায় মানষরে কইলা, “তুমরা তো বেজাইতা গুনা করছো। তে আমি অখন হিরবার তুর পাড়ো মাবুদর দরবারো যাইরাম, পারলে তুমরার গুনা মাফির কফরার কুনু পথ বার করমু।” 31 মুছায় মাবুদর দরবারো গিয়া আরজ করলা, “ও মাবুদ, ই মানুষ গুইন্তে বেজাইতা গুনা করিলিছে। তারা নিজর লাগি সোনার মূর্তি বানাইছে। 32 তে তুমি মেহেরবানি করিয়া তারার গুনারে অখন মাফ করি দিলাও, আর যুদি মাফি না করো, তাইলে তুমার লেখা খাতা থাকি আমার নামখানও কাটিলাও।” 33 মাবুদে জুয়াপ দিলা, “হুনো, আমার বিরুদ্ধে যেরা গুনা করছে, আমি খালি তারার নামরেউ আমার খাতা থাকি ফুছিলিমু। 34 তে তুমি অখন যাওগি, আর আমি যে দেশর কথা কইছি, তুমি তারারে লইয়া হউ দেশো রওয়ানা দিলাও। আমার ফিরিস্তায় তুমরারে পথ দেখাইয়া নিবা। বাদে যেবলা সাজা দেওয়ার সময় আইবো, অউ সময় আমি তারার গুনার সাজা দিমু।”

35 হারুনর আতে বানাইল হউ বাছুরর মুর্তির লাগি মানষে যেতা করছিলা, অতার লাগি মাবুদে তারার উপরে গজব নাজিল করলা।

তুর পাড় থাকি যাওয়ার হুকুম

33 মাবুদে মুছারে কইলা, “যাও, তুমি অউ যেরারে মিসর থাকি আনছো, এরারে লইয়া অখনউ ই জাগা ছাড়িয়া যাওগি। আমার ওয়াদা করা হউ দেশো যাও। আমি ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর গেছে ওয়াদা করছলাম, তারার ওয়ারিশ অকলরে অউ দেশ অকল দিমু, তে তুমি তারারে লইয়া হনো যাওগি। 2 আমি তুমরার আগে কুরি একজন ফিরিস্তা পাঠাইমু। এইন গিয়া হনর কেনানী, আমোরী, হিট্টী, ফারিজী, হিব্বী আর যিবুজী অকলরে খেদাই দিবা। 3 ইতা তো দুধ আর মউর ভান্ডার আলা দেশ। অইলে আমি তুমরার লগে অইয়া যাইতাম নায়, কারন তুমরা খুব গাড়তেড়া-একগুইয়া জাত, কিযানু আমি পথর মাজেউ তুমরারে নিপাত করিলাই।”

4 ই বিপদর কথা হুনিয়া মানষে কান্দা-কাটি লাগাইলা। তারা কেউ কুনুজাত গয়না-গাটি ফিনলা না। 5 কারন মাবুদে মুছারে কইছলা, “তুমি বনি ইছরাইল অকলরে কও, তুমরা অইলায় গাড়তেড়া-একগুইয়া জাত। আমি এক পলকর লাগি গেলেও তুমরারে নিপাত করিলিমু। তুমরার গতরো থাকি হকল গয়না-গাটি খুলিলাও, তেউ আমি বুজমু, তুমরার লাগি কিতা করতাম।” 6 তেউ বনি ইছরাইলে তুর পাড়োউ তারার গয়না-গাটি হকলতা খুলিলিলা, ইতা আর ফিনলা না।

হজরত মুছা (আঃ) অর খানেকা-তাম্বু

7 হজরত মুছার এক তাম্বু আছিল, তাইন বনি ইছরাইলর কেম্পর বারে দুরই নিয়া অউ তাম্বু পাতিতা, ই তাম্বুরে তাইন খানেকা-তাম্বু কইয়া ডাকিতা। মাবুদর গেছ থাকি কেউ কুন্তা জানতে চাইলে তারা অউ খানেকার গেছে যাইতা। 8 মুছা যেবলা হি খানেকা শরিফো রওয়ানা দিতা, অউ সময় হকল মানুষ যারযির তাম্বুর দুয়ারো উবাইতা আর মুছা খানেকাত না হামানি পর্যন্ত হকলে তান বায় চাই রইতো। 9 তাইন হি খানেকা শরিফো হামানির বাদেউ আল্লাই মেঘর খুটি খানেকার দুয়ারর মুখো লামিয়া আইতো, আর মাবুদে যতোবইল মুছার লগে বাতচিত করতা, অতোবইল ই খুটি অনো রইতো। 10 মানষে যেবলাউ ই মেঘর খুটিরে খানেকার দুয়ারর গেছে দেখতো, অউ সময় তারা যারযির দুয়ারর গেছ থাকি মাবুদরে সইজদা করতো। 11 কুনু মানষে তার দুস্তর লগে মুখামুখি বইয়া যেলা বাতচিত করে, মাবুদেও মুছার লগে অউলা মুখামুখি বাতচিত করতা। বাদে মুছা কেম্পো ফিরিয়া আইতা, অইলে তান খাদিম নূনর পুয়া ইউছা নামর ই জুয়ান, খানেকা শরিফ থাকি বার অইতা না।

হজরত মুছার গেছে মাবুদর ওয়াদা

12 মুছায় মাবুদর দরবারো আরজ করলা, “মাবুদ, তুমি তো কইরায় আমি অতা মানষরে লইয়া যাইতামগি, অইলে আমার লগে আর কারে দিরায়, ইখান তো আমারে জানাইলায় না। তুমি খালি কইলায়, তুমি আমারে তুমার নিজর জন মনো করো আর আমারে তুমার খাছ মায়ার নজরো রাখছো। 13 তে হাছাউ যুদি আমি তুমার মায়ার নজরো থাকি, তাইলে তুমি কুন খিয়ালে কিতা করো, অতা আমারে জানাও, যাতে আমি তুমারে পুরাপুর চিনি আর তুমার রহমতর মাজে রই। তুমি তো জানোউ, ই ইছরাইল জাতি তুমারউ প্রজা।” 14 মাবুদে জুয়াপ দিলা, “হুনো, আমি নিজেউ তুমার লগে অইয়া যাইমু আর তুমারে আরাম দিমু।” 15 অউ তাইন কইলা, “তুমি যুদি আমরার লগে না যাও, তে আমরারে ইন থাকি বিদায় দিও না। 16 তুমি না গেলে মানষে কিলা বুজবা, আমার উপরে আর তুমার ই বন্দা অকলর উপরে তুমার রহমত আছে? আমরাউ যেন দুনিয়ার হকল জাতি থাকি আলাদা, ইখান কিলা বুজবা?” 17 মাবুদে মুছারে কইলা, “ঠিক আছে, তুমি যেলা কইলায়, আমি অলা করমু। তুমি তো আমার মায়ার নজরো আছো, তুমারে আমার নিজর আপন মনো করি।”

18 তেউ মুছায় আরজ করলা, “তে তুমার শান-তজল্লি আমারে দেখাওনা।” 19 মাবুদে কইলা, “আমি যারে খুশি দয়া করমু, আর যারে খুশি রহম করমু। হুনো, তুমার ছামনেদি আমি আমার হক্কল নেক ছুরত জাইর করমু। ‘মাবুদ, যেইন আছইন’ তুমার ছামনে আমি আমার অউ নাম এলান করমু। 20 অইলে আমার মুখ দেখার তাক্কত তুমার অইতো নায়। কারন আমারে দেখিল্লে কুনু আদম জাত বাচে না। 21 তে হুনো, তুমি আমার কাছার অউ জাগা বায় চাও, দেখরায় নি, পাথরর এক থাক আছে, অউ থাকর উপরে তুমি উবাও। 22 তেউ তুমার ছামনে দিয়া আমার শান-তজল্লি যাওয়ার বালা, আমি তুমারে অউ পাথরর ফাটার ভিতরে হারাইমু। আমি না যাওয়া পর্যন্ত, আমার আত দিয়া তুমারে গুরিয়া রাখমু। 23 বাদে আমার আত হরাইলে, তুমি আমার খর গালা দেখতায় পারবায়, অইলে কেউ আমার মুখর দিদার পাইতো নায়।”

নয়া শাহাদত পাথর

34 মাবুদে মুছারে কইলা, “আগর পাথরর লাখান তুমি নয়া দুখান পাথর তিয়ার করো। তুমি যে দুখান ভাংগিছলায়, হি পাথরর মাজে যে হুকুম লেখা আছিল, অউ হুকুম অকল আমি হিরবার ই দুইও পাথরো লেখিয়া দিমু। 2 ফজর বাদেউ তুমি তিয়ার অইয়া তুর পাড়র উপরে উঠিও। উঠিয়া পাড়র মাথাত আমার ছামনে আজির অইও। 3 তুমার লগে কুনু মানষরে আনিও না, ই পাড়র কুনুখানো যাতে কুনু মানুষ না আয়। পাড়র কান্দাত কুনু গরু-ছাগল বা মেড়া-মেড়িরে রাখতে দিও না।”

4 তেউ মুছায় আগর পাথরর লাখান দুখান পাথর বানাইলা, আর মাবুদর হুকুম মাফিক ফজরে উঠিয়া পাথর দুইওখান আতো লইয়া তুর পাড়র উপরে উঠিলা। 5 আর মাবুদও মেঘর কালনির মাজে লামিয়া আইলা। তাইন হজরত মুছার ধারো উবাইয়া তান “মাবুদ, যেইন আছইন” নাম এলান করলা। 6 তাইন মুছার ছামনা দিয়া তশরিফ নিলা, আর অউ কালাম এলান করি করি গেলা,

“মাবুদ, যেইন আছইন,
রহমান আর রহিম আল্লা,
তাইন গুছা করইন ধীর গতিয়ে,
তান অবিরাম মায়া-মহব্বত আর হক-হালালির কুনু সীমা নাই।
7 তাইন আজার আজার ওয়ারিশ পর্যন্ত অবিরাম মায়া-মহব্বত করইন,
মানষর অইন্যায়-অপরাধ, নাফরমানি আর গুনার মাফি দেইন,
অইলে দুষি জনরে সাজাও দেইন।
বাফ-দাদার নাফরমানির সাজা,
তারার নাতি-পুতি পর্যন্ত বর্তাইন।”

8 ইখান হুনিয়াউ মুছা নবী লগে লগে সইজদাত পড়িয়া কইলা, 9 “ও মালিক, আমি যুদি তুমার দরবারো রহমত পাই, তে মেহেরবানি করি তুমিও আমরার লগ খানো চলো। অউ জাতি যুদিও খুব গাড়তেড়া-একগুইয়া জাত, তা-ও তুমি আমরার গুনা আর কছুরিরে মাফ করিয়া দিলাও। আমরারে তুমার আপন প্রজা হিসাবে কবুল করিলাও।”

10 মাবুদে কইলা, “হুনো, আমি এক উছিলা বওয়াল করিয়ার, আমি তুমার হকল মানষর ছামনে অউ লাখান কেরামতি কাম দেখাইমু, যেতা আস্তা দুনিয়ার কুনু জাতির ছামনে কুনুদিনও করা অইছে না। তুমি অউ যেতা মানষর লগে বসত কররায়, তারা দেখবা, আমি মাবুদে তুমরার লাগি কিতা করিয়ার, ইতা দেখিয়া তারার জানো ডর মালুম অইবো। 11 আমি আইজ তুমরারে যেতা হুকুম দিমু, ইতা খিয়াল করি আমল করো। আমি আমোরী, কেনানী, হিট্টী, ফারিজী, হিব্বী আর যিবুজী অকলরে তুমরার ছামনা থাকি খেদাই দিমু। 12 অইলে খবরদার! তুমরা যে দেশো যাইরায়, ই দেশর মানষর লগে কুনুজাত চুক্তি করিও না, আরনায় ফান্দো হামাইবায়। 13 তুমরা তারার পুজা-মন্ডপ ভাংগিয়া টুকরা টুকরা করবায়, তারার বলি খানাইন ভাংগিলিবায়, আর তারার আশেরা-দেবীর নিশানা খুটি অকল কাটিয়া ফালাইবায়। 14 তুমরা কুনু দেবতারে পুজা করিও না। কারন আল্লার নামউ মাবুদ, তাইন নিজর নাম মাফিক এবাদত পাওয়ার লাখ। তাইন তান নিজর পাওনা এবাদত চাইনউ চাইন।

15 “হউ দেশর মানষর লগে কুনুজাত চুক্তি করিও না, আরনায় তারা যেবলা শিরিকি কামর নিয়তে, তারার দেব-দেবীর ছামনে নিজরে সপিয়া দিবা, দেবতার নামে বলি দিবা, অউ সময় তারা তুমরারেও দাওত দিবা আর তুমরা গিয়া তারার অউ বলির গোস্ত খাইবায়। 16 তুমরার পুয়াইন্তর লগে তারার পুড়িন্তর বিয়া-শাদি দিবায়, আর অউ পুড়িন্তে তারার দেবতার গেছে গিয়া শিরিকি কাম করবা, তারার লগে তুমরার পুয়াইন্তরেও টানবা।

17 “তুমরা নিজর লাগি কুনুজাতর মুর্তি বানাইও না।

18 “তুমরা খামির ছাড়া রুটির ইদ আদায় করিও। সাত দিন খামির ছাড়া রুটি খাইও। আবীব চান্দর ঠিক করা তারিখো তুমরারে যেলা হুকুম দেওয়া অইছে, অউ লাখান ইদ আদায় করিও। মনো রাখিও, অউ চান্দো তুমরা মিসর থাকি বার অইয়া আইছলায়।

19 “তুমরার পেটর পয়দা হকল পয়লা পুয়া আমার অইবো। এরলগে তুমরার গরু-ছাগল বা পশুর পয়লা মেদা বাইচ্চাও আমার অইবো। 20 খালি গাধীন্তর পয়লা মেদা বাইচ্চার বদলা, আমারে এগু মেড়ার বাইচ্চা বদলা দিয়া অগুরে খালাছ করিয়া নিও। খালাছ না করাইলে অগুর গর্দনা ভাংগিলিও। তুমরার হক্কল বড় পুয়াইনরে অলা খালাছ করাই নিও।

“হুনো, ইদর সময় কেউ খালি আতে আমার কাছাত আইও না।

21 “হাপ্তার ছয়দিন তুমরা কাম করিও, অইলে সাত নম্বর দিন জিরাইও। খেত করা আর ফসল দাওয়ার বালাও জিরাইও।

22 “ধান-গম দাওয়ার বালা পয়লা দাওয়া ফসল দিয়া, তুমরা ফসল দাওয়ার ইদ আদায় করিও। বছরর হেশ মাসো খেতুর পাকনা ফল বাড়িত আনার বাদে ডেরা-ঘরর ইদ আদায় করিও। 23 বছরো তিনবার তুমরার হকল বেটাইন আইয়া হজ করার নিয়তে আমার গেছে আজির অইও। মনো রাখিও,

আমিউ মাবুদ, বনি ইছরাইলর আল্লা। 24 আমি হউ দেশর হকল জাতিরে
তুমরার ছামন থাকি খেদাই দিমু। তুমরার দেশর সীমানা বাড়াইয়া বড় করমু।
তুমরা বছরো তিনবার নিজর মাবুদ আল্লার ছামনে আজির অইও, তেউ
তুমরার জাগা-জমিনর বায় কেউ লালছ করতো নায়।
25 "আমার নামর কুরবানির পশুর লগে তুমরা খামির আলা কুন্তা লিল্লা-
কুরবানি দিও না। আজাদি ইদর কুরবানির কুনুজাত খানি বিয়ান পর্যন্ত রাখিও
না।
26 "তুমরার খেতর দাওয়া পয়লা ফসলর হকল থাকি ভালা অংশ আল্লা
মাবুদর ঘরো লইয়া আইও।
"আর হুনো, ছাগলর বাইচ্চার গোস্ত তার মা'র দুধদি রান্দিও না।"
27 বাদে মাবুদে মুছারে কইলা, "তুমি ই কালাম অকল লেখিয়া থও। আমি
অউ কালাম মাফিক তুমার লগে আর বনি ইছরাইলর লগে আমার মিলনর
উছিলা বওয়াল করলাম।" 28 অউ সময় মুছা নবী চাল্লিশ দিন চাল্লিশ রাইত
মাবুদর ধারো পাড়র উপরে রইলা। তাইন কুনুজাত দানা-পানি খাইলা না।
মাবুদে হউ দুইও পাথরর উপরে তান লগে মিলনর উছিলার অউ আয়াত
অকল, মানি শরিয়তর দশটা হুকুম-আহকাম লেখিয়া দিলা।

হজরত মুছা (আঃ) অর নুরানি ছুরত

29 তেউ মুছায় শাহাদত পাথর দুইও খান আতো লইয়া তুর পাড় থাকি
লামিয়া আইলা। মাবুদর লগে বাতচিত করায় মুছার মুখর ছুরত নুরানি
অইগেল, অইলে মুছায় ইখান টের পাইলা না। 30 অউ সময় হারুন আর
হকল বনি ইছরাইলে মুছার নুরানি ছুরত দেখলা, দেখিয়া তারা কাছাত
আইতে ডরাইগেলা। 31 অইলে মুছায় তারারে ডাক দিলা, তেউ হারুন আর
বনি ইছরাইলর মুরব্বি অকল তান গেছে আইলা, আর মুছায় তারার লগে
মাত-কথা মাতিলা। 32 বাদে হকল বনি ইছরাইল তান কাছাত আইলা।
আইয়া হারলে তাইন তুর পাড়র উপরে মাবুদর দেওয়া হকল হুকুম-আহকাম
তারারে জানাইলা।
33 তারার লগে মাত-কথার বাদে মুছায় তান নুরানি মুখ গুরার লাগি পর্দা
লাগাই দিলা। 34 অইলে মুছায় যেবলা মাবুদর লগে বাতচিতর লাগি
খানেকার ভিতরে তান ছামনে যাইতা, অউ সময় ই পর্দা খুলিলিতা। বাদে
বারে আইয়া পর্দা লাগাইতা, আর আল্লার দেওয়া হুকুম অকল বনি
ইছরাইলরে জানাইতা। 35 হকল মানষে দেখতা মুছার মুখ নুরানি অইগেছে।
মুছায় তান মুখ গুরিলিতা আর মাবুদর ছামনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তান মুখ
গুরা রইতো।

আল্লার পবিত্র ঘর বানানি (৩৫:১—৪০:৩৮)

জুম্মাবারর হুকুম-আহকাম

35 মুছা নবীয়ে বনি ইছরাইলর হকল গুষ্টিরে দলা করিয়া কইলা,
"মাবুদে হুকুম দিছইন, তান অউ হুকুম-আহকাম আমল করার লাগি।
2 তুমরা হাপ্তার ছয়দিন কাম করিও, অইলে সাত নম্বর দিন মাবুদর
নামে পাক-পবিত্র দিন, আরামর দিন, জুম্মাবার। ই দিন যে মানষে কাম
করবো, তারে মারিলিবায়। 3 জুম্মাবারে তুমরার কেউরর ঘরো আগুইন
জালাইও না।"

আল্লার ঘরর লাগি লিল্লা দেও

4 হজরত মুছায় বনি ইছরাইলরে কইলা, "মাবুদে হুকুম দিছইন, 5 তুমরা
যারযির দিলর খুশি মাফিক মাবুদর নামে লিল্লা লইয়া আও। আনার সময়
অউলা চিজ অকল লিল্লা আনিও:

সোনা, রুপা, পিতল;
6 লিলুয়া, বাইংগনি, লাল রংগর সুতা;
দামি সুতি কাপড় আর ছাগলর রুমা;
7 লাল রং লাগাইল মেড়ার চামড়া, ফু'র চামড়া;
বাবলা লাকড়ি;
8 লেম জালানির লাগি জয়তুনর তেল;
খেলাফতি সমজিবার তেলর মশলা আর আগর-খুশবয় বানানির মশলা;
9 ইমামর এফ্রোন আর বুকুর উপরর থলিত লাগানির লাগি আকিক মনি
আর হকল নমুনার দামি পাথর।

10 "তুমরার মাজে যারা ভালা উস্তাদ কারিগর, তারা আইয়া অউ হকলতা
বানাইবা, যেলা মাবুদে হুকুম দিছইন:

11 আল্লার ঘর, ঘরর চাল, হুক, ফ্রেইম, বাত্তি, খুটি, খুটির তলর ভুরা;
12 শাহাদত সন্দুক, সন্দুকর ছানি, সন্দুক বইয়া নেওয়ার বেন্দা;
সন্দুকরে আগলা দিবার পর্দা;
13 বেন্দা সুদ্ধা টেবুল, টেবুলর উপরর হকল চিজ, মাবুদর নামর পবিত্র
রুটি;
14 ফর দিবার লাগি চেরাগ দানি, এর লগর হকল চিজ আর লেম অকল,
লেম জালানির তেল;
15 আগর-খুশবয় জালানির টেবুল, ইখান বইয়া নেওয়ার বেন্দা;
খেলাফতির তেল, খুশবয় আলা আগর, আল্লার ঘরর দুয়ারর পর্দা;
16 জালাইল কুরবানি দিবার কুরবানি খানা;
এর পিতলর জালি আর বইয়া নেয়ার বেন্দা;
কুরবানি খানার হক্কল মাল-ছামানা;
অজুর গামলা আর গামলা থওয়ার ছকি-খাট;
17 উঠানর পর্দাইন, খুটিন আর খুটির তলর ভুরা;
উঠানো হামানির গেইটর পর্দা;
18 ঘরর পেরেগ আর দড়ি, উঠানর পেরেগ আর দড়ি;
19 পাক জাগাত ইমামতি কামর লাগি, ইমাম হারুনর পবিত্র লেবাছ, আর
তান পুয়াইন্তরও ইমামতির লেবাছ।"

20 মুছা নবীর বয়ান বাদে বনি ইছরাইলর হকল গুষ্টি বিদায় অইগেলা।
21 গিয়া তারার দিলর এশকি মাফিক যারযির ইচ্ছায় আল্লার ঘর বানানির
লাগি, ইমাম হারুনর পাক-পবিত্র লেবাছর লাগি আর এবাদত কামর লাগি
হকল নমুনার মাল-ছামানা লইয়া আইলা। আল্লার নামে লিল্লা দিবার লাগি
অতা লইয়া তারা আজির অইলা। 22 বেটাইন বা বেটিন্তর মাজে যারার মনে
চাইলো, তারা ইতা দিলা। তারা যারযির কাপড়র পিং, কানর ইয়ারিং, আংটি,
গলার হার, আর হকল জাতর সোনার গয়না আনিয়া মাবুদর নামে দুলনা
কুরবানি হিসাবে দিলা। 23 আর যেরার গেছে লিলুয়া সুতা, বাইংগনি, লাল
সুতা, দামি সুতি কাপড়, ছাগলর রুমা, লাল রং করা মেড়ার চামড়া, ফু'র
চামড়া আছিল, তারা ইতা হকলতা লইয়া আইলা। 24 যেরার গেছে রুপা
আর পিতল আছিল, তারাও ইতা আনিয়া মাবুদর নামে লিল্লা দিলা। আল্লার
ঘরর কামো লাগানির জুকা বাবলা লাকড়ি যেরার গেছে আছিল, তারাও
ইতা লইয়া আইলা। 25 যেতা বেটিন্তে সুতা বানানিত উস্তাদ, তারা নিজর
আতে লিলুয়া, বাইংগনি, লাল রংগর সুতা, আর দামি সুতি কাপড় বানাইয়া
আনলা। 26 আর সুতা বানাওরা যেতা বেটিন্তর দিলর মাজে এশকি পয়দা
অইলো, তারা ছাগলর রুমা দিয়া সুতা বানাইলা। 27 মুরব্বি অকলে এফ্রোন
আর বুকুর উপরর থলিত লাগানির লাগি, আকিক মনি আর দামি দামি পাথর
লইয়া আইলা। 28 লেম জালানির তেল, খেলাফতি সমজিবার তেল, আগর-
খুশবয় বানানির মশলা আর জয়তুনর তেলও আনলা। 29 মাবুদে মুছার
মাজদি যেতা যেতা করার হুকুম দিছলা, ইতা পুরা করার লাগি বনি ইছরাইলর
হকল বেটাইন-বেটিন্তে, যারযির খুশি মাফিক লিল্লা লইয়া আজির অইলো।

বাতছেলল আর আহলিয়াব আল্লার পছন্দ করা কারিগর

30 বাদে মুছায় হকল বনি ইছরাইলরে কইলা, "মাবুদে এহুদা গুষ্টির হুরর
নাতি, উরির পুয়া বাতছেললরে পছন্দ করছইন। 31 তাইন এরে নিজর রুহ
মুবারক দিয়া কামিল বানাইয়া, হকল লাখান কারিগরি কামর আখল-বুদ্ধি,
বিদ্যায় উস্তাদি কামর খেমতা দিছইন। 32 এরলাগি এইন কারিগরি কাম করার
বালা নিজর আখল খাটাইয়া সোনা, রুপা, পিতলর উপরে সুন্দর সুন্দর
নকশা বানাইতা পারবা। 33 দামি দামি পাথর কাটা, লাকড়ির উপরে নকশা,
আর হকল নমুনার আতর কাম করতা পারবা। 34 আর অইন্য মানষরেও ইতা
কাম হিকানির লাগি বাতছেলল আর দান গুষ্টির অহিছামাকর পুয়া
আহলিয়াবর দিলো মাবুদে আখল দিছইন। 35 তাইন এরারে নানান জাতর
নকশার কাম, লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতাদি কাপড় বাইন করা, নকশা করা,
সিলাই করা, আর দামি সুতি কাপড় সিলাই করারও আখল দিছইন। তারা
হকল নমুনার আতর কাম করতা পারবা, আর নিজর মন থাকি নানান নমুনার
নকশা বানাইতা পারবা।"

36 মুছা নবীয়ে এওখান কইলা, "মাবুদে বাতছেলল, আহলিয়াব আর
অইন্য কারিগর অকলরে আখল-বুদ্ধি দান করলা, যাতে তারা পবিত্র
এবাদত খানার হকল কাম-কাজ করতা পারইন। মাবুদে যেলা হুকুম
করছইন, অউ লাখান তারা যানু এবাদত খানার হকলতা বানাইন আর
হাজাইন।"
2 অউ কাম করানির লাগি মুছায় বাতছেলল আর আহলিয়াবরে
আনাইলা। মাবুদে যেতা উস্তাদ কারিগর অকলরে আখল-হেকমত দিছইন,
আর ই কাম করার লাগি যেরার দিলো খাইশ পয়দা অইছে, মুছায় তারারেও
আনাইলা। 3 তারা আইয়া পবিত্র এবাদত খানা বানানির লাগি, বনি
ইছরাইলর দেওয়া লিল্লার হকল মাল-ছামানা মুছার গেছ থাকি সমজিয়া
নিলা। মানষে খুশি অইয়া নিজর ইচ্ছায় পরতেক দিন বিয়ানে আরো চিজ
অকল আনিয়া অনো লিল্লা দিতা। 4 যে উস্তাদ কারিগর অকল এবাদত
খানার কামো আছলা, তারা ইতা দেখিয়া, নিজর কাম থইয়া আইয়া মুছারে
কইলা, 5 "মাবুদে যেতা যেতা বানানির হুকুম দিছইন, ইতা বানানির লাগি
মানষে দরকার থাকি আরো বেশি মাল-ছামানা লইয়া আইরা।"
6 তেউ মুছার হুকুমে মানষে হকল বনি ইছরাইলরে জানাই দিলা, এবাদত
খানা বানানির লাগি, কেউ যানু আর কুনু মাল-ছামানা লিল্লা না দেইন।
অউগি মানষে লিল্লা দেওয়া বন্দ করলা। 7 কারন এবাদত খানার কামর লাগি
দরকার থাকি আরো বেশি চিজ যোগাড় অইগেছিল।

আল্লার ঘর বানাইল অইলো

8 বাদে কাম কররা উস্তাদ অকলে পেচাইল সুতার দামি সুতি কাপড়,
লিলুয়া, বাইংগনি, আর লাল সুতাদি বানাইল দশ টুকরা কাপড় দিয়া আল্লার
ঘরর পর্দা বানাইলা। আর উস্তাদ অকলে এর উপরে কারুবী অকলর ছবি
বাইন করলা। 9 পরতেক টুকরাইন এক মাপর আছিল, লাম্বায় আটাইশ আত
আর পাশে চাইর আত। 10 বাদে পাচখান-পাচখান করি একখানো জুড়া দিয়া
বড় করি দুখান তেরপাল বানাইলা। 11 আর দুইও তেরপালর পাশর এক
কিনারো, লিলুয়া সুতাদি হুকর ফুড় দেওয়া অইলো। 12 অউলা পয়লা
তেরপালর কিনারো পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় আর দুছরা তেরপালর কিনারো
পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় লাগাইল অইলো। ই দুইও হুকর ফুড় এগু আরেগুর
উল্টামুখা করা অইলো। 13 বাদে সোনাদি পইঞ্চাশগু হুক বানাইয়া হউ হুকর

ফুড়র মাজেদি হারাইয়া, বড় দুইও তেরপালরে জুড়া দেওয়া অইলো। তেউ একখান ঘর তিয়ার অইলো।
14 আল্লার ঘরর চালর লাগি ছাগলর রুমা দিয়া তেরপালর লাখান এগারোখান টুকরা বানাইল অইলো। 15 ইতা পরতেক খান একই মাপর আছিল, তিশ আত লাম্বা আর চাইর আত পাশ। 16 অন থাকি পাচ টুকরা একলগে জুড়া দিয়া বড় এক তেরপাল বানাইলা। আর বাকি ছয় টুকরা জুড়া দিয়া, আরোখান বড় তেরপাল বানাইলা। 17 পয়লা বড় তেরপালর পাশর এক কিনারো পইঞ্চাশগু হুকর ফুড় লাগাইলা, আর দুছরা তেরপালোও অউলা লাগাইলা। 18 বাদে পিতল দিয়া পইঞ্চাশগু হুক বানাইয়া হউ হুকর ফুড়র মাজেদি হারাইয়া, অউ বড় দুইও তেরপাল একখানো জুড়া দিলা। তেউ ই দুইও তেরপাল মিলিয়া একখান ছানি অইলো। 19 লাল রং করা মেড়ার চামড়াদি এর উপরর ছানি বানাইল অইলো, বাদে ফু'র চামড়াদি আরোখান ছানি তৈয়ার করিয়া এর উপরে গুরি দেওয়া অইলো।
20 বাদে বাবলা লাকড়িদি কয়খান ফ্রেইম বানাইল অইলো। 21 পরতেক ফ্রেইম আছিল লাম্বায় দশ আত আর ফাড়ে দেড় আত। 22 পরতেক ফ্রেইমো দুগু করি পায়া লাগাইয়া ঘরর হকল ফ্রেইম এক লাখান বানাইলা। 23 অউ ঘরর দক্ষিন গালার লাগি বিশখান ফ্রেইম জুইত করলা। 24 ই বিশো ফ্রেইমর পায়ার তলে চাল্লিশগু রুপার ভুরা লাগাইলা। পরতেক ফ্রেইমর দুই পায়ার তলে দুগু ভুরা লাগাইল অইলো। 25 আল্লার ঘরর উত্তর গালার লাগিয়াও বিশখান ফ্রেইম জুইত করলা। 26 ই পরতেক ফ্রেইমর পায়ার তলে চাল্লিশগু রুপার ভুরা লাগাইলা। একো ফ্রেইমর তলে দুগু করি ভুরা লাগাইল অইলো। 27 আর পচিম গালার লাগি, মানি খর গালার লাগি ছয়খান ফ্রেইম বানাইলা। 28 আর খরর দুইও কুনাত দুখান ফ্রেইম লাগাইলা। 29 ই দুইও কুনার ফ্রেইমরে কাছার ফ্রেইমর লগে তলে-উপরে জুড়া দেওয়া অইলো। পরতেক কুনার দুইও ফ্রেইমরে ধারর ফ্রেইমর লগে বাত্তি মারিয়া জুড়া দেওয়া অইলো। 30 তেউ আটখান ফ্রেইম আর ষোলগু রুপার ভুরা লাগলো, একো ফ্রেইমর তলে দুইটা করি ভুরা দিলা।
31 বাদে ফ্রেইমরে জুড়া দিবার লাগি বাবলা লাকড়িদি কয়গু লাম্বা বাত্তি বানাইলা। 32 ঘরর এক গালার লাগি পাচগু বাত্তি, আরক গালার লাগি আরো পাচগু, আর পাচগু বাত্তি খর গালা, মানি পচিম গালার লাগি বানাইলা। 33 ফ্রেইমর মাজখানো লাগাইল অউ বাত্তিদি হকল ফ্রেইমর একমাথা থাকি আরক মাথা আটকাই দিলা। 34 বাদে ই ফ্রেইম খানাইন সোনাদি লেপিলা। আর বাত্তি লাগানির লাগি সোনার কড়া লাগাইয়া, বাত্তিরেও সোনাদি লেপিলা।
35 অউ উস্তাদ কারিগর অকলে দামি সুতি কাপড়দি একখান পর্দা বানাইলা। পর্দার উপরে লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা দিয়া কারুবী অকলর ছবি বাইন করলা। 36 ই পর্দা টানানির লাগি বাবলা লাকড়িদি চাইরটা খুটি বানাইলা, বানাইয়া অউ খুটিন্তরেও সোনাদি লেপিলা, খুটিন্তর মাথাত সোনার কড়া লাগাইলা। খুটির তলে ভুরা দিবার লাগি রুপার চাইরটা ভুরা বানাইল অইলো।
37 তাম্বুর দুয়ারর লাগি লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা আর দামি সুতি কাপড়দি নকশা করি একখান পর্দা বানাইলা। 38 ই পর্দার লাগি পাচটা কড়া আর পাচটা খুটি বানাইল অইলো। খুটির মাথা আর তল সোনাদি লেপা অইলো, খুটির তলর ভুরার লাগি পিতলর পাচগু ভুরা বানাইলা।

শাহাদত সন্দুক বানাইলা

37 বাতছেললে বাবলা লাকড়িদি পবিত্র শাহাদত সন্দুক বানাইলা। ইটা আড়াই আত লাম্বা, দেড় আত পাশ আর দেড় আত উচা। 2 এর বারে-ভিতরে খাটি সোনাদি লেপিলা, এর চাইরো কিনারো সোনার নকশা লাগাইলা। 3 হুনারর আগুইনদি পুড়িয়া চাইরটা সোনার কড়া এর চাইরো কুনাত লাগাইলা, অগালাত দুইটা আর হগালাত দুইটা লাগাইলা। 4 বাবলা লাকড়িদি দুগু বেন্দা বানাইয়া সোনাদি লেপিলা। 5 সন্দুক বইয়া নেওয়ার লাগি ই দুইও বেন্দা, সন্দুকর দুই গালার কড়ার ভিতরেদি হারাইলা।
6 বাদে খাটি সোনাদি সন্দুকর একখান ছানি বানাইলা, অখানর উপরে গুনার কফরা আদায় করার লাগি। ই ছানি লাম্বায় আড়াই আত, আর পাশে দেড় আত। 7 সোনা পিটাইয়া ছানির দুইও গালাত দুইটা কারুবী বানাইলা। 8 দুইও কারুবী সন্দুকর ছানির দুই কিনারো রইলো। ই দুইও কারুবী ছানির লগে একখানো করি বানাইল অইলো, ই আস্তাটা খালি এক চিজ অইলো। 9 কারুবী দেখতে দুলদুল ঘোড়ার লাখান ডাখনা আলা, এর দুইও ডাখনা উপরেদি মেলিয়া দেওয়ায়, অউ ডাখনার ছায়ার তলে সন্দুকর ছানি হামাইগেল। ইটা মুখামুখি উবা রইলো। আর তারার চউখ রইলো ছানির বায়।

পবিত্র রুটি রাখার টেবুল

10 বাতছেললে বাদে বাবলা লাকড়িদি দুই আত লাম্বা, এক আত পাশ আর দেড় আত উচা করি একখান টেবুল বানাইলা। 11 বানাইয়া হারলে খাটি সোনাদি লেপিয়া এর চাইরো কিনারো নকশা লাগাইলা। 12 আর এর ছানির চাইরো কিনারো চাইর আংগুল উচা করি এক হাজ দিলা, হাজর মাজে সোনাদি নকশা লাগাইলা। 13 টেবুলর চাইরো কুনার পায়ার উপরে সোনার চাইরটা কড়া লাগাইলা। 14 ই চাইরো কড়াইন টেবুলর কুনার হউ উচা হাজর তলে লাগানি অইলো, যাতে টেবুল বইয়া নেওয়ার বালা কড়ার ভিতরে বেন্দা হারাইল যায়। 15 টেবুলরে বইয়া নেওয়ার লাগি বাবলা লাকড়িদি দুগু বেন্দা বানাইয়া সোনাদি লেপিলা। 16 টেবুলর উপরর থাল-বাসন, আল্লার নামে শরবত-পানির ছদগার জগ আর মগ, হকলতা খাটি সোনাদি গড়াইলা।

লেম থওয়ার চেরাগ দানি

17 বাদে খাটি সোনাদি একখান চেরাগ দানি তিয়ার করলা। চেরাগ দানির তলা আর উপরর ডান্ডি খাটি সোনা পিটাইয়া গড়াইলা। এর ডান্ডি, ফুলর লাখান পিয়ালা, কুড়ি আর পাপড়ি অকল চেরাগ দানির লগে একখানো করি বানাইলা। 18 চেরাগ দানির ডান্ডির দুই গালাত তিনটা করি মোট ছয়টা ডাল দেওয়া অইলো। 19 পরতেক ডালর মাজে জবা ফুলর লাখান তিনগু করি পিয়ালা তিয়ার করা অইলো। চেরাগ দানির ছয়ও ডালো এক লাখান কাম করা অইলো। 20 চেরাগ দানির মুল ডান্ডির মাজেও জবা ফুলর লাখান চাইরটা পিয়ালা দেওয়া অইলো। 21 অউ মুল ডান্ডি থাকি বারইল ছয়টা ডালর মাজে, পয়লা দুইও ডালর জুড়াত এগু করি কুড়ি, দুছরা দুইও ডালর জুড়াত আরক কুড়ি, আর হেশর দুইও ডালর জুড়াতও কুড়ি লাগাইল অইলো। 22 কুড়ি আর ডাল হকলতা চেরাগ দানি থাকি বার অইলো, হকলতা মিলিয়া এক চিজ অইলো। আস্তাটাউ খাটি সোনা পিটাইয়া বানানি অইলো। 23 খাটি সোনাদি সাতটা লেম, লেমর ফিতা ছাফ করার চিমটা, জালাইল ফিতার ছালি থওয়ার লাগি কয়গু বাটি বানাইল অইলো। 24 এক মন খাটি সোনাদি ই চেরাগ দানি, আর লগর হকলতা তিয়ার করা অইলো।

আগর-খুশবয় জালানির টেবুল

25 বাদে বাবলা লাকড়িদি চাইর কুনা আলা আগর-খুশবয় জালানির টেবুল বানাইল অইলো। এক আত লাম্বা, এক আত পাশ, আর দুই আত উবি দিয়া ই টেবুল বানাইলা। এর ছানির কুনার হিং অকলও একখানো করি বানাইলা। 26 ছানি, ছানির চাইরো কিনার আর হিং, হকলতা খাটি সোনাদি লেপিয়া চাইরো কিনারো সোনার নকশা লাগাইলা। 27 এর দুই কিনারর নকশার তলে দুগু করি সোনার কড়া লাগাইল অইলো, যাতে এর ভিতরে বেন্দা হারাইয়া বইয়া নেওয়া যায়। 28 বাবলা লাকড়িদি বইয়া নেওয়ার বেন্দা বানাইলা, ইটারেও সোনাদি লেপিলা।
29 বাদে খুশবয় আলা মশলা বানানির কারিগরর নিয়মে খেলাফতি সমজিবার পবিত্র তেল আর খুশবয় আলা খাটি আগর তিয়ার করলা।

জালাইল কুরবানি খানা আর অজুর পানির গামলা বানাইলা

38 জালাইল কুরবানির লাগি বাবলা লাকড়িদি পাচ আত লাম্বা, পাচ আত পাশ আর তিন আত উবি দিয়া চাইর-কুনি করি একখান কুরবানি খানা বানাইলা। 2 এর চাইরো কুনার উপরে লাকড়িদি চাইরটা হিং দিলা। অউ হিং বানাইলা ছানির উপরর কুনার লাকড়ি খুদিয়া, এরলাগি ই আস্তাখান এক চিজ অইলো। বাদে পুরা কুরবানি খানা পিতলদি লেপাইলা। 3 কুরবানি খানার ছালি তুলার লাগি বড় চামচ আর ছালি থওয়ার গামলা, লউ থওয়ার বাটি, গোস্ত তুলার চিমটা, আংরা থওয়ার পাতিল, হকলতা পিতলদি বানাইলা। 4 কুরবানি খানার লাগি পিতলদি একখান জালি বানাইলা, বানাইয়া ই জালিরে কুরবানি খানার ভিতরর মাজখানর চাইরো গালার তাড়িয়ার তলে লাগাইলা। 5 আর বেন্দা হারানির লাগি জালির চাইরো কুনাত চাইরটা কড়া লাগাইলা। 6 বইয়া নেওয়ার বেন্দা বানাইলা বাবলা লাকড়িদি, বানাইয়া দুইওগু পিতলদি লেপাইলা। 7 আর কুরবানি খানারে বইবার লাগি এর কুনার কড়ার ভিতরে অউ বেন্দা হারাইলা। কুরবানি খানা বানাইলা তক্তাদি, আঁর এর ভিতরে ফাক রাখলা।
8 অজুর পানি থওয়ার লাগি পিতলর এক গামলা বানাইলা। এবাদতি কামর লাগি যেতা বেটিন মিলন-তাম্বুর দুয়ারর কাছাত আইতা, তারার পিতলর আয়নাদি ই গামলা আর এর চকি-খাট তৈয়ার করা অইলো।

আল্লার ঘরর উঠান

9 বাতছেললে আল্লার ঘরর চাইরো গালাবায় উঠানর জাগা রাখলা। উঠানর দক্ষিন গালার একশো আত জাগার লাগি দামি সুতি কাপড়দি পর্দা বানাইলা। 10 ই পর্দা টানানির লাগি বিশগু খুটি বানাইলা। খুটির তলাত দিবার লাগি পিতলর বিশগু ভুরা বানাইলা, আর পর্দা টানানির লাগি রুপার কড়া আর বান্দিবার তার বানাইলা। 11 উঠানর উত্তর গালার একশো আত জাগার লাগি বিশগু খুটি, খুটির তলে দিবার লাগি পিতলর বিশগু ভুরা, আর পর্দা টানানির লাগি রুপার কড়া আর বান্দিবার তার বানাইলা। 12 পচিম গালার পইঞ্চাশ আত উঠানর লাগি পর্দা, দশগু খুটি, দশগু ভুরা, পর্দা টানানির লাগি রুপার কড়া আর বান্দিবার তার বানাইলা। 13 পুব গালার উঠানও পইঞ্চাশ আত আছিল। 14 উঠানর গেইটর এক গালার লাগি পনরো আত লাম্বা পর্দা, তিনটা খুটি, খুটির তলর তিনগু ভুরা, 15 আর দুছরা গালাতও অউ লাখান করি তিনটা খুটি, তিনটা ভুরা আর পনরো আত পর্দা বানাইল অইলো। 16 উঠানর চাইরো গালার হক্কল পর্দাইন দামি সুতি কাপড়দি বানাইল অইলো। 17 খুটির তলর হক্কল ভুরা পিতলর, পর্দা টানানির কড়া আর বান্দিবার তার অইলো রুপার, খুটির মাথাও রুপাদি পেচাইল অইলো। উঠানর চাইরো গালার হক্কল খুটিত রুপার তারদি বান্দা অইলো। 18 উঠানর গেইটর লাগি দামি সুতি কাপড়দি একখান পর্দা বানাইল অইলো। বাদে লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতাদি নকশা করা অইলো। পর্দা খান বিশ আত লাম্বা, আর উঠানর বাকি পর্দার লাখান ইটাও পাচ আত উচা দেওয়া অইলো। 19 এর চাইরো খুটি আর ভুরা পিতলর, খুটির কড়া আর বান্দার তার রুপার, খুটির মাথাও রুপাদি পেচাই দেওয়া অইলো। 20 আল্লার ঘর আর উঠানর চাইরো গালার খুটির পেরেগ অকল পিতলদি বানাইল।

আল্লার ঘরর মাল-ছামানার হিসাব

21 আল্লার ঘর মানি অউ শাহাদত তাম্বু বানাইতে যেতা মাল-ছামানা
লাগছিল, ইমাম হারুনর পুয়া ইছামারর জিম্মায় লেবি খান্দানর মানষে ইতার
হিসাব রাখলা। মুছা নবীয়ে অউ হিসাব রাখার হুকুম দিছলা। 22 মাবুদে মুছারে
যেলাখান হুকুম দিছলা, ই হুকুম মাফিক এহুদা গুষ্টির উরির পুয়া বাতছেললে
ইতা হক্কলতা বানাইলা, তাইন আছলা হুরর নাতি। 23 দান গুষ্টির
অহিছামাকর পুয়া আহলিয়াবে বাতছেললেরে সাইয্য করলা। হকল জাতর
আতর কাম আর নকশা বানানির কামো তাইন উস্তাদ আছলা। দামি সুতি
কাপড়র মাজে লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতাদি নকশা করার কামোও তাইন
উস্তাদ আছলা।
24 দুলনা কুরবানি থাকি পাওয়া উনতিশ মন সাতশো তিশ তোলা সোনা
অউ এবাদত খানা বানাইতে লাগছে। ই মাপ অইলো এবাদত খানার
তোলার মাপে।
25 বনি ইছরাইলর মানুষ গনিবার বালা যেরারে গনা অইছিল, তারার গেছ
থাকি একশো মন এক আজার সাতশো পচত্তইর তোলা রুপা পাওয়া গেছিল,
ই মাপ অইলো এবাদত খানার মাপে। 26 গনা অইছে অউলা মানুষ, মানি বিশ
বরছ বা এর চাইতে বেশি বয়স আলা, হউ ছয় লাখ তিন আজার সাড়ে
পাচশো মানষে এবাদত খানার মাপে মাথা পিছু আধা তোলা করি রুপা
দিছিল। 27 ই রুপা থাকি একশো মন রুপা দিয়া এবাদত খানা আর পর্দার
খুটির তলর ভুরা বানাইল অইছিল। এক এক ভুরাত এক মন রুপা দিয়া মোট
একশোগু ভুরা বানাইল অইছে। 28 আর বাকি এক আজার সাতশ পচত্তইর
তোলা রুপা খুটির কড়া, খুটির মাথা পেচানি, আর বান্দিবার তার বানানিত
লাগছে।
29 দুলনা কুরবানি থাকি লিল্লার পিতল দলা অইছিল সত্তইর মন দুই
আজার চাইরশো তোলা। 30 ইতা দিয়া মিলন-তাম্বুর দুয়ারর ভুরা, পিতলর
কুরবানি খানা, এর পিতলর জালি আর কুরবানি খানার হক্কল চিজ বানাইল
অইছে, 31 উঠানর চাইরো গালার ভুরা, গেইটর ভুরা, তাম্বু আর উঠানর
চাইরো গালার খুটির পেরেগ বানাইল অইছে।

পরধান ইমামর পবিত্র লেবাছ

39 আল্লার ঘরর পাক জাগাত ইমামতি কামর সময় ফিন্দার লাগি, তারা
লাল, বাইংগনি আর লিলুয়া সুতাদি সুন্দর করি লেবাছ বানাইলা।
মাবুদে মুছারে যেলা হুকুম দিছলা, এক্কেরে অউ লাখান করি ইমাম
হারুনর লাগি পবিত্র লেবাছ বানাইলা।
2 অউ উস্তাদ কারিগর অকলে লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা, দামি সুতি
কাপড় আর সোনাদি পরধান ইমামর এফ্রোন বানাইলা। 3 সোনা পিটাইয়া
পাত বানাইয়া, সুতার লাখান সোনার তার তিয়ার করলা। বাদে লিলুয়া,
বাইংগনি, লাল সুতা, দামি সুতি কাপড় আর সোনার তার একলগে মিলাইয়া
কাপড় বানাইলা। 4 এফ্রোনর কান্দর গালা জুড়া দিবার লাগি দুখান পট্টি
বানাইয়া, এফ্রোনর উপরর কুনাত লাগাইলা। 5 এফ্রোনর লগে জুড়া
লাগাইল পেটর উপরর বেল্ট খানও এফ্রোনর সুতাদি বানাইলা। তারা
লিলুয়া, বাইংগনি, লাল সুতা, দামি সুতি কাপড় আর সোনার তার দিয়া ঠিক
এফ্রোনর নমুনায় বানাইলা। মাবুদে মুছারে যেলা হুকুম দিছলা, এক্কেরে অউ
লাখান করি হক্কলতা বানাইল অইলো।
6 বাদে তারা দুইটা আকিক পাথর কাটিয়া, এর উপরে সোনার জাজইর
বওয়াইলা। হুনার অকলে দামি পাথর খুদিয়া যেলা সীল বানাইন, অউলা
পাথর খুদিয়া ইছরাইলর পুয়াইন্তর নাম লেখলা। 7 আর অউ দুইও পাথর
সোনার জাজইরর মাজে লাগাইয়া, এফ্রোনর কান্দর ফিতার লগে বান্দিলা।
ইছরাইলর পুয়াইন্তর বায় মাবুদর নজর রাখার লাগি ইলা করলা। মাবুদে
মুছারে যেলা হুকুম দিছলা, অউলা হকলতা করা অইলো।
8 বাদে এফ্রোনর লাখান ভালা উস্তাদ দর্জিরেদি লিলুয়া, বাইংগনি, লাল
সুতা, দামি সুতি কাপড় আর সোনাদি বুকুর উপরর থলি বানাইল অইলো।
9 ইটা অইলো লাম্বায় আধা আত, পাশে আধা আত, চাইর-কুনি দুই ভাইঞ্জ
করা কাপড়। 10 এর উপরে তারা চাইর হাইর করি দামি পাথর লাগাইলা।
পয়লা হারিত ইয়াকুত, পীত আর পান্না মনি; 11 দুছরা হারিত লালমনি,
লীলমনি আর হীরা; 12 তিন নম্বর হারিত ফিরুজ, গোমেদ আর পদ্মরাগ মনি;
13 চাইর নম্বর হারিত পোখরাজ, বৈদুর্য আর সুরুজ মনি। ই পাথর অকল
সোনার জাজইরর উপরে লাগাইল অইলো। 14 ইছরাইলর বারো পুয়ার লাগি
বারোটা পাথর লাগাইলা। ইতা একো পাথরো এক এক পুয়ার নাম খুদিয়া
লেখা অইলো, যেলা খুদিয়া সীল বানাইল অয়।
15 বুকুর উপরর থলির লাগি খাটি সোনাদি রশির লাখান পেচাইয়া দুকছা
চেইন বানাইলা। 16 আর সোনার দুখান জাজইর আর দুইটা কড়া বানাইয়া,
বুকুর অউ থলির উপরর দুই কুনাত লাগাইলা। 17 আর চেইন দুইওগেছা দুইও
কড়ার লগে আটকাইলা। 18 দুইও কান্দর এফ্রোনর ছামনুর ফিতাত সোনার
জাজইরর লগে চেইনর একমাথা বান্দিলা। 19 আরো দুইটা সোনার কড়া
বানাইয়া বুকুর উপরর থলির দুই কুনাত লাগাইলা। ই দুইওটা এফ্রোনর লগে
বুকুর থলির তলে রইলো। 20 বাদে আরো দুইটা সোনার কড়া বানাইয়া,
এফ্রোনর কান্দর পট্টির সই তলেদি, পেটর উপরর বেল্টর উপরর সিলাইর
কাছাত লাগাই দিলা। 21 আর বুকুর উপরর থলির তলর কড়ার লগে পেটর
উপরর নকশা করা বেল্টর কড়া বান্দিলা, আর অউ থলিয়ে লড়া-চড়া না
করার লাগি তলর কড়ার লগে লিলুয়া সুতাদি বান্দি দিলা, যেলা মাবুদে
মুছারে হুকুম করছলা।
22 বাদে তারা এফ্রোনর তলর আলখেল্লা লিলুয়া রংগর সুতাদি বাইন
করলা, 23 আর মাথা হারাইবার বালা গলার ফাক ছিড়তো না করি এর
চাইরো গালা পট্টি দিয়া দড়ো করি বাইন করলা, গলার অউ ফাক রাখলা
মাজ বরাবর। 24 লিলুয়া, বাইংগনি, লাল রংগর পেচাইল সুতাদি আনুয়ার
ফলর লাখান বানাইলা। বানাইয়া অগুইনরে আলখেল্লার তলর মুড়ির
চাইরোবায় লাগাইলা। 25 বাদে খাটি সোনার ঘুংগুর বানাইয়া অউ আনুয়ারর
ফাকে ফাকে লাগাইলা, 26 আস্তা তলর মুড়িত এগু করি আনুয়ার আর এগু
করি ঘুংগুর লাগাইল অইলো। এবাদতি কামর বালা ইমাম ছাবে অউ
আলখেল্লা ফিন্দিতা। মাবুদে মুছারে যেলা হুকুম দিছলা, এক্কেরে অউলা করা
অইলো।
27 বাদে তারা হারুন আর তান পুয়াইন্তর লাগি দামি সুতি সুতাদি পাইঞ্জাবি
বানাইলা। 28 মাথার পাউগড়ি আর তকিগুইনও দামি সুতি কাপড়দি
বানাইলা, আর ইমামর হাফ-পেন্টও বানাইলা অউ কাপড়দি। 29 কমরো
বান্দার লাগি একখান কাপড় বানাইলা, দামি সুতি কাপড়, লিলুয়া, বাইংগনি
আর লাল সুতাদি নকশা করি বানাইলা। মাবুদে মুছারে যেলা হুকুম দিছলা,
এক্কেরে অউলা করা অইলো।
30 আর পাউগড়ির ছামনে লাগানির লাগি, খাটি সোনার পাতদি একখান
পবিত্র তাজ তিয়ার করলা। সীলর উপরে যেলা খুদিয়া লেখা অয়, অউ
পাতর উপরে অলা খুদিয়া লেখলা, "মাবুদর নামে পবিত্র।" 31 মাবুদে মুছারে
যেলা হুকুম দিছলা, অউ হুকুম মাফিকউ ই পাতরে লিলুয়া সুতাদি পাউগড়ির
ছামনে বান্দি দিলা।

মুছা (আঃ) এ হকলতা সমজিয়া নিলা

32 অউ লাখান মিলন-তাম্বু সহ আল্লার ঘরর হক্কল কাম-কাজ শেষ
অইলো। মাবুদে মুছারে যেলা হুকুম দিছলা, বনি ইছরাইলে এক্কেরে অউ
লাখান হকলতা করলা। 33 বাদে তারা আল্লার ঘরর লাগি বানাইল হক্কলতা
মুছার কাছাত লইয়া আইলা। তারা আনলা:

মিলন-তাম্বু, তাম্বুর হকল মাল-ছামানা, হুক, ফ্রেইম, বাত্তি, খুটি, খুটির
তলর ভুরা;
34 লাল রং করা মেড়ার চামড়ার ছানি, ফু'র চামড়ার ছানি, হেরেম শরিফর
বেড়ার পর্দা;
35 শাহাদত সন্দুক, সন্দুক বইয়া নেওয়ার বেন্দা, সন্দুকর ছানি;
36 টেবুল, টেবুলর হকল চিজ, মাবুদর নামর পবিত্র রুটি;
37 খাটি সোনার চেরাগ দানি, এর লগর হকল চিজ, জালানির তেল;
38 সোনার আগর-খুশবয় জালানির টেবুল, খেলাফতির তেল, খুশবয়
আলা আগর, আল্লার ঘরর দুয়ারর পর্দা;
39 পিতলর কুরবানি খানা, পিতলর জালি, কুরবানি খানা বইয়া নেওয়ার
বেন্দা, কুরবানি খানার হক্কল মাল-ছামানা, অজুর গামলা আর এর তলর
ছকি-খাট;
40 উঠানর পর্দাইন, খুটিন, খুটির তলর ভুরা, উঠানো হামানির গেইটর
পর্দা, উঠানর পেরেগ আর দড়ি;
এক কথায়, মিলন-তাম্বু সহ আল্লার ঘরর হক্কল মাল-ছামানা;
41 আর পাক জাগাত ইমামতি কামর লাগি ইমাম হারুনর পবিত্র লেবাছ,
আর তান পুয়াইন্তরও ইমামতির লেবাছ।

42 মাবুদে মুছারে যেলা হুকুম দিছলা, অউ লাখান বনি ইছরাইল অকলে
হকল কাম করলা। 43 হেশে মুছায় ইতা হকলতা দেখিয়া বুজলা, মাবুদে যেলা
হুকুম দিছলা, অউ লাখানউ করা অইছে। এরলাগি তাইন হকল বনি
ইছরাইলরে দোয়া দিলা।

আল্লার ঘররে খাড়া করা

40 মাবুদে মুছা নবীরে কইলা, 2 "তুমি বছরর পয়লা চান্দর পয়লা
তারিখো মিলন-তাম্বু সহ আমার ঘররে খাড়া করিও। 3 ঘরর ভিতরে
শাহাদত সন্দুকরে হারাইয়া, মাজে পর্দা টানাইয়া সন্দুকরে আওড়ে
থইও। 4 টেবুলরেও ভিতরে হারাইয়া, এর উপরর চিজ অকল হাজাইও।
বাদে চেরাগ দানি ভিতরে আনিয়া তার লেম অকল জালাই দিও। 5 সোনাদি
বানাইল আগর-খুশবয় জালানির টেবুল শাহাদত সন্দুকর ছামনে থইও, থইয়া
আমার ঘরর দুয়ারর পর্দা লাগাইও। 6 আমার ঘরর মিলন-তাম্বুর দুয়ারর
ছামনে জালাইল কুরবানি খানা থইও। 7 কুরবানি খানা আর মিলন-তাম্বুর
মাজখানো অজুর গামলা পানিদি ভরিয়া থইও। 8 বাদে উঠানর চাইরো
গালাবায় পর্দা টানাইও, আর উঠানর গেইটোও পর্দা লাগাইও।
9 "বাদে তুমি খেলাফতির তেল দিয়া আমার ঘর আর আমার ঘরর হকল
মাল-ছামানারে পবিত্র করিও। তেউ ইতা হকলতা মহা পাক-পবিত্র অইবো।
10 আর জালাইল কুরবানি খানার উপরেও খেলাফতির তেল দিয়া পবিত্র
করিও। কুরবানি খানার হকল মাল-ছামানারেও পবিত্র করিও। তেউ ই
কুরবানি খানা মহা-পবিত্র চিজ অইবো। 11 অজুর পানির গামলা আর এর
তলর ছকি-খাটরেও খেলাফতির তেল দিয়া পবিত্র করিও।
12 "বাদে হারুন আর তার পুয়াইনরে মিলন-তাম্বুর দুয়ারর ছামনে আনিয়া
পানিদি নাওয়াই দিও। 13 নাওয়ানির বাদে হারুনরে পাক-পবিত্র লেবাছ
অকল ফিন্দাইও, আর আমার ইমাম অওয়ার লাগি তারে পবিত্র তেল
লাগাইয়া খেলাফতি দিয়া পবিত্র করিও। 14 তার পুয়াইন্তরে আনিয়া
ইমামতির পাইঞ্জাবি ফিন্দাইও। 15 তারার বাফরে যেলা পবিত্র তেলদি
ইমামতি কামর খেলাফতি দিছো, তারারেও অউলা খেলাফতি দিও, যাতে
তারাও আমার ইমামতি কাম করতা পারইন। ই খেলাফতির মাজদি ইমামতির
যে নিয়ম চালু অইবো, ইতা ওয়ারিশর পর ওয়ারিশ ধরি চালু রইবো।"
16 মাবুদর হুকুম মাফিক মুছায় ইতা হকলতা করলা। 17 দুছরা বছরর পয়লা
চান্দর পয়লা তারিখো আল্লার ঘর খাড়া করা অইলো। 18 মুছায় ই ঘর খাড়া
করলা, পয়লা এর খুটির তলর ভুরা বওয়াইলা, খুটিন উবা করলা, বেড়ার

ফ্রেইম লাগাইলা, ফ্রেইমর ভিতরেদি বাত্তি দিলা। 19 মাবুদর হুকুম মাফিক
তাইন ছাগলর রুমা দিয়া ঘরর পয়লা ছানি দিলা, এর উপরে দিলা আরো
দুইটা ছানি।
20 বাদে হউ দুইওখান পবিত্র শাহাদত-পাথর আনিয়া সন্দুকর ভিতরে
হারাইলা। সন্দুক বইয়া নেওয়ার বেন্দা লাগাইলা, সন্দুকর উপরর ছানিও
লাগাইলা। 21 আর সন্দুকরে নিয়া আল্লার ঘরর ভিতরে হারাইলা। হারাইয়া
পর্দা টানাইয়া সন্দুকরে আওড়ে রাখলা, যেলা মাবুদে মুছারে হুকুম দিছলা।
22 সন্দুকর অউ পর্দার বারে উত্তর গালাবায়, মিলন-তাম্বুর মাজে পবিত্র
রুটির টেবুল রাখলা। 23 টেবুলর উপরে মাবুদর নামর পবিত্র রুটি হাজাইয়া
থইলা, যেলা মাবুদে মুছারে হুকুম দিছলা।
24 টেবুলর ছামনে তাম্বুর দক্ষিন গালাত চেরাগ দানি থইলা। 25 বাদে
মাবুদর ছামনে লেম গুইন জালাইলা, যেলা মাবুদে মুছারে হুকুম দিছলা।
26 মিলন-তাম্বুর মাজখানর পর্দার ছামনে সোনাদি বানাইল আগর-খুশবয়
জালানির টেবুল থইলা। 27 অখানর উপরে খুশবয় আলা আগর জালাইলা,
যেলা মাবুদে মুছারে হুকুম দিছলা। 28 বাদে মুছায় দুয়ারর পর্দা টানাইলা।
29 তাইন আল্লার ঘরর মিলন-তাম্বুর দুয়ারর কান্দাত জালাইল কুরবানি
খানা থইলা। থইয়া এর উপরে জালাইল পশু কুরবানি আর ধান-গমর ছদগা
দিলা, যেলা মাবুদে মুছারে হুকুম দিছলা।
30 বাদে মিলন-তাম্বু আর কুরবানি খানার মাজখানো অজুর গামলা থইলা,
থইয়া অজুর পানি ভরিয়া দিলা। 31 অউ পানি দিয়া মুছা, হারুন আর হারুনর
পুয়াইন্তে অজু করতা। 32 মাবুদর হুকুম মাফিক তারা মিলন-তাম্বুত হামানির
আগে, বা কুরবানি খানার কান্দাত যাওয়ার আগে অজু করতা। 33 বাদে
মুছায় আল্লার ঘর আর কুরবানি খানার চাইরোবায় পর্দা টানাইয়া উঠান
বানাইলা। উঠানর গেইটর পর্দা লাগাইলা। অউ লাখান মুছায় তান হকল কাম
শেষ করলা।

আল্লার মহিমা জাইর অইলো

34 কাম শেষ করিয়া হারলে, গাইবি মেঘর খুটি আইয়া অউ মিলন-তাম্বুরে
গুরিলিলো, মাবুদর মহিমা আর কুদরতে আস্তা ঘর ভরি গেল। 35 এরলাগি
মুছা আর মিলন-তাম্বুত হামাইতা পারলা না, কারন এর উপরে হউ মেঘর
খুটি আছিল, আর মাবুদর কুদরতি মহিমায় আস্তা ঘর ভরি গেছিল।
36 বনি ইছরাইলর অউ আস্তা ছফরর মাজে, আল্লার ঘরর উপরে থাকি
মেঘর খুটি হরিয়া হারলে তারা আটিয়া রওয়ানা দিতা। 37 অইলে মেঘর খুটি
উপরে থাকি না হরা পর্যন্ত তারা বার অইতা না, অউ খুটি হরার লাগি বার
চাইতা। 38 কারন বনি ইছরাইলর অউ আস্তা ছফরর মাজেউ, দিনর বালা
তারার চখুর ছামনে আল্লার ঘরর উপরে মেঘর খুটি রইতো, আর রাইতর
বালা রইতো আগুইনর খুটি॥

দুছরা-বয়ানি

পরিচিতি

অউ ছিপারা হজরত মুছা (আঃ) অর উপরে নাজিল অওয়া পবিত্র তৌরাত শরিফর শেষ ছিপারা মানি, পাচ নম্বর ছিপারা। অউ ছিপারা নাজিল অওয়ার মুল কারন অইলো, মরুভুমির মাজে ছফরর হালতো জনম অওয়া বনি ইছরাইলর আওলাদ অকলরে, পবিত্র তৌরাত শরিফ আর আল্লার দেওয়া হুকুম-আহকাম অকল আরকবার মনো করাই দেওয়া। এরলাগি ইখানর নাম অইলো, দুছরা-বয়ানি।
আগর চাইরো ছিপারার লগে অউ ছিপারাত নয়া বউত হুকুম আছে, আর অউ ছিপারার বউত আয়াত পবিত্র ইঞ্জিল শরিফর মাজেও উল্লেখ করা অইছে। এরমাজে খুব মুল্যবান অউ আয়াতও আছে, "তুমরা পরতেকে তুমরার আস্তা দিল, আস্তা জান আর হকল বল-শক্তি দিয়া তুমরার মাবুদ আল্লারে মহব্বত করিও। আইজ আমি তুমরারে যে হুকুম দিয়ার, ইতা তুমরার দিলো গাথিয়া রাখিও।" (৬:৪-৬)
অউ ছিপারাত হজরত মুছা (আঃ) অর তিনটা খাছ নছিয়ত আছে, তাইন তান উফাতর আগে বনি ইছরাইলরে ইয়াদ করাই দিলা। অউ সময় তারা কেনান দেশর সীমানাত আইয়া হাজির আল্লার ওয়াদা করা হউ আরামর কেনান দেশো হামানির লাগি জুইত আছলা। এর আগে তো তারা চাল্লিশ বছর মরুভুমির নানান জাগাত ঘুরতে ঘুরতে বউত হেরান অইছইন।
এরমাজে আছে,
(ক) হজরত মুছা (আঃ) অর পয়লা নছিয়ত
(খ) হজরত মুছার দুছরা নছিয়ত
(গ) হজরত মুছার তিন নম্বর নছিয়ত
(ঘ) হজরত মুছা (আঃ) অর শেষ হালত

হজরত মুছা (আঃ) অর পয়লা নছিয়ত (১:১—৪:৪৩)

তুর পাড় ছাড়ার কথা

1 মুছা নবীয়ে জর্দান গাংগর পুব পারর আরাবা নামর মরুভুমিত বনি ইছরাইল জাতিরে অউ বয়ান করছলা, তাইন সুফ গাউর ছামনে উবাইয়া তারার লগে মাতিলা। এর একবায় আছিল ফারান, আর অইন্যবায় আছিল তোফল, লাবন, হাজিরুত আর দিজাহাব, অউ চাইর গাউ।
2 সেয়ীরর পাড়িয়া পথেদি তুর পাড় থাকি কাদেশ-বর্নেয়া পর্যন্ত আটিয়া যাইতে খালি এগারো দিন লাগে। 3 অইলে বনি ইছরাইল মিসর থাকি বার অইয়া উনচাল্লিশ বছর এগারো মাস পর্যন্ত, অর্থাত ছফরর চাল্লিশ বরছ চলার কালো, অনো ঘুরিলা। বাদে অউ মাসর পয়লা তারিখো মুছা নবীয়ে তারারে জানাইলা মাবুদে তানরে যেতা কইছলা। 4 তাইন লাড়াই করি আমোরী অকলর বাদশা সীহোনরে আর বাশন দেশর বাদশা উজরে আরাইয়া হারলে ইতা কইলা। অউ সীহোনে বাদশাই করতা হিশবন টাউনো, আর উজে বাদশাই করতা অষ্টারোত আর ইদরি টাউনো।
5 জর্দান গাংগর পুব পারর মোয়াব দেশো, মুছা নবীয়ে আল্লার দেওয়া তৌরাতর তালিম বয়ান করিয়া বুজাইলা। তাইন কইলা, 6 "ও বনি ইছরাইল, হুনো, আমরা তুর পাড়র গালাত থাকার কালো মাবুদ আল্লায় আমরারে কইছলা, অউ পাড়র গালাত তুমরার বউত দিন গুজরি গেছে। 7 তে অখন তুমরা হকলে তাম্বু তুলিয়া আমোরী অকলর পাড়িয়া এলাকা আর অউ এলাকার কান্দা-কাছার হকল জাগাত যাওয়ার লাগি রওয়ানা অও। ই জাগা হকলতা অইলো গিয়া: আরাবা মরুভুমি আর অউ মরুভুমির কান্দা-কাছার উচা পাড়িয়া জাগা আর নিচা পাড়িয়া জাগা, নেগেভ মরুভুমি আর দরিয়ার কিনারা, মানি কেনান দেশ থাকি আরম্ভ করিয়া লেবানন দেশ অইয়া ফোরাত গাং পর্যন্ত ইতা হকল জাগা। 8 মনো রাখিও, ইতা হকল জাগা আমি তুমরারে দিলাইছি। আমি মাবুদে তুমরার বাফ-দাদাইন ইব্রাহিম, ইছহাক, ইয়াকুব আর তারার খান্দানরে যে দেশ দেওয়ার ওয়াদা করছলাম, তুমরা অখন গিয়া ইতা হকল জাগা দখল করিলাও।

হজরত মুছায় আরো কয়জনরে নেতা বানাইলা

9 "তে ভাইয়াইনরে, হউ সময় আমি তুমরারে কইছলাম, তুমরা হকলর ভার তো আমি একলা বইবার সাইধ্য নাই। 10 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে অতো আওলাদ বাড়াই দিছইন, এরলাগি তুমরা আইজ আছমানর তেরার লাখান অইছো, গনিয়া ফুড়াইল যায় না। 11 তুমরার বাফ-দাদার মাবুদ আল্লায় তুমরারে আরো আজার আজার গুন বাড়াউক্কা, আর তান ওয়াদা মাফিক তুমরারে রহম করউক্কা। 12 অইলে আমি একলা কেমনে তুমরার কাইজ্জা-ফসাদ মিটাইতাম, আর তুমরার জিম্মাদারির ভার বইতাম? 13 এরলাগি তুমরার পরতেক খান্দান থাকি কয়জন আখলদার, জানরা-হুনরা আর হকল মানষর গেছে ইজ্জতি জনরে পছন্দ করো, আমি তুমরার জিম্মাদারি এরার আতো সমজাইমু।
14 "তুমরা জুয়াপ দিছলায়, আইচ্ছা, আপনে যেলা কইরা, অলাউ ভালা অইবো। 15 তেউ আমি তুমরার পরতেক খান্দান থাকি আখলদার, বুদ্ধিমান আর জানরা-হুনরা জনরে নিয়া তুমরার আজার জনর উপরে, শ জনর উপরে, পইঞ্চাশ জনর উপরে, দশ জনর উপরে সর্দার বানাই দিছলাম, আর অফিসারও বওয়াল করছলাম।
16 "হউ সময় আমি তুমরার হাকিম অকলরে হুকুম দিছলাম, কইছলাম, কাইজ্জা-ফসাদর বিচারো বাদি-বিবাদি দুইও পক্ষর মাত হুনিয়া হক ইনছাফ করিও, ইতা নিজর জাতির অউক বা ভিন জাতির অউক। 17 বিচারর সময় তুমরা কেউরর পক্ষ লইও না, ধনি-গরিব হকলর কথা হুনিও। আসলে বিচারর মালিক তো আল্লা, এরলাগি তুমরা কুনু মানষরে ডরাইও না। যে বিচারর মিমাংসা করা তুমরার লাগি কঠিন অয়, ইখান আমার গেছে আনিও, আমি দেখমু। 18 আর তুমরা কিলা কিতা করতায়, ইতা তো আমি হউ সময় কইয়া দিছলাম।

গুইয়া পাঠাইয়া দেশর খবর জানা

19 "বাদে আমরা মাবুদ আল্লার হুকুম পাইয়া, তুর পাড় ছাড়িয়া আমোরী অকলর পাড়িয়া এলাকা মুখা রওয়ানা অইলাম। তুমরা তো দেখছো, কতো বড় আর কতো মারাত্মক মরুভুমি পার অইয়া আমরা কাদেশ-বর্নেয়া আইয়া আজিলাম। 20 আজিয়া হারি আমি কইছলাম, অখন তো তুমরা আমোরী অকলর হউ পাড়িয়া এলাকাত আইয়া পৌছি গেছো, ই দেশখান আমরার মাবুদ আল্লায় আমরারে দিলাইরা। 21 হুনো, তুমরার মাবুদ আল্লার দান করা অউ আস্তা দেশউ তুমরার ছামনে পড়ি রইছে। অখন যাও, গিয়া তুমরার বাফ-দাদার মাবুদ আল্লার ওয়াদা করা অউ দেশরে দখল করো। কেউ ডরাইও না, নিরাশ অইও না।
22 "অউ সময় তুমরা হকল আইয়া আমারে কইলায়, তে পয়লা কয়জন গুইয়ারে অউ দেশো পাঠাইল অউক, তারা গিয়া দেশখান দেখিয়া আইয়া আমরারে কইবা, কুন পথে যাওয়া আমরার লাগি ভালা আর যাওয়ার পথো কুন কুন টাউন পড়বো।
23 "তুমরার পরামিশ আমার পছন্দ অইলো, এরলাগি পরতেক খান্দান থাকি একজন করি মোট বারো জনরে আলগ করলাম। 24 তারা তুমরারে অনো থইয়া অউ পাড়র উপরে উঠলো, আর আশকুল নামর পাড়িয়া খালো গিয়া ভালা করি হকলতা দেখিয়া আইলো। 25 তারা হউ দেশ থাকি কিছু ফল-মুল আনিয়া আমরারে দেখাইয়া কইলো, আমরার মাবুদ আল্লায় আমরারে যে দেশখান দান করবা, ইখান তো বড় ভালা জাগা।
26 "অইলে তুমরা অউ দেশো যাইতে রাজি অইলায় না। তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার হুকুমর বিরুধিতা করলায়। 27 তুমরা যারযির তাম্বুত হামাইয়া বকা-জকা শুরু করলায়, আর কইলায়, মাবুদে আমরার লগে দুশমনি করইন, এরলাগিউ আমরারে বিনাশ করার নিয়তে, আমোরী অকলর আতো ফালাইয়া মারার খিয়ালে, মিসর দেশ থাকি তাইন আমরারে বার করি আনছইন। 28 আমরা কিলা হিনো যাইমু? আমরার গুইয়া ভাইয়াইন্তে আইয়া জানো ডর হারাই দিছইন। তারা কইছইন, হিনর মানুষ বুলে আমরা থাকি বউত উচা-মোটা পয়লোয়ান। তারার টাউন অকলও বড় বড়, ইতার চাইরোবায় উচা উচা ওয়াল দিয়া বাউন্ডরি করা, আছমানো ছইলার লাগের। আর পয়লোয়ান আনাকী অকলরেও বুলে হনো দেখছইন।

29 “ইতা হুনিয়া আমি তুমরারে কইছলাম, তুমরা মন ঘাবড়াইও না, ইতারে
ডরাইও না। 30 তুমরার মাবুদ আল্লা তো তুমরার আগে আগে যাইরা। তাইন
তুমরার পক্ষ লইয়া তুমরার চখুর ছামনে মিসর দেশো যেলা যুদ্ধ করছলা,
অখনও অউলা করবা। 31 আর অউ মরুভুমির মাজেও তো তুমরা দেখছো,
অনো আইয়া পৌছার আগ পর্যন্ত, বাফে যেলাখান আপন পুতরে কুলো করি
বইয়া নেইন, অউলাখান আল্লা মাবুদে তুমরারেও আস্তা পর্থ বইয়া
আনছইন। 32 অততা হুনার বাদেও তুমরা তান উপরে ভরসা করলায় না।
33 তাইনেউ তো তাম্বু গাড়িবার জাগা চিনানির লাগি আর পথ চিনাইয়া
নিবার লাগি, রাইতকুর সময় আগুনির খুটি আর দিনকুর সময় মেঘর খুটির
নমুনা অইয়া তুমরার আগে আগে গেছইন।
34 “অইলে তুমরার ইতা জুয়াপ হুনিয়া মাবুদে খুব গুছা করলা, তাইন কছম
খাইয়া কইলা, 35 আমি মাবুদে তুমরার বাফ-দাদার গেছে কছম খাইছলাম
অউ দেশখান দিতাম করি, তা-ও অখনকুর ইতা নাফরমান অকলে ই ভালা
জাগা খান দেখার নছিব অইতো নায়, 36 খালি যিফুন্নির পুয়া কালুত ছাড়া।
ইখান দেখার সৌভাইগ্য অউ কালুতে পাইবো, হে আমার কথারে পুরাপুর
মানছে, হে যেতা জাগা পাওদি পাড়াইয়া আইছে, ইতা জাগা আমি তারে
আর তার আওলাদ অকলরে দিমু।
37 “ভাইয়াইনরে, তুমরার কারনে মাবুদে আমার উপরেও গুছা করলা, গুছা
করি আমারে কইলা, তুমি মুছাও হউ দেশো হামাইতায় পারতায় নায়।
38 খালি তুমার খাদিম নূনর পুয়া ইউছা গিয়া হনো হামাইবো। তুমি তারে
সাওস দিও, হে বনি ইছরাইলরে ই দেশর দখলদারি দিয়া মালিক বানাইবো।
39 তুমরা কইছলায়, আমরার বেবুজ নাবালিক হুরুতাইন্তরে হউ দেশর মানষে
ধরিয়া নিবোগি। অইলে আমি মাবুদে এরারেউ অউ কেনান দেশর মালিক
বানাইমু, এরা ইখান দখল করবা। 40 তে অখন তুমরা হিরবার পিছাইয়া গিয়া
নীল দরিয়ার পারেদি মরুভুমির বায় রওয়ানা দেও।
41 “ইখান হুনিয়া তুমরা কইছলায়, আমরা তো মাবুদর দরবারো গুনাগার
অইগেছি। তা-ও আমরার মাবুদ আল্লার হুকুম মাফিক অখন গিয়া যুদ্ধ করমু।
অখান কইয়া তুমরা অস্ত্র-শস্ত্র লইলায়, আর মনো করছলায়, পাড়ি এলাকাত
উঠিয়া যুদ্ধ করাও খুব সুজা।
42 “অইলে মাবুদে আমারে কইলা, তুমি তারারে কও, তারা যানু যুদ্ধর লাগি
পাড়ো না উঠে, কারন আমি তারার লগে রইতাম নায়, আর আমারে ছাড়িয়া
যুদি তুমরার নিজর ইচ্ছায় যাও, তে দুশমনর গেছে আরিবায়। 43 আমি
তুমরারে হুশিয়ারি দেওয়ার বাদেও তুমরা ইতা মানলায় না। তুমরা মাবুদর
হুকুমর উল্টা গিয়া বুক ফুলাইয়া অউ পাড়ো উঠাত লাগলায়। 44 তেউ পাড়র
বাসিন্দা আমোরী জাতিয়ে তুমরারে দেখিয়া পাল বান্দি বার অইলো,
মউচাকর মউ-পুকর লাখান পাল বান্দিয়া তুমরার খরে খরে আইলো, আর
মারতে মারতে সেয়ীরর হর্মা টাউন পর্যন্ত খেদাইয়া নিলো। 45 বাদে তুমরা
আইয়া মাবুদর গেছে কান্দন লাগাইলায়, অইলে মাবুদে কান বন্দ করিল্লা, ই
কান্দন হুনলা না। 46 অউ নমুনায় তুমরা বউত দিন কাদেশ এলাকাত রইলায়,
লাম্বা সময় অনো গুজরিলো।”

বনি ইছরাইলে দেশে দেশে ঘুরা

2 হজরত মুছায় আরো কইলা, “মাবুদে আমারে যেলা হুকুম দিছলা,
অউলা আমরা পিছাইয়া গিয়া মরুভুমির মাজেদি নীল দরিয়ার মুখা
রওয়ানা দিলাম। সেয়ীরর পাড়িয়া এলাকা চক্কর দিয়া যাইতে আমরার
বউত দিন গেলগি। 2 বাদে মাবুদে আমারে কইলা, 3 তুমরা বাক্কা দিন থাকি
অউ পাড়িয়া এলাকাত চক্কর দিরায়, অখন উত্তর মুখা রওয়ানা দেও।
4 এরবাদে তাইন আমারে কইলা, আমি তুমরারে জানাইতাম তুমরা অখন
শেখ ঈষ’র আওলাদর দখলে থাকা সেয়ীর দেশর ভিতরেদি যাইতে অইবো।
গেলে তুমরারে দেখিয়া তারা ডরাইবা, অইলে তুমরা খুব হুশিয়ার রইও, এরা
তো তুমরার ভাইয়াইন। 5 তারার লগে কাইজ্জা-ফসাদ করিও না। মনো
রাখিও, তারার দেশর এক ইঞ্চি জমিও আমি তুমরারে দিতাম নায়। কারন
আস্তা সেয়ীর পাড়র মালিকানা আমি শেখ ঈষ’রে দিলাইছি। 6 তারার অউ
দেশ পার অইয়া যাইবার কালো তুমরার খানি-খুরাকি লাগলে টেকাদি লইয়া
খাইবায়, অউলা পানিও লইয়া খাইবায়।
7 “তুমরার মাবুদ আল্লায় হকল কামর মাজেউ তুমরারে রহম-বরকত
দিছইন। অউ অতো বড় মরুভুমি পারনির বালা তাইন তুমরারে হেফাজত
করছইন। অউ চাল্লিশ বছর ধরি তুমরার মাবুদ আল্লা তুমরার লগে লগে
আছইন, এরলাগি কুনু লাখান অভাব অইছে না।
8 “তেউ আমরা ফাতারি পথে আটিলাম, আটিয়া আমরার ভাই সেয়ীরর
বাসিন্দা ঈষ’র আওলাদর দেশ ফালাইয়া গেলাম। আমরা আরাবা তলভুমির
যে রাস্তা এলাত আর ইজিয়ন-গেবর থাকি বার অইয়া আইছে, অউ পথেদি
না গিয়া মোয়াবর মরুভুমির মুখা আটা ধরলাম। 9 আর মাবুদে আমারে
কইলা, তুমরা মোয়াবী অকলরে ছাতাইও না, কুনু যুদ্ধর ভাব-সাব দেখাইও
না। মনো রাখিও, তারার দেশর কুনু জমিউ আমি তুমরারে দিতাম নায়।
তারার রাজধানি আউর টাউনর মালিকানা আমি লুত নবীর আওলাদ
মোয়াবী অকলরে দিলাইছি।”
10 (আগে এইমী জাতির মানুষ অউ এলাকাত রইতা, ইতা আছলা
পয়লোয়ান জাতি, তারা পরিমানে আছলা বউত জন, আর দেখতে আনাকী
জাতির লাখান উচা-মোটা লাম্বা। 11 আনাকী অকলর লাখান এইমী
অকলরেও রফায়ী নামে ডাকা অইতো, অইলে মোয়াবী অকলে ইতারে
এইমী কইয়া ডাকিতা। 12 সেয়ীর পাড়ো হোরীয় অকলে বসত করতা, বাদে
ঈষ’র আওলাদ অকলে তারারে খেদাইয়া দিয়া ইখান দখল করলা। মাবুদর
আতে বনি ইছরাইলে যেলা কেনান দেশর মালিকানা পাইয়া কেনানী
অকলরে খেদাইবা, ঠিক অলা ঈষ’র আওলাদ অকলেও করছলা। তারা
হোরীয় অকলরে বিনাশ করিয়া হকল জমি-মাটি দখল করিয়া নিজে হনো
বসত করলা।)
13 মুছা নবীয়ে আরো কইলা, “বাদে মাবুদে হুকুম দিলা, তুমরা জলদি করি
রওয়ানা অও, আর জেরেদ পাড়িয়া খাল পার অইয়া হপারো যাও। তেউ
আমরা পার অইলাম। 14 আর কাদেশ-বর্নেয়া থাকি বার অইয়া হারি জেরেদ
গুল্লা পার অইয়া আইতে আমরার আটতিশ বছর লাগছিল। এরমাজে
অউলা অইলো, মাবুদে আগে কছম খাইয়া যেলা কইছলা, অউলা কাদেশ-
বর্নেয়া থাকি বারনির কালো আমরার যতো সিপাই আছলা, এরা হকলউ
অউ আটতিশ বছরে মরিগেলা। 15 বনি ইছরাইল সমাজ থাকি তারারে বিনাশ
করার আগ পর্যন্ত মাবুদ তারার বিপক্ষে আছলা।
16 “অউ হকল সিপাই মরিয়া শেষ অইয়া হারলে, 17 মাবুদে আমারে কইলা,
18 আইজ তুমরা মোয়াবী অকলর দেশর সীমানা পার অইবায়, তারার
রাজধানি আউর টাউনর কান্দাবায় যাইবায়। 19 অইলে তুমরা যেবলা বনি-
আম্মান দেশর কাছাত যাইবায়গি, গিয়া তারারে ছাতাইও না, তারারে যুদ্ধর
ভাব-সাব দেখাইও না। মনো রাখিও, তারার দেশর কুনু জাগাউ আমি
তুমরারে দিতাম নায়, ইখানর মালিকানা তো আমি লুত নবীর আওলাদ বনি-
আম্মানরে দিলাইছি।”
20 (আগে রফায়ী অকল অনো রইতা, এরলাগি ইখানরে রফায়ী অকলর
দেশ কইয়া ডাকা অইতো। আর বনি-আম্মানে ইতারে জাম-জাম্মিমী কইয়া
ডাকিতা। 21 রফায়ী জাতি পয়লোয়ান আছলা, দেখতে আনাকী জাতির
লাখান উচা-মোটা লাম্বা আর পরিমানেও বউত বেশি আছলা। মাবুদে বনি-
আম্মান জাতির আতো ইতারে বিনাশ করাইলা, বনি-আম্মানে রফায়ী
জাতিরে খেদাই দিয়া অউ দেশ দখল করলা। 22 মাবুদে ঈষ’র আওলাদ
অকলরেদি অউ একই কাম করাইলা, তাইন এরার আতো হোরীয় জাতিরে
বিনাশ করলা। এরা হোরীয় অকলরে খেদাইয়া দিয়া, তারার সেয়ীর দেশ
দখল করিয়া বসত করলা। 23 এরমাজে কপ্তোর দ্বীপ থাকি কপ্তোরী জাতিয়ে
আইয়া অব্বী জাতিরে বিনাশ করলা, তারার মাটিরে দখল করিয়া বসত
করলা। অউ অব্বী অকল গাজা টাউনর ধারো বসত করতা, হনর হকল
গাউ-গেরামো তারা রইতা।)
24 “এরবাদে মাবুদে কইছলা, ও বনি ইছরাইল, তুমরা বারঅও, বার অইয়া
অরনন খালর হপারো যাও। হুনো, আমোরী জাতির বাদশা সীহোন আর
তার হিশবন দেশরে আমি তুমরার আতো সপি দিছি। ইখান দখল করাত
গিয়া বাদশারে যুদ্ধর ফিল্ডো লামাও, 25 তেউ দেখবায়, আমি মাবুদে আইজ
থাকি জগতর হকল জাতির দিলো ডর হারাই দিমু, তুমরার ডরে তারা
কাপিবা। তুমরার আওয়াজ হুনলেউ তারার জানো ধড়-ফড় শুরু অইবো।”

বাদশা সীহোন আর তার জাতির বিনাশ

26 মুছা নবীয়ে বনি ইছরাইলরে আরো কইলা, “বাদে আমি আপোস-চুক্তি
করার খিয়ালে খাদিমোত মরুভুমি থাকি হিশবনর বাদশা সীহোনর গেছে
খবরিয়া পাঠাইলাম, কইলাম, 27 আমরা আপনার দেশর ভিতরেদি পার অইয়া
যাইতাম চাই, অনুমতি দিবা নি? আমরা আতারে-ফাতারে কুনুবায় যাইতাম
নায়, খালি মুল সড়কেদি আটিয়া যাইমু। 28-29 আমরা নগদ টেকাদি আপনার
গেছ থাকি খানি-খুরাকি বা পানিও খরিদ করিয়া খাইমু। আমরার মাবুদ
আল্লায় আমরারে যে দেশখান দিতা চাইরা, জর্দান গাং পার অইয়া হউ দেশো
যাইবার আগ পর্যন্ত, আপনার দেশর উপরেদি আমরারে আটিয়া যাইতে
দেউক্কা। সেয়ীরর পাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা ঈষ’র আওলাদ অকলে, আর
আউর টাউনর বাসিন্দা মোয়াবী অকলেও আমরারে অলা পার অইতে
দিছইন।
30 “অইলে হিশবনর বাদশা সীহোন রাজি অইলো না, আমরারে যাইতে
দিলো না। তুমরার মাবুদ আল্লায়উ তার দিলরে পাষান বানাইল্লা, তার মনর
ভাব লুয়ার লাখান অইগেল, যাতে তুমরার আতো তার বিনাশ অয়, আর
ঠিকউ অলা অইলো। 31 তেউ মাবুদে আমারে কইলা, ও মুছা, সীহোন আর
তার বাদশাইরে আমি তুমার আতো সপি দিলাম। অখন তুমি হনো যাও,
গিয়া অউ দেশ দখলে আনাত লাগো, আর হনো বসত করো।
32 “তেউ ইয়াহাজ এলাকাত সীহোনে তার হকল সিপাই দল লইয়া
আমরার লগে লাড়াই করাত আইলো, 33 অউ সময় আমরার মাবুদ আল্লায়
তারে আমরার আতো ফালাইলা। আমরা বাদশারে, তার পুয়াইন্তরে, তার
সিপাই দলরে নিপাত করলাম। 34 আর আমরা তার হকল টাউন, গাউ-
গেরাম হকলতা দখল করলাম, তারার হকল বেটাইন-বেটিন আর হুরুতারে
বিনাশ করলাম। একজনও জিন্দা রইছে না। 35 খালি তারার পশুর পাল আর
গনিমতর মাল-ছামানা আমরার লাগি আনলাম। 36 অরনন খালর সীমানার
আরোয়ার টাউন, আর অউ এলাকার এক গাউ থাকি আরক গাউ দখল
করি করি, গিলিয়দ পর্যন্ত কুনু জাগা আমরার দখলর বাইরে রইলো না।
আমরার মাবুদ আল্লায় ইতা হকলতা আমরার আতো দিলা। 37 খালি বনি-
আম্মান জাতির দেশ, জাব্বোক পাড়িয়া খালর কান্দা-কাছার হকল জিলা,
পাড়র উপরর গাউ-গেরাম, আর আমরার মাবুদ আল্লায় যেতা জাগা দখল
করতে নিষেধ করছইন, অউ জাগা খানাইন তুমরার দখলর বাইরে রইলো।”

বাশন দেশর বাদশা উজরে আরাইলা

3 হজরত মুছায় বনি ইছরাইলরে আরো কইলা, “হিশবন দেশ থাকি
আমরা বাশন দেশো যাওয়ার পথে রওয়ানা অইলাম। বাশনর বাদশা
উজে খবর পাইয়া যুদ্ধ করার লাগি তার হকল সিপাই দল লইয়া ইদরি
টাউনো আইলো। 2 আর মাবুদে আমারে কইলা, ও মুছা, ই বাদশারে তুমি
ডরাইও না। হুনো, আমি তারে, তার আস্তা দেশরে, তার সিপাই দলরে তুমার
আতো তুলিয়া দিলাইছি। তুমি হিশবন দেশো আমোরী জাতির বাদশা
সীহোনর যে দশা ঘটাইছো, অগুরেও অউলা করিও।
3 “অউ নমুনায় আমরার মাবুদ আল্লায় বাশন দেশর বাদশা উজরে, তার
হকল মানষরে আমরার আতো সমজাই দিলা। আমরাও ইতা হক্কলটিরে

বিনাশ করলাম, কুনুগুরে জিন্দা রাখছি না। 4 আমরা তার দেশর হকল গাউ-গেরাম, টাউন-বন্দর দখল করলাম। তারার ষাইট খান টাউনউ দখল করিল্লাম, কুন্তা বাদ রইলো না। আস্তা অরগুব এলাকা, মানি বাশনর বাদশা উজর পুরা বাদশাই আমরার দখলো নিলামগি। 5 অউ টাউন অকলো উচা উচা ওয়াল দিয়া বাউন্ডরি করা আছিল, ইতার গেইটো আছিল বড় বড় খিল। আর বাউন্ডরি ছাড়াও বউত গাউ-গেরাম আছিল। 6 আমরা হকল টাউন আর গাউ-গেরামরে এক্কেবারে বিনাশ করছি। আগে হিশবনর বাদশা সীহোনর যে দশা ঘটাইছি, অখন বাশন দেশর বেটাইন-বেটিন, হুরুতাইন, হকল গাউ-গেরাম আর টাউনরেও একই লাখান বিনাশ করছি। 7 অইলে তারার হকল পশুর পাল আর গনিমতর মাল-ছামানা আমরা লইয়া আইছি।

8 “আমরা অউ সময় জর্দান গাংগর পুব পারর আমোরী জাতির দুইও বাদশার দখলর, অরনন খাল থাকি হর্মোন পাড় পর্যন্ত কবজা করছলাম। 9 (সিদনর মানষে অউ হর্মোন এলাকারে সিরিয়ন কইয়া ডাকইন, আর আমোরী জাতিয়ে কইন ছনির।) 10 পাড়িয়া এলাকার অউ থল জাগার হকল টাউন আর গাউ-গেরাম, আস্তা গিলিয়দ এলাকা, বাদশা উজর ছুলখা আর ইদরি টাউন সহ আস্তা বাশন দেশরে আমরা দখল করলাম।” 11 (পুরা রফায়ী জাতির মাজে খালি বাশন দেশর বাদশা উজ জিতা রইছলা। অউ বাদশা লুয়ার পালংগো হুতিতা, ইখান লাম্বায় নয় আত আর ফাড়ে চাইর আত। বনি-আম্মান জাতির রাব্বা টাউনো ইখান অখনও থওয়া আছে।)

বনি ইছরাইলর জমির ভাগ-বাটুরা

12 হজরত মুছায় আরো কইরা, “আমরার দখল করা অরনন খালর পারো আরোয়ার টাউনর বাইরর উতরর এলাকা, আর পাড়িয়া গিলিয়দ এলাকার অর্ধেক জাগা, হনর হকল টাউন আর গাউ-গেরাম অকল, বনি ইছরাইলর রুবেন আর ছাদু খান্দানরে দিলাইলাম। 13 গিলিয়দ দেশর বাকি অংশ আর বাদশা উজর গেছু থাকি আনা আস্তা বাশন দেশরে আমি মানশা খান্দানর অর্ধেক মানষরে দিলাম।” (বাশন দেশর আস্তা অরগুব এলাকারে রফায়ী জাতির দেশ কইয়া ডাকা অইতো। 14 মানশা খান্দানর এক জনর নাম আছিল যায়ীর, হে আস্তা অরগুব এলাকা মানি, গশুরী আর মাখাতী জাতির সীমানা পর্যন্ত দখল করিয়া তার নিজর নামর মিলে অউ বাশন দেশর নাম দিলো হাব্বুত-যায়ীর। এরলাগি অখনও ইখানরে অউ নামে ডাকা অয়।)

15 “আর গিলিয়দর পাড়িয়া এলাকা আমি মাখীররে দিলাম। 16 অইলে গিলিয়দ থাকি অরননর পাড়িয়া খালর মাজামাজি পর্যন্ত হকল জাগা, আর হন থাকি বনি-আম্মান জাতির সীমানা জাব্বোক খাল পর্যন্ত আমি রুবেন আর ছাদু খান্দানরে দিলাম। 17 তারার দেশর পইচমর সীমানা আছিল, আরাবা মরুভুমিত জর্দান গাংগর যে অংশ গালিল আওরর ধারেদি, পিছুগা নামর পাড়িয়া এলাকার আরাবা সাগর বা লোনা সাগর পর্যন্ত গেছে, অউ জাগা।

18 “অউ জাগা অখনাইন সমজাই দিয়া তারারে কইলাম, ইখনাইন ভোগ-দখল করার লাগি তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে দিছইন। অইলে তুমরার যেতা বেটাইন্তর শরিলো বল আছে, যেরা যুদ্ধ করার লাখ, এরা জুইত-জাইত অইয়া বনি ইছরাইলর আগে গিয়া গাং পার অও। 19 অইলে তুমরারে দেওয়া টাউন আর গাউ-গেরামো তুমরার বউ, পুয়া-পুড়িন আর গরু-ছাগল হকলতা রইবা। আমি জানি তুমরার বউত পশু আছইন। 20 বাদে মাবুদে যেবলা তুমরার জাতির ভাইয়াইনরে তুমরার লাখান আরামর জাগা দিলাইবা, তুমরার মাবুদ আল্লায় জর্দান গাংগর হপারো তারারে যে দেশ দান করবা, অখানর দখল পাইয়া হারলে, তুমরা হিরবার আমার দেওয়া অউ জাগাত ফিরিয়া আইও।”

হজরত মুছা (আঃ) অর গাং পার অওয়া নিষেধ

21 হজরত মুছায় তারারে কইরা, “অউ সময় আমি ইউছারে কইলাম, তুমরার মাবুদ আল্লায় অউ দুইও বাদশার কুন দশা ঘটাইছইন, ইতা তো নিজর চউখে দেখছো। তে অখন জর্দান পার অইয়া তুমরা যতো দেশাইন্তো যাইরায়, মাবুদে ইতা হকল দেশাইন্তর দশাও অউ লাখান ঘটাইবা। 22 এরলাগি তুমরা ইতারে ডরাইও না, স্বয়ং আল্লা মাবুদ তুমরার পক্ষ অইয়া তারার লগে যুদ্ধ করবা।

23 “আর অউ সময় আমি মাবুদর দরবারো আরজ করলাম, 24 ও মাবুদ মউলা, তুমার গুলামরে তো অখনউ দেখানি ধরছো, তুমি কতো মহান আর কতো বলবান। তুমি অউ যততা করছো, ইতা করার সাইধ্য কার আছে, আছমানো বা জমিনর কুনু দেবতার তাক্কত আছে নি, তুমার লাখান দাপট দেখাইতো? 25 মউলা গো, আমার বড় শখ অইলো, জর্দান গাংগর হপারো গিয়া তুমার ওয়াদা করা অউ সুন্দর পাড়িয়া এলাকা আর লেবানন দেশ দেখতাম, মেহেরবানি করি যাইতে দিবা নি? 26 অইলে মাবুদে না করলা, তাইন আমার আরজি হুনলা না, তুমরার কারনেউ তাইন আমার উপরে নারাজ আছলা। মাবুদে জুয়াপ দিলা, তুমি বউত কইছো, ই বেয়াপারে আর মাংগিও না। 27 আইচ্ছা, তুমি অউ পিছুগা টিল্লার উপরে উঠো, উঠিয়া উতরে-দউকনে আর পুবে-পইচমে চউখ ফালাও। জর্দান গাং পারনি নিষেধ অইলেও, অন থাকি উবাইয়া হউ দেশরে দেখিলাও। 28 আর তুমার খাদিম ইউছারে হিকাই দেও, কিতা কিতা করা লাগবো। তার হিম্মত বাড়াও, ভিতরে সাওস দেও, কারন হকল মানষর আগে রইয়া হে গাং পার করাইবো, আর তুমি অন থাকি যে দেশ দেখরায়, হে এরারেদি অউ দেশ দখল করাইবো। 29 অখান হুনিয়া আমরা বায়ত-পিয়োরর ছামনর নিচা জাগাত রইগেলাম।”

আল্লার কালাম মানিয়া চলা

4 হজরত মুছায় তারারে কইলা, “ও বনি ইছরাইল, আমি অখন যে শরিয়ত আর হুকুম-আহকাম কইমু, ইতা তুমরা খিয়াল করি হুনো। তেউ তুমরা জানে বাচবায় আর তুমরার বাফ-দাদার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশ দান কররা, হউ দেশো গিয়া দখল করতায় পারবায়। 2 আমি তুমরারে যে হুকুম দিয়ার, ই হুকুমর লগে দুছরা কুন্তা বাড়াইও না বা কমাইও না। আমি যেলাখান কইরাম, তুমরা ঠিক অলাউ তুমরার মাবুদ আল্লার হকল হুকুম-আহকাম মানিয়া চলিও।

3 “তুমরা তো নিজর চউখে দেখছো, আগে মাবুদে বাআল-পিয়োরর বেয়াপারে কিতা করছইন। তুমরার মাজর যতো জনে পিয়োর এলাকার বাআল দেবতার পুজা করছিল, আল্লা মাবুদে তুমরার ছামনে ইতা হক্কলটিরে বিনাশ করছইন। 4 অইলে তুমরা যেরা দিলে-জানে আল্লা মাবুদর আশিক আছলায়, তুমরা হকলউ অখনও জিন্দা রইছো।

5 “অখন হুনো, আমার মাবুদ আল্লায় আমারে যেলাখান হুকুম-আহকাম দিছলা, আমি তুমরারে ঠিক অউ হুকুম-আহকাম আর নিয়ম-কানুন হিকাইছি। যাতে তুমরা অখন যে দেশ দখল করাত যাইরায়, হউ দেশো ইতা কামো লাগাও। 6 এরলাগি তুমরা খুব হুশিয়ার অইয়া ইতা মানিও, আর কামো লাগাইও। তেউ বাদ-বাকি তামাম জাতির গেছেউ ইতা তুমরার আখল-বুদ্ধি হিসাবে জাইর অইবো। অউ হুকুম-আহকামর কথা হুনলে তারা কইবা, হাছাউ এরা খুব বড় জাতি আর আখল-বুদ্ধি আলা জাতি। 7 আর আমরার মাবুদ আল্লা যেলা আমরার লগে লগে রইন, তানরে ডাকিলে যেলা ধারো পাই, অউ দুনিয়ার বুকুত দুছরা কুনু বড় জাতি আছইন নি, যেতার দেবতা অলা লগে লগে রইন? 8 বা আমি অখন যে শরিয়তর কথা কইরাম, ইতা দুছরা কুনু বড় জাতির আছে নি? ইলা নিয়ম-কানুন আর নিখুত হুকুম-আহকাম তারার আছে নি?

9 “অইলে তুমরা যতদিন বাচিয়া রইবায়, অতদিন নিজর বেয়াপারে খুব হুশিয়ার রইও, নিজর দিলরে সাবধানে রাখিও, আরনায় নিজর চখুর দেখা ঘটনা অকল ফাউরিলিবায়, ইতা তুমরার দিল থাকি খুয়াইলিবায়। আর অউ হুকুম-আহকাম তুমরার পুয়া-পুড়িনরে হিকাও, তারাও অলা তারার আওলাদরে হিকাইবা। 10 আর তুমরা হউ দিনর ঘটনা মনো করো, যে দিন তুমরা তুর পাড়ো আপন মাবুদ আল্লার ছামনে আজির অইছলায়। যেবলা তাইন আমারে কইছলা, আমার কালাম হুনার লাগি তুমি হক্কল মানষরে দলা করিয়া আমার ছামনে আনো, তেউ তারা হিকবা, ই জগতো তারা যতদিন জিন্দা রইবা, অতদিন আমারে ডরাইয়া রইতা, আর তারার হুরুতাইনরেও অলা চলার তালিম দিতা। 11 অউ সময় তুমরা কান্দাত গিয়া অউ পাড়র লামাত উবাইছলায়, উবাইয়া দেখলায়, আস্তা পাড়ো দাউ দাউ করি নুরর আগুইন জলের, আগুইনে গিয়া আছমান ছইলিছে, আর গইন ঘনো মেঘর কালনিয়ে আন্দাইর আছিল। 12 হউ নুরর আগুনির ভিতরে থাকি, মাবুদে তুমরারে তান কালাম হুনাইলা। তুমরা তান মুখর আওয়াজ হুনলায়, অইলে তান কুনু ছুরত-আকার দেখাইছইন না, খালি তান গলার আওয়াজ হুনছো। 13 তাইন নিজে তুমরারে তান লগে মিলনর উছিলার আল্লাই আপোস-চুক্তির খাছ দশটা হুকুম-আহকাম দিলা, আর কইলা অগুইন মানিয়া চলার লাগি। তান কুদরতি আতে দুই টুকরা পাথরর উপরে ইতা লেখিয়াও দিলা। 14 হউ সময় মাবুদে আমারে হুকুম দিলা, আমি তুমরারে তান শরিয়তর হুকুম-আহকাম হিকাইতাম, যাতে জর্দান গাংগর হপারো তুমরা যে দেশ দখলো যাইরায়, হনো গিয়া হারলে অতা মানিয়া চলো।

মুর্তিপুজা থাকি হুশিয়ার

15 “মাবুদে যেবলা নুরর আগুনির মাজ থাকি তুর পাড়ো তুমরার লগে বাতচিত করছলা, হউ দিন তো তুমরা তান কুনু ছুরত-আকার দেখছো না। এরলাগি তুমরা নিজর বেয়াপারে খুব হুশিয়ার রইও 16 যাতে কুনু মুর্তি না বানাও, বে-পথি বনিয়া পুজা করার খিয়ালে কুনু বেটা বা বেটির ছুরতে মুর্তি বানাইও না। 17 মাটির উপরে চলরা কুনু জীব-জানুয়ারর ছুরতে, আছমানো উড়রা কুনু পাখির ছুরতে, 18 বুক ছেছরাইয়া চলরা কুনু জানদারর ছুরতে, বা পানিত রওরা কুনু জানদারর ছুরতে মুর্তি বানাইও না। 19 আছমানেদি চাইয়া হারি চান্দ, সুরুজ, তেরা অকল দেখিয়া অউ নামর দেব-দেবী বা ফিরিস্তার পুজা করিও না, এরার খেজমতো লাগিও না। ইতারে তো তুমরার মাবুদ আল্লায় আছমানর তলর হকল জাতির লাগি দান করছইন। 20 মনো রাখিও, মাবুদে তুমরারে পছন্দ করছইন লুয়া গলানির গরম আগুনির গাতো থাকি, তাইন মিসর দেশ থাকি তুমরারে বার করি আনছইন, যাতে তুমরা তান আপন প্রজা অও, আর অখন তো হাছাউ তান প্রজা অইছো।

21 “ও বনি ইছরাইল, তুমরার কারনে মাবুদে আমার উপরেও গুছা করছইন। তাইন কছম খাইয়া কইছইন, আমারে জর্দান গাংগর হপারো যাইতে দিতা নায়, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর মালিকানা দিরা, অউ আরামর দেশো আমার যাওয়া নিষেধ। 22 আমার মউত অনোউ অইবো। জর্দান গাং পারনির হুকুম নাই। অইলে তুমরা গাং পার অইয়া হউ আরামর দেশ দখল করাত যাইরায়। 23 তে তুমরা নিজর বেয়াপারে হুশিয়ার রইও, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার লগে যে আপোস-চুক্তি কাইম করছইন, ইতা ফাউরিও না। তুমরার মাবুদ আল্লার নিষেধ অমাইন্য করিয়া কুনু জিনিসর মুর্তি বানাইও না। 24 মনো রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লা তো মহা ধ্বংসর আগুনির লাখান, তাইন তান নিজর পাওনা এবাদত চাইনউ চাইন।”

25 হজরত মুছায় তারারে এওখান কইলা, “হউ আরামর দেশো গিয়া হারি, তুমরা পুয়া-পুড়িন, নাতি-পুতির জনম দিয়া বউত দিন বসত করার বাদেও যুদি কু-পথে যাওগি, আর কুনু জিনিসর ছুরতে মুর্তি বানাও, তুমরার মাবুদ আল্লায় যেতারে খিন্না করইন, তুমরা অতা করো, 26 তে আমি অখন

আছমান-জমিন সাক্ষি রাখিয়া তুমরার বিরুদ্ধে কইয়ার, জর্দান গাং পার অইয়া যে দেশ দখল করাত যাইরায়, হিনো খুব জলদি তুমরার নাম মিটিযিবো। বেশি দিন টিকতায় পারতায় নায়, নিচ্ছিত বিনাশ অইবায়। 27 মাবুদে তুমরারে নানান জাতির মাজে ছিতরাই দিবা, তাইন খেদাই দিয়া যেখানো পাঠাইবা, হনো তুমরার খুব কম মানুষ জিন্দা রইবা। 28 অউ হালতে তুমরা মানুষ-আতে বানাইল মুর্তির পুজা করবায়, যেতায় চউখে দেখে না, কানে হুনে না, খাইতো পারে না, কুনুজাত ঘেরানও হুংগিতো পারে না, লাকড়ির আর পাথরর অতা মুর্তির পুজা করবায়। 29 তা-ও হনো রইয়া যদি তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার তালাশ করো, তে তাইন তুমরারে দিদার দিবা। কথা অইলো, দিলে-জানে কাতর অইয়া তানে ডাকিতে অইবো। 30 হেশ-মেশ তুমরা মছিবতো পড়িয়া হিরবার তৌবা করিয়া, তুমরার মাবুদ আল্লার নাম লইবায়, আর তান খুশি মাফিক চলবায়। 31 মনো রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লা রহমানুর রহিম, তাইন তুমরারে ফালাইতা নায় বা বিনাশ করতা নায়। আর তাইন কছম খাইয়া তুমরার ময়-মুরব্বির লগে যে ওয়াদা আর চুক্তি করছইন, ইতাও ফাউরিতা নায়।”

আল্লা ছাড়া দুছরা কুনু মাবুদ নাই

32 হজরত মুছায় তারারে এওখান কইরা, “আল্লা পাকে জমিনো মানুষ পয়দা করার বাদ থাকি অখন পর্যন্ত, তুমরার আগর হক্কল জমানার ইতিহাস তুকাও, আস্তা আছমান-জমিনর এক মাথা থাকি আরক মাথা তুকাইয়া দেখো, বনি ইছরাইলর উপরে যতো আজব ঘটনা ঘটিছে, ইতা লাখান দুছরা কুনু ঘটনা ঘটছে নি? বা ইলা কুন্তা কুনুদিন হুনা গেছে নি? 33 আর নুরর আগুইন থাকি আল্লা পাকর বুলি হুনার বাদে, খালি তুমরা ছাড়া দুছরা কুনু জাতি জিন্দা রইছে নি? 34 তুমরা তালাশ করি দেখো, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার চখুর ছামনে মিসর দেশো তুমরার লাগি যততা করছইন, আস্তা জগতর কুনু দেব-দেবীয়ে ইলা করতো পারছে নি? ইলা পরিক্ষা লওয়া, কুদরতি নিশানা দেখানি, লাড়াই-যুদ্ধ করা, মজবুত আতর বল দেখানি, বড় বড় তাইজ্জুবি লিলা-খেলা আর ডর-খফ দেখাইয়া, যেকুনু জাতিরে অইন্য জাতির ভিতরে থাকি বার করি আনিয়া নিজর প্রজা বানাইতো পারছে নি?

35 “তে তুমরা যাতে পুরাপুর বুজো, অউ আল্লাউ অইলা মাবুদ, তাইন ছাড়া আর কুনু মাবুদ নাই, অখান বুজানির লাগিউ তুমরারে অততা দেখানি অইছিল। 36 তুমরারে হেদায়ত করার খিয়ালে তাইন বেহেস্তর আরশ থাকি তান নিজর বুলি হুনাইলা, আর জমিনর উপরে দেখাইলা নুরর আগুনির কুন্ডলি। অউ আগুনির মাজ থাকি বার অইল আল্লাই বুলি তুমরা হুনছো। 37 তাইন তুমরার ময়-মুরব্বি অকলরে মহব্বত করতা, এরলাগি এরার মউতর বাদে তারার আওলাদ অকলরেও পছন্দ করছইন। আর তাইন স্বয়ং আজির অইয়া তান মহা কুদরতি খেমতা খাটাইয়া তুমরারে মিসর দেশ থাকি বার করি আনছইন। 38 তান খিয়াল আছিল, তুমাতান থাকি বড় আর বলবান জাতি অকলরে তুমরার ছামন থাকি খেদাইয়া হারি, তারার দেশো নিয়া হউ হকল দেশর মালিকানা তুমরারে দিতা। অখন দেখরায় নি, তাইন তো ইতা করছইন।

39 “তে অখনকুর অউ তালিম মনো রাখিও, দিলর মাজে গাথিয়া থইও, হুনো, খালি অউ আল্লাউ উপরে আছমান আর তলে জমিনর মালিক, তাইন ছাড়া দুছরা কুনু মাবুদ নাই। 40 এরলাগি আমি অখন যে শরিয়ত আর হুকুম-আহকাম জানাইরাম, তুমরা ইতা মানিয়া চলিও, তেউ তুমরা আর তুমরার আওলাদ অকলর ভালাই অইবো। তুমরার মাবুদ আল্লায় চিরকালর লাগি তুমরারে যে দেশ দান কররা, অউ দেশো তুমরার হায়াতি লাম্বা অইবো।”

আশ্রয় টাউন ঠিক করা

41 বাদে মুছা নবীয়ে জর্দান গাংগর পুব-পারর তিনখান টাউন আলগাইলা, 42 যাতে কুনু খুনি মানুষ বাগিয়া গিয়া অউ টাউনো জান বাচাইতো পারে। যে মানষে খুন করার কুনু চিন্তা বা দুশমনি ভাব আছিল না, খালি আখ্‌তা অনিচ্ছায় কেউররে মারিলায়, হে বাগিয়া বনবাসি বনিয়া অনো রইতো পারবো। 43 তিনো টাউন অইলো, রুবেন খান্দানর লাগি মরুভুমির কিনারার পাড়িয়া থল জাগার বাছির নামর টাউন। ছাদু খান্দানর লাগি গিলিয়দ এলাকার রামোত টাউন। মানশা খান্দানর লাগি বাশন দেশর গোলান টাউন।

হজরত মুছা (আঃ) অর দুছরা নছিয়ত (৪:৪৪—২৬:১৯)

শরিয়তর হুকুম-আহকাম জানানি

44 মুছা নবীয়ে বনি ইছরাইলর ছামনে শরিয়তর অউ হুকুম বয়ান করলা, 45 মিসর দেশ থাকি বার অইয়া আওয়ার বাদে, হকল হুশিয়ারির কথা, শরিয়তর নিয়ম-কানুন আর হুকুম-আহকাম বনি ইছরাইলরে জানাইলা। 46 তাইন জর্দান গাংগর পুবর পারো, হিশবন এলাকার আমোরী জাতির রাজা সীহোনর দেশর বায়ত-পিয়োরর ছামনর তল জাগাত ইতা কইলা। মিসর থাকি বার অইয়া আইয়া হারলে মুছা নবীয়ে আর বনি ইছরাইলে যুদ্ধ করি অউ বাদশা সীহোনরে আরাইছলা। 47 তারা বাদশা সীহোনর দেশ আর বাশনর বাদশা উজর দেশ দখল করছলা। আমোরী জাতির অউ দুইও বাদশার বাদশাই আছিল জর্দান গাংগর পুবর পারো। 48 অরনন খালির পারর আরোয়ার টাউন থাকি সিরিয়ন পাড়, মানি হর্মোন পাড় পর্যন্ত অউ দুইও রাজার সীমানা আছিল। 49 এর ভিতরে আছে জর্দান গাংগর পুবর পারর আস্তা এলাকা। ইকটা পিছগা পাড়র টিল্লার তলেদি আরাবা সাগরর কিনারা পর্যন্ত গেছে।

আল্লার দেওয়া খাছ দশ হুকুম

5 মুছা নবীয়ে তামাম বনি ইছরাইলরে দলা করাইলা, তারারে কইলা, “ও বনি ইছরাইল, আমি অখন যেতা হুকুম-আহকাম আর আইন-কানুন তুমরারে জানাইমু, ইতা তুমরা খিয়াল করি হুনিও, হুনিয়া দিলো গাথিয়া রাখিও আর আমল করিও। 2 আমরার মাবুদ আল্লায় তুর পাড়ো আমরার লগে এক আপোস-চুক্তি বওয়াল করছইন। 3 অউ চুক্তি তাইন আমরার ময়-মুরব্বির লগে না করিয়া, আমরার লগে করছইন, আমরা যতো জন অনো জিন্দা আছি, আমরার লগে করছইন। 4 মাবুদে অউ পাড়র উপরে নুরর আগুনির মাজ থাকি তুমরার লগে ছামনা-ছামনি বাতচিত করছইন। 5 তুমরা আগুনির ডরে হউ সময় পাড়র উপরে উঠলায় না, এরলাগি আমি তুমরা আর মাবুদর মাজখানো উবাইয়া, তান মুখর বুলি তুমরারে হুনাইছি। তাইন কইছলা,

6 “আমি আল্লাউ তুমরার মাবুদ। মিসর দেশর গুলামি থাকি আমিউ তুমরারে খালাছ করি আনছি।
7 “আমার বদলা তুমরা দুছরা কুনু দেবতা মানিও না।
8 “পুজা করার খিয়ালে তুমরা কুনু মুর্তি বানাইও না, আছমান, জমিন বা পানির তলে যততা আছে, ইতা কুনুতার ছুরতে মুর্তি বানাইও না। 9 তুমরা ইতার পুজা করিও না। ইতার সেবা-যতন করিও না। মনো রাখিও, আমি আল্লাউ তুমরার মাবুদ। আমার পাওনা এবাদত আমি চাইউ চাই। আমারে যেরা মানে না, আমি তারার গুনার সাজা দেই, তারার পয়লা ছিড়ি থাকি চাইর ছিড়ি আওলাদ পর্যন্ত † সাজা দেই। 10 অইলে যেরা আমার আশিক বনিয়া আমার হুকুম-আহকাম আমল করে, আমি তারার আজার আজার ওয়ারিশ পর্যন্ত আমার অবিরাম মায়া-মহব্বত দেখাইমু।
11 “বেকামা কুনু কারনে তুমরার মাবুদ আল্লার নাম মুখো লইও না। কেউ যুদি খামোখা মাবুদর নাম লয়, তে কুনুমন্তেউ আমার সাজা থাকি রেহাই পাইতো নায়।
12 “আর তুমরার মাবুদ আল্লার হুকুম মাফিক, জুম্মাবাররে পবিত্র দিন মানিও। 13 হাপ্তার ছয়দিন তুমরা কাম-কাজ করিও, তুমরার দরকারি হকল কাম সারিও। 14 অইলে সাত নম্বর দিন অইলো জুম্মাবার, তুমরার মাবুদ আল্লার নামে জিরাইবার দিন। ই দিন তুমরা, তুমরার পুয়া-পুড়িন, গুলাম-বান্দিন, গরু-গাধাইন, তুমরার গাউত বা টাউনো রওরা মুছাফির বা ভিন-দেশি, কেউ কুনুজাতর কাম-কাজ করিও না। তুমার গুলাম-বান্দিয়েও তুমার লাখান জিরাইবা। 15 মনো রাখিও, মিসর দেশো থাকতে তুমরাও অলা গুলাম আছলায়, আর তুমরার মাবুদ আল্লায় তান বলআলা-মজবুত কুদরতি আতদি তুমরারে আজাদ করি আনছইন। এরলাগি তাইন হুকুম দিছইন, তুমরা জুম্মাবাররে পবিত্র দিন মানতায়।
16 “তুমরার মাবুদ আল্লার হুকুম মাফিক তুমরার মা-বাফরে ইজ্জত করিও। তেউ তুমরার মাবুদ আল্লায় যে দেশ দিরা, হউ দেশো তুমরার হায়াতি বাড়িবো আর তুমরার ভালাই অইবো।
17 “খুন করিও না।
18 “জিনা করিও না।
19 “চুরি করিও না।
20 “কেউরর বিরুদ্ধে মিছা সাক্ষি দিও না।
21 “পরর বউর বায় লালছ করিও না। পরর ঘর-বাড়ি, জমি-মিরাস, গুলাম-বান্দি, গরু-গাধা, বা কুনু জিনিসর বায় লালছ করিও না।

22 “মনো রাখিও, স্বয়ং মাবুদে তুমরারে তুর পাড়র উপরর হউ নুরর আগুইন থাকি, মেঘ আর গইন আন্দারির ভিতরে থাকি, খুব জুরে জুরে অউ হুকুম দিছইন। খালি অউ হুকুম-আহকাম ছাড়া তুমরারে আর কুনুতা কইছইন না। বাদে অউ কালাম অকলরে দুই টুকরা পাথরর উপরে তান কুদরতি আতে লেখিয়া আমার আতো দিছলা। 23 অইলে তান নুরর তজল্লিয়ে যেবলা পাড় জলের, এরমাজে তুমরা নিজর কানে হুনলায়, হউ আন্দারির ভিতরে থাকি মাবুদর গলার আওয়াজ, হুনিয়া তুমরার হকল খান্দানর আমির অকল, তুমরার ময়-মুরব্বি অকল আমার গেছে উঠিয়া আইলা, 24 আইয়া কইলা, আমরার মাবুদ আল্লায় দিদার দিয়া তান জালাল আর মহিমা আমরারে দেখাইছইন, নুরর আগুইন থাকি বার অইল তান গলার আওয়াজ আমরা হুনছি। আর অখন আমরা বুজলাম, কুনু আদম জাতে আল্লা পাকর লগে বাতচিত করার বাদেও, ই আদম বাচিয়া রয়। 25 অইলে অখন কেনে আমরা ইনো মরতাম? কুদরতি ই আগুইনে তো আমরারে জালাইলিবো, আমরা যুদি আরো বেশ করি আমরার মাবুদ আল্লার গলার আওয়াজ হুনাত রই, তে তো নির্গাত মরন অইবো। 26 আমরার লাখান ইলা আর কুনু আদম জাত আছইন নি, যেরা নুরর আগুইন থাকি জিন্দা আল্লা পাকর গলার আওয়াজ হুনার বাদেও জিতা আছে? 27 তে আমরার মাবুদ আল্লায় যততা বাতাইছইন, তান কান্দাত গিয়া আপনেউ অতা হুনিয়া আইউক্কা। তাইন আপনার গেছে যেতা জানাইবা, আপনে আইয়া অতা আমরারে হুনাইবা। তেউ আমরা অতা আমল করমু।
28 “আর হউ সময় তুমরা যেবলা আমার লগে মাতিরায়, স্বয়ং মাবুদে ইতা হুনলা, হুনিয়া আমারে কইলা, অউ মানুষ অকলর মাত-কথা তো আমি হুনছি, তারা তুমারে যেতা কইছইন ইতা হকলতাউ ভালা। 29 হাছাউ যুদি তারা আমারে অলা ডরাইন, হামেশা আমার হুকুম-আহকাম মানিয়া চলার খিয়ালি অইন, তে তারা আর তারার আওলাদ অকলর চিরকালিন ভালাই অইবো।

---

† *মুল ইব্রানী: তিছরা ছিড়ি পর্যন্ত আর চাইর নম্বর ছিড়ি পর্যন্ত*

30 “অখন তুমি লামাত যাও আর তারারে কও, তারার তাম্বুত ফিরিয়া
যাইতাগি। 31 অইলে তুমি অনো আমার কান্দাত রইও। আমি তুমারে আমার
হকল হুকুম-আহকাম, আইন-কানুন আর শরিয়ত বাতাইমু, তুমি গিয়া তারারে
অতা হিকাইবায়। তেউ আমি তারারে যে দেশর দখলদারি দিয়ার, হউ দেশো
গিয়া হারি তারা অতা আমল করবা।
32 “এরলাগিউ তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যেতা হুকুম-আহকাম
দিছইন, ইতা যতন করিয়া আদায় করিও, ইতার তিল পরিমান হের-ফের
করিও না। 33 তাইন যে পথে চলার লাগি হুকুম দিছইন, ঠিক অউ পথে
চলিও, তেউ তুমরা জানে বাচবায়, তুমরার ভালাই অইবো, আর তুমরা যে
দেশর দখলদারি পাইবায়, হউ দেশো তুমরার হায়াতি বউত লাম্বা অইবো।

আল্লার হুকুম-আহকাম মানার লাগি মিনতি

6 “তুমরারে হিকানির নিয়তে তুমরার মাবুদ আল্লায় আমারে অউ হুকুম-
আহকাম, শরিয়ত আর আইন-কানুন দিছইন, যাতে হউ যে দেশ দখল
করার নিয়তে তুমরা জর্দান গাং পার অইয়া যাইরায়, হনো গিয়া হারি
তুমরা ইতা আমল করো। 2 তেউ তুমরা, তুমরার হুরুতাইন আর তারার
আওলাদ অকলে হারা জিন্দেগি আল্লা মাবুদরে ডরাইয়া তান দেওয়া নিয়ম
আর হুকুম অকল আমল করিও। অলা করলে তুমরা বউত দিন বাচিয়া
রইবায়। 3 ও বনি ইছরাইল, তুমরা আমার কথা হুনো আর হুশিয়ার অইয়া
ইতা আমল করো, তেউ তুমরার বাফ-দাদা অকলর মাবুদ আল্লার ওয়াদা
মাফিক, হউ দুধ আর মউর ভান্ডার আলা দেশো তুমরার ভালাই অইবো আর
তুমরা বউত বাড়িবায়।
4 “ও বনি ইছরাইল, হুনো, আল্লা আমরার মাবুদ, তাইনউ এক। 5 তুমরা
পরতেকে তুমরার আস্তা দিল, আস্তা জান আর হকল বল-শক্তি দিয়া তুমরার
মাবুদ আল্লারে মহব্বত করিও। 6 আইজ আমি তুমরারে যে হুকুম দিয়ার, ইতা
তুমরার দিলো গাথিয়া রাখিও। 7 তুমরা হকলে তুমরার হুরুতাইনরে ইতা
খিয়াল করি হিকাইও। আর ঘরো বইয়া, পথে-ঘাটে চলার সময়, ঘুমানির
সময়, ঘুম থাকি উঠার বাদেও অতা বেয়াপারে মাতা-মাতি করিও। 8 মনো
রাখার নিশানা হিসাবে ইতা আতো বান্দিয়া রাখিও আর কপালর মাজে
লাগাইও। 9 তুমরার দুয়ারর চৌকাঠো আর মুল গেইটো লেখিয়া রাখিও।
10 “তুমরার বাফ-দাদা ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর গেছে তুমরার মাবুদ
আল্লায় কছম খাইয়া যে দেশ দেওয়ার ওয়াদা করছইন, হউ দেশ তাইন
তুমরারে নিবা। হিনো সুন্দর সুন্দর আর বড় বড় টাউন অকল আছে, যেতা
তুমরা বানাইছো না, খালি এমনেউ পাইবায়। 11 আর মাল-ছামানায় ভরা
হাজাইল-পাড়াইল ঘর-দুয়ার পাইবায়, যেতা তুমরা যুগাইছো না, পানির কুয়া
পাইবায় যেতা তুমরা খুদিছো না, আংগুরর বাগান আর জয়তুনর বাগান
পাইবায় যেতা তুমরা লাগাইছো না। 12 অইলে তুমরা হুশিয়ার রইও, ইতা
হকলতা পাইয়া হারি মালদার বনিয়া তুমরার হউ আল্লা মাবুদরে ফাউরিও না,
যেইন তুমরারে মিসর দেশর গুলামি থাকি খালাছ করিয়া আনছইন।
13 “তুমরার মাবুদ আল্লারে ডরাইয়া চলিও, খালি তান এবাদত করিও,
আর তান নামে কছম খাইও। 14 তুমরা আরি-ফরি জাতির দেব-দেবীর পুজা
করিও না। 15 জানো তো, তুমরার মাবুদ আল্লা যেইন তুমরার লগে আছইন,
তাইন নিজর পাওনা এবাদত পাইতা চাইনউ চাইন। এরলাগি হুশিয়ার রইও,
ইতার পুজা করলে তাইন গুছায় আগুইন অইয়া তুমরারে দুনিয়া থাকি
ফুছিলিবা। 16 তুমরার মাবুদ আল্লারে পরিক্ষা করাত লাগিও না, যেলা আগে
হউ মাছা নামর জাগাত করছলায়। 17 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যতো
হুকুম-আহকাম, হুশিয়ারি আর নিয়ম-কানুন দিছইন, ইতা তুমরা খিয়াল করি
মানিও। 18-19 আর মাবুদর নজরো যেতা সঠিক, তাইন যেতা ভালা পাইন,
তুমরা অতাউ করিও, তেউ তুমরার ভালাই অইবো। মাবুদে তুমরার বাফ-
দাদার গেছে যে দেশ দিবার কছম করছইন, হউ দেশ থাকি তুমরার দুশমনরে
তাইন খেদাইয়া দিবা। আর মাবুদর ওয়াদা মাফিক হউ আরামর দেশর
দখলদারিও তুমরা পাইবায়।
20 “ভবিষ্যতে যেবলা তুমরার আওলাদ অকলে তুমরারে জিকাইবা,
আমরার মাবুদ আল্লায় অউ যেতা হুকুম-আহকাম, নিয়ম-কানুন, আর
হুশিয়ারি দিছইন ইতার মানি কিতা? 21 অউ সময় জুয়াপ দিও, মিসর দেশো
আমরা ফেরাউনর গুলাম আছলাম, অইলে আল্লায় তান বলআলা কুদরতি
আত দিয়া আমরারে বার করিয়া আনছইন। 22 মাবুদে আমরার চখুর ছামনে
ফেরাউন আর তার বাড়ির হকলর উপরে, আস্তা মিসর দেশর উপরে বড় বড়
গজবি নিশানা, বেজুইতা বালা-মছিবত আর কুদরতি কাম দেখাইলা।
23 অইলে আমরারে তাইন হউ দেশ থাকি বার করিয়া আনলা, যাতে যে দেশ
দিবার লাগি আমরার বাফ-দাদা অকলর গেছে কছম খাইছলা, হউ দেশো
আমরারে পার করিয়া দখলদারি দেইন। 24 আর তাইন হুকুম দিলা, আমরা
যানু তান হকল হুকুম-আহকাম মানি, তানরে ডরাইয়া চলি, তেউ আমরার
ভালাই অইবো আর আমরা অখনকুর লাখান হামেশা বাচিয়া রইমু। 25 অখন
আমরা যুদি আমরার মাবুদ আল্লার হুকুম মাফিক তান দেওয়া নিয়ম-কানুন
খিয়াল করিয়া মানি, তে ইটাউ অইলো আমরার পরেজগারি।”

দেশর বিধর্মীর লগে দুস্তি করিও না

7 হজরত মুছায় আরো কইলা, “হুনো, তুমরা যে দেশ দখল করাত
যাইরায়, তুমরার মাবুদ আল্লায়উ তুমরারে হুনো নিবা আর বউত
জাতিরে তুমরার ছামনে থাকি খেদাইয়া হারি ইতা দখল করাইবা।
তাইন হিট্টী, গির্গাশী, আমোরী, কেনানী, ফারিজী, হিব্বী আর যিবুজী
জাতিরে খেদাই দিবা, ই সাতো জাতিউ পরিমানে তুমরা থাকি বড় আর
বলআলা। 2 তুমরার মাবুদ আল্লায় যেবলা ইতারে তুমরার আতো সপিয়া
দিবা, অউ সময় তুমরা তারারে এক্কেবারে বিনাশ করিলিও, তারার লগে কুনু
চুক্তি করিও না, আর কুনু দয়া-মায়া দেখাইও না। 3 ইতার লগে বিয়া-শাদির
বেয়াপারে কুনু চুক্তি করিও না। তুমরার পুড়িন্তরে তারার পুয়াইন্তর গেছে
বিয়া দিও না, আর তারার পুড়িনরেও তুমরার পুয়াইন্তর লাগি আনিও না।
4 কারন ইতায় তুমরার পুয়া-পুড়িনরে আমার গেছ থাকি হরাইয়া দেব-দেবীর
পুজা করাইবো। তেউ আল্লা মাবুদে তুমরার উপরে গুছা অইয়া, লগে লগেউ
তুমরারে বিনাশ করবা। 5 এরলাগি তুমরা তারার হকল পুজা-মন্ডপ
ভাংগিলিও, পুজার জাগা অকল বিনাশ করিও, আশেরা-দেবীর নিশানা খুটি
কাটিয়া ফালাইও, আর হকল জাতর মুর্তিরে আগুইনদি জালাইও। 6 মনো
রাখিও, তুমরাউ অইলায় আল্লা মাবুদর পবিত্র প্রজা। দুনিয়ার হকল জাতির
মাজ থাকি তাইনউ তুমরারে নিজর প্রজা আর খাছ সম্পদ হিসাবে আলগ
করছইন।
7 “কেনে আলগ করছইন? অইন্য জাতি থাকি তুমরার মানুষ বেশি অতার
লাগি নি? না, মোটেউ না। তুমরা তো হকল জাতি থাকি কম আছলায়। 8 তা-
ও তাইন তুমরারে খুব মায়া-মহব্বত করইন, আর তুমরার বাফ-দাদা অকলর
গেছে যে কছম করছলা, অতার লাগিউ তুমরারে আলগ করছইন। মাবুদে
তান কুদরতি আত লাগাইয়া তুমরারে বার করিয়া আনছইন, মিসরর বাদশা
ফেরাউনর আত থাকি আর গুলামির দেশ থাকি তুমরারে আজাদ করছইন।
9 অখন তুমরা মনো রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লাউ অইলা আসল মাবুদ।
তাইনউ চিরকালিন হক-হালাল। যেরা আশিক অইয়া তানে মহব্বত করে
আর তান হুকুম-আহকাম মানে, তাইন তারার আজার আজার ছিড়ি পর্যন্ত
নিজর ওয়াদা করা জবান আর দয়া বওয়াল রাখইন। 10 অইলে যেতায় বদ
সাওস করিয়া তান বায় পিছ দিলায়, তাইন ইতারে বিনাশ করিয়া জলদি করি
বদলা দেইন। 11 এরলাগি আইজ তুমরারে যে হুকুম-আহকাম, নিয়ম-কানুন
আর শরিয়ত দিরাম, ইতা খুব খিয়ালি করিয়া আমল করিও।

আল্লার হুকুম মানার পুরুস্কার

12 “ও বনি ইছরাইল, তুমরা অউ হুকুম-আহকামর কথা কান পাতিয়া হুনো,
আর ইতা খিয়াল করি আমল করো। তেউ তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার
বাফ-দাদাইন্তর লগে, তান দয়া-মায়ার বেয়াপারে কছম খাইয়া যে আপোস-
চুক্তি করছলা, ইতা তুমরার লগে বওয়াল রাখবা। 13 তাইন তুমরারে মায়া-
মহব্বত করবা, রহম-বরকত দিবা আর তুমরার মানষর পরিমান বাড়াইবা।
তুমরারে যে দেশ দিবার লাগি তুমরার ময়-মুরব্বির গেছে কছম খাইছলা, অউ
দেশো তুমরারে রহম-বরকত দিবা। তুমরারে আওলাদ বাড়াই দিবা, তুমরার
বাগানর ফল-মুল, খেতর ফসল, আংগুররর রস, জয়তুনর তেল, গরু-বাছুর,
মেড়া-ছাগল হকলতারে বাড়াই দিবা। 14 হকল জাতি থাকি তুমরা বেশি রহম-
বরকত পাইবায়, তুমরার বেটাইন-বেটিন বা তুমরার পশুর পালর কেউ
আটখুরা রইতো নায়। 15 আল্লা মাবুদে তুমরারে হকল লাখান বেমার থাকি
বাচাইবা। মিসর দেশো তুমরা যেতা কঠিন বেমার-আজার দেখছো, ইতা
তুমরারে দিতা নায়, খালি তুমরার দুশমন অকলরে দিবা। 16 তুমরার মাবুদ
আল্লায় যতো জাতির মানষরে তুমরার আতো সপিবা, ইতারে তুমরা
এক্কেবারে শেষ করিলাইও, কুনু দয়া করিও না, আর তুমরা ইতার দেবতারে
পুজা করিও না, আরনায় ইতা তুমরার পথর কাটা অইবা।
17 “তুমরা হয়তো মনে মনে কইবায়, আমরা কিলাখান তারারে খেদাইয়া
দিমু? ইতা জাতির মানুষ তো পরিমানে আমরা থাকি বাক্কা বেশি। 18 অইলে
তুমরা ইতারে ডরাইও না। ফেরাউন আর আস্তা মিসর দেশর উপরে তুমরার
মাবুদ আল্লায় কিতা করছইন, ইতা তুমরা ফাউরিও না। 19 মাবুদে কতো বড়
বড় গজব-মছিবত ঢালিয়া তারারে বিনাশ করছইন, ইতা তো নিজর চউখেও
দেখছো। তাইন বউত কুদরতি কাম, বউত লাখান নিশানা আর তান
বলআলা মজবুত আত দিয়া তুমরারে বার করিয়া আনছইন, ইতা মনো
রাখিও। আর তুমরা অখন যেতা জাতি অকলরে দেখিয়া ডরাইরায়, ইতার
উপরেও তুমরার মাবুদ আল্লায় ঠিক অউলা ঘটাইবা। 20 এরবাদেও তুমরার
গেছ থাকি লুকাইয়া যেগুইন জিতা রইযিবা, তুমরার মাবুদ আল্লায় ভিংগুলর
পাল পাঠাইয়া ইতা হকলটিরে বিনাশ করবা। 21 তে তুমরা ইতারে ডরাইও না,
জানো তো, তুমরার মাবুদ আল্লা যেইন তুমরার লগে বসত করইন, এইন বড়
ভয়ংকর আর মহান। 22 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার ছামনে থাকি আস্তে
আস্তে অতা জাতিরে খেদাই দিবা। অইলে হকলটিরে তো তুমরা একলগে
খেদাইতায় পারতায় নায়, খেদাইলে জংলি জানুয়ারে তুমরার চাইরোবায়
ভরিযিবা। 23 তা-ও তারা এক্কেরে বিনাশ অওয়ার আগ পর্যন্ত তুমরার মাবুদ
আল্লায় তারারে বেজুইতা অশান্তিত ফালাইয়া তুমরার আতো সপিয়া বিনাশ
করাইবা। 24 তারার রাজা-বাদশা অকলরেও তুমরার আতো সপিবা, তুমরা
দুনিয়া থাকি ইতার নাম মিটাইলিবায়, ইতারে বিনাশ করার আগ পর্যন্ত কেউ
আইয়া তুমরার ছামনে উবানির তাক্কত অইতো নায়।
25 “তুমরা ইতার মুর্তি অকলরে আগুনিত ফালাইয়া জালাইলিও। তারার
গতরর সোনা-রুপার বায় লালছ করিও না, আরনায় ফান্দো পড়বায়। মনো
রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লায় ইতারে ঘিন্নাইন। 26 ঘিন্নার কুনু জিনিস তুমরার
ঘরো হারাইলে তুমরাও অতার লাখান বনিযিবায়। বরং তুমরাও ইতারে খুব
ঘিন্নাইও আর তুচ্ছ করিও, ইতা তো লান্নতি।

সুদিনর কালো আল্লারে ফাউরিও না

8 “অখন আমি তুমরারে যে হুকুম দিরাম, তুমরা খুব খিয়ালি অইয়া ইতা
আমল করিও, তেউ তুমরা বাচিয়া রইবায়, তুমরার আওলাদ বাড়িবো,
আর তুমরার ময়-মুরব্বির গেছে মাবুদে কছম খাইয়া যে দেশ দিবার
ওয়াদা করছইন, হউ দেশো হামাইয়া দখল করতায় পারবায়। 2 আর তুমরা
মনো রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লায় অউ চাল্লিশ বছরে মরুভুমির মাজদি
তুমরারে কিলা লইয়া আইছলা, তুমরার বড়াই-বেটাগিরি ভাংগিবার লাগি,
আর তুমরা তান হুকুম-আহকাম মানবায় কি না অখান পরিক্ষা করার নিয়তে,
তুমরার দিলর খবর জানার লাগি তাইন তুমরারে নতো করছইন। 3 তুমরার

ময়-মুরব্বিরে খানি-খুরাকি না দিয়া উপাস রাখলা, বাদে যে খানি তারা চিনতা না, মান্না নামর অউ খানি খাওয়াইয়া তাইন তুমরার বড়াই-বেটাগিরি ভাংগিছইন। তাইন তুমরারে হিকাইতা চাইলা, খালি রুটি খাইলেউ মানুষ বাচে না, বরং আল্লার পরতেক কালামেউ মানষর জান বাচে। 4 অউ চাল্লিশ বছরর মাজে তুমরার গতরর কাপড়-চুপড় নষ্ট অইছে না, দিন-রাইত আটিলেও তুমরার পাও ফুলছে না। 5 অখন তুমরার দিলো গাথিয়া রাখিও, বাফে যেলা নিজর পুয়ারে শাসন করে, তুমরারি মাবুদ আল্লায় তুমরারেও অলা শাসন করইন।

6 "তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার হুকুম-আহকাম আমল করিও, তান পথে চলিও, আর তানরে ডরাইও। 7 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে আরামর দেশো নিরা, ই জাগাত পাড়-পর্বত, পাড়িয়া গাং, পানির ঝরনা আছে, আর মাটির তলেও পানি আছে। 8 হিনো গম, বার্লি, আংগুর, ডুমুর গাছ, আনুয়ার ফল, জয়তুনর তেল আর মউ আছে। 9 হি দেশো বউত খানি-পানি পাইবায়, কুন্তার অভাব তুমরার অইতো নায়। হিনোর পাথরর মাজে লুয়া আছে, হনর পাড় খুদিলে তুমরা তামা-পিতল পাইবায়। 10 হউ দেশো পেট ভরিয়া খানা-পিনা খাইয়া হারলে তুমরার মাবুদ আল্লার দেওয়া অউ আরামর দেশর লাগি তান শুকরিয়া আদায় করিও।

11 "তা-ও তুমরা হুশিয়ার রইও, তুমরার মাবুদ আল্লারে কুনু সময় ফাউরিও না, আর আমি অখন তুমরারে যেতা হুকুম-আহকাম, নিয়ম-কানুন, আর শরিয়ত জানাইরাম, ইতা আমল করতে কুনু গাফলতি করিও না। 12 হনো গিয়া পেট ভরি খানা-পিনা খাইয়া, সুন্দর করি ঘর-বাড়ি বানাইয়া, 13 তুমরার গরু-ছাগলর পাল বড় করিয়া, সোনা-রুপা জমাইয়া, হকল মন্তে ধন-ছামানা বাড়িয়া হারলে হুশিয়ার রইও। 14 তুমরার দিলরে বড়াই-বেটাগিরি করতে দিও না। আর হউ আল্লা মাবুদরে ফাউরিও না, যেইন তুমরারে মিসর দেশ থাকি, হউ গুলামি থাকি বার করিয়া আনছইন। 15 তাইন তো তুমরারে বেজুইতা বিপদ-আপদে ভরা বিরাট মরুভুমি থাকি, কাঠিন বিষাক্ত হাফ, বিষাক্তি কাকড়া-বিছায় ভরা পথেদি তুমরারে পার করি আনছইন। শক্ত পাথরর ভিতর থাকি তুমরার লাগি পানি বার করছইন। 16 তাইন হউ মরুভুমির মাজে তুমরারে মান্না খাবাইছইন, যেতার নাম তুমরার ময়-মুরব্বি অকলে হুনছইনও না। তুমরার ভিতরর বড়াই-বেটাগিরি ভাংগিবার লাগি, আর তুমরারে পরিক্ষা করার নিয়তেউ ইতা করছইন, যাতে হেশে তুমরার ভালাই অয়। 17 তুমরা মনে মনে কইও না, আমার নিজর বল-শক্তিয়ে নিজর কামাই দিয়া ধনি অইছি। 18 অইলে তুমরার নিজর মাবুদ আল্লায় তুমরার ময়-মুরব্বির গেছে কছম খাইয়া যেতা ওয়াদা করছলা, অতা অখন পুরাপুর করার লাগি তুমরারে ই ধন-ছামানা দিছইন, এরলাগি তানরে মনো রাখিও।

19 "তুমরা যুদি কুনু দিন তুমরার মাবুদ আল্লারে ফাউরিলাও, আর দেব-দেবীর পুজা করাত লাগো, অতার খেজমত বা ভজনা করো, তে আমি অখন তুমরারে হুশিয়ারি দিয়ার, তুমরা নিচ্চিত বিনাশ অইযিবায়। 20 তুমরার মাবুদ আল্লার হুকুম-আহকাম না মানলে, তুমরার ছামনে হউ যেতা জাতি অকলরে তাইন বিনাশ করছইন, তুমরারেও অলা বিনাশ করবা।"

বনি ইছরাইলর কাইজ্জা আর নাফরমানি

9 হজরত মুছায় আরো কইলা, "ও বনি ইছরাইল হুনো, তুমরা থাকি বউত বলআলা আর পরিমানে বউত বেশি, বড় বড় জাতির দেশরে দখল করার লাগি অখন জর্দান গাং পার অইয়া যাইবায়, তারার টাউন অকলও বড় বড়, অউ টাউনর বাউন্ডরির ওয়াল আছমানো ছইলিছে। 2 তারা অইলা উচা-মোটা পয়লোয়ান, এরা হকলউ আনাকী বংশর মানুষ। তুমরা তো আগেউ তারার বেয়াপারে হুনছো, আনাকী অকলর লগে লাগার তাক্কত কার আছে? 3 অইলে তুমরা অখান মনো রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লা তো তুমরার আগে আগে যাইরা, তাইন জালাইয়া ছারখার করবা আগুনির লাখান। তাইনউ ইতারে দমাইয়া তুমরার তলুয়া বানাইবা। তেউ মাবুদে আগে যেলাখান কইছলা, তুমরা অলাউ তারারে খেদাই দিয়া জলদি করি বিনাশ করবায়।

4 "তুমরার মাবুদ আল্লায় যেবলা তুমরার ছামনে থাকি তারারে খেদাইয়া দিবা, হউ সময় তুমরা মনে মনে কইও না, আমরার পরেজগারির ফল হিসাবে মাবুদে আমরারে অউ দেশ দখল করার লাগি আনছইন। আসলে হউ জাতি অকলর নাফরমানির লাগিউ মাবুদে তারারে তুমরার ছামনে থাকি খেদাই দিবা। 5 তুমরার পরেজগারি বা সততার লাগি তো হি দেশর দখলদারি পাইরায় না, বরং হউ জাতির নাফরমানির লাগি, আর তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার ময়-মুরব্বি ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর গেছে যে ওয়াদা করছলা, অখান পুরন করার লাগি, তাইনউ তুমরার ছামনে থাকি ইতারে খেদাইয়া দিবা। 6 এরলাগি তুমরা জানিয়া রাখিও, তুমরার পরেজগারি দেখিয়া তো তুমরার মাবুদ আল্লায় অউ আরামর দেশর দখলদারি তুমরারে দিরা না, তুমরা অইলায় গড়তেড়া-একগুইয়া জাতি।

সোনার বাছুরর পুজা

7 "আর হউ মরুভুমির মাজে তুমরা কিলা নিজর মাবুদ আল্লার গুছা তুলাইছলায়, ইখান মনো রাখিও, কুনুদিন ফাউরিও না। মিসর দেশ ছাড়িয়া আওয়ার দিন থাকি অখানো আওয়া পর্যন্ত, হামেশা তুমরার মনর ভিতরে মাবুদর বিরুধিতা আছে। 8 তুর পাড়র মাজেও তুমরা মাবুদর গুছা তুলাইছলায়, এরলাগি তাইন তুমরারে বিনাশ করিলতা চাইলা। 9 মাবুদে তুমরার লগে যে আপোস-চুক্তি বওয়াল করছইন, অউ চুক্তি নামা লেখা দুইও খান পাথর আনার লাগি আমি পাড়ো উঠিছলাম, চাল্লিশ দিন চাল্লিশ রাইত কুনু দানা-পানি না খাইয়া আমি রোজা আছলাম। 10 আর মাবুদে তান পবিত্র আঙর আংগুইলদি লেখা হউ দুইও খান পাথর আমারে দিলা। তুমরা হকল যেদিন তুর পাড়ো আইয়া দলা অইলায়, অউ দিন মাবুদে জালাইল আগুনির মাজ থাকি তুমরারে যেতা বাতাইছলা, অউ দুইও পাথরর মাজে তো অতা লেখা আছিল।

11 "হউ চাল্লিশ দিন আর চাল্লিশ রাইতর বাদে মাবুদে অউ চুক্তি নামা লেখা পাথর দুইও খান আমার আতো দিলা। 12 দিয়া কইলা, যাও, তুমি জলদি করি লামাত যাও, কারন তুমি যেতা মানষরে মিসর থাকি বার করিয়া আনছো, ইতা কু-পথে গেছইনগি। আমার বাতাইল পথ থাকি তারা অতো জলদি বে-পথি অইগেছে, তারা পুজা করার লাগি সোনা গলাইয়া এক মুর্তি বানাইছে। 13 মাবুদে আমারে আরো কইলা, আমি তো ইতা মানষরে দেখলাম, ইতা বড় গাড়তেড়া-একগুইয়া জাতি। 14 অখন তুমি আমার গেছ থাকি হরি যাও, কুনু বাধা দিও না, আমি ইতারে বিনাশ করিলিমু, দুনিয়া থাকি ইতার নাম মিটাইলিমু। আর তুমার মাজ থাকি এক নয়া জাতি পয়দা করমু, ইতা আরো বড় আরো বলআলা জাতি অইবো।

15 "তেউ আমি পাড় থাকি লামিয়া আইলাম, পাড়র উপরে আগুইন জলের, আর আমার আতো আছিল চুক্তি নামা লেখা হউ দুইও খান পাথর। 16 বাদে আমি চাইলাম, চাইয়া দেখি তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার দরবারো গুনা কররায়। তুমরা পুজা করার লাগি সোনা গলাইয়া ফর্মাত ঢালিয়া এক গরুর বাছুর বানাইলায়। মাবুদর বাতাইল পথ ছাড়িয়া তুমরা অতো জলদি বে-পথে গেলায়গি! 17 এরলাগি আমি অউ দুইও খান পাথর আমার আত থাকি ফালাই দিলাম, তেউ ইতা ভাংগিয়া তুমরার চখুর ছামনে টুকরা টুকরা অইগেল।

18 "মাবুদে যেতারে নাপছন্দ করইন, অলাখান গুনা করিয়া তুমরা তান গুছা তুলাইলায়, এরলাগি আমি আগর লাখান হিরবার চাল্লিশ দিন চাল্লিশ রাইত কুনু দানা-পানি না খাইয়া, তান ছামনে সইজদাত পড়ি রইলাম। 19 মাবুদর বেজুইতা গুছারে আমি খুব ডরাইলাম, তাইন গুছায় আগুইন অইয়া তুমরারে বিনাশ করিলতা চাইলা, অইলে অউবারও তাইন আমার ফরিয়াদ হুনলা। 20 মাবুদে হারুনর উপরেও খুব গুছা অইয়া তানরে শেষ করিলতা চাইলা, তেউ আমি হারুনর লাগিও তান দরবারো মিনতি করলাম। 21 আর তুমরার গুনার আতিয়ার মানি তুমরার বানাইল হউ বাছুরর মুর্তিরে আগুনিত ফালাইয়া জালাইয়া ছারখার করলাম। অগুর জালাইল টুকরারে পিষিয়া ছালি বানাইয়া পাড়িয়া গাংগর পানির ফুতর মাজে ফালাইলাম।

22 "তুমরা তো তাবেরাত, মাছাত আর কিবরুত-হুতাবা নামর জাগাত মাবুদর গুছা তুলাইছলায়। 23 এরবাদে কাদেশ-বর্নেয়া থাকি রওয়ানা অওয়ার কালো মাবুদে যেবলা কইলা, আমি তুমরারে আরামর যে দেশ দান করছি, তুমরা গিয়া অখান দখল করো, হউ সময়ও তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার হুকুমর বিরুধিতা করলায়, তানরে মানলায় না, তান কথারেও একিন করলায় না। 24 আসলে আমি যেদিন থাকি তুমরারে চিনি, হউ দিন থাকিউ দেখিয়ার, তুমরা হামেশা মাবুদর হুকুমর উল্টা চলরায়।

25 "যাই অউক, মাবুদে তুমরারে বিনাশ করার কথা কওয়ায় আমি চাল্লিশ দিন চাল্লিশ রাইত, তান ছামনে সইজদাত পড়ি রইলাম। 26 আমি তান দরবারো মিনত করি কইলাম, ও মাবুদ মউলা, তুমি এরারে বিনাশ করিও না, এরা তো তুমারউ বন্দা, তুমারউ খাছ সম্পদ। তুমার কুদরতি কাম দিয়া, তুমার নিজর বলআলা আতদি যেতারে মিসর দেশ থাকি বার করি আনছো, ইতারে মারিও না। 27 ইতার বৈতলগিরি, নাফরমানি আর গুনার বায় না চাইয়া, তুমি খালি তুমার গুলাম ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর কথা মনো করো। 28 অখন তুমি যুদি ইতারে মারিলাও, তে তুমি যে দেশ থাকি আমারে বার করিয়া আনছো, হউ দেশর মানষে কইবো, মাবুদে তান ওয়াদা করা দেশো ইতারে নিতা পারছইন না, বা তারারে ইংসা করিয়া জানে মারার লাগি অউ মরুভুমিত নিছইন। 29 আসলে এরা তো তুমারউ বন্দা, তুমার নিজর সম্পদ। তুমার আপন কুদরতি আত লাগাইয়া, তুমার বল-তাক্কত খাটাইয়া এরারে মিসর থাকি বার করিয়া আনছো।"

আল্লাই চুক্তি নামার পাথর হিরবার দিলা

10 হজরত মুছায় তারারে কইরা, "হউ সময় মাবুদে কইলা, তুমি পাথর কাটিয়া আগর লাখান দুখান টুকরা বানাও, আর অখনাইন লইয়া পাড়র উপরে উঠিয়া আমার ধারো আও। এরলগে লাকড়িদি একটা সন্দুকও বানাইও। 2 তুমি আগে যে দুই টুকরা পাথর ভাংগিলিছো, হউ পাথরর উপরে যেতা লেখা আছিল, অতা আমি অউ দুইও পাথর টুকরার উপরে হিরবার লেখিয়া দিমু, বাদে তুমি অখনাইন নিয়া হউ সন্দুকর ভিতরে থইবায়।

3 "হুকুম পাইয়া আমি বাবলা লাকড়িদি এক সন্দুক বানাইলাম, আর দুগু পাথর কাটিয়া আগর লাখান দুই টুকরা করলাম, বাদে অউ দুইও টুকরা আতো লইয়া আমি পাড়র উপরে উঠলাম। 4 উঠিয়া হারলে মাবুদে হউ পয়লা দুইও পাথর টুকরার উপরে যেতা লেখিছলা, অতা হিরবার অউ দুইও টুকরার উপরে লেখিয়া আমারে দিলা, অউ লেখা আয়াত অইলো, শরিয়তর খাছ দশ হুকুম। আগে যেদিন তুমরা হকল তুর পাড়ো আইছলায়, হউ দিন মাবুদে জালাইল আগুনির মাজ থাকি তুমরারে অউ হুকুম-আহকাম বাতাইছলা। 5 বাদে আমি পাড় থাকি লামাত লামিয়া আইয়া আমার বানাইল হউ সন্দুকর ভিতরে দুইও খান পাথর থইলাম, যেলা মাবুদে হুকুম দিছলা। ইতা অখনও হনো আছে।"

6 (বনি ইছরাইলে বিরুত-বনি-ইয়াকান থাকি রওয়ানা অইয়া মুছেরাত গেলাগি। অউ জাগাত হারুন নবীর উফাত অওয়ায়, তানরে অনো দাফন করা অইলো। বাদে তান বদলা তান পুয়া আলি-আজর পরধান ইমাম অইলা। 7 বাদে বনি ইছরাইলর কাফেলা গুদগুদাত গেলাগি, হন থাকি জতবাতাত গেলা, ই জাগাত পানির ফুত আলা বউত খাল-নালা আছিল। 8 অউ সময় থাকি মাবুদে লেবি খান্দানরে পছন্দ করলা শাহাদত সন্দুক বইয়া নিবার লাগি, মাবুদর এবাদত-বন্দেগি করার নিয়তে তান ছামনে আজিরা দিবার লাগি, আর তান নামে মানষরে দোয়া দিবার লাগি। অউ ইমামতি কাম

তারা অখনও কররা। 9 অতার লাগি লেবি খান্দানর মানষে বনি ইছরাইলর
দুছরা খান্দান অকলর লাখান জমি-জমার কুনু বাট বা কুনু মিরাসদারি পাইলা
না। তুমরার মাবুদ আল্লার জবান মাফিক স্বয়ং মাবুদউ অইলা তারার মিরাস।)
10 ইজরত মুছায় তারারে কইলা, "আগর বারর লাখান ইবারও আমি
চাল্লিশ দিন চাল্লিশ রাইত তুর পাড়র উপরে আছলাম, ইবারও মাবুদে আমার
ফরিয়াদ কবুল করলা, তাইন তুমরারে বিনাশ করা বাদ দিলাইলা। 11 বাদে
মাবুদে আমারে কইলা, তুমি উঠো, উঠিয়া আগেদি আগুয়ানির লাগি অতা
মানষরে জুইত করিয়া তারার আগ অইয়া রওয়ানা দেও, আমি তারার ময়-
মুরব্বি অকলর গেছে যে দেশ দিবার লাগি কছম খাইয়া ওয়াদা করছি, তারা
হউ দেশো গিয়া ইতা দখল করউক।

আল্লার আশিক অইয়া তান হুকুম-আহকাম মানো

12 "ও বনি ইছরাইল, হুনো, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার গেছে কিতা
চাইন। তাইন চাইরা, তুমরা খালি তান ডর-খফ ভিতরে রাখো, তান পথে
চলো, তানরে মহব্বত করো, তুমরার আস্তা দিল-মন দিয়া তান এবাদত-
বন্দেগি করো। 13 আর তুমরার ভালাইর লাগি আইজ আমি তুমরারে মাবুদর
যে হুকুম-আহকাম আর শরিয়ত দিরাম, ইতা পুরাপুর আমল করো।
14 "জানো তো, আছমান আর আছমানি হক্কলতা, জমিন আর জমিনর
তামাম ছামানা তো তুমরার মাবুদ আল্লার। 15 তা-ও তুমরার ময়-মুরব্বির বায়
তান টান থাকায়, তাইন এরারে মহব্বত করতা। তারার বাদে তারার
আওলাদ অকলরে মানি, অখনকুর জমানার দুনিয়ার হকল জাতির মাজ
থাকি খালি তুমরারে পছন্দ করছইন। 16 এরলাগি তুমরার যারযির দিলর
মছলমানি করাও, গাড়তেড়া নাফরমান বনিয়া রইও না। 17 মনো রাখিও,
তুমরার মাবুদ আল্লা তো হকল দেব-দেবীর উপরে, মুনিব অকলর মুনিব,
তাইনউ মহান, বলবান আর ডর-খফ পয়দা কররা আল্লা। তাইন কুনু
পক্ষপাতি করইন না, ঘুষ খাইন না। 18 এতিম অকল আর ড়াড়ি বেটিন্তর বায়
হক ইনছাফ করইন, আর তুমরার লগে বসত কররা ভিন-দেশি অকলরে
খাওয়া-ফিন্দার হকলতা দিয়া তান মহব্বতর পরমান দেখাইন। 19 আগে তো
মিসর দেশো তুমরাও অলা ভিন-দেশি আছলায়, এরলাগি ভিন-দেশি
মানষরে তুমরা মায়া-মহব্বত করিও। 20 তুমরা নিজর মাবুদ আল্লারে ডরাইয়া
চলিও, তান এবাদত-বন্দেগি করিও, তানে আশিক বনিয়া রইও, আর খালি
তান নামে কছম খাইও। 21 তাইনউ তুমরার তারিফর খুটি, তাইনউ তুমরার
আল্লা। তুমরা নিজর চউখে যতো আচানক তাইজ্জুবি আর বেজুইতা কুদরতি
কাম দেখছো, ইতা হক্কলতা তো তুমরার লাগি তাইনউ করছইন। 22 তুমরার
যেতা ময়-মুরব্বি মিসর দেশো গেছলা, এরা আছলা মোট সত্তইর জন, আর
অখন তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে আছমানর তেরার লাখান করছইন,
যেতা গনিয়া ফুড়াইল যায় না।

11 "এরলাগি, ও বনি ইছরাইল, তুমরা নিজর মাবুদ আল্লারে মহব্বত
করিও, আর তান মর্জি যুগাইয়া চলিও, তান দেওয়া শরিয়ত, হকল
নিয়ম-কানুন, হুকুম-আহকাম হর-হামেশা মানিও। 2 তুমরা অখন
মনো রাখিও, ইতা আমি তুমরার হুরুতাইন্তরে না কইয়া খালি তুমরার গেছে
কইয়ার, তারা তো তুমরার মাবুদ আল্লার হেদায়ত দেখছে না, ইতা চিনেও
না। তুমরার গেছে তান আপন মহিমা, তান কুদরতি আতর বাহাদুরি, 3 আর
মিসরর বাদশা ফেরাউনর উপরে, তার আস্তা দেশর উপরে তাইন যতো
নমুনার কুদরতি লিলা-খেলা দেখাইছইন ইতা তো তারা দেখছে না। 4 তারা
মিসরর সিপাই দল, ইতার ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়িন আর ইতারে তাইন কিলা
নীল দরিয়াত বুড়াইয়া মারিয়া এক্কেরে বিনাশ করছইন, ইতাও তো দেখছে
না, 5 অউ জাগাত আইয়া তুমরা পৌছিবার আগে মরুভুমির মাজে তাইন
তুমরার উপরে যততা ঘটাইছইন, তুমরার হুরুতাইন্তে ইতাও দেখছে না।
6 তাইন রুবেন খান্দানর ইলিয়াবর পুয়া দাথন আর আবিরামরে যে সাজা
দিছইন মানি, দুনিয়ার মাটি ফাটিয়া আ করিয়া আস্তা বনি ইছরাইলর
মাজখান থাকি তারারে গিলিলিলো, তারার বউ-বাইচ্চাইন সুদ্দা আস্তা
পরিবার, তারার ঘর-দুয়ার, আর হেমান-জানুয়ার সহ হকল মাল-ছামানা
মাটির তলে হামাইগেল, ইতাও এরা দেখছে না। 7 অইলে তুমরা নিজর
চউখে মাবুদর হকল কুদরতি লিলা-খেলা দেখছো।

আল্লার হুকুম-আহকাম মানলে দেশর লাভ

8 "তে অখন আমি তুমরারে যেলা হুকুম দিরাম, তুমরা ইতা হক্কলতা
মানিও, তেউ জর্দান গাং পার অইয়া যে দেশ দখলর লাগি যাইরায়, তুমরা
বলআলা বনিয়া হনর দখলদারি পাইবায়। 9 মাবুদে তুমরার ময়-মুরব্বি
অকলরে আর তারার আওলাদ অকলরে যে দেশ দিবার লাগি কছম
খাইছলা, দুধ আর মউর ভান্ডার আলা হউ আরামর দেশো তুমরার হায়াতি
লাম্বা অইবো। 10 ই দেশখান তো হউ মিসর দেশর লাখান নায় যেখান থাকি
তুমরা বার অইয়া আইছো, মনো অর নি, হাগ-তরকারির খেতো যেলা পানি
দেইন, হউ দেশো বিচি বাইন দিয়া হারলে তুমরা পাওর নাওড়া দিয়া অলা
পানি হিচিতায়? 11 অইলে গাং পার অইয়া যে দেশ তুমরা দখল করাত
যাইরায়, ই দেশো পাড়িয়া তল জাগা আর পাড়-পর্বতে ভরা, ই জমিনে
আল্লার দেওয়া মেঘর পানি খায়। 12 তুমরার মাবুদ আল্লায় ই দেশর খিয়াল
রাখইন। বছরর পয়লা থাকি হেশ পর্যন্ত তান দয়ার নজর থাকে ই জমিনর
উপরে।
13 "তে আমি আইজ তুমরারে যেলা হুকুম দিয়ার, ইতা তুমরা খুব খিয়ালি
অইয়া মানিও, তুমরার মাবুদ আল্লারে মহব্বত করিও, আর পুরাপুর দিলে-
জানে তান এবাদত-বন্দেগি করিও। 14 তেউ মাবুদে জরুর মাফিক বছরর
পয়লা আর শেষেও রহমতি মেঘ দিয়া, তুমরার খেতর ফসল, আংগুরর রস,
জয়তুনর তেল হক্কলতা যুগান দিবা। 15 তুমরার পশুর পালর লাগি জমিনো
ঘাস দিবা, তুমরা তুষ্ট অইয়া খানি-পানি খাইবায়।

16 "তা-ও তুমরা হুশিয়ার রইও, আরনায় তুমরার মন কু-পথে যাইবোগি,
আর তুমরা বে-পথি বনিয়া দেব-দেবীর পুজা করবায়, ইতারে ভক্তি করবায়।
17 ইলা করলে তুমরার উপরে মাবুদর গুছার আগুইন গরম অইবো, তাইন
আছমানর রহমতি দুয়ার বন্দ করিলিবা, তেউ মেঘ-পানি বন্দ অইয়া জমিনো
আর ফসল ফলিতো নায়, আর মাবুদে তুমরারে যে দেশ দান কররা, হউ
আরামর দেশ থাকি তুমরারে জলদি করি ফুছিয়া ফালাইল অইবো।
18 এরলাগি তুমরার মনর মাজে, তুমরার দিলর ভিতরে আমার অউ হুকুম
খান গাথিয়া রাখিও, তুমরার দুইও আতো ইতা নিশানা হিসাবে বান্দিয়া
থইও, আর কপালর মাজেও লাগাইও। 19 তুমরার হুরুতাইন্তরেও ইতা
হক্কলতা তালিম দিও। তুমরা ঘরো রওয়ার সময়, পথে-ঘাটে আটিবার সময়,
হুতিবার সময় আর হুতনো থাকি উঠিয়া হারলে হামেশা অতা বেয়াপারে
বাতচিত করিও। 20 ইতা লেখিয়া তুমরার বাড়ির গেইটো আর দুয়ারর
চৌকাঠো লাগাইও। 21 ইতা মানলে মাবুদে তুমরার ময়-মুরব্বির গেছে যে দেশ
দিবার কছম খাইছলা, হউ দেশো তুমরা আর তুমরার আওলাদর হায়াতি
অতদিন রইবো, যতদিন ই দুনিয়ার উপরে আছমান রইবো।
22 "আইজ আমি তুমরারে যেতা হুকুম-আহকাম দিয়ার, তুমরা যুদি খুব
খিয়ালি অইয়া ইতা মানো, তুমরার মাবুদ আল্লারে মহব্বত করো, তান
বাতাইল পথে চলো আর তানে আশিক বনিয়া রও, 23 তে মাবুদে তুমরার
ছামনে থাকি হউ দেশর হকল জাতিরে বার করি দিবা, তেউ তুমরা নিজর
থাকি আরো বড় বড় আর বলআলা জাতিরে খেদাইয়া হনর দখলদারি
পাইবায়। 24 তুমরার পাওদি যেতা জাগার উপরে আটিবায়, ইতা হকল জাগা
তুমরার দখলো আইবো। দউকনর মরুভুমি থাকি লেবানন পর্যন্ত, ফোরাত
গাং থাকি পইচমর দরিয়া পর্যন্ত দখলদারি পাইবায়। 25 কুনু বেটা তুমরার
ছামনে উবানির তাক্কত অইতো নায়, তুমরা হউ দেশর যেখানো যাইবায়,
অখানর মানষেউ তুমরারে ডরাইবা, তারার ভিতরে কাপিবো, ইতা তুমরার
মাবুদ আল্লায় তান নিজর ওয়াদা মাফিকউ করাইবা।
26 "হুনো, আইজ আমি তুমরার ছামনে রহমত আর লানত দুইওতা
দেখাইলাম। 27 আমি অখন তুমরারে যেলা হুকুম দিলাম, তুমরার মাবুদ
আল্লার অউ হুকুম-আহকাম যুদি তুমরা মানো, তে তুমরা অউ রহমত
পাইবায়। 28 আর ইতা না মানিয়া তুমরা যুদি তুমরার মাবুদ আল্লার হুকুমর
উল্টা চলো, ই পথ থাকি হরিয়া কুনু দেব-দেবীর খরে খরে যাও, তে তুমরা
লানতি অইবায়।
29 "তুমরা যে দেশ দখল করার লাগি যাইরায়, তুমরার মাবুদ আল্লায় যেবলা
তুমরারে হউ দেশো নিয়া হারাইবা, হারাইয়া হারলে তুমরা অউ রহমতর কথা
গরিছিম পাড়র উপরে উঠিয়া এলান করবায়, আর অউ লানতর কথা এলান
করবায় ইবাল পাড়র উপরে উঠিয়া। 30 তুমরা তো চিনো, জর্দান গাং পার
অইয়া পথর পইচমেদি গিলগলর ধারো অউ দুইও পাড় আছে, আরাবা নামর
তল জাগার বাসিন্দা কেনানী অকলর দেশর মোরির এলন বনর কান্দার অউ
দুইও পাড় চিনো না নি? 31 মনো রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে
দেশর দখলদারি দিরা, জর্দান গাং পার অইয়া হউ দেশো হামাইয়া হারি তুমরা
যেবলা হনো বসত করবায়, 32 হউ সময় তুমরা অউ হুকুম-আহকাম আর
নিয়ম-কানুন খুব খিয়াল করিয়া আমল করিও, যেতা অখন তুমরারে কইলাম।

খাছ এবাদত খানা বানানি

12 "ও বনি ইছরাইল, তুমরার ময়-মুরব্বির মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে
দেশর দখলদারি দিছইন, হউ দেশো গিয়া আমার বাতাইল অউ
হুকুম-আহকাম আর নিয়ম-কানুন হর-হামেশা মানিয়া চলিও। 2 হনর
যতো জাতিরে খেদাইয়া হারি তুমরা দখলদারি পাইরায়, তারার হুরু-বড়
হকল পাড়-পর্বতর উপরে, ডালপালা মেলাইল তরতাজা হকল গাছর তলে
তারা যেতা দেব-দেবীর পুজা করইন, তুমরা ইতা দেব-দেবীর আস্তানা
ভাংগিয়া এক্কেবারে চুরমার করিলাইও। 3 তারার হকল বলি খানা
ভাংগিলিও, পুজার পাথর অকল চুরমার করিও, আশেরা-দেবীর নিশানা খুটি
অকল আগুইনদি জালাইলিও, তারার বানাইল মুর্তি অকল ভাংগিলিও,
ইতার নাম হি জমিন থাকি পুরাপুর ফুছিয়া ফালাইও।
4 "আর তারার দেব-দেবীর পুজার নমুনায় তুমরার মাবুদ আল্লার এবাদত-
বন্দেগি করিও না। 5 অইলে তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে দিদার-দরশন
দিবার খিয়ালে, তান নিজর বসত খানা হিসাবে, তুমরার হকল খান্দানরে
দেওয়া জাগা থাকি, তাইন যে জাগারে পছন্দ করবা, তুমরা তান এবাদতির
লাগি হউ জাগাত আজির অইও। 6 তুমরা যারযির জালাইল কুরবানি, হকল
জাতর পশু কুরবানি, হকল রুজি-রুজগারর দশ বাটর এক বাট, লিল্লা-ছদগা,
মান্নতর কুরবানি, দান-খয়রাত আর তুমরার পশুর পয়লা বাইচ্চারে অউ
জাগাত আনিও। 7 অখানো তুমরার পরিবারর হকলরে লইয়া, তুমরার মাবুদ
আল্লার ছামনে খানা-পিনা করিও, আর তান রহম-বরকত পাওয়া হকল
লাখান কামাই-রুজগারর লাগি খুশি-বাসি করিও।
8 "আর অখন আমরা যেলা যেমনে খুশি অমনেউ চলরাম, হনো গিয়া
হারলে তুমরা ইলা করিও না। 9 তুমরা সুখ-শান্তিয়ে বসত করার লাগি তুমরার
মাবুদ আল্লায় যে জাগার দখলদারি দিরা, তুমরা তো অখনও হিনো গেছো
না। 10 তা-ও তুমরা যেবলা জর্দান গাং পার অইয়া, তুমরার মাবুদ আল্লার
দেওয়া দেশো গিয়া বসতি করবায়, হউ সময় মাবুদে তুমরার চাইরো গালার
দুশমনর আত থাকি শান্তি দিয়া হারলে, 11 তাইন নিজর বায়তুল্লা শরিফ
হিসাবে যে জাগারে পছন্দ করবা, হউ জাগাত তুমরা আমার বাতাইল
হকলতা লইয়া আজির অইও। তুমরার জালাইল কুরবানি, হকল জাতর
কুরবানির পশু, হকল রুজি-রুজগারর দশ বাটর এক বাট, লিল্লা-ছদগা, দান-
খয়রাত আর হকল নমুনার মান্নতর কুরবানি লইয়া অনো আইও। 12 আইয়া
তুমরার মাবুদ আল্লার ছামনে তুমরা নিজে, তুমরার পুয়া-পুড়িন, তুমরার
বান্দি-গুলাম, তুমরার গাউ আর টাউনর লেবি খান্দানর মানুষ অকল, যেরা
তুমরার লাখান কুনু জাগা-জমি পাইছে না, তুমরা হকলে মিলিয়া খুশি-বাসি

করিও। 13 আর খুব হুশিয়ার রইও, তুমরা নিজর পছন্দ মত যেছা জাগাত
জালাইল কুরবানি দিও না। 14 বরং তুমরার খান্দান অকলরে দেওয়া জমিন
থাকি তাইন যে খান্দানর জাগা পছন্দ করবা, খালি হউ জাগাত জালাইল
কুরবানি আদায় করিও, আর হউ জাগার লাগি আমার বাতাইল হকল কাম-
কাজ করিও।
15 "তা-ও তুমরার মনর শখ অইলে পাক-নাপাক হালতেও হকলেউ যেকুনু
জাতর জংলি অরিনর গোস্ত খাওয়া যেলা জাইজ আছে, অলা তুমরার মাবুদ
আল্লার রহম-বরকতে পাওয়া পশুরে জবো করিয়া, তুমরার এলাকার গাউ বা
টাউনো খাইতায় পারবায়। 16 খালি তুমরা কুনু লউ খাইও না, লউরে পানির
নমুনায় মাটিত ঢালি দিবায়।
17 "তুমরার হকল জাতর ফয়-ফসলর, আংগুরর শরবতর আর তেলর দশ
বাটর এক বাট, তুমরার গরু-ছাগলর পয়লা বাইচ্চা, তুমরার মান্নতর হকলতা,
তুমরার লিল্লা-ছদগা, দান-খয়রাত, ইতা কুন্তাউ তুমরার বসতি এলাকার কুনু
গাউত বা টাউনো খাইও না। 18 ইতা খালি তুমরার মাবুদ আল্লার পছন্দ করা
জাগাত নিয়া তান ছামনে খাইও। তুমরা নিজে, তুমরার পুয়া-পুড়িন, তুমরার
গুলাম-বান্দি, আর তুমরার গাউ বা টাউনর লেবি খান্দানর মানষে খাইবা।
তুমরার হকল নমুনার কাম-কাজর মাজে নিজর মাবুদ আল্লার ছামনে খুশি-
বাসি করিও। 19 তা-ও তুমরার দেশো যতদিন বসত করবায়, অতদিন লেবি
খান্দানর মানষর উপরে খিয়াল-নজর রাখিও।
20 "তুমরার মাবুদ আল্লায় তান ওয়াদা মাফিক তুমরার দেশর সীমানা
বাড়াইয়া হারলে, তুমরা যেবলা গোস্ত খাইবার নিয়তে কইবায়, গোস্ত
খাইতাম মনে চার, হউ সময় তুমরার মনর শখ মিটাইয়া গোস্ত খাইও।
21 তুমরার মাবুদ আল্লায় বায়তুল্লা শরিফ হিসাবে যে জাগা পছন্দ করবা, হি
জাগা যুদি তুমরার বসত খানা থাকি বাক্কা দুরই অয়, তে তুমরা আমার
বাতাইল হুকুম মাফিক তুমরার মাবুদর দেওয়া গরু-ছাগলর পাল থাকি পশু
নিয়া জবো করিও, আর যারযির গাউ বা টাউনো নিজর খুশিয়ে গোস্ত
খাইও। 22 শিকারর জংলি অরিনর গোস্তর লাখান তুমরা ইতা খাইও, পাক-
নাপাক হালতে হকলেউ খাইও। 23 অইলে হুশিয়ার রইও, লউ খাইও না,
লউ অইলোগি জান, তুমরা গোস্তর লগে জান খাইও না। 24 তুমরা
কুনুমন্তেউ লউ খাইও না, ইতারে পানির নমুনায় মাটিত ঢালি দিও। 25 তুমরা
লউ খাইও না, মাবুদর নজরো যেকটা সঠিক, অকটা আমল করলে তুমরা
আর তুমরার ভবিষ্যত আওলাদ অকলর ভালাই অইবো।
26 "মাবুদর পছন্দ করা জাগাত তুমরার পাক-পবিত্র জিনিস আর মান্নতর
জিনিস লইয়া যাইও। 27 তুমরার মাবুদ আল্লার কুরবানি খানার উপরে তুমরার
জালাইল কুরবানির গোস্ত আর লউ জালাইও। অইলে তুমরার অন্য হকল
কুরবানির লউ কুরবানি খানার মাজে ঢালিও আর ই কুরবানির গোস্ত তুমরা
খাইও। 28 তুমরা আর তুমরার ভবিষ্যত আওলাদ অকলর যাতে হর-হামেশা
আয়-উন্নতি অয়, অতরি লাগি তুমরা আমার বাতাইল অউ হুকুম খানাইন
যতন করি মানিও, ইলা চললে তুমরা আল্লা মাবুদর নজরো যেতা সঠিক আর
ভালা, অটাউ তুমরা করবায়।
29 "তুমরা যতো জাতিরে বে-দখল করবায়, তারারে তুমরার মাবুদ আল্লায়
তুমরার ছামন থাকি খেদাইয়া হারলে, তুমরা যেবলা হউ দেশর দখলদারি
পাইয়া হনো বসত করবায়, 30 হউ সময় তুমরা হুশিয়ার রইও, আরনায়
তুমরাও তারার ফান্দো পড়িয়া তারার দেবতার ভজনা করিয়া যুদি কও, অতা
মানষে যেলা তারার দেব-দেবীর পুজা করইন, আমরাও অলা তারার লাখান
পুজা করতাম। 31 খবরদার! তুমরার মাবুদ আল্লার এবাদত-বন্দেগি তারার
পুজার নমুনায় করিও না। তারা তো যারযির দেব-দেবীর নামে মাবুদর
নাপছন্দর হকল নমুনার আকাম-কুকাম করে, এমনকি তারার দেব-দেবীর
নামে নিজর পুয়া-পুড়িনরে আগুনিত জালাইয়া বলি দিলায়।
32 "তে আমি তুমরারে যেতা হুকুম-আহকাম জানাইলাম, তুমরা খালি
অতাউ মানিও। ইতার লগে দুছরা কুন্তা বাড়াইও না, আর কুন্তা বাদও দিও
না।

ভন্ড পীর-দরবেশ আর মুর্তি পুজাকারীর বিচার

13 "অখন তুমরার মাজর কুনু পীর-দরবেশে বা ইস্তেখারা কররায় কুন্তা
ঘটিবো কইয়া যুদি আগাম খবর জানায়, আর কুনু কেরামতির কথা
কয়, 2 কওয়ার বাদে হাছাউ যুদি অলা ফলি যায়, আর অউ জনেউ
কুনু দেব-দেবীর কথা হুনাইয়া তুমরারে কয়, চলো, আমরা গিয়া হউ দেবতার
পুজা করি, 3 তে তুমরা অউ পীর-দরবেশ বা ইস্তেখারা কররার কথা মানিও
না। মনো রাখিও, তুমরা জানে-পরানে তুমরার মাবুদ আল্লারে মহব্বত
কররায় কি না, অউখান যাচাই করার লাগি তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে
পরিক্ষা করইন। 4 তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার হুকুম মাফিক চলিও, খালি
তানরেউ ডরাইও, তান হুকুম-আহকাম মানিও, তান কালাম হুনিয়া আমল
করিও, তান এবাদত-বন্দেগি করিও, আর তান আশিক বনিয়া রইও।
5 এরলাগি হউ ভন্ড পীর-দরবেশ বা ইস্তেখারা কররারে জানে মারি লাইও।
মনো রাখিও, তুমরার যে আল্লা মাবুদে তুমরারে মিসর দেশ থাকি বার করিয়া
আনছইন, গুলামি থাকি তুমরারে আজাদ করছইন, অউ ভন্ডয় তো তুমরারে
হউ মাবুদর বিরুদ্ধে নাফরমানির লাগি টানের, তুমরার মাবুদ আল্লার বাতাইল
পথ থাকি বে-পথি বানাইতো চার। এরলাগি তুমরার মাজ থাকি অউ
খারাপিরে বিনাশ করিলাইবায়।
6 "অখন তুমরার আপন ভাই, তুমরার নিজর পুয়া বা পুড়ি, তুমরার জানর
টুকরা বউ, বা তুমরার মায়ার বন্ধু আইয়া যুদি নিরালায় কয়, চলো, আমরা
গিয়া দেব-দেবীর ভজনা করি। ইতা দেবতাইন তুমার বা তুমার বাফ-দাদার
অচিনা, 7 তুমার আশ-পাশ এলাকার বা দুরইর দেশর কুনু দেবতা অউক,
দুনিয়ার এক সীমানা থাকি আরেক সীমানার যেকুনু জাতির যেকুনু দেবতা
অউক, 8 হে যুদি তুমারে হনো নিতো চায়, তে তুমি যাইও না, তার কথা
হুনিও না, তারে দয়া দেখাইও না, তার জান বাচাইও না, আর লুকানির
জাগা দিও না। 9 তারে নিশ্চিত জানে মারিলাইও। জানে মারি লাওয়ার লাগি
পয়লা তুমার নিজর আতদি শুরু করো, বাদে হকলে আইয়া শরিক অইবা।
10 অগুরে পাত্তরদি ইটাইয়া জানে মারিলিও, হে তো তুমারে হউ আল্লা
মাবুদর এবাদতি থাকি হরাইয়া কু-পথে নিতো চার, যেইন তুমারে মিসর দেশর
গুলামি থাকি আজাদ করিয়া আনছইন। 11 অগুরে মারি লাওয়ার খবর
হুনিয়া হকল বনি ইছরাইলে ডরাইবা, এরবাদে ইলা নাফরমানি করার সাওস
আর কেউরর অইতো নায়।
12 "তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার বসত খানার লাগি যে গাউ আর টাউন
অকল দান কররা, ইতা কুনু জাগার বেয়াপারে তুমরা যুদি হুনো, 13 হনর বনি
ইছরাইলর মাজর কুনু নফরিমানর দল বার অইয়া, হউ জাগার মানষরে বে-
পথে নিবার লাগি কয়, চলো, আমরা গিয়া নয়া নয়া দেব-দেবীর পুজা করি।
14 তে তুমরা খুব ভালামন্তে খুজ-খবর লইও আর তদন্ত করিও। তদন্ত করিয়া
যুদি ইতা জঘন্য কামর পরমান মিলে, 15 তে হনর হকল বাসিন্দারে জানে
মারিলিও। হউ গাউ বা টাউনর হকল মানুষ আর পশু-পংকিরে তলোয়ারদি
কাটিলিও। 16 হিন থাকি আনা হকল মাল-ছামানা বন্দর মাজে নিয়া
জালাইলিও। হউ আস্তা গাউরে বা টাউনরেও জালাইল কুরবানির লাখান
জালাইয়া ছালি করিও। হউ জাগারে চিরকালর লাগি বিনাশ করিও, কেউ
যানু কুনুদিন হিনো কুন্তা বানাইতো না পারে। 17 মাবুদর বেজুইতা গুছা থাকি
রেহাই পাওয়ার লাগি, হনর কুনু মাল-ছামানা যানু তুমরার গেছে না রয়, ইতা
তো লান্নতি মাল। তেউ মাবুদে তুমরারে রহম-বরকত, আর দয়া-মায়া করবা,
তুমরার বাফ-দাদার লগর ওয়াদা মাফিক তাইন তুমরার আওলাদ-ওয়ারিশ
বাড়াইবা। 18 খালি আইজ আমি তুমরারে যেতা হুকুম-আহকাম জানাইয়ার,
অতা হকলতা মানিও, আল্লা মাবুদর খুশি মাফিক চলিয়া তুমরার জিন্দেগি
কাটাইও।

হালাল হারাম খানি

14 "তুমরা তো তুমরার মাবুদ আল্লার খাছ প্রজা। এরলাগি তুমরা কুনু
মুর্দার লাগি কান্দা-কাটি বা আহাজারি করাত গিয়া, নিজর শরিলরে
কাটা-চিরা করিও না, আর মাথার ছামনর গালার চুল কামাইও না।
2 মনো রাখিও, তুমরা অইলায় নিজর মাবুদ আল্লার খাছ পবিত্র জাতি।
দুনিয়ার হকল জাতির মাজ থাকি, মাবুদে তান খাছ প্রজা আর তান নিজর
সম্পদ হিসাবে তুমরারে আলগ করছইন।
3 "তে কুনুজাত নফরতি খানি তুমরা খাইও না। 4 অউ লাখান পশুর গোস্ত
খাইতায় পারবায়: গরু, মেড়া, ছাগল, ইতা তো হালাল। 5 আর অরিন, মায়া-
অরিন, চিতরা-অরিন, জংলি ছাগল, লাম্বা হিংগি রাম-ছাগল, পিছনে ধলা
অরিন আর পাড়িয়া মেড়া খাইও। 6 যেতা পশুর খুরা পুরাপুর দুই অংশ
লাখান চিরা, আর যেতা পশুইন্তে খানিরে পাজাইন, ইতার গোস্ত জাইজ।
7 অইলে যেতা পশুর খালি খুরা চিরা, বা যেতা পশুইন্তে খালি খানিরে
পাজাইন, অতা পশুর গোস্ত তুমরা খাইও না। তে তুমরা উট, খরগুশ বা
শাফন-উন্দুরর গোস্ত খাইও না, ইতায় খানিরে পাজাইন অইলে ইতার খুরা
চিরা নায়, এরলাগি হারাম। 8 আর শুয়রর গোস্তও হারাম, ইতার খুরা চিরা
অইলেও ইতায় খানিরে পাজাইন না। ইতা পশু অকলর মরা লাশ ধরা-
ছোয়াও নাজাইজ।
9 "পানির মাজে বসত কররা যেতা জানদারর ফইর আর ডাখনা আছে,
ইতা তুমরার লাগি হালাল। 10 অইলে যেতার ফইর আর ডাখনা নাই, ইতা
নাজাইজ। ইতা তুমরার লাগি হারাম।
11 "হকল জাতর পাক-পবিত্র পাখি তুমরার লাগি হালাল। 12 অইলে বড়
চিল, হকুন, হাফ-খাউরি, 13 হকল জাতর চিল, 14 হকল জাত কাউয়া,
15 উটপাখি, নিম পাখি, গাংচিল, হকল নমুনার বাজ পাখি, 16 হকল জাত
পেচা, হকল জাতর কুড়া, 17 ছলা-কাক, বলুয়া পাখি, পানি-খাউরি, 18 হকল
জাতর জাটিয়া, হকল জাতর বগলা, মন-চুরা পাখি আর বাদুর তুমরার লাগি
হারাম।
19 "আর ডাখনা আলা হকল জাতর পুক-জুক, যেতায় ঠেং দিয়া আটইন,
ইতা তুমরার লাগি হারাম, ইতা তো নাপাক। 20 অইলে ডাখনা আলা হকল
জাতর পাক-পবিত্র ফরিং তুমরার লাগি হালাল।
21 "তুমরা অইলায় তো তুমরার মাবুদর নামে একটা পাক-পবিত্র জাতি,
এরলাগি অমনে অমনে মরি যাওয়া কুনু জীব-জানুয়ারর গোস্ত তুমরা খাইও
না, ইতা তুমরার লাগি হারাম। অইলে তুমরার গাউত বা টাউনো বসত কররা
দুছরা যেকুনু জাতির মানষরে ইতা খাবাইতায় পারবায়, ভিন জাতির গেছে
বেচতায়ও পারবায়।
"আর হুনো, তুমরা বকরির বাইচ্চারে তার মা'র দুধ দিয়া রান্দিও না।

যকাত দিবার নিয়ম-কানুন

22 "পরতেক বছর তুমরার জমিনো যেতা ফয়-ফসল পাও, ইতার দশ বাটর
এক বাট আতরা করি থইও। 23 আর তুমরার মাবুদে তান বায়তুল্লা শরিফ
হিসাবে যে জাগারে পছন্দ করবা, হউ জাগাত অতা লইয়া আইও। তুমরার
খেতর ফসল, আংগুরর শরবত, জয়তুনর তেলর দশ বাটর এক বাট
আনিও। ইতা ফসলর লগে তুমরার পালা গরু-ছাগলর পয়লা বাইচ্চারে
জবো করিয়া হক্কলতা মাবুদর ছামনে খাইও, অউ লাখান তুমরা হামেশা
নিজর মাবুদ আল্লারে ডরাইয়া চলা হিকিও। 24 অইলে তুমরার মাবুদ আল্লার
পছন্দ করা জাগা যুদি বাক্কা দুরই অয়, আর মাবুদর রহম-বরকতে পাওয়া অউ
ছামানা লইয়া হিনো যাইতায় না পারো, 25 তে অউ ছামানা বেচিয়া ইতার
টেকা লইয়া তুমরার মাবুদ আল্লার পছন্দ করা হউ জাগাত যাইও। 26 গিয়া
অউ টেকাদি তুমরার খুশি মাফিক গরু-ছাগল, আংগুরর শরবত, তাড়ি, বা
তুমরার পছন্দর যেকুনুতা কিনিলাইও। বাদে পরিবারর হকলরে লইয়া ইতা
খানি-দানি খাইয়া হারি, আল্লা মাবুদর ছামনে খুশি-বাসি করিও। 27 অউ সময়

তুমরার গাউ বা টাউনো বসত্ করররা লেবি খান্দানর মানষরে ফাউরিও না। কারন তুমরার তো জাগা-জমিন আছে, অইলে তারার ইতা কুন্তা নাই।
28 “পরতেক্ তিন বছর বাদে বাদে তুমরার খেতর ফসলর দশ বাটর এক বাট আনিয়া টাউনো দলা করিও। 29 তেউ লেবি খান্দানর মানষে, যেরা জাগা-জমিন বা ধন-ছামানার বাট পাইছে না এরা, আর বিদেশি মুছাফির অকলে, এতিম অকলে, ড়াড়ি বেটিন্তে ইতা পেট ভরিয়া খাইবা। আর তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার হকল কামর মাজে রহম-বরকত দিবা।

আওলাত মাফ করার হুকুম

15 “তুমরার হকল জাতর পাওনা পরতেক সাত বরছ বাদে বাদে মাফ করি দিও। 2 ইতা অউ লাখান মাফি দিও, বনি ইছরাইলর মাজে পরতেকে একে-অইন্যর পাওনারে মাফি দিও। মাবুদে হুকুম দিছইন পাওনা মাফি দিবার লাগি, এরলাগি আর কুনু পাওনা দাবি করিও না। 3 ভিন জাতির মানষর গেছর পাওনা দাবি বওয়াল থাকতো পারে, অইলে নিজর জাতির ভাইর গেছে হকল জাতর পাওনা মাফ করি দিও। 4 আসলে তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর দখলদারি দিরা, হউ জমিনো তাইন নিচ্চিত তুমরারে রহম-বরকত দিবা, এরলাগি তুমরার মাজে কেউ গরিব রওয়ার কথা নায়। 5 তাইন তো ইলা রহম-বরকত দিবা তুমরা মাবুদ আল্লারে খুশি করার খিয়ালে আইজ আমার বাতাইল ইতা হুকুম অকল খালি তুমরা যুদি পুরাপুর মানিয়া চলো। 6 তুমরার মাবুদ আল্লায় তান ওয়াদা মাফিক যে সময় রহম-বরকত দিবা, অউ সময় তুমরা বউত জাতিরে আওলাত দিবায়, অইলে তুমরার আওলাত করার কুনু দরকার অইতো নায়। আর তুমরা হকল জাতির উপরে রাজত্ব করবায়, অইলে তুমরার উপরে কেউ রাজত্ব করতো নায়।
7 “তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশ দিরা, হউ দেশর কুনুখানো তুমরার ভাইয়াইন্তর মাজে কেউ যুদি গরিব অয়, তে তার বায় তুমরার দিল পাষান করিও না, তার লাগি তুমরার আত মুইট করিয়া রাখিও না। 8 আত খুলা রাখিয়া তার জরুর বুজিয়া আওলাত দিও। 9 হুশিয়ার রইও, সাত নম্বর বছর মানি, আওলাত মাফির বছর কান্দাত আইচ্চে দেখিয়া মনর কু-মতলবে তুমরার অভাবি ভাইরে খালি আতে ফিরাই দিও না, আরনায় হে মাবুদর দরবারো ফরিয়াদ করলে তুমরা গুনার ভাগি অইবায়। 10 মনর মাজে কুনুজাত বেজারি না আনিয়া তারে দিও, তেউ তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার হকল কামো রহম-বরকত দিবা, তুমরা যে কামো আত দিবায়, অউ কামোউ রহম-বরকত পাইবায়। 11 দেশর মাজে তো হর-হামেশা গরিব মানুষ রইবা, এরলাগি আমি তুমরারে অউ হুকুম দিরাম, তুমরার ভাইয়াইন্তর বায়, দেশর গরিব-দুখি, অভাবি মানষর বায় নিজর আত খুলা রাখিও।

গুলাম-বান্দিরে আজাদ করার হুকুম

12 “তুমরার সমাজর কুনু ইবরানি বেটা বা বেটিয়ে যুদি নিজরে তুমরার গেছে বেচি লায়, তে ছয় বরছ কাম করানির বাদে সাত নম্বর বরছ আরম্ভ অওয়ার কালো তারে আজাদ করি দিও। 13 আজাদ করবার কালো তারে খালি আতে বিদায় দিও না। 14 তুমরা তারে খুলা আতে তুমরার পালো থাকি মেড়া-ছাগল, খেত-খামার থাকি ফসল আর আংগুর মাড়ার জাগা থাকি আংগুরর শরবত দিও। তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যেলা রহম-বরকত দিছইন, তুমরাও তারে অলা করিও। 15 মনো রাখিও, তুমরাও আগে মিসর দেশো গুলাম আছুলায়, আর তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে আজাদ করছইন। এরলাগিউ আইজ আমি তুমরারে অলা হুকুম দিরাম।
16 “অইলে হউ গুলামে তুমরার গেছে সুখ পাইয়া, তুমরার পরিবারর মানষরে ভালা পাওয়ায় যুদি কয়, তুমরার গেছ থাকি যাইতো নায়, 17 তে তুমরা তার কানর লতিরে দুয়ারর কপাটো লাগাইয়া শিক দিয়া ফুড় করি দিবায়, তেউ হে জিন্দেগিভর তুমরার গুলামিত রইবো। ই হুকুম গুলাম বা বান্দির লাগি এক হ্মান। 18 গুলাম বা বান্দিরে আজাদ করি দিতে তুমরার মনো কষ্ট আনা ঠিক নায়, হে তো ছয় বরছ ধরি বেতনদারি কামলার চাইতেও ডাবল কাম করছে। অখন তারে আজাদ করলে তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার হকল কামো রহম-বরকত দিবা।

পশুর পয়লা মেদা বাইচ্চা কুরবানির নিয়ম

19 “তুমরার গরু-ছাগলর পরতেক পয়লা মেদা বাইচ্চারে তুমরার মাবুদ আল্লার নামে আলগাইয়া থইও। গরুর পয়লা বাইচ্চাদি কাম-কাজ করাইও না, মেড়া-ছাগলর পয়লা বাইচ্চার রুমা কাটিও না। 20 ইতারে তুমরার মাবুদ আল্লার পছন্দ করা জাগাত নিয়া, পরিবারর হকলরে লইয়া তানি ছামনে পরতেক বছর অতার গোস্ত খাইও। 21 অইলে ইতার মাজে যুদি কুনু লাখান খুত থাকে, ইতা লেংড়া, আন্দা বা আরো কুনু জাতর খুত থাকে, তে ইগুরেউ তুমরার মাবুদ আল্লার নামে কুরবানি দিও না, 22 অইলে ইতা খুতআলা পশু তুমরার নিজর এলাকাত জবো করি খাইতায় পারবায়। শিকারর অরিনর লাখান জবো করিয়া পাক-নাপাক হালতে যেকুনু জনে খাইতায় পারবায়। 23 খালি লউ খাইও না, লউরে পানির লাখান মাটিত ঢালি দিও।

আজাদি ইদর নিয়ম-কানুন

16 “ও বনি ইছরাইল, আবীব মাসর চান্দো তুমরা মাবুদ আল্লার নামে আজাদি ইদ আদায় করিও। কারন অউ চান্দর একদিন তুমরার মাবুদ আল্লায় রাইতকুর বালা মিসর দেশ থাকি তুমরারে বার করিয়া আনছইন। 2 তুমরার মাবুদ আল্লায় নিজর বায়তুল্লা শরিফ হিসাবে যে জাগারে পছন্দ করবা, অউ জাগাত তুমরা তান নামে গরু-ছাগলর পাল থাকি পশু নিয়া আজাদি ইদর কুরবানি দিও। 3 কুরবানির পশুর গোস্ত তুমরা খামির আলা নান রুটিদি খাইও না। মিসর দেশ থাকি তাড়া-উড়া করি যেমনে খামির ছাড়া হালতে বার অইয়া আইছলায়, অখন তুমরা মিসর দেশর দুখ-মছিবতর কথা ইয়াদ করার লাগি পুরা সাত দিন তুমরা অলা খামির ছাড়া রুটি খাইও। হউ দিনরে হারা জিন্দেগিভর মনো রাখার লাগি তুমরা অলা করিও। 4 অউ সাতো দিন তুমরার কুনু জাগাত যানু খামির আলা কুনুজাত খানি না মিলে। পয়লা দিন হাইঞ্জা বালা যে পশু কুরবানি দিবায়, ইতার গোস্ত যানু ফজরর সময় পর্যন্ত না রয়।
5 “তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে টাউন অকল দান করবা, ইতা কুনু টাউনর মাজে তুমরা আজাদি ইদর কুরবানি দিও না। 6 খালি বায়তুল্লা শরিফ হিসাবে তাইন যে জাগারে পছন্দ করবা, হউ জাগাত কুরবানি দিও। চান্দর যে তারিখো তুমরা মিসর দেশ থাকি বার অইয়া আইছলায়, পরতেক বছর অউ তারিখর হাইঞ্জা বালা তুমরা আজাদি ইদর পশু কুরবানি দিও। 7 তুমরার মাবুদ আল্লার পছন্দ করা জাগাত কুরবানির গোস্ত রান্দিয়া খাইও। বাদে বিয়ান অইলে যারযির ঘরো ফিরিয়া যাইও। 8 পুরা ছয় দিন তুমরা খামির ছাড়া রুটি খাইও, আর সাত নম্বর দিন তুমরা আল্লা মাবুদর নামে মিলন-মাহফিল করিও, অউ দিন কুনুজাত কাম-কাজ করিও না।

ফসল দাওয়ার ইদর নিয়ম-কানুন

9 “খেতর ফসল কাটাত পয়লা কাচি লাগানির দিন থাকি তুমরা সাত হাপ্তা গনা শুরু করিও। 10 বাদে তুমরার মাবুদ আল্লার রহম-বরকতে যত ফসল পাইছো, অতা থাকি নিজে খুশ অইয়া লিল্লা দিয়া তান নামে ফসল দাওয়ার ইদ আদায় করিও। 11 তুমরার মাবুদ আল্লায় বায়তুল্লা শরিফ হিসাবে যে জাগারে পছন্দ করবা, তুমরা হউ জাগাত তান ছামনে তুমরার পুয়া-পুড়িন, গুলাম-বান্দি, তুমরার লগে বসত করররা লেবি খান্দানর মানুষ, ভিন-দেশি অকল, এতিম হুরুতাইন আর ড়াড়ি বেটিন, হক্কলে মিলিয়া ইদর খুশি-বাসি করিও। 12 তুমরা মনো রাখিও, আগে তুমরা মিসর দেশো গুলাম আছলায়, তে খুব খিয়ালি অইয়া অউ নিয়ম-কানুন আদায় করিও।

ডেরা-ঘরর ইদর নিয়ম-কানুন

13 “তুমরার খেতর ফসল আর আংগুর মাড়ার জাগা থাকি হকলতা উগারো তুলিয়া হারলে, পুরা সাত দিন তুমরা ডেরা-ঘরর ইদ আদায় করিও। 14 ইদর কালো তুমরার পুয়া-পুড়িন, গুলাম-বান্দি, তুমরার লগে বসত করররা লেবি খান্দানর মানুষ, ভিন-দেশি মুছাফির, এতিম হুরুতাইন আর ড়াড়ি বেটিন হকলে মিলিয়া খুশি-বাসি করিও। 15 মাবুদর পছন্দ করা জাগাত গিয়া আল্লা মাবুদর নামে পুরা সাত দিন তুমরা অউ ইদ আদায় করিও। মাবুদে তো তুমরার হকল জাতর ফসলর মাজে, তুমরার হকল কাম-কাজো রহম-বরকত দিছইন, এরলাগি তুমরা হকলে খুশি-বাসি করবায়।
16 “তুমরার মাজর হকল বেটাইন্তে তুমরার মাবুদ আল্লার পছন্দ করা জাগাত গিয়া বছরো তিন বার, তান দিদারো আজির অইও, খামির ছাড়া রুটির ইদর কালো, ফসল দাওয়ার ইদর কালো আর ডেরা-ঘরর ইদর কালো আজির অইও। খিয়াল রাখিও, কেউ যানু খালি আতে মাবুদর ছামনে না আয়। 17 তুমরার মাবুদ আল্লায় যারে যে লাখান রহম-বরকত দিছইন, অউ হিসাবে নিজর তৌফিক মান পরতেক জনে মাবুদ আল্লার নামে লিল্লা দিলাউক্কা।

হাকিম-সালিশর দায়িত্ব

18 “তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যেতা গাউ আর টাউন অকল দান কররা, ইতা হকল টাউনো হকল খান্দান থাকি হাকিম-সালিশ আর অফিসার বওয়াল করিও। এরা হক বিচার-সালিশ করবা। 19 তুমরা না-হক বিচার করিও না, কেউরর মুখ চাইয়া মছলমানি করিও না। ঘুষ খইিও না, ঘুষে তো আখলদারর চউখরেও আন্দা বানাইলায়, আর পরেজগারর মুখর জবানও বদলাইলায়। 20 হকল নমুনায় যেটা সঠিক, তুমরা খালি অউ পথে চলিও। তেউ তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশ দান কররা, অতা দখল করিয়া লাম্বা হায়াতি পাইবায়।”

আল্লার নিষেধ করা পুজা-এবাদত

21 হজরত মুছায় আরো কইলা, “তুমরার মাবুদ আল্লার নামে তুমরা যে কুরবানি খানা বানাইবায়, এর কান্দা-কাছাত লাকড়িদি বানাইল আশেরা-দেবীর কুনু নিশানা খুটি থইও না। 22 পুজার নিয়তে পাথরর কুনু খুটি গাড়িও না, কারন তুমরার মাবুদ আল্লায় ইতারে ঘিন করইন।”

17 হজরত মুছায় আরো কইলা, “আর তুমরার মাবুদ আল্লার নামে ইলাখান কুনু গরু-ছাগলরে কুরবানি দিও না, যেতার গতরো খুত আছে, তাইন তো খুত আলা কুরবানিরে ঘিন করইন।
2 “তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে গাউ আর টাউন অকল দান করবা, অউ জাগাত যুদি ইলাখান কুনু বেটা বা বেটি মিলে, যেগুয়ে তুমরার মাবুদ আল্লার আপোস-চুক্তির উল্টা গিয়া তাইন যেতা কাম ঘিন করইন অতা কাম করে, 3 অগুয়ে যুদি আল্লা ছাড়া দুছরা কুনু দেব-দেবীর পুজা করে, চান্দ, সুরুজ, তেরার পুজা করে, 4 আর ইতা তুমরারে জানাইল অয়, তে তুমরা খুব সাবধানে তালাশ করিয়া দেখিও ইতা হাছা না মিছা। হাছা অইলে বনি ইছরাইলর ভিতরে ইলা লানতি কাম করায়, 5 হউ বেটা বা বেটিরে সাজা দিও। অগুরে ধরিয়া গাউ বা টাউনর পাইঞ্চাইতি বৈঠক খানাত আনিও, আনিয়া পাত্থর মারিয়া মারিলিও। 6 অইলে মরার জুকা অপরাধ পরমানর লাগি দুই বা তিন জনর সাক্ষি লাগবো, একলা এক জনর সাক্ষিয়ে মারা

যাইতো নায়। 7 তারে মারার বালা পয়লা সাক্ষি অকলে পাত্থর মারবা, বাদে হকল মানষে মারবা। অউ নমুনায় তুমরার সমাজর ভিতর থাকি অলাখান নাফরমানিরে খেদাইবায়।

কঠিন বিচার-সালিশর ফয়ছালা

8 "তুমরার গেছে যুদি ইলাখান কঠিন কুনু নালিশ আয়, যেতার বিচার করার খেমতা তুমরার আদালতর নাই, তে ইতা লইয়া আল্লা মাবুদর পছন্দ করা জাগাত যাইও। ধরিলাও, কুনু খুন-খারাপি, মারা-মারি, জবর-দখলদারির পরমান-তদন্তর বিচার-আচার। 9 গিয়া লেবি খান্দানর ইমাম অকল আর হউ আমলর পরধান হাকিম ছাবর দরবারো নালিশ হুনাইও, হুনাইলে তারা তুমরারে বিচারর রায় বাতাই দিবা। 10 আর মাবুদর পছন্দ করা জাগাত তারা যে রায় জানাইবা, অউ রায়র মর্ম বুজিয়া তুমরা কাম করবায়, তারা যেতা হিকাই দিবা, খুব খিয়াল করিয়া ইতা মানিও। 11 আল্লাই শরিয়তর হুকুমর বেয়াপারে তারা যেলা তালিম দিবা, তারা যেলাখান বিচারর রায় দিবা, অতার মর্ম বুজিয়া তুমরা কাম করিও, তারার কথা থাকি উন্নিশ-বিশ কিচ্ছু করিও না। 12 কুনু মানষে বেটাগিরি দেখাইয়া যুদি হউ হাকিমর রায় না মানে, বা আল্লা মাবুদর খাদিম অউ ইমাম ছাবর হুকুম না মানে, তে তারে নিচ্চিত জানে মারিলিও। বনি ইছরাইলর ভিতরে থাকি অউ নমুনায় নাফরমানি খেদাইও। 13 তেউ ইতা হুনিয়া হকল মানষে ডরাইবা, তারা আর বেটাগিরি দেখানির সাওস পাইতা নায়।

রাজা-বাদশার লাগি নিয়ম-কানুন

14 "তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর দখলদারি দিরা, হনো গিয়া বসত করিয়া হারলে তুমরা কইবায়, আও, আমরার আশ-পাশর জাতি অকলর লাখান আমরার নিজর জাতির লাগিও একজন বাদশা বানাই। 15 হউ সময় তুমরার মাবুদ আল্লায় যারে পছন্দ করবা, তারেউ তুমরার বাদশা বানাইও। হে যানু তুমরার নিজর জাতির ভাই অয়, কুনু ভিন জাতির মানষরে তুমরার বাদশা বানাইও না। 16 ই বাদশায় তার নিজর লাগি বউত ঘোড়া যানু না জমায়, ঘোড়া যুগানির নিয়তে হে যানু বনি ইছরাইলর মানষরে মিসর দেশো না পাঠায়। মনো রাখিও, মাবুদে আগে হুকুম দিছইন, তুমরা আর কুনুদিন হি পথেদি যাইও না। 17 ই বাদশায় যানু বউত বিয়া-শাদি না করে, আরিনায় তার দিল বে-পথে যাইবোগি। হে যানু নিজর লাগি বেশ করি সোনা-রুপা না জমায়।

18 "তারে রাজ-গদিত বওয়ানির কালো লেবি খান্দানর ইমাম ছাব অকলর গেছে যে তৌরাত কিতাব থাকবো, অউ কিতাবর আরো এক কপি লেখিয়া তার নিজর লাগি নিতে অইবো। 19 ইখান তার নিজর গেছে রইবো, তার দিলো আল্লা মাবুদর ডর-খফ রাখার লাগি অউ তৌরাত আর এর ভিতরর হকল হুকুম-আহকাম পুরাপুর মানিয়া চলার নিয়তে, হে জিন্দেগিভর অউ কিতাব তিলাওত করবো। 20 তেউ তার জাতির ভাইয়াইন থাকি নিজরে বড় মনো করতো নায়, হে তৌরাতর হুকুম-আহকামর উন্নিশ-বিশ করতো নায়। তেউ হে আর তার আওলাদ অকলর গদি স্থায়ী অইবো, তারা বউত দিন বনি ইছরাইলর উপরে বাদশাই করবা।

ইমাম ছাব আর লেবি খান্দানর ভরন-পোষন

18 "লেবি খান্দানর ইমাম অকলে আর আস্তা লেবি খান্দানর মানষে, বনি ইছরাইলর আরো খান্দানর লাখান কুনু জমি-মিরাস বা ধন-ছামানা পাইতা নায়। মাবুদর নামে দেওয়া হকল জাতর কুরবানির গোস্ত আর হকল লিল্লা-ছদগার বাটও তারা খাইবা। 2 তারা নিজর বনি ইছরাইলর জাতির ভাইয়াইন্তর লাখান কুনু জমি-মিরাস পাইতা নায়। স্বয়ং আল্লা মাবুদউ তারার মিরাস, তাইন নিজেও তারারে ই ওয়াদা দিছইন।

3 "মানষে যতো গরু-ছাগল কুরবানি দিবা, ইতার কান্দর গোস্ত, দুইও গাল আর পেটর ভিতরর হক্কলতা ইমাম ছাবরে দিবায়, ইতা তান পাওনী। 4 তুমরার খেতর পয়লা ফসল, বাগানর আংগুর থাকি বানাইল পয়লা শরবত আর জয়তুন থাকি বানাইল তেলর পয়লা অংশ, ছাগল-মেড়ার পয়লা বার কাটা রুমা ইমাম ছাবরে দিবায়। 5 জানো তো, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার হকল খান্দানর মাজ থাকি লেবি খান্দানরে পছন্দ করিয়া আলগ করছইন, যাতে তারা হর-হামেশা মাবুদর এবাদত-বন্দেগির কামো রইন।

6 "আর ইছরাইল দেশর যেকুনু টাউন থাকি লেবি খান্দানর কুনু আওলাদ যুদি মাবুদর আশিক বনিয়া মাবুদর পছন্দ করা জাগাত আয়, 7 তে হে-ও তার খান্দানর ভাইয়াইন্তর লাখান আল্লা মাবুদর দরবারো এবাদত-বন্দেগির কাম করবো। 8 বাকি ইমাম অকলর লাখান হে-ও তার খানা-পিনার বাট পাইবো, এরলগে তার মৌরসি ছামানা বেচার টেকা-পয়সাও পাইবো।

যাদু-মন্ত্র থাকি পবিত্র রওয়া

9 "তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশ দিরা, হউ দেশর বাসিন্দা অকলে যেলা জঘইন্য নাফরমানি করইন, তুমরা ইতা হিকিও না। 10 তুমরার মাজে যানু ইলা কুনু মানুষ না মিলে, যেগুয়ে তার নিজর আওলাদরে আগুনিত ফালাইয়া বলি দেয়, তাবজাতি মন্ত্র পড়ে, গনা-বাছা করে, যাদু-টুনা করে, 11 যেগুয়ে তন্ত্র-মন্ত্র চালায়, জিন-ভুত-পেরত সাধন করে আর মুর্দার রুহুদি আজিরাত করে। 12 ইতা নাফরমানি কাম যেগুয়ে করে, মাবুদে তারে ঘিন করইন। অতা কাম করায় মাবুদে হউ জাতি অকলরে, তুমরার ছামনে থাকি খেদাই দিরা। 13 এরলাগি তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার ছামনে নির্দুষি রইও।"

হজরত মুছা (আঃ) অর লাখান এক নবী

14 হজরত মুছায় আরো কইলা, "মনো রাখিও, তুমরা যেতা জাতি অকলরে খেদাইয়া দিরায়, ইতা তো যাদুগির আর গনক অকলর কথায় চলে, অইলে তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার লাগি ইতা নিষেধ করছইন। 15 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার সমাজ থাকি, তুমরার ভাইয়াইন্তর মাজ থাকি †, আমার লাখান একজন নবী পাঠাইবা, তুমরা হকল এন হুকুমে চলতে অইবো। 16 হউ তুর পাড়র ধারো তুমরা হকল যে দিন মাবুদর ছামনে আজির অইছলায়, হউ দিন তো তুমরা আল্লা মাবুদর গেছে মাংগিয়া কইছলায়, আমরা আর আল্লা মাবুদর মুখর আওয়াজ হুনতাম চাই না, তান নুরর আগুইনও আর দেখতাম চাই না, আরনায় আমরা মরিমু।

17 "তেউ মাবুদে আমারে কইলা, তারা ঠিক মাতউ মাতিছইন। 18 আমি তারার লাগি তারার নিজর ভাইয়াইন †† থাকি তুমার লাখান একজন নবী পাঠাইমু, এন মুখো আমার কালাম শরিফ দিমু, আর আমি এনরে যেতা যেতা হিকাই দিমু, এইন তুমরারে অতা জানাইবা। 19 আর আমার নাম লইয়া তাইন আমার কালাম অকল বাতাইবা, না-মানরা অকলরে আমি দায়ী করমু। 20 অইলে আমি যেতা কইছি না কুনু নবীয়ে যুদি বদ সাওস করি আমার নামে ইলা কুনু কালাম বাতায়, বা কুনু দেব-দেবীর নাম লইয়া ইলাখান মাত মাতে, তে হে মরতেউ অইবো।

21 "অখন কুনু বুলি হুনার বাদে তুমরার মনর মাজে চিন্তা আইতো পারে, ইখান মাবুদে বাতাইছইন কি না, কিলা বুজমু? 22 এরলাগি হুনো, মাবুদর নাম লইয়া কুনু নবীয়ে কুন্তা কওয়ার বাদে যুদি ইতা না ফলে, বা অলা না ঘটে, তে বুজিলিও ইখান মাবুদর কথা নায়। হউ নবীয়ে তার বদ সাওসে ইতা কইছে, ইলাখান জনরে তুমরা ডরাইও না।"

খুনি অকলর আশ্রয় টাউন

19 মুছা নবীয়ে তারারে আরো কইলা, "তুমরার মাবুদ আল্লায় যেতা দেশর দখলদারি দিরা, হনর বাসিন্দা অকলরে তাইন বিনাশ করিয়া হারলে, তুমরা যেবলা তারার বাড়ি-ঘর আর টাউনো হামাইয়া বসত করবায়, 2-3 হউ সময় তুমরার মাবুদ আল্লার দেওয়া অউ জমিনরে তিন বাটে বাটিও, আর একটা একটা করি মোট তিনটা টাউনরে পছন্দ করিয়া আলগ করিও, আর অতা টাউনো যাইবার লাগি রাস্তা জুইত-জাইত রাখিও। তেউ তুমরার মাজর কেউ যুদি অনিচ্ছায় কেউররে খুন করিলায়, তে অউ নমুনার খুনি বাগিয়া গিয়া হউ টাউনো বনবাসি অইয়া আশ্রয় লইবো।

4 "মনর মাজে কুনুজাত ইংসা-দুশমনি ছাড়া ইচ্ছা না করিয়া আত্থা যুদি একজনে আরক জনরে খুন করিলায়, তে জান বাচানির লাগি অউ খুনি বাগিয়া গিয়া তার কান্দা-কাছার বনবাসি টাউনো আশ্রয় লইবো। 5 মনো করো, একজন মানুষ দুছরা জনর লগ অইয়া জংগলো লাকড়ি কাটাত গেল, গিয়া কুড়ালদি গাছ কাটিবার বালা আত্থতাউ কুড়ালর আছাড়ি থাকি কুড়াল ছুটিয়া, দুছরা জনর গতরো লাগিয়া হে মরিগেল, অউ হালতে খুনি গিয়া তার কান্দা-কাছার আশ্রয় টাউনো জান বাচানির সুযোগ পাইবো। 6 আরনায় খুন অওয়া জনর আপন মানষে গুছা করিয়া বদলা লইবার নিয়তে অউ মানষরে ধরতো চাইবো, আর জান বাচানির আশ্রয় টাউন ধারো না রইলে তারে ধরিয়া মারিলতো পারে। আসলে তো হি বেটায় ইচ্ছা করিয়া খুন করছে না, হে সাজা পাইবার কথা নায়। 7 এরলাগি আমি তুমরারে হুকুম দিরাম, তুমরার লাগি তিনটা আশ্রয় টাউন আলগ করি রাখিও।

8 "তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার বাফ-দাদার লগে কছম মাফিক জাগা বাড়াইয়া যেবলা তুমরারে আস্তা দেশর মালিকানা দিবা, 9 অউ সময় তুমরা আরো তিনখান আশ্রয় টাউন আলগ করি রাখবায়। খালি আইজ আমি তুমরারে যেতা হুকুম দিছি তুমরা যুদি খুব খিয়ালি অইয়া ইতা মানিয়া চলো আর যুদি হর-হামেশা আল্লারে মহব্বত করো আর তান পথে চলো, তে তাইন নিচ্চয় তুমরারে আস্তা দেশর মালিকানা দিবাউ। 10 অউ আশ্রয় টাউন রাখার কারন অইলো, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর মালিকানা দিরা, হউ জমিনো যানু কুনু নি-অপরাধির লউ না পড়ে, আর তুমরা কুনুজাত খুনর দায়ী না অও।

11 "অইলে কেউ যুদি রাগ-গুছা, ইংসা করিয়া আরক জনরে খুন করার নিয়তে উত পাত্যিা রয়, বাদে হামলা করিয়া খুন করিলায়, আর অউ খুনি গিয়া কুনু আশ্রয় টাউনো হামাই যায়, 12 তে তার গাউ বা টাউনর মুরব্বি-সালিশ অকলে, মানুষ পাঠাইয়া তারে ধরাই আনিয়া, অগুরে কাতল করার লাগি খুন অওয়া জনর আপন মানষর আতো সপি দিবা। 13 অউ খুনিরে তুমরা কুনু দয়া-মায়া করিও না। তুমরা বনি ইছরাইলর মাজ থাকি নি-অপরাধিরে খুনর দায়-ভার ফুছিয়া ফালাইও, তেউ তুমরার ভালাই অইবো।

জমিনর সীমানা খুটি

14 "তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর দখলদারি দিরা, হউ দেশর জমিনর পুরান আমলো গাড়া আরিপরির কুনু সীমানা খুটি উন্নইশ-বিশ করিও না।

---

† *"তুমরার ভাইয়াইন্তর মাজ থাকি" মানি, খালি বনি ইছরাইল জাতি থাকি, অন্য আর কুনু জাতি থাকি নাই। ১৫:৭ আর ২৪:১৪ আয়াত দেখো।* †† *"তারার নিজর ভাইয়াইন।" মানি, বনি ইছরাইল জাতি। ১৮:১৫ আয়াতর নোট দেখো।*

বিচারর সাক্ষি পরমানর নিয়ম-কানুন

15 “কেউরর বেয়াপারে কুনুজাত গুনা বা অপরাধর নালিশ আইলে, তে
খালি একজনর সাক্ষি হুনিয়া রায় দিও না, দুই বা তিন জনর সাক্ষি পরমান
লইয়া বিচার-সালিশর রায় দিও।
16 “কুনু মানষে যুদি আরক জনর খেতি করার নিয়তে কুনু নালিশ দেয়,
17 তে অউ বাদি আর বিবাদি দুইও পক্ষ হউ আমলর হাকিম আর ইমাম ছাব
অকলর গেছে গিয়া মাবুদর ছামনে আজির অইবা। 18 বাদে সালিশ অকলে
খুব খিয়াল করিয়া ইতার তালাশ করবা, তাল্লাশি কালো যুদি ধরা পড়ে হে
তার আপন জাতির ভাইর বেয়াপারে মিছা নালিশ দিছে, 19 তে অউ নালিশ
দিয়া হে হউ জনর যেতা খেতি করতো চাইছিল, তুমরা অগুর অউলা খেতি
করিও। অউ নমুনায় তুমরা নিজর সমাজ থাকি নাফরমানিরে ফুছিয়া
ফালাইও। 20 ইতা হুনিয়া বাকি হকল বনি ইছরাইলে ডরাইবা, তেউ ইলা কাম
আর কেউ করতো নায়। 21 ইলা অপরাধিরে তুমরা কুনু লাখান দয়া-মায়া
করিও না, জানর বদলা জান, চউখর বদলা চউখ, দাঁতর বদলা দাত, আতর
বদলা আত, পাওর বদলা পাও আদায় করিও।

লাড়াই-যুদ্ধ করার নিয়ম-কানুন

20 “তুমরার দুশমনর লগে লাড়াই করাত গিয়া যুদি দেখো, তারার
ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, তারার সিপাই তুমরা থাকি বেশি, তে ডরাইও
না। জানো তো, তুমরার মাবুদ আল্লা, যেইন তুমরারে মিসর দেশ
থাকি বার করিয়া আনছইন, তাইন নিজে তুমরার লগে আছইন। 2 লাড়াইর
নিয়তে বারনির আগে ইমাম ছাবে আইয়া সিপাই অকলরে কইবা, 3 ও বনি
ইছরাইল, হুনো, তুমরা আইজ তুমরার দুশমনর লগে লাড়াই করাত যাইরায়,
অখন তুমরার মনরে কমজুর বানাইও না, ডরাইও না, ডরাইয়া নিরাশ অইও
না, দুশমনর ডরে কাপিও না। 4 দুশমনর লগে লাড়াইত জিতানির লাগি,
তুমরার মাবুদ আল্লা তো তুমরার লগে অইয়া যাইরা।
5 “বাদে তারার অফিস্যার অকল আইয়া সিপাই অকলরে জিকাইবা,
তুমরার মাজে ইলা কুনু সিপাই আছে নি, যেগুয়ে নয়া ঘর বানাইয়া হারি,
অউ ঘরো বসত করার লাগি দোয়ার অনুষ্ঠান বাকি রাখছে? তে তুমি নিজর
বাড়িত যাওগি, আরনায় লাড়াইত গিয়া মরিগেলে দুছরা মানুষ আইয়া অউ
অনুষ্ঠান করিলাইবো। 6 আর কুনু সিপাই আছে নি, যেগুয়ে আংগুরর বাগান
করিয়া পয়লাকুর ফল না খাইয়া লাড়াইত আইছে? তে তুমিও বাড়িত
যাওগি, আরনায় লাড়াইত গিয়া মরিগেলে দুছরা মানষে আইয়া তুমার
বাগানর ফল খাইলিবো। 7 আর তুমরা কেউরর আখত করিয়া হারি বাসর
রাইত বাকি রইছে নি? তে তুমিও বাড়িত যাওগি, আরনায় লাড়াইত গিয়া
মরিগেলে দুছরা বেটায় আইয়া অউ কইনারে বিয়া করিলিবো। 8 অউ
অফিসার অকলে আরো জিকাইবা, তুমরার মাজে ইলা কুনু সিপাই আছে নি,
যেগুর জানো ডর করের, মনে কাপের? তে তুমিও তুমার বাড়িত যাওগি,
আরনায় তুমারে দেখিয়া লগর সিপাই অকলও কমজুর অইযিবা। 9 অউ
নমুনায় অফিসার অকলর জিকানি শেষ অইলে, তারা সিপাই দল অকলর
উপরে কামান্ডার বওয়াল করবা।
10 “তুমরা কুনু গাউ বা টাউনর লগে লাড়াই করার নিয়তে যেবলা হউ
জাগার ধারো যাইবায়, গিয়া হনর মানষর গেছে খবরিয়া পাঠাইয়া কইও,
তারা যানু আপোসে তুমরার তাবেদারি মানিলাইন। 11 তারা যুদি রাজি অইয়া
টাউনো হামানির গেইট খুলিয়া দিলাইন, তে তারা হকল তুমরার রাইয়ত
বনিয়া খাজনা দিবা আর তুমরার গুলামি করবা। 12 আর রাজি না অইয়া
লাড়াই করতো চাইলে, তুমরা অউ টাউনরে বেরিয়া রাখিও। 13 বাদে তুমরার
মাবুদ আল্লায় হউ জাগারে তুমরার আতো সপিয়া হারলে, তুমরা হকল
বেটাইন্তরে কাতল করিও। 14 অইলে হনর বেটি মানুষ, হুরুতাইন, পশুর পাল
আর হউ জাগার হুকলতা গনিমতর মাল হিসাবে তুমরা নিতায় পারবায়।
দুশমনর জমিন থাকি গনিমতর মাল হিসাবে তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে
যততা দান করবা, ইতা তুমরা ভোগ-দখল করতায় পারবায়। 15 যেতা টাউন
অকল তুমরার দেশ থাকি বাক্কা দুরই আর তুমরার কান্দা-কাছার জাতি
অকলর টাউন নায়, অতা টাউনর মানষর লগে অউ লাখান বেবহার করিও।
16 “অইলে তুমরার কান্দা-কাছার যেতা জাতি অকলরে তুমরার মাবুদ
আল্লায় তুমরার আতো দিরা, ইতা কুনুগুরেউ জিন্দা রাখিও না। 17 তুমরা
নিজর মাবুদ আল্লার হুকুম মাফিক, হিট্টী, আমোরী, কেনানী, ফারিজী, হিব্বী
আর যিবুজী অকলরে পুরাপুর নিপাত করবায়। 18 আরনায় তারা নিজর
দেব-দেবীরে পুজা করার বালা যতো জঘইন্য নাফরমানি করইন, তারার অতা
তুমরাও হিকিবায়, হিকিয়া নিজর মাবুদ আল্লার দরবারো গুনার কাম করবায়।
19 “কুনু গাউ বা টাউনর লগে লাড়াইত গিয়া তুমরা যেবলা বউত লাম্বা
সময় ধরি বেরিয়া রাখো, অউ সময় হনর ফলদার কুনুজাত গাছ-পালা
কুড়ালদি কাটিও না। তুমরা ইতার ফল খাইও, অইলে গাছ কাটিও না। গাছ-
গাছালি তো তুমরার দুশমন নায় যেন অতারে হামলা করতায়। 20 তা-ও
যেতা গাছ কুনু ফল-ফলাদির গাছ নায়, ইতা কাটিয়া হনর বাসিন্দা অকলরে
লাড়াইত আরানির আগ পর্যন্ত, অতা দিয়া আতিয়ার বানাইয়া হামলা
করতায় পারবায়।

অজানা খুনর বেয়াপারে হুকুম

21 “তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর দখলদারি দিরা, হনো
বন্দর মাজে যুদি কুনু মানষর লাশ পড়ি রইছে দেখা যায়, আর তার
খুনির কুনু পরিচয় নী মিলে, 2 তে তুমরার ময়-মুরব্বি আর হাকিম-
সালিশ অকল বাইর অই আইয়া, মাপিয়া দেখবা অউ লাশর গেছ থাকি কুন
গাউ কতখান দুরই। 3 দেখিয়া হকল থাকি কাছার গাউর মুরব্বি অকলে অউ
লাখান এক গাই-বাছুর পছন্দ করবা, যেটা দিয়া কুনুজাত কাম-কাজ, আল-
চাষ করা অইছে না। 4 বাদে হনর মুরব্বি অকলে অউ বাছুর লইয়া অমন এক
জাগাত যাইবা, যেখানো পানির ফুত আলা খাল আছে, আর খালর পারর
জমিনো কুনুজাত আল-চাষ বা আলি ফালাইল অইছে না। হনো গিয়া অউ
বাছুরর গর্দনা ভাংগিলিবা। 5 বাদে লেবি খান্দানর ইমাম অকল অউ জাগাত
আইবা। কারন তুমরার মাবুদ আল্লায় তারারে পছন্দ করছইন, তান এবাদত-
বন্দেগি করা, তান নামে মানষর লাগি দোয়া-দুরুদ করা, আর হকল নমুনার
ফিতনা-ফসাদ, মারা-মারির বিচার করার লাগি। 6 বাছুরর গর্দনা ভাংগিয়া
হারলে কান্দা-কাছার গাউর হউ মুরব্বি অকলে, অউ খালর পানিদি বাছুরর
উপরে তারার আত ধইবা। 7 ধইয়া কইবা, অউ মানুষ খুন অইতে আমরা
কেউ দেখছি না, আমরার আতে তারে মারছিও না। 8 ও মাবুদ, তুমার
আজাদ করা বনি ইছরাইলরে তুমি অখন মাফি দেও, খুন অওয়া অউ নি-
অপরাধি জনর লাগি তুমার ই বন্দা অকলরে তুমি দায়ী করিও না। অখান
কইয়া হারলে হউ খুনর দায় থাকি তারা রেহাই পাইবা। 9 অউ নমুনায় তুমরার
সমাজ থাকি নি-অপরাধি মানষর খুনর দায়-ভার হরাইতায় পারবায়, কারন
আল্লা মাবুদে যেলা পছন্দ করইন, তুমরা অলাউ করছো।

যুদ্ধত বন্দি বেটিরে বিয়া করা

10 “দুশমনর লগে লাড়াইত গিয়া হারলে, তুমরার মাবুদ আল্লায় যেবলা
দুশমন অকলরে তুমরার আতো সপিয়া দিবা, আর তুমরা তারারে বন্দি
করবায়, 11 অউ সময় তারার মাজর কুনু সুন্দরি বেটিরে দেখিয়া তুমরার
মাজে কেউ যুদি আশিক বনি যায়, আর অউ বেটিরে বিয়া করার খিয়াল
অয়, 12 তে তাইরে নিজর বাড়িত আনবায়। বাদে তাই নিজর মাথার চুল
কামাইবো, নউক কাটিবো, 13 আর বন্দি কালিন হালতর কাপড়-চুপড়
ফালাইয়া, তুমার বাড়িত রইয়া তাইর মা-বাফর লাগি পুরা এক মাস কান্দা-
কাটি, আহাজারি করবো। অউ এক মাস বাদে তাইরে বিয়া করিয়া হারলে,
তুমরা জামাই-বউ অইবায়। 14 বিয়া-শাদির বাদে যুদি তুমি অউ বেটির উপরে
খুশি না অও, তে তাইরে তাইর খুশি মাফিক ছাড়ি দিতে অইবো। তাইরে
বান্দি হিসাবে রাখা বা বেচার এখতিয়ার তুমার নাই, কারন তুমি তাইর ইজ্জত
নষ্ট করছো।

বড় পুয়ার পাওনা হক

15 “কুনু বেটার যুদি দুই বউ অয়, আর বেটায় এক বউরে মায়া করে, দুছরা
বউরে মায়া না করে। অউ দুইও বউর ঘরো যুদি পুয়াইন অইন, এর মাজর
বড় পুয়া যুদি হউ মায়া না করা বউর ঘরো অয়, 16 তে তান জমি-মিরাস
বাটিয়া দিবার কালো, তান মায়ার বউর ঘরর পুয়ারে বড় পুয়ার হক দিতা
পারতা নায়। 17 বরং বড় পুয়ারে তান অইন্য পুয়াইন থাকি ডাবল দিতে
অইবো। হে তো অইলো তান জুয়ানকির পয়লা ফল, বড় পুতর দাবিদার
খালি হে-উ।

নাফরমান পুতর বিচার

18 “কেউরর কুনু পুয়ায় যুদি মা-বাফর কথা না হুনে, মা-বাফর হুকুমর উল্টা
চলে, তারার বুজ-শাসন না মানিয়া কু-পথে যায়গি, 19 তে তার মা-বাফে
তারে ধরিয়া মুরব্বি অকলর গেছে নিবা, তারার গাউ বা টাউনো হামানির
গেইটর গেছে পাইঞ্চাইতি বৈঠক খানাত নিবা। 20 নিয়া হউ মুরব্বি অকলরে
কইবা, আমরার অউ পুয়া খুব নাফরমান আর কু-পথি বনিগেছে, হে আমরার
কথা মানে না, মদ খাইয়া মতলামি করে, আর টেকা-পয়সা উড়ায়। 21 তেউ
হউ টাউনর হকল বেটাইন্তে পাত্তর মারিয়া তারে কাতল করবা। অউ নমুনায়
তুমরার মাজ থাকি অলাখান নাফরমানি ফুছিয়া ফালাইবায়। আর ইতা
হুনিয়া হকল বনি ইছরাইলে ডরাইবা।

গাছো লটকাইল লাশর বেয়াপারে

22 “কুনু মানষে যুদি মউতর সাজা পাওয়ার জুকা অপরাধ করে, আর তারে
মারার বাদে লাশ গাছো লটকাইল অয়, 23 তে তার লাশরে রাইত পর্যন্ত
গাছো লটকাইয়া রাখিও না, দিন থাকতেউ তারে মাটি দিলাইও। জানো তো,
গাছো লটকাইল মানুষ আল্লার লান্নতি। খিয়াল রাখিও, তুমরার মাবুদ
আল্লায় তুমরারে যে দেশর মালিকানা দিরা, ইতা তুমরা নাপাক বানাইও না।
22 “তুমরার জাতির কুনু ভাইর গরু-ছাগল যুদি পথ আরাইয়া যাওয়াত
দেখো, তে তুমরা নিরাই না থাকিয়া, ইটারে ফিরাইয়া আনিয়া তার
মালিকর গেছে দিও। 2 অউ মালিক যুদি তুমরার আরি-ফরির কেউ
নাও অয়, বা অচিনা কুনু জন অয়, তে ইটা তুমরা নিজর বাড়িত নিবায়গি,
নিয়া হে যেবলা তুকানিত আইবো, অউ সময় তারে দিবায়। 3 তুমরার
জাতির কুনু ভাইর গাধা, তার ফিন্নর কাপড়, বা তার আরাইল যেকুনু ছামানা
পাইলে তুমরা অলা করিও, নিরাই হরিয়া যাইও না।
4 “তুমার জাতির ভাইর কুনু গরু-গাধা পথর মাজে পড়িগেছে দেখিয়া তুমি
হরিয়া যাইও না, ইটা উবানির লাগি তুমি ধরিয়া সাইয্য করিও।
5 “বেটিন্তে বেটাইন্তর কাপড় আর বেটাইন্তে বেটিন্তর কাপড় ফিন্দিও না।
যেগিয়ে ইলা কাম করে, তুমরার মাবুদ আল্লায় তারে ঘিন করইন।
6 “পথেদি আটিয়া যাইতে সময় কুনু গাছর ডালো, বা মাটির উপরে কুনু
পাখির বাদা দেখলে, বাদাত কুনু পাখিয়ে ডিমো উম দের, বা তার বাইচ্চার
লগে আছে, তে বাইচ্চার লগে তার মা’রে ধরিয়া নিও না। 7 শখ অইলে
বাইচ্চা নিওগি, অইলে তার মা’রে নিচ্চিত ছাড়িয়া যাইও। তেউ তুমার
ভালাই অইবো, তুমার হায়াতি বাড়িবো।

8 “নয়া ঘর বানাইলে তুমরা ঘরর ছাতর উপরে চাইরো গালাবায় বেড়া
দিবায়, আরনায় ছাতর উপরে থাকি কেউ পড়িয়া মরিগেলে তুমরা খুনর দায়ী
অইবায়।
9 “তুমরার আংগুরর বাগানো দুই জাতর বিচি লাগাইও না, ইলা করলে
আংগুর ফল আর দুছরা জাতর বিচির ফলও তুমরার লাগি হারাম অইযিবো।
10 “গরু আর গাধীরে এক জুয়ালো লাগাইয়া আল-চাষ করিও না।
11 “তুমরা দুই জাতর সুতাদি বানাইল কাপড় ফিন্দিও না।
12 “তুমরার উড়িবার চাদ্দরর চাইরো কুনাত সুতাগেছা দিও।

বউর লগে মিলা-মিশা করার নিয়ম

13 “কুনু বেটায় বিয়া করিয়া বাসর ঘর করার বাদে যুদি বউরে পছন্দ না
অয়, 14 হে যুদি বউর নামে বদনাম রটাইয়া তাইর গিবত গাইয়া কয়, আমি
তো অউ বেটিরে বিয়া করছি ঠিকউ, অইলে তাইর সতীত্বর কুনু চিন্নত
পাইছি না। 15 তে অউ কইনার মা-বাফে তারার পুড়ির সতীত্বর চিন লাগাইল
বিছনার কাপড় লইয়া, হনর গাউ বা টাউনো হামানির গেইটর মুখো মুরব্বি-
সালিশ অকলর গেছে যাইবা। 16 গিয়া কইনার বাফে মুরব্বি অকলরে কইবা,
আমি তো অউ দামান্দর লগে আমার পুড়িরে শাদি দিছলাম, অখন হে
আমার পুড়িরে পছন্দ করে না। 17 আর হে বদনাম রটাইয়া কইছে, হে বুলে
আমার পুড়ির সতীত্বর চিন্নত পাইছে না, অইলে আপনারা দেখউক্কা, আমার
পুড়ির সতীত্বর চিন্নত লইয়া আমি আজির অইছি। অখান কইয়া হে অউ
বিছনার কাপড় মেলিয়া মুরব্বি অকলরে চিন্নত দেখাইবো। 18 তেউ হি মুরব্বি
অকলে অউ দামান্দরে সাজা দিবা। 19 তার জরিমানা বাবত একশো তোলা
রুপা আদায় করিয়া কইনার বাফরে দিবা, কারন অউ দামান্দে বনি ইছরাইলি
এক সতী কইনার বদনাম রটাইছে। আর অউ কইনারে লইয়া হে সংসার
করতে অইবো, জিন্দেগিয়ে কুনুদিন তাইরে ছাড়ার কুনু পথ নাই।
20 “আর দামান্দর কথা হাছা অইলে, অউ কইনার সতীত্বর চিন্নত না
পাইলে, 21 কইনারে তাইর বাফর বাড়ির গেইটর গেছে নিয়া, হনর বেটাইন্তে
পাত্থর মারিয়া তাইরে মারিলিবা। তাই তো বাফর বাড়িত থাকার কালো
জিনার কাম করিয়া, বনি ইছরাইলর মাজে জঘইন্য নাফরমানি করছে। অউ
নমুনায় তুমরা নিজর সমাজ থাকি অলা নাফরমানিরে ফুছিয়া ফালাইবায়।
22 “কুনু বেটায় যুদি আরক বেটার বউর লগে জিনা করাত ধরা খায়, তে
অউ বেটা-বেটি দুইও জনরে মারিলিতে অইবো। বনি ইছরাইল থাকি তুমরা ই
লাখান নাফরমানির নাম মিটাইবায়।
23 “বিয়া ঠিক অইগেছে ইলা কুনু পুড়িরে কেউ টাউনর মাজে পাইয়া যুদি
তাইর লগে জিনা করে, 24 তে তারা দুইওগুরে হউ জাগার মেইন গেইটর
গেছে নিয়া পাত্থর মারিয়া মারিলিবায়। পুড়িরে কাতল করার কারন অইলো,
তাই তো হনো থাকি সাইয্যর লাগি কুনু চিক-চিল্লানি দিছে না, আর বেটারে
কাতলর কারন অইলো, হে আরক বেটার বউর ইজ্জত মারছে। অউ নমুনায়
তুমরা বনি ইছরাইল থাকি অলা নাফরমানি ফুছিয়া ফালাইবায়।
25 “বিয়া ঠিক অইগেছে অমন কুনু পুড়িরে কেউ কুনু নিরাই জাগাত পাইয়া
হারি, জুর করিয়া তাইর লগে মিলা-মিশা করলে, তুমরা খালি অউ বেটারে
কাতল করবায়। 26 আর অউ পুড়িরে ছাড়ি দিবায়, তাই তো কাতল অওয়ার
জুকা গুনা করছে না। ইতা তো একজনে দুছরা জনরে খুন করার কারন লাখানউ।
27 কারন অউ বেটায় তাইরে নিরাই জাগাত ধরছে, চিক-চিল্লানি দিলেও
তাইরে বাচানির কেউ তো ইনো আছিল না।
28 “বিয়া-শাদি ঠিক অইছে না, অমন কুনু পুড়িরে পাইয়া কেউ যুদি জুর
করিয়া তাইর লগে মিলা-মিশা করে, আর তারা ধরা খায়, 29 তে অউ বেটায়
পুড়ির বাফরে পইঞ্চাশ তোলা রুপা দিবো, আর পুড়ির ইজ্জত মারায় তাইরে
বিয়া করতে অইবো। জিন্দেগিয়ে কুনুদিন তাইরে তালাক দিতো পারতো
নায়।
30 “কুনু বেটায় তার হাতন মা’রে বিয়া করা জাইজ নায়, ইলা করলে হে
তার বাফর বউর লগে জিনা করিয়া বাফরে বেইজ্জত করবো।”

বনি ইছরাইলর মাহফিলো হামানির নিয়ম

23 হজরত মুছায় আরো কইরা, “কুনু বেটার যুদি অন্ডকুস ছেছা অয়, বা
তার পুরুষালি নফছ কাটিয়া ফালাইল অয়, তে হি বেটা মাবুদর বন্দা
অকলর মাহফিলো হামানির সুযোগ নাই।
2 “কুনু ফুংগা মানুষ মাবুদর বন্দা অকলর মাহফিলো হামানির সুযোগ নাই,
তার চৌদ্দ ছিড়ির কেউরর হামানির পথ নাই।
3 “বনি-আম্মান বা মোয়াবী জাতির কুনু মানুষ মাবুদর বন্দা অকলর
মাহফিলো হামানির সুযোগ নাই, তারার চৌদ্দ ছিড়ির কেউ হামানির পথ
পাইতো নায়। 4 মনো আছে নি, তুমরা মিসর দেশ থাকি বার অইয়া আইবার
কালো, পথর মাজে তারা তুমরার খানি-পানি লইয়া আগুয়াই আইছে না,
বরং তুমরারে বদদোয়া দিবার লাগি বালাম বিন বাউর নামর এক পীররে
তারা ঘুষ দিছিল, দিয়া ইরাম-নহরয়িম দেশর ফতুর টাউন থাকি তারে ভাড়া
করি আনছিল। 5 অইলে তুমরার মাবুদ আল্লায় অউ বালামর আরজিত সায়
দিছইন না, তাইন তো তুমরারে মহব্বত করইন, এরলাগি হউ বালাম পীরর
বদদোয়ারে বদলাইয়া তাইন নেক-দোয়া বানাইলা। 6 অখন তুমরা
জিন্দেগিয়ে কুনুদিন ইতার কুনু ভালাই বা উপকার করিও না।
7 “তা-ও ইদোমী অকলরে তুমরা ইংসা করিও না, এরা তো তুমরার ভাই।
মিসরী মানষরে ইংসা করিও না, তুমরা মুছাফির হালতে আগে তারার দেশো
বসত করছো। 8 তুমরার লগে বসত করার তিন ছিড়ি থাকি তারা মাবুদর বন্দা
অকলর মাহফিলো হামাইতা পারবা।

সিপাই অকলর কেম্প পাক-পবিত্র রাখিও

9 “দুশমনর লগে লাড়াইত বার অইয়া তুমরা হকল নমুনার নাপাকি থাকি
বাচিয়া রইও। 10 রাইতর বালা কুনু সিপাইর যৌবনর পানি বার অইয়া নাপাক
বনিগেলে, হে কেম্পর বারে যাইতে অইবো। 11 বাদে বিয়ালি বালা হে নাইয়া
হারি, সুরুজ ডুবিয়া হারলে কেম্পো আইয়া হামাইবো।
12 “পায়খানা করার লাগি তুমরা কেম্পর বারে এক জাগা বানাইবায়।
13 তুমরার আতিয়ার-পত্তর লগে মাটি খুড়িবার কুদাল রাখিও। পায়খানা
করিয়া হারলে কুদালদি গাত খুদিয়া মাটির তলে হারাইও। 14 খিয়াল রাখিও,
তুমরারে বাচানির লাগি, আর দুশমনরে তুমরার আতো সপিবার খিয়ালে
তুমরার মাবুদ আল্লা তুমরার কেম্পর ভিতরে ঘুরা-ফিরা করইন। এরলাগি
তুমরার কেম্পরে পাক-পবিত্র রাখিও, আরনায় তুমরার নাপাকি দেখিয়া
মাবুদে তুমরার উপরে থাকি মুখ ফিরাইলিবা।

নানান লাখান হুকুম-আহকাম

15 “কুনু মানষর কিনা গুলাম বাগিয়া আইয়া যুদি তুমরার গেছে আশ্রয় লয়,
তে তারে তার মালিকর গেছে ফিরাই দিও না। 16 হে তুমরার দেশর যেখানো
রইতো চায়, অনোউ তারে জাগা দিও, তারে দুখ দিও না।
17 “বনি ইছরাইলর কুনু বেটিন্তে যানু মন্দির-আখড়ার নটিগিরি না করে।
কুনু বেটায়ও যানু অলা নটাগিরি না করে। 18 নটি বেটি বা নটা বেটার রুজি-
রুজগারর টেকা-পয়সার কুনুজাত মান্নত-কুরবানি তুমরার মাবুদ আল্লার ঘরো
আনিও না। ইলাখান বেটা-বেটিন্তরে তো মাবুদে ঘিন করইন।
19 “তুমরার জাতির কুনু ভাইর গেছ থাকি সুদ খাইও না, ইতা টেকা-পয়সা,
খানি-খুরাকির জিনিস বা আরো কুনুতা অইলেও কুনুজাত সুদ লইও না।
20 অইন্য জাতির গেছ থাকি সুদ নিতায় পারবায়, অইলে বনি ইছরাইল থাকি
সুদ খাওয়া হারাম। ইতা মানিয়া চললে তুমরা যে দেশর দখলদারি পাইরায়,
হউ জাগাত গিয়া হারলে তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার হকল কাম-কাজো
রহম-বরকত দিবা।
21 “তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার নামে কুনুতা মান্নত করলে, ইতা জলদি করি
আদায় করিও, ইতা আদায় না করলে তুমরার গুনা অইবো। আর ই হিসাব
তো তুমরার মাবুদ আল্লায় বাদ দিতা নায়। 22 অইলে কুনুজাত মান্নত না
করলে গুনা নায়। 23 তুমরার জবান থাকি যে মান্নত করছো, ইটা নিচ্চিত
আদায় করবায়, কারন তুমার নিজর জবানে, নিজর খুশিয়ে আল্লা মাবুদর
নামে ইতা মানছো, এরলাগি আদায়ও করবায়।
24 “তুমরার আরি-ফরির আংগুরর বাগানো হামাইলে নিজর হাউছ
মিটাইয়া আংগুর খাইও, অইলে কুনু বউল বা বস্তাত করি কুন্তা নিতায়
পারতায় নায়। 25 কেউরর জমিনো গিয়া আতদি কুনুজাত ফয়-ফছলর ছড়া
ছিড়িতায় পারবায়, অইলে কাচি দিয়া দাইয়া নিতায় পারতায় নায়।”

বিয়া-শাদির বেয়াপারে

24 হজরত মুছায় আরো কইরা, “বিয়ার বাদে যুদি কুনু জামাইয়ে তার
বউর মাজে খুত পায়, পাইয়া তাইর উপরে নারাজি অয়, আর
তালাক নামা লেখিয়া তাইর আতো দিয়া বিদায় করি দেয়। 2 আর
অউ বউয়ে গিয়া যুদি দুছরা জামাইর গেছে বিয়া বয়, 3 বাদে হউ দুছরা
জামাইয়েও তাইরে নাপছন্দ করিয়া যুদি অলা তালাক দিলায়, বা হউ জামাই
মরিযায়, 4 তে তাইর হউ পয়লা জামাইয়ে তাইরে আর বিয়া করতো পারতো
নায়, তাই তো এনলাগি নাপাক অইগেছে। ইলাখান বিয়া-শাদিরে মাবুদে ঘিন
করইন। তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর মালিকানা দিরা, তুমরা ইলা
গুনা করিয়া ই দেশরে নাপাক বানাইও না।
5 “নয়া বিয়া করা কুনু বেটারে যুদ্ধত পাঠাইও না, জুর-জবরদস্তি করিয়া
তারে কুনু কামর ভার দিও না। হে পুরা এক বছর কাম-কাজ না করিয়া, তার
বউর লগে খুশি-বাসি করার সুযোগ দিও।

সমাজো চলার হুকুম-আহকাম

6 “আওলাতি মালর বন্দক হিসাবে তুমরা কেউরর ঘাইল-ছিয়া, বা খালি
ছিয়া বন্দক রাখিও না। ইলা করলে তারি জান বাচানির খানি-খুরাকির পথ
বন্দ অইযিবো।
7 “কুনু মানষে যুদি বনি ইছরাইলর আরক ভাইরে চুরি করিয়া নিয়া গুলাম
বানাইলায়, বা দুছরা জাগাত বেচিয়া হারি ধরা খায়, তে তারে কাতল
করবায়। অউ নমুনায় তুমরার সমাজ থাকি ইলা নাফরমানিরে ফুছিয়া
ফালাইবায়।
8 “কেউরর গতরো পচা-কুষ্ঠ বেমার দেখা দিলে, লেবি খান্দানর ইমাম
অকলর পরামিশ মাফিক চলিও। আমি তারারে যেতা হুকুম দিছি, তুমরা খুব
খিয়ালি অইয়া ইতা মানিও। 9 মিসর দেশ থাকি বার অইয়া আইবার পথো,
তুমরার মাবুদ আল্লায় আমার বইন মরিয়মর যে দশা ঘটাইছলা, ইতা তুমরা
মনো রাখিও।
10 “তুমার আরি-ফরিরে কুন্তা আওলাত দিলে, তার গেছ থাকি কুনু মাল
বন্দক নিবার নিয়তে, তুমি তার ঘরো হামাইও না। 11 তুমি ঘরর বারে
উবাইও, আর যারে আওলাত দিছো, হে তার ঘর থাকি বন্দকি মাল আনিয়া
তুমারে দিবো। 12 আওলাত নেওরা জন গরিব-দুখি অইলে, তার দেওয়া
বন্দকি খেতা-কমলি নিয়া তুমি রাইত ঘুমাইও না। 13 হাইঞ্জা বালা তুমি তার
মাল ফিরাই দিও, অতা উড়িয়া হে রাইত ঘুমাইয়া তুমারে দোয়া দিবো। তেউ
তুমার ভালাই অইবো, আর বন্দকি ছামানা ফিরত দেওয়া তো, তুমরার মাবুদ
আল্লার নজরো নেকির কাম।

14 “তুমরার বনি ইছরাইল সমাজর কুনু ভাই † বা তুমরার দেশো রওরা ভিন
জাতির কুনু মানষর গেছে পাওনা থাকলে, আর হে গরিব-দুখি, রুজি কামলা
জন অইলে, তার উপরে জুলুম করিও না। 15 সুরুজ ডুবার আগে তুমরা তার
পাওনা মজুরি দিলাইও, হে তো গরিব মানুষ, অউ মজুরি দিয়াউ তার
জিন্দেগি চলে। আরনায় মজুরির লাগি হে মাবুদর দরবারো ফরিয়াদ করলে,
তুমরা গুনার ভাগি অইবায়।
16 “পুয়া-পুড়ির অপরাধর লাগি তারার মা-বাফরে, বা মা-বাফর অপরাধে
পুয়া-পুড়িরে কাতল করা যাইতো নায়। পরতেক জনে নিজর অপরাধর সাজা
নিজে পাইবো।
17 “কুনু বিদেশি মুছাফির বা এতিমর উপরে না-হক বিচার অইতে দিও না।
কুনু ড়াড়ি বেটির ফিন্দিবার কাপড় বন্দক রাখিও না। 18 মনো রাখিও, মিসর
দেশো তুমরা গুলাম আছলায়, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে হন থাকি
আজাদ করি আনছইন। এরলাগি আমি তুমরারে ইতা কাম করার হুকুম
দিরাম।
19 “তুমরার জমিনর ধান কাটার বাদে, ধানর কুনু মুইট ফাউরিয়া গেলেগি,
ইটা আনার লাগি আর ফিরত যাইও না। বিদেশি মুছাফির, এতিম আর ড়াড়ি
বেটিন্তর লাগি ইটা দিলাইও, তেউ তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার হকল কাম-
কাজো রহম-বরকত দিবা। 20 জয়তুন গাছর ফল পাড়িবার কালো একই
ডালর ফল দুইবার পাড়িও না। একবার পাড়ার বাদে যেতা রয়, ইতা বিদেশি
মুছাফির, এতিম আর ড়াড়ি বেটিন্তর লাগি থইও। 21 তুমরার আংগুর
বাগানর এক লত থাকি দুই বার আংগুর পাড়িও না, একবার পাড়ার বাদে
যেতা রয়, ইতা বিদেশি মুছাফির, এতিম আর ড়াড়ি বেটিন্তর লাগি থই দিও।
22 ফাউরিও না, তুমরা তো আগে মিসর দেশো গুলাম আছলায়। এরলাগি
আমি তুমরারে ইতা করার হুকুম দিরাম।”

25 মুছা নবীয়ে তারারে আরো কইরা, “মানষর মাজে কাইজ্জা-ফসাদ
লাগিয়া যুদি ইতা হাকিমর আদালতো যায়, তে হাকিম অকলে
অপরাধি জনরে দুষি সাইবস্তো করবা, আর নি-অপরাধিরে খালাছ
দিবা। 2 অউ বিচারো দুষি জনরে ছিংলাদি মারার রায় দিলে, হাকিমে তারে
মাটিত হুতাইয়া তার পাওনা মাইর তান নিজর ছামনে মারাইবা, 3 অইলে
চাল্লিশটার বেশি মারা যাইতো নায়। আরনায় নিজর জাতির এক ভাইরে
সমাজর ছামনে বেইজ্জত করা অইবো।
4 “ধান মাড়া দিবার কালো গরুর মুখো হুফি লাগাইও না।

নিআওলাদি ড়াড়ি বেটির বিয়া

5 “এক পরিবারর হকল ভাইয়াইন একখানো রওয়ার কালো যুদি বিয়াতি
কুনু ভাই মরিযায়, আর তার কুনু পুয়াইন না থাকে, তে তার ড়াড়ি বউয়ে
তাইর দেওর ছাড়া দুছরা কেউরর গেছে বিয়া বইতো পারতো নায়। তাইর
দেওরে তাইরে বিয়া করিয়া তার উপরে বর্তাইল দায়িত্ব আদায় করবো।
6 তারার পয়লা পুয়ার জনম অইলে, ই পুয়া অউ মরা ভাইর ওয়ারিশ হিসাবে
গইন্য অইবো, তেউ অউ ভাইর নাম বনি ইছরাইল থাকি মুছি যাইতো নায়।
7 অইলে তাইর দেওরে যুদি তাইরে বিয়া করতো রাজি না অয়, তে তাই হউ
গাউ বা টাউনর পাইঞ্চাইতর গেছে গিয়া হনর মুরব্বি অকলরে কইবো,
আমার দেওরে আমারে বিয়া করতো রাজি নায়, হে তার মরা ভাইর নাম বনি
ইছরাইলর মাজে জিন্দা রাখতো চায় না। আমার বেয়াপারে তার উপরে
বর্তাইল দায়-দায়িত্ব আদায় করের না। 8 তেউ হউ মুরব্বি অকলে তারে
আনাইয়া বুজাইবা, এরবাদেও হে নিকা করতে রাজি না অইলে, 9 অউ ড়াড়ি
বেটিয়ে হউ মুরব্বি অকলর ছামনে, তার কাছাত গিয়া তার পাওর একখান
জুতা নিজে খুলিয়া নিবোগি, আর তার মুখো ছেফ ফালাইয়া কইবো, আপন
ভাইর বংশ যেগিয়ে বাচাইতো চায় না, অগুর দশা অলা অউক। 10 বাদে অউ
বেটার বংশরে বনি ইছরাইলর মাজে, জুতা আরাওরার বংশ নামে ডাকা
অইবো।

সমাজর আরো হুকুম-আহকাম

11 “দুই বেটায় মারা-মারির কালো যুদি, একজনর বউ গিয়া তাইর
জামাইরে হউ বেটার আত থাকি বাচানির নিয়তে, হউ বেটার পুরুষালি
নফছো চিপিয়া ধরে, 12 তে তুমরা হউ বেটির আত কাটিয়া ফালাই দিও।
তাইরে কুনু দয়া করিও না।
13 “মাপো টগিবার লাগি তুমরার থলির মাজে একই মাপর হুরু-বড় দুই
পাথর রাখিও না। 14 তুমরার ঘরো একই মাপর হুরু-বড় দুইটা হের-পেটু
রাখিও না। 15 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর দখলদারি দিরা, হনো
লাম্বা হায়াতি পাইবার লাগি, তুমরার মাপিবার পাথর আর হের-পেটুর উজন
সঠিক রাখিও। 16 কারন যেগিয়ে মাপর মাজে টগা-টগি করে, তুমরার মাবুদ
আল্লায় তারে ঘিন করইন।
17 “মিসর দেশ থাকি তুমরা বার অইয়া আইবার পথো, আমালেকী অকলে
তুমরার লগে যে বেবহার করছিল, ইতা ফাউরিও না। 18 আটিতে আটিতে
তুমরার কেউ কেউ যেবলা হেরান অইয়া পিছে পড়ি গেছিল, অউ সময়
আমালেকী অকলে আইয়া হামলা করছিল, তারা তো আল্লারেও ডরাইছে
না। 19 তুমরার আল্লা মাবুদে তুমরারে যে দেশর মালিকানা দিরা, হউ দেশর
আশ-পাশর দুশমন অকল থাকি তাইন যেবলা তুমরারে শান্তি দিবা, হউ সময়
তুমরা দুনিয়া থাকি আমালেকী অকলর নাম মিটাইলিবায়। ই হুকুম খান
তুমরা কুনু দিনউ ফাউরিও না।

পয়লা ফসল আর দশ বাটর এক বাট দিবার নিয়ম

26 “ও বনি ইছরাইল হুনো, তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর
মালিকানা দিরা, তুমরা যেবলা হউ দেশর দখল পাইয়া হনো বসতি
করবায়, 2 অউ সময় তুমরার মাবুদ আল্লার দেওয়া জমিনর হকল
জাতর ফসল থাকি, পয়লা পাওয়া ফসলর একটা অংশ এক টুকরিত ভরিয়া
আলগাইয়া থইও। আর তুমরার মাবুদ আল্লায় বায়তুল্লা শরিফ হিসাবে যে
জাগারে পছন্দ করবা, অউ ফসল লইয়া হনো যাইও। 3 গিয়া হনো আজির
ইমাম ছাবরে কইও, আমরার মাবুদ আল্লায় আমরার ময়-মুরব্বির গেছে কছম
খাইয়া যে দেশখান দিবার ওয়াদা করছলা, আমরা অখন অনো আইছি,
আইয়া তান ছামনে আজির অইছি। 4 তেউ ইমাম ছাবে তুমরার আত থাকি
ফলর টুকরি নিয়া আল্লা মাবুদর কুরবানি খানার ছামনে থইবা। 5 বাদে তুমরা
পরতেকে তুমরার মাবুদ আল্লার ছামনে উবাইয়া কইও, আমরার খান্দানর মুল
মুরব্বি হজরত ইয়াকুব আছলা একজন ইরামী মুছাফির, তাইন থুড়া কয়জন
মানষরে লগে লইয়া মিসর দেশো গেছলাগি। গিয়া মিসর দেশো মুছাফির
হালতে বসত করার কালো তান উছিলায় তারা এক মহান জাতি, আর
বউত বড় বলআলা জাতি বনলা। 6 বাদে মিসরর মানষে আমরার লগে
বজ্জাতি করলা, আমরারে দুখ-কষ্ট দিয়া, আমরারেদি কঠিন গুলামি
করাইলো। 7 আমরা দুখ পাইয়া আমরার ময়-মুরব্বির মাবুদ আল্লার দরবারো
কান্দিলাম। তেউ মাবুদে আমরার ফরিয়াদ হুনিয়া, আমরার দুখ-কষ্ট, কঠিন
গুলামি, আর আমরার উপরর জুলুমর বায় নজর দিলা। 8 আর তান
বলআলা-মজবুত আত বাড়াইয়া, খুব ডর-খফ দেখাইয়া, কুদরতি লিলা-
খেলা দিয়া আর আচানক গজব ঢালিয়া মিসর দেশ থাকি আমরারে বার করি
আনলা। 9 তাইনউ আমরারে অউ দেশো আনছইন, দুধ আর মউর ভান্ডার
আলা আরামর অউ দেশ আমরারে দান করছইন। 10 এরলাগি ও আমরার
মাবুদ, তুমার দেওয়া জমিনর ফসলর পয়লা বাট লইয়া আমি তুমার ছামনে
আজির অইছি। অখান কইয়া, তুমরার মাবুদ আল্লার ছামনে অউ টুকরি
থইও, থইয়া তানরে সইজদা করিও। 11 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে আর
তুমরার পরিবাররে যতো নমুনার ভালাই করছইন, অতা মনো করিয়া তুমরা
নিজে, লেবি খান্দানর হকলে, আর তুমরার লগে রওরা বিদেশি মুছাফির
অকলে খুশি-বাসি করিও।
12 “পরতি তিন বছর বাদে বাদে তুমরা ফয়-ফসলর দশ বাটর এক বাট
লেবি খান্দানর মানষরে, বিদেশি মুছাফির অকলরে, এতিম আর ড়াড়ি
বেটিন্তর মাজে বিলাই দিও। তেউ এরা পেট ভরি খাইয়া তুমরার দেশর মাজে
আরামে রইবা। এরলাগি ইকটার নাম অইলো দশমাংশর বছর। ††13 বাদে
তুমরা পরতেকে তুমরার মাবুদ আল্লারে কইও, মাবুদ, আমি তুমার হুকুম
মাফিক আমার রুজির পবিত্র বাটরে, আমার ঘর থাকি নিয়া লেবি খান্দানরে,
মুছাফির অকলরে, এতিম আর ড়াড়ি বেটিন্তরে বিলাই দিছি। আমি তুমার
কুনু হুকুমর খেলাফ করছি না, বা ফাউরিছি না। 14 মুর্দার লাগি কান্দা-কাটি
আর আহাজারি করার সময় আমি অউ পবিত্র অংশর কুনুতা খাইছি না, বা
নাপাক হালতে ইতা বাড়ির বারে নিছি না, আর ইতার কুনু অংশ মুর্দার নামে
দান-খয়রাতও করছি না। আমি আমার মাবুদ আল্লার হুকুম মাফিক চলছি,
তুমার হুকুম মাফিক হকল কাম করছি। 15 অখন, ও মাবুদ, তুমার পবিত্র বসত
খানা থাকি, তুমার আরশে-আজিম থাকি তলেদি চাইয়া দেখো, আর তুমার
খাছ প্রজা বনি ইছরাইলরে রহম-বরকত দেও। আমরার ময়-মুরব্বির লগে
কছম করা ওয়াদা মাফিক, তুমি আমরারে দুধ আর মউর ভান্ডার আলা অউ
যে দেশখান দান করছো, এর মাটিত তুমি রহম-বরকত নাজিল করো।

আল্লাই আপোস-চুক্তি

16 “তুমরার মাবুদ আল্লায় আইজ তুমরারে অউ হুকুম দিরা, তুমরা তান
বাতাইল নিয়ম-কানুন আর হুকুম-আহকাম মানিয়া চলিও। তুমরা দিলে-
জানে আশিক বনিয়া ইতা আমল করিও। 17 তুমরা তো আইজ স্বীকার
করছো, অউ আল্লাউ অইলা তুমরার মাবুদ, তুমরা তান পথে চলবায়, তান
হুকুম-আহকাম, তান শরিয়ত আর নিয়ম-কানুন মানবায়, তান কথা হুনবায়।
18 এরলাগি মাবুদেও আইজ স্বীকার করছইন, তান ওয়াদা মাফিক তুমরা
অখন তান প্রজা, তুমরাউ তান খাছ সম্পদ, তুমরা তান হকল হুকুম-আহকাম
আমল করবায়। 19 তাইন আরো কইরা, তান পয়দা করা তামাম জাতির
উপরে তুমরারে বড় করবা। তুমরার ইজ্জত, সুনাম আর তারিফ, হকল
জাতির উপরে রইবো। তান ওয়াদা মাফিক তুমরা অইবায় তুমরার মাবুদ
আল্লার নামে এক পবিত্র প্রজা।”

ইবাল পাড়ো কুরবানি খানা বানাইও

27 মুছা নবীয়ে বনি ইছরাইলর মুরব্বি অকলরে লইয়া মানষরে কইলা,
“আমি তুমরারে আইজ যেতা যেতা হুকুম দিরাম, তুমরা ইতা পুরাপুর
আমল করিও। 2 তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশ দান করবা,
জর্দান গাং পার অইয়া হারি তুমরা যেবলা হউ দেশো যাইবায়, যাওয়ার বাদে
কয়েকটা বড় বড় পাথর খাড়া করি হাজাইয়া, ইতারে চুনা দিয়া পাকা করিও।
3 আর অতার উপরে অউ তৌরাতর তামাম হুকুম-আহকাম লেখিও। বুজরায়
নি, তুমরার ময়-মুরব্বির মাবুদ আল্লায়, দুধ আর মউর ভান্ডার আলা যে
দেশখান তুমরারে দিবার ওয়াদা করছইন, ইন থাকি হউ দেশো গিয়া হারলে,
4 জর্দান গাং পার অইয়া ইবাল পাড়র উপরে উঠিয়া, আমার বাতাইল
আইজকুর হুকুম মাফিক তুমরা হউ পাথর অকল হাজাইয়া খাড়া করিও, আর
ইতারে চুনা দিয়া পাকা করিও। 5 আর হনো তুমরার মাবুদ আল্লার নামে

† *“বনি ইছরাইল সমাজর কুনু ভাই।” হিব্রু ভাষায়, তুমরার ভাইয়াইন্তর মাজে কেউ।*

†† *আসলে ফসলর দশ বাটর এক বাট পরতি বছর দেওয়া অয়, অইলে অউ তিন বছর বাদে বাদে অউ দশমাংশর বছর অইলো একটা বিশেষ নিয়ম।*

পাথরদি একখান কুরবানি খানা বানাইও। অউ পাথরর মাজে লুয়ার কুনু আতিয়ার লাগাইও না। 6 আস্তা আস্তা পাথর দিয়া তুমরার মাবুদ আল্লার অউ কুরবানি খানা বানাইও, বানাইয়া এর উপরে তুমরার মাবুদ আল্লার নামে জালাইল কুরবানি আদায় করিও। 7 আর ছালামতি কুরবানিও আদায় করিও। অউ কুরবানির গোস্ত খাইয়া তুমরার মাবুদ আল্লার ছামনে খুশি-বাসি করিও। 8 আর চুনা লেপা হউ পাথরর উপরে তৌরাতর অউ হুকুম-আহকাম অকল খুব সুন্দর করি লেখিও।”

9 বাদে মুছা নবীয়ে লেবি খান্দানর ইমাম অকলরে লইয়া হকল বনি ইছরাইলরে কইলা, “ও বনি ইছরাইল, নিরাই অও, আর আমার কথা হুনো, অখন তো তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার খাছ প্রজা বনিগেছ। 10 তে তুমরা তান হুকুমে চলিও, আর আমি আইজ যেতা নিয়ম-কানুন, হুকুম-আহকাম জানাইলাম, ইতা আমল করিও।”

ইবাল পাড় থাকি লান্নতি বুলি

11 মুছা নবীয়ে অউ দিন মানষরে হুকুম দিলা, কইলা, 12 “জর্দান গাং পার অইয়া হারলে অউ সময় শিমিয়ন, লেবি, এহুদা, ইছাখর, ইউছুফ, আর বিন-ইয়ামিন খান্দানর মানুষ অকল গিয়া নেক দোয়ার নিশানা হিসাবে গরিছিম পাড়র উপরে উঠিও। 13 আর বদদোয়ার নিশানা হিসাবে রুবেন, ছাদু, আশির, সবুলন, দান আর নপ্তালি খান্দানর মানুষ গিয়া ইবাল পাড়র উপরে উঠিও। 14 বাদে লেবি খান্দানর মানুষ অকল উবাইয়া, বনি ইছরাইলর তামাম মানষরে জুরে জুরে চিল্লাইয়া কইবায়,

15 “যে মানষে লাকড়ি বা পাথর খুদিয়া, বা ধাতু গলাইয়া কুনু মুর্তি বানায়, আর পুজা করার নিয়তে অগুরে নিয়া লুকাইল জাগাত থয়, হে তো লান্নতি। ই মুর্তিরে তো মাবুদে ঘিন করইন, ইতা খালি কামারর আতর কাম। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

16 “মা-বাফরে যেগিয়ে বেইজ্জত করে, হে লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

17 “দখলদারির নিয়তে জমিনর আইল বা সীমানা খুটি যেগিয়ে হরায়, হে লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

18 “আন্দা মানষরে যেগিয়ে ভুল পথ দেখাই দেয়, হে লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

19 “বিদেশি মুছাফির, এতিম, আর ড়াড়ি বেটিন্তর বিচার-সালিশিত যেগিয়ে বে-ইনছাফি করে, হে লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

20 “হাতন মা’র লগে যেগিয়ে জিনা করে, হে আপন বাফরে বেইজ্জত করে। হে তো লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

21 “কুনু পশুর লগে যেগিয়ে জিনা করে, হে তো লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

22 “যেগিয়ে নিজর বইনর লগে, হাতন মা’র, বা হাতন বাফর তরফা বইনর লগে জিনা করে, হে তো লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

23 “নিজর হড়ির লগে যেগিয়ে জিনা করে, হে তো লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

24 “যেগিয়ে লুকাইয়া কুনু মানষরে খুন করে, হে তো লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

25 “নি-অপরাধি মানষরে খুন করার চুক্তিয়ে যেগিয়ে টেকা খায়, হে তো লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

26 “অউ শরিয়তর কুনু হুকুম-আহকাম যেগিয়ে মানে না, যেগিয়ে ইতা আমল করে না, হে তো লান্নতি। ইখান হুনিয়া হকলে কইও, আমিন।

আল্লার বাইধ্যতার লাগি রহমত

28 “ও বনি ইছরাইল, আমি আইজ তুমরারে যেতা হুকুম-আহকাম দিরাম, অতা আমল করার নিয়তে তুমরা যুদি নিজর মাবুদ আল্লার কালামরে খিয়াল করি মানো, তে তুমরার মাবুদ আল্লায় দুনিয়ার হক্কল জাতির উপরে তুমরারে উচা করবা। 2 তুমরার মাবুদ আল্লার কালাম মানিয়া চললে, তুমরা অউ রহমত পাইবায়, আর অউ রহমত অকল হামেশা তুমরার লগে লগে রইবো,

3 “তুমরার বসত-বাড়ি আর খেত-খামারর মাজে রহম-বরকত পাইবায়।
4 “তান রহমতে তুমরা বউত আওলাদ পাইবায়, জমিনো বউত ফসল ফলিবো, গরু-ছাগলে বউত বাইচ্চা দিবা।
5 “তুমার উগারো আর তুমার চাউলর মটকিত বরকত পাইবায়।
6 “হকল হালতে হকল কামো তুমি রহম-বরকত পাইবায়।

7 “দুশমনির নিয়তে যেতায় তুমরার লগে লাগবা, মাবুদে ইতারে তুমরার গেছে আরাইবা। তারা এক দুয়ারেদি তুমরারে মারাত আইলে, সাত দুয়ারেদি বাগিবা।

8 “তুমরার উগাররর মাজে মাবুদে বরকত দিবা, তুমরা যে কামো আত দিবায়, অউ কামোউ তাইন বরকত দিবা। তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশ দান করবা, হনো তুমরারে রহম-বরকত দিবা।

9 “তুমরা যুদি তুমরার মাবুদ আল্লার হুকুম-আহকাম মানিয়া, তান বাতাইল পথে চলো, তে তাইন কছম খাইয়া যেলা ওয়াদা করছইন, অলা তান নিজর পবিত্র প্রজা হিসাবে তুমরারে কাইম করবা। 10 আর আস্তা দুনিয়ার হকল জাতিয়ে দেখবা, তুমরাউ অইলায় মাবুদর খাছ মানুষ, দেখিয়া তারা হকলে তুমরারে ডরাইবা।

11 “তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার ময়-মুরব্বির গেছে যে দেশ দিবার লাগি কছম খাইছলা, অউ দেশো তাইন তুমরার বউত ভালাই করবা, তুমরারে বউত আওলাদ দিবা, তুমরার পশুর পালাইন্তে বউত বাইচ্চা দিবা, জমিনো বউত ফসল ফলিবো। 12 তুমরার মাবুদ আল্লায় তান আছমানি রহমতর দুয়ার খুলিয়া দিবা, জরুর মাফিক মেঘ-পানি দিয়া তুমরার আতর হকল কামর মাজে রহম-বরকত দিবা, বউত জাতিরে তুমরা টেকা-পয়সা আওলাত দিবায়, অইলে তুমরা কুনু আওলাত নিবার দরকার অইতো নায়। 13 মাবুদে তুমরারে অলা বানাইবা, যাতে তুমরা হকলর মাথার উপরে রও, কেউরর পাওর তলাত না থাকো। তুমরা খালি তুমরার মাবুদ আল্লার অউ হুকুম-আহকাম অকল খুব যতন করিয়া আমল করিও, যেতা আইজ আমি তুমরারে কইয়ার, তেউ তুমরা হকলর উপরে রইবায়, তলে পড়তায় নায়। 14 আর আইজ আমি তুমরারে যেতা হুকুম দিয়ার, আমার অউ তালিম থাকি তুমরা ডাইনে-বাউয়ে হরিও না। কুনু দেব-দেবীর খরেদি দৌড়াইয়া ইতার পুজা করাত লাগিও না।

নাফরমানির লাগি লান্নত

15 “অইলে তুমরা যুদি তুমরার মাবুদ আল্লার হুকুম না মানো, তান যেতা হুকুম-আহকাম আর নিয়ম-কানুন আইজ আমি জানাইছি, তুমরা খুব খিয়ালি অইয়া ইতা না মানলে, তুমরার উপরে অউ লান্নত অকল পড়বো, ইতা হামেশা তুমরার লগে লগে রইবো:

16 “তুমরার বসত-বাড়ি, খেত্-খামার হকল জাগাত লান্নত পড়বো।
17 “তুমরার উগারো আর চাউলর মটকিত লান্নত পড়বো।
18 “তুমরার হুরুতা কম জন্মিবা, জমিনো ফয়্-ফসল কমিযিবো, গরু-ছাগলে বাইচ্চা কম দিবা, অউ নমুনায় তুমরার উপরে লান্নত পড়বো।
19 “ঘরো বা বাইরা হকল খানো তুমরা পরতি দিন লান্নত পাইবায়।

20 “নাফরমানি কাম করিয়া মাবুদর গেছ থাকি হরি যাওয়ায়, তুমরার হকল কাম-কাজর মাজে তাইন লান্নত দিবা। বালা-মছিবতো পড়িয়া, আল্লাই গজবর জাতায়, তুমরা এক্কেরে বিনাশ অওয়ার আগ পর্যন্ত, আস্তে আস্তে খালি ক্ষয় অইবায়। 21 তুমরা যে দেশর দখলদারি পাইরায়, মাবুদে হনো তুমরার উপরে বেমার ছাড়িবা, বেমারে তুমরা মরতে মরতে হউ দেশো থাকি বিনাশ অইবায়। 22 মাবুদে তুমরার শরিলো নষ্ট অওয়া বেমার, বাক্কা তাপ আর জ্বলা-পুড়া, অতা বেমারদি তুমরার উপরে গজব দিবা। আর মরকি, হুকনা গরম বাতাস, ফসলর হুনা-কানি হুকাই যাওয়ার বেমার আর পাতা মরা, অতা গজব অকল তুমরার জমিনো দিবা। তুমরা মরিয়া ফুড়ানির আগ পর্যন্ত ই গজব তুমরার খরে খরে রইবো। 23 তুমরার মাথার উপরর আছমান অইবো পিতলর লাখান শক্ত, আর পাওর তলর জমিন অইবো লুয়ার লাখান কঠিন। 24 মাবুদে মেঘর বদলা তুমরার দেশো আছমান থাকি ধুইল ছাড়িবা, তুমরা বিনাশ অওয়ার আগ পর্যন্ত ইতা হামেশা পড়াত রইবো।

25 “মাবুদে তুমরার দুশমন অকলর মুকাবিলাত তুমরারে আরাইবা, এরারে এক পথেদি মারাত গেলে সাত পথেদি বাগিবায়। তুমরার দশা দেখিয়া জগতর হকল জাতিয়ে ডরাইয়া কাপিবা। 26 তুমরারি লাশ অইবো পশু-পাখিন্তর খুরাক। ইতারে খেদানির লাগি কেউ রইতো নায়। 27 মাবুদে হউ মিসরী অকলর লাখান তুমরার গতরো গজবি বিষ-ফুরি, টিউমার, ফুট-খাউজলি বেমার দিবা, ইতা থাকি কেউ তুমরারে শিফা করার খেমতা নাই। 28 তাইন তুমরারে পাগল, আন্দা আর বেদিশা বানাইবা। 29 আন্দায় যেলা আন্দারির মাজে আতাই আতাই আটে, তুমরা দিনর বালা অলা আটিবায়, তুমরার কুনু কামউ কামিয়াব অইতো নায়। তুমরার উপরে হামেশা জুলুম আর লুট-তরাজি চলবো, ইতা থাকি বাচানির লাগি কেউ আইতো নায়।

30 “শাদি করার লাগি যে কইন্যার লগে তুমার আখত অইবো, আরক বেটায় আইয়া অউ কইনার ইজ্জত লুটিবো। তুমি ঘর বানাইবায়, অইলে ঘরো বসত করতায় পারতায় নায়। আংগুরর বাগান করিয়া, ফল খাওয়া কপালো জুটতো নায়। 31 তুমরার চখুর ছামনে তুমরার গরু জবো করা অইবো, অইলে এক টুকরা গোস্তও তুমরার পেটো যাইতো নায়। তুমরার গাধারে তুমরার আত থাকি কাড়িয়া নেওয়া অইবো, ইতা আর ফিরত পাইতায় নায়। তুমরার মেড়া-ছাগল তুমরার দুশমনর আতো যাইবো, অতা বিপদ থাকি বাচানির লাগি কেউ আগুয়াই আইতো নায়। 32 তুমরার পুয়া-পুড়িন দুছরা জাতির আতো আটক অইবা, তারার আশায় বার চাইতে চাইতে তুমরার চখুর জুতি নষ্ট অইবো, অইলে কুন্তা করার সুযোগ অইতো নায়। 33 তুমরার অচিনা ভিন জাতিয়ে তুমরার খেতর ফয়-ফসল, আর তুমরার মেনতর হকল মজুরি লুটিয়া নিবোগি, তুমরা হারা জিন্দেগি খালি জুলুম-মছিবত পাইবায় আর চুরমার অইবায়। 34 তুমরার চউখে ই লাখান আরো যেতা দেখবায়, দেখিয়া মাথা খারাপ অইবো। 35 মাবুদে তুমরার উরাতো আর আটুত শুরু করিয়া, পাওর তলা থাকি মাথার তালু পর্যন্ত আস্তা গতরো বিষ-ফুরি দিবা, ইতার কুনু শিফা নাই।

36 “তুমরার উপরে বাদশাই করার লাগি তুমরা যারে গদিত বওয়াইবায়, মাবুদে ইউ বাদশা আর তুমরারে বন্দি করাইয়া অমন এক জাতির আতো ফালাইবা, যেতার নামউ তুমরা হুনছো না, তুমরার ময়-মুরব্বিয়েও হুনছইন না। হনো গিয়া তুমরা পাথর আর লাকড়িদি বানাইল মুর্তির পুজা করবায়। 37 মাবুদে তুমরারে যেতা জাতির মাজে খেদাই দিবা, ইতায় তুমরারে দেখিয়া চমকিযিবা, তুমরার দশা চিড় আর টাট্টা-মশকরার বিষয় অইবো।

38 “তুমরা খেত করবায় বউত, অইলে ফসল পাইবায় থুড়া, কারন পংগপালে খাইলিবা। 39 তুমরা আংগুরর বাগান করিয়া জায়-যতন করবায়, অইলে কিড়া আর পুকে বাগান খাইলিবো, এরলাগি তুমরা আংগুরও পাইতায় নায়, এর শরবতও খাইতায় পারতায় নায়। 40 তুমরার হারা দেশ জয়তুন গাছে ভরা রইলেও, জয়তুন ফল জরিয়া পড়িযিবো, এরলাগি তুমরার শরিলো তেল মাখা অইতো নায়। 41 তুমরার যতো আওলাদ অইবা, ইতা তুমরার গেছে রইতা নায়, ইতারে বন্দি করি নেওয়া অইবো। 42 গজবি মউয়া-পুকর পাল আইয়া তুমরার গাছ-গাছালি আর ফসল খাইলিবা।

43 “তুমরার মাজে বসত কররা ভিন জাতির মানুষ অকল আস্তে আস্তে
উপরেদি উঠবা, আর তুমরা তলেদি লামবায়। 44 তারা তুমরারে টেকা-পয়সা
আওলাত দিবা, তুমরা তারারে আওলাত দিবার সাইধ্য অইতো নায়। তারা
রইবা তুমরার মাথার উপরে, তুমরা রইবায় তারার পাওর তলাত।
45 “অউ তামাম লান্নত তুমরার উপরে পড়বো। তুমরার মাবুদ আল্লার খুশি
মাফিক না চলায়, তান হুকুম-আহকাম আর নিয়ম-কানুন না মীনায় অউ
লান্নত অকল তুমরার লগে লাগাইল রইবো। ইতায় তুমরারে জাতিয়া ধরিয়া
বিনাশ করিলাইবো। 46 অউ লান্নত অকল তুমরা আর তুমরার আওলাদর
উপরে, যুগ যুগ ধরি কুদরতি হুশিয়ারি হিসাবে রইবো। 47 তুমরা নিজর
সুদিনর কালো মনর খুশিয়ে আশিক বনিয়া নিজর মাবুদ আল্লার গুলামি
করছো না, 48 এরলাগি মাবুদে তুমরার খরেদি দুশমন লাগাইবা, তুমরা পেটর
ভুকে, পানির পিয়াছে, অভাব-অনটনে হকির বনিয়া তারার গুলামি করবায়।
মাবুদে তুমরার কান্দো লুয়ার জুয়াল ফিন্দাইবা, অউ জুয়ালির তলে তুমরার
বিনাশ অইবো।
49 “মাবুদে বউত দুরই থাকি, জগতর হেশ সীমানা থাকি, অলা এক
জাতিরে চিলর নমুনায় উড়াইয়া আনবা, যেতার মুখর বুলি তুমরা বুজতায়
নায়। 50 ইতার গঠন অইবো বদছুরত, ইতায় কুনু বুড়া-বুড়িরে ইজ্জত দিতা
নায়, আর হুরুতারেও মায়া করতা নায়। 51 তারা তুমরার পশুর বাইচ্চা আর
খেতর ফসল খাইলিবা, হেশ-মেশ তুমরা বিনাশ অইবায়। তারা কুনুজাত
ফসল, নয়া কুনু আংগুরর শরবত, তেল, গরু-ছাগলর বাইচ্চা, কুন্তাউ তুমরার
লাগি থইতা নায়, হেশ-মেশ তুমরা বিনাশ অইযিবায়। 52 তারা তুমরার টাউন
অকল বেরিয়া রাখবা, আর তুমরা যেতার উপরে ভরসা কররায়, তুমরার হউ
উচা উচা মজবুত বাউন্ডরির ওয়াল অকল হেশ-মেশ ভাংগিয়া পড়িযিবো।
তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যে দেশর দখলদারি দিরা, হউ দেশর হক্কল
গাউ আর টাউন তারা বেরিলিবা।
53 “আর দুশমনে বেরিয়া রাখার কালো তুমরা অতো বড় মছিবতো
পড়বায়, এরলাগি তুমরার নিজর পুয়া-পুড়িরে খাইলিবায়, তুমরার মাবুদ
আল্লার দেওয়া আওলাদর গোস্ত নিজে খাইবায়। 54 হউ সময় তুমরার মাজে
যেরা ভালা মানুষ, যেরা সুখে আর আরাম-আয়েশে আছে, তারার মন-
মিজাজও অলাখান অইযিবো, তারা আপন ভাইরে, নিজর বউরে আর বাকি
পুয়া-পুড়িরে কুনু দয়া-মায়া করতো নায়। 55 হে তার যে আওলাদর গোস্ত
খাইবো, ইতার একখান টুকরাও তারারে দিতো নায়। কারন দুশমনে যেবলা
তুমরার টাউন অকল বেরিয়া রাখবা, অউ সময় তুমরার পেটর ভুক মিটানির
লাগি নিজর হুরুতার গোস্ত ছাড়া আর কুনুতাও মিলুতো নায়। 56 তুমরার
মাজর খুব নরম দিলর যে বেটি মানুষ আছে, যে বেটিয়ে সুখিলা জিন্দেগির
দায় কুনুদিন মাটিত পাও ফালাইছে না, হউ বেটিয়েও তাইর জানর টুকরা
জামাই বা আওলাদর বায় কুনু দয়া-মায়া করতো নায়। 57 দুশমনে তুমরারে
বেরিয়া রাখায় পেটর ভুকর জ্বালায় আওলাদর জনম দেয়ার লগে লগে,
অউ মা'য় নিজর আওলাদর গোস্ত, আর পেটো থাকি বার অইল পুয়াতি-
ফুল পর্যন্ত নিজে নিজে লুকাইয়া খাইলিবো।
58 “অউ কিতাবর মাজে শরিয়তর যতো হুকুম-আহকাম লেখা আছে, ইতা
যুদি তুমরা খুব খিয়াল করিয়া আমল না করো, তুমরার মাবুদ আল্লার মহিমা
আর ডর-খফ আলা নামর ইজ্জত না করো, 59 তে মাবুদে তুমরা আর তুমরার
আওলাদ অকলরে বেজুইতা বেমার দিবা, অউ বেমারে তুমরা লাম্বা সময়
ভোগান্তি করবায়। 60 মিসরো থাকতে বেজুইতা যতো বেমার-আজার
দেখিয়া তুমরা কাপিতায়, হউ বেমার-আজার অখন তুমরার উপরে দিবা,
ইতায় তুমরার পিছ ছাড়তো নায়। 61 আর অউ তৌরাত কিতাবো যেতা
বেমারর নাম লেখা নাই, অলা কঠিন গজবি আরো বউত বেমার-আজার
মাবুদে তুমরার উপরে ছাড়িবা, তুমরা বিনাশ অওয়ার আগ পর্যন্ত ইতা চালু
রইবো। 62 তুমরা নিজর মাবুদ আল্লার হুকুম না মানায়, তুমরার মানষর
পরিমান অখন আছমানর তেরার লাখান বউত বেশি অইলেও, ইতা মরিয়া
খুব থুড়া বাচিয়া রইবা। 63 মাবুদে খুশি অইয়া তুমরারে যেলা আয়-উন্নতি
দিয়া বাড়াইছলা, তুমরার মানষর পরিমান বড় করছলা, হউ লাখান খুশি
করিয়া অখন হিরবার তুমরারে বিনাশ করিয়া নিপাত করবা। তুমরা অখন যে
দেশর দখলদারি পাইরায়, হউ দেশ থাকি তুমরারে কাড়িয়া নেওয়া অইবো।
64 “বাদে জগতর এক কিনারা থাকি আরিক কিনারা পর্যন্ত, হকল জাতির
মাজে তুমরারে ছিতরাই দিবা। হনো রইয়া তুমরা আর তুমরার ময়-মুরব্বির
অচিনা দেব-দেবীর সেবা করবায়, লাকড়ি আর পাথরর মুর্তিরে পুজা দিবায়।
65 হউ জাতি অকলর লগে রইয়া তুমরার শান্তি মিলতো নায়, তুমরার
আরামর লাগি কুনু জাগা রইতো নায়। হনো মাবুদে তুমরার মনর মাজে হায়-
হুতাশ বাড়াইবা, তুমরার চখুর হকল আশা-ভরসা, আর দিলর শখরে তাইন
নিরাশ, নিস্তেজ করবা। 66 কিতা ঘটিবো বা না ঘটিবো অতা চিন্তায় তুমরার
দিন গুজরিবো, দিন-রাইত হামেশা খালি জানর ডর-ভয়ে অশান্তিত রইবায়,
বাচিয়া রওয়ার কুনু নিচ্চয়তা পাইতায় নায়। 67 তুমরা মনর ডরে, জানর
মাইরে, চউখে কুনু কুল-কিনার না দেখিয়া খালি হায় হায় করবায়। বিয়ান
অইলে কইবায় জলদি রাইত অউক, আর রাইত অইলে কইবায় জলদি দিন
অউক। 68 হউ যে মিসর দেশর বেয়াপারে আমি কইছলাম, তুমরা হিনো আর
যাওয়া অইতো নায়। অইলে হউ গজবর সময় মাবুদে তুমরারে জাজো করি
হিরবার মিসর দেশো নেওয়াইবা, নিয়া হারলে তুমরা গুলামি করার লাগি
হনো বিকি খাইতায় চাইবায়, অইলে কেউ তুমরারে কিনতো নায়।”

হজরত মুছা (আঃ) অর তিন নম্বর নছিয়ত (২৯-৩০ রুকু)

29 মাবুদে মুছা নবীর মারফতে তুর পাড়র উপরে, বনি ইছরাইল জাতির
লগে আগে এক আপোস-চুক্তি করছলা, অখন মোয়াব দেশো
মাবুদে দুছরা আপোস-চুক্তি বওয়াল করলা। ইতা অইলো অউ
আপোস-চুক্তির শর্ত অকল।

হজরত মুছায় হিরবার আল্লাই আপোস-চুক্তি বওয়াল করলা

2 মুছা নবীয়ে হকল বনি ইছরাইলরে আনাইয়া কইলা, “আল্লা মাবুদে
মিসরর ফেরাউনর লগে, তার উজির-নাজিরর লগে, আর মিসরর হক্কলতার
লগে যেতা করছিলা, ইতা তো তুমরা দেখছো। 3 বড় বড় আজব ঘটনাত
জয়ী অওয়া, মাবুদর নানান লিলা-খেলা, আর কুদরতি কাম তো তুমরা
নিজর চউখে দেখছো। 4 অইলে ইতার মর্ম বুজার মতো মন, দেখার মতো
চউখ, হুনার মতো কান, মাবুদে অখনও তুমরারে দিছইন না। 5 আমি চাল্লিশ
বছর ধরি তুমরারে অউ মরুভুমির মাজে ছফর করাইছি, এরমাজে তুমরার
ফিন্নর কাপড় নষ্ট অইছে না, পাওর জুতাও ছিড়ছে না। 6 কুনু ভাত-রুটিও
খাইছো না, আংগুরর শরবত বা কুনুজাত শরাব তুমরা খাইতায় পাইছো না।
ইতা হকলতা তো তাইনউ করছইন, যাতে তুমরা বুজো, তাইনউ তুমরার
মাবুদ আল্লা।
7 “তুমরা হউ জাগাত যাওয়ার বাদে, হিশবনর বাদশা সীহোন আর বাশনর
বাদশা উজে আমরার লগে লাড়াই করাত অইছলা, আইলে আমরা তারারে
আরাই দিলাম। 8 তারার দেশরে দখলো আনিয়া আমরা আস্তা রুবেন
খান্দান, আস্তা ছাদু খান্দান আর মানশা খান্দানর অর্ধেক মানষরে বাটিয়া
দিলাম। 9 এরলাগি তুমরা অউ আপোস-চুক্তির হকল হুকুম-আহকাম খুব
খিয়ালি অইয়া মানিও, মানলে হকল কাম-কাজো তুমরার ফায়দা অইবো।
10 “তুমরার মাবুদ আল্লার ছামনে আইজ তুমরা হকল আইয়া আজির
অইছো, তুমরার খান্দানর আমির অকল, ময়-মুরব্বি অকল, অফিসার অকল,
আর বনি ইছরাইলর হকল বেটাইন। 11 তুমরার লগে অইয়া তুমরার বউ,
পুয়া-পুড়িন, আর ভিন জাতির হউ মানুষ অকল যেতায় তুমরার দারু ফাড়ইন
আর পানি বইয়া আনইন তারাও আইছইন। 12 তুমরা হকল অনো আইয়া
আজির অইছো, তুমরার মাবুদ আল্লায় কছম খাইয়া যে আপোস-চুক্তি
আইজ বওয়াল কররা, অউ আপোস-চুক্তিত তুমরা নিজে নিজে আইজ
হামাইরা। 13 আর মাবুদে আগর আমলর তুমরার ময়-মুরব্বি ইব্রাহিম, ইছহাক,
আর ইয়াকুব নবীর লগে কছম খাইয়া যে ওয়াদা করছলা, হউ ওয়াদা মাফিক
অখন থাকি তাইন তুমরার আল্লা, আর তুমরা তান খাছ প্রজা বনিয়া রইতে
রাজি আছো, অখান মানাত আইছো। 14 তে আমি অখন যে আপোস-চুক্তি
আর ওয়াদা বওয়াল কররাম, ইতা খালি তুমরার লগে নায়, 15 বরং তুমরা
যতো জন অখন আমরার মাবুদ আল্লার ছামনে আজির আছো, তুমরার
লগে, আর তুমরার যেতা আওলাদর জনম অখনও অইছে না, তারার লগেও
অউ আপোস-চুক্তি জারি রইবো।
16 “তুমরা নিজেউ তো জানো, মিসর দেশো আমরা কিলা দিন কাটাইছি,
বাদে কতো দেশ আর কতো পথ-ঘাট পার অইয়া অনো আইয়া আজিছি।
17 তুমরা তো অতা দেশর মানষরে সোনা, রুপা, পাথর আর লাকড়িদি
বানাইল জঘইন্য দেব-দেবীর মুর্তি অকলর পুজা করতে দেখছো। 18 তুমরা
খুজ-খবর লইয়া দেখো, তুমরার মাজে যানু অউ লাখান কুনু বেটা বা বেটি,
কুনু বংশ বা খান্দান না থাকে, যেতায় তুমরার মাবুদ আল্লারে বাদ দিয়া হতা
দেব-দেবীর পুজা করার লাগি খিয়ালি অইযায়। যুদি ইলা কুনুগু থাকে, তে
অগু অইলো অলা বিষাক্ত গাছর জড়, যে জড়র ডেম অউ বিষাক্ত তিক্তা
গাছ বনবো। 19 যেতা মানষে অউ কছম খাওয়ার কথা হুনিয়াও যুদি তার
নিজরে খুব কপালি মনো করে, আর বেপরোয়া অইয়া চললেও কুনু সমস্যা
নাই ইলা মনো করে, তে তুমরার ভালা-বুরা দুইওটার উপরে অতা মানষে
সর্বনাশ ডাকিয়া আনবো। 20 মাবুদে কুনুমন্তেউ এরারে মাফি দিতা নায়, এরার
উপরে তান গুছার আগুইন দাউ দাউ করি জলিয়া উঠবো। আর অউ
কিতাবর মাজে যতো লাখান লান্নতর কথা লেখা আছে, ইতা হক্কলতা এরার
উপরে ঢালিবা, মাবুদে আস্তা দুনিয়া থাকি তারার নাম মিটাইলিবা। 21 তাইন
দুখ-মছিবতো ফালানির লাগি হক্কল বনি ইছরাইল থাকি তারারে বাছিয়া
আলগ করবা, অউ তৌরাত কিতাবর হুকুম-আহকামর মাজে যতো লাখান
লান্নতর কথা লেখা আছে, ইতা অতা মানষর উপরে ছাড়িবা।
22 “আর মাবুদে অউ দেশর উপরে যতো নমুনার লান্নতি গজব আর
বেমার-আজার ঢালিবা, ইতা দেখিয়া তুমরার আওলাদ অকলে আর ভিন
দেশ থাকি আওয়া মুছাফির অকলে তুমরার ই দশা দেখিয়া কারন জিকাইবা।
23 নুন আর গন্ধকে আস্তা দেশর মাটি জলিযিবো, ই মাটিত কুন্তা ফলিতো
নায়, কুন্তা লাগাইলে অইতো নায়, মাটির উপরে কুনুজাতর ঘাস, লতা-পাতা
জন্মিতো নায়। ইখান হউ লান্নতি দেশ ছাদুম, আমুরা, অদমা আর ছবয়িমর
লাখান বনিযিবো, মাবুদর গুছার আগুইন জলিয়া উঠায় তাইন তো ইতারে
বিনাশ করিলিছলা। 24 অতা দেখিয়া হকল জাতির মানষে জিকাইবা, মাবুদে
ই দেশর হালত কেনে ইলা করলা? তাইন কেনে অতো বড় গুছা করলা?
25 “তেউ মানষে জুয়াপ দিবা, অউ জাতির মানষে তারার ময়-মুরব্বির
মাবুদ আল্লার বওয়াল করা হউ আপোস-চুক্তি বাদ দিলাইছে, মিসর দেশ
থাকি তারারে বার করি আনার বাদে যে চুক্তি বওয়াল করা অইছিল। 26 তারা
হউ মাবুদরে বাদ দিয়া তারার গেছে নয়া, অতা দেব-দেবীর পুজাত লাগছে,
যেতা দেব-দেবীর কথা মাবুদে কইছইন না, অতার গেছে মাথা নোয়াইয়া
সইজদা করাত লাগছে। 27 এরলাগি অউ দেশর উপরে মাবুদর গুছার
আগুইন জলিয়া উঠছে, তাইন অউ কিতাবো লেখা হকল নমুনার লান্নতি
গজব ই দেশো নাজিল করছইন। 28 গুছার আগুইনে জলিয়া, তারার উপরে
বেজুইতা গজব ঢালিয়া তারারে অউ দেশ থাকি জড়ে-ফড়ে তুলিয়া তারারে
ভিন দেশো নিয়া আছাড় মারি ফালাইছইন, আর অখনও তারা হনো
আছইন।
29 “বাতুনি হকলতাউ তো আমরার মাবুদ আল্লার আতো, অইলে জাইর
করা হকলতা চিরকালর লাগি আমরা আর আমরার আওলাদ অকলর
আতো, যাতে আমরা অউ শরিয়তর হকল হুকুম-আহকাম আমল করতাম
পারি।”

আল্লা মাবুদর গেছে ফিরিয়া আওয়ার ফল

30 হজরত মুছায় কইরা, “ও বনি ইছরাইল হুনো, আমি তুমরার ছামনে
যে রহমত আর লানতর পথ দেখাইছি, ইতা হকলতা তুমরার উপরে
ফলিবো। ফলিয়া হারলে তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে যেতা
জাতি অকলর মাজে ছিতরাই দিবা, তারার লগে বসত করার বালা তুমরা
ইতা খিয়াল করিও। 2 হউ সময় তুমরা আর তুমরার আওলাদ অকল যুদি
তুমরার মাবুদ আল্লার গেছে ফিরিয়া আও, আর আইজ আমি তুমরারে যেতা
হুকুম-আহকাম জানাইরাম, ইতা দিলে-জানে আমল করো, 3 তে হউ সময়
মাবুদে তুমরারে বন্দি হালত থাকি আজাদ করবা। তাইন তুমরারে মায়া-মমতা
করবা, আর তাইন যেতা জাতির মাজে তুমরারে ছিতরাইয়া দিছলা, অতা
থাকি হিরবার তুমরারে তুকাইয়া আনবা। 4 দুনিয়ার আখেরি কিনারাতও যুদি
তুমরারে ফালাইল অয়, তে হনো থাকি তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরারে
তুকাইয়া আনবা। 5 তুমরার ময়-মুরব্বির দেশো তুমরারে ফিরাইয়া আনবা,
ইতা হিরবার তুমরা দখল করবায়। তাইন তুমরারে বউত বাড়াই দিবা, আর
তুমরার ময়-মুরব্বির চাইতেও তুমরার আওলাদর পরিমান আরো বাড়াইবা।
6 তুমরা যাতে পুরাপুর দিলে-জানে আল্লার মহব্বতর আশিক বনিয়া বাচিয়া
রও, অউ নিয়তে তুমরা আর তুমরার আওলাদ অকলর দিলর মছলমানি
তাইন নিজে দিবা। 7 আর অউ লানত অকল তুমরার মাবুদ আল্লায় তুমরার
হউ দুশমনর উপরে ফালাইবা, যেতায় তুমরারে হিংসা আর জুলুম করইন।
8 হউ সময় তুমরা হিরবার তুমরার মাবুদর হুকুম মাফিক জিন্দেগি কাটাইবায়,
তান বাতাইল যেতা হুকুম-আহকাম আইজ আমি তুমরারে জানাইরাম, অতা
হকলতা আমল করবায়।
9 “হউ সময় তুমরার মাবুদ আল্লায় হকল নমুনায় তুমরারে আয়-উন্নতি
দিবা, তাইন তুমরার কাম-কাজো বরকত দিবা, তুমরার আওলাদর পরিমান
বাড়াইবা, তুমরার গরু-ছাগলর বাইচ্চাইন আর জমিনর ফসল বাড়াই দিবা।
তুমরার ময়-মুরব্বির উপরে তাইন যেলা খুশি আছলা, তুমরার উপরেও অলা
খুশি অইয়া তুমরারে হকল নমুনায় বাড়াইবা। 10 খালি তুমরা নিজর মাবুদ
আল্লার খুশি মাফিক চলিয়া, অউ তৌরাত কিতাবো লেখা তান হকল হুকুম-
আহকাম আর নিয়ম-কানুন মানলে, আস্তা দিলে-জানে তান বায় ফিরলে,
তাইন অউ রহম-বরকত দিবা।

জিন্দেগির পথ আর মউতর পথ

11 “ও বনি ইছরাইল হুনো, আইজ আমি তুমরারে যেতা হুকুম দিরাম, ইতা
মানিয়া চলা তুমরার লাগি বেশি কষ্টর কুনু কাম নায়, ইতা তুমরার লাগালর
বারেও নায়। 12 ইতা তো বেহেস্তো তুলিয়া থওয়া কুনু চিজ নায় যেন তুমরা
কইতায়, বেহেস্তো থাকি খেগিয়ে লামাই আনিয়া ইতা আমরারে হুনাইতো,
আর আমরা আমল করতাম? 13 ইতা দরিয়ার হপারর কুনু চিজও নায় যেন
তুমরা কইতায়, দরিয়া পার অইয়া খেগিয়ে গিয়া ইতা আনিয়া আমরারে
হুনাইতো, আর আমরা আমল করতাম? 14 বরং মাবুদর কালাম তো তুমরার
লগেউ আছে, তুমরার মুখর মাজে আর দিলর ভিতরে ইতা আছে, যাতে
ইতা আমল করো।
15 “হুনো, আইজ আমি তুমরার ছামনে যেতা তুলিয়া ধরছি, ইতা অইলো
জিন্দেগি আর ভালাই, বা মউত আর দুখ-মছিবত। 16 আইজ আমি তুমরারে
অউ হুকুম দিরাম, তুমরা নিজর মাবুদ আল্লারে মহব্বত করিও, তান মর্জি
যুগাইয়া চলিও, তানু দেওয়া শরিয়ত, হকল নিয়ম-কানুন, হুকুম-আহকাম হর-
হামেশা মানিও। তেউ তুমরা জানে বাচবায়, পরিমানে বাড়বায়, আর যে
দেশখান তুমরা দখল করাত যাইরায়, হউ দেশো তুমরার মাবুদ আল্লায়
তুমরারে রহম-বরকত দিবা।
17 “অইলে তুমরার মন যুদি আল্লা মাবুদর বায় থাকি ফিরিযায়, তান হুকুম
না মানিয়া তুমরা যুদি কুনু দেব-দেবীর পুজাত লাগিয়া অতারে পরনাম করো,
18 তে আইজ আমি তুমরারে জানাই দিরাম, তুমরা নিশ্চিত বিনাশ অইযিবায়।
জর্দান গাংগর হপারো যে দেশ তুমরা দখল করাত যাইরায়, হিনো তুমরা বেশি
দিন বাচতায় নায়।
19 “অউ আছমান-জমিনরে তুমরার বিরুদ্ধে সাক্ষি রাখিয়া কইয়ার, আইজ
আমি তুমরার ছামনে জিন্দেগি আর মউত, রহমত আর লানতরে তুলিয়া
ধরছি। এরলাগি ও ভাইয়াইন, তুমরা জিন্দেগিরে পছন্দ করিলাও, তেউ
তুমরা আর তুমরার আওলাদ অকলর জান বাচিবো। 20 তুমরা নিজর মাবুদ
আল্লারে মহব্বত করিও, তান হুকুম-আহকাম মানিও, তান আশিক বনিয়া
তানরে আইঞ্জা করি ধরিয়া রাখিও, অতার মাজেউ তুমরার জিন্দেগি। তাইন
যে দেশর দখলদারি দিবার লাগি তুমরার ময়-মুরব্বি ইব্রাহিম, ইছহাক, আর
ইয়াকুবর লগে কছম খাইয়া ওয়াদা দিছইন, হউ দেশো অতা হুকুম-আহকাম
মানার মাজেউ তুমরার জিন্দেগি।”

হজরত মুছা (আঃ) অর শেষ হালত (৩১-৩৪ রুকু)

হজরত মুছা (আঃ)-এ দায়িত্ব সমজাইলা

31 এরবাদে মুছায় হকল বনি ইছরাইলরে কইলা, 2 “ও বনি ইছরাইল
হুনো, আমার বয়স তো একশো বিশ বছর অইগেছে, আমি আর
আমার কাম করতাম পারিয়ার না, কারন মাবুদে আমারে
জানাইছইন, আমি জর্দান গাংগর হিপারো যাইতাম পারতাম নায়। 3 তে
তুমরার মাবুদ আল্লা নিজে তুমরার আগে আগে রইয়া জর্দান গাং পার অইয়া
যাইবা। তাইন তুমরার ছামনে থাকি হনর হকল জাতিরে বিনাশ করবা, তেউ
তুমরা হউ দেশ দখল করবায়। আর মাবুদর কথা মাফিক হজরত ইউছায়
তুমরারে লইয়া হপারো তুমরার আগে আগে যাইবা। 4 মাবুদে আমোরী
অকলর বাদশা সীহোন আর উজরে যেলাখান বিনাশ করছিলা, হউ জাতি
অকলরেও অলা বিনাশ করবা। 5 তাইন হিতারে তুমরার আতো সপিয়া দিবা,
হউ সময় তুমরা আমার বাতাইল হুকুম মাফিক কাম করিও। 6 তুমরার বুকুত
বল রাখো আর সাওস করো। ডরাইও না, তারারে দেখিয়া ঘাবড়াইও না।
মনো রাখিও, তুমরার মাবুদ আল্লা তুমরার লগে লগে যাইরা, তাইন
কুনুমন্তেউ তুমরারে ছাড়তা নায়, কুনু হালতেউ তুমরারে ফালাইতা নায়।”
7 বাদে মুছা নবীয়ে হকল বনি ইছরাইলর ছামনে ইউছা নবীরে আনাইলা,
আনাইয়া কইলা, “তুমি বুকুত বল রাখো আর সাওস করো। অউ মানুষ
অকলরে লইয়া তুমি গাং পার অইয়া হউ দেশো যাইবায়, হউ দেশ দিবার
লাগি মাবুদে তো তারার ময়-মুরব্বির গেছে ওয়াদা করছলা। তুমি তারারে
হনো নিয়া হনর জমি-জমা তারারে বাটিয়া দিও। 8 স্বয়ং মাবুদ তুমার আগে
আগে রইবা, তুমারে সাইয্য করবা, তাইন তুমারেও ছাড়তা নায় আর তুমারে
ফালাইতাও নায়, তে তুমি ডরাইও না, সাওস আরাইও না।”

তৌরাত কিতাব তিলাওতর হুকুম

9 বাদে মুছা নবীয়ে তৌরাতর অউ হুকুম-আহকাম অকল লেখলা, লেখিয়া
লেবি খান্দানর হউ ইমাম অকল, যারা মাবুদর শাহাদত সন্দুক বইয়া নিতা,
তারার আতো আর বনি ইছরাইলর ময়-মুরব্বির আতো দিলা। 10 দিয়া
তারারে হুকুম দিলা, “পরতেক সাত বছর বাদে বাদে, আওলাত মাফির বছরর
কালো, ডেরা-ঘরর ইদর অখতো, 11 হকল বনি ইছরাইল যেবলা তুমরার
মাবুদ আল্লার পছন্দ করা জাগাত গিয়া তান ছামনে আজির অইবা, হউ সময়
তুমি তারা হকলর ছামনে অউ তৌরাত কিতাব তিলাওত করিয়া হুনাইও।
12 বেটাইন, বেটিন, হুরুতাইন, আর তুমরার লগে বসত করা গাউ বা
টাউনর ভিন জাতির হকল মানষরে এক জাগাত দলা করিয়া ইতা হুনাইও,
ইতা হুনিয়া তারা তুমরার মাবুদ আল্লারে ডরাইবা, আর অউ শরিয়তর হকল
হুকুম-আহকাম যতন করি আমল করবা। 13 আর তারার যেতা হুরুতায়
তৌরাতর অউ হুকুম-আহকাম হুনছইন না, জর্দান গাংগর হপারো তুমরা যে
দেশর দখলদারি পাইরায়, তুমরা হনো গিয়া হারলে তারাও হারা জিন্দেগিভর
তুমরার মাবুদ আল্লার ডর-খফে চলা হিকবা।”

নাফরমানি করার আগাম খবর

14 বাদে মাবুদে মুছা নবীরে কইলা, “তুমার হায়াতি তো আর বেশি নাই,
মউত ধারো আইচ্ছে, তে তুমি ইউছারে আনাও, আনাইয়া দুইও জন মিলন-
তাম্বুর ছামনে আও, আমি তার উপরে তার নয়া কাম সমজাই দিমু।” তেউ
তারা দুইও জন গিয়া মিলন-তাম্বুর ছামনে আজির অইলা।
15 অউ সময় মাবুদে মেঘর খুটির মাজে থাকিয়া মিলন-তাম্বুর দুয়ারর
ছামনে আইয়া তারারে দরশন দিলা, অউ খুটি তাম্বুর দুয়ারর উপরে উবাই
রইলো। 16 আর মাবুদে মুছারে কইলা, “হুনো, তুমি তো তুমার বাফ-দাদাইন্তর
গেছে আরাম করাত যাইরায়গি, অইলে অউ মানুষ অকল যে দেশো হামাইরা,
হামানির থুড়া বাদেউ আমার লগে তারার আপোস-চুক্তিরে তারা ভংগ
করবা, তারা আমারে বাদ দিয়া হনর দেব-দেবীর আতো নিজরে সপি দিবা।
17 তারা ইতা করিয়া হারলে আমার গুছার আগুইন জলিবো, আমি তারার
লগ ছাড়ি দিমু, তারার বায় থাকি আমার মুখ ফিরাইলিমু, তেউ তারা বিনাশর
পথো যাইবা। তারার উপরে নানান বালা-মছিবত আইবো। হউ সময় তারা
কইবা, আমরার দশা ইলা অইলো কেনে? নিশ্চয়, আমরার আল্লা আমরার
লগে নায় করিউ, ইতা ঘটের। 18 আসলে তারার হউ দেব-দেবীস্তর গেছে
গিয়া যেতা কু-কাম করছইন, অতার লাগিউ আমি হউ সময় তারার গেছ
থাকি আমার মুখ ফিরাইলিছি।
19 “তে তুমরা অউ গজলটা লেখিলাও, লেখিয়া বনি ইছরাইলরে হিকাও
আর তারা গাইবা। অউ গজল তো তারার বিরুদ্ধে আমার সাক্ষি অইয়া
রইবো। 20 বুজরায় নি, আমি তারারে যে দেশ দিবার লাগি তারার ময়-
মুরব্বির গেছে ওয়াদা করছি, দুধ আর মউর ভান্ডার আলা আরামর হউ
দেশো তারারে নিয়া হারলেউ, তারা খানা-পিনা খাইয়া মোটা-তাজা অইবা।
অইয়া হনর দেব-দেবীর পুজা করাত লাগবা, হতার ভজনা করবা, আমারে
এলামি করিয়া আমার লগর আপোস-চুক্তি ভাংগিবা। 21 তেউ তারার উপরে
যেবলা নানান নমুনার বালা-মছিবত আর বিপদ-আপদ আইবো, হউ সময়
অউ গজলে তারার ছামনে সাক্ষি দিবো, অউ গজল তো তারার আওলাদ
অকলে ফাউরিতা নায়। হাছা কথা অইলো, আমার ওয়াদা করা হউ দেশো
নিবার আগেউ, তারা মনে মনে কিতা চিন্তা করের, ইতা তো আমার জানা
আছে।” 22 মুছায় লগে লগে অউ গজল লেখিয়া বনি ইছরাইলরে হিকাইলা।
23 আর মাবুদে নূনর পুয়া ইউছারে তান নয়া কামর লাগি অউলা হুকুম
দিলা, “তুমি বুকুত বল রাখো আর সাওস করো। আমি কছম খাইয়া বনি
ইছরাইলরে যে দেশ দিবার লাগি ওয়াদা করছি, তুমি তারারে লইয়া হউ
দেশো যাইবায়, আমি তুমার লগে লগে রইমু।”
24 শরিয়তর অউ হুকুম-আহকামর হকলতা মুছায় ষোলআনা লেখলা,
25 লেখিয়া মাবুদর শাহাদত সন্দুক বইয়া নেওরা লেবি খান্দানর মানষরে হুকুম
দিলা, 26 “অউ তৌরাত কিতাব খান নিয়া তুমরা আল্লা মাবুদর শাহাদত
সন্দুকর কাছাত থইও। ইখান বনি ইছরাইলর বিরুদ্ধে সাক্ষি হিসাবে হনো
রইবো। 27 তুমরা কতো বড় গাড়তেড়া আর নাফরমান, ইতা আমার জানা
আছে। আমি জিন্দা হালতে তুমরার লগে রইতেউ তুমরা যেবলা মাবুদর
নাফরমানি করছো, তে আমার মরনর বাদে তুমরা আর কিতা না করবায়!
28 তুমরা হকলে যারযির খান্দানর মুরব্বি আর অফিসার অকলরে আমার
গেছে আনো, আমি নিজে তারার গেছে অতা খুলাছা করিয়া কইয়া যাইমু,
আছমান-জমিনরে তারার বিরুদ্ধে সাক্ষি রাখতাম চাই। 29 আমি তো জানি,
আমি চউখ মুজার বাদে তুমরা এক্কেবারে বে-পথি বনিযিবায়, আমার

বাতাইল পথ থাকি তুমরা হরিযিবায়, তেউ তুমরার উপরে গজব লামবো।
কারন মাবুদে যেতা ঘিন করইন, তুমরা অতা কাম করিয়া, নিজর আতে মুর্তি
বানাইয়া, তান গুছা তুলাইবায়।"
30 বাদে মুছা নবীয়ে হকল বনি ইছরাইলর ছামনে অউ গজলর পয়লা থাকি
আখের পর্যন্ত হুনাইলা; তাইন গাইলা,

হজরত মুছা (আঃ) অর গাওয়া গজল

32 ও আছমান, কান পাতিয়া হুনো আমি যেতা গাই,
ও জমিন, তুমিও হুনো আমি যা বাতাই।
2 আমার তালিম লামউক মেঘর ফুটার লাখান,
খুয়ার মতন পড়উক আমার মুখর বয়ান।
খেছমা ঘাসর উপরে ফুটা ফুটা মেঘ অইয়া পড়উক,
নয়া চেরা গাছর উপরে শান্তির মেঘ অইয়া লামউক।
3 আমি তো এলান করমু আমার মাবুদর নাম,
তুমরাও গাইও আল্লার মহিমা গান।

4 তাইনউ তো আশ্রয় টিল্লা, নিখুত তান কাম,
হক-হাছা তান পথ সঠিক তামাম।
ছল-চতুরি নাই তান, হক-হালাল আছে সর্বদা,
হক ইনছাফ পরেজগারি আছে সততা।
5 তা-ও তান খবিছ বন্দায় † করছে বেইমানি,
দিলর খারাপিয়ে তারা বনছে কলংকিনি।
6 হায়রে আম্মক নাদান, হায়রে বেআখল,
অউনি তুমরা বদলা দিলায়, মাবুদর দানর?
তাইনেউ তুমরার পয়দা কররা পরোয়ার দিগার †† নি?
বওয়াল করলা তুমরার ইছরাইল জাতি।

7 ইয়াদ করো তুমরা হউ আগর আমলর মাত,
মনো রাখো কিতা অইছিল পুরান জমানাত।
বাফ-দাদারে জিকার করি ইতিহাস হুনো,
বুড়া-বুড়ির মুখ থাকি হকলতা জানো।
8 আল্লাতালায় দিলা যেবলা জমিন বাটিয়া,
নানান জাতিরে দিলা ভাগ-বাটুরা করিয়া।
বনি ইছরাইলর পরিমান তো জানা আছিল তান,
এরার অংশ আলগাই থইয়া বাকি করলা দান।
9 মাবুদর খাছ সম্পত্তি তো তান নিজর প্রজা,
ইয়াকুব বংশ ইছরাইল জাতি আপন ছামানা।

10 তারারে তাইন তুকাই পাইলা মরুভুমির দেশো,
নিরাই-নির্জন দেশ আর বাঘ-সিংহর গর্জনো।
কুদরতি ডাখনাদি ঘুরিয়া যতন করিলা,
চখুর মনির লাখানউ তারারে বাচাইলা।
11 চিলে যেলা নিজর বাদার বাইচ্চারে নাচায়,
আস্তে আস্তে উড়ি উড়ি ডাখনারে লাড়ায়,
ডাখনা মেলিয়া বাইচ্চাইনরে উপরে তুলে,
তুলিয়া হারি উড়াল দিয়া লইয়া লইয়া ঘুরে,
12 মাবুদে একলা অউলা করি তারারে নিলা,
কুনুজাতর দেব-দেবী তান লগে আছিল না।

13 পাড়ে পাড়ে উড়াই উড়াই নিলা তারারে,
পাড়িয়া দেশর দখল দিলা বনি ইছরাইলরে।
খেতর ভালা ফসল দিলা খাইবার লাগি,
পাড়িয়া চাকর মউ খাবাইলা ফাটা-চিপা থাকি।
খাবাইলা মালিকে জয়তুনর তেল,
লুয়ার লাখান শক্ত মাটিত তেল ফলি গেল।
14 খাবাইলা তারারে তাইন গরুর দুধর দই,
ছাগল-মেড়ার দুধও খাইলা জানিও নিচ্চই।
মোটা-তাজা মেড়ার গোস্ত খাইলা মজা করি,
বাশন দেশর গরু-খসি খাইলা রুটিদি।
তাজা-পুষ্ট গমর রুটি আংগুরর শরবত,
ডেমদি উঠা আংগুর অইলো আল্লার নিয়ামত।

15 বাদে তারা লাথ মারিলা পেটলা বনিয়া,
বনি ইছরাইলে লাথ মারলা তারার পাও দিয়া।
খাইয়া খাইয়া পেট ফুলাইয়া মারলো অখন লাথ,
ফাউরিলিলো হউ আল্লারে যেইন দিলা ভাত।
পয়দা কররা আল্লার লগ তারা ছাড়ি দিলো,
আশ্রয় টিল্লা আল্লারে তারা হুরু মনো করলো।
16 দেব-দেবীর পুজা করিয়া জালাইলো আগুইন,
এক আল্লা ছাড়িয়া তারা ভজিলো হগুইন।
গুছার আগুইন জালাইলো তান আরশর মাজে,
মুর্তি পুজা ঘিন করইন মহান আল্লা পাকে।
17 ভুতর নামে বলি দিলো তানরে ছাড়িয়া,
ভুত তো কুনু আল্লা নায় তা-ও পাইলো পুজা।
নয়া নয়া দেবতা যেতা কয়দিন থাকি চিনে,
বাফ-দাদার অচিন দেবতা অখন তারা ভজে।
18 জনম দাতা বাফর লাখান যেইন আশ্রয় টিল্লা,
তানরে তুমরা ফাউরিয়া হারি করলায় অবহেলা।

19 আওলাদর অউ হালত দেখিয়া মুখ ফিরাইল্লা মাবুদে,
রাগে-গুছায় আগুইন অইলা তারারউ বদ আমলে।
20 গুছা করি মাবুদে কইলা মুখ ফিরাইলাম আমি,
তারার হেশ দশা কিতা আমি নিচ্চিত জানি।
দেখমু চাইয়া তারার হকল বেইমানির সাজা,
বে-পথি বেইমান জাতে বুজবা নিজর দশা।
21 যেটা আল্লা নাই ইলা দেবতার পুজা করিয়া,
আমার ভিতরে দিছে তারা গুছা তুলিয়া।
যেটা জাতি নাই ইলা জাতি দিয়া হিংসা করাইমু,
আম্মক জাতি দিয়া তারার গুছা তুলাইমু।
22 আমার গুছার আগুইন অখন দাউ দাউ করি জলের,
মাটির তলর পাতালরেও জালাইয়া ছারখার করের।
হারা জগত আর ফয়-ফসল জালাই করবো ছালি,
পাড়র তলাত আগুইন জলবো, জলবো ধুইল বালি।
23 লাখো লাখো বিপদ দিমু হকলতার উপর,
আমার তামাম তীর মারমু পেটর ভুকে করমু কাতর।

24 উপাসি নিদানে তারা হুকাই হুকাই মরবা,
গজবি বেমারর লগে দুখ-তকলিফ পাইবা।
দাত আলা জংলি পশু পাঠাইমু আমি,
বিষাক্ত সব হাফর পালে দিবা কামড়ানি।
25 বারে গেলে মরবা তারা তলোয়ারর তলে,
ঘরো রইলে মরবা হকল জানর ডর-খফে।
জুয়ান পুয়া জুয়ান পুড়িন দুধর হুরুতা,
বিনাশি গজবে মরবা দাড়ি চুল পাকনা।
26 কইছলাম আমি উড়াই মারমু বনি ইছরাইলরে,
ইতার নাম ফুছিলাইমু মানষর মন থনে।
27 অইলে আমার জানা আছে দুশমনর ভাব-সাব,
বেটাগিরি করবা তারা অইবো তারার লাভ।
না বুজিয়া কইবো তারা জিতছে নিজর বলে,
মাবুদ ইতা কুন্তাত নায় জিতছি কলে-বলে।

28 বিচার-বিবেক খুয়াইয়া অখন নামে ইছরাইল জাতি,
আখল-বুদ্ধি আরাইয়া তারা অইছে বে-পথি।
29 আখল থাকলে বুজতো তারার নিজর দুর্দশা,
বিবেক খাটাই জানি বাচাইয়া রইতো হামেশা।
30 এক দুশমনে আইয়া কিলা আজার জন খেদায়,
দুই সিপাইরে দেখিয়া কেনে দশ আজার দৌড়ায়।
নিজর আশ্রয় টিল্লা যুদি তারারে না বেচিতা,
স্বয়ং মাবুদে যুদি ছাড়িয়া না দিতা।

31 দুশমনর আশ্রয় টিল্লা অতো মজবুত নায়,
তারাউ ইখান স্বীকার করি হকলরে হুনায়।
আমরার টিল্লা নিচ্চয় বউত বড় বলবান,
তারার মুখে গাইয়া ইতা জপে তান সুনাম।
32 মাবুদে বাতাইরা অখন তারার খেতর কথা,
ছাদুম টাউন থাকি আইছে ইতার আংগুরর লতা,
আমুরা শহর থাকি ইতায় আংগুর ফল পাইছে,
বিষ আর তিত্তায় ই ফলর ছড়ি পুরাপুর অইছে।
33 আংগুরর শরবত যেলা নাগ-নাগিনির বিষ,
আলদ হাফর বিষও অলা মারাত্মক জিনিস।
34 আমার গেছে ইতা গজব তুমরার লাগি খাড়া,
আমার ভান্ডারো থওয়া ছব সীল-চাপ্পড় মারা।

35 নাফরমানির সাজা দেওয়া আমারউ কাম,
আমল মাফিক বদলা দিমু তামাম ইনছান।
সময় অইলে পিছলিযিবো দুশমনর পাও,
মছিবতর দিন তারার নজদিক জানিলাও।
ঠিক করি থওয়া আছে তারার কামর বদলা,
জলদি করি পাইবা নিজর আমল-নমা যেলা।
36 মাবুদে দেখবা যেবলা বল-শক্তি নাই,
তান বন্দার বল-তাক্কত গেছেগি ফুড়াই।
গুলাম কিবা আজাদ বন্দা হকলউ মাজুর,
দেখিয়া তাইন পক্ষ লইবা আপন গুলামর।
মায়া-দয়া করবা আল্লায় তান গুলামরে,
মাজুর থাকি সবল করবা দয়া-রহমে।

37 কইবা তাইন হউ সময় কুয়াই গেলা হিতা,
অতদিন ভজিছলা তারা যেতা দেবতা।

---

† *মুল হিব্রু ভাষাত, "পুত অকল।" আগে আল্লায় কইছলা, বনি ইছরাইল তো আমার পয়লা পুতর লাখান। (হিজরত ৪:২২ আয়াত) ইটা একটা রুপক বাইক্য, মানে খাছ মায়ার বন্দা অকল।* †† *"পয়দা কররা পরোয়ার দিগার।" হিব্রু ভাষাত, পয়দা কররা বাবা। বাবা অইলো একটা রুপক শব্দ।*

বাগিয়া গেলগি কুয়াই তারার আশ্রয় পাড়,
তারার হকল দেব-দেবী অসাড়র অসাড়।
38 কই গেলা হউ দেব-দেবী যেতায় খাইছলা চর্বি,
চর্বি আলা বলির গোস্ত খাইছিল বেশ করি।
যেতা দেবতাইন খাইছিল ছদগার শরবত,
অখন তারা বাচাউক আইয়া তারার উম্মত।
সাইয্য করউকনা আইয়া তুমরার হউ ঠাকুর,
আশ্রয় দেয় না কেনে নাফরমান বদকুর।
39 চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখো হউ তাইনউ আমি,
আমি ছাড়া মাবুদ নাই ইখান জানছো নি।
আমিউ মারিলাই আমিউ বাচাই,
আমিউ তো জখম করি আমি দেই ভালাই।
আমা থাকি বাচাইলিতো সাইধ্য আছে কার,
হায়াত মউতর মালিক আমি আল্লাহ্ আকবার।

40 আরশর বায় আত তুলিয়া কছম খাইয়া কই,
চিরকালিন জিন্দা আমি জানিও নিচ্চয়।
41 দার যেবলা দিমু আমার চকচকা তলোয়ার,
কাইম করাত লাগমু যেবলা আমার রায়-বিচার।
হউ সময় সাজা দিমু আমার হকল দুশমনরে,
আমারে ঘিন্নানির বদলা দিমু তারারে।
42 তীর-ধনুকে লউ খাইয়া করবো মাতলামি,
আমার তলোয়ারেও তো লউ খাইবো জানি।
মুর্দা আর বন্দি অকলর লউ হে খাইবো,
দুশমনর গোস্ত খাইয়া পেট ফুলাইবো।
লাম্বা-চুলি সিপাইর কল্লা খাইবোরে মুখে,
তারার কল্লা চিবাই খাইবো আমার ধনুকে।

43 মায়ার প্রজার লগে অইয়া আছমান খুশি অও,
বেহেস্তর হকল ফিরিস্তায় তানে সইজদা দেও।
জগতর তামাম জাতিয়ে গাও গুনগান,
আল্লার হকল বন্দার লগে লও তান মহা নাম।
তান গুলামর লউর বদলা অখন লইবা তাইন,
দুশমনরে সাজা দিয়া ছাফ করবা জমিখান।
তানি বন্দায় কেনান দেশো পাইলিবা রেহাই,
গুনার কফরা দিয়া দিবা তার বদলাই।

44 মুছা নবী আর তান খাদিম নুনর পুয়া ইউছা গিয়া হকল মানষর গেছে অউ গজলর সব কথা জানাইলা। 45 মুছায় হকল বনি ইছরাইলর গেছে গিয়া ইতা হকলতা কইয়া হারি, 46 কইলা, "আমি অউ যতো হুশিয়ারির কথা তুমরারে জানাইছি, ইতা তুমরার দিলো গাথিয়া রাখিও, ইতা তো তুমরার বিরুদ্ধে সাক্ষি বনিয়া রইবো। আর তুমরার আওলাদ অকলরে হুকুম দিও, অউ শরিয়তর হকল হুকুম-আহকাম খিয়ালি অইয়া আমল করতা। 47 ইতা তো আজে-বাজে কুনু মাত-কথা নায়, ইতা অইলো তুমরার জিন্দেগি! জর্দান গাং পার অইয়া হারি তুমরা যে দেশর দখলদারি পাইরায়, অতা আমল করলে হনো তুমরা লাম্বা হায়াতি পাইবায়।"

হজরত মুছা (আঃ) অর আখেরি হালত

48 হউ দিনউ মাবুদে মুছা নবীরে কইলা, 49 "তুমি গিয়া অউ আবারীম পাড়ো উঠো, ইটা তো মোয়াব দেশর যিরিহো টাউনর ছামনে আছে। হনো উঠিয়া নবো নামর হউ উচা টিল্লার উপরে যাও, আর বনি ইছরাইলরে আমি যে দেশর মালিকানা দিরাম, অউ কেনান দেশ একবার দেখিলাও। 50 তুমার ভাই হারুন যেলা হুর পাড়র উপরে উঠিয়া হারলে উফাত অইছিল, বাদে তার বাফ-দাদার কাতারো গিয়া আজিছিল, অউ নবো পাড়ো উঠার বাদে অউলা তুমারও উফাত অইবো, আর তুমার বাফ-দাদার গেছে গিয়া অউলাখান তুমিও আজিবায়। 51 মনো আছে নি, হকল বনি ইছরাইলর ছামনে তুমরা দুইও ভাইয়ে আমারে পাক-পবিত্র কইয়া মাইন্য করছো না, হউ জীন মরুভুমির কাদেশ এলাকার মেরীবা নামর জাগাত পানির গেছে তুমরা আমার নামে জালিয়াতি করছলায়। 52 হনো উঠিয়া হারলে তুমার চখুর ছামনে হউ দেশ দেখবায়, যে দেশখান আমি বনি ইছরাইলরে দান কররাম, তুমি খালি চউখদি দেখবায়, অইলে হি দেশো হামাইবার সুযোগ তুমার অইতো নায়।"

হজরত মুছা (আঃ) অর আখেরি দোয়া

33 আল্লার খাছ বন্দা মুছা নবীর উফাতর আগে, বনি ইছরাইলরে তাইন অউ দোয়া দিলা:

2 তশরিফ আনলা মাবুদ আল্লায় তুর পাড় থাকি,
আমরা হকলে দেখা পাইলাম নুরে এলাহি।
সেয়ীর আর ফারান পাড় থাকি দেখাইন নুরর তেজ,
লাখো লাখো ফিরিস্তা কিবা আরো বেশ।
দিদার দিলা মাবুদে এরার মাজ থনে,
ডাইন আতো ভরা আছিল নুরর আগুইনে।
3 হাছাউ তাইন মায়া করইন নিজর বন্দারে,
তামাম পরেজগার বন্দা তান হুকুমে চলে।
সইজদা করাত আছইন তারা তান পাওর তলাত,
হুকুম পাইলে তামিল করইন রইন তান কথাত।
4 মুছা নবীয়ে যে শরিয়ত দিছলা আমরারে,
বনি ইছরাইলর ধন ইতা জানে হকলে।
5 দলা অইয়া আইলা যেবলা ময়-মুরব্বির দল,
লগ অইয়া আইছলা ইছরাইলর খান্দানর হকল,
হউ সময় তো মাবুদ আছলা তারার উপরর বাদশা,
এরা হকল তান প্রজা তাইনউ শাহানশা।

বারো খান্দানরে দোয়া দিলা

6 রুবেন খান্দানর বেয়াপারে হজরত মুছায় কইলা:

রুবেন খান্দান জিন্দা রউক, নিপাত নায় কুনুদিন,
তা-ও তার ঘরো পয়দা অইবো কম পুয়া-পুড়িন।

7 এহুদা খান্দানর বেয়াপারে কইলা:

ও মাবুদ, তুমি অখন এহুদার ফরিয়াদ হুনো,
ভাই-বিরাদরর ধারো তারে ফিরাইয়া আনো।
দুইও আত তার সবল রাখো লাড়াইর সময়,
সাইয্য করো তুমি তারে দুশমনরে দেও আরাই।

8 লেবি খান্দানর বেয়াপারে কইলা:

তুমার আশিকর আতো আছে তুম্মিম আর উরিম †,
কুদরতি হউ দুই ছামানার মালিক খালি অউ লেবিন।
মাছা নামর জাগাত লইছো তার পরিক্ষা,
মেরীবা নামর পানির জাগাত অইছিল অউ কাইজ্জা। ††
9 মা-বাফরেও তুলছে না হে তুমার উপরে,
গুনার সাজা দিছে তার মা'রি পেটর ভাইরে।
দাবি ছাড়িয়া সপি দিছে আপন পুয়া-পুড়ি,
জিন্দেগি কুরবানি দিছে তুমার আইন মানি।
তুমার কালাম পারা দিছে মানছে শরিয়ত,
আপোস-চুক্তি মানিয়া চলছে, না করি খিয়ানত।
10 তুমার হুকুম তারা হিকায় ইয়াকুব বংশরে,
তুমার শরিয়ত বুজায় তারা ইছরাইল জাতিরে।
আগর-খুশবয় জ্বালায় তারা তুমার ছামনে আইয়া,
জালাইল কুরবানি দেয় কুরবান-গাত গিয়া।
11 তার ছামানাত বরকত দেও গো ও আমার মাবুদ,
রাজি-খুশি রও তুমি তার উপরে বউত।
তার দুশমনর কমর তুমি ভাংগি-চুরি দেও,
ঘিন্না কররার কমর ভাংগি বরবাদ করিলাও।

12 বিন-ইয়ামিন খান্দানর বেয়াপারে তাইন কইলা:

মাবুদর মায়ার বন্দা সায়-শান্তিয়ে রইবো,
নিরাপদে রইবো হে তান ডাখনার তলো।
হারা দিন হারা রাইত ছায়াত রাখবা তারে,
জিন্দেগি গুজরিবো তার তান বগল তলে।

13 ইউছুফ খান্দানর বেয়াপারে তাইন কইলা:

রহম-বরকত করো মাবুদ তার দেশখানরে,
আছমান থাকি দামি দামি জিনিস দেও তারে।
খুয়া দিয়া ভিজাই দেও উপরর আছমান থাকি,
আরো দেও তার জমিনো মাটির মুরর পানি।
14 সুরুজর তেজে পাকাইয়া দেও ভালা ফল,
চান্দে চান্দে দেও তারে মজার ফসল।
15 পুরানা পাড় থাকি ধন-ছামানা দেও,
চিরকালিন পাড়িয়া মাল তার জমিনো নেও।
16 জমিন থাকি দেও গো মাবুদ ভালা ভালা মাল,
জালাইল জংলার নুরর মালিক রহম করো চিরকাল ‡,
ইউছুফর মাথাত লামউক আমার অউ দোয়া,
ভাইয়াইন থাকি মহান জনর তালুত লামউক ইতা।
17 ডেকা বাইচ্চার মতো অউক তার বল-শক্তি আর শান,
তার মাথার হিং জুড়া তো জংলি বয়রার লাখান।
হিং দিয়া গুতাইবো হে হারা জগতরে,
পুব পচিম উত্তর দক্ষিন দৌড়াইবো হকলরে।
আফরাইমর অইবা অলা লাখো লাখো জন,
আজার আজার জন অইবা মানশার মুল ধন।

18 সবুলন আর ইছাখরর খান্দানর বেয়াপারে তাইন কইলা:

---

† *তুম্মিম আর উরিম অইলো দুই জিনিস আল্লার মর্জি বুজার লাগি। ধারনা করা অয়, ইতা অইলো বিশেষ দুই পাথর বা দুই মনি। হিজরত ২৮:৩০ দেখউক্কা।* †† *মাছা আর মেরীবা। হিজরত ১৭:৭ দেখউক্কা।* ‡ *জালাইল জংলা। হিজরত ৩:১-৪ দেখউক্কা।*

সবুলনে খুশি করউক বাইরর কাম-কাজ লইয়া,
ইছাখর খুশি রউক ঘরর কামো রইয়া।
19 ডাকি ডাকি পাড়র ধারো আনবো মানষরে,
কুরবানি দিবো হনো খাছ ছহি দিলে।
দরিয়া থাকি তুলবা তারা দরিয়ার পেটর ধন,
বালি থাকি তুলিয়া আনবা লুকাইল সব রতন।

20 ছাদু খান্দানর বেয়াপারে তাইন কইলা:

মুবারক হউ জন, ছাদুর জায়গা বাড়াই দিবা যেইন,
ছাদু তো সিংহর লাখান খাপ্ ধরি রয়,
দুশমনর আত আর কল্লা ছিড়িয়া ফালায়।
21 হকল থাকি সরস জমি নিজর লাগি নিছে,
যোইগ্য মুরব্বির আসন তার লাগি থওয়া অইছে।
জাতির সর্দার অকল দলা অওয়ার কালো,
মাবুদর ন্যায় বিচার হে তামিল করি দিলো,
বনি ইছরাইলরে দেওয়া হুকুম পুরা মাইন্য করলো।

22 দান খান্দানর বেয়াপার তাইন কইলা:

ফুরফুরা সিংহর বাইচ্চা অইলো দান খান্দান,
বাশন দেশ থন ফালদি আইয়া করে বড়াই শান।

23 নপ্তালি খান্দানর বেয়াপারে তাইন কইলা:

নপ্তালি তো মাবুদর মায়া-মমতাত হাবু-ডুবু খার,
তান রহম-বরকতো হে হাতার কাটের।
তুমি তারে তার আপন সীমানাত আনো,
ছই-ছালামতে গালিল আওর আর দউকনর দেশো নেও।

24 আশির খান্দানর বেয়াপারে তাইন কইলা:

আশিরে পাইবো রহমত অইন্য থাকি বেশি,
হকল ভাইয়ে মায়া করবা তারে রাশি রাশি।
অতো রহম বরকত পাইয়া খুশি থাকার কালো,
দুই পাও তার ডুবাইল রইবো জয়তুনর তেলো।
25 তার গেইট অকল বান্দাইল অউক লুয়া আর তামাদি,
হে বলআলা মজবুত রউক তার পুরা জিন্দেগি।

26 মুছা নবীয়ে আরো কইলা:

বনি ইছরাইলর আল্লার হমানি দুছরা কেউ নাই,
তুমরারে সাইয্যর লাগি আছমানো বেড়াইন।
তান নিজর শান-মহিমায় মেঘর চাকাত চড়িয়া,
সাইয্যকারি অইতা চাইন তুমরার লাগিয়া।
27 হকল পয়লাকুর এক আল্লাউ অইলা আশ্রয় ঠিকানা,
তান চিরকালিন আত দিয়া তুমরারে রাখছইন ধরিয়া।
তুমরার ছামনর হকল দুশমন তাইনউ খেদাই দেইন,
ইতারে বিনাশ করো হুকুম দিছইন তাইন।
28 এরলাগি ইছরাইল জাতি ভালা-আফতা রইন,
ইয়াকুব বংশর পানির ঝরনা নিরাপদ থাকইন।
হিনো রইবো ফয়-ফসল আর আংগুর রসে ভরা,
তার উপরে লামবো আছমানি খুয়া।
29 ও বনি ইছরাইল, মুবারক আওলাদ তুমি!
তুমি অইলায় মাবুদ আল্লার আজাদ করা জাতি।
স্বয়ং মাবুদ অইলা তুমার জান বাচানির ঢাল,
তাইনউ অইলা তুমার জয়র ধারাইল তলোয়ার।
দুশমন তুমার ছামনে আইলে থর-থরাইয়া কাপে,
তুমি তারার বুকুর উপরে মাড়া দিবায় নে।

হজরত মুছা (আঃ) অর উফাত

34 বাদে মুছা নবী মোয়াব দেশর তল জাগা থাকি, নবো পাড়র টিল্লার উপরে উঠিলা, অউ টিল্লা তো যিরিহো টাউনর ছামনে পিছগা পাড়র হকল থাকি উচা টিল্লা। হনো মাবুদে তানরে হকল দেশ দেখাইলা, গিলিয়দ থাকি দান পর্যন্ত, 2 আস্তা নপ্তালি দেশ, আফরাইম আর মানশা দেশ, আর পইচমর দরিয়ার পার পর্যন্ত পুরা এহুদা দেশ, 3 দউকনর নেগেভ মরুভুমি, খেজুরি টাউন যিরিহো, আর এর কান্দার জর্দান গাংগর দউকনর মরুভুমি থাকি সোয়ার গাউ পর্যন্ত হকল জাগা। 4 অতা দেখানির বাদে মাবুদে তানরে কইলা, "ইখান অইলো হউ দেশ, যেখানর বেয়াপারে আমি ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর গেছে কছম খাইছলাম। তারারে কইছলাম, দেশখান আমি তুমার ওয়ারিশরে দিমু। তে ইতা আমি তুমারে সরাসরি দেখাইলাম, অইলে তুমি জর্দান গাং পার অইয়া হিনো হামাইতায় পারতায় নায়।"
5 মাবুদর জবান মাফিক, তান গুলাম মুছা নবীর উফাত অউ মোয়াব দেশোউ অইলো। 6 মোয়াব দেশর বায়ত-পিয়োরর ধারো পাড়িয়া তল জাগাত আল্লার কুদরতি আতে তানরে দাফন করলা। অইলে তান রওজা শরিফরে অখনও কেউ চিনে না। 7 উফাতর কালো তান বয়স আছিল একশো বিশ বছর। হউ সময়ও তান চউখর পাওয়ার কমছে না, তান শরিল কমজুর অইছে না। 8 উফাতর বাদে বনি ইছরাইলে তিশ দিন ধরি মোয়াব দেশর নীচা তল জাগাত তান লাগি কান্দা-কাটি আর আহাজারি করলা। অউ তিশ দিন বাদে তারার দুখ-আহাজারি শেষ অইলো।
9 হজরত মুছায় নূনর পুয়া ইউছার মাথার উপরে আত রাখার কারনে, অউ সময় থনে ইউছা আখলর রুহে পুরাপুর কামিল অইগেলা। তেউ বনি ইছরাইল অকল তান পরামিশে চললা, আর মুছা নবীর মারফতে মাবুদর বাতাইল হুকুম মাফিক তারা জিন্দেগি কাটাইলা।
10 হজরত মুছার লাখান ইলা কুনু নবী অখন পর্যন্ত বনি ইছরাইলর মাজে জনম লইছইন না, যান লগে মাবুদে ছামনা-ছামনি অইয়া বাতচিত করতা।
11 মাবুদে মুছা নবীরে বেজিয়া মিসরর বাদশা ফেরাউন আর তার উজির-নাজির, তার আস্তা দেশর উপরে যতো লাখান কুদরতি নিশানা আর কেরামতি কাম দেখাইছইন, ইতাও আর কেউ করছইন না। 12 তামাম বনি ইছরাইলর চউখর ছামনে মুছা নবীয়ে যেলা কুদরতি মহা তাইজ্জুবি আর ডর-খফর নানান কেরামতির কাম করছইন, ইলা কাম দুছরা কেউ করার তাক্কত অইছে না।

খতম॥

আল-ইউনুছ

পরিচিতি

অউ ছহিফাত আমরা খুব বড় বড় নানান কুদরতি ঘটনার কথা পাইমু। পয়লা, আল্লা পাকর একজন নবীয়ে আল্লার হুকুম মানতে রাজি অইলা না। দুছরা, মাছর পেটো এক মানুষ তিন দিন, তিন রাইত জিন্দা রইলা। তিন নম্বর, অউ নবী যতো জাগাতউ গেলা না কেনে, গিয়া দেখলা, কাফির-মুশরিক অকলে, মুর্তিপুজারি মানষে, তান চাইতেও বেশি আল্লারে মানে, আর আল্লার মর্জি-মুনশা তারা আরো ভালামন্তে বুজে। অউ নবী অইলা হজরত ইউনুছ (আঃ)।
আসলে, তাইন আল্লার হুকুম না মানার পিছনে বড় এক কারনও আছিল, কারন অইলো, আল্লায় তো তানরে নিনভ টাউনো তবলিগ করার লাগি পাঠাইতা চাইলা, আর ই নিনভর মানুষ আছলা হউ জমানার হকল থাকি নিষ্ঠুর আর জুলুমবাজ জাতি। খালি ইখান নায়, তারা হামেশা ইউনুছ নবীর নিজর জাতি বনি ইছরাইলর লগে লাড়াই-যুদ্ধ করতা।
আছমানি কিতাব পবিত্র ইঞ্জিল শরিফো, হজরত ইছা আল-মসীয়ে তান নিজর জাতির মানষর দুষ দেখাইয়া কইলা, “ইউনুছ নবী যেলা মাছর পেটো তিন দিন, তিন রাইত আছলা, আমিও অউলা তিন দিন, তিন রাইত মাটির তলে রইমু। কিয়ামতর দিন হউ নিনভ টাউনর মুর্দা অকল উঠিয়া হারি, ই জমানার মানষর দুষ জাইর করবা। কারন ইউনুছ নবীর তবলিগ হুনিয়া তারা তৌবা করছিলা। অইলে অখন তো ইউনুছ থাকিও আরো মহান একজন ইনো আছইন, তা-ও মানষে তৌবা করের না।”
মুল কথা অইলো, হজরত ইছা আল-মসীর জমানার মানষে এক আল্লারে ঠিকউ মানতা, তারা খুব আল্লা-বিল্লা করতা, অইলে তারা গুনা-নাফরমানির কাম বাদ না দেওয়ায়, গুনার লাগি তৌবা না করায় আল্লার দরবারো দুষি রইলা। অইলে নিনভ টাউনর হউ নাফরমান জুলুমবাজ আর মুর্তিপুজারি মানষে যেবলা তৌবা করলা, তারা লগে লগে আল্লার দরবারো দয়া-মেহেরবানি পাইলা, আর নিশ্চিত গজব থাকি বাচিগেলা। আল্লা তো রহমানুর রহিম, তাইন নিজর বন্দার খাছ দুশমনরেও মায়া করইন, অইলে আল্লা পাকর অউ দয়া-মায়ার লাগি ইউনুছ (আঃ) নবীয়ে পয়লা গুছা করলা, যুদিও হেশে তাইন বুজ পাইলা। হজরত ইছা আল-মসীর জন্মর ৭৫০-৮০০ বছর আগে অউ ছহিফা লেখা অইছে।

এরমাজে আছে:

(ক) হজরত ইউনুছ (আঃ) বাগি যাওয়া
(খ) মাছর পেটো হজরত ইউনুছর তৌবা
(গ) নিনভ টাউনো তবলিগ করা
(ঘ) ইউনুছর গুছা আর আল্লার মায়া-মমতা

হজরত ইউনুছ (আঃ) বাগি যাওয়া

1 মাত্তার পুয়া ইউনুছর গেছে মাবুদর অউ ওহী নাজিল অইলো, 2 “তুমি
রওয়ানা দেও, আর নিনভ নামর হউ বড় টাউনো যাও, গিয়া আমার
গজবর কথা জানাও। তারার নাফরমানি আমার দরবারো জাইর
অইগেছে।” 3 অইলে ইউনুছে মাবুদর হুকুমর বরখেলাফ করিয়া বাগিয়া স্পেন
দেশো যাওয়ার লাগি রওয়ানা অইগেলা। তাইন জাফা নামর জাজর ঘাটো
গিয়া স্পেন দেশো যাওরা একখান জাজ পাইয়া, জাজর ভাড়া আদায়
করিয়া ভিতরে হামাইয়া মাবুদর ছামনে থনে বাগিতা করি নাইয়াইন্তর লগে
অইয়া রওয়ানা দিলাইলা।
4 অইলে মাবুদে দরিয়ার মাজে এক বেজুইতা তুফান ছাড়িলা। তুফানর
ঠেলায় জাজখান ভাংগি যাওয়ার দশা অইলো। 5 নাইয়াইন্তে ডরাইয়া
যারযির দেবতার গেছে কান্দা-কাটি করাত লাগলা। আর জাজর ভার
কমানির লাগি মাল-ছামানা দরিয়াত ফালাই দিলো। অইলে ইউনুছ জাজর
তলর তালাত লামিয়া হুতি রইলা, হুতিয়া বেদুম ঘুমো পড়লা। 6 অউ সময়
জাজর সারং ইউনুছর গেছে গিয়া কইলা, “ওই মিয়া! তুমি কেমনে ঘুমাইরায়?
কুন্তা হুনরায় নায় নি? উঠো, তুমার দেবতারে ডাকো। অইতো পারে তাইন
আমরার বায় খিয়াল করবা, আমরার জান বিনাশ অইতো নায়।”
7 বাদে নাইয়াইন্তে একে-অইন্যয় কইলো, “আও আমরা লটারি মারিয়া
দেখি, কার দুষে ই মছিবত আইছে।” তেউ তারা লটারি মারলো আর লটারির
মাজে ইউনুছর নাম উঠলো। 8 অউ তারা তানরে জিকাইলা, “কওছাইন, কার
দুষে আমরার উপরে ই মছিবত আইছে? তুমি কিতা কাম করো? কুয়াই থাকি
আইছো? কুন দেশর মানুষ? তুমি কুন জাতর মানুষ?” 9 ইউনুছে জুয়াপ দিলা,
“ভাইয়াইনরে, আমি একজন ইবরানি, ইছরাইল জাতির মানুষ। আমি
বেহেস্তর মালিক আল্লা মাবুদর এবাদত করি, তাইনউ দরিয়া আর জমিন
পয়দা করছইন।” 10 তাইন আরো কইলা, মাবুদর ছামনে থনে বাগিবার
নিয়তে তাইন আইয়া জাজো উঠছইন। ইখান হুনিয়া তারা খুব ডরাইয়া
কইলা, “হায়, হায়! তুমি ইতা কুন জাতর কাম করলায়?”
11 দরিয়ার তুফান যেবলা আরো বেজুইতা ভাব ধরলো, অউ সময় তারা
তানরে জিকাইলো, “আমরা তুমারে কিতা করলে দরিয়া থির অইবো?”
12 ইউনুছে জুয়াপ দিলা, “আমারে ধরিয়া দরিয়াত ফালাই দেও, তেউ দরিয়া
শান্তি অইযিবো। আমি তো জানি, আমার দুষেউ আপনাইন্তর উপরে ই
গজবি তুফান আইছে।” 13 অইলে নাইয়াইন্তে তানে না ফালাইয়া জাজখান
কিনারো ভিড়ানির লাগি জান-পরান সপিয়া দাড় বাইলা, তুফানর জুর খালি
বাড়তেউ রইলো, এরদায় তারা জাজখান কিনারো নিতা পারলা না।
14 তেউ তারা আল্লার গেছে ফরিয়াদ করলো, কইলো “ও মাবুদ, রহম করো,
অউ মানষর জানর লাগি তুমি আমরারে মারিও না, ই নি-অপরাধির জানর
কারনে আমরারে দায়ী করিও না। ও মাবুদ, ইতা হকলতাউ তো তুমার
মুনশা।” 15 বাদে তারা ইউনুছ নবীরে ধরিয়া দরিয়াত ফালাই দিলো, আর
দরিয়ার তুফানর ঢেউ দম লইলিলো। 16 ই হালত দেখিয়া তারা মাবুদরে খুব
ডরাইলা। তারা মাবুদর নামে পশু-কুরবানি দিলা আর মান্নত মানলা।
17 মাবুদে খুব বড় এক মাছরে যুগাই থইছলা ইউনুছরে গিলিলিবার লাগি,
তাইন তিন দিন, তিন রাইত হউ মাছর পেটো রইলা।

মাছর পেটো হজরত ইউনুছ (আঃ) অর তৌবা

2 ইউনুছে মাছর পেটো থনে মাবুদ আল্লার দরবারো দোয়া করলা।

2 মছিবতো পইড়া মউলা ডাকিলাম তরে,
রহম করিয়া তুই জুয়াপ দিলে মোরে।
পাতালর পেটো বইয়া আমি কান্দিলাম,
কবুল করিলায় আরজ রহিম রহমান।
3 দরিয়ার মুরো বন্ধু মোরে ফালাইলায়,
তুমার পানির ঢেউয়ে আমায় ভাসাই লইয়া যায়।
4 মিলে না দিদার তুমার নাই কান্ডারি,
তাল্লাশি করিয়া মুকাম জিকির করি।
5 ঢেউওর মাজেতে পড়ি জান ধড়ফড় করে,
দরিয়ার লতা-পাতায় পেচিলিলো মোরে।
6 পাতালর তলে গিয়া মিলের না কিনার,
খরেদি চাইয়া দেখি দুয়ার নাই আর।
বন্দি অইয়া কান্দি আমি নিরাশ বদনে,
আজাদ করিলায় মউলা গইন গাড়া থনে।
7 জান আমার যায় যায় অইলো যখন,
কাতর অইয়া গো বন্ধু করিনু স্মরন।
ভিক্ষা মাংগিলাম কাংগাল দরবারে তুমার,
আরশো থাকিয়া দয়াল দেখাইলায় দিদার।
8 মুর্তিপুজা করে যারা না পাইব রহমত,
এলামি করিয়া তারা আরাইলো কুদরত।
9 শুকুর-গুজার করো ইউনুছ মাবুদ মেহেরবান,
তুমার দরবারে আমি করিমু কুরবান।
লিল্লা-ছদগা দান-খয়রাত সপিমু তরে,
নাজাতর মালিক-মউলায় বাচাও আমারে।

10 বাদে মাবুদে হউ মাছরে হুকুম দিলা, মাছে ইউনুছরে নিয়া হুকনা জমিনর
উপরে বাইত করি ফালাই দিলো।

নিনভ টাউনো তবলিগ করা

3 বাদে ইউনুছর উপরে দুছরা বার মাবুদর অউ ওহী নাজিল অইলো।
2 তাইন কইলা, “তুমি রওয়ানা দেও, অখন হউ বড় টাউন নিনভ যাও,
আর আমি তুমারে যেতা বাতাই দিমু তুমি অউতা তারার গেছে এলান
করো।” 3 মাবুদর হুকুম মাফিক ইউনুছ রওয়ানা অইয়া নিনভ গেলা। নিনভ
অইলো খুব বড় টাউন, ই টাউনর এক মাথা থাকি আরক মাথাত যাইতে তিন
দিন লাগতো। 4 ইউনুছ হউ টাউনো হামাইয়া একদিনর পথ গেলা, গিয়া
এলান করলা, কইলা, “ও নিনভর বাসিন্দা অকল, আর চাল্লিশ দিন বাদে
নিনভ টাউন উলট-পালট অইযিবো।”
5 ইখান হুনিয়া নিনভর মানষে আল্লার উপরে ইমান আনলা, তারা রোজা
রাখার লাগি এলান করলা, আর হুরু-বড় হকলে দুখ জাইর করার লাগি
ছলার চট ফিন্দিলা। 6 ই খবর গিয়া বাদশার দরবারো আজিলো, তাইনও
বাদশাই গদি ছাড়িয়া ফিন্নর লেবাছ খুলিয়া, ছলার চট ফিন্দিয়া ছালির মাজে
বইলা। 7 আর তাইন আস্তা নিনভ টাউনো অউ এলান করাইলা, “বাদশা
আর তান উজির-নাজির অকলর হুকুম অইলো: মানুষ বা পশু, গরু-ছাগল
কেউ কুনুজাত দানা-পানি কুন্তাউ মুখো দিও না। 8 মানুষ আর পশু, হকলে
মিলিয়া ছলার চট ফিন্দিয়া দিলে-জানে আল্লার নাম লও, হকলে যারযির
নাফরমানির পথ ছাড়ো আর জুর-জুলুম বাদ দিয়া আল্লার বায় ফিরো।
9 অইতো পারে আল্লায় রহম করবা, গজবর খিয়াল বদলাইলিবা, তান দাউ
দাউ করা গুছা অনে ঠান্ডা অইযিবো, আর আমরা বিনাশ অইতাম নায়।”
10 আল্লায় তারার ই হালত দেখলা, তারা যারযির নাফরমানির পথ বাদ
দিয়া তৌবা করছইন। দেখিয়া তাইনও তান আগর চিন্তা বদলাইলিলা,
তারারে বিনাশ করার কথা কইলেও অখন আর বিনাশ করলা না।

হজরত ইউনুছ (আঃ) অর গুছা আর আল্লার মায়া-মমতা

4 অইলে ইউনুছে ইতার লাগি তেখতো অইয়া খুব গুছা করলা। 2 তাইন
মাবুদর দরবারো ফরিয়াদ করলা, “ও মাবুদ, আমি দেশো থাকতেউ তো
জানতাম ইলাখান অইবো। এরদায় আমি আগেউ স্পেন দেশো হরিয়া
যাইতামগি চাইছলাম। আমি তো জানি, তুমি দয়া-মমতায় ভরা আল্লা, গুছা
করো ধীর গতিয়ে, রহম করো বেহিসাব, আর গজব নাজিলর বেয়াপারে
তুমার মর্জি বদলাইলাও। 3 ও মাবুদ, আমি অখন আরজ কররাম, তুমি
আমার জানখান নেওগি, আমার তো বাচা থাকি মরাউ ভালা।” 4 মাবুদে
জুয়াপ দিলা, “তুমার গুছা করা ঠিক অরনি?” 5 বাদে ইউনুছ টাউনর বারা
গেলা, গিয়া পুবেদি এক জাগাত ডেরা টাংগাইয়া, ডেরার ছেবাত বইরইলা।
আর টাউনর কিতা দশা অয় অউতা দেখার লাগি বার চাওয়াত রইলা।
6 মাবুদ আল্লায় হুনো এক গাছ যুগাইলা। ই গাছর লত বাড়িয়া লাম্বা
অইয়া, ইউনুছর কষ্ট কমানির লাগি তান মাথার উপরে আরামর ছেবা দিলো।
আর ইউনুছেও ই গাছর ছেবা পাইয়া খুব আল্লাদে গদগদ করলা। 7 অইলে
বাদর দিন ফজর অখতো আল্লায় এগু পুক যুগাইলা। পুকে আইয়া গাছর
গুড়ি কাটিদিলো, কাটার বাদে ইগু হুকাইগেল। 8 বাদে যেবলা সুরুজ
উঠলো, অউ সময় আল্লায় পুবালি গরম হাওয়া যুগাইলা। রইদে ইউনুছর
মাথাত খুব গরম লাগলো, তাইন বেউশ অইযিবার দশা। তেউ ইউনুছে মরন
মাংগিলা, কইলা, “আমার তো বাচা থাকি মরনউ ভালা।”
9 অইলে আল্লায় ইউনুছরে কইলা, “ই গাছর লাগি তুমার গুছা করা কুনু
ঠিক অরনি?” তাইন কইলা, “ইতার কারন আছে। আমি গুছা করিয়াউ মরমু।”
10 মাবুদে কইলা, “তুমি তো ই গাছর লাগিয়া কুনু কষ্ট করছো না, আর ইগু
বড়ও করছো না। ইগু তো খালি এক রাইতে অইছে, আর এক রাইতেউ
মরিগেছে, তেবউ ইগুর লাগি তুমার মায়া লাগছে। 11 অইলে ই নিনভ
টাউনো তো এক লাখ বিশ আজারও বেশি মানুষ আছইন, যেরা নিজর
ডাইন-বাউ কিতা চিনে না। আর বউত হেমান-জানুয়ারও আছইন, তে
অতো বড় টাউনর বায় আমি কিতা মায়া-মমতা করতাম না নি?”

আল-মালাখি

পরিচিতি

নাজিলর সময়: হজরত ইছা আল-মসীর জন্মর ৪৭০-৪৬০ বছর আগে।

হজরত মালাখি (আঃ) আছলা একজন নবী। তান উপরে নাজিল অওয়া অউ ছহিফা, পবিত্র কিতাবুল মুকাদ্দছর ইঞ্জিল শরিফ নাজিল অওয়ার আগ পর্যন্ত, নবী অকলর কিতাব-ছহিফার আখেরি ছহিফা। অউ ছহিফা নাজিল অইছে ছওয়াল-জুয়াপ করার লাখান, আলাদা এক কায়দায়।

ই ছহিফা নাজিল অওয়ার বউত বছর আগে বাবিলর বাদশায় জেরুজালেম টাউনরে দখল করছিলা। তাইন জেরুজালেমর বাসিন্দা বনি ইছরাইল অকলরে দেশান্তরি আর বন্দি করিয়া তান বাবিল দেশো নিছলাগি। অউ সময় পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছরে ভাংগিয়া বিনাশ করছিলা। বনি ইছরাইলর গুনা আর নাফরমানির দায় আল্লায় তারারে অউ সাজা দিছলা। বাদে ইরান দেশর বাদশায় বাবিলর বাদশারে যুদ্ধত আরাইয়া, তারারে বন্দি থাকি আজাদ করিয়া হিরবার জেরুজালেমো আনছইন। তাইন বায়তুল-মুকাদ্দছরেও হিরবার বানানির ইজাজত দিলা যাতে আল্লার ঘরর লিল্লা-ছদগা, কুরবানি, এবাদত-বন্দেগি আগর নমুনায় চালু অয়।

অইলে এরবাদেও আল্লাওয়ালা অউ ইহুদি জাতি আস্তে আস্তে হিরবার আল্লার এবাদত-বন্দেগি থাকি দুনিয়ার বায় ফিরিগেলা, ইমানর কমজুরি পয়দা অইলো। অউ বয়ানি হজরত মালাখি (আঃ) নবীর ছহিফার লাখান, হজরত নহিমিয়া (আঃ) নবীর ছহিফার মাজেও মিলে। তারার নাফরমানির মাজে দেখা যায়, কাফির-মুশরিকর লগে বিয়া-শাদি, না-হক পথে টেকা-পয়সার লেন-দেন, যকাতর টেকা-পয়সা পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছো না দেওয়া আর রুহানি আমল-তালিমর বেয়াপারে খাম-খিয়ালি করা। আছমানি ছহিফা অকলর মাজদি মাবুদে তান বন্দা অকলরে যেলা হুশিয়ার করছইন, এর আখেরি হুশিয়ারি অইলো অউ মালাখি (আঃ) ছহিফা। হজরত মালাখি (আঃ) অর উফাতর বাদ থাকি, হজরত এহিয়া (আঃ) আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে তশরিফ আনার আগ পর্যন্ত, অনুমান চাইরশো বছর ই দুনিয়াত আর কুনু নবীর আওয়াজ হুনা গেছে না।

এরমাজে আছে,

(ক) বনি ইছরাইলর বায় মাবুদর মহব্বত
(খ) ইমাম অকলর নাফরমানি
(গ) আম মানষর নাফরমানি
(ঘ) মাবুদর বদলাইর দিন

1 মালাখি নবীর উছিলায় বনি ইছরাইলর গেছে মাবুদর ওহী।

বনি ইছরাইলরে আল্লার মহব্বত

2 ও বনি ইছরাইল, আমি মাবুদে কইরাম, আমি তো হামেশা তুমরারে
মহব্বত করি।
অইলে তুমরা কইরায়, “তুমি কিলা আমরারে মহব্বত করলায়?”
তে হুনো, ঈষ কিতা ইয়াকুবর ভাই আছিল না নি? অইলে আমি তো
3 তুমরার খান্দানর মুরব্বি ইয়াকুবরে মহব্বত করছি, আর ঈষ’রে হরাইয়া
রাখছি। আমি তার পাড় অকল বিনাশ করছি, তার ভিটা-মাটি মরুভুমির
হিয়ালর আখড়া বানাইছি।
4 ঈষ’র আওলাদ ইদোমী অকলে কইতো পারে, “আমরারে চুরমার করা
অইলেও আমরা ই চুরমার করা হকলতা হিরবার বানাইলিমু।”
অইলে আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইয়ার, তারা ইতা বানাইলেও
আমি ভাংগিলিমু, ইখানরে কওয়া অইবো, “নাফরমানির দেশ, যে দেশর
মানষর লগে মাবুদে হামেশা গুছা করইন।”
5 ই হালত তুমরার নিজর চউখে দেখিয়া কইবায়, “ইছরাইল দেশর
সীমানার বারেও মাবুদর তাক্কত কাইম আছে।”

ইমাম অকলর গাফলতি

6 ও ইমাম অকল হুনো, আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইয়ার, পুয়াইন্তে
তারার বাফরে ইজ্জত করইন, চাকরেও তারার মালিকরে ডরাইন। অউ
লাখান আমি একজন মালিক অইলে, আমার বায় ডর-খফ কুয়াই? আর
আমি একজন বাফ অইলে আমার পাওনা ইজ্জত কুয়াই? তুমরাউ তো
আমারে বেইজ্জত করছো।
অইলে তুমরা হিরবার কইরায়, “আমরা কিলা তুমারে বেইজ্জত করলাম?”
7 তুমরা তো আমার কুরবানি খানার উপরে নাপাক কুরবানি দিরায়।
দিয়া কইরায়, “আমরারি কুরবানি নাপাক অইলো কিলা?”
তুমরা বুজাইরায় মাবুদর কুরবানি খানা কুন্তাউ নায়। 8 আমি আল্লা রাব্বুল
আলামিনে জিকাইরাম, কুরবানির নিয়তে তুমরা যেবলা আন্দা পশু লইয়া
আও, ইতা কুনু ঠিক অয় নি? আর লুলা-লেংড়া, বেমারি পশু কুরবানি দেও,
ইতা ঠিক নি? তুমরার দেশর রাজারে অউলা পশু উপহার দিয়া দেখোছাইন,
তাইন খুশি অইন নি? আর তুমরার আবদার রাখইন নি?
9 হুনো, আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইরাম, তুমরা আমার দরবারো রহমত
মাংগিলে কুনু লাভ অইবো নি? তুমরা যেবলা নিজর আতেউ অলাখান
কুরবানি দেও, তে আমি আর তুমরারে রহম করমু কিলা? 10 হায়রে হায়!
তুমরার মাজে একজনেও যুদি আমার বায়তুল-মুকাদ্দছর গেইট খানাইন বন্দ
করিলতো, তুমরা আমার কুরবানি খানার উপরে বেকামায়া আগুইন না
জালাইতায়, তে আমি খুশি অইলাম অনে। অখন তো আমি মাবুদ তুমরার
উপরে খুশি নায়, আর তুমরার আত থনে কুনু লিল্লা-ছদগাও কবুল করতাম
নায়।
11 হুনো, আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইয়ার, দুনিয়ার এক মাথা থাকি আরক
মাথা পর্যন্ত তামাম জাতির মাজে আমার কুদরতি শান কাইম অর। তামাম
জমিনো আমার নামে আগর-খুশবয় জালানি অর, মানষে পাক-ছাফ লিল্লা-
ছদগা দিরা। হকল জাতির মাজেউ তো আমার শান-শওকত কাইম আছে।
12 অইলে তুমরা আমার নামরে বেইজ্জত কররায়। তুমরা তো কইরায়,
“মাবুদর কুরবানি খানা কুন্তাউ নায়, ই কুরবানির কুনু দামউ নাই।” 13 আমারে
বেইজ্জতির নিয়তে কইরায়, “ইতা তো খামোখা কষ্ট দেওয়া!”
তে আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইয়ার, তুমরা ডাকাতি করা, আর লুলা-
লেংড়া, বেমারি পশু আনিয়া কুরবানি দিরায়, আমি কুনু অতা কুরবানি
তুমরার আত থনে কবুল করমু নি?
14 আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইয়ার, কেউরর পালর মাজে নিখুত
মেদা পশু আছে, অগুরে কুরবানি করার লাগি হে নিয়তও করছে, অইলে
বাদে টগামি করি কুনু খুত আলা পশু মাবুদর নামে কুরবানি দেয়, তার উপরে
লানত পড়উক! আমি তো মহান বাদশা, তামাম জাতিয়ে আমারে তাজিম
করে।

ইমাম অকল হুশিয়ার

2 আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে ইমাম অকলরে হুশিয়ার করি কইরাম,
2 তুমরা যুদি আমার কথা না হুনো আর আমার ইজ্জত-তাজিমর বায়
পুরাপুর খিয়াল না করো, তে আমি তুমরার উপরে লানত ফালাইমু।
তুমরার ইকল রহমতরেও গজব বানাইলিমু। আসলে তুমরা আমার কথা
মানছো না করি অউ লাখান গজব অখনও ঢালিয়া আইয়ার। 3 তুমরার লাগি
তুমরার আওলাদ অকলরেও সাজা দিমু। তুমরার ইদর কুরবানির পশুর
গুফর-চেনা আমি তুমরার মুখো মাখাইমু, অতা মাখাইল হালতে মানষে
তুমরারে হরাইয়া ফালাইবা।
4 আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইরাম, বুজিলাও, আমি তুমরার গেছে
অউ হুশিয়ারি পাঠাইলাম, যাতে তুমরার খান্দানর মুরব্বি লেবির লগে আমার
কাইম করা নিয়ম জারি রয়। 5 তান লগে আমি যে নিয়ম করছলাম, ইকটা
অইলো জিন্দেগি আর শান্তির নিয়ম। এরমাজে ডর-খফর বেয়াপারও
আছিল, যাতে তাইন আমারে তাজিম করইন, আসলেও তাইন আমারে
তাজিম করতা।

6 মিছা না-হক কুন্তা কইতা না,
তান মুখো আছিল হক তালিম।
ষোলআনা খাটি রইয়া আমার এবাদতি করতা,
বউতরে নাফরমানি থাকি ফিরাইতা।
7 আসলে ইমামর কাম অইলো পাক কালাম হেফাজতে রাখা,
যাতে মানষে গিয়া তান গেছ থাকি অউ কালাম তালিম করে।
ইমাম অকল তো আল্লা রাব্বুল আলামিনর পেগাম্বর।

8 অইলে আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইরাম, তুমরা তো ই পথ ছাড়িয়া, মনগড়া তালিম দিয়া বউত মানষরে আছাড় খাওয়াইছো। ইতা করিয়া তুমরা লেবির খান্দানর লাগি কাইম করা আমার নিয়ম বরফেলাফ করছো। 9 তুমরা আমার পথে না চলিয়া মানষর মুখ চাইয়া বিচার করছো। এরদায় আমিও তুমরারে তামাম মানষর ছামনে নীচা আর বেইজ্জত করছি।

হজরত মালাখি নবীর হুশিয়ারি

বনি ইছরাইলর এহুদা গুষ্টির নাফরমানি

10 আমরা হকল এক বাফর আওলাদ নায় নি? এক আল্লায়উ আমরারে পয়দা করছইন না নি? তে আমরা কেনে একে-অইন্যর লগে বেইমানি করিয়া, আমরার ময়-মুরব্বির উপরে কাইম করা নিয়মর বরখেলাফ করি? 11 এহুদা গুষ্টিয়ে তো বেইমানি করছে। জেরুজালেম টাউন সহ আস্তা ইছরাইল দেশো বেজুইতা নফরতি কাম করাইছে। এহুদার মানষে মুর্তিপুজা কররা পুড়িন্তরে বিয়া করিয়া, মাবুদর মায়ার জাগারেও নাপাক বানাইছে। 12 যতো জনে ইতা কাম করে, তারা আল্লা রাব্বুল আলামিনর নামে লিল্লা-কুরবানি লইয়া আইলেও, মাবুদে তান খাছ বন্দা অকলর খাতা থনে তারার নাম মিটাইলিবা।
13 আর তুমরা তো আরকটা কাম করো। চউখর পানিয়ে খালি কুরবানি খানারে ভিজাও, কান্দা-কাটি আর আহাজারি করো। অইলে তুমরা যেতা লিল্লা-ছদগা দেও, ইতার বায় মাবুদে তো খিয়াল করইন না, খুশি মনে কবুলও করইন না। 14 এরবাদেও তুমরা জিকাও, “কেনে কবুল করইন না?” কারন অইলো, তুমরার জুয়ানকি কালর বিবির বিয়ার আখিতো মাবুদ তো সাক্ষি অইছলা। অউ বিবিউ তুমরার জিন্দেগির লগি, তুমরার কাবিন করা বউ। অততা বাদেও তুমরার ই বউর লগে বেইমানি করছো। 15 মাবুদে কিতা জামাই-বউরে এক কায়া বানাইছইন না নি? রুহে আর কায়ায় তারা তো তানউ ছামান। তারারে কেনে একখানো করা অইছে? তান খিয়াল আছিল, তারার মাজদি আল্লাওয়ালা এক খান্দান কাইম রইতো। এরদায় তুমরার দিলর বেয়াপারে হুশিয়ার অও, জুয়ানকির বিবির লগে বেইমানি করিও না।
16 বনি ইছরাইলর মাবুদ আল্লায় কইরা, “বউরে তালাক দেওয়া আমি ঘিন করি।” আল্লা রাব্বুল আলামিনে আরো কইরা, “জুলুমরে ফিন্নর কাপড়র লাখান ফিন্দিয়া, জালিমি ছুরতে যে মানুষ হাজে, তার কামরেও আমি ঘিন করি। এরদায় তুমরা তুমরার দিলর বেয়াপারে হুশিয়ার অও, বউর লগে বেইমানি করিও না।”
17 তুমরা নিজর জবানদি মাবুদরে তেখতো করিলিছো। এরবাদেও তুমরা জিকাইরায়, “আমরা কেমনে তানরে তেখতো করছি?” তুমরা তো কইছো, যেতায় নাফরমানি করইন, ইতা হক্কলটি মাবুদর নজরো ভালা মানুষ, তাইন অতার উপরে খুশি। আরনায় কইছো, কুয়াই হউ আল্লা, যেইন হক ইনছাফ করইন?

কিয়ামতর লাগি হুশিয়ারি

3 হুনো, আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে ওয়াদা করিয়ার, আমি আমার পেগাম্বররে বেজিমু, তাইন আইবা, আইয়া আমার আগে গিয়া পথ ঠিক-ঠাক করবা। আর তুমরা যে মালিকর লাগি বার চাইরায়, তাইনও আখতাউ তান ঘরো তশরিফ আনবা। যে জনর লাগি তুমরা আশিক অইগেছোগি কইরায়, আমার নিয়মর হউ পেগাম্বরে তশরিফ আনরা।
2 অইলে তান তশরিফ আনার দিন, সইয্য করার হিম্মত অইবো কার? তান ছামনে উবানির খেমতা কার? তাইন তো হুনারর আগুনির লাখান, ধুপার সাবনর লাখান। 3 হুনারে যেলা সোনা-রুপারে জালাইয়া খাটি বানায়, তাইনও অউ বেশে বইবা। আর সোনা-রুপার নমুনায় লেবির খান্দানরে পাক-ছাফ করবা, খাটি বানাইবা। বাদে অউলা মানুষ থাকবা, যারা মাবুদর নামে ছহি নিয়তে পাক-ছাফ লিল্লা-কুরবানি আদায় করবা। 4 তেউ আগর আমলর লাখান জেরুজালেম আর এহুদা দেশর মানষর লিল্লা-কুরবানিরে মাবুদে খুশি অইয়া কবুল করবা।
5 আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইয়ার, হউ সময় আমি বিচার করার লাগি তুমরার গেছে আইমু। আইয়া যাদুগির, জিনাকুর, মিছা সাক্ষি দেওরা, কামলার বেতন টগরা, ড়াড়ি বেটিন আর এতিমর উপরে জুলুম কররা, মুছাফিরর বায় হক ইনছাফ না কররা, মানি যতো জনে আমারে ডরায় না, তারা হক্কলর বিপক্ষে সাক্ষি দিতে আমি কুনু দেরি করতাম নায়।

আল্লার পাওনা আদায় না করার সাজা

6 ও ইয়াকুবর আওলাদ অকল, আমি মাবুদ, আমার জবানর কুনু রদ-বদল নাই, এরদায়উ তুমরা বিনাশ অইরায় না। 7 তুমরার বাফ-দাদার জমানা থাকিউ আমার হুকুম-আহকাম মানছো না, আর আমলও করছো না। তে তুমরা আমার গেছে ফিরিয়া আইও, আমিও তুমরার গেছে আইমু।
অইলে তুমরা কইরায়, “আমরা কিলা ফিরিয়া আইতাম?”
8 কুনু আদমে আল্লারে টগিতো পারে নি? অইলে তুমরা তো আমারে টগিরায়।
টগিয়া হিরবার কইরায়, “আমরা কেমনে তুমারে টগাইলাম?”
হুনো, তুমরা তো যকাত আদায় আর লিল্লা-কুরবানির বেয়াপারে আমারে টগিরায়। 9 তুমরার আস্তা জাতিয়ে মিলিয়া আমারে টগিরায়, এরদায়উ তুমরা লান্নতর মাজে গাড়ি রইছো। 10 তুমরার হকল রুজির দশ বাটর এক বাট আমার ভান্ডারো যকাত দেও, যাতে আমার ঘরো খানি-খুরাকি রয়। ই বেয়াপারে তুমরা আমারে পরিক্ষা করিয়া দেখিলাও, আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে আছমানর হকল দুয়ার খুলিয়া, তুমরার দরকারর চাইতেও বেশি, বেহিসাব বরকত দেই কি না। 11 আমি খেতি কররা পুক অকলরে বাধা দিমু, ইতায় তুমরার জমিনর ফসল খাইয়া বিনাশ করতা নায়। আর তুমরার ক্ষেতর আংগুর ফলও জরিয়া পড়তো নায়। 12 আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইয়ার, অলা করলে দুনিয়ার হকল জাতিয়ে তুমরারে মুবারক কইবো, তুমরার দেশ অইবো আরাম আর খুশি-বাসির দেশ।
13 অইলে আমি মাবুদে কইয়ার, তুমরা তো আমার বিপক্ষে কড়াকড়ি মাত মাতিছো।
মাতিয়া হিরবার কইরায়, “আমরা তুমার বিপক্ষে কিতা মাতিলাম?”
14 তে হুনো, তুমরা কইরায়, “আল্লার এবাদত করা তো খামোখা কষ্ট করা। তান হুকুম-আহকাম আমল করলে, আল্লা রাব্বুল আলামিনর গেছে মাথা নোয়াইয়া চললে আমরার লাভ কিতা? 15 তে অখন আও, আমরা বেটাগিরি দেখাওরা মানষরে ধইন্য দেই। অয়, অয়, খারাপ মানষেউ তো উন্নতি কররা। তারা আল্লারে পরিক্ষা করিয়াও তো রেহাই পাইলিরা।”
16 বাদে তারার মাজে যারা মাবুদরে ডরাইতো, তারা একে-অইন্যয় বাতচিত করলো, আর মাবুদে ইতা খিয়াল করি হুনলা। মাবুদর ডর-খফ যেরার ভিতরে আছিল, যেরা খাছ দিলে তান ধিয়ান করতো, তারার নাম মাবুদর ছামনে এক খাতাত লেখা অইলো।
17 আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে তারার বেয়াপারে কইরাম, আমার ঠিক করি রাখা দিন আইলে তারা আমার খাছ ছামানা অইবা, তারা আমারউ বন্দা অইবা। বাফে তার খেজমত কররা পুয়ারে যেলা মায়া করে, অউ লাখান আমিও তারারে মায়া করমু। 18 হউ সময় আরকবার তুমরা দেখবায়, পরেজগার আর নাফরমানর মাজে, আমার এবাদত কররা, আর না কররার মাজে আমি কত বেবধান করি।

মাবুদে বদলা দিবার দিন

4 হুনো, আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইরাম, হউ দিন আইওর, যে দিন ডমকার আগুনির লাখান দাউ-দাউ করি জলবো। ই দিন হক্কল বড়াই কররা আর নাফরমান অকল নেরার লাখান জলবা, তারার জড় বা ডালপালা কুন্তাউ জলার বাকি রইতো নায়।
2 অইলে তুমরা যেরা আমারে ডরাও, তুমরার উপরে দীনদারির সুরুজ উঠিবো, ই সুরজর তেজর মাজে থাকবো শিফা। তুমরা গোয়ালা থনে ছাড়া পাওয়া গরুর বাইচ্চার লাখান নাচিবায়। 3 আমি যেদিন অউ কাম করমু, ই দিন তুমরা নাফরমান অকলরে পাওদি উড়িবায়, তারা অইবা তুমরার পাওর তলর ছালি। ইখান আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইলাম।
4 তুমরা আমার বন্দা মুছার শরিয়তর কথা ইয়াদ রাখো, আমি তুর পাড়র উপরে তামাম বনি ইছরাইলর লাগি যে হুকুম-আহকাম তান গেছে দিছলাম, অতা মনো রাখিও।
5 হুনো, মাবুদর হউ মহান আর বেজুইতা ডর-খফর দিন আইবার আগে, আমি মাবুদে ইলিয়াছ নবীরে তুমরার গেছে বেজিমু। 6 তাইন আইয়া মা-বাফর দিল তারার পুয়া-পুড়িন্তর বায়, আর পুয়া-পুড়িন্তর দিল তারার মা-বাফর বায় ফিরাইবা, যাতে আমি আইয়া হারি তারার দেশরে লান্নত ঢালিয়া বিনাশ না করি॥

খতম॥

আল-মথি

পরিচিতি

আল-মথি ছিপারার মুল তালিম অইলো, হজরত ইছা আল-মসী একজন বাদশা। আল্লা পাকর বওয়াল করা বাদশা। তাইন ই দুনিয়াত তশরিফ আনিয়া মানষরে দাওত দিলা, তান উপরে ইমান আনার লাগি। যেরা তান উপরে ইমান আনবা, এরা অইবা আল্লার নয়া জাতি। এরার নাম অইবো, আল্লার প্রজা বা বেহেস্তি বাদশাইর জন, আর হজরত ইছা আল-মসীউ অইলা অউ বাদশাইর মালিক। আল্লা পাকে তানরে বওয়াল করলা, যাতে রোজ হাশরর দিন তাইন দুনিয়ার হক্কল মানষর বিচার করইন।

অউ আল-মথি ছিপারা তিলাওত করলে, আমরা হজরত ইছার তালিমর মুল্যবান হকল বয়ানির বিস্তারিত দেখমু। আমরা দেখমু, হজরত ইছার জনম কিলা অইছিল, তান দুনিয়াবি বাবা মানি বিবি মরিয়ম (আঃ) অর জামাই হজরত ইউছুফর জবানবন্দি পাইমু। অউ ছিপারাত আমরা পাইমু, হজরত ইছায় কিলা কাম-কাজ করছইন, কেমনে জিন্দেগি কাটাইছইন, তাইন কুয়াই থাকি বল-শক্তি পাইতা। আমরা আরো দেখমু, বউত জমানা আগে আল্লা পাকে হজরত মুছা (আঃ) আর হজরত দাউদ (আঃ) অর পবিত্র তৌরাত আর জবুর শরিফর মাজে, এরলগে বাদ-বাকি আরো নবী-রছুল অকলর গেছে যেতা যেতা বাতাইছইন, হজরত ইছার জমানাত আইয়া তান আতো অতা হকলতা ফলিছে।

আল-মথি ছিপারার ৫ রুকু ১৭, ২০ আয়াতো আছে, হজরত ইছায় কইরা, "তুমরা ইখান মনো করিও না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবী অকলর ছহিফা বাতিল করাত আইছি। আমি তো ইতা বাতিল করাত নায়, বরং পুরা করাত আইছি। হুনো, আমি তুমরারে কইরাম, আলিম-উলামার আমল থাকিও তুমরার আমল যুদি আরো ভালা না অয়, তে কুনুমন্তেউ বেহেস্তি বাদশাইত হামাইতায় পারতায় নায়।"

আর ১১ রুকু ২৮-৩০ আয়াতো আছে, হজরত ইছায় কইরা, "ভার-বোঝা বইতে বইতে তুমরা যেরা হেরান অইগেছো, তুমরা হকল আমার গেছে আও, আমি তুমরারে আরাম দিমু। আমার জুয়াল তুমরার কান্দো তুলো আর আমার গেছ থাকি তালিম লও, তেউ তুমরার আরাম অইবো। আমার জুয়াল বইয়া নেওয়া সুজা, আমার দেওয়া ভার খুব পাতলা। আমার মিজাজ খুব নরম আর ঠান্ডা।"

লেখক পরিচিতি আর সময়

আল্লা পাকর হুকুম মাফিক অউ ছিপারা লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত মথি (রাঃ)। হজরত ইছার উপরে ইমান আনার আগে তান পেশা আছিল খাজনা আদায় করা। তাইন মানষর গেছ থাকি খাজনা তুলিয়া রোমান সরকারর আতো সমজাই দিতা। হজরত ইছায় তানরে ইমানর দাওত দিলে তাইন ইমান আনিয়া ইছা আল-মসীর উম্মত অইলা। আর হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৫-৩৫ বছর বাদে অউ ছিপারা কিতাব আকারে তাইন লেখছইন।

এরমাজে আছে,

(ক) হজরত ইছার পরিচয় আর পয়লা জিন্দেগি
(খ) হজরত ইছায় কাম শুরু করলা
(গ) পাড়র পেটো হজরত ইছার তালিম
(ঘ) হজরত ইছার দশ কেরামতি
(ঙ) বারোজন সাহাবিরে পছন্দ আর তালিম
(চ) হজরত ইছারে সন্দয় আর বিরুধিতা করা
(ছ) হজরত ইছার বাতাইল সাত কিচ্ছা
(জ) হজরত ইছায় কেনে তশরিফ আনছইন
(ঝ) উম্মতর লাগি হজরত ইছার জরুরি তালিম
(ঞ) সমাজর মানষর লাগি হজরত ইছার তালিম
(ট) নেতা অকলরে হজরত ইছার হুশিয়ারি
(ঠ) হজরত ইছার উফাত আর জিন্দা অওয়া

হজরত ইছার পরিচয় আর পয়লা জিন্দেগি (১:১-২:২৩)

হজরত ইছা আল-মসীর খান্দান

1 হজরত ইছা আল-মসী অইলা দাউদ নবীর বংশধর, আর দাউদ
অইলা হজরত ইব্রাহিমর বংশধর। ইছা আল-মসীর খান্দানর পরিচয়
অইলো,
2 হজরত ইব্রাহিমর পুয়া হজরত ইছহাক, ইছহাকর পুয়া হজরত ইয়াকুব,
ইয়াকুবর পুয়া এহুদা আর তান ভাইয়াইন, 3 এহুদার পুয়াইন ফিরোজ আর
জারাহ, এরার মা'র নাম তামার। ফিরোজর পুয়া হাছির, হাছিরর পুয়া রায়াম,
4 রায়ামর পুয়া আমিনাদাব, আমিনাদাবর পুয়া নাহিশ, নাহিশর পুয়া সেলিম,
5 সেলিমর পুয়া বোয়াজ, তান মা'র নাম রাহাব। বোয়াজর পুয়া উবায়েদ,
তান মা অইলা রুত। উবায়েদর পুয়া ইয়াছ, 6 ইয়াছর পুয়া বাদশা দাউদ।
দাউদর পুয়া নবী সুলাইমান, এন মা আছলা উরিয়ার ড়াড়ি বউ বাতছেবা।
7 সুলাইমানর পুয়া রহবিয়াম, রহবিয়ামর পুয়া আবিয়া, আবিয়ার পুয়া আসা,
8 আসার পুয়া যিহোছাফট, যিহোছাফটর পুয়া উরাম, উরামর পুয়া উজিয়া,
9 উজিয়ার পুয়া যোথম, যোথমর পুয়া আহাজ, আহাজর পুয়া হিজকিয়া,
10 হিজকিয়ার পুয়া মানশা, মানশার পুয়া আমন, আমনর পুয়া ইউশিয়া,
11 ইউশিয়ার পুয়া ইয়াকুনিয়া আর তার ভাইয়াইন। ইছরাইল জাতিরে বাবিল
দেশো বন্দি করি নেওয়ার বালা এরার জনম অইছিল।
12 ইছরাইল জাতিরে বাবিল দেশো বন্দি করি নেওয়ার বাদে ইয়াকুনিয়ার
পুয়া সালতিয়েলর জনম অইছিল। সালতিয়েলর পুয়া জেরবাবিল,
13 জেরবাবিলর পুয়া আবীহুদ, আবীহুদর পুয়া ইলিয়াকিম, ইলিয়াকিমর পুয়া
আজর, 14 আজরর পুয়া ছাদিক, ছাদিকর পুয়া আখিম, আখিমর পুয়া
এলিহুদ, 15 এলিহুদর পুয়া আলি-আজর, আলি-আজরর পুয়া মতিন,
মতিনর পুয়া ইয়াকুব, 16 ইয়াকুবর পুয়া ইউছুফ, অউ ইউছুফ অইলা বিবি
মরিয়মর জামাই। বিবি মরিয়মর পেটো হজরত ইছার জনম অইছিল, এনরে
ডাকা অয় আল-মসী।
17 অউ লাখান হজরত ইব্রাহিম থাকি দাউদ নবী পর্যন্ত চৌদ্দ ছিড়ি। দাউদ
নবী থাকি বাবিলো বন্দি করি নেওয়া পর্যন্ত চৌদ্দ ছিড়ি। বাবিলো বন্দি
অওয়া থাকি আল-মসী পর্যন্ত চৌদ্দ ছিড়ি।

হজরত ইছা আল-মসীর জনম

18 ইছা আল-মসীর জনম অইছিল অউ লাখান। ইউছুফ নামর এক জনর
লগে বিবি মরিয়মর শাদি ঠিক অইছিল, অইলে তারা একলগে মিলা-মিশা
করার আগেউ আল্লার পাক রুহর কুদরতি বলে মরিয়মর পেটো হুরুতা
আইলো। 19 ইউছুফ আছলা হক মানুষ, মরিয়মর পেটো হুরুতা আছে, ই

খবর হুনিয়া তাইন মরিয়মরে মানষর ছামনে শরম দিতা চাইলা না, এরদায় মনে মনে ঠিক করলা, লুকাইয়া ই বিয়া ভাংগিলিতা।
20 তাইন যেবলা অলীখান চিন্তা কররা, অউ সময় মাবুদর এক ফিরিস্তায় খোয়াবর মাজে তানরে দরশন দিয়া কইলা, “ও ইউছুফ বিন দাউদ, তুমি মরিয়মরে শাদি করতে ডরাইও না। তান পেটো যে হুরুতা আইছে, ইতা তো পাক রুহুর কুদরতি বলেউ অইছে। তান ঘরো এক পুয়ায় জনম লইবা। 21 তুমি ই পুয়ার নাম রাখিও ইছা। কারন ই নামর মানি তরানেআলা, এইন নিজর উম্মত অকলরে গুনা থাকি তরাইবা।”
22 আগর জমানার নবীর মাজদি মাবুদে যেলা বাতাইছলা, অখান ফুলিবার লাগিউ ইতা অইবো। 23 মাবুদে বাতাইছিলা, “হুনো, একজন আবিয়াতি সতী নারীর পেটো হুরুতা আইবো, তাইন এক পুয়ার জনম দিবা, ই পুয়ারে ডাকা অইবো ইম্মানুয়েল।” ই নামর মানি অইলো, আল্লা আমরার লগে আছইন।
24 বাদে ঘুম থাকি উঠিয়া ইউছুফে ফিরিস্তার হুকুম মাফিক বিবি মরিয়মরে শাদি করলা। 25 অইলে অউ পুয়ার জন্মর আগ পর্যন্ত তাইন মরিয়মর লগে কুনু মিলা-মিশা করলা না। সময় মত অউ পুয়ার জনম অইলো, তাইন অউ পুয়ার নাম রাখলা ইছা।

হজরত ইছার তালাশে গনক অকল

2 রাজা হেরোদর আমলো এহুদিয়া জিলার বেথেলহাম গাউত হজরত ইছার জনম অইছিল। জন্মর বাদে পুবর দেশর কয়জন গনক জেরুজালেম টাউনো আইয়া জিকাইলা, 2 “ইহুদি জাতির যে বাদশার জনম অইছে, এইন কুয়াই? আমরা আছমানর পুবেদি তান জন্মর তেরা দেখছি, দেখিয়া তানরে ভক্তি দেওয়াত আইছি।”
3 নয়া বাদশার কথা হুনিয়া রাজা হেরোদ আর জেরুজালেমর বাদ-বাকি হকল মানুষ খুব চিন্তাত পড়িগেলা। 4 এরলাগি হেরোদে দেশর বড় ইমাম আর মৌলানা অকলরে একখানো দলা করি জিকাইলা, “আপনারা জানইন নি, আল-মসী কুয়াই জনম লইবা?” 5 এরা কইলা, “তান জনম অইবো এহুদিয়া জিলার বেথেলহাম গাউত। আগর জমানার এক নবীর কিতাবো লেখা আছে,

6 ও এহুদিয়া জিলার বেথেলহাম,
এহুদিয়ার নামি-দামি জাগার মাজে
তুমি কুনুমন্তেউ হুরু নায়,
তুমার মাজ থাকিউ তো
অলা একজন বাদশা পয়দা অইবা,
যেইন আমার ইছরাইল জাতিরে চালাইবা।”

7 তেউ হেরোদে হউ গনক অকলরে নিরালায় নিয়া জিকাইয়া জানলা, ঠিক কুন সময় হউ জন্মর তেরা দেখা গেছিল। 8 তাইন অউ গনক অকলরে কইলা, “আপনারা বেথেলহাম যাউক্কা, গিয়া ভালা করি অউ হুরুতার তালাশ করউক্কা। তান কুনু খবর পাইলে আমারে জানাইবা, তেউ আমিও গিয়া তানরে ভক্তি দিমু।”
9 রাজার হুকুম পাইয়া গনক অকল রওয়ানা দিলা। তারা পুবর আছমানো যে জনম তেরা দেখছিলা, অউ তেরা তারার আগে আগে গেল। আর অউ হুরুতা যে জাগাত আছলা, ঠিক অউ জাগাত আইয়া তেরা থামি গেল। 10 তেরা থামি গেছে দেখিয়া গনক অকলর ভিতরে খুশির ঢেউ উঠলো, খুশির মাইরে তারা ঘরর ভিতরে হামাইলা। 11 ঘরো হামাইয়া অউ হুরুতারে তান মা মরিয়মর কান্দাত দেখলা। দেখিয়া তারা মাটিত পড়ি তানরে ভক্তি দিলা, আর তারার বেগ খুলিয়া দামি দামি উপহার দিলা। অউ উপহার অইলো সোনা, লোবান আর মুরা-আতর। 12 অইলে আল্লায় খোয়াবর মাজে তারারে হুশিয়ার করি দিলা, তারা যানু রাজা হেরোদর গেছে আর ফিরিয়া না যাইন। তেউ তারা দুছরা পথে নিজর দেশো গেলাগি।

হজরত ইছা আল-মসীর খুজে রাজা হেরোদ

13 গনক অকল গিয়া হারলে আল্লার এক ফিরিস্তায় খোয়াবর মাজে ইউছুফরে দরশন দিয়া কইলা, “ও ইউছুফ উঠো, পুয়া আর তান মা’রে লইয়া মিসর দেশো বাগিয়া যাওগি, বাদে আমি যতদিন না কই, অতদিন হনোউ রইও। ই পুয়ারে মারিলিতো করি হেরোদে তুকাইবো।”
14 তেউ ইউছুফ উঠিয়া অউ রাইতউ তারারে লইয়া মিসরো রওয়ানা দিলা, 15 আর রাজা হেরোদ মরার আগ পর্যন্ত হনো রইলা। ইতা ঘটিছিল, যাতে আগর এক নবীর মাজদি মাবুদে যেতা জানাইছলা, অতা পুরা অয়। মাবুদে বাতাইছলা, “আমি আমার পুতরে মিসর থাকি ডাকিয়া আনিলাম।”
16 গনক অকলে রাজা হেরোদরে টগিছইন করিয়া তাইন খুব গুছা করলা। এরলাগি গনক অকলর গেছ থাকি তাইন যে সময়র কথা হুনছলা, অউ সময় মাফিক বেথেলহাম গাউ আর এর আশ-পাশ এলাকাত দুই বছুর বা তার কম বয়সি যতো পুয়াইন আছলা, ইতা হকলরে মারিলিবার হুকুম দিলা। 17 এতে নবী ইয়ারমিয়ার মাজদি মাবুদে যেতা জানাইছলা, অতা ফলিগেল। মাবুদে বাতাইছলা,

18 রামাত খুব কান্দা-কাটির আওয়াজ হুনা যার,
রাহেলায় তাইর হুরুতাইন্তর লাগি কান্দের,
কুনুমন্তেউ শান্তি অর না,
তাইর হুরুতাইন শেষ অইগেছইন।

19 বাদে রাজা হেরোদ মরিয়া হারলে মাবুদর এক ফিরিস্তা আইয়া, মিসর দেশো ইউছুফরে খোয়াবর মাজে কইলা, 20 “ও ইউছুফ, উঠো, অউ পুয়া আর তান মা’রে লইয়া ইছরাইল দেশো যাওগি। পুয়ারে যেতায় মারিলিতা চাইছলা, ইতা তো মরি গেছইন।”
21 তেউ ইউছুফ উঠিয়া পুয়া আর পুয়ার মা’রে লইয়া ইছরাইল দেশর সীমানাত আইলা। 22 আইয়া হুনলা, হউ হেরোদর পুয়া আর্খিলাউছ অখন এহুদিয়া জিলার রাজা অইগেছে। এরলাগি তাইন হিনো যাইতে ডরাইলা। বাদে খোয়াবে হুকুম পাইয়া গালিল জিলাত গেলাগি। 23 গালিলো গিয়া নাছারত নামর এক গাউত বসত করলা। ইতা ঘটিলো, যাতে আগর নবী অকলর মাজদি যেতা জানাইল অইছিল, অতা অখন পুরা অয়। জানাইল অইছিল, “তানরে নাছারতি কইয়া ডাকা অইবো।”

হজরত ইছায় কাম শুরু করলা (৩:১-৪:২৫)

হজরত এহিয়া (আঃ) অর তবলিগ

3 অউ সময় এহুদিয়া জিলার মরুভুমিত আইয়া এহিয়া নবীয়ে তবলিগ করলা, 2 “তৌবা করো, দুনিয়ার মাজে বেহেস্তি বাদশাই চালু অইতে আর বেশি দেরি নায়।” 3 অউ এহিয়া নবীর বেয়াপারেউ ইশায়া নবীয়ে আগে বাতাইছলা,

মরুভুমির মাজে একজন মানষে
জুরে জুরে এলান কররা,
তুমরা মালিকর পথ ছহি করো,
তান চলার রাস্তা অকল সিদা করো।

4 এহিয়া নবীয়ে তো উটর রুমর কাপড় ফিন্দিতা আর কমরো চামড়ার বেল্ট বান্দিতা। তাইন পাড়িয়া মউ আর ফরিং খাইতা। 5 তান তবলিগ হুনার লাগি আস্তা এহুদিয়া জিলা, জেরুজালেম টাউন আর জর্দান গাংগর চাইরোবায় থাকি বউত মানুষ তান গেছে আইলা। 6 আইয়া যারযির গুনা স্বীকার করলা, বাদে তাইন এরারে জর্দান গাংগো তৌবার গোছল করাইলা।
7 তাইন দেখলা, তৌবার গোছল করার লাগি বউত ফরিশি আর সিদ্দেকিয়া মজহবর মানুষও তান গেছে আইরা। অউ তাইন কইলা, “ও হাফর বাইচ্চাইন, আছমানি গজব আইওর দেখিয়া জান বাচানির পথ তুমরারে খেগিয়ে বাতাই দিলো? 8 তুমরা যুদি হাছারর তৌবা করিয়া থাকো, তে এর ফলও দেখাও। 9 মনে মনে কইও না, তুমরা ইব্রাহিমর আওলাদ। হুনো, আমি কইরাম, আল্লায় চাইলে তো অউ পাথর অকল থাকিউ ইব্রাহিমর আওলাদ বানাইতা পারবা। 10 গাছর গুড়িত তো কুড়াল লাগাইলউ আছে। যে গাছো ভালা ফল ধরে না, ই গাছ কাটিয়া আগুনিত ফালাইল অইবো।
11 “তৌবা করছো গতিকে আমি তুমরারে পানিদি গোছল করাইলাম, অইলে আমার বাদে আরো একজন আইরা, এইন আমা থনেও হিম্মত আলা, তান পাওর জুতা বওয়ার লাখও আমি নায়। তাইন আইয়া তুমরারে পাক রুহু আর আগুইনদি গোছল করাইবা। 12 তান কুলা তো তান আতোউ আছে, ইখান দিয়া তাইন ধান উয়াইয়া উগারো তুলবা, আর ছুছারে অউ আগুনিত ফালাইয়া জালাইবা, যে আগুইন কুনু সময় নিভতো নায়।”

হজরত ইছার পাক গোছল

13 অউ সময় গালিল জিলা থাকি হজরত ইছাও পাক গোছল করার লাগি, জর্দান গাংগো এহিয়া নবীর গেছে আইলা। 14 অইলে এহিয়ায় তানরে অখান কইয়া না করলা, “আপনে আইছইন নি আমার গেছে, আমারউ জরুর আছিল আপনার গেছে গিয়া গোছল করা!” 15 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আইচ্ছা, অখন অলাউ অউক, কারন আমরার উচিত অইলো আল্লার মর্জি পুরন করা।” ইখান হুনিয়া এহিয়া রাজি অইগেলা।
16 পাক গোছল করিয়া পানি থাকি উঠতেউ ইছায় দেখলা, আছমান দুই ভাগ অইগেছে, আর আল্লার রুহু পারোর ছুরত ধরিয়া তান উপরে লামিয়া আইরা। 17 অউ সময় আছমান থনে গাইবি আওয়াজ অইলো, “এইনউ আমার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, এন উপরে আমি খুব খুশি।”

হজরত ইছারে ইবলিছে পরিক্ষা করলো

4 পাক গোছল করার বাদে, আল্লার পাক রুহুর ইশারায় ইছারে মরুভুমিত নেওয়া অইলো, যাতে অউ সময় ইবলিছে তানে পরিক্ষা করার সুযোগ পায়। 2 মরুভুমির মাজে তাইন একলাগারে চাল্লিশ দিন চাল্লিশ রাইত রোজা আছলা, কুনুজাত খানি খাইছইন না। এরবাদে তান খুব পেটো ভুক লাগলো। 3 অউ সময় ইবলিছে আইয়া তানরে কইলো, “তুমি যুদি ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার জন অও, তে অতা পাথররে কওনা রুটি অইযিতো।”
4 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আল্লার কালামো লেখা আছে, খালি রুটি খাইলেউ মানুষ বাচে না, বরং আল্লার পরতেক কালামেউ মানুষ বাচে।”
5 তেউ হে ইছারে লইয়া পবিত্র টাউন জেরুজালেমো গেল, গিয়া বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা ঘরর মিনারার উপরে তানে উবা করাইয়া কইলো, 6 “তুমি যুদি আল্লার খাছ মায়ার জন অও, তে দেখিছাইন, অন থাকি ফাল দিয়া লামাত পড়ো, কিতাবো তো লেখা আছে,

আল্লায় তান ফিরিস্তা অকলরে হুকুম দিবা;
আর তারা নিজর আতদি তুমারে ধরিলিবা,
যাতে তুমার পাওয়ো কুনু পাথরর চুট না লাগে।”

7 ইছায় তারে কইলা, “কিতাবো অউ কথাও লেখা আছে,
তুমি তুমার মাবুদ আল্লারে পরিক্ষা করাত লাগিও না।”

8 বাদে ইবলিছে তানরে খুব উচা এক পাড়র উপরে লইয়া গেল, নিয়া এক
পলকে দুনিয়ার তামাম মুল্লুক আর অতার হকল জাক-জমক দেখাইলো আর
কইলো, 9 “তুমি যুদি আমারে সইজদা করিলাও, তে ই হক্কলতা আমি তুমারে
দিলাইমু।”
10 ইছায় জুয়াপ দিলা, “ধুর শয়তান, বাগ। আল্লার কালামো আছে, তুমি
খালি তুমার মাবুদ আল্লারেউ ডরাইও, খালি তান এবাদত করিও।”
11 অখান হুনিয়া ইবলিছ তান গেছ থাকি হরিয়া গেলগি, আর আল্লার
ফিরিস্তা অকল আইয়া তান খেজমত করলা।

হজরত ইছা আল-মসীর তবলিগ

12 বাদে ইছায় খবর পাইলা, এহিয়া নবীরে আটক করিয়া জেলো হারাইল
অইছে, অখান হুনিয়া তাইন গালিল জিলাত গেলাগি। 13 হনো গিয়া
নাছারত গাউ ছাড়িয়া সবুলন-নপ্তালি এলাকার আওরর পারর কফরনাউম
টাউনো গিয়া রইলা। 14 ইতা হকলতা অইলো, যাতে ইশায়া নবীর মাজদি
আল্লায় যেতা বাতাইছলা, অতা অখন ফলিযায়। ইশায়া নবীয়ে কইছলা,

15 বিধর্মী মানষর বসত খানা গালিল জিলার
আওরর পারর সবুলন-নপ্তালি এলাকার মানুষ,
আর জর্দান গাংগর দুছরা পারর মানষর গেছে
আল্লার নুর জাইর অইবো।
16 যেতা মানুষ বে-পথি বনিয়া আন্দারির মাজে জিন্দেগি কাটাইরা,
তারা আল্লার নুরর মহা রুশনি দেখবা।
আর যেরা গইন আন্দারির মাজে বসত করে,
তারার গেছেও আল্লার নুর জাইর অইবো।

17 অউ সময় থাকি ইছায় তবলিগ করলা, কইলা, “তৌবা করো, কারন
দুনিয়ার মাজে বেহেস্তি বাদশাই চালু অইতে আর বেশি দেরি অইতো নায়।”

হজরত ইছার পয়লা সাগরিদ অকল

18 হজরত ইছা গালিল আওরর পারেদি আটিয়া যাইরা, অউ সময় দেখলা,
সাইমন উরফে পিতর আর এন ভাই আন্দ্রিয়াছে আওরো জাল বাইরা, এরা
তো জালুয়া আছলা। 19 ইছায় এরারে কইলা, “আমার লগে আও, আমি
তুমরারে মানুষ ধরার জালুয়া বানাইমু।” 20 লগে লগে এরা জাল ফালাইয়া
ইছার লগে রওয়ানা অইগেলা।
21 অন থনে থুড়া আগে গিয়া দেখলা, ইয়াকুব আর হান্নান তারা দুইও
ভাইয়ে বাফর লগে নাওয়ো বইয়া জাল জুইত-জাইত কররা। এরার বাফর
নাম জিবুদিয়া। ইছায় এরারে দেখিয়া ডাক দিলা, 22 ডাক হুনিয়া এরাও
তারার বাফরে নাওয়ো থইয়া ইছার লগে আইলা।

হজরত ইছায় বউত বেমারিরে শিফা করলা

23 বাদে ইছা গালিল জিলার হকল জাগাত ঘুরি ঘুরি, হনর নানান মছিদো
গিয়া নছিয়ত করলা, আর বেহেস্তি বাদশাইর খুশি-খবরি তবলিগ করলা।
এরলগে বউত নমুনার বেমারিরে ভালা করলা। 24 আস্তা সিরিয়া দেশর মাজে
তান খবর রটি গেল। এতে নানান নমুনার বেমার-আজার আর জালা-
যন্ত্রনায় যেতা মানষে কষ্ট পাইছিল, যেরারে জিন-ভুতে ধরছিল, মিরগি আর
অর্ধং বেমারি যতো মানুষ আছিল, মানষে অতারে ইছার গেছে লইয়া
আইলা। তাইন এরা হকলরে ভালা করলা। 25 গালিল, দিকাপলি,
জেরুজালেম, এহুদিয়া আর জর্দানর অইন্য পার থাকি বউত মানুষ ইছার
খরে খরে রওয়ানা অইলা।

পাড়র পেটো হজরত ইছার তালিম (৫:১-৭:২৯)

কুন কুন মানুষ নেক-কপালি

5 বউত মানুষ আইছইন দেখিয়া ইছা গিয়া এক পাড়র উপরে উঠিলা।
উঠিয়া বওয়ার বাদে তান সাগরিদ অকল কান্দাত আইলা। 2 সাগরিদ
অকলরে দেখিয়া তাইন অউ তালিম দিলা, কইলা,

3 “নেক-কপালি অউ মানুষউ যারা দিল থাকি নিজরে গরিব মনো করে,
বেহেস্তি বাদশাই তো তারাউ পাইবা।
4 তারাউ কপালি যারার মনো অখন দুখ আছে,
তারাউ তো সুখ পাইবা।
5 তারাউ কপালি যারার চাল-চলন নরম,
ই দুনিয়া তো তারারউ অইবো।
6 তারাউ কপালি যারা দিলে-জানে পাক-পরেজগারির লাগি কান্দে,
তারার অউ আশা পুরা অইবো।
7 তারাউ কপালি যারা মানষরে দয়া করে,
তারাউ তো দয়া পাইবা।
8 তারাউ কপালি যারার দিল খাটি,
কারন তারাউ আল্লার দিদার পাইবা।
9 তারাউ কপালি যারা মানষরে শান্তিয়ে রাখার লাগি মেনত করে,
আল্লায় তারারে তান আপন আওলাদ কইয়া ডাকিবা।
10 তারাউ কপালি যারা আল্লার হুকুম মাফিক চলাত গিয়া
জুলুম-মছিবত সইয্য করে,
বেহেস্তি বাদশাই তো তারাউ পাইবা।

11 “আর তুমরাউ কপালি যারারে আমার লাগি মানষে ঘিন্নায়, মানষে
তুমরারে জুলুম করে আর নানান নমুনার মিছা বদনাম গায়। 12 হলা অইলে
মনো রাখিও, তুমরার আগে যে নবী অকল আইছলা, ইতা মানষে অউ নবীর
উপরেও অলা জুলুম করতা। তে তুমরা খুশি-বাসি আর ফুর্তি করিও, কারন
তুমরাও অউ নবী অকলর লাখান বেহেস্তো বউত বড় পুরুস্কার পাইবায়।

মুমিন অকল দুনিয়ার বাত্তি আর নুন

13 “তুমরা অইলায় দুনিয়ার নুন, অইলে নুনর গুন যুদি নষ্ট অইযায়, তে
আর নুনতা করা যায় নি? ই নুন তো আর কুনু কামো লাগে না। মানষে ইতা
বারে ফালাই দেইন আর ইতার উপরেদি আটইন।
14 “হুনো, তুমরা অইলায় দুনিয়ার বাত্তি। পাড়র উপরর কুনু টাউন তো
লুকাইল রাখা যায় না। 15 আর কুনু মানষে লেম জালাইয়া টুকরির তলে থয়
না, ইকটা লেম-দানির উপরেউ থয়, যাতে ঘরর হকলে ফর দেখইন। 16 অউ
লাখান তুমরার ফরও মানষর ছামনে জলউক, যাতে তুমরার ভালা কাম
দেখিয়া মানষে তুমরার বেহেস্তি বাফ, আল্লা পাকর তারিফ করইন।

শরিয়তর বেয়াপারে তালিম

17 “তুমরা ইখান মনো করিও না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবী অকলর
ছহিফা বাতিল করাত আইছি। আমি তো ইতা বাতিল করাত নায়, বরং পুরা
করাত আইছি। 18 আমি হাছা কথা কইরাম, তৌরাত কিতাবর হকল কথা
যতদিন না ফলিছে, অতো দিন ই কিতাবর একটা হরফ বা জের-জবরও
বাতিল অইতো নায়। আছমান-জমিন ক্ষয় না অওয়া পর্যন্ত, ইখান বাতিল
অইতো নায়। 19 তৌরাত কিতাবর কুনু হুরু-মুরু হুকুমও যুদি কেউ না মানে,
বা ই হুকুম না মানার লাগি মানষরে পরামিশ দেয়, তে বেহেস্তি বাদশাইত
তারেও হকল থাকি হুরু কওয়া অইবো। অইলে যে জনে ই হুকুম-আহকাম
আমল করে আর মানষরেও হিকায়, বেহেস্তি বাদশাইত তারে বউত দাম
দেওয়া অইবো। 20 আমি তুমরারে কইরাম, আলিম-উলামা আর ফরিশি
অকলর আমল থাকিও, তুমরার আমল যুদি আরো ভালা না অয়, তে
কুনুমন্তেউ বেহেস্তি বাদশাইত হামাইতায় পারতায় নায়।

রাগ-গুছার বেয়াপারে হুশিয়ারি

21 “তুমরা হুনছো, আগর আমলর মানষর গেছে কওয়া অইছে, ‘খুন করিও
না, যেগিয়ে খুন করবো, হে ই খুনর দাড়ো পড়বো।’ 22 অইলে আমি তুমরারে
কইরাম, যে মানষে তার ভাই-বিরাদরর লগে রাগ-গুছা করে, হে বিচারর
দাড়ো পড়বো। হে যুদি তার ভাইরে কয়, ‘তুমি তো বেআখল’ তে আরো বড়
বিচারর দাড়ো পড়বো। আর যে জনে তার ভাইরে কয়, ‘তুমি বেওকুফ,’ হে
দোজখর আগুইনো জলবো।
23 “এরদায় কুরবানি খানাত গিয়া আল্লার নামে লিল্লা-ছদগা দিবার সময়
যুদি তুমার মনো অইযায়, তুমার লগে তুমার কুনু ভাইর বিবাদ আছে, 24 তে
তুমার লিল্লা-ছদগা অউ জাগাত থইয়া, আগে গিয়া তুমার ভাইর লগে মিট-
মাট করো, বাদে গিয়া তুমার কুরবানি দেও।
25 “কেউ তুমার বিরুদ্ধে কুনু মামলা করলে আদালতো যাওয়ার আগেউ
তার লগে জলদি মিট-মাট করিলিও। ইলা না করলে, হে তুমারে হাকিমর
আতো দিবো, হাকিমে তুমারে পুলিশর হাওলা করবা, আর পুলিশে তুমারে
জেলো হারাইবা। 26 হেশে তার ষোলআনা পাওনা আদায় না করা পর্যন্ত,
তুমি কুনুমন্তেউ ছাড়া পাইতায় নায়। আমি তুমরারে আসল কথা কইলাম।

জিনা আর কছমর বেয়াপারে হুশিয়ারি

27 “তুমরা হুনছো, আগে বাতাইল অইছে, ‘জিনা করিও না।’ 28 অইলে
আমি তুমরারে কইরাম, কুনু বেটায় যুদি কুনু বেটি মানষর বায় কু-নজরে চায়,
তে হে অউ সময় মনে মনে তাইর লগে জিনা করলো।
29 “তুমার ডাইন চউখে যুদি তুমারে গুনার পথে টানে, তে ই চউখ তুলিয়া
ফালাই দেও। আস্তা শরিল লইয়া দোজখো যাওয়া থাকি, একটা অংগ বিনাশ
করিলাওয়া তুমার লাগি ভালা। 30 তুমার ডাইন আতে যুদি তুমারে গুনার
পথে টানে, ই আত কাটিয়া ফালাই দেও। আস্তা শরিল লইয়া দোজখো
যাওয়া থাকি, একটা অংগ বিনাশ করিলাওয়া তুমার লাগি ভালা।
31 “আরো কওয়া অইছে, ‘যে মানষে তার বউরে তালাক দেয়, হে বউরে
তালাক নামা দেউক।’ 32 অইলে আমি তুমরারে কইরাম, যে মানষে জিনা
ছাড়া অইন্য কুনু কারনে নিজর বউরে তালাক দেয়, হে তো তার বউরে
জিনাকুর বানায়। আর তালাক পাওয়া বেটিরে যেগিয়ে বিয়া করে, হে-ও
জিনাকুর বনে।
33 “তুমরা তো জানো, আগর জমানার মানষর গেছে বাতাইল অইছে,
‘মিছা কুনু কছম করিও না, আর যেকুনু কছম করলে ইটা আল্লার নামে আদায়
করিও।’ 34 অইলে আমি তুমরারে কইরাম, কুনুজাত কছম করিও না। বেহেস্তর
নামে কছম করিও না, ইখান তো আল্লার আরশ। 35 দুনিয়ার নামে করিও না,
ইখান তো আল্লার কদম মুবারক থওয়ার জাগা। জেরুজালেমর নামেও কছম
করিও না, ইখান অইলো মহান বাদশা আল্লার টাউন। 36 তুমার নিজর মাথার
নামে কছম করিও না, ই মাথার একছা চুলরে ধলা বা কালী করার খেমতা

তো তুমার নাই। 37 তুমরার মাতর অয় খান অয়, আর না খান না অউক। হুনো, ইতার বারে আর যততাউ অয়, ইতা ইবলিছ থাকি অয়।

বদলা লওয়ার বেয়াপারে তালিম

38 "তুমরা তো হুনছো, আগে বাতাইল অইছে, যে পরিমানে খেতি অইছে, অউ পরিমানে সাজা দিও, 'চউখর বদলা চউখ আর দাতর বদলা দাত।' 39 অইলে আমি কইরাম, কেউ যুদি তুমরার লগে খারাপ বেবহার করে, তে তুমরা এর বদলা লইও না, বরং কুনু মানষে তুমার ডাইন গালো চড় মারলে, তারে বাউ গালও পাতিয়া দিলাইও। 40 কেউ যুদি মামলা-মকদ্দমা করিয়া তুমার কোর্তা নিতোগি চায়, তে তুমার চাদ্দরও দিলাইও। 41 কেউ যুদি তুমারে কয়, তার গাইট বইয়া লইয়া এক মাইল যাইতায়, তে তুমি তার লগে দুই মাইল যাইওগি। 42 কেউ তুমার গেছে কুন্তা খুজিলে তারে দিও। কেউ আওলাত চাইলে, তারে ফিরাই দিও না।

দুশমনরে মহব্বত করো

43 "তুমরা জানো, আগে তো বাতাইল অইছিল, 'তুমার আরি-ফরিরে মায়া করিও আর দুশমনরে ঘিন্নাইও।' 44 অইলে আমি তুমরারে কইরাম, তুমরার দুশমনরেও মায়া করিও। যেরা তুমরারে জুলুম করে, তারার লাগি দোয়া করিও। 45 ইতা দেখিয়া মানষে বুজবা, তুমরা হাছাউ তুমরার বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর মায়ার আওলাদ বনিগেছো। তাইন তো ভালা-বুরা হকলর উপরে তান সুরুজ উঠাইন, দীনদার আর নাফরমান হকলর উপরেউ মেঘ-পানি দেইন। 46 যারা তুমরারে মহব্বত করে, তুমরা যুদি খালি তারারেউ মহব্বত করো, তে তুমরা কিতা পুরুস্কার পাইবায়? ঘুষখুর তশিলদার অকলেও ইলা করে না নি? 47 তুমরা যুদি খালি নিজর ভাইরে ছালাম দেও, তে অইন্য মানুষ থাকি বেশি আর কিতা কররায়? বিধর্মী অকলেও ইলা করইন না নি? 48 এরলাগি আমি কইরাম, তুমরার বেহেস্তি বাফ আল্লা পাক যেলা খাটি, তুমরাও অলা খাটি অও।

দান-খয়রাতর বেয়াপারে তালিম

6 "তুমরা হুশিয়ার রইও, মানষরে দেখানির লাগি এবাদত-বন্দেগি করিও না, ইলা করলে তুমরার বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর গেছ থাকি কুনু পুরুস্কার পাইতায় নায়।

2 "কুনু মানষরে দান-খয়রাত দিলে ভন্ড অকলর লাখান দিও না। তারা তো মানষর গেছ থাকি তারিফ পাইতা করি মছিদো-মন্দিরো আর পথে-ঘাটে, ডুল-ডপকি বাজাইয়া লিল্লা-যকাত দেইন। আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, তারার পুরুস্কার তো তারা পাইলিছে। 3 অইলে তুমি কুনু দান-খয়রাত দিলে, তুমার ডাইন আতে বিলাইলে বাউ আতে যানু না জানে। 4 অউলা লুকাইয়া দীন করিও। তেউ তুমার বেহেস্তি বাফ আল্লা, যেইন লুকাইয়া হকলতা দেখইন, তাইনউ তুমারে পুরুস্কার দিবা।

দোয়া করার বেয়াপারে তালিম

5 "তুমরা যেবলা দোয়া করো, অউ সময় ভন্ড অকলর ভাব ধরিও না। তারা মানষরে দেখানির লাগি মছিদো-মন্দিরো আর পথর মুখো উবাইয়া দোয়া করে। আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, ইতায় তো তারার পুরুস্কার পাইলিছে। 6 অইলে তুমি দোয়া করার বালা ঘরর দরজা-জানালা লাগাইয়া দোয়া করিও, আর তুমার নিরাকার বাফ, যেনরে দেখা না গেলেও আজির আছইন, হউ আল্লার গেছে চাইও। তাইন তো গোপন হকলতা দেখইন, তাইনউ তুমারে ফল দিবা।

7 "তুমরা যেবলা দোয়া করো, অউ সময় দুনিয়ার মানষর লাখান খামোখা বের-বেরি করিও না। তারা মনো করইন, বেশি বেশি কইলে আল্লায় তারার দোয়া কবুল করবা। 8 তুমরা তারার লাখান অইও না, তুমরার বেহেস্তি বাফ আল্লার গেছে চাওয়ার আগেউ, তাইন জানইন তুমরার কিতা দরকার। 9 এরলাগি তুমরা অলাখান দোয়া করিও,

ও বাবা, আমরার বেহেস্তি বাফ,
তুমার নাম পাক-পবিত্র মানা অউক।
10 দুনিয়াইত তুমার বাদশাই জলদি আউক,
সব তুমার মর্জি মাফিক করা যাউক,
বেহেস্তো যেলা অউলা দুনিয়াইত,
বেহেস্তো যেলা অউলা দুনিয়াইত।

11 ও বাবা, আইজকুর খানি আইজকু দেও,
মাফ করো আমরার হকল অপরাধ,
12 যারা আমরার বিরুদ্ধে করছে পাপ,
আমরা তো তারারে দিলাইছি মাফ।
13 ফালাইও না আমরারে পরিক্ষাত,
শয়তানর কবজা থাকি করো খালাছ॥

14 হুনো, তুমরা যুদি আরক জনর অপরাধ মাফ করো, তে তুমরার বেহেস্তি বাফ আল্লায়ও তুমরার অপরাধ মাফ করি দিবা। 15 অইলে তুমরা যুদি অইন্যরে মাফ না করো, তে তুমরার বেহেস্তি বাফে তুমরারেও মাফ করতা নায়।

রোজার বেয়াপারে তালিম

16 "তুমরা যেবলা রোজা রাখো, অউ সময় ভন্ড অকলর লাখান মুখ কালা করিও না। তারা রোজা রাখছইন, অখান দেখানির লাগি চউখ-মুখ কালা করি রাখইন। আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, ইতায় তো তারার পুরুস্কার পাইলিছে। 17 অইলে তুমি রোজা রাখলে মুখ-আত ধইও, মাথাত তেল-পানি দিও, 18 যেলা মানষে বুজতো না পারে, তুমি রোজা রাখছো। তেউ তুমার নিরাকার বাফ, যেনরে দেখা না গেলেও আজির আছইন, হউ আল্লায়উ ইতা দেখবা। তাইন তো গোপন হকলতা দেখইন, তাইনউ তুমারে ফল দিবা।

আখেরাতর ধন কামাও

19 "ই জিন্দেগিত তুমরা নিজর লাগি অতো ধন-সম্পদ জমাইও না। দুনিয়ার সম্পদর মাজে জংগারে ধরে, পুকে খায় আর হিং খুদিয়া চুরে নেয়। 20 অইলে বেহেস্তর মাজে নিজর লাগি ছামানা জমাও, হিনো জংগারে ধরে না, পুকেও খায় না আর চুরিও অয় না। 21 মনো রাখিও, তুমার ধন যেনো, মনও হনো রয়।

22 "জানো তো, চউখ অইলো শরিলর বাত্তি। তুমার চউখ যুদি ভালা অয়, তে তুমার আস্তা শরিলো চকচকা ফর অইবো। 23 অইলে তুমার চউখ যুদি খারাপ অয়, তে আস্তা শরিলউ কালা আন্দাইর অইযিবো। তুমার দিলর বাত্তি আন্দাইর অইলে, ই আন্দাইর বড় বেজুইতা।

24 "জানো নি, কুনু গুলামেউ দুই মুনিবর খেজমত করতো পারে না, হে একজনরে ঘিন্নাইবো আরক জনরে ভালা পাইবো। আরনায় একজনর বায় খিয়াল করবো, আরক জনরে এলামি করবো। তে তুমরাও আল্লা পাক আর ধন-ছামানা, দুইওতার খেজমত একলগে করতায় পারো না।

25 "এরদায় আমি তুমরারে কইরাম, কিলা খাইতাম আর কিলা ফিন্দিতাম, ইতা লইয়া চিন্তা করিও না। খানি থাকি জান বড়, কাপড়-চুপড় থাকি শরিল বড়।

26 "আছমানর অউ পাখিন্তর বায় চাও, তারা জালাও বাইন করে না, ফসলও কাটে না, উগারো কুন্তা জমায় না, খালি তুমরার বেহেস্তি বাফ আল্লায় তারার খুরাক দেইন। তে তুমরা কুনু ইতা থাকি আরো দামি নায় নি? 27 কওছাইন, তুমরার মাজে কেউ চিন্তা-ভাবনা করিয়া তার হায়াতি একখান ঘন্টা বাড়াইতো পারবো নি?

28 "ফিন্নর কাপড়র লাগি চিন্তা করো কেনে? তুমরা অউ জংলি ফুলর বায় চাইয়া দেখো, ইতা কতো বেশি সুন্দর! ইতায় তো নিজর সুন্দরর লাগি কুন্তাউ করে না, কুনু রংগও সিলাই করে না, বাইনও করে না, এমনেউ অয়। 29 তে আমি কইরাম, বাদশা সুলাইমান অতো জাক-জমকর মাজে রইলেও তান লেবাছ তো অতা এগু জংলি ফুলর লাখানও সুন্দর আছিল না। 30 দেখরায় নি, জংগলর মাজে অউ যেতা সুন্দর ফুল অখন আছে, কাইল অইলেউ মানষে ইতা দারু বানাইয়া আগুইনদি জালাইবো। আল্লায় যুদি অউ জংগলরে অলা সুন্দর করি হাজাইছইন, তে ও কমজুর ইমানদার অকল, তুমরারেও তাইন সুন্দর করি হাজাইতা নায় নি? 31 এরদায় কিতা খাইতায় আর কিতা ফিন্দিতায়, ইতা লইয়া চিন্তা করিও না। 32 ই দুনিয়ার মানষে খালি অতা লইয়াউ ধান্দা করে। তুমরার বেহেস্তি বাফ আল্লায় তো জানইনউ, ইতা হকলতা তুমরার জরুর আছে। 33 এরলাগি তুমরা পয়লাউ আল্লার মর্জি যুগাইয়া চলো, তান বাদশাইর ধান্দাত রও। তেউ ইতা হক্কলতাও তুমরা পাইবায়। 34 কাইলকুর চিন্তা করিও না, কাইলকুর বেয়াপার কাইলকুর উপরে ছাড়ি দেও। দিনর আজাব দিনর লাগি যথেষ্ট।

মানষর দুষ তুকাইও না

7 "তুমরা মানষর দুষ তুকানিত রইও না, তেউ তুমরার দুষও তুকাইল অইতো নায়। 2 তুমরা যেলা মানষর দুষ তুকাও, আল্লায়ও অউলা তুমরার দুষ তুকাইবা। তুমরা যেলা পাল্লাদি মাপিবায়, তুমরার লাগিও অলা মাপা অইবো।

3 "তুমার ভাইর চউখর ভিতরে গুড়া আছে ইখান দেখরায়, অইলে নিজর চউখো গাছর চেলি আছে ইখান দেখরায় না কেনে? 4 তুমার চখুত চেলি হামাইছে ইখান যেবলা দেখরায় না, তে তুমার ভাইরে কিলা কইবায়, ভাই, তুমার চখুত গুড়া হামাইছে, আও, বার করিয়া দেই? 5 হায়রে ভন্ড, পয়লা নিজর চউখ থাকি চেলি বার করো, বাদে তুমার ভাইর চউখ থাকি গুড়া বার করাত লাগলে ভালা করি দেখতায় পারবায়।

6 "হুনো, কুত্তার ছামনে পাক-পবিত্র কুনু চিজ দিও না। শুয়রর ছামনে মনি-মুক্তা ছিটাইও না। আরনায় অউ চিজরে তারার পাওদি উড়িয়া, উল্টা আইয়া তুমরারেও হামলা করতা পারইন।

দোয়া-মুনাজাতর বেয়াপারে ওয়াদা

7 "আমি তুমরারে কইরাম, চাও, তুমরারে দেওয়া অইবো। তালাশ করো, তেউ পাইবায়। দুয়ারো ঠুকা দেও, তেউ দুয়ার খুলা অইবো। 8 যারা চায়, তারাউ তো পায়। যে তালাশ করে হে পায়। যে দুয়ারো ঠুকায়, তার লাগি দুয়ার খুলা অয়। 9 তুমরার মাজে ইলা কুনু মা-বাফ আছে নি, যার পুতে রুটি চাইলে মাটি দিবো? 10 মাছ চাইলে হাফ দিবো? 11 তুমরা খারাপ অইয়াও যুদি তুমরার হুরুতাইনরে ভালা ভালা চিজ দিতায় জানো, তে যারা বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর গেছে চাইবো, তাইন তো নিচয় তারারে ভালা ভালা চিজ দান করবা, ইতা তো স্বাভাবিক। 12 হুনো, তুমরা মানষর গেছ থাকি যেলাখান বেবহার পাইতায় চাও, তুমরাও হকলর লগে অউ লাখান বেবহার করো। অতাউ অইলো তৌরাত কিতাব আর নবী অকলর ছহিফার মুল তালিম।

কুন পথে চলতায়

13 “হুনো, তুমরা চিপা দুয়ারেদি হামাইও, কারন যে পথে বিনাশর বায়
টানে, ই পথ মোটা, পথর দুয়ারও বড়, বউত মানুষ অউ দুয়ারেদি হামাইন।
14 অইলে যে পথে গেলে জিন্দেগি মিলে, ই পথর দুয়ার চিপা, পথও হুরু-
মুরু। খুব কম মানষেউ ই দুয়ারর খুজ পাইন।
15 “ভন্ড নবী অকল থাকি হুশিয়ার রইও। তারা তুমরার গেছে মেড়ার
ছুরতে আয়, অইলে ভিতরে ভিতরে তারা রাইক্কস বাঘর লাখান। 16 তারার
জিন্দেগি দেখিয়াউ চিনতায় পারবায়। জানো তো, গছা-কাটার মাজে কুনু
আংগুর ধরে নি বা বন-জংলার মাজে কুনু ডুমুর ফল ধরে নি? 17 ঠিক অউ
লাখান, ভালা গাছে তো ভালা ফলউ ধরে আর মন্দ গাছে মন্দ ফলউ ধরে।
18 ভালা গাছে তো মন্দ ফল ধরে না, আর মন্দ গাছে ভালা ফল ধরে না।
19 যে গাছে ভালা ফল ধরে না, ইগুরে কাটিয়া দারু জালাইল অয়।
20 অলাউ ভন্ড নবী অকলর জিন্দেগির ফল দেখলেউ ইতারে চিনবায়।

বেহেস্তি বাদশাইত কে হামাইবো?

21 “মনো রাখিও, আমারে ‘হুজুর, হুজুর!’ কইলেউ যেন বেহেস্তি বাদশাইত
হামাইযিবায়, ইখান ঠিক নায়। বরং যে জনে আমার বেহেস্তি বাফ আল্লা
পাকর মর্জি যুগাইয়া চলে, খালি হে-উ হামাইতো পারবো। 22 হউ দিন
আইলে বউতে কইবা, ‘মুনিব, মুনিব, আমরা তুমার নামে গাইবি খবর কইছি
না নি? তুমার নামে জিন-ভুত ছাড়াইছি না নি? তুমার নামে বউত কেরামতি
দেখাইছি না নি?’ 23 অইলে আমি তারারে জুয়াপ দিমু, ‘খুর, ইবলিছর দল!
আমি তো তুমরারে চিনিউ না, আমার গেছ থাকি বাগো।’

ইমানর দুই নমুনা

24 “যে মানষে আমার অউ তালিম হুনিয়া আমল করে, হে আখলদার
মানষর লাখান মজবুত খুটির উপরে তার ঘর বানায়। 25 বাদে মেঘ-তুফান
আর জোয়ার আইয়া অউ ঘররে ঠেলা দিলেও ফালাইতো পারে না, কারন
ইখান তো মজবুত খুটির উপরে বানাইল অইছে। 26 অইলে যে আমার
তালিম হুনিয়াও আমল করে না, হে বেআখলর লাখান নরম মাটির উপরে
ঘর বানায়। 27 বাদে যেবলা মেঘ-তুফান আর জোয়ার আইয়া অউ ঘররে
ঠেলা দেয়, অউ সময় ইখান পড়িয়া চেপটা অইযায়।”
28 ইছার ইতা তালিম হুনিয়া মানুষ তাইজ্জুব বনিগেলা। 29 কারন তাইন
তো তারার মৌলানা অকলর লাখান তালিম না দিয়া, খেমতাবান মানষর
লাখান তালিম দিতা।

হজরত ইছার দশ কেরামতি (৮:১-৯:৩৮)

পচা-কুষ্ঠ বেমারিরে ভালা করা

8 হজরত ইছা পাড় থাকি লামিয়া আইলে বউত মানুষ তান খরে খরে
আইলা। 2 অউ সময় এক পচা-কুষ্ঠ বেমারিয়ে তান কান্দাত আইয়া
পাওত পড়িয়া কইলো, “হুজুর, আপনার মর্জি অইলে আমারে অউ
নাপাক বেমার থাকি ভালা করতা পারইন।” 3 তেউ তাইন আত বাড়াইয়া
তারে ছইয়া কইলা, “অয় আমি চাইরাম, তুমি পাক-ছাফ অও।” কওয়ার লগে
লগেউ তার বেমার শিফা অইগেল। 4 ইছায় তারে কইলা, “হুনো, ইতা
কেউররে হুনাইও না, খালি ইমাম ছাবর গেছে গিয়া দেখাও। মুছা নবীর
শরিয়ত মাফিক পাক-ছাফ অওয়ার লাগি যেলা কুরবানি করা জরুর, অউ
কুরবানি দিলেউ সমাজে জানিলিবা তুমি ভালা অইগেছো।”

রোমান ছুবেদারর গুলামরে ভালা করা

5 এরবাদে ইছা গিয়া কফরনাউম টাউনো হামাইলা। হিনো রোমান সিপাইর
এক ছুবেদারে তান গেছে আইয়া মিনত-কাজ্জি লাগাইলা, 6 “হুজুর, আমার
গুলামর অবশ বেমার অইয়া বিছনাত পড়ি রইছে, হে খুব কষ্ট করের।”
7 ইছায় এনরে কইলা, “আইচ্ছা, আমি যাইমুনে, গিয়া তারে ভালা করমু।”
8 তেউ ছুবেদারে কইলা, “হুজুর, আপনার মতো জনে আমার বাড়িত
তশরিফ নিতা, আমি তো এর লাখ নায়। আপনে খালি মুখ-খানদি কইলেউ
হে ভালা অইযিবো। 9 আপনে তো বুজরা, আমিও আমার কামান্ডারর হুকুমে
চলি, অউলা আমার সিপাই অকলও আমার হুকুমে চলইন। আমি এরা
একজনরে আও কইলে আয়, যাও কইলে যায়। আমার গুলামরে যুদি কই,
অখান করো, হে ইখান করে, তে আপনেও অলা মুখদি হুকুম দিলেউ হে
ভালা অইযিবো।”
10 ইখান হুনিয়া ইছা এক্কেরে তাইজ্জুব অইগেলা, তান খরে অইয়া যতো
মানুষ আওয়াত আছিল, এরারে কইলা, “আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, ই
ছুবেদার তো বিধর্মী রোমান মানুষ, অইলে আমার বনি ইছরাইলর মাজেও
অতো বড় মজবুত ইমানদার আমি আর দেখছি না। 11 হুনো, পুব আর
পইচমর দেশ থাকি বউত জন আইবা, তারা হজরত ইব্রাহিম, ইছহাক আর
ইয়াকুব নবীর লগে বেহেস্তি বাদশাইত খানিত বইবা। 12 অইলে বেহেস্তি
বাদশাইত যারা থাকার কথা, তারারে বারে আন্দাইর গাতো ফালাই দেওয়া
অইবো। হিনো তারা কান্দা-কাটি করবা আর জালা-যন্ত্রনায় দাত কিড়িমিড়ি
খাইবা।”
13 বাদে ইছায় অউ ছুবেদাররে কইলা, “তুমি যাওগি। তুমি যেলা একিন
করছো, অলাউ অউক।” হাছাউ, লগে লগেউ হউ গুলাম ভালা অইগেল।

হজরত পিতরর হড়ির শিফা

14 এরবাদে হজরত ইছা হজরত পিতরর বাড়িত গেলা, গিয়া দেখলা,
পিতরর হড়ির খুব তাপ উঠছে, তাইন বিছনাত পড়নো। 15 তানে দেখিয়া
ইছায় তান আতো ছইলা, আর লগে লগে তাপ ছাড়ি দিলো। বেটিয়ে উঠিয়া
ইছার মেহমানদারিত লাগলা।
16 অউ দিন হাইঞ্জা বালা মানষে জিনর আছুর আলা বউত জনরে ইছার
গেছে লইয়া আইলা। ইছায় তান মুখর কথায়উ এরার জিন ছাড়াইলা, আর
হরুল বেমারিরে ভালা করলা। 17 ইতা ঘটলো, যাতে ইশায়া নবীর মাজদি
বউত আগে যেতা বাতাইল অইছিল, অতা অখন পুরা অয়। হনো বাতাইল
অইছিল,

আমরার হকল কমজুরি তান কান্দো নিলা,
আমরার বেমার-আজার হরাইলা।

খাটি উম্মত অওয়ার তাগিদ

18 ইছার চাইরো গালাবায় ভিড় লাগি গেছে দেখিয়া, তান সাগরিদ
অকলরে হুকুম দিলা আওরর হপারো যাইতাগি। 19 অউ সময় একজন
মৌলানা আইয়া ইছারে কইলা, “হুজুর, আপনে যেনো যাইবা, আমিও হনো
যাইমু।”
20 ইছায় এনরে কইলা, “হুনউক্কা, হিয়ালর গাত আছে, পাখিরও বাদা
আছে, অইলে আমি বিন-আদমর মাথা থওয়ার ঠাই নাই।”
21 আরক জন সাগরিদে আইয়া কইলা, “হুজুর, আমারে বাড়িত যাইতে
দেউক্কা, আমি পয়লা গিয়া আমার বাবার দাফন-কাফন করিয়া আই।”
22 তাইন কইলা, “মরা অকলেউ তারার মরারে মাটি দেউক, তুমি আমার
লগে চলো।”

আওরর তুফান বন্দ করা

23 ইছা আওরর হপারো যাইতা করি, তান সাগরিদ অকলরে লইয়া এক
নাওয়ো উঠলা। 24 ইছা নাওর মাজে ঘুমাইরা, অউ সময় আখতাউ আওরর
মাজে বড় এক তুফান আইলো, তুফানে নাও খান বুড়িযিবার দশা অইগেল।
25 ই দশা দেখিয়া সাগরিদ অকলে ইছারে হজাগ করি কইলা, “হুজুর,
আমরারে বাচাউক্কা, আমরানু মরি যাইরাম।”
26 ইছায় জুয়াপ দিলা, “ও কমজুর ইমানদার অকল, তুমরা ডরাইরায়
কেনে?” অখান কইয়া তাইন উঠিয়া তুফান আর আওররে ধমক দিলা, তেউ
হরুলতা থির অইগেল। 27 ই কেরামতি দেখিয়া তারা তাইজ্জুব অইয়া কইলা,
“এইন আসলে কে? তুফান আর আওরেও দেখি তান হুকুম মানে!”

ভুতে ধরা দুইজন মানুষ

28 এরবাদে ইছা আওর পাড়ি দিয়া জেরাসিনি অকলর দেশো আইলা।
অউ সময় ভুতে ধরা দুইজন মানুষ কবরস্থান থাকি বার অইয়া তান গেছে
আইলো। তারা অলা জুনুন পাগল আছলা যেন, তারারে ডরাইয়া কেউ অউ
পথেদি যাইতো পারতো না। 29 তারা চিল্লাইয়া ইছারে কইলো, “ও আল্লার
খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, আমরার লগে আপনার কিতা দরকার? সময়
অওয়ার আগেউ আপনে আমরারে ছাতানিত আইচ্ছইন নি?”
30 অউ সময় তারার গেছ থাকি থুড়া দুরই বড় এক শুয়রর পালে খাওয়াত
আছলা। 31 ভুত অকলে ইছারে মিনত করি কইলো, “আপনে আমরারে
খেদাইতে চাইলে, অউ শুয়রর পালর মাজে পাঠাই দেউক্কা।”
32 ইছায় তারারে ইজাজত দিয়া হারলে তারা গিয়া অউ শুয়রর পালর
মাজে হামাইগেল। আর শুয়রর পালে আওরর খাড়া চরেদি খুব জুরে
দৌড়াইয়া গিয়া পানির মাজে বুড়িয়া মরলা।
33 ইতা দেখিয়া শুয়রর রাখাল অকলে দৌড়াইয়া গিয়া গাউর হকল
মানষরে খবর জানাইলা, এরলগে অউ ভুতে ধরা মানষর কথাও কইলা। 34 ই
ঘটনা হুনিয়া গাউর হকল মানুষ ইছার লগে দেখা করাত আইলা। তান লগে
দেখা করিয়া তারা মিনত করি কইলা, “মেহেরবানি করি আমরার দেশ থাকি
যাউক্কাগি।”

অবশ বেমারিরে শিফা করা

9 বাদে হজরত ইছা নাওয়ো করি আওর পাড়ি দিয়া নিজর টাউনো
আইলা। 2 আইয়া হারলে কয়জন মানষে একজন অবশ বেমারিরে
পলোদি বইয়া লইয়া তান গেছে আইলো। তারার ইমানর বল দেখিয়া
ইছায় অউ বেমারিরে কইলা, “মনো বল রাখোরে পুত, তুমার গুনা মাফ করা
অইছে।”
3 ইখান হুনিয়া কয়জন মৌলানায় মনে মনে কইলা, “ই বেটায় তো শিরিকি
করের।” 4 ইছায় তারার দিলর ভাব বুজিয়া কইলা, “আপনারা কেনে ইলা কু-
চিন্তা কররা? 5 আমার লাগি কুনখান কওয়া সুজা, তুমার গুনা মাফ করি
দিলাইলাম, না উঠো, তুমার বিছনা লইয়া বাড়িত যাওগি? 6 তে অখন
আপনারা পরমান দেখউক্কা, ই দুনিয়াত গুনা মাফির খেমতা আমি বিন-
আদমর আছে।” অখান কইয়াউ তাইন বেমারি বেটারে কইলা, “ওবা উঠো,
তুমার খেত্তা-বালিশ লইয়া বাড়িত যাওগি।”
7 কইতেউ হি বেমারি বেটা উঠিয়া তার বাড়িত গেলোগি। 8 ইতা দেখিয়া
মানুষ তাইজ্জুব অইগেলা, আল্লায় মানষরে অতো খেমতা দিছইন করি তারা
আল্লার তারিফ করলা।

হজরত মথিরে তরিকার দাওত

9 ইছায় পথেদি আটিয়া যাইরা, অউ সময় দেখলা, মথি নামর একজন
মানুষ খাজনা তুলার অফিসো বইরইছইন। দেখিয়া তানরে কইলা, "আও,
আমার উম্মত অও।" তেউ মথি উঠিয়া ইছার খরে খরে গেলা।
10 এরবাদে ইছায় তান সাগরিদ অকলরে লইয়া মথির বাড়িত গিয়া
খাওয়াত বইলা। তান লগে বউত খাজনা তুলরা আর নাফরমান অকলও
খানিত আছলা। 11 ইতা দেখিয়া ফরিশি মজহবর মানষে ইছার সাগরিদ
অকলরে কইলা, "তুমরার মুরশিদে ঘুষখুর খাজনা তুলরা আর খবিছ অকলর
লগে খাওয়া-দাওয়া করইন কেনে?"
12 ইখান হুনিয়া ইছায় কইলা, "ভালা মানষর লাগি কবিরাজ লাগে না,
অইলে বেমারির লাগি তো লাগে। 13 আল্লার কালামো বাতাইল অইছে,
'আমি কুনু পশু কুরবানি নায়, খালি দয়া দেখতাম চাই।' তে অউ আয়াতর
মানি কিতা, অখান তালাশ করউক্কা। মনো রাখবা, আমি কুনু পরেজগাররে
দাওত দেওয়াত আইছি না, খালি গুনাগার অকলরেউ দাওত দিতাম
আইছি।"

পুরান তালিম থাকি হজরত ইছার তালিম ভালা

14 এরবাদে এহিয়া নবীর উম্মত অকলে আইয়া ইছারে জিকাইলা, "হুজুর,
আমরা আর ফরিশি মজহবর মানষে হামেশা রোজা রাখি, অইলে আপনার
উম্মত অকলে রোজা রাখইন না কেনে?" 15 তাইন জুয়াপ দিলা, "নশা লগে
থাকলে লগর বৈরাতিরে কুনু দুখ দেওয়া যায় নি? দেখবানে, ইলা সময়
আইবো, যেবলা নশারে তারার গেছ থাকি হরাইল অইযিবো, হউ সময় তারা
রোজা রাখবা।
16 "আনা-ধোয়া নয়া কাপড়র টুকরাদি কেউ পুরান কোর্তাত তালি দেয় না।
ইলা করলে ধইয়া হারলে পুরান কাপড় থাকি নয়া তালি খুছ অইয়া ছিড়িযায়,
আর ছিড়াখান আরো বড় অয়। 17 পুরান চামড়ার থলিত কেউ নয়া
আংগুরর রস ভরে না। ভরলে অউ তাজা রসর ফাফে থলি ফাটিয়া রস আর
থলি দুইওতা বরবাদ অয়। এরলাগি মানষে তাজা রস নয়া থলিত থইন।
তেউ দুইওতা বাচে।"

এক মরা পুড়ি আর বেমারি বেটি

18 হজরত ইছায় যেবলা অতা বেয়াপারে তালিম দিরা, অউ সময় এক
নেতা আইয়া তান পাওয়ো পড়িয়া কইলা, "হুজুর, আমার পুড়িগু অউ মাত্র
মারা গেছে। তে আপনে আইয়া মেহেরবানি করি তাইরে আতাই দিলেউ
পুড়িগু জিন্দা অইযিবো।" 19 তেউ ইছায় তান সাগরিদ অকলরে লইয়া এন
লগে রওয়ানা দিলা।
20 যাওয়ার পথে এক বেটিয়ে খরেদি আইয়া ইছার চান্দরর কুনাত ছইলো।
বারো বছর ধরি ই বেটির বেটিয়ারা বেমারর লউ যাইতো। 21 বেটির একিন
আছিল, তাই যুদি খালি তান চান্দরর কুনাত ছইলিতো পারে, তে বেমার
ভালা অইযিবো। 22 ইছায় টের পাইয়া খরেদি চাইয়া অউ বেটিরে কইলা,
"ডরাইও না গো মাই, তুমার ইমানর বলেউ তুমি ভালা অইলায়।" অখান
কওয়ার লগে লগে বেটি ভালা অইগেল।
23 এরবাদে ইছা হউ নেতার বাড়িত গেলা। গিয়া দেখলা, আস্তা বাড়ির
মানষে হৈ-হুল্লা কররা, আর তারার সমাজর রেওয়াজ মাফিক মরা বাড়িত
বাশি-বাজনা বাজাইরা। 24 তাইন কইলা, "তুমরা হকল ঘর থাকি বারে যাও।
পুড়িগু মরছে না, তাই তো ঘুমার।" ইখান হুনিয়া মানষে তানরে লইয়া আসা-
আসি লাগাইলা। 25 মানষরে বার করিয়া হারলে, তাইন গিয়া ঘরর ভিতরে
হামাইয়া পুড়ির আতো ধরলা, ধরতেউ তাই উঠিয়া বইগেল। 26 আর ই
ঘটনার কথা অউ এলাকার হকল বায় রটি গেলো।

আন্দা আর বোবারে ভালা করা

27 ইছা অউ নেতার বাড়ি থাকি বিদায় অইয়া হারলে দুইজন আন্দা বেটা
তান খরে খরে গেলো। তারা জুরে জুরে কইলো, "ও দাউদর আওলাদ,
আমরারে রহম করউক্কা।" 28 বাদে তাইন আইয়া ঘরো হামাইলে, হউ দুইও
আন্দাও তান গেছে আইলো। তাইন জিকাইলা, "তুমরা একিন কররায় নি,
আমি তুমরারে ভালা করতাম পারমু?" তারা কইলো, "জিঅয় হুজুর,
আপনেউ পারবা।"
29 তেউ তাইন এরার চউখ আতাই দিয়া কইলা, "তুমরা যেলা একিন
করছো, অলাউ অউক।" 30 অখান কইতেউ তারার চউখ ভালা অইগেল।
বাদে ইছায় তারারে খুব দড়াইয়া কইলা, "হুনো, ইতা কেউররে হুনাইও না।"
31 অইলে তারা বার অইয়া গিয়া আশ-পাশ হকল জাগাত তান ই খবর রটাই
দিলো।
32 হউ দুইও আন্দা যেবলা ভালা অইয়া যাইরাগি, অউ সময় মানষে ভুতে
ধরা এক বোবা বেটারে ইছার গেছে লইয়া আইলো। 33 তাইন ই বেটার ভুত
ছাড়ানির বাদে তার জবান খুলিগেল, হে মাত-কথা মাতিলো। ইতা দেখিয়া
হকলে তাইজ্জুব অইয়া কইলা, "আস্তা ইছরাইল দেশর মাজে ইলা কাম তো
কুনুদিন দেখছি না।" 34 অইলে ফরিশি অকলে কইলা, "ইগিয়ে তো ভুতর
বাদশার সাইয্যয় ভুত ছাড়ায়।"

জমিনো ফসল বউত, কামলা কম

35 হজরত ইছায় গাউয়ে গাউয়ে আর টাউনে টাউনে গিয়া তারার মছিদো
হামাইয়া তালিম দিলা। তাইন বেহেস্তি বাদশাইর খুশ-খবরি তবলিগ করলা,
আর হকল নমুনার বেমারিরে ভালা করলা। 36 অউ সময় মানষর ভিড়
দেখিয়া তান খুব দুখ লাগলো, ইতা মানুষ তো আ-রাখালি মেড়ার লাখান
বে-ফানা লাগি ঘুরিরা। 37 তেউ ইছায় সাগরিদ অকলরে কইলা, "জমিনো
তো ফসল বউত আছে, অইলে কামলা খুব কম। 38 এরলাগি জমিনর
মালিকর গেছে দোয়া করো, তান ফসল তুলার লাগি তাইন কামলা
পাঠাইবা।"

বারোজন সাহাবিরে পছন্দ আর তালিম (১০:১-৪২)

বারোজন সাহাবিরে তবলিগো পাঠানি

10 বাদে ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে ডাকাইয়া আনলা, আনিয়া
জিন-ভুত ছাড়ানি, আর হকল জাতর বেমারিরে ভালা করার
খেমতা দিলা। 2 অউ বারোজন সাহাবি অইলা,

সাইমন উরফে পিতর আর তান ভাই আন্দ্রিয়াছ,
জিবুদিয়ার পুয়াইন ইয়াকুব আর হান্নান,
ফিলিফ আর বর্থলময়,
3 থুমাছ আর খাজনা তুলরা মথি,
আলিফির পুয়া ইয়াকুব আর থদ্দেয়,
4 মুক্তিযুদ্ধা সাইমন আর ইহুদা ইস্কারিয়াত।
অউ ইহুদায় বাদে বেইমানি করিয়া ইছারে দুশমনর আতো ধরাই দিছিল।

5 অউ বারোজন সাহাবিরে ইছায় হুকুম দিলা, কইলা, "তুমিতাইন
তবলিগো যাও, অইলে কুনু বিধর্মীর গেছে বা শমরিয়া জাতির কুনু গাউত
যাইও না, 6 খালি বনি ইছরাইলর আরাইল মেড়া অকলর গেছে যাও।
7 যাওয়ার পথে তবলিগ করি করি যাইও, কইও, বেহেস্তি বাদশাই ধারো
আইচ্ছে। 8 আর তুমরা বেমারি অকলরে ভালা করিও, মরারে জিন্দা করিও,
পচা-কুষ্ঠ বেমারিরে ভালা করিও, আর জিন-ভুত ছাড়াইও। তুমরা যেলা বিনা
টেকায় পাইছো, অউলা বিনা টেকায়উ দিও। 9 যাওয়ার সময় লগে করি
টেকা-পয়সার থলি, সোনা-রুপা বা একটা সিকিও নিও না। 10 তুমরা পথর
লাগি লাঠি, গাইট-বুছকি, জুতা, বা দুইটা কোর্তাও লগে নিও না। যে জনে
কাম করে, হে খাওয়া-ফিন্দা পাওয়ার জুকা। 11 তুমরা যে গাউত হামাইবায়,
অউ গাউর একজন যোইগ্য মানষরে তুকাইয়া বার করিও, ই গাউ ছাড়িয়া
যাওয়ার আগ পর্যন্ত এন বাড়িতউ রইও। 12 বাড়ির ভিতরে হামানির বালা
তারারে ছালাম দিও। 13 ই বাড়ি যুদি ছালাম পাওয়ার জুকা অয়, তে তুমরার
দেওয়া অউ শান্তি তারা পাইবা, আর জুকা না অইলে তুমরার শান্তি তুমরার
গেছেউ ফিরিয়া আইবো। 14 ই জাগার কেউ যুদি তুমরারে কবুল না করে,
তুমরার কথা না হুনে, তে ই বাড়ি বা গাউ থাকি বারনির বালা তুমরার পাওর
ধুইল ঝাড়িয়া ফালাইয়া আইও। 15 আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, হাশরর
দিন অউ গাউর দশা থাকি, হউ লান্নতি ছাদুম আর আমুরা টাউনর দশা বউত
ভালা অইবো।

সাহাবি অকলরে আগাম হুশিয়ারি

16 "হুনো, রাইক্কস বাঘর ছামনে মেড়ার লাখান আমি তুমরারে পাঠাইরাম।
এরলাগি তুমরা হাফর লাখান চালাক-চতুর আর পারো পাখির লাখান সরল
অও। 17 হুশিয়ার রইও, মানষে তুমরারে ধরিয়া আদালতো সমজাইবা, আর
তারার মছিদো নিয়া তুমরারে ছিংলাদি মারবা। 18 আমার নাম লওয়ার লাগি
তুমরারে রাজা-বাদশার ছামনে নেওয়া অইবো। তুমরা এরার ছামনে আর
বিধর্মী অকলর গেছে আমার বেয়াপারে সাক্ষি দিবায়। 19 মানষে যেবলা
তুমরারে ধরাই দিবো, অউ সময় কিতা মাততায় বা কিতা কইতায়, ইতা
লইয়া কুনু চিন্তা করিও না। হউ সময় তুমরারে ইতা হিকাই দেওয়া অইবো।
20 আসলে তুমরার মুখদি যেন তুমরা নিজে মাতবায়, ইখান নায়, তুমরার
বাতুনি বাফর যে রুহ তুমরার ভিতরে আছে, হউ রুহেউ ইতার জুয়াপ দিবা।
21 "ভাইয়ে ভাইরে আর বাফে পুয়ারে খুন করানির লাগি ধরাই দিবো।
পুয়া-পুড়িয়েও তারার মা-বাফর বিপক্ষে গিয়া তারারে খুন করাইবো।
22 আমার কারনে হকল মানষে তুমরারে ঘিন্নাইবো, অইলে হেশ পর্যন্ত যে
টিকিয়া রইবো, হে-উ রেহাই পাইবো। 23 কুনু গাউর মানষে তুমরারে জুলুম
করলে, ই গাউ ছাড়িয়া অইন্য গাউত যাইওগি। হুনো, আমি হাছা কথা
কইরাম, ইছরাইল দেশর হক্কল টাউন আর গাউত তুমরার তবলিগ শেষ
অওয়ার আগেউ বিন-আদম হিরবার আইবা।
24 "মনো রাখিও, উস্তাদ থাকি সাগরিদ বড় নায়, আর মুনিব থাকি তার
গুলাম বড় নায়। 25 তে সাগরিদ তার উস্তাদর সমান, আর গুলাম তার
মুনিবর সমান অওয়াউ যথেষ্ট। হুনরায় নি, ঘরর মুনিবরে যেবলা ভুতর বাদশা
বেল-সবুল কইরা, তে ঘরর বাকি হকলরে তারা আরো কতোতা কইবা!
26 "অইলে তুমরা তারারে ডরাইও না, কারন ইলা গোপন কুন্তাউ নাই
যেতা জাইর অইতো নায়। ইলা লুকাইলও কুন্তা নাই যেতা কেউ হুনতো নায়
বা জানতো নায়। 27 আমি আন্দারির মাজে যেতা তুমরারে কইছি, তুমরা ইতা
ফরর মাজে কইও। যেতা কানে কানে হুনছো, ইতা ছাটর উপরে থাকি জুরে
জুরে এলান করিও। 28 যারা মানষর কায়ারে বিনাশ করতো পারে, অইলে
রুহরে কুন্তা করতো পারে না, তারারে ডরাইও না। যেইন কায়া আর রুহ
দুইওতারে দোজখো জালাইতা পারইন, খালি তানরেউ ডরাইও। 29 হুনো,
দুইটা চড়া পাখি খালি দুই টেকায় বিকে না নি? অইলে তুমরার বাতুনি বাফ
আল্লার হুকুম না অইলে অতা এগু চড়া পাখিও মাটিত পড়ে না। 30 জানো
তো, তুমরার মাথার চুল গেছাইনও গনা আছে। 31 এরদায় তুমরা ডরাইও না।
তুমরার দাম তো বউত চড়া থাকিও বেশি।

32 “সমাজর ছামনে যে জনে আমারে কবুল করে, আমিও আমার বেহেস্তি
বাফ আল্লা পাকর ছামনে তারে কবুল করমু। 33 অইলে যে মানষে সমাজর
ছামনে আমারে অস্বীকার করবো, আমিও তারে আমার বেহেস্তি বাফ আল্লার
ছামনে অস্বীকার করমু।
34 “তুমরা মনো করবায় নি, আমি দুনিয়াত শান্তি দিতাম আইছি? না,
মোটেউ নায়, আমি তো দুনিয়াত এক মতোভেদ লাগানিত আইছি। 35 আমি
বাফে-পুয়ায়, মায়-পুড়িয়ে, আর হুড়িয়ে-বউয়ে বিবাদ লাগানিত আইছি।
36 মানষর নিজর পরিবারর জনেউ তার লগে দুশমনি করবো।
37 “যে মানষে আমা থাকি তার মা-বাফরে বেশি মায়া করে, হে আমার
উম্মত অইতো পারতো নায়। আর যে জনে আমা থাকি তার পুয়ারে বা তার
পুড়িরে বেশি মায়া করে, হে-ও আমার উম্মতর জুকা নায়। 38 যে জনে নিজর
দুখ-কষ্টর সলিব বইয়া লইয়া আমার খরে না আয়, হে-ও আমার জুকা নায়।
39 যে জনে তার নিজর জান বাচাইতো চায়, হে তার আসল জিন্দেগি
খুয়াইবো। অইলে যে জনে আমার লাগি তার জান কুরবানি দিলায়, হে
আসল জিন্দেগি পাইবো।
40 “যে জনে তুমরারে কবুল করে, হে আমারেউ কবুল করে, আর যে
আমারে কবুল করে, হে আসিলে হউ আল্লারেউ কবুল করে, যেইন আমারে
পাঠাইছুইন। 41 কেউ যুদি কুনু নবীরে নবী কইয়া কবুল করে, তে অউ নবীয়ে
যে পুরুস্কার পাইবা, হে-ও অউ পুরুস্কার পাইবো। কুনু আল্লারাইয়া মানষরে
কেউ যুদি আল্লারাইয়া কইয়া কবুল করে, তে অউ আল্লারাইয়া মানষে যে
পুরুস্কার পাইবা, হে-ও অউ পুরুস্কার পাইবো। 42 আর আমার উম্মত জানিয়া
কেউ যুদি তুমরার মাজর এক নগইন্য জনরেও এক গেলাস পানি খাওয়ায়,
তে হে কুনুমন্তেউ এর পুরুস্কার থাকি বাদ পড়তো নায়।”

হজরত ইছারে সন্দয় আর বিরুধিতা করা (১১:১-১২:৫০)

হজরত ইছার দরবারো এহিয়া নবীর সাগরিদ অকল

11 হজরত ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে অউ তালিম দিয়া হারলে,
তাইন গাউয়ে গাউয়ে গিয়া তবলিগ আর তালিম দেওয়ার লাগি
রওয়ানা অইগেলা।
2 এহিয়া নবীয়ে জেলো থাকি যেবলা আল-মসীর কামর কথা হুনলা, অউ
সময় তান কয়জন সাগরিদরে পাঠাইলা খবর জানার লাগি। এরা গিয়া
ইছারে জিকাইলা, 3 “হুজুরে কইছুইন, যেইন আইবার কথা আছিল,
আপনেউ হেইন নি? না আমরা আর কেউরর লাগি বার চাইতাম?”
4 ইছায় কইলা, “হুনো, অনো আইয়া তুমরার নিজর চউখে যেতা দেখছো
আর হুনছো, অতা গিয়া এহিয়ারে কও। 5 তানরে কইও, আন্দা মানষে চউখে
দেখরা, লেংড়ায়ও আটিরা, পচা-কুষ্ঠ বেমারি ভালা অইরা, খালুয়া অকলে
হুনরা, মরা মানুষ জিতা অইরা, আর গরিব অকলর গেছে আল্লাই খুশ-খবরি
তবলিগ করা অর। 6 হুনো, হে-উ নেক-কপালি, যার দিলো আমার বেয়াপারে
কুনু বাধা আয় না।”

এহিয়া নবী আসলে কে

7 এহিয়া নবীর সাগরিদ অকল যাইরাগি, অউ সময় এহিয়ার বেয়াপারে
ইছায় মানষরে কইলা, “কিতাবা, মরুভুমিত কিতা দেখাত গেছলায়? বাতাস
আইলে যেতা নল-খাগড়ায় লড়ে, অতা দেখাত গেছলায় নি? 8 না, কিতা
দেখাত গেছলায়? সুন্দর কাপড় ফিন্নো কুনু মানষরে নি? আসলে, যেরা দামি
দামি কাপড় ফিন্দইন, তারা তো রাজবাড়িত থাকইন। 9 তে তুমরা কিতা
দেখাত গেছলায়? কুনু নবীরে দেখাত নি? হুনো, আমি কইরাম, এহিয়া তো
খালি নবী নায়, নবী থাকিও বড়। 10 এইন তো হউ জন, যেন বেয়াপারে
আছমানি কিতাবো লেখা আছে,

হুনো, তুমার আগে পাঠাইয়ার আমি, আমার পেগাম্বর,
এইন গিয়া ঠিক-ঠাক করবা তুমার চলার পথ।

11 তে আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, এহিয়া থাকি বড় আস্তা দুনিয়াতউ
কুনু আদম আছিলা না। অইলে বেহেস্তি বাদশাইর মাজে হকল থাকি হুরু
জনও, এহিয়া থাকি মহান। 12 এহিয়া নবীর আমল থাকি অখন পর্যন্ত
বেহেস্তি বাদশাই খুব মজবুত অইয়া আগুয়ার, আর যেরা ইমানে মজবুত,
তারা দিলে-জানে আইয়া এর ভিতরে হামাইরা। 13 হুনো, এহিয়া নবীর
আমল পর্যন্ত হজরত মুছার তৌরাত কিতাব আর সব নবীর ছহিফার মাজে,
আল্লার বাদশাই আওয়ার কথা জানাইল অইছে। 14 অখন যুদি আপনারা
আমার মাত একিন করইন, তে হুনউক্কা, যে ইলিয়াছ নবীয়ে হিরবার আইবার
কথা আছিল, অউ এহিয়াউ অইলা হউ ইলিয়াছ। 15 যার কান আছে, হে
হুনউক।
16 “ই জমানার মানষরে আমি কিতার লগে তুলনা করতাম? তারা তো
অমন হুরুতার লাখান, যেতায় বাজারো বইয়া একে-অইন্যরে ডাকিয়া কইন,
17 ‘হই, আমরা তুমরার লাগি বাশি বাজাইলাম, তুমরা তো নাচলায় না,
আহাজারির গান গাইলাম, তুমরা তো কানলায় না।’ 18 ঠিক অলাখান,
এহিয়া নবীয়ে আইয়া সমাজর লগে খাওয়া-দাওয়া না করায়, মানষে কইরা
তানে ভুতে ধরছে। 19 অইলে আমি বিন-আদম আইয়া খাওয়া-দাওয়া করায়
তুমরা কইরায়, ‘দেখউক্কা, ই বেটা তো পেটুয়া, মদখুর, হে ঘুষখুর খাজনা
তুলরা আর নাফরমান অকলর লগে দুস্তি করে।’ তে আখল খাটাইয়া যেরা
চলে, তারার চাল-চলন থাকিউ পরমানি মিলে, আখলউ অইলো খাটি-নিখুত
চিজ।”

লান্নতি গাউ আর টাউন

20 হজরত ইছায় যেতা গাউয়াইন্তো আর টাউনো বেশির ভাগ কেরামতি
দেখাইছলা, ইতার মানষে তৌবা করছইন না। এরলাগি তাইন ই গাউ আর
টাউনর উপরে বেজার অইয়া কইলা, 21 “হায়রে বায়ত-ছয়দা আর খুরাছিন
গাউ, তুমরা তো লান্নতি। তুমরার মাজে যেতা কুদরতি কাম দেখাইল অইছে,
ইতা যুদি সোর আর সিদন এলাকাত দেখাইল অইতো, তে বউত আগেউ
তারা কাতর অইয়া তৌবা করলো অনে। 22 অইলে আমি তুমরারে কইরাম,
কিয়ামতর দিন সোর আর সিদন এলাকার দশা থাকিও, তুমরার দশা বউত
কঠিন অইবো। 23 ও কফরনাউম টাউন, হুনো, তুমি বুলে উচা অইয়া
আছমানো গিয়া লাগতায়? না, পারতায় নায়! তুমারে পাতালো লামানি
অইবো। তুমার মাজে যেতা কুদরতি মোজেজা দেখাইলু অইছে, ইতা যুদি
ছাদুম টাউনো দেখাইল অইতো, তে ই টাউন অখনও টিকিয়া রইলো অনে।
24 অইলে আমি তুমরারে কইরাম, হাশরর দিন ছাদুম টাউনর হালতও তুমরার
থাকি বউত ভালা অইবো।”

হজরত ইছার দোয়া আর আরামর দাওত

25 এরবাদে ইছায় কইলা, “ও আমার গাইবি বাফ আল্লা, তুমি তো
আছমান-জমিনর মালিক। আমি তুমার শুকরিয়া জানাইরাম, কারন তুমি
আখলদার আর বুদ্ধিমান অকলর গেছে ইতা জাইর না করিয়া, বেবুজ-
হুরুতার লাখান মানষর গেছে জাইর করছো। 26 বাবা, আসলে ইতা
হকলতাউ তুমার মর্জি।
27 “আমার গাইবি বাবায় হকলতাউ আমার আতো সপি দিছইন। বাফ
ছাড়া দুছরা কেউ অউ পুতরে চিনে না, আর পুত ছাড়া দুছরা কেউ অউ
বাফরে চিনে না। পুতে বাফরে যার গেছে জাইর করার খিয়াল অয়, খালি হে-
উ বাফর পরিচয় পায়।
28 “ভার-বোঝা বইতে বইতে তুমরা যেরা হেরান অইগেছো, তুমরা হকল
আমার গেছে আও, আমি তুমরারে আরাম দিমু। 29-30 আমার জুয়াল তুমরার
কান্দো তুলো আর আমার গেছ থাকি তালিম লও, তেউ তুমরার আরাম
অইবো। আমার জুয়াল বইয়া নেওয়া সুজা, আমার দেওয়া ভার খুব পাতলা।
আমার মিজাজ খুব নরম আর ঠান্ডা।”

জুম্মাবারর বেয়াপারে তালিম

12 এক জুম্মাবারে হজরত ইছা খেতর আইলেদি আটিয়া যাওয়াত
আছলা। তান সাগরিদ অকলর পেটো ভুক লাগায়, তারা ধানর ছড়া
ছিড়ি ছিড়ি খাওয়াত লাগলা। 2 ইতা দেখিয়া ফরিশি মজহবর মানষে
ইছারে কইলা, “আমরার শরিয়তে কয়, জুম্মাবারে কুনু কাম করা জাইজ নায়,
তে আপনার সাগরিদ অকলে ধানর ছড়া ছিড়িরা কেনে?”
3 ইছায় জুয়াপ দিলা, “দাউদ নবী আর তান লগর মানষে একবার পেটর
ভুকে যেতা করছলা, ইতা আপনারা পড়ছইন না নি? 4 তাইন আল্লার কাবা
ঘরো হামাইয়া হউ পবিত্র রুটি খাইছলা, ই রুটি খাওয়া তো তাইন আর তান
লগর মানষর লাগি নাজাইজ, ইতা খালি ইমাম ছাবর লাগি জাইজ আছিল।
5 আর আপনারা তৌরাত শরিফো পড়ছইন না নি, বায়তুল-মুকাদ্দছর ইমাম
অকলে জুম্মাবারে জুম্মার দিনর নিয়ম ভাংলেও তারার কুনু গুনা অয় না।
6 অইলে আমি আপনারারে কইরাম, বায়তুল-মুকাদ্দছ থাকিও দামি এক
মানুষ অনো আছইন। 7 আল্লার কালামর অউ আয়াতর ভেদ যুদি আপনারা
বুজতা, যে আয়াতো আছে, ‘আমি দয়া দেখতাম চাই, পশু-কুরবানি নায়।’
তে আপনারা নি-অপরাধিরে অপরাধি বানাইলা না অনে। 8 হুনউক্কা,
জুম্মাবারর তামাম এখতিয়ার আমি বিন-আদমর আতো।”

হুকনা আত আলা বেমারির শিফা

9 বাদে হজরত ইছা ইনথনে গিয়া অউ ফরিশি অকলর মছিদো হামাইলা।
10 হুনো অলা এক বেটা আছিল, তার এক আত বেমারে হুকাই গেছে। ইছার
কুনু খুত বার করিয়া তানরে দুষি বানানির নিয়তে, অউ মছিদর মানষে তানরে
জিকাইলো, “ছাব, মুছার শরিয়ত মাফিক জুম্মাবারে কেউরর বেমার শিফা
করা জাইজ নি?”
11 ইছায় জুয়াপ দিলা, “ধরউক্কা, আপনারা একজনর এগু মেড়া যুদি
জুম্মাবারে গাতর মাজে পড়িয়ায়, তে অউ দিন ই মেড়ারে গাতো থাকি
তুলতা নায় নি? 12 আর মানষর দাম তো মেড়া থাকি বউত বেশি। এরলাগি
বুজা যায়, জুম্মাবারেও নেক কাম করা জাইজ আছে।” 13 বাদে তাইন অউ
হুকনা আত আলা বেটারে কইলা, “তুমার আত খান বাড়াও।” হে তার আত
বাড়াইতেউ হুকনা আত অইন্য আতর লাখান পুরাপুর ভালা অইগেল।
14 বাদে হউ ফরিশি অকলে বারে গিয়া পরামিশ করলা, ইছারে কিলা জানে
মারা যায়।

হজরত ইছাউ আল্লার খাছ মায়ার জন

15 তারার অউ পরামিশর খবর ইছায় জানিলিলা, এরলাগি তাইন হিনথনে
হরি গেলা। অউ সময় বউত মানুষ তান খরে খরে আইলা। এরার মাজে
যতো বেমারি আছলা, তাইন এরা হকলরে ভালা করলা। 16 তাইন এরারে
দড়াইয়া কইলা, “খবরদার, তুমরা আমার পরিচয় জাইর করিও না।” 17 ইতা
অইছিল যাতে আগর আমলর নবী ইশায়ার মাজদি যেতা বাতাইল অইছিল,
অতা ফলিযায়। তাইন কইছলা,

18 হুনো, আমি আমার অউ গুলামরে পছন্দ করছি।

এইনউ আমার মায়ার জন, তান উপরে আমি খুব খুশি।
এন উপরে আমি আমার রুহ দিমু,
হকল জাতির গেছে তাইন আমীর হক বিচারর কথা জানাইবা।
19 তাইন কুনু তর্কা-তর্কি বা চিল্লা-চিল্লি করতা নায়,
পথে-ঘাটে কুনু মানষে তান আওয়াজ হুনতো নায়।
20 হক বিচার কাঁইম অওয়ার আগ পর্যন্ত,
তাইন ছেছা নল-খাগড়া ভাংগিতা নায়,
আর মিট মিট করি জলরা লেম্বর ফিতাও লিমাইতা নায়।
21 দুনিয়ার হকল জাতিয়ে তান উপরেউ ভরসা করবা।

হজরত ইছা আর জিনর বাদশা

22 বাদে মানষে জিনর আছর আলা এক বেটারে ইছার গেছে লইয়া আইলো। ই বেটা আছিল আন্দা আর বোবা। তাইন অউ বেটারে ভালা করলা। হে ভালা অইয়া মাত-কথা মাতিলো আর চউখেও দেখলো। 23 ইতা দেখিয়া হকল মানুষ তাইজ্জুব অইয়া কইলা, "দাউদ নবীর খান্দানো যেইন জনম অওয়ার কথা, এইনউ হেইন নি?" 24 ইখান হুনিয়া ফরিশি অকলে কইলা, "ইগিয়ে তো জিনর বাদশা বেল-সবুলর বলে জিন্নাত ছাড়ায়।"
25 তারার মনর চিন্তা বুজিয়া ইছায় কইলা, "কুনু দেশর ভিতরে দলাদলি লাগি গেলে, ই দেশ তো বিনাশ অইযায়। অউ লাখান কুনু পরিবারর মাজে বা কুনু টাউনো যেবলা দলাদলি লাগি যায়, ইতাও আর টিকে না। 26 অউলা শয়তানে যুদি শয়তানরে খেদাই দেয়, তে তো তার নিজর মাজেউ দলাদলি লাগি গেল। তার রাজত্ব আর কিলা টিকবো? 27 আমি যুদি বেল-সবুলর বলে জিন্নাত ছাড়াই, তে তুমরার মানষে কার বলে ছাড়ায়? তুমরার মাত্তর বিচার তুমরার মানষেউ করবা। 28 অইলে আমি যুদি আল্লার রুহর বলে জিন্নাত ছাড়াই, তে তো আল্লার বাদশাই তুমরার ধারো আইচ্ছে।
29 "কুনু বলআলা মানষর বাড়িত লুট-তরাজ করাত আইয়া, পয়লা বলআলা জনরে না বান্দিলে, কেমনে লুট-তরাজ করবো? অইলে তারে বান্দিয়া হারলে লুট-পাট করতো পারবো।
30 "কেউ যুদি আমার পক্ষে না থাকে, হে তো আমার বিপক্ষে। যে জনে আমার লগে তুকায় না, হে তো ছিতরায়। 31 আমি তুমরারে কইরাম, মানষর তামাম নমুনার গুনা আর কুফুরির মাফি আছে, অইলে পাক রুহর বেয়াপারে কুফুরি করলে, ই কুফুরির কুনু মাফি মিলতো নায়। 32 আমি বিন-আদমর বিরুদ্ধে কেউ কুন্তা মাতিলেও হে মাফি পাইবো, অইলে পাক রুহর বিরুদ্ধে মাতিলে তার কুনু মাফি নাই, ই জিন্দেগিতও নাই, আখেরোও নাই।

ফল দেখিয়া গাছ চিনা যায়

33 "মনো রাখবা, গাছ ভালা অইলে তার ফলও ভালা অয়, আর গাছ বুরা অইলে তার ফলও বুরা অয়। ফল দিয়াউ গাছ চিনা যায়। 34 ও হাফর বাইচ্চাইন, তুমরা নিজেউ তো খারাপ, তে তুমরার মুখ থনে ভালা বুলি কেমনে বার অইবো? মানষর দিল যেতাদি ভরা, মুখ থাকি তো অতাউ বারয়। 35 ভালা মানষর দিলর ভিতরর ভালাই থনে ভালা বুলি বারয়, আর বাদ মানষর দিলর বুরাই থনে বাদ বুলি বারয়। 36 অইলে আমি তুমরারে কইরাম, যে মানষে আজে-বাজে বের-বেরি করে, হাশরর ময়দানো তার পরতেক মাত্তর হিসাব দিতে অইবো। 37 তুমার জবানেউ তুমারে দুষি বানাইবো, আর অউ জবানেউ তুমারে নির্দুষিও বানাইবো।"
38 বাদে কয়জন মৌলানা আর ফরিশিয়ে ইছারে কইলা, "হুজুর, আমরা আপনার একখান কেরামতি দেখতাম চাই।" 39 ইছায় জুয়াপ দিলা, "ই জমানার নাফরমান আর বেইমান অকলে খালি কেরামতি দেখতা চাইন, অইলে ইউনুছ নবীর কেরামতি ছাড়া দুছরা কুনু কেরামতি তারারে দেখাইল অইতো নায়। 40 ইউনুছ নবী যেলা মাছর পেটো তিন দিন, তিন রাইত আছলা, আমি বিন-আদমও অউলা তিন দিন, তিন রাইত মাটির তলে রইমু। 41 কিয়ামতর দিন হউ নিনভ টাউনর মুর্দা অকল উঠিয়া হারি, ই জমানার মানষর দুষ জাইর করবা। কারন ইউনুছ নবীর তবলিগ হুনিয়া তারা তৌবা করছিলা। অইলে অখন তো ইউনুছ থাকিও আরো মহান একজন ইনো আছইন, তা-ও মানষে তৌবা করের না। 42 রোজ কিয়ামতর দিন দউকনর দেশর রানী উঠিয়া আইয়া অউ জমানার মানষর দুষ জাইর করবা। কারন বাদশা সুলাইমানর আখলর কথা হুনার খিয়ালে তাইন দুনিয়ার হেশ মাথা থাকি আইছলা। অইলে অখন তো সুলাইমান থাকিও আরো মহান একজন অনো আছইন।
43 "হুনো, কুনু ভুতে যেবলা মানষর লগ ছাড়িয়া যায়গি, অউ সময় হে আরামে থাকার খিয়ালে হকল হুকনা জাগাত আশ্রয় তুকায়। অইলে আরামর জাগা না পাইয়া বাদে কয়, 44 ধুর, আমার আগর ঘরউ ভালা, যেগুর গেছ থাকি আইছি, অগুর গেছেউ ফিরিয়া যাইগি। ফিরিয়া আইয়া দেখে ই ঘরখান খালি, ছাফ-ছফা আর হাজাইল-পাড়াইল। 45 দেখিয়া হে গিয়া তার থনে আরো খারাপ সাতগু ভুত লগে লইয়া আয়, আইয়া অউ ঘরো রয়। এরদায় অউ মানষর দশা পয়লা থাকি হেশে আরো বেশি খারাপ অয়। তে ই জমানার নাফরমান অকলর দশাও অলাখান অইবো।"

হজরত ইছার মায়ার মানুষ কে?

46 ইছায় যেবলা মানষর লগে মাতিরা, অউ সময় তান মা আর ভাইয়াইন বারে আইয়া, তান লগে দেখা করার লাগি বার চাওয়াত আছলা। 47 তেউ একজন মানষে আইয়া তানরে কইলো, "হুজুর, আপনার মা আর ভাইয়াইন আপনার লগে মাত্তার লাগি বারে উবাই রইছইন।"
48 ইখান হুনিয়া ইছায় তারে কইলা, "আমার মা কে, আর আমার ভাইয়াইনউ বা কে?" 49 বাদে তান সাগরিদ অকলরে দেখাইয়া কইলা, "এরাউ আমার মা আর ভাইয়াইন। 50 যারা আমার বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর মর্জি যুগাইয়া চলইন, তারাউ আমার মা আর ভাই-বইন।"

হজরত ইছার বাতাইল সাত কিচ্ছা (১৩:১-৫২)

এক গিরস্তর জালা বাইন করার কিচ্ছা

13 হজরত ইছা অউ দিন ঘর থাকি বার অইয়া আওরর পারো গিয়া বইলা। 2 বইয়া হারলে বউত মানুষ তান গেছে আইয়া ভিড় লাগাই দিলা, ভিড় দেখিয়া তাইন গিয়া এক নাওয়ো উঠিয়া বইলা আর হকল মানুষ পারো উবাই রইলা। 3 অউ সময় তাইন কিচ্ছা হুনাই হুনাই নানান নমুনার তালিম দিলা।
তাইন কইলা, "মনো করো, এক গিরস্তে জালা বাইন করাত গেল। 4 গিয়া বাইন করার বালা কিছু জালা আইলর মাজে পড়লো, আর পাখিন্তে আইয়া ইতা খাইলিলো। 5 তার কিছু জালা হুকনা-শক্ত মাটির উপরে পড়লো, ই জালা ফুটিয়া আলি বার অইলেও তলে বেশি মাটি না থাকায়, জলদি বাড়িলো। 6 বাদে সুরুজ উঠিয়া হারলে জইর খাইলিলো, আর তলর জড়ে রস না পাওয়ায় হুকাইয়া মরিগেল। 7 কিছু জালা বন-জংলার মাজে পড়লো, আর অউ বন-জংলা বাড়িয়া ইতারে জাতিয়া ধরলো। 8 অইলে কিছু জালা ভালা জমিনো পড়লো, ই জালায় ভালা ধান অইলো, ইতার কুনু ছড়ায় তিশ, কুনু ছড়ায় ষাইট, কুনু ছড়ায় একশো গুন বেশি ধান ধরলো।"
9 অউ কিচ্ছা হুনানির বাদে ইছায় কইলা, "যার কান আছে, হে হুনউক।"
10 বাদে তান সাগরিদ অকলে কইলা, "আপনে খালি কিচ্ছা কইয়া মানষরে তালিম দিরা কেনে?"
11 তাইন কইলা, "বেহেস্তি বাদশাইর গোপন রহস্য জানার সুযোগ তুমরারে দেওয়া অইছে, অইলে বাকি মানষর গেছে ইতা বাতুনি রইছে। 12 হুনো, যার আছে, তারে আরো দেওয়া অইবো, তার আরো বাড়িবো। অইলে যার নাই, তার যেতা আছে, অতাও কাড়িয়া নেওয়া অইবো। 13 এরলাগি আমি কিচ্ছার মাজদি এরারে তালিম দিরাম, এরা তো দেখিয়াও দেখে না, হুনিয়াও হুনে না আর কুন্তা বুজেও না। 14 এরার মাজদিয়াউ ইশায়া নবীর বাতাইল অউ আয়াত পুরা অইছে, তাইন কইছলা,

তুমরা কানে হুনলেও কুন্তা বুজতায় নায়,
চউখে দেখলেও কুন্তা চিনতায় নায়।
15 ইতা মানষর দিল অসাড় অইগেছে,
তারার কানো তালা লাগি গেছে।
তারা যাযির চউখ মুজি বইরইছে,
যাতে চউখে না দেখে,
কানে না হুনে,
দিল দিয়া না বুজে।
কিযানু তারা তৌবা করিয়া
আমার বায় ফিরিযাইন,
আর আমি তারার শিফা করিলাই।

16 অইলে নেক-কপালি তো তুমরা, তুমরার চউখে দেখে, আর কানে হুনে। 17 আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, তুমরার চউখে যেতা দেখরায় আর কানে যেতা হুনরায়, ইতা বউত নবী আর অলি-আউলিয়ায় দেখার আশা করলেও দেখার কপাল অইছে না, আর হুনার আশা করলেও হুনার কপাল অইছে না।
18 "অখন তুমরারে অউ গিরস্তর কিচ্ছার মানি বুজাই দিরাম, 19 হুনো, আইলর মাজে পড়া জালা দিয়া অলাখান মানষর বেয়াপারে বুজাইল অইছে, যে মানষে বেহেস্তি বাদশাইর কথা হুনিয়াও বুজে না, এরলাগি ইবলিছে আইয়া অউ জনর দিলো আল্লার যে কালাম বাইন করা অইছিল, অতা কাড়িয়া নেয়গি। 20 হুকনা-শক্ত মাটির উপরে পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যেরা ই কালাম হুনে আর খুব খুশি অইয়া কবুল করে, 21 অইলে তারার দিলো ভালামন্তে হামায় না, এরলাগি ইতা থুড়া কয়দিন রয়, বাদে ই কালামর লাগি কুনু জুলুম-মছিবত আইলেউ তারা খরলামি যায়। 22 বন-জংলার মাজে পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যেরা ই কালাম হুনে, অইলে দুনিয়াবি চিন্তা-ভাবনা আর ধন-ছামানার মায়ায় ই কালামরে জাতিয়া ধরিলায়, এরদায় কালামে কুনু ফায়দা অয় না। 23 আর ভালা জমিনো পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যেরা ই কালাম হুনে, হুনিয়া বুজে আর আমল করে। কেউ জিন্দেগিত তিশ গুন, কেউ ষাইট গুন, কেউ একশো গুন বেশি ফল দেয়।"

ধান আর ফুফরা গাছর কিচ্ছা

24 বাদে ইছায় তালিম দিবার লাগি আরেক কিচ্ছা হুনাইলা। কইলা, "বেহেস্তি বাদশাই অলা এক গিরস্তর লাখান, যেইন নিজর জমিনো ভালা ধানর জালা বাইন দিলা। 25 বাদে রাইত অইয়া হারলে যেবলা হকল মানুষ ঘুমাই গেছইন, অউ সময় তান এক দুশমনে আইয়া বাইন দেওয়া অউ জমিনর মাজে ফুফরা গাছর বিচি ছিটাইয়া গেলগি। 26 হেশে ধানর গাছ যেবলা বড় অইয়া ছড়া ছাড়লো, অউ সময় এরমাজে ফুফরা গাছও দেখা গেল। 27 ইতা দেখিয়া বাড়ির চাকর অকলে তারার মুনিবরে কইলা, 'আপনে জমিনো খালি ভালা ধান বাইন দিছলা না নি? অখন ফুফরা গাছ অইলো কুয়াই থাকি?'
28 "তাইন কইলা, 'কুনু দুশমনে ই কাম করছে।' চাকর অকলে তানরে জিকাইলো, 'তে আমরা গিয়া অউ ফুফরা গাছ ছাফ করিলতাম নি?'
29 মুনিবে কইলা, 'না, না, তুমরা ফুফরা গাছ ছাফ করাত গিয়া, ধানর গাছও

তুলিলিবায়। 30 এরলাগি ধান দাওয়ার আগ পর্যন্ত ইতা থাকউক। বাদে দাওয়ার বালা আমি মানষরে কইমু, পয়লা হকল ফুফরা গাছ তুলতা, আর দারু জালানির লাগি আটি বান্দিতা, বাদে ধান দাইয়া আমার উগারো তুলবা।' "

ডেংগা বিচি আর খামিরর কিচ্ছা

31 হজরত ইছায় আরক কিচ্ছা হুনাইলা। কইলা, "বেহেস্তি বাদশাই অইলো এগু ডেংগা বিচির লাখান। একজন মানষে এগু ডেংগার বিচি তার জমিনো বাইন দিলো। 32 ই বিচি তো হকল জাতর বিচি থাকি হুরু। অইলে বাইন দেওয়ার বাদে ই গাছ হক্কল জাতর হাগ-তরকারি থাকি বড় অয়, আর পাখিন্তে আইয়া তার ডালপালাত বাদা বানায়।"

33 এরবাদে আরক কিচ্ছার মাজে কইলা, "বেহেস্তি বাদশাই অইলো খামিরর লাখান। একজন বেটি মানষে তিন বস্তা ময়দার মাজে থুড়া খামির মিশাইলো। খামিরর ফাফে হকল ময়দা ফুলিয়া উঠলো।"

34 হজরত ইছায় কিচ্ছা হুনাই হুনাই হকল নমুনার তালিম দিলা। কিচ্ছা ছাড়া তাইন কুনু তালিম দিলা না। 35 ইতা হক্কলতা অইলো, যাতে নবীর মাজদি যেতা বাতাইল অইছিল, অতা অখন পুরা অয়,

তালিমে ভরা কিচ্ছা হুনাই হুনাই
আমি মাতিমু,
দুনিয়ার পয়লা থাকি যততা বাতুনি আছিল,
অতা অখন খুলমু।

ধান আর ফুফরা গাছর কিচ্ছার অর্থ

36 বাদে ইছায় মানষরে বিদায় দিয়া ঘরো হামাইলা। অউ সময় তান সাগরিদ অকলে আইয়া কইলা, "হুজুর, ফুফরা গাছর কিচ্ছার মানি খান আমরারে বুজাই দেউক্কা।"

37 তাইন কইলা, "ভালা ধানর জালা যেইন বাইন করইন, এইন অইলাম আমি বিন-আদম। 38 জমিন অইলো অউ জগত, আর বেহেস্তি বাদশাইর মানুষ অইলা ভালা বিচ। ইবলিছর খান্দান অইলো অউ ফুফরা গাছ। 39 যে দুশমনে ফুফরা গাছ বাইন দিছিল, হে অইলো ইবলিছ। ধান দাওয়ার সময় অইলো কিয়ামত, আর দাওরা অকল অইলা আল্লার ফিরিস্তা। 40 ফুফরা গাছ আটি বান্দিয়া যেলা দারু জালানি অয়, কিয়ামতর সময় ঠিক অলাউ অইবো। 41 বিন-আদমে তান ফিরিস্তা অকল পাঠাইবা। যে মানষে নিজে গুনা করে আর আরক জনরে গুনার পথে টানে, তারা হকলরে ফিরিস্তা অকলে বিন-আদমর বাদশাইর মাজ থাকি একখানো দুলা করিয়া, 42 দোজখর আগুনিত ফালাইবা। হিনো মানষে কান্দা-কাটি করবা আর জালা-যন্ত্রনায় দাত কিড়িমিড়ি দিবা। 43 হি সময় আল্লারাইয়া মানষে তারার বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর বাদশাইত নুরানি ছুরতে সুরুজর লাখান ঝিলমিল করবা। হুনার লাখ কান যার আছে, হে হুনউক।

বেহেস্তি বাদশাইর আরো তিন কিচ্ছা

44 "হুনো, বেহেস্তি বাদশাই অইলো, মাটির তলে লুকাইল কুনু ধনর লাখান। কুনু মানষে অউ ধন তুকাইয়া পাইলো, পাইয়া হিরবার গাড়িয়া থই দিলো। ই ধন পাইয়া খুশি অইয়া হে তার হকল ছামানা বেচিয়া, অউ জমিন খান খরিদ করলো।

45 "হিরবার, বেহেস্তি বাদশাই অইলো অলা এক সদাগরর লাখান, ই সদাগরে খাটি মনি-মুক্তা তুকানিত আছিল। 46 হে একটা দামি মুক্তার খবর পাইয়া, তার হক্কলতা বেচিয়া অউ মুক্তা খরিদ করলো।

47 "বা বেহেস্তি বাদশাই অলা এক জালর লাখান, ই জালদি আওরো টান দিলে এর ভিতরে হক্কল জাতর মাছ হামাইলো। 48 মাছে জাল ভরিগেলে জালুয়া অকলে ইখানরে টানিয়া পারো তুললো। বাদে তারা ভালা ভালা মাছ বাছিয়া চাংগাত থইলো আর বাদ গুইন ফালাই দিলো। 49 তে হাশরর ময়দানো অউ হালত অইবো। ফিরিস্তা অকলে আইয়া আল্লারাইয়া মানষর দল থাকি, নাফরমান অকলরে আলগাইয়া দোজখর আগুনিত ফালাইবা। 50 হিনো তারা কান্দা-কাটি করবা আর জালা-যন্ত্রনায় দাত কিড়িমিড়ি দিবা।"

51 এরবাদে ইছায় তান সাগরিদ অকলরে জিকাইলা, "তুমরা ইতা হকলতা বুজছো নি?"

তারা কইলা, "জিঅয়, বুজছি।"

52 তেউ ইছায় তারারে কইলা, "যে মৌলানা অকলে বেহেস্তি বাদশাইর তালিম পাইছইন, তারা অলা এক গিরস্তর লাখান, যে গিরস্তে তান সন্দুক থাকি নয়া আর পুরানা মাল বার করইন।"

হজরত ইছায় কেনে তশরিফ আনছইন (১৩:৫৩-১৭:২৭)

নিজর গাউত হজরত ইছার অসম্মান

53 হজরত ইছায় কিচ্ছা কইয়া কইয়া তালিম দিয়া হারলে ইনথনে গেলাগি। 54 গিয়া তান নিজর গাউর মছিদো হামাইয়া ওয়াজ-নছিয়ত করলা। তান বয়ান হুনিয়া মানষে তাইজ্জব অইয়া কইলা, "ই বেটায় কেমনে অতো ইলিম আর কেরামতি পাইলো? 55 এ কিতা হউ কাঠ মেস্তরির পুয়া নায় নি? তার মা'র নাম মরিয়ম নায় নি? হে ইয়াকুব, ইউছুফ, সাইমন আর এহুদার ভাই নায় নি? 56 তার বইনাইন তো আমরার গাউতউ রইরা? তে হে ইতা ইলিম কই থাকি পাইলো?" 57 অউ লাখান ইছারে লইয়া মানষর দিলো বিতিশনা

আইলো। অউ সময় ইছায় তারারে কইলা, "নিজর বাড়ি-ঘর বা গাউ-দেশ ছাড়া আর হকল জাগাতউ নবী অকলে সম্মান পাইন।"

58 গাউর মানষর ইমান নাই দেখিয়া, তাইন হিকানো বেশি কেরামতি দেখাইলা না।

হজরত এহিয়া নবীর মউত

14 অউ সময় গালিল জিলার রাজা হেরোদে ইছার বেয়াপারে হুনলা, 2 হুনিয়া তান উজির-নাজিররে কইলা, "এইন তো তৌবার গোছল করাওরা এহিয়া। এইন মরা থাকি জিন্দা অইয়া উঠায় অউ কেরামতি দেখাইরা।"

3 অউ হেরোদে তার ভাই ফিলিফর বউ হেরোদিয়ারে হাংগা করছিল। তাইর মন যুগানির লাগি হে এহিয়া নবীরে জেলো বন্দি করিয়া থইছিল, 4 কারন এহিয়ায় হেরোদরে কইতা, "তাইরে হাংগা করা তো তুমার ঠিক অইছে না।" 5 এরলাগি হে এহিয়া নবীরে মারিলিতো চাইলো, অইলে মানষর ডরে মারতো পারলো না, মানষে জানতা এইন একজন নবী।

6 বাদে রাজা হেরোদর জনম দিনর অনুষ্ঠানো হেরোদিয়ার পুড়িয়ে নাচিয়া রাজারে খুশি করলো। 7 এরদায় রাজায় কছম খাইয়া কইলো, "অউ পুড়িয়ে যেতা চাইবো, অতা দিমু।" 8 পুড়িয়ে তাইর মা'র লগে পরামিশ করি কইলো, "তৌবার গোছল করাওরা এহিয়ার কল্লা কাটিয়া একখান থালো করি, অখন আনিয়া আমারে দেউক্কা।"

9 ইখান হুনিয়া রাজার মন খুব বেজার অইগেল। অইলে তার লগে বওয়া মেহমান-মুছাফিরর ছামনে নিজে কছম করছে, এরলাগি হে অউ কল্লা কাটিবার হুকুম দিল। 10 তার জল্লাদ পাঠাইয়া জেলর ভিতরে এহিয়া নবীর কল্লা কাটাইলো। 11 বাদে অউ কল্লা এক থালো করি আনিয়া অউ পুড়িরে দেওয়া অইলো, পুড়িয়ে নিয়া তাইর মা'র গেছে দিল। 12 এরবাদে এহিয়া নবীর উম্মত অকলে তান লাশ নিয়া দাফন করলা, আর হজরত ইছার গেছে গিয়া অউ খবর জানাইলা।

পাচ আজার মানষর গাইবি খানি

13 এহিয়ার মউতর খবর হুনিয়া ইছায় একখান নাওত উঠিয়া নিরাই এক জাগাত গেলাগি। তাইন গেছইনগি হুনিয়া, নানান জাগার মানুষ হুকনা বায় আটি আটি তান খরে রওয়ানা অইলা। 14 তাইন নাও থনে লামার বাদে মানষর ভিড় দেখিয়া তান ভিতরে দয়া হামাইগেল। এরদায় তারার মাজে যতো বেমারি আছলা, তাইন এরারে ভালা করলা।

15 বিয়ালি বালা সাহাবি অকল কান্দাত আইয়া কইলা, "হুজুর, ইখান তো খুব নিরাই জাগা, আর বেইলও যারগি। তে অতা মানষরে বিদায় দিলাউক্কা, এরা কান্দা-কাছার গাউয়াইন্তো গিয়া তারার খানি-খুরাকি লউক।" 16 ইছায় কইলা, "না, তারা যাওয়ার দরকার নাই, তুমরাউ এরারে খানি দেও।"

17 সাহাবি অকলে কইলা, "আমরার গেছে তো খালি পাচখান রুটি আর দুইটা বিরান মাছ ছাড়া আর কুন্তাউ নাই।"

18 তাইন কইলা, "অখনাইন আমার গেছে আনো।" 19 বাদে তাইন মানষরে কইলা, ঘাসর উপরে বইযিতা। তাইন হউ পাচখান রুটি আর দুইটা বিরান মাছ আতো লইলা, আর আছমানেদি চাইয়া শুকরিয়া আদায় করলা। বাদে অউ রুটি টুকরাইয়া সাহাবি অকলর আতো দিলে, এরা বাটিয়া দিলাইলা। 20 অতাদি হকল মানষে পেট ভরি খাইলা। খাইয়া হারলে বাড়তি যেতা রইলো, অখনাইন দলা করলে বারো টুকরি ভরিগেল। 21 অনুমান পাচ আজার বেটা মানষে অউ খানা খাইলা, এরার লগে বেটিন আর হুরুতাইনও আছলা।

পানির উপরেদি আটা

22 খানির বাদেউ তান সাহাবি অকলরে হুকুম দিলা, তাইন যাইবার আগে তারা নাওয়ো উঠিয়া আওরর হপারো যাইতাগি। কইয়া তাইন অনর মানষরে বিদায় দিলাইলা। 23 এরা গিয়া হারলে তাইন দোয়া করার লাগি পাড়র উপরে উঠিলা। হাইঞ্জা বাদ পর্যন্ত হনো একলা রইলা। 24 অউ সময় সাহাবি অকলর নাও আওরর মাজখানো গেছেগি, আর উফতা বাতাসর ঢেউয়ে নাও খুব ইলকানি ধরলো। 25 পতাবালা হজরত ইছা আওরর পানির উপরেদি আটিয়া সাহাবি অকলর কান্দাত আইরা। 26 অউ সময় সাহাবি অকলে তানরে দেখিয়া খুব ডরাইলা, তারা ভুত মনো করিয়া ভুত, ভুত কইয়া চিল্লাইয়া উঠলা।

27 অউ তাইন কইলা, "ডরাইও না, সাওস করো, ই তো আমি।"

28 তেউ সাহাবি পিতরে কইলা, "হুজুর, আপনেউ যুদি অইন, তে আমারে ইজাজত দেউক্কা, আমিও পানির উপরেদি আটিয়া অপনার গেছে আইতাম।" 29 ইছায় কইলা, "আও।" তেউ পিতর নাও থাকি লামিয়া পানির উপরেদি আটা ধরলা। 30 অইলে বাতাসর জুর দেখিয়া তাইন ডরাইগেলা, আর বুড়িযিরা দেখিয়া জুরে জুরে ইছারে ডাক দিলা, "হুজুর, হুজুর, আমারে বাচাউক্কা।"

31 লগে লগে ইছায় আত বাড়াইয়া তানরে ধরিয়া কইলা, "অউনি তুমার ইমান? মনো সন্দয় আনলায় কেনে?" 32 বাদে ইছা আর পিতর নাওয়ো উঠতেউ বাতাস থামি গেল। 33 তেউ নাওর হকলে তানরে সইজদা করিয়া কইলা, "হুজুর, আসলেউ আপনে আল্লা পাকর খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লা।"

34 আওর পাড়ি দিয়া তারা গিনেসরত এলাকাত আইয়া নাও থাকি লামলা। 35 লামতেউ হনর মানষে তানরে দেখিয়া চাইরোবায় খবর পাঠাইলা। খবর পাইয়া মানষে হকল জাতর বেমারিরে লইয়া তান গেছে আইলো, 36 তারা মিনত করি কইলো, অউ বেমারি অকলে যানু তান গতরর চাদ্দরর

কুনা খানো ছইতা পারইন। আর যতো মানষে ছইলা, তারা হক্কলউ ভালা অইগেলা।

মানষর বানাইল রছুমত

15 জেরুজালেম টাউন থাকি কয়জন মৌলানা আর ফরিশি মজহবর
কিছু মানুষ ইছার গেছে আইলা, আইয়া তানরে জিকাইলা,
2 “আপনার উম্মত অকলে আগর জমানার মৌলানা অকলর
বাতাইল রছুমত মানইন না কেনে? তারা তো অজু না করিয়াউ খানি
খাইলাইন।” 3 ইছায় জুয়াপ দিলা, “অউ মৌলানা অকলর রছুমত মানার
লাগি আপনারা কেনে আল্লার হুকুমর বরখেলাফ কররা? 4 আল্লায় হুকুম
দিছইন, ‘মা-বাফরে ইজ্জত করিও, আর যে মানষে তার মা-বাফর বদনাম গায়,
তারে নিচয় মারিলিতে অইবো।’ 5 অইলে আপনারা কইন, কুনু মানষে যুদি
তার মা-বাফরে কইলায়, ‘আমার যেতা ছামানা দিয়া আপনাইন্তর খেজমত
করতাম আছিল, ইতা আমি আল্লার নামে লিল্লা দিলাইছি,’ 6 তে তার মা-
বাফরে আর কুন্তা করা লাগে না। অউ লাখান আপনারার বাফ-দাদার
মনগড়া নিয়ম দিয়া আল্লার কালাম বাতিল করিলিছইন। 7 ও ভন্ড অকল!
হজরত ইশায়া নবীয়ে তুমরার বেয়াপারে ঠিকউ কইছইন,

8 ইতা মানষে মুখ দিয়া খালি আমারে ইজ্জত করে,
অইলে তারার দিল আমা থাকি বউত দুরই।
9 তারা হুদার খামোখা আমার এবাদত করে,
তারার তালিম অকল তো মানষর বানাইল মনগড়া রছুমত।”

মানুষ কিলা নাপাক অয়

10 বাদে ইছায় মানষরে ডাকিয়া কইলা, “আমার তালিম খানাইন খিয়াল
করি হুনউক্কা। 11 বাইরে থাকি যেতা জিনিস মানষর মুখর ভিতরে হামায়,
ইতায় তো তারে নাপাক বানায় না। বরং মানষর মুখ থাকি যেতা বারয়,
অতায়উ তারে নাপাক বানায়।”
12 তেউ তান সাগরিদ অকলে কইলা, “হুজুর, আপনে বুজছইন নি, ফরিশি
অকলে মনো কররা, অউ তালিম দিয়া আপনে তারারে বেইজ্জত করছইন?”
13-14 তাইন কইলা, “ইতার মাত ফালাও। আমার বেহেস্তি বাফ আল্লায় যে
গাছ লাগাইছইন না, ই গাছ তান বাগান থাকি হুরিয়া ফালাইল অইবো।
তারার দায়িত্ব আছিল আন্দা মানষরে পথ দেখাইতো, অইলে তারা নিজেউ
আন্দা বনিগেছে। কুনু আন্দায় আরক আন্দারে পথ দেখানিত গেলে, দুইও
আন্দাউ গাতো পড়ি মরবো।”
15 তেউ সাহাবি পিতরে কইলা, “আপনে যেতা বাতাইরা, অতা আমরারে
বুজাই দেউক্কা।” 16 ইছায় কইলা, “তুমরা অখনও বেবুজ রইছো নি? 17 তুমরা
বুজো না নি, বাইরে থাকি যেতা জিনিস মানষর মুখো হামায়, ইতা তো খালি
পেটো হামায়, আর পেট থাকি হিরবার বার অই যায়। 18 অইলে মানষর মুখ
থাকি যেতা বারয়, ইতা দিলো থাকি আয়, আর অতায়উ মানষরে নাপাক
বানায়। 19 মানষর দিল থাকিউ তো হকল নমুনার কু-চিন্তা বারয়, যেমন খুন,
জিনা, চুরি, মিছা সাক্ষি, আর ইংসা-নিন্দা বারিয়। 20 অতায়উ মানষরে নাপাক
বানায়, অইলে অজু ছাড়া খানি খাইলে কেউ নাপাক অয় না।”

বিধর্মী বেটির ইমানর বল

21 বাদে হজরত ইছা নিজর দেশ ছাড়িয়া সোর আর সিদন দেশো গেলাগি।
22 হনো গিয়া হারলে কেনানী জাতির এক বিধর্মী বেটি তান গেছে আইয়া
জুরে জুরে কইলো, “ও হুজুর, দাউদর আওলাদ, আমারে রহম করইন।
আমার পুড়িগুরে জিনে ধরায় তাই বড় কষ্ট করের।”
23 অইলে ইছায় কুন্তা মাতিলা না। তেউ তান সাহাবি অকলে তানরে
মিনত করি কইলা, “হুজুর, অউ বেটিগুরে বিদায় দিলাউক্কা, তাই আমরার
খরে অইয়া চিল্লার।” 24 ইছায় কইলা, “আমারে তো পাঠাইল অইছে, খালি
বনি ইছরাইলর আরাইল মেড়া অকলর লাগি।”
25 অইলে অউ বেটি তান কান্দাত আইয়া কদমবুছি করিয়া কইলো, “হুজুর,
আমারে অউ আছান খান করউক্কা।” 26 তাইন কইলা, “নিজর হুকুতার
রিজেক কুত্তার ছামনে দেওয়া ঠিক নায়।” 27 বেটিয়ে কইলো, “জিঅয় হুজুর,
আপনার কথাউ ঠিক, অইলে মুনিবর খানি থাকি যেতা গুড়া-গাড়া গালাবায়
পড়ে, ইতা তো কুকরে খায়।” 28 তেউ তাইন বেটিরে কইলা, “আসলে গো
মাই, তুমার ইমান বড় মজবুত। আইচ্ছা, তুমি যেলা চাইরায়, অলাউ অউক।”
অখান কওয়ার লগে লগেউ পুড়ি ভালা অইগেল।

চাইর আজার মানষর গাইবি খানি

29 বাদে ইছা হনথনে গালিল আওরর পারেদি আটিয়া গেলা, গিয়া এক
পাড়র উপরে উঠিয়া বইলা। 30 বইয়া হারলে মানষে লুলা-লেংড়া, আতুর,
আন্দা, বোবা, অলাখান আরো বউত জাতর বেমারিরে দলে দলে তান
গেছে লইয়া আইলো। আনিয়া তান পাওর কান্দাত থইলো, তাইন এরা
হকলরে ভালা করলা। 31 মানষে যেবলা দেখলা, লুলা-লেংড়া ভালা
অইযিরা, বোবা অকলে মাতিরা, আতুর মানষে আটিরা, আন্দায় চউখে
দেখরা, দেখিয়া তারা হকল তাইজ্জুব অইগেলা, আর বনি ইছরাইলর মাবুদ
আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা।
32 এরবাদে ইছায় তান সাহাবি অকলরে কান্দাত আনিয়া কইলা, “ইতা
মানষর লাগি আমার বড় দরদ লাগের, আইজ তিন দিন ধরি তারা আমার
খরে খরে ঘুরিরা, অইলে তারার লগে খানির কুন্তা নাই। তে অউ হালতে
এরারে বিদায় দিতাম চাই না, আরনায় ইতা পথোউ বেউশ অইযিবা।”
33 সাহাবি অকলে কইলা, “হুজুর, ই নিরাই মরুভুমির মাজে অতো মানষরে
খাওয়ানির লাগি রুটি আমরা কুয়াই পাইমু?” 34 তাইন কইলা, “তুমরার গেছে
কয়খান আছে?” এরা কইলা, “সাতখান রুটি আর বিরান করা কয়টা হুরু মাছ
আছে।” 35 তেউ ইছায় মানষরে মাটিত বওয়ার লাগি কইলা। 36 কইয়া তাইন
অউ সাতোখান রুটি আর বিরান মাছ আতো লইয়া, আল্লার শুকরিয়া
আদায় করিয়া অখনাইন টুকরাইলা, বাদে সাহাবি অকলরেদি বাটাইলা।
37 হক্কল মানষে পেট ভরি খাইলা। খাইয়া যেতা রইছিল, সাহাবি অকলে
অতা দলা করার বাদে সাত টুকরি ভরিগেল। 38 অনুমান চাইর আজার বেটা
মানষে অউ খানা খাইলা, এরার লগে বেটিন আর হুরুতাইনও আছলা।
39 বাদে তাইন এরারে বিদায় দিয়া নাওয়ো উঠিয়া মগদন এলাকাত গেলাগি।

মানষে খালি কেরামতি দেখতা চাইন

16 বাদে ইছারে পরিক্ষা করার লাগি ফরিশি আর সিদ্দেকিয়া মজহবর
কিছু মানুষ আইলা, আইয়া আছমানি কুনু নিশানা দেখতা চাইলা।
2 ইছায় কইলা, “বিয়ালি বালা আছমানর লাল রং দেখিয়া আপনারা
কইন, কাইলকুর দিন তো ভালা অইবো। 3 আর বিয়ানি বালা আছমানো
কালনি দেখিয়া কইন, আইজ মেঘ-তুফান অইবো। তে আছমানর হালত
আপনারা ঠিকউ বুজইন, অইলে জমানার হালত আপনারা বুজইন না।
4 অউ জমানার বেইমান আর নাফরমান অকলে খালি কেরামতি দেখতা
চাইন, অইলে ইউনুছ নবীর নিশানা ছাড়া দুছরা কুনু নিশানা তারারে দেখাইল
অইতো নায়।” অখান কইয়া তাইন এরারে থইয়া হুরি গেলা।
5 বাদে আওর পাড়ি দিয়া যাওয়ার কালো সাহাবি অকলে লগে করি রুটি
নিতা ফাউরিলিলা। 6 ইছায় তারারে কইলা, “তুমরা সাবধান অও, ফরিশি
আর সিদ্দেকিয়া দলর খামির থাকি হুশিয়ার রইও।”
7 ইখান হুনিয়া সাহাবি অকলে কানা-কানি করি কইলা, “আমরা রুটি
আনছি না করি মনোলয় তাইন অখান কইরা।” 8 ইছায় তারার ভাব
বুজিলিলা, বুজিয়া কইলা, “হায়রে কমজুর ইমানদার অকল, তুমরার গেছে
রুটি নাই, ইখান কইরায় কেনে? 9 তুমরা অখনও কুন্তা বুজো না নি, কুন্তা
মনো অর না নি? আমি যেবলা পাচখান রুটিদি পাঁচ আজার মানষরে
খাওয়াইছলাম, খানির বাদে তুমরা কত টুকরি গুড়া-গাড়া দলা করছলায়?
10 আর হউ যে সাতখান রুটিদি চাইর আজার মানষে খাইছলা, খাইয়া
হারলে কত টুকরি দলা করছলায়? 11 তে অখন তুমরা বুজো না কেনে, আমি
অউ রুটির বেয়াপারে কইয়ার না? হুনো, ফরিশি আর সিদ্দেকিয়া অকলর
খামির থাকি হুশিয়ার অও।” 12 তেউ সাহাবি অকলে বুজলা, তাইন আসলে
খাইবার খামির থাকি হুশিয়ারর কথা কইরা না, বরং ফরিশি আর সিদ্দেকিয়া
অকলর তালিম থাকি হুশিয়ার অইতে কইছইন।

হজরত ইছা আসলে কে?

13 বাদে তান সাহাবি অকলরে লইয়া কৈছরিয়া-ফিলিপি টাউনর কান্দা-
কাছাত গেলা। পথো সাহাবি অকলরে জিকাইলা, “কওছাইন, মানষে কিতা
মনো করইন, আমি বিন-আদম কে?” 14 এরা জুয়াপ দিলা, “কুনু কুনু মানষে
কইন, আপনে এহিয়া নবী। কুনু জনে কইন ইলিয়াছ নবী। কেউ কেউ কয়
ইয়ারমিয়া নবী, বা অইন্য কুনু নবী।” 15 অউ তাইন কইলা, “অইলে তুমরা
কিতা মনো করো, আমি কে?” 16 সাহাবি সাইমন-পিতরে জুয়াপ দিলা,
“আপনে তো আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী ইবনুল্লা, জিন্দা আল্লার খাছ
মায়ার জন।” 17 ইছায় কইলা, “ও সাইমন বিন ইউনুছ, তুমি বড় নেক-কপালি,
কারন, দুনিয়ার কুনু মানষে তুমারে ইতা জানাইছে না, অইলে আমার বেহেস্তি
বাফ আল্লায়উ জানাই দিছইন। 18 তে আমি তুমারে কইরাম, তুমি তো পাথর,
এরলাগি তুমার নাম দিছলাম পিতর, আর অউ পাথরর উপরেউ আমার
তরিকার তামাম জমাত গড়িয়া তুলমু। দোজখি কুনু শক্তিয়েউ এর লগে
পারতো নায়। 19 তুমার আতো আমি বেহেস্তি বাদশাইর চাবি দিমু, অউ
দুনিয়াত তুমি যেতারে নাজাইজ কইবায়, ইতা আল্লার দরবারো নাজাইজ
অইযিবো, আর তুমি যেতারে জাইজ কইবায়, আল্লার দরবারোও ইতা
জাইজ অইযিবো।”
20 বাদে ইছায় তারারে দড়াইয়া কইলা, “আমিউ যেন হউ আল-মসী, ইতা
কেউররে হুনাইও না।”

পয়লা বার নিজর মউতর আগাম খবর

21 অউ সময় থাকি ইছায় তান সাহাবি অকলরে জানানি ধরলা, তাইন
জেরুজালেমো যাইতে অইবো। হনর মুরব্বি অকলে, বড় ইমাম অকলে আর
মৌলানা অকলে তানরে বউত দুখ-মছিবতো ফালাইবা। বাদে তানরে কাতল
করা অইবো, অইলে মউতর তিন দিনর দিন হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবা।
22 ইখান হুনিয়া সাহাবি পিতরে তানরে থুড়া হরাইয়া নিয়া কইলা, “হুজুর,
অসম্ভব, আপনার উপরে কুনুমন্তেউ ইতা অইতে পারে না।” 23 ইছায় পিতরর
বায় ফিরিয়া কইলা, “ধুর ইবলিছ, আমার গেছ থাকি বাগ। তুই আমার পথর
জইঞ্জাল। তুই আল্লাই মুনশারে বাদ দিয়া, মানষর লাখান চিন্তা কররে।”
24 বাদে তাইন এরারে কইলা, “কেউ যুদি আমার তরিকাত আইতো চায়,
তে হে তার নিজর খুশিয়ে চলা বাদ দেউক, তার আপন দুখ-কষ্টর সলিব
বইয়া লইয়া আমার খরে আউক। 25 যে মানষে তার নিজর জান বাচাইতো
চায়, হে তার আসল জিন্দেগি খুয়াইবো। অইলে যে জনে আমার লাগি তার
জান কুরবানি দেয়, হে আসল জিন্দেগি পাইবো। 26 কুনু মানষে আস্তা দুনিয়া
পাইয়াও যুদি তার আসল জিন্দেগি খুয়াইলায়, তে তার কুনু ফায়দা অইলো
নি? হেশে আসল জিন্দেগি পাওয়ার লাগি হে কুন ধন বিলাইবো? 27 আমি
বিন-আদমে যেবলা আমার ফিরিস্তা অকলরে লগে লইয়া আমার গাইবি
বাফর কুদরতি মহিমায় জগতো হিরবার আইমু, অউ সময় পরতেক মানষরে

তার আমল মাফিক ফল দিমু। 28 হুনো, আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, অনো ইলাখান কয়জন আজির আছইন, আমি বিন-আদম বাদশা হালতে না আওয়া পর্যন্ত, কুনুমন্তেউ এরার মউত অইতো নায়।”

হজরত ইছা রুহুল্লার নুরানি ছুরত

17 এর ছয়দিন বাদে হজরত ইছায় খালি পিতর, ইয়াকুব আর ইয়াকুবর
ভাই হান্নানরে লইয়া উচা এক পাড়র উপরে উঠলা। 2 উঠিয়া
হারলে এরার চউখর ছামনে তান নিজর ছুরত বদলি গেল। তান মুখ
অইগেল সুরজর লাখান জলমল, আর ফিন্নর লেবাছ অইলো ধলা চকচকা।
3 সাহাবি অকলে দেখলা, হজরত মুছা আর ইলিয়াছ নবীয়ে আইয়া তান
লগে বাতচিত কররা।
4 অউ সময় পিতরে কইলা, “হুজুর, আমরা তো অনো আছি, খুব ভালা
অইছে। আপনে চাইলে আমি তিনখান ডেরা-ঘর বানাইলাই, একখান
আপনার, একখান মুছা নবীর আর একখান ইলিয়াছ নবীর লাগি।” 5 তাইন
ইছার লগে মাতিরা, আখতাউ ধলা ধবধবা মেঘর এক টুকরায় আইয়া এরারে
গুরিলিলো, আর অউ টুকরা থাকি গাইবি আওয়াজ আইলো, “এইনউ
আমার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, এন উপরে আমি খুব খুশি, তুমরা এন
নছিয়ত হুনো।”
6 ইখান হুনিয়া সাহাবি অকল খুব ডরাইলা, ডরাইয়া মাটিত পড়ি গেলা।
7 অউ সময় ইছা আইয়া তারারে ছুইয়া কইলা, “উঠো, ডরাইও না।” 8 তেউ
তারা চউখ তুলি চাইলা, চাইয়া খালি ইছা ছাড়া আর কেউররে ইনো দেখলা
না।
9 পাড় থাকি লামিয়া আওয়ার বালা ইছায় এরারে হুকুম দিলা, “আইজ
যেতা দেখলায়, আমি বিন-আদম মরা থাকি জিন্দা অইয়া উঠার আগ পর্যন্ত
ইতা আর কেউররে হুনাইও না।” 10 সাহাবি অকলে ইছারে জিকাইলা,
“হুজুর, মৌলানা অকলে কেনে কইন, আল-মসী আইবার আগে, পয়লা
ইলিয়াছ নবীর আওয়া জরুর?” 11 তাইন কইলা, “ইখান হাছা কথা, পয়লা
হজরত ইলিয়াছে আইয়া হক্কলতা আগর হালতো ফিরাইয়া আনবা।
12 অইলে আমি তুমরারে কইরাম, ইলিয়াছ নবী ঠিকউ আইছলা। ই দুনিয়ার
মানষে তানরে না চিনায়, তান লগে যেতা মনোলয় অতা করছে। আর আমি
বিন-আদমেও অউ লাখান দুখ-মছিবত পুয়ানি লাগব।” 13 তেউ সাহাবি
অকলে বুজিলিলা, তাইন অখন এহিয়া নবীর কথা কইরা।

জিনর আছর আলা মিরকি বেমারির শিফা

14 বাদে তারা পাড় থাকি লামিয়া আইলা। অনো মানষর ভিড় আছিল,
অউ ভিড়র মাজে এক বেটা আইয়া ইছার ছামনে আটু গালাদি বইয়া
কইলো, 15 “হুজুর, আমার পুয়াগুরে বাচাউক্কা, হে মিরকি বেমারে খুব কষ্ট
করের। অউ বেমার উঠলে হে হামেশা আগুনিত আর পানিত পড়ি যায়।
16 আমি তারে লইয়া আপনার সাহাবি অকলর গেছে আইছলাম, অইলে
তারা ভালা করতা পারছইন না।”
17 ইছায় কইলা, “হায়রে বেইমান আর নাফরমানর জাত, আমি আর
কতদিন তুমরার লগে রইমু, তুমরার জালা কতদিন সইয্য করমু? দেখি, তুমার
পুয়ারে অনো আনো।” 18 ইছায় পুয়ার লগর হউ জিন্নাতরে ধামকি দিলা,
ধামকি খাইয়া জিনে পুয়ারে ছাড়িয়া গেলগি, লগে লগে হে ভালা অইগেল।
19 বাদে সাহাবি অকলে নিরালায় ইছারে জিকাইলা, “হুজুর, আমরা কেনে
অউ জিন্নাত ছাড়াইতাম পারলাম না?”
20 তাইন কইলা, “তুমরার ইমানর কমজুরির লাগিউ পারছো না। আমি
হাছাউ কইরাম, তুমরার দিলো যুদি এগু ডেংগা বিচি পরিমান ইমান থাকে,
আর তুমরা অউ পাড়রে কও, ‘অন থাকি ডুলিয়া হনো যাওগি,’ তে অউ
পাড়ও ডুলিযিবো। তুমরার অসাইধ্য কুন্তাউ রইতো নায়। 21 হুনো, দোয়া
আর রোজা রাখা ছাড়া ই-জাত জিন ছাড়াইল যায় না।”

দুছরা বার নিজর মউতর আগাম খবর

22 বাদে গালিল জিলাত আইয়া ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা,
“আমি বিন-আদমরে মানষর আতো ধরাই দেওয়া অইবো। 23 তারা আমারে
জানে মারিলিবা, মরার তিন দিনর দিন আমি হিরবার জিন্দা অইয়া উঠমু।”
ইখান হুনিয়া সাহাবি অকল খুব বেজার অইগেলা।

মাছর মুখো রুপার টেকা

24 এরবাদে ইছায় সাহাবি অকলরে লইয়া কফরনাউম টাউনো গেলা, অউ
সময় বায়তুল-মুকাদ্দছর খাজনা তুলরা অকলে সাহাবি পিতররে কইলা,
“আপনারার উস্তাদে বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা শরিফর চান্দা দেইন না নি?”
25 পিতরে জুয়াপ দিলা, “জিঅয়, দেইন তো।” অখান কইয়া পিতর ঘরো
হামাইয়া কুন্তী মাতার আগেউ ইছায় কইলা, “পিতর, তুমি কিতা মনো করো?
দুনিয়ার বাদশা অকলে কার গেছ থাকি খাজনা-চান্দা আদায় করইন? নিজর
মানষর গেছ থাকি, না বারা মানষর গেছ থাকি?”
26 পিতরে কইলা, “বারা মানষর গেছ থাকি।” তেউ ইছায় কইলা, “তে তো
নিজর মানুষ ইতা থাকি বাচি গেলো, আর আমরাও আল্লার আপন মানুষ
অওয়ায় আল্লার ঘরর খাজনা থাকি বাচি গেছি। 27 অইলে আমরা এরারে
বেজার করতাম নায়, এরলাগি তুমি আওরো যাও, গিয়া মাছ মারার লাগি
বরি ফালাও, বরিত পয়লা যে মাছ লাগবো, অগুর মুখর ভিতরে একটা
রুপার টেকা পাইবায়। অউ টেকা নিয়া তুমার আর আমার চান্দা দিলাও।”

উম্মতর লাগি হজরত ইছার জরুরি তালিম (১৮:১-৩৫)

বেহেস্তি বাদশাইত বড় কে?

18 অউ সময় সাহাবি অকলে হজরত ইছার কান্দাত আইয়া জিকাইলা,
“হুজুর, বেহেস্তি বাদশাইর মাজে হক্কল থাকি বড় কে?”
2 তেউ ইছায় এক হুরুতারে ডাকিয়া আনিয়া তারার মাজে উবা
করাই কইলা, 3 “আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, তুমরা যুদি মন ফিরাইয়া অউ
হুরুতার লাখান না অও, তে কুনুমন্তেউ বেহেস্তি বাদশাইত হামাইতায়
পারতায় নায়। 4 যে জনে নিজরে অউ হুরুতার লাখান হুরু মনো করে,
বেহেস্তি বাদশাইত হে-উ হকল থাকি দামি। 5 আর যে জনে আমার লাগি
অউ হুরুতার লাখান কুনু ছাবালরে কবুল করে, হে আমারেউ কবুল করে।

গুনার কাম থাকি হুশিয়ার রওয়া

6 “হুনো, আমার তরিকার অউ হুরু-মুরু একজনরে যেগিয়ে গুনার পথে
টানিয়া নেয়, অগুর লাগি আরো ভালা অইলো অনে, অগুর গলাত পাথর
বান্দিয়া দরিয়াত ফালাই দেওয়া। 7 হায়রে দুনিয়া, গুনার পথে নেওয়ার লাগি
তুমার মাজে কতো উছকানি আছে! উছকানি তো আইবোউ আইবো।
অইলে লান্নত হউ জনর উপরে, যেগিয়ে গুনা করানির লাগি উছকানি দেয়।
8 তুমার আত বা পাও যুদি তুমারে গুনার পথে টানে, তে ই আত-পাও
কাটিয়া ফালাই দেও। দুইও আত-পাও লইয়া দোজখো জলা থাকি, আতুর
অইয়াও বেহেস্তো যাওয়া তুমার লাগি ভালা। 9 তুমার চউখে যুদি তুমারে
গুনার পথে টানে, তে ই চউখ তুলিয়া ফালাই দেও। দুইও চউখ লইয়া
দোজখো জলা থাকি, কানা অইয়াও আখের পাওয়া তুমার লাগি ভালা।
10 “হুনো, আমি কইরাম, তুমরা অউ হুরুতার লাখান কুনু ছাবালরেও
এলামি করিও না। তারার ফিরিস্তা অকলে বেহেস্তর মাজে হর-হামেশা আমার
বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর মুখ দেখরা। 11 জানো নি, যেরা বে-পথে গেছেগি,
এরারে বাচানির লাগিউ আমি বিন-আদম ই দুনিয়াত আইছি।
12 “মনো করো, কুনু মানষর একশোগু মেড়া আছে, এর মাজর এগু মেড়া
আরাই গেলে হে বাকি নিরানব্বইটা বন্দো থইয়া, হউ আরাইল অগু
তুকানিত যায় না নি? 13 আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, হে যুদি ইকটা
তুকাইয়া পায়, তে যে নিরানব্বইগু আরছিল না, অগুইন থইয়া যেগু আরি
গেছিল, অগুর লাগিউ হে খুব খুশি-বাসি করে। 14 ঠিক অউ লাখান, তুমরার
বেহেস্তি বাফ আল্লায়ও চাইন না, অউ হুরুতাইন্তর মাজর এগু হুরুতাও
বিনাশ অউক।

অপরাধিরে বুজাও

15 “তুমার কুনু ভাইয়ে যুদি তুমার গেছে দুষ করিলায়, তে হে যেবলা
নিরালায় থাকে, অউ সময় তুমি একলা গিয়া তারে বুজাইও। তুমার বুজ যুদি
মানিলায়, তে অউ ভাইর লগে তুমার ভাইয়ালি বাচাইলিলায়। 16 অইলে হে
যুদি তুমার বুজ না মানে, তে আরো দুই-একজন মাজর মানুষ লইয়া যাইও।
গিয়া তারার ছামনে তারে বুজাইও। তেউ মুছার শরিয়তর অউ হুকুম পুরা
অইবো, ‘দুই-তিনজন সাক্ষির কথায় যেকুনু বেয়াপার পরমান অয়।’ 17 এরার
বুজও যুদি হে না মানে, তে তার বেয়াপারে জমাতো নালিশ দেও। জমাতর
কথা যুদি মানিলায় তে ভালা, আর না মানলে তারে বিধর্মী বা ঘুষখুর
তশিলদার মনো করিয়া, তারে তার পথে ছাড়ি দেও। 18 তে আমি তুমরারে
হাছা কথা কইরাম, অউ দুনিয়াইত তুমরা যেতারে নাজাইজ কইবায়, ইতা
আল্লার দরবারো নাজাইজ অইযিবো, আর তুমরা যেতারে জাইজ কইবায়,
আল্লার দরবারোও ইতা জাইজ অইবো।
19 “হুনো, আমি তুমরারে আরো কইরাম, তুমরার মাজর দুইজন যুদি
একমত অইয়া কুনু বেয়াপারে দোয়া করে, তে আমার বেহেস্তি বাফ আল্লায়
অউ দোয়া কবুল করবা। 20 আমার নামে যে জাগাত দুই বা তিন জন জমা
অয়, হউ জাগাত আমিও আজির থাকি।”

মাফ করার বেয়াপারে তালিম

21 অউ সময় পিতরে আইয়া ইছারে কইলা, “হুজুর, আমার ভাইয়ে যুদি
আমার গেছে বার বার দুষ করে, তে আমি কতবার তারে মাফ করতাম? সাত
বার নি?” 22 ইছায় কইলা, “খালি সাত বার নায়, আমি কইরাম, তারে সত্তইর
গুন সাত বার মাফ করিও।
23 “হুনো, বেহেস্তি বাদশাই অলা এক বাদশার লাখান, যেইন তান উজির-
নাজিরর গেছে হিসাব-নিকাশ চাইলা। 24 বাদশায় হিসাব লওয়াত বইলে
এরার মাজর অলা এক জনরে তান ছামনে আনা অইলো, বাদশায় এর
গেছে লাখ লাখ টেকা পাওনা আছলা। 25 অউ পাওনা ফিরত দিবার খেমতা
এর নাই। এরদায় বাদশায় হুকুম দিলা, হে সুদ্ধা তার বউ, পুয়া-পুড়িন গুলাম
হিসাবে বিকি খাইয়া, হকল সয়-সম্পত্তি বেচিয়া তান পাওনা আদায় করার
লাগি। 26 অউ হুকুম হুনিয়া হে বাদশার পাওত ধরিয়া কান্দিয়া কইলো,
‘হুজুর, আমারে থুড়া সুযোগ দেউক্কা, আমি আপনার হকল পাওনা দিলাইমু।’
27 অউ তাইন দয়া করিয়া তারে ছাড়ি দিলা, আর হকল দেনা মাফ করি
দিলাইলা।
28 “বাদে হে বারে গিয়া তার লগর আরক চাকরিয়ানরে পাইলো। অউ
জনর গেছে হে একশো টেকা পাওনা আছিল। পাইয়া তারে গলাত টিপা
মারি ধরিয়া কইলো, ‘অই, তুই আমার পাওনা টেকা দে।’ 29 হউ জনে তার
পাওয়ো পড়ি মিনত করি কইলো, ‘আমারে থুড়া সুযোগ দেও, আমি তুমার

হকল পাওনা দিলাইমু।' 30 অইলে হে এর কথা মানলো না। তার টেকা না
দেওয়া পর্যন্ত তারে জেলো হারাই থইলো।
31 "ইতা দেখিয়া তার লগর উজির-নাজির অকল খুব বেজার অইলা।
তারা গিয়া ইতা বাদশারে জানাইলা। 32 বাদশায় হউ চাকরিয়ানরে আনাইয়া
কইলা, 'হায়রে নাফরমান, তুমি আমারে মিনত করায় আমি তুমার হকল দেনা
মাফ করি দিলাইছলাম। 33 তে আমি যেলা তুমারে দয়া করছলাম, তুমিও
অউলা তুমার লগর চাকরিয়ানরে দয়া করা উচিত আছিল না নি?' 34 বাদে
বাদশায় গুছা করিয়া তারে জেলো হারাইলা, তান পাওনা আদায় অওয়ার
আগ পর্যন্ত জেলর জল্লাদ সিপাইয়ে তারে কড়াকড়ি সাজা দিলা।
35 "ঠিক অউ লাখান, তুমরাও যুদি তুমরার ভাইরে দিল থাকি মাফ করি না
দেও, তে আমার বেহেস্তি বাফ আল্লায়ও তুমরারে অউলা সাজা দিবা।"

সমাজর মানষর লাগি হজরত ইছার তালিম (১৯:১-২২:৪৬)

তালাকর মুছলা

19 অউ তালিমর বাদে হজরত ইছা গালিল জিলা থাকি জর্দান গাংগর
হপারো এহুদিয়া জিলার পুব এলাকাত আইলা। 2 অউ সময় বউত
মানুষ তান খরে খরে আইলা, তাইন এরা হকলর বেমার ভালা
করলা।
3 আর ফরিশি মজহবর কয়জন মানুষ আইয়া ইছারে পরিক্ষা করার লাগি
জিকাইলা, "কউক্কাছাইন, মুছা নবীর শরিয়ত মাফিক কুনু মানষে যেকুনু
কারনে তার বউরে তালাক দেওয়া জাইজ নি?" 4 ইছায় কইলা, "আপনারা
আল্লার কালামো পাইছইন না নি, আল্লায় পয়লা আদম আর হাওয়ারে বেটা
আর বেটি বানাই পয়দা করছইন, তাইন কইছইন, 5 'এরলাগিউ বেটাইন্তে
তারার মা-বাফরে ছাড়িয়া বউর লগে থাকবা, তারা দুইওজন এক শরিল
অইবা।' 6 এরদায় তারা দুই রইতা নায়, এক কায়া অইবা। তে আল্লায় যেরারে
জুড়া বান্দিয়া দিছইন, মানষে ইতারে আলগ না করউক।"
7 তেউ ফরিশি অকলে তানরে কইলা, "তে মুছা নবীয়ে কেনে বাতাইছইন,
তালাক নামা লেখিয়া বউরে তালাক দেওয়া জাইজ?" 8 তাইন কইলা,
"তুমরার দিল পাষান গতিকেউ মুছায় ই অনুমতি দিছইন। অইলে পয়লা থাকি
ইলা নিয়ম আছিল না। 9 আমি তুমরারে কইরাম, যে মানষে জিনার দুষ ছাড়া
অইন্য যেকুনু কারনে তার বউরে তালাক দিয়া আরক বেটিরে হাংগা করে, হে
নিজেউ জিনা করে।"
10 তেউ সাহাবি অকলে তানরে কইলা, "জামাই-বউর মাজেও যুদি অলা
ঘটনা ঘটে, তে তো বিয়া না করাউ ভালা।"
11 ইছায় তারারে কইলা, "হকল মানুষ তো ইলা রইতো পারে না, খালি
আল্লায় যেরারে ই খেমতা দিছইন, তারাউ পারে। 12 কুনু কুনু মানুষ না-মর্দ
হালতেউ দুনিয়াত জনম লয়, এরলাগি তারা বিয়া করে না। আর কুনু কুনু
জনরে মানষেউ না-মর্দ বানাইলায়, এরদায় তারাও বিয়া করে না। হিরবীর
কেউ কেউ আছে বিয়া-শাদি না করিয়া, খালি বেহেস্তি বাদশাইর খেজমতো
জিন্দেগি কাটানির নিয়ত করিলায়। তে ইখান যেরা আমল করতো পারে,
তারা আমল করউক।"

হুরু হুরুতাইন্তর বেয়াপারে তালিম

13 বাদে মানষে হুরু হুরু হুরুতাইনরে লইয়া ইছার গেছে আইলা, তারা
চাইলা তাইন যানু হুরুতাইন্তর মাথাগু আতাই দিয়া দোয়া করইন। অইলে
সাহাবি অকলে এরারে বকা-জকা করলা। 14 ইতা দেখিয়া তাইন কইলা,
"হুরুতাইনরে আটকাইও না, তারারে আমার গেছে আইতে দেও। আল্লার
বাদশাই তো এরার লাখান মানষর লাগিউ।" 15 হুরুতাইন্তর মাথা আতাইয়া
দোয়া করিয়া হারলে, তাইন হিন থাকি গেলাগি।

গরিব আর ধনির বেহেস্ত

16 বাদে এক জুয়ান বেটায় আইয়া তানরে জিকাইলো, "হুজুর, আখেরাত
পাওয়ার লাগি আমি কুন হক কাম করতাম?" 17 ইছায় কইলা, "হক কামর
বেয়াপারে আমারে কেনে জিকাইরায়? হক তো খালি একজনউ আছইন,
তুমি আখেরাত পাইতে চাইলে, তান হকল হুকুম-আহকাম আমল করো।"
18 হউ জুয়ানে কইলো, "হুজুর, কুন কুন হুকুম মানতাম?"
তাইন কইলা, "খুন করিও না, জিনা করিও না, চুরি করিও না, মিছা সাক্ষি
দিও না, 19 মা-বাফরে ইজ্জত করিও আর আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া
করিও।"
20 বেটায় কইলো, "ছাব, ইতা তো আমি এমনেউ আমল করিয়ার, অইলে
আর কিতা করতাম কউক্কা?" 21 তেউ ইছায় তারে কইলা, "তুমি যুদি
ষোলআনা খাটি অইতায় চাও, তে তুমার বাড়িত যাও, গিয়া তুমার হকল
ধন-ছামানা বেচিয়া গরিব-দুখিরে বিলাই দেও। তেউ তুমি বেহেস্তো ধন-
ছামানা পাইবায়। এরবাদে আইয়া আমার উম্মত অইও।" 22 ইখান হুনিয়া
বেটা বেজার অইয়া গেলগি, তার তো বউত ধন-ছামানা আছিল।
23 তেউ ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা, "আমি হাছা কথা কইরাম, ধনি
মানুষ আল্লার বাদশাইত হামানি বড় মশকিল। 24 হুনো, ধনি মানুষ আল্লার
বাদশাইত হামানির চাইতে, ছুইর ফুড়েদি উট হামানি আরো সুজা।" 25 ইখান
হুনিয়া সাহাবি অকল তাইজ্জুব অইয়া কইলা, "তে কুন মানুষ নাজাত হাছিল
করবো, কে রেহাই পাইবো?" 26 তাইন এরার বায় চাইয়া কইলা, "মানষর
লাগি অসম্ভব অইতো পারে, অইলে আল্লার নজরো ইতা তো মামুলি। তাইন
হকলতাউ পারইন।" 27 অউ সময় পিতরে জিকাইলা, "হুজুর, আমরা তো
হক্কলতা ফালাই থইয়া আপনার খরে আইছি। তে আমরা কিতা পাইমু?"
28 ইছায় কইলা, "আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, তুমরা যারা আমার
উম্মত অইছো, আমি বিন-আদম জিন্দা অইয়া যেবলা আল্লার বাদশাইর
গদিত বইমু, অউ সময় তুমরাও আমার লগে অইয়া বারোটা তখতো বইবায়,
বইয়া বনি ইছরাইলর বারো গুষ্টির বিচার করবায়। 29 হুনো, যে মানষে
আমার লাগি নিজর বাড়ি-ঘর, মা-বাফ, ভাই-বইন, পুয়া-পুড়ি, আর জমি-
মিরাস ফালাইয়া আইছে, হে অউ দুনিয়াত ইতার একশো গুন বেশি পাইবো,
এরলগে আখেরও পাইবো। 30 অইলে অখন যেরা আগর কাতারো আছে,
এরার বউত জন খরে পড়িযিবো, আর খরর কাতারর বউত জন আগে
আইবো।"

আংগুর বাগানর গিরস্তর কিচ্ছা

20 হজরত ইছায় আরো কইলা, "বেহেস্তি বাদশাই তো অলা এক
গিরস্তর লাখান। ই গিরস্তে তান খেতর কামর লাগি খুব বিয়ানে
উঠিয়া কামলা তুকানিত গেলা। 2 গিয়া কামলা চাইয়া তারারে
একশো টেকা রোজ ফুড়াইয়া তান আংগুর বাগানো কামো লাগাইলা। 3 কিছু
বেইল অইয়া হারলে তাইন হিরবার বার অইলা, বার অইয়া দেখলা আরো
কয়জন কামলা বেকার উবাই রইছইন। 4 দেখিয়া কইলা, 'তুমরাও গিয়া
আমার বাগানো কামো লাগো, আমি তুমরারে উচিত টেকা দিমু।' 5 তেউ
তারা গিয়া কামো লাগলা। অলাখান বেইল দুইফরি বালা আর জোহরর বাদে
গিরস্ত হিরবার বার অইয়া গিয়া আরো কামলাইন আনিয়া কামো লাগাইলা।
6 হেশে বিয়ালি বালা তাইন বারে গিয়া, আরো কামলাইন উবাই রইছইন
দেখিয়া কইলা, 'তুমরা হারাদিন ধরি ইনো উবাই রইছো কেনে?' 7 এরা কইলা,
'ছাব, আমরা কুনু কাম পাইছি না।' গিরস্তে কইলা, 'তুমরাও গিয়া আমার
বাগানো কামো লাগো।'
8 "হাইঞ্জা বালা গিরস্তে তান নিজর চাকররে কইলা, 'ওবা, বাগানর অউ
কামলাইন্তরে আনিয়া, শেষর জন থাকি পয়লা জন পর্যন্ত হকলর রোজ
দিলাও।' 9 বিয়ালি বালা যেরা কামো লাগছিল, তারা একশো করি পাইলো।
10 ইতা দেখিয়া পয়লা যারা কামো লাগছিল, তারা মনো করলো তারা আরো
বেশি টেকা পাইবো, অইলে গিরস্তে এরা হকলরে এক হমান রোজ দিলা।
11 এরদায় পয়লা দল অউ গিরস্তর উপরে বেজার অইয়া কইলা, 12 'আমরা
হারা দিন ধরি রইদে জলি-পুড়ি কাম করিয়া একশো টেকা পাইলাম। অইলে
তারা হেশে আইয়া থুড়া সময় কাম করায়ও, আপনে তারারে আমরার হমান
টেকা দিলা।'
13 "তেউ গিরস্তে তারার একজনরে কইলা, 'ওবা, আমি অইন্যায় কুন্তা
করছি নি, তুমি নিজেউ তো একশো টেকায় কাম করতে রাজি অইছো না নি?
14 অখন তুমার পাওনা লইয়া তুমি যাও। আমি আমার নিজর ইচ্ছায় হকলরে
এক হমান দিছি। 15 আমার নিজর ছামানা, নিজর ইচ্ছামতো খরচ করার
অধিকার নাই নি? আমি তারারে দয়া করায় তুমার চখুত জলের নি?' "
16 অউ কিচ্ছা হুনানির বাদে ইছায় কইলা, "বুজছো নি, যেরা খরর
কাতারো আছে তারা আগে আইবো, আর আগর কাতারর তারা খরে
যাইবো।"

তিছরা বার নিজর মউতর আগাম খবর

17 বাদে তাইন যেবলা জেরুজালেম মুখা রওয়ানা অইযিতা, অউ সময়
তান বারোজন সাহাবিরে আলগা হরাইয়া নিয়া কইলা, 18 "হুনো, আমরা
অখন জেরুজালেম যাইরাম। হনো আমি বিন-আদমরে ধরিয়া বড় ইমাম আর
মৌলানা অকলর আতো সপি দেওয়া অইবো। তারা বিচার করিয়া কাতল
করার রায় দিবা। 19 আমারে ভিন-দেশি অকলর আতো সমজাইবা। তারা
আমারে ঠাট্টা-মশকরা করিয়া, বেজুইতা চাবুক মারিয়া, লাকড়ির সলিবো
লটকাইয়া কাতল করবা। মউতর তিন দিনর দিন আমি হিরবার জিন্দা অইয়া
উঠমু।"

মন্ত্রী অওয়ার লাগি অনুরোধ

20 বাদে জিবুদিয়ার দুইও পুয়ারে লইয়া তারার মা'য় ইছার গেছে আইলা।
আইয়া কুন্তা চাওয়ার আশায় তান পাওয়ো পড়লা। 21 ইছায় বেটিরে
জিকাইলা, "আপনে কিতা চাইন?" বেটিয়ে কইলা, "হুজুর, আমার এগু
পুয়ারে আপনার রাজত্বর ডাইনর গদি, আর আরোগুরে বাউর গদিখানো
বইবার সুযোগ দিবা নি?"
22 ইছায় তারারে জুয়াপ দিলা, "তুমরা তো বুজরায় না, তুমরা কিতা
চাইরায়। আমি যে দুখ-মছিবতর পিয়ালাদি খাইমু, ইতা কুনু তুমরা খাইতায়
পারবায় নি?" তারা কইলা, "জিঅয়, পারমু।" 23 তাইন কইলা, "আইচ্ছা,
আমি যে পিয়ালাদি খাইমু তুমরাও অউ পিয়ালাদি খাইবায়, অইলে আমার
ডাইনে বা বাউয়ে বওয়ানির এখতিয়ার তো আমার আতো নায়। আমার
বেহেস্তি বাফ আল্লায় যারার লাগি ই গদি ঠিক করছইন, খালি তারাউ
পাইবা।"
24 জিবুদিয়ার দুইও পুয়ার আরজি হুনিয়া, বাকি দশোজন সাহাবি এরার
উপরে খুব বিরক্ত অইলা। 25 তেউ ইছায় এরা হকলরে কান্দাত আনিয়া
কইলা, "তুমরা তো জানো, বিধর্মী জাতির রাজা অকল তারার প্রজার উপরে
হুকুম জারি করে, আর তারার জমিদার অকলে গুলামর উপরে বেটাগিরি
করে। 26 অইলে তুমরার মাজে তো ইলা অওয়া ঠিক নায়। তুমরার কেউ দামি
বনতে চাইলে, হে তুমরার খেজমত করউক। 27 আর কেউ বড় অইতে
চাইলে, হে হকলর গুলামি করউক। 28 মনো রাখিও, আমি বিন-আদমেও

খেজমত পাওয়াত আইছি না, আইছি তো খেজমত করাত। আর বউত মানষর জান বাচানির লাগি, নিজর জান বিলাই দেওয়াত আইছি।”

হজরত ইছায় দুই জন আন্দারে ভালা করলা

29 হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া যিরিহো টাউন থাকি
রওয়ানা অইগেলা, অউ সময় বউত মানুষ তান খরে খরে গেলা। 30 যাওয়ার
সময় পথর কান্দাত দুই আন্দা বেটা বওয়াত আছিল। তাইন অউ পথেদি
যাইরা হুনিয়া তারা জুরে জুরে চিল্লাইয়া কইলো, “ও হুজুর, ও দাউদ নবীর
আওলাদ, আমরারে রহম করইন।” 31 চিল্লানি হুনিয়া অনর মানষে তারারে
ধমক দিলা। অইলে তারা আরো জুরে জুরে চিল্লাইয়া কইলো, “ও হুজুর, ও
দাউদ নবীর আওলাদ, আমরারে রহম করইন।”
32 এরার চিল্লানি হুনিয়া তাইন উবাই গেলা, উবাইয়া অউ দুইও আন্দারে
কান্দাত আনাইয়া জিকাইলা, “কিতাবা, কিতা চাও? আমি তুমরারে কিতা
করতাম?” 33 তারা কইলো, “হুজুর, আমরার চউখ গুইন ভালা করি
দেউক্কা।” 34 ইখান হুনিয়া তান দরদ হামাই গেল। তাইন তারার চউখ আতাই
দিলা, লগে লগেউ তারার চউখ ভালা অইগেল। বাদে তারাও তান খরে
খরে রওয়ানা অইলো।

পবিত্র জেরুজালেমো হজরত ইছা

21 হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া জেরুজালেমর কাছাত,
জয়তুন পাড়র লগে বায়ত-ফাইজ্জা গাউত আইয়া আজিলা। অনো
আইয়া তান দুইজন সাহাবিরে কইলা, 2 “তুমরা অউ ছামনর গাউত
যাও। গাউত হামাইতেউ দেখবায় এগু গাধা বান্দা আছে, লগে তার
বাইচ্চাও বান্দা। অগুইন্তর গলার দড়ি খুলিয়া অনো লইয়া আইও। 3 কেউ
কুন্তা জিকাইলে কইও, হুজুরর দরকার আছে, এরদায় নিরাম। তেউ হে লগে
লগে রাজি অইযিবো।”
4 ইতা অইলো যাতে আগর জমানার হুউ নবীর মাজদি যেতা বাতাইল
অইছে, অতা অখন ফলিযায়। 5 তাইন কইছলা, “ছিয়ন-কইনা
জেরুজালেমরে তুমরা কইও, তুমার বাদশা তুমার গেছে আইরা। তাইন খুব
নরম মিজাজি। তাইন গাধা চড়িয়া, গাধীর বাইচ্চা চড়িয়া আইরা।”
6 তেউ ইছায় যেলা হিকাই দিছলা, দুইও সাহাবিয়ে গিয়া অলা করলা।
7 অউ গাধা আর তার বাইচ্চা আনার বাদে সাহাবি অকলে নিজর গতরর
চাদ্দর খুলিয়া গাধার পিঠিত বিছাই দিলা, তেউ ইছা এর উপরে ছওয়ার
অইলা। 8 আরো বউত মানষে তারার গতরর চাদ্দর খুলিয়া পথর মাজে
বিছাই দিলা, আর বউতে সুন্দর সুন্দর গাছর পাতাইন ছিড়িয়া আনিয়া পথো
বিছাইলা। 9 ইছার আগে-খরে আরো বউত মানুষ যাওয়াত আছিল, এরা
জুরে জুরে মিছিল দিলা,

“বাদশা দাউদর আওলাদ, মারহাবা!
মাবুদর নামে যেইন আইরা,
তান তারিফ অউক।
বেহেস্তোও মারহাবা!”

10 হজরত ইছা জেরুজালেম আইয়া হারলে আস্তা টাউনো উলইস্তল লাগি
গেল। হুকলে জিকাইলা, “ওবা, এইন কে?” 11 মানষে কইলা, “এইন তো হউ
ইছা নবী, এন বাড়ি গালিলর নাছারত গাউত।”

জেরুজালেম কাবা শরিফরে পাক-ছাফ করা

12 বাদে জেরুজালেম আইয়া তাইন পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইলা।
হুনো কাবা ঘরর সীমানাত যেরা খরিদ-বিক্রির কারবারি আছিল, ইতারে
খেদাই দিলা। তাইন টেকার বাট্টার কারবারি অকলর কেশ বাক্স, আর পারো
বেচরা অকলর আসন উল্টাইয়া ফালাই দিলা। 13 তাইন কইলা, “আল্লার
কালামো বাতাইল অইছে, আমার ঘর অইবো এবাদতর ঘর, অইলে তুমরা
ইখানরে ডাকাইতর আড্ডাখানা বানাইলিছো।”
14 এরবাদে আন্দা, লুলা-লেংড়া মানুষ অকল ইছার গেছে বায়তুল-
মুকাদ্দছো আইলা, তাইন এরা হকলরে ভালা করলা। 15 হজরত ইছায় যে
কুদরতি মোজেজা কাম করছলা, বড় ইমাম আর মৌলানা অকলে ইতা
দেখলা। তারা হুনলা, বায়তুল-মুকাদ্দছর ভিতরে হুরুতাইন্তে কইরা,
“মারহাবা, দাউদর আওলাদ, মারহাবা।” ইখান হুনিয়া তারা জলি-পুড়ি
উঠলা। 16 তারা ইছারে কইলা, “অউ হুরুতাইন্তে কিতা চিল্লাইরা, ইতা তুমি
হুনরায় না নি?” তাইন কইলা, “অয়, হুনিয়ার তো। আল্লার কালামো পড়ছইন
না নি, ‘নাবালিক হুরুতাইন্তর মুখ থাকি তুমি তুমার তারিফ আদায় করছো’?”
17 বাদে হজরত ইছা তারার গেছ থাকি গেলাগি, গিয়া টাউনর বারে বায়ত-
আনিয়া গাউত রাইত রইলা।

মজবুত ইমানর মুনাজাত

18 বাদর দিন বিয়ানে বায়ত-আনিয়া থাকি জেরুজালেম টাউনো আওয়ার
সময় তান পেটো ভুক লাগলো। 19 অউ তাইন পথর কান্দাত এগু ডুমুর গাছ
দেখিয়া, অগুর ফল খাওয়ার খিয়ালে গাছর ধারো গেলা। গিয়া দেখলা,
গাছর মাজে খালি পাতা, কুনু ফল নাই। তাইন অউ গাছরে কইলা, “তুমার
মাজে যানু আর কুনুদিন ফল না ধরে।” অখান কওয়ার লগে লগেউ গাছটা
হুকাইয়া মরিগেল। 20 সাহাবি অকলে ইতা দেখিয়া তাইজ্জুব অইয়া কইলা,
“গাছটা অতো জলদি হুকাই গেল কিলা?” 21 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আমি
তুমরারে হাছাউ কইরাম, তুমরা যুদি দিলর মাজে সন্দয় না করিয়া, পুরাপুর
ইমানে মজবুত থাকো, তে আমি অউ ডুমুর গাছরে যেতা করছি, তুমরাও
অলা পারবায়। খালি ইখান নায়, তুমরা যুদি অউ পাড়োরে কও, ‘উড়িয়া
গিয়া দরিয়াত পড়ো,’ তে অলাউ অইবো। 22 তুমরা যুদি খালিছ নিয়তে
একিন করিয়া দোয়া করো, তে তুমরা যেতা চাইবায়, অতাউ পাইবায়।”

বায়তুল-মুকাদ্দছো হজরত ইছা আল-মসী

23 বাদে হজরত ইছা হিরবার বায়তুল-মুকাদ্দছো আইয়া ওয়াজ-নছিয়ত
করাত আছলা। অউ সময় বড় ইমাম আর মুরব্বি অকল আইয়া তানরে
জিকাইলা, “আইচ্ছা, কওছাইন, তুমি কুন এখতিয়ারে ইতা কররায়? কে
তুমারে ই খেমতা দিছে?” 24 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আমিও আপনারারে
একখান ছওয়াল করিয়ার, আপনারা এর জুয়াপ দিলাইলে আমিও কইমু, কুন
এখতিয়ারে আমি ইতা কররাম। 25 আপনারা কউক্কাছাইন, হজরত এহিয়ায়
তরিকার গোছল দেওয়ার এখতিয়ার কার গেছ থাকি পাইছলা? মানষর গেছ
থাকি, না আল্লার গেছ থাকি?” ইখান হুনিয়া তারা কানে কানে মাতিলা,
“আমরা যুদি কই, আল্লার গেছ থাকি, তে হে কইবো, তাইলে তুমরা তান
উপরে ইমান আনলায় না কেনে? 26 আর যুদি কই, মানষর গেছ থাকি, তে
মানষে আমরারে মারবা, কারন মানষে তো এহিয়ারে নবী কইয়া মানইন।”
27 এরলাগিউ তারা জুয়াপ দিলা, “আমরা ইখান জানি না।” ইছায় কইলা,
“তে আমিও কইতাম নায়, কুন খেমতায় আমি ইতা কররাম।”
28 এরবাদে ইছায় কইলা, “আইচ্ছা, আপনারা কিতা মনো করইন?
ধরউক্কা, এক বেটার দুই পুয়া আছিল। বেটায় তার বড় পুয়ারে কইলো, ‘তুমি
আইজ আংগুরর বাগানো কামো যাও।’ 29 পুয়ায় পয়লা কইলো, ‘আমি
পারতাম নায়।’ অইলে বাদে তার মন বদলাইয়া কামো গেল। 30 বাদে বেটায়
তার হুরু পুয়ার গেছে গেল, গিয়া অউ কামর কথা কইলো। হে জুয়াপ দিল,
‘আইচ্ছা আমি যাইমুনে,’ অইলে বাদে গেল না। 31 তে কউক্কাছাইন, অউ
দুইও পুয়ার মাজে কে বাফর হুকুম মানলো?” তারা কইলা, “বড় পুয়ায়।” তেউ
ইছায় কইলা, “আমি আপনাইন্তরে হাছা কথা কইরাম, ঘুষখুর তশিলদার আর
ছিনাল বেটিন আপনাইন্তর আগে অইয়া আল্লার বাদশাইত হামাইযিরা।
32 কারন এহিয়া নবীয়ে হক পথ বাতাইয়া দেওয়াত আইছলা, তা-ও
আপনারা তান কথায় ইমান আনছইন না। অইলে ঘুষখুর তশিলদার আর
ছিনাল বেটিন্তে ইমান আনলা। অতা দেখার বাদেও আপনারা ইমান
আনছইন না, তৌবাও করছইন না।”

আংগুর বাগানর গিরস্তর কিচ্ছা

33 বাদে হজরত ইছায় কইলা, “আপনারা অখন আরক কিচ্ছা হুনউক্কা।
একজন গিরস্তে আংগুরর বাগান করিয়া চাইরোবায় বেড়া দিলো। বাদে
চকিদারর লাগি উচা করি একখান টং-ঘর বানাইলো আর আংগুরর রস বার
করার লাগি গাত খুদিলো। হেশে খেত বাগি দিয়া গিরস্ত বিদেশ গেলোগি।
34 আংগুর পাকিয়া হারলে গিরস্তে তার বাট নিবার লাগি, বাগিদার অকলর
গেছে তার চাকর অকল পাঠাইলো। 35 অইলে বাগিদারে গিরস্তর এক
চাকররে ধরিয়া খুব মাইর-ধইর করলো, দুছরা চাকররে পাথরদি মারিয়া জখম
করলো আর আরক চাকররে জানে মারিলিলো। 36 বাদে তাইন আরো বেশ
করি এক দল চাকর পাঠাইলা, অইলে বাগিদার অকলে তারার লগেও
অউলা ব্যেহার করলো। 37 হেশ-মেশ গিরস্তে তান নিজর পুয়ারে তারার
গেছে পাঠাইলা, মনো করলা, তারা তান পুয়ারে দাম দিবো। 38 অইলে
বাগিদার অকলে পুয়ারে দেখিয়া, একে-অইন্যে পরামিশ করি কইলো, অউ
পুয়াউ তো বাদে ই সম্পত্তির মালিক অইবো। তে আও, অগুরে মারিলাই,
তেউ আমরাউ ইতার মালিক বনিযিমু। 39 কইয়াউ তারা পুয়ারে ধরিয়া
আংগুর বাগানর বারে নিয়া জানে মারিলিলো। 40 অখন কউক্কাছাইন,
বাগানর মালিক যেবলা আইবা, আইয়া অউ বাগিদার অকলরে কিতা
করবা?” 41 তারা কইলা, “তাইন আইয়া তো অউ নাফরমান অকলরে খুন
করবা আর সময় মত যেরা ফসলর বাট দিবো, তারার গেছে খেত বাগি
দিবা।” 42 হজরত ইছায় কইলা, “আপনারা আল্লার কালামো পড়ছইন না নি,

রাজ মেস্তইর অকলে যে পাথররে বেকামা কইয়া ফালাই দিছিল,
অকটা দিয়াউ ঘরর ইয়ান খুটি অইলো।
মাবুদে নিজেউ ইতা অওয়াইলা,
ইতা দেখিয়া তো আমরার তাইজ্জুবি লাগের।

43 এরলাগি কইরাম, আল্লার বাদশাই আপনারার গেছ থাকি কাড়িয়া নেওয়া
অইবো। আর যেরার জিন্দেগিত অউ বাদশাইর ফল দেখা যাইবো, তারারেউ
অউ বাদশাই দেওয়া অইবো। 44 হুনো, অউ পাথরর উপরে যে জন পড়বো,
হে টুকরা টুকরা অইযিবো। আর অউ পাথরও যার উপরে পড়বো, হে-ও
চুরমার অইযিবো।”
45 ইছার অউ তালিম হুনিয়া বড় ইমাম আর ফরিশি অকলে বুজিলিলা,
তাইন ইতা তারার বিপক্ষেউ কইরা। 46 এরদায় তারা ইছারে ধরিলিতো
চাইলো। অইলে মানষরে ডরাইয়া তানরে কুন্তা করলো না। মানষে তো
হজরত ইছারে নবী হিসাবে মানতা।

বিয়া বাড়ির দাওতর কিচ্ছা

22 হজরত ইছায় হিরবার তারারে আরো কিচ্ছা হুনাইলা। তাইন
কইলা, 2 “বেহেস্তি বাদশাই অলা এক বাদশার লাখান, যে বাদশায়
তান পুয়ার বিয়ার খানির বেবস্তা করলা। 3 আর দাওতি মেহমান
অকলরে আনার লাগি তান কয়জন চাকররে পাঠাইলা, অইলে তারা কেউ
আইলো না। 4 বাদে তান আরো চাকররে অখান হিকাই দিয়া পাঠাইলা,

কইলা, ‘তুমরা গিয়া মেহমান অকলরে কইও, আমি আমার তাজা বিছাল আর ডেকাইন জবো করিয়া খানি জুইত করছি। অখন খানি তিয়ার অইগেছে, আপনারা আইয়া খাইলাউক্কা।’
5 “দাওতি অকলে এরার কথাও না হুনিয়া, কেউ তার নিজর খামারো আর
কেউ তার দোকানো গেলগি। 6 আর বাকি মানষে অউ চাকর অকলরে ধরিয়া
বেইজ্জত করিয়া খুন করিল্লো। 7 বাদশায় ইতা হুনিয়া গুছায় আগুইন
অইগেলা। তাইন নিজর সিপাই দল পাঠাইয়া হউ খুনি অকলরে বিনাশ
করলা, তারার আস্তা টাউন আগুইনদি জালাইলিলা। 8 বাদে তান চাকর
অকলরে কইলা, ‘খানি তো তিয়ার অইগেছে, অইলে যেতারে দাওত
দিছলাম, ইতা তো ই দাওতর জুকা নায়। 9 তে হুনো, তুমরা অখন রাস্তার
মুরায় মুরায় যাও, গিয়া যতো মানষরে পাইবায়, তারা ইক্কলরে বিয়ার
আসরো লইয়া আও।’ 10 বাদশার হুকুম পাইয়া তারা বার অইয়া গিয়া বাদ-
ভালা যতো জনরে পাইলো, হকলরে আনলো। এরলাগি মেহমানে আস্তা
বিয়া বাড়ি ভরি গেল।
11 “এরবাদে বাদশায় মেহমানর লগে দেখা করাত আইলা, আইয়া
মজলিছর ভিতরে হামাইয়া দেখইন, এক বেটায় সাধারন কাপড় ফিন্দিয়া
খানিত আইচ্ছে। 12 তাইন এরে জিকাইলা, ‘ওবা, বিয়া বাড়ির জুকা কাপড়
না ফিন্দিয়া ইনো হামাইলে কিলা?’ অইলে হে কুনু জুয়াপ দিতো পারলো না।
13 তেউ বাদশায় তান গুলাম অকলরে হুকুম দিলা, ‘অগুর আত-পাও
বান্দিয়া বারে নিয়া আন্দাইর গাতো ফালাই দেও।’ হনো মানষে কান্দা-কাটি
করবা আর জালা-যন্ত্রনায় দাত কিড়িমিড়ি খাইবা।”
14 কিচ্ছার বাদে ইছায় কইলা, “এরলাগিউ আমি কইরাম, দাওত পাইছইন
বউতে, অইলে পছন্দ অইছইন কম।”

খাজনার বেয়াপারে দুশমন অকলর প্রশ্ন

15 অখান হুনিয়া ফরিশি দলর মানুষ ইছার গেছ থাকি হরিয়া গেলাগি, গিয়া
পরামিশ করলা তানরে কিলা কথার ফান্দো ফালাইল যায়। 16 তেউ তারা
নিজর কয়জন সাগরিদ আর রাজা হেরোদর দলর কিছু মানষরে ইছার গেছে
পাঠাইলা। অতায় আইয়া কইলা, “হুজুর, আমরা তো জানি, আপনে একজন
হক মানুষ। হক-হালাল পথে মানষরে আল্লার রাস্তা বাতাই দিরা। কে কিতা
মনো করে বা না করে, ইতায় আপনার কুন্তাউ যায় আয় না, আপনে তো মুখ
চাইয়া কুন্তা করইন না। 17 তে আমরারে বাতাই দেউক্কা, হজরত মুছার
শরিয়ত মাফিক রোমান বাদশারে খাজনা দেওয়া জাইজ নি? আমরা তানরে
খাজনা দিতাম নি, না দিতাম না?”
18 ইতার কু-পরামিশ তাইন বুজিলিলা, বুজিয়া কইলা, “ও ভন্ড অকল,
তুমরা কেনে আমারে পরিক্ষা করবায়? 19 যে টেকাদি খাজনা দেইন, অতা
এগু টেকা আমারে দেখাও।” অউ তারা একটা দিনার আনিয়া ইছার আতো
দিলা। 20 তাইন জিকাইলা, “ই পয়সার উপরে কার নাম আর ছবি?” 21 তারা
কইলা, “রোমান বাদশার।” তাইন কইলা, “তে হুনো, বাদশার যেতা ইতা
বাদশারে দেও, আর আল্লার যেতা ইতা আল্লারে দেও।” 22 ইখান হুনিয়া
তারা তাইজ্জুব বনিয়া তান গেছ থাকি গেলাগি।

মরন বাদে জিন্দা অওয়ার প্রশ্ন

23 অউ দিন সিদ্দেকিয়া মজহবর কয়জন মানুষ ইছার কান্দাত আইলা।
এরা একিন করইন, মউতর বাদে কুনু মানুষ আর জিন্দা অইয়া উঠইন না।
এরদায় তারা ইছারে ফান্দো ফালাইবার লাগি জিকাইলা, 24 “হুজুর, হজরত
মুছায় কইছইন, কেউ যুদি তার বউরে নিআওলাদি হালতে থইয়া মারা যায়,
তে তার ভাইয়ে অউ ড়াড়ি বেটিরে বিয়া করিয়া তার ভাইর বংশ বাচাইতে
অইবো। 25 তে আমরার অনো এক পরিবারো সাত ভাই আছিল। বড় জনে
বিয়া করিয়া নিআওলাদি হালতে মারা গেল। 26 বাদে দুছরা ভাইয়ে তার অউ
ড়াড়ি ভাবিরে বিয়া করি মারা গেল। অউ নমুনায় তিছরা ভাই থাকি শুরু
করিয়া সাতো ভাইয়ে অউ বেটিরে বিয়া করলো। 27 হেশে অউ বেটিও মারা
গেল। 28 তে কউক্কাছাইন, মরন বাদে যেবলা তারা জিন্দা অইয়া উঠবা, অউ
সময় ই বেটি, এরা কুন ভাইর বউ অইবো? তারা হকলেউ তো ই বেটিরে
বিয়া করছিল।”
29 তাইন জুয়াপ দিলা, “আপনারা তো আল্লার কালাম জানইন না, আল্লার
কুদরতি বেয়াপারও বুজইন না। এরদায় আপনারা ই ভুল কররা। 30 হুনউক্কা,
মুর্দা অকল যেবলা জিন্দা অইয়া উঠবা, অউ সময় তারা বিয়া-শাদি করতা
নায়, কেউ তারারে বিয়া দিতোও নায়। এরা তো ফিরিস্তার লাখান বনিযিবা।
31 মুর্দা অকল জিন্দা অওয়ার বেয়াপারে আল্লায় কিতা বাতাইছইন, ইতা
আপিনারা কিতাবো পড়ছইন না নি? 32 কিতাবো লেখা আছে, ‘আমি
ইব্রাহিমর আল্লা, ইছহাকর আল্লা আর ইয়াকুবর আল্লা।’ অখান থাকি বুজা
যায়, অউ নবী অকলর উফাত অইলেও এরা তো আল্লার চখুত অখনও
জিন্দা আছইন। আল্লা তো মুর্দা অকলর মাবুদ নায়, তাইন জিন্দা অকলর
মাবুদ।” 33 ই তালিম হুনিয়া তারা তাইজ্জুব অইগেলা।

হকল থাকি বড় হুকুম কিতা?

34 ফরিশি অকলে যেবলা হুনলা, সিদ্দেকিয়া মজহবর মানষে ইছার মাতর
কুনু জুয়াপ দিতা পারছইন না, তেউ তারা হকল একখানো অইলা। 35 তারার
দলর একজন মৌলানা আইয়া ইছারে পরিক্ষা করার লাগি জিকাইলা,
36 “হুজুর, মুছার শরিয়তর মাজে হকল থাকি বড় হুকুম কুনটা?”
37-38 ইছায় জুয়াপ দিলা, “হকল থাকি বড় হুকুম অইলো, ‘তুমরার আস্তা
দিল, আস্তা জান, আস্তা মন আর হকল শক্তি দিয়া তুমরার মাবুদ আল্লারে
মহব্বত করিও।’ 39 দুছরা হুকুমও অউ লাখান, ‘তুমরার আরি-ফরিরে নিজর
লাখান মায়া করিও।’ 40 অউ দুইও হুকুমর উপরে আস্তা তৌরাত শরিফ আর
আছমানি কিতাব অকল নির্ভর করে।”

আল-মসী কে?

41 ফরিশি অকল একখানো দলা রইছইন, অউ সময় ইছায় তারারে
জিকাইলা, 42 “আল-মসীর বেয়াপারে আপনারা কিতা জানইন? তাইন কার
আওলাদ?” তারা কইলো, “দাউদ নবীর আওলাদ।” 43 তেউ ইছায় তারারে
কইলা, “তে পাক রুহর বলে দাউদ নবীয়ে কিলা আল-মসীরে তান নিজর
মুনিব কইছইন? দাউদে তো কইছইন,

44 মাবুদে আমার মুনিবরে কইলা,
আমি যতো সময় তুমার দুশমন অকলরে
তুমার পাওর তলাত না ফালাই,
অতো সময় তুমি আমার ডাইনর তখতো বও।

45 দাউদে যেবলা নিজেউ আল-মসীরে তান মুনিব কইছইন, তে আল-মসী
কেমনে দাউদর আওলাদ অইবা?”
46 তারা এর কুনু জুয়াপ দিতা পারলা না, আর অউ দিন থাকি কেউ
তানরে কুন্তা জিকানিরও সাওস পাইলো না।

নেতা অকলরে হজরত ইছার হুশিয়ারি (২৩:১-২৫:৪৬)

মৌলানা অকলর লাগি আফছুছ

23 হজরত ইছায় তান লগর মানষরে আর সাহাবি অকলরে কইলা,
2 “মুছা নবীর শরিয়ত তালিম দিবার এখতিয়ার তো মৌলানা আর
ফরিশি অকলর আতো। 3 এরলাগি তারা যেতা কইন, অতা মানিও,
আর যেতা আমল করার হুকুম দেইন, অতা আমল করিও। অইলে তারা
নিজে যেতা করইন, তুমরা ইতা করিও না। কারন, তারা মুখ দিয়া যেলা কইন,
ইলা কাম করইন না। 4 তারা আম মানষর কান্দো বড় বড় গাইট তুলিয়া
দেইন, অইলে সাইয্যর লাগি তারা একটা আংগুলও লাড়াইন না। 5 তারা
খালি মানষরে দেখানির লাগি হকলতা করইন। আল্লার কালামর আয়াত
দিয়া বড় বড় তাবিজ বান্দইন আর নিজর পরেজগারি দেখানির লাগি লাম্বা
লাম্বা পাউগড়ি বান্দইন। 6 তারা খানির মজলিছো ভালা ভালা জাগা
তুকাইন আর মছিদো হামাইয়া ছামনর কাতারো বইতা চাইন। 7 বাজার-
আটো গিয়া ছালাম পাইতে খুব পছন্দ করইন, আর চাইন মানষে তারারে
হুজুর হুজুর করউক।
8 “অইলে তুমরারে কেউ হুজুর হুজুর করউক, ইতা আশা করিও না।
তুমরার আসল হুজুর তো খালি একজনউ আছইন, তুমরা খালি ভাই ভাই
রইও। 9 ই দুনিয়াত কেউরেরে বাবা কইয়া ডাকিও না, কারন তুমরার বাতুনি
বাফ তো একজনউ, তাইন বেহেস্তো আছইন। 10 কেউ তুমরারে নেতা কইয়া
ডাকউক, ইতা আশা করিও না। তুমরার নেতা তো একজনউ, তাইন অইলা
আল-মসী।
11 “তুমরার মাজে যেইন হকল থাকি বড়, এইন তুমরার খেজমত করউক।
12 যে জনে নিজরে বড় মনো করে, তারে হুরু করা অইবো। আর যে নিজরে
হুরু মনো করে, তারে বড় করা অইবো।
13 “হায়রে মৌলানা আর ফরিশির দল, আফছুছ তুমরার লাগি, তুমরা ভন্ড!
তুমরা মানষর ছামনে বেহেস্তি বাদশাইর দুয়ার বন্দ করি থইছো। তুমরা
নিজেও অনো হামাইরায় না, মানষরেও হামাইতে দিরায় না। 14 হায়রে ভন্ড
মৌলানা আর ফরিশির দল, মানষরে দেখানির লাগি তুমরা লাম্বা লাম্বা দোয়া
করো, হিরবার ড়াড়ি বেটিন্তর জাগা-মিরাসও দখল করো। এরলাগি তুমরার
কঠিন সাজা অইবো। 15 হায়রে ভন্ড মৌলানা আর ফরিশির দল! একজন
মানষরে তুমরার দলো নিবার লাগি সাত সমুদ্র তের নদী পার অইয়া তুমরা
দৌড়াও। অইলে হে তুমরার দলো হামাইয়া হারলে, তারে তুমরা থাকি আরো
বড় দোজখি বানাও।
16 “হায়রে আন্দা পথ দেখাওরা! তুমরা নিজে আন্দা অইয়া অইন্যরে কিলা
পথ দেখাও? তুমরা তো কও, বায়তুল-মুকাদ্দছর নামে কছম খাইলে কুন্তা অয়
না, অইলে বায়তুল-মুকাদ্দছর সোনার নামে কছম খাইলে মানতে অইবো।
17 হায়রে আন্দা বেঅাখলর দল, কুনখান বড়? বায়তুল-মুকাদ্দছ, না সোনা?
বায়তুল-মুকাদ্দছেউ তো অউ সোনারে পাক-পবিত্র করে। 18 হিরবার তুমরা
কও, কুরবানি খানার নামে কেউ কছম করলে কুন্তা অয় না, অইলে কুরবানির
চিজর নামে কছম করলে মানতে অইবো। 19 ও আন্দা অকল, কুনখানি বড়?
কুরবানি খানা, না কুরবানির চিজ? অউ কুরবানি খানায়উ অউ চিজরে পাক-
পবিত্র করে না নি? 20 এরলাগি যে জনে কুরবানি খানার নামে কছম করে, হে
কুরবানি খানা আর কুরবানির চিজ, ই দুইওতার নামেউ কছম করে।
21 অলাউ বায়তুল-মুকাদ্দছর নামে যে জনে কছম করে, হে-ও বায়তুল-
মুকাদ্দছ আর এর ভিতরে যেইন থাকইন, তান নামেউ কছম করে। 22 যে
জনে বেহেস্তর নামে কছম করে, হে আল্লার আরশ আর আরশো যেইন
আছইন, তান নামেউ কছম করে।
23 “হায়রে ভন্ড মৌলানা আর ফরিশির দল! তুমরা গুয়ামুরি, পদিনা পাতা,
আর জিরার দশ বাটর এক বাট আল্লার ওয়াস্তে যকাত দিরায়, অইলে মুছা
নবীর শরিয়তর হুকুম মাফিক আরো জরুরি বেয়াপার, মানি হক ইনছাফ, দয়া
আর আল্লার মহব্বত তুমরা বাদ দিলাইছো। তে পয়লা হুকুম আমল করার
লগে লগে বাদরতাও আমল করা জরুর। 24 তুমরা নিজেউ আন্দা, অথচ

আরক জনরে পথ দেখাইরায়। তুমরা এগু মশাও ছাকিয়া তুলো, অইলে উটরে গিলিলাও।
25 “হায়রে ভন্ড মৌলানা আর ফরিশির দল! তুমরা তো বাসন-বর্তনর বারগালা ভালা করি ছাফ করো, অইলে ইতার ভিতর গালা জুলুম আর লোভ-লালছে ভরা। 26 হায়রে আন্দা ফরিশির দল, তুমরা পয়লা অতার ভিতর ছাফ করো, তেউ বারগালা এমনেউ ছাফ অইবো।
27 “হায়রে ভন্ড মৌলানা আর ফরিশির দল! তুমরা অইলায় চুন-কাম করা কয়বরর লাখান, এর বারগালা চকচকা অইলেও ভিতরে তো খালি মরা মানষর আড্ডি-গুড্ডি আর খাছরায় ভরা। 28 ঠিক অউ লাখান, মানষে মনে করইন তুমরা খুব পরেজগার, আসলে তুমরার দিল তো ভন্ডামি আর নাফরমানিয়ে ভরা।
29 “হায়রে ভন্ড মৌলানা আর ফরিশির দল! তুমরা নবী অকলর রওজারে সুন্দর করি পাক্কা করো, আর অলি-আউলিয়ার মাজাররে চকচকা করি হাজাও। 30 আর তুমরা কও, ‘ইস, আমরা যুদি আমরার বাফ-দাদার জমানাত দুনিয়াত আইতাম, তে নবী অকলরে কাতল করার বালা বাফ-দাদার লগে গেলাম না অনে।’ 31 অউ মাতে তুমরা পরমান দিরায়, নবী অকলরে যেতায় কাতল করছলা, অতার বংশধরউ তুমরা। 32 তে তুমরার বাফ-দাদাইন্তে যেতা শুরু করিয়া গেছইন, তুমরা অতার বাকি গালা পুরা কররায়।
33 “ও হাফর বাইচ্চাইন, দোজখর আজাব থাকি তুমরা কিলা বাচতায়? 34 এরলাগি আমি তুমরার গেছে নবী-রছুল, আর আলিম-উলামা পাঠাইয়ার। এরার মাজর কয়জনরে তুমরা কাতল করবায়, কয়জনরে দুখ-কষ্টর সলিবো লটকাইয়া মারবায়। আর কয়জনরে তুমরার মছিদো হারাইয়া চাবুক মারিয়া, এক গাউ থাকি আরক গাউত খেদাইয়া নিবায়। 35 এরদায়উ নির্দুষি হউ হাবিলর লউ থাকি বারাখিয়ার পুত জাকারিয়ারে কাতল করা পর্যন্ত, দুনিয়াত যতো খুন-খারাপি অইছে, ইতা হকল খুনর দায়ী অইবায় তুমরা। অউ জাকারিয়ারে তো বায়তুল-মুকাদ্দছর ভিতরর কুরবানি খানা আর খাছ পাক জাগার মাজখানো কাতল করা অইছিল। 36 আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, অউ তামাম খুনর দায়ী অইবায় ই জমানার মানুষ।

জেরুজালেমর লাগি আফছুছ

37 “জেরুজালেম! হায়রে জেরুজালেম টাউন! তুমি নবী অকলরে কাতল করো, তুমার গেছে যারারে পাঠাইল অয়, তুমি তারারে পাথর মারো। মুরগিয়ে যেলা তাইর বাইচ্চারে ডাখনার তলে আশ্রয় দেয়, আমিও অউলা তুমার মানষরে আশ্রয় দিতাম চাইছি, অইলে তারা হুনলা না। 38 ও জেরুজালেমর বাসিন্দা অকল, তুমরার চখুর ছামনেউ তুমরার বসত খানা খালি বাড়ি অইবো। 39 আমি তুমরারে কইরাম, যতদিন তুমরা ইখান না কইবায়, ‘মুবারক তাইনউ, আল্লার নাম লইয়া যেইন আইরা,’ অতো দিন তুমরা আর আমারে দেখতায় নায়।”

কিয়ামতর আলামত

24 হজরত ইছা বায়তুল-মুকাদ্দছ থাকি বার অইয়া যাইরাগি, অউ সময় তান সাহাবি অকল তান গেছে আইলা, তানরে বায়তুল-মুকাদ্দছর সুন্দর সুন্দর দলান দেখানির লাগি। 2 তাইন কইলা, “আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, তুমরা অউ যেতা বড় বড় দলান দেখরায়, ইতার দুই ইট একখানো রইতো নায়, হকলতা মাটিত মিশিযিবো।”
3 বাদে তাইন যেবলা জয়তুন পাড়র উপরে বওয়াত আছলা, অউ সময় সাহাবি অকলে আইয়া তানরে নিরালায় জিকাইলা, “হুজুর, আমরারে কইবা নি, ইতা কুন সময় অইবো? কুন আলামত দেখিয়া আমরা বুজমু, আপনার আওয়ার সময় আর কিয়ামতরও সময় আইচ্ছে?” 4 ইছায় কইলা, “দেখিও, কেউ যানু তুমরারে না টগে। 5 বউত জনে আমার নাম ধরিয়া আইবো, আইয়া কইবো, আমিউ আল-মসী, কইয়া বউতরে টগিবো। 6 হুনো, যুদ্ধর আওয়াজ আর লাড়াইর খবর তুমরা পাইবায়, অইলে ইতায় ডরাইও না। ইতা নিচয় ঘটবো, ঘটলেও ইতা তো শেষ নায়। 7 এক জাতিয়ে আরক জাতির লগে, এক দেশে আরক দেশর লগে লাড়াই করবো। বউত জাগাত ভৈছাল আর নিদান দেখা দিবো। 8 অইলে ইতা তো খালি মছিবতর শুরু।
9 “অউ সময় আইলে মানষে তুমরারে জুলুম করার লাগি ধরাই দিবো আর খুন করাইবো। আমার লাগি হকল জাতিয়ে তুমরারে ঘিন্নাইবো। 10 তেউ বউত জন পিছলিযিবো, একে-অইন্যরে ঘিন্নাইবো আর ধরাই দিবো। 11 বউত ভন্ড নবী আইয়া মানষরে টগিবা। 12 নাফরমানির পরিমান বাড়িযিবো, এরলাগি বউত মানষর মায়া-মমতা কমিযিবো। 13 অইলে হেশ পর্যন্ত যেরা টিকিয়া রইবা, এরাউ রেহাই পাইবা। 14 হকল জাতির গেছে সাক্ষি হিসাবে বেহেস্তি বাদশাইর খুশ-খবরি তবলিগ করা অইবো, এরবাদেউ কিয়ামত আইবো।

আখেরি জমানার হালত

15 “হজরত দানিয়াল নবীর মুখ থাকি যে বেজুইতা নফরতি জিনিসর কথা জানাইল অইছে, তুমরা অউ পাক জাগাত ই জিনিস দেখবায়। যে জনে তিলাওত করের, হে বুজউক। 16 অউ সময় যেরা এহুদিয়া জিলাত থাকবা, তারা পাড়েদি গিয়া বগিউক। 17 হিদিন কেউ যুদি ঘরর চালর উপরে থাকে, হে তার ঘরর মাল-ছামানা নিবার লাগি, লামাত লামিয়া ঘরর ভিতরে না হামাউক। 18 যেরা বন্দর মাজে আছে, তারার গতরর চাদ্দর নিবার লাগি বাড়িত না আউক। 19 অউ সময় যেতা বেটিন্তর পেটো হুরুতা, আর যেরা হুরুতারে বুকুর দুধ খাওয়াইরা, তারার বড় মছিবত অইবো। 20 তুমরা দোয়া করো, শীতর দিনো বা জুম্মাবারে যানু তুমরার বাগিয়া যাওয়া না লাগে। 21 অউ সময় অতো বেজুইতা কষ্ট অইবো, যেতা দুনিয়ার পয়লা থাকি আইজ পর্যন্ত কুনুদিন অইছে না, আর অইতোও নায়। 22 মাবুদে যুদি ই সময়রে কমাইয়া না দিতা, তে কেউ জিন্দা রইলো না অনে। অইলে আল্লায় তান পছন্দ করা বন্দা অকলর লাগি ই সময় কমাইয়া দিবা।
23 “হি সময় কেউ যুদি তুমরারে কয়, ‘হুনছো নি, আল-মসী বুলে অনো আইছইন’ বা ‘হুনো আইছইন’ তে তুমরা একিন করিও না। 24 কারন আল-মসী নাম লইয়া বউত ভন্ড আইবা, নবী হাজিয়াও বউত ভন্ড আইবা। ইতায় বউত বড় বড় আচানক কেরামতি কাম দেখাইবা। তারা চাইবা, সুযোগ পাইলে আল্লার পছন্দ করা বন্দারে ধুকা দিয়া বে-পথে নিতাগি। 25 দেখিও, আমি ইতা হক্কলতা তুমরারে আগেউ জানাই দিলাম।
26 “হুনো, কেউ যুদি তুমরারে কয়, ‘আল-মসী বুলে মরুভুমিত আছইন,’ তে তুমরা যাইও না। যুদি কয়, ‘তাইন ঘরর ভিতরে আছইন,’ তে একিন করিও না। 27 মেঘর জিলকির লগে পুবে-পইচমে হকল বায় যেলা ফর অইযায়, আমি বিন-আদম আইলেও অলা অইবো। 28 হুনো, লাশ যেনো থাকে, হকুন এমনেউ হুনো দলা অয়।
29 “অউ মছিবতর সময় শেষ অওয়ার বাদেউ, ‘সুরুজ আন্দাইর অইযিবো, চান্দে আর ফর দিতো নায়। তেরা অকল আছমান থাকি পড়িযিবো, আছমানর কুনু শক্তিআলা চিজউ ঠিক-ঠাক রইতো নায়।’ 30 অউ সময় আছমানর মাজে আমি বিন-আদমর নিশানা দেখা যাইবো। দুনিয়ার হকল মানষে আহাজারি করবা। তারা দেখবা, আল্লার কুদরতি শক্তি আর নুরর মহিমায়, ‘মেঘর খুটিত অইয়া বিন-আদম দুনিয়াত আইরা।’ 31 অউ সময় জুরে জুরে শিংগার আওয়াজ অইবো, এর লগে লগেউ দুনিয়ার এক মাথা থাকি আরক মাথাত তাইন ফিরিস্তা অকলরে পাঠাইবা, এরা আল্লার পছন্দ করা বন্দা অকলরে চাইরোবায় থনে দলা করবা।
32 “অউ ডুমুর গাছর বায় চাইয়া তালিম লও। গাছর ডালপালা নরম অইয়া যেবলা নয়া কুড়ি বারয়, অউ সময় তুমরা বুজিলাও গরমর দিন আইচ্ছে। 33 তে অউ লাখান তুমরা যেবলা দেখবায় ইতা হকলতা ঘটের, দেখিয়া বুজিলিও, বিন-আদমও ধারো আইচ্ছইন। খালি ধারো নায়, তাইন আইয়া দুয়ারো ঠুকাইরা। 34 আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, ইতা না ঘটা পর্যন্ত ই জমানার মানুষ ফুড়াইতা নায়। 35 আছমান-জমিন হকলতা বিনাশ অইযিবো, অইলে আমার কালাম হামেশা জারি রইবো।
36 “হউ দিন আর হি সময়র বেয়াপারে খালি আমার গাইবি বাফ আল্লা ছাড়া আর কেউ জানইন না। আছমানি ফিরিস্তা বা ইবনুল্লায়ও জানইন না। 37 নুহ নবীর আমলো যে হালত অইছিল, আমি বিন-আদম দুছরা বার আওয়ার সময় ঠিক অলাখানউ অইবো। 38 বইন্যা শুরু অওয়ার আগে নুহ নবী জাজো উঠার আগ পর্যন্ত মানষে খাওয়া-দাওয়া করছে, একে-অইন্যরে বিয়া-শাদি করছে। 39 নুহ নবীর বইন্যার পানিয়ে ইতারে ভাসাইয়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত তারা কুন্তাউ টের পাইলা না। আমি বিন-আদম আইবার সময়ও ঠিক অলাখান অইবো। 40 অউ সময় দুইজন মানুষ একলগে বন্দো থাকলে, একজনরে নেওয়া অইবো আর দুছরা জনরে বাদ দেওয়া অইবো। 41 দুই বেটিয়ে একলগে বারা-বানাত থাকিলেও, এরার একজনরে নেওয়া অইবো, আরক জন বাদ পড়িযিবো। 42 এরলাগি কইরাম, তুমরা হুশিয়ার রইও, তুমরার মালিক কুন দিন আইবা, ইতা তো তুমরা জান না। 43 অইলে ইখান মনো রাখিও, চুর কুন সময় আইবো, ইখান যুদি গিরস্তে জানতো, তে তো হে হজাগ রইলো অনে আর চুররে ঘরো হামাইতে দিলো না অনে। 44 এরলাগি তুমরাও হামেশা তিয়ার রইও, যে সময়র কথা তুমরা চিন্তাও করতায় নায়, হউ সময় বিন-আদম আইবা।
45 “ইলা হক-হালালি আর আখলদার চাকর কে আছে, যার আতো তার মুনিবে দায়িত্ব দিলা হে অখতর কালো অইন্য চাকর অকলরে খানি বাটিয়া দিবো। 46 কপালি তো হউ চাকর, যারে তার মুনিবে আইয়া হক-হালাল পাইবা। 47 আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, মুনিবে অউ চাকরর আতোউ তান নিজর হকল ধন-ছামানার ভার দিবা। 48 অইলে ধরো, হউ চাকরে মনে মনে কইলো, আমার মুনিব আইতে তো বউত দেরি আছে, 49 আর অউ ফাকে হে হক্কল চাকর-বাকররে মাইর-ধইর করলো, আর মদখুরর লগে খানা-দানা করিয়া মদ খাইলো। 50 বাদে যে দিন আর যে অখতর কথা হে চিন্তাউ করতো নায়, হউ দিন আর হউ অখতো তার মুনিব আইয়া আজির অইবা। 51 তাইন আইয়া তারে কাটিয়া টুকরাইয়া ভন্ড অকলর লগে মিশাইবা। হিনো মানষে কান্দা-কাটি করবা, আর জালা-যন্ত্রনায় দাত কিড়িমিড়ি দিবা।”

বেহেস্তি বাদশা কেমনে আইবা

25 এরবাদে ইছায় কইলা, “বেহেস্তি বাদশাই অইলো অলা দশগু পুড়ির লাখান, যেতা পুড়িন্তে বিয়ার দামান্দরে আগুয়াইয়া আনার লাগি লেম-লেমটন লইয়া বার অইলো। 2 এরার মাজে পাচ জন আছিল আখলদার আর পাচ জন আছিল বেআখল। 3 বেআখল পুড়িন্তে খালি লেম লইয়া বার অইলো, লেমর কুনু তেল নিলো না। 4 অইলে আখলদার পুড়িন্তে লেমর লগে ফিফাত করি তেলও নিলো। 5 দামান্দ আইতে দেরি অওয়ায় তারা হকলউ উংগাইতে উংগাইতে ঘুমাই গেল।
6 “বাদে আধা-রাইতকুর বালা চিল্লানি হুনা গেল, ‘দামান্দ আইচ্ছইন, দামান্দ আইচ্ছইন, জলদি বারও।’ 7 চিল্লানি হুনিয়া অউ পুড়িন উঠিয়া লেম-লেমটন ঠিক করাত লাগলা। 8 হউ বেআখল পুড়িন্তে আখলদার পুড়িনরে কইলা, ‘আমরারে থুড়া তেল দেও না, আমরার লেম লিমিযারগি।’ 9 তারা কইলা, ‘আমরার গেছে যেতা তেল আছে, ইতা তো আমরারউ লাগবো। তে তুমরা দোকান থাকি তেল আনাইলাও।’ 10 অউ বেআখল পুড়িন তেল আনাত গিয়া হারলেউ দামান্দ আইল্লা। অউ সময় আখলদার অউ পুড়িন জুইত আছলা, তারা দামান্দরে লইয়া বিয়া বাড়িত হামাইলো। তারা হামানির বাদেউ দুয়ার বন্দ করা অইলো। 11 বাদে অউ বেআখল পুড়িন্তে আইয়া দুয়ার বন্দ দেখিয়া কইলা, হুনরা নি, দুয়ার খান খুলউক্কা। 12 দামান্দে জুয়াপ দিলা, আমি হাছাউ কইরাম, আমি তো তুমরারে চিনি না।”

13 অউ কিচ্ছার বাদে ইছায় কইলা, “এরদায় তুমরা হুশিয়ার রইও, হি দিন
আর হি সময়র কথা তো কেউরর জানা নাই।”

তিন চাকরর কিচ্ছা

14 তাইন আরও কইলা, “বেহেস্তি বাদশাই অলা একজন মানষর লাখান,
এইন বিদেশ যাওয়ার বালা তান চাকর অকলর আতো আস্তা সম্পত্তির ভার
সমজাই দিলা। 15 এরার যোইগ্যতা মাফিক তাইন একজনরে পাচ আজার
টেকা, দুছরা জনরে দুই আজার আর আরক জনরে এক আজার টেকা দিলা।
16 পাচ আজার টেকা যে পাইছিল, হে অউ টেকাদি কারবার করিয়া আরো
পাচ আজার লাভ করলো। 17 দুই আজার টেকা যে পাইছিল, হে-ও আরো
দুই আজার লাভ করলো। 18 অইলে এক আজার টেকা যে পাইছিল, হে তার
মালিকর ই টেকা কামো না লাগাইয়া গাত খুদিয়া মাটির তলে থইলো।
19 “বউত দিন বাদে হউ মালিক দেশো আইয়া তারার হিসাব-নিকাশ
চাইলা। 20 তেউ পাচ আজার টেকা যে পাইছিল, হে আরো পাচ আজার
লইয়া আইয়া মালিকরে কইলো, ‘ছাব, আপনে আমারে পাচ আজার টেকা
দিছলা, অউ টেকাদি আমি আরো পাচ আজার লাভ করছি।’ 21 ইখান হুনিয়া
মালিকে কইলা, ‘সাব্বাস, তুমি খুব হক-হালালি মানুষ। তুমি হুরু-মুরু
বেয়াপারেউ হক-হালাল রইছো, এরলাগি আমি তুমারে আরো বউত বড়
দায়িত্ব দিমু। আও, আমার খুশির ভাগি অও।’ 22 বাদে দুই আজার টেকা যে
পাইছিল, হে আইয়া কইলো, ‘ছাব, আপনে আমারে দুই আজার টেকা
দিছলা। আমি তো আরো দুই আজার লাভ করছি।’ 23 তেউ মালিকে কইলা,
‘সাব্বাস, তুমি খুব হক-হালালি মানুষ। তুমি থুড়া বেয়াপারেউ হক-হালাল
রইছো, এরলাগি আমি তুমারে আরো বউত বড় দায়িত্ব দিমু। আও, আমার
খুশির ভাগি অও।’ 24 অইলে এক আজার টেকা যারে দিছলা, হে আইয়া
কইলো, ‘ছাব, আমি জানি আপনে খুব কড়া মানুষ। আপনে খেত না
করিয়াও ধান কাটইন আর বাইন না দিলেও আলি হুরইন। 25 এরদায় আমি
ডরাইয়া আপনার টেকা মাটির তলে লুকাইয়া থইছলাম। অউ নেউক্কা
আপনার টেকা।’ 26 মালিকে কইলা, ‘হায়রে খবিছ, তুইন তো কুড়িয়া। তুই
যুদি ইখান মনো করলে, আমি খেত না করলেও ধান কাটি আর বাইন না
দিলেও আলি হুরি, 27 তে আমার টেকা তুই বেপারির গেছে দিলে না কেনে?
তে তো আমি আইয়া মুল টেকার লগে কিছু লাভ পাইলাম অনে।’ 28 বাদে
তাইন অইন্য চাকর অকলরে কইলা, ‘তুমরা অগুর গেছ থাকি অউ টেকা
নিয়া, দশ আজার যার গেছে আছে তারে দেও। 29 হুনো, যার আছে তারে
আরো দেওয়া অইবো, তার আরো বাড়িবো। অইলে যার নাই, তার যেতা
আছে অতাও কাড়িয়া নেওয়া অইবো। 30 অউ বজ্জাত চাকররে নিয়া তুমরা
আন্দাইর গাতো ফালাই দেও। হউ গাতো মানষে কান্দা-কাটি করবো আর
জালা-যন্ত্রনায় দাত কিড়িমিড়ি দিবো।’

আখেরাতর বিচারর বয়ান

31 “বিন-আদমে যেবলা ফিরিস্তা অকলরে লইয়া নিজর মহিমায় হিরবার
আইবা, আইয়া নিজর বাদশাইর গদিত বইবা। 32 অউ সময় দুনিয়ার তামাম
জাতির মানষরে তান ছামনে আনা অইবো। রাখালে যেলা মেড়া আর
ছাগলরে আলাদা করে, তাইনও অউলা হকল মানষরে আলগাইয়া দুই ভাগ
করবা। 33 তান ডাইন গালাবায় মেড়া আর বাউ গালাবায় ছাগলরে রাখবা।
34 “এরবাদে বাদশায় তান ডাইন গালার মানষরে কইবা, ‘তুমরা যারা
আমার বাতুনি বাফর রহম পাইছো, তুমরা আও। আর দুনিয়ার পয়লা থাকি
তুমরার লাগি যে বাদশাই তিয়ার করি রাখা অইছে, অউ বাদশাইর দখল
সমজিয়া নেও। 35 মনো আছে নি, আমার যেবলা পেটো ভুক লাগছিল,
তুমরা আমারে খানি দিছলায়, পিয়াছর সময় পানি দিছলায়, আর মুছাফির
হালতে আমারে আশ্রয় দিছলায়। 36 আমি যেবলা উদলা আছলাম, তুমরা
কাপড় দিছলায়, বেমারর সময় খেজমত করছলায়, আর জেল খানাত
আমারে দেখাত গেছলায়।’
37 “অউ সময় হউ আল্লাওয়ালা মানষে কইবা, ‘মালিক, আপনার ভুক
লাগায় আমরা কুন সময় আপনারে খাওয়াইলাম? কুন সময় আপনারে পানি
দিলাম? 38 আর কুন সময় মুছাফির হালতে আপনারে আশ্রয় দিলাম, খালি
গা দেখিয়া কুন সময় কাপড় দিলাম? 39 আর কুন সময়উ বা বেমারি হালতো
আপনার খেজমত করলাম, বা জেল খানাত দেখাত গেলাম?’ 40 অউ সময়
বাদশায় তারারে কইবা, ‘আমি হক কথা কইরাম, আমার অউ হুরু-মুরু
একজন মানষর লাগি তুমরা যেবলা ইতা করছো, এর মানি আমারেউ
করছো।’
41 “বাদে বাদশায় তান বাউ গালার মানষরে কইবা, ‘ও লান্নতির দল,
আমার ছামন থাকি বাগো। ইবলিছ-শয়তান আর তার চামছা জিন্নাত অকলর
লাগি দোজখর যে আগুইন তিয়ার করা অইছে, হনো যাও। 42 আমার পেটো
ভুকর কালো তুমরা আমারে খাওয়াইছো না, পিয়াছর সময় পানি দিছো না।
43 আমার মুছাফির হালতো রইবার আশ্রয় দিছো না, আমি যেবলা উদলা
আছলাম, কাপড় দিছো না, বেমারর সময় চাইছো না, আমারে দেখার লাগি
জেলখানাতও গেছো না।’
44 “অউ সময় তারা কইবা, ‘হুজুর, আমরা কুন সময় ইতা করলাম?
আপনারে ভুকাসি, পিয়াছি, মুছাফির, উদলা গতর, বেমারি আর জেল
খানাত দেখিয়াও সাইয্য করলাম না?’ 45 বাদশায় তারারে কইবা, ‘আমি হক
কথা কইরাম, আমার অউ হুরু-মুরু একজন মানষর লাগিউ তুমরা যেবলা
ইতা করছো না, এর মানি আমারেউ করছো না।’”
46 হেশে ইছায় কইলা, “অউ নাফরমান অকলে আখেরাতো চিরকাল সাজা
পাইবা, অইলে আল্লাওয়ালা মানষে আখেরি জিন্দেগি পাইবা।”

হজরত ইছার উফাত আর জিন্দা অওয়া (২৬:১-২৮:২০)

হজরত ইছারে কাতল করার পরামিশ

26 অউ বয়ান শেষ অইয়া হারলে, ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা,
2 “তুমরার তো জানা আছে, আর দুই দিন বাদেউ আজাদি ইদ। ইদর
সময় আমি বিন-আদমরে সলিবো লটকাইয়া মারার লাগি ধরাই
দেওয়া অইবো।”
3 অউ সময় বড় ইমাম আর মুরব্বি অকল আইয়া, তারার পরধান ইমাম
কায়াফার বাড়িত দলা অইলা। 4 দলা অইয়া অউ পরামিশ করলা, ইছারে
কিলা লুকাইয়া আটক করিয়া কাতল করা যায়। 5 অইলে তারা কইলা, “ইদর
সময় তারে ধরতাম নায়। ধরলে মানষে গন্ডগোল লাগাই দিতো পারে।”

হজরত ইছারে হাজানির ভেদ

6 ইছা যেবলা বায়ত-আনিয়া গাউর পচা-কুষ্ঠ বেমারি সাইমনর বাড়িত
আছলা, 7 অউ সময় এক বেটি মানুষ তান গেছে আইলা। বেটিয়ে চিনর এক
বৈয়ামো করি খুব দামি খাটি আতর আনছিলা। ইছা খাওয়াত বইয়া হারলে
বেটিয়ে হকল আতর তান মাথাত ঢালি দিলা। 8 ইতা দেখিয়া সাহাবি অকল
বিরক্ত অইয়া কইলা, “অউ আতর ফুটাইন কেনে বরবাদ করা অইলো? 9 ই
ফুটিন বেচিলে তো বউত টেকা পাইয়া গরিব অকলরে বিলাই দেওয়া গেলো
অনে।”
10 ইখান বুজিয়া ইছায় কইলা, “তুমরা ই বেটিগুরে দুখ দিরায় কেনে? তাইন
তো আমার লাগি ঠিক কামউ করছইন। 11 গরিব অকল তো হামেশাউ
তুমরার লগে রইবা। অইলে আমারে তো হামেশা পাইতায় নায়। 12 এইন
আইয়া আমার গতরো আতর মাখাইয়া, দাফন-কাফনর লাগি আমারে জুইত
করছইন। 13 আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, দুনিয়ার যেকুনু জাগাত
আল্লার খুশ-খবরি তবলিগ করার সময়, অউ বেচাড়িরে মনো করার লাগি,
তান ই নেক কামর কথাখানও কওয়া যাইবো।”

সাহাবি ইহুদার বেইমানি

14 বাদে তান বারোজন সাহাবির মাজর একজন, এন নাম ইহুদা
ইস্কারিয়াত, এইন বড় ইমাম অকলর গেছে গিয়া কইলা, 15 “ইছারে
আপনারার আতো ধরাইয়া দিলে আমারে কিতা দিবা?” তেউ বড় ইমাম
অকলে তারে রুপার তিশ টেকা দিলা। 16 এরবাদ থাকিউ ইহুদায় ইছারে
ধরাইয়া দেওয়ার সুযোগ তুকানিত রইলো।

হজরত ইছার আখেরি ইদ

17 খামির ছাড়া রুটি খাওয়ার ইদর পয়লা দিন, সাহাবি অকলে আইয়া
ইছারে জিকাইলা, “হুজুর, আমরা কুন জাগাত গিয়া আপনার লাগি আজাদি
ইদর খানা তিয়ার করতাম?” 18 তাইন জুয়াপ দিলা, “তুমরা টাউনো যাও।
গিয়া অমুক মানষরে কইও, ‘হুজুরে কইছইন, আমার সময় ঘনাইয়া আইচ্ছে,
তে আমি আমার সাহাবি অকলরে লইয়া তুমার বাড়িত ইদ করমু।’ ” 19 ইছার
হুকুম মাফিক সাহাবি অকলে গিয়া আজাদি ইদর খানি তিয়ার করলা।
20 বাদে হাইঞ্জা বালা ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে লইয়া খানিত বইলা।
21 বইয়া কইলা, “আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, তুমরার মাজর এক
জনেউ তো আমারে দুশমনর আতো ধরাই দিবো।” 22 ইখান হুনিয়া তারা খুব
বেজার অইগেলা। এরলাগি তারা এক এক করি জিকাইলা, “হুজুর, ই জন
কিতা আমি নি?”
23 তাইন কইলা, “অখন যে জনে আমার লগে অইয়া থালো আত হারার,
হে-উ আমারে ধরাইয়া দিবো। 24 আমি বিন-আদমর মউতর বেয়াপারে
আছমানি কিতাবো যেলা লেখা আছে, আমার মউত তো অউলাউ অইবো।
অইলে আফছুছ হউ জনর লাগি, যেগিয়ে আমারে ধরাইয়া দিবো। দুনিয়াত
তার জনম না অওয়াউ, তার লাগি বউত ভালা আছিল।” 25 যে ইহুদায়
ইছারে ধরাই দিতো চার, হে তানরে জিকাইলো, “হুজুর, হি জন কিতা আমি
নি?” ইছায় তারে কইলা, “তুমি ঠিকউ কইরায়।”

আল-মসীর মেজবানির নমুনা

26 তারা খানা খাইরা, অউ সময় ইছায় রুটি আতো লইয়া আল্লার
শুকরিয়া আদায় করলা। তাইন রুটি ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করি সাহাবি
অকলরে দিলা। দিয়া কইলা, “অউ নেও, খাও, মনো করো ইতা আমার
কায়া।”
27 বাদে তাইন শরবতর পিয়ালা লইয়া আল্লার শুকরিয়া জানাইলা, আর
এরারে দিয়া কইলা, “তুমরা হকলে অউ পিয়ালা থাকি আংগুরর শরবত
খাও। 28 মনো করিও, ইতা আমার লউ। অউ লউর জরিয়ায় আদম জাতির
বউতর গুনা মাফি অইবো। আল্লার লগে মানষর মিলনর উছিলা অইলো
অউ লউ। 29 আমি হাছা কথা কইয়ার, আমি আমার গাইবি বাফর বাদশাইত
দাখিল অইয়া হারি, তুমরারে লগে লইয়া যতদিন নয়া হালতে আংগুররর
শরবত না খাইছি, অতো দিন ই শরবত আর খাইতাম নায়।” 30 হেশে তারা
হকলে মিলি এক গজল গাইয়া, ঘর থাকি বার অইয়া জয়তুন পাড়ো
গেলাগি।

হজরত পিতরে অস্বীকার করার আগাম ইশারা

31 বাদে ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা, “হুনো, আইজ রাইত তুমরা
হকলেউ তো আমারে ফালাইয়া বাগিবায়। আল্লার কালামো আছে, ‘আমি
মেড়ার পালর রাখালরে মারমু, তেউ পালর মেড়াইন চাইরোবায়
ছিতরিযিবা।’ 32 অইলে আমারে মুর্দা থাকি জিন্দা করার বাদে, তুমরার
আগেউ আমি গালিল জিলাত যাইমুগি।”
33 তেউ সাহাবি পিতরে তানরে কইলা, “হুজুর, হকল বাগি গেলেও আমি
বাগিতাম নায়।” 34 ইছায় কইলা, “তে হুনো, আমি তুমারে হাছা কথা কইরাম,
আইজ পতাবালা মুরগায় বাং দিবার আগেউ তুমি তিনবার কইবায়, তুমি
আমারে চিনো না।” 35 অইলে পিতরে কইলা, “হুজুর, অউ কিতা কইন,
আপনার লগে যুদি আমার মরনও অয়, তা-ও আমি কুনুমন্তেউ আপনারে
অস্বীকার করতাম নায়।” হকল সাহাবিয়ে অউ এক লাখান কইলা।

গেতশিমানি বাগানো হজরত ইছা

36 বাদে হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া গেতশিমানি নামর এক
বাগানো আইলা। আইয়া এরারে কইলা, “তুমরা অনো বও, আমি হগালাত
গিয়া দোয়া করমু।” 37 অখান কইয়া তাইন পিতর আর জিবুদিয়ার দুই পুয়ারে
তান লগে নিলা। আস্তে আস্তে তান দিলর মাজে দুখ আর হায়-হুতাশ
বাড়িলো। 38 তাইন এরারে কইলা, “ভাইয়াইনরে, দুখে আমার কইলজা
ফাটিযার। তুমরা অনো বইরও আর আমার লগে হজাগ রইও।”
39 অখান কইয়া থুড়া হরিয়া গিয়া তাইন মাটিত সইজদাত পড়িয়া কইলা,
“ও আমার বেহেস্তি আব্বা, আমার উপরে অউ যে জুলুম-মছিবত আইওর,
দুছরা কুনু উপায় থাকলে ইখানতা হরাইলাও। অইলে ইতা আমার ইচ্ছায়
নায়, তুমার মর্জি মাফিকউ অউক।” 40 সইজদা থাকি উঠিয়া তাইন সাহাবি
অকলর গেছে আইয়া দেখলা, এরা ঘুমাই গেছইন। অউ তাইন পিতররে
হজাগ করি কইলা, “তুমরা একখান ঘন্টাও হজাগ রইতায় পারলায় না নি?
41 হজাগ রও দোয়া করার লাগি, আর দোয়া করো পরিক্ষা থাকি বাচার
লাগি। তুমরার দিলর মাজে নিচয় খিয়াল আছে, অইলে কায়া তো কমজুর।”
42 বাদে তাইন দুছরা বার গিয়া দোয়া করলা, “ও আমার বেহেস্তি আব্বা,
অউ জুলুম-মছিবত আমি সইয্য না করলে, যুদি দুছরা কুনু পথ না থাকে,
তাইলে তুমার মর্জি মাফিকউ অউক।” 43 বাদে তাইন হিরবার আইয়া দেখলা,
এরা ঘুমাই গেছইন, ঘুমে তারার চউখ ফালাই দের।
44 দেখিয়া তারারে থইয়া তাইন তিছরা বার গিয়া একই দোয়া করলা।
45 এরবাদে তাইন সাহাবি অকলর গেছে আইয়া কইলা, “তুমরা দেখি অখনও
আরামে ঘুমাইরায়। হুনো, সময় আইচ্ছে, আমি বিন-আদমরে গুনাগার
অকলর আতো সমজাই দেওয়া অইবো। 46 উঠো, আমরা রওয়ানা দেই।
আমারে যেগিয়ে দুশমনর আতো ধরাই দিবো, হে আইয়া আজিগেছে।”

হজরত ইছা দুশমনর আতো বন্দি

47 তাইন এরার লগে মাতো রইছইন, অউ সময় ইহুদা হনো আইলো। হে
আছিল বারোজন সাহাবির মাজর একজন। তার লগে অইয়া আরো বউতে
লাঠি-ছটা, তলোয়ার লইয়া আইলো। বড় ইমাম আর মুরব্বি অকলে এরারে
পাঠাইছইন। 48 তানরে যেগিয়ে ধরাইয়া দিতো, অউ ইহুদায় তার লগর
এরারে আগে হিকাইয়া দিছিল, “আমি গিয়া যার গালো হুংগা দিমু, হে-উ হউ
জন। তুমরা এরে আটক করিও।” 49 এরলাগি ইহুদায় সুজা-সুজি ইছার গেছে
গিয়া কইলো, “হুজুর, আছছালামু আলাইকুম।” কইয়া হে তানরে হুংগা দিল।
50 ইছায় তারে কইলা, “ভাইরে, যেতা করাত আইছো, করিলাও।” লগে
লগেউ তারা আইয়া ইছারে ধরিলিলো।
51 অউ সময় ইছার লগর একজনে নিজর তলোয়ার বার করিয়া পরধান
ইমামর গুলামরে ছেদ মারলা, ছেদর লগে তার এক কান কাটিয়া পড়িগেল।
52 তেউ ইছায় এনরে কইলা, “তুমার তলোয়ার বেগো হারাইলাও।
তলোয়ারদি যারা খেলায়, তলোয়ারর তলেউ তারার জান যায়। 53 তুমি
ইখান চিন্তা করো না নি, আমি আমার বাতুনি বাফর দরবারো আরজ করলে,
তাইন কয়েক আজার ফিরিস্তা পাঠাইতা নায় নি? 54 অইলে আমি ইলা
করলে কিতাবর কথা কিলা ফলিবো? কিতাবো যততা বাতাইল অইছে, ইতা
তো ঘটবোউ।”
55 বাদে তাইন অতা মানষরে কইলা, “কিতাবা, আমি কুন চুর-ডাকাইত নি,
তুমরা দেখি লাঠি-ছটা, তলোয়ার লইয়া আমারে ধরাত আইছো। আমি তো
পরতেক দিন বায়তুল-মুকাদ্দছো বইয়া তালিম দিতাম। অউ সময় তো তুমরা
আমারে ধরলায় না। 56 আসলে ইতা হক্কলতা ঘটের, যাতে আছমানি
কিতাবো নবী অকলে যেলা বাতাইছইন, অতা পুরা অয়।” অউ সময় সাহাবি
অকলে ইছারে থইয়া বাগি গেলা।

দেশর ফতোয়া কমিটির ছামনে হজরত ইছা

57 হজরত ইছারে ধরিয়া হারি অউ মানষে পরধান ইমাম কায়াফার গেছে
লইয়া গেল। হনো মৌলানা আর মুরব্বি অকল একখানো দলা অইলা।
58 সাহাবি পিতর ইছার গেছ থনে দুরই হরি হরি রইয়া তান খরে খরে পরধান
ইমামর বাড়ির উঠানর কান্দাত গেলা। গিয়া হেশ-মেশ কিতা অয়, অখান
দেখার লাগি উঠানর ভিতরে হামাইয়া, হনর পারাদার অকলর লগে বইলা।
59 হজরত ইছারে কাতল করার লাগি বড় ইমাম অকলে আর মজলিছর
হকল মানষে ইছার বিপক্ষে কুনু নালিশ তুকাইলা, 60 অইলে পাইলা না।
মজলিছো ইছার বিপক্ষে বউতে মিছা সাক্ষি দিলেও, তারার সাক্ষির মিল
অইলো না। বাদে দুইজন মানষে আইয়া তান বিরুদ্ধে মিছা সাক্ষি দিয়া
কইলো, 61 “আমরা হুনছি, হে কইছে, আল্লার কাবা শরিফ, মানি বায়তুল-
মুকাদ্দছরে হে ভাংগিলিবো, আর তিন দিনর ভিতরে হিরবার বানাইবো।”
62 তেউ পরধান ইমাম উবাইয়া হকলর ছামনে ইছারে জিকাইলা, “ওবা, তুমি
কুনু মাতর জুয়াপ দিতায় না নি? ইতা মানষে তুমার বেয়াপারে কিতা সাক্ষি
দিরা, হুনরায় নি?” 63 অইলে তাইন কুনু জুয়াপ না দিয়া নিরাই রইলা।
পরধান ইমামে তানরে হিরবার কইলা, “তুমি জিন্দা আল্লার কছম খাইয়া
কওছাইন, তুমি কিতা আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী নি, তুমিউ আল্লার
খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা নি?” 64 তাইন জুয়াপ দিলা, “আপনারাউ তো
কইরা। অইলে আমি কইরাম, আপনারা দেখবানে, আমি বিন-আদম আরশে-
আজিমো আল্লা রাব্বুল আলামিনর ডাইনর তখতো বওয়াত আছি। আরো
দেখবা, আমি বেহেস্তি মেঘর খুটিত অইয়া দুনিয়াত আইয়ার।”
65 ইখান হুনিয়াউ পরধান ইমামে নিজর ফিন্নর কাপড় ছিড়িয়া কইলা, “হে
তো শিরিকি করলো, তে আর কুনু সাক্ষির জরুর আছে নি? আপনারা নিজর
কানেউ তো হুনলা, হে শিরিকি করলো। 66 তে অখন আপনারা কিতা রায়
দিবা?” তারা কইলা, “এরে তো মারিলাওয়া দরকার।” 67 অউ সময় তারা
তান মুখো ছেফ দিল, আর তানরে চড়-তাবড় মারলো। কেউ কেউ ঘুষি
মারিয়া কইলো, 68 “হই আল-মসী, গাইবি কওছাইন, তরে খেগিয়ে মারলো?”

হজরত পিতরে তিনবার অস্বীকার করলা

69 পিতর উঠানো বওয়াত আছলা, অউ সময় এক বান্দি বেটি তান
কান্দাত আইয়া কইলো, “গালিলর অউ ইছার লগে তো আপনেও আছলা।”
70 অইলে পিতরে হকলর ছামনে অস্বীকার করিয়া কইলা, “না গো, তুমি ইতা
কিতা মাতো? ইতা কুন্তাউ আমি জানি না।”
71 অখান কইয়া পিতর গেইটর ধারো গেলাগি। তানরে দেখিয়া আরক
বান্দি বেটিয়ে কইলো, “অউ বেটাও তো নাছারত গাউর ইছার লগে
আছিল।” 72 অইলে পিতরে হিরবার কছম করি কইলা, “না, না, আমি তারে
চিনিউ না।”
73 অউ সময় তান কান্দাত যেরা উবা আছিল, থুড়া বাদে তারা কইলা,
“ওবা, তুমিও নিচ্চয় এরার লগর, তুমার মাতৃ-কথায়উ তো বুজা যার।”
74 তেউ পিতরে কইলা, “আল্লার গজব পড়উক, আমি কছম খাইয়া কইয়ার,
আমি মোটেউ তারে চিনি না।” 75 অখান কইতেউ মুরগায় বাং দিলাইলো।
বাং হুনতেউ পিতরর মনো অইগেল, ইছায় আগে কইছলা, “মুরগায় বাং
দিবার আগেউ তুমি তিনবার কইবায়, তুমি আমারে চিনো না।” এরলাগি
তাইন বারে গিয়া আউ-আউ করি কান্দন ধরলা।

হাকিম পিলাতর ছামনে হজরত ইছা

27 বিয়ানে উঠিয়া বড় ইমাম আর মুরব্বি অকলে হজরত ইছারে
কাতল করার পরামিশ করলা। 2 তারা তানরে বান্দিয়া রোমান হাকিম
পিলাতর গেছে লইয়া গেলা।

ইহুদার মরন

3 যে জনে হজরত ইছারে দুশমনর আতো ধরাই দিছিল, হউ ইহুদায়
যেবলা দেখলো বিচারো তানরে দুষি সাইবস্তো করা অইছে, অউ তার
ভিতরে খুব দুখ হামাইলো। হে বড় ইমাম আর মুরব্বি অকলর গেছে হউ
রুপার তিশ টেকা লইয়া আইয়া কইলো, 4 “আমি তো একজন নি-অপরাধি
মানষরে কাতল করার লাগি ধরাই দিয়া গুনা করছি।” ইখান হুনিয়া তারা
কইলা, “তেউ আমরার কিতা অইলো? ইতা তো তুমার বেয়াপার।” 5 অউ
সময় ইহুদায় হউ তিশ টেকা বায়তুল-মুকাদ্দছো ইটা মারি ফালাইয়া গেলগি,
গিয়া নিজে নিজেউ ফাস লাগিয়া মরিগেল।
6 বড় ইমাম অকলে ই টেকা আতো লইয়া কইলা, “ইগুইন তো বায়তুল-
মুকাদ্দছর তহবিলো রাখা ঠিক নায়, কারন ইতা অইলো লউর দাম।” 7 বাদে
তারা পরামিশ করিয়া অউ টেকাদি মুছাফির মানষর কবরস্থানর লাগি এক
কুমারর গেছ থাকি জাগা লইলা। 8 এরলাগি অউ জাগারে অখনও “লউর
জাগা” কওয়া অয়। 9 ইতা অওয়ায়, ইয়ারমিয়া নবীর মাজদি যেতা বাতাইল
অইছিল, অতা ফলিগেল। তাইন কইছলা, “তারা যে তিশ টেকা নিলো, ইকটা
অইলো তান দাম। বনি ইছরাইলে তান অউ দাম সাইবস্তো করছিল।
10 আল্লায় আমারে যেলা হুকুম দিছইন, অলাউ তারা কুমারর জাগা লওয়ার
লাগি টেকা গুইন দিলো।”

হাকিম পিলাতর আদালতো হজরত ইছা

11 হজরত ইছারে রোমান পরধান হাকিম পিলাতর আদালতো আজির
করা অইলো। হাকিমে তানরে জিকাইলা, “কিতাবা, তুমি ইহুদি অকলর
বাদশা নি?” তাইন কইলা, “জিঅয়, আপনে ঠিকউ কইরা।” 12 বড় ইমাম আর
মুরব্বি অকলে তান নামে বউত নালিশ দিলা। অইলে ইছায় কুনু জুয়াপ দিলা
না। 13 অউ সময় পিলাতে জিকাইলা, “তুমি কুনু জুয়াপ দিতায় না নি?
দেখরায় নি, তারা তুমার বিরুদ্ধে কতো নালিশ দিরা।” 14 অইলে ইছায় ইতার
একখানও জুয়াপ না দেওয়ায় পিলাত খুব তাইজ্জুব অইগেলা।
15 দেশর পরধান হাকিমর নিয়ম আছিল, আজাদি ইদর সময় মানষর পছন্দ
মাফিক একজন আজতিরে খালাছ দিতা। 16 অউ সময় ইছা-বারাব্বা নামর
এক নামকরা আজতি জেলো আছিল। 17 হকল মানুষ একখানো দলা
অওয়ার বাদে হাকিম পিলাতে তারারে জিকাইলা, “তুমরা কিতা কও? আমি
কারে ছাড়তাম, ইছা-বারাব্বারে, না হউ ইছারে, যারে আল-মসী কওয়া
অয়?” 18 পিলাতে জানতা, বড় ইমাম অকলে ইংসা করিয়া হজরত ইছারে
নিয়া তান আতো দিছইন। 19 পিলাত যেবলা হাকিমর আসনো বওয়াত, অউ

সময় তান বিবিয়ে খবর পাঠাইয়া জানাইলা, “অউ নিঅপরাধ মানষরে তুমি কুন্তা করিও না, তান বেয়াপারে আমি আইজ একটা খোয়াব দেখিয়া বড় দুখ লাগছে।”
20 অইলে বড় ইমাম আর মুরব্বি অকলে মানষরে উছকাইয়া দিলা, তারা যানু বারাব্বার মুক্তি চাইন আর ইছারে কাতল করার কথা কইন। 21 বাদে পরধান হাকিম পিলাতে অনর মানষরে জিকাইলা, “অউ দুইও জনর মাজে আমি কারে ছাড়তাম?” তারা কইলা, “বারাব্বারে।” 22 তেউ পিলাতে তারারে জিকাইলা, “তে তুমরা যারে আল-মসী কও, হউ ইছারে কিতা করতাম?” তারা হকলে চিল্লানি লাগাইলো, “তারে সলিবো গাথিয়া মারো।” 23 তাইন কইলা, “কেনে, হে কিতা দুষ করছে?” অইলে মানষে আরো জুরে জুরে মিছিল লাগাইলো, “সলিবো দেও, সলিবো দেও।”
24 পিলাতে যেবলা দেখলা, তাইন কুনুমন্তেউ ইছারে বাচাইতা পাররা না, বরং গন্ডগোল আরো বাড়ের। অউ তাইন পানি দিয়া হকলর ছামনে তান আত ধইয়া কইলা, “ই মানষর লউর দায়ী আমি নায়, তুমরাউ এর জুয়াপ দিবায়।” 25 তেউ হকল মানষে কইলা, “ঠিক আছে, আমরা আর আমরার আওলাদ অকল ই লউর দায়ী অইমু।” 26 তেউ পিলাতে তারারে খুশি করতা করি বারাব্বারে খালাছ দিলাইলা। আর ইছারে বেশ করি চাবুক মারিয়া, সলিবো দেওয়ার হুকুম দিলা। (সলিব অইলো লাকড়িদি বানাইল মানষরে লটকাইয়া মারার এক জিনিস।)

সিপাই অকলর ঠাট্টা-মশকরা

27 বাদে পিলাতর সিপাই অকলে ইছারে ধরিয়া তারার কেম্পর ভিতরে লইয়া গেলো। হনো আস্তা সিপাই দল দিয়া তানরে বের করি রাখলো। 28 তারা তান ফিন্নর কাপড়-চুপড় খুলিয়া, লাল-বাইংগনি রংগর বাদশাই লেবাছ ফিন্দাইলো। 29 আর গছা-কাঁটা দিয়া রাজ-মুকুট বানাইয়া তান মাথাত দিলো। তান ডাইন আতো দিলো একটা রাজ-লাঠি। তানে ইজ্জত দেখানির ভান করিয়া তান ছামনে আটু গাড়িয়া বইয়া কইলো, “ইহুদির বাদশা, মারহাবা।” 30 অউ সময় তারা তান উপরে ছেফ দিলো আর অউ লাঠি দিয়া বারে বারে তান মাথাত মারলো। 31 অউ লাখান ঠাট্টা-মশকরা আর বেতমিজি করার বাদে তান ফিন্নর বাইংগনি লেবাছ খুলিয়া, তান নিজর কাপড় ফিন্দাইলো। তানরে সলিবো নিয়া কাতল করার লাগি রওয়ানা দিলো।

সলিবর উপরে হজরত ইছা

32 সিপাই দলে ইছারে লইয়া যাইরা, অউ সময় তারা কুরিনি এলাকার সাইমন নামর একজন মানষরে দেখলো। সিপাই অকলে জুর করিয়া এনেদি হউ সলিব বওয়াইয়া নেওয়াইলো। 33 তারা ইছারে লইয়া গলগাথা, মানি কল্লার চাড় নামর জাগাত গেল। 34 হনো নিয়া হারি মুরা নামর ওষুধ পুরাইল আংগুরর শরবত তান মুখো দিলো, অইলে তাইন ইতা খাইলা না।
35 বাদে তারা ইছারে নিয়া অউ সলিবো গাথিলো। সিপাই অকলে তান কাপড়-চুপড় বাটিয়া নেওয়ার লাগি লটারি মারিয়া ভাইগ্য পরিক্ষা করলো। 36 আর তারা অনো বইয়া তানরে পারা দিলো। 37 সলিবো তান মাথার উপরে অপরাধ-নামার মাজে লেখলো, “এন নাম ইছা, ইহুদির বাদশা।”
38 দুইজন ডাকাইতরেও তান লগে লটকাইল অইলো, একজন ডাইন গালাত, অইন্যজন বাউ গালাত। 39 পথেদি যেরা যাওয়াত আছিল তারা মাথা লাড়াইয়া ইছারে ছিড়াইয়া কইলো, 40 “ওই মিয়া, তুমি বুলে বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা ঘর ভাংগিয়া তিন দিনর মাজে হিরবার বানাইলিবায়! তে অখন নিজর জান বাচাও না। তুমি বুলে আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তে সলিব থাকি লামিয়া আও না।”
41 বড় ইমাম, মৌলানা আর মুরব্বি অকলেও তানরে ছিড়াইয়া কইলা, 42 “হে বুলে মানষর জান বাচাইতো, অখন তো নিজর জানউ বাচাইতো পারের না। হিরবার বনি ইছরাইলর বাদশাও বুলে হে! তে অখন পারলে সলিব থাকি লামিয়া আউক, তেউ আমরাও অতা দেখিয়া তার উপরে ইমান আনমু। 43 হে তো আল্লার উপরে ভরসা করে। অখন আল্লা যুদি তার উপরে খুশি থাকইন, তে তারে বাচাউক্কা। হে তো দাবি করতো, হে ইবনুল্লা, আল্লা পাকর খাছ মায়ার জন।” 44 তান ডাইনে-বাউয়ে যে দুই ডাকাইতরে সলিবো লটকাইল অইছিল, তারাও তানরে অতা কইয়া ছিড়াইলো।

হজরত ইছা আল-মসীর উফাত

45 অউ দিন দুইফর থাকি জোহরর বাদ পর্যন্ত তিন ঘন্টা আস্তা দেশ আন্দাইর অইগেল। 46 আর ইছায় খুব জুরে জুরে কইলা, “এলোই, এলোই, লামা সাবাক্তানী?” মানি, “ও আমার আল্লা, আমার মউলা, তুমি কেনে আমার লগ ছাড়ি দিলায়?” 47 অউ সময় তান ধারো যারা উবা আছিল, তারা ইখান হুনিয়া কইলা, “হুনো, হুনো, হে হজরত ইলিয়াছরে ডাকের।” 48 তারা একজনে দৌড়াইয়া গিয়া একখান তেনা আনিয়া টেংগা আংগুরর শরবতর মাজে ভিজাইয়া, এক লাঠির মাথাত বান্দিয়া উচা করি তানরে খাইতে দিলো। 49 বাকি হকলে কইলো, “আইচ্ছা, দেখি না, ইলিয়াছ নবী তারে বাচানিত আইন নি।”
50 হেশে ইছায় হিরবার জুরে আওয়াজ করিয়া আখেরি দম ফালাইয়া ইন্তেকাল করলা। 51 লগে লগে বায়তুল-মুকাদ্দছ মানি কাবা ঘরর হেরেম শরিফর পর্দাখান, উপরে থাকি তল পর্যন্ত ছিড়িয়া দুই টুকরা অইগেল। আর ভৈছালর লগে বড় বড় পাথর অকল ফাটি গেল। 52 বউত কয়বরর মুখ খুলিগেল, আর আল্লার মায়ার যে বন্দা অকল মারা গেছলা, এরা বউত জন জিন্দা অইয়া উঠলা। 53 তারা কয়বর থাকি বার অইয়া আইলা। ইছা মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া হারলে, তারা পবিত্র টাউনো গিয়া হামাইলা, আর বউত জনরে দেখা দিলা। 54 পরধান সিপাইর লগে আরো যেতা সিপাই অকলে ইছারে পারা দেওয়াত আছলা, তারা অউ ভৈছাল আর হকল হালত দেখিয়া খুব ডরাইয়া কইলা, “নিচ্চয়, এইনউ আছলা আল্লার খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লা।”
55 গালিল জিলা থাকি যেতা বেটিন্তে ইছার খেজমত করার লাগি তান লগে অইয়া আইছুলা, তারাও দুরই উবাইয়া ইতা দেখলা। 56 এরার মাজে আছলা মগদিলিনী মরিয়ম, ইউছি আর ইয়াকুবর মা মরিয়ম, আর জিবুদিয়ার বউ।

হজরত ইছার রওজা মুবারক

57 অউ দিন হাইঞ্জা বালা আরিমাথিয়া গাউর ইউছুফ নামর একজন ধনি মানুষ হনো আইলা। তাইন ইছার এক সাগরিদ আছলা। 58 তাইন হাকিম পিলাতর গেছে আইয়া, হজরত ইছার লাশ নিতা চাইলা। তেউ পিলাতে তানরে লাশ নেওয়ার ইজাজত দিলা। 59 ইউছুফে ইছার লাশ সলিব থাকি লামাইয়া কাফন ফিন্দাইলা। 60 তাইন পাড় কাটিয়া নিজর লাগি যে কয়বর খুদিছলা, অউ কয়বরর মাজে ইছারে দাফন করলা। বাদে বড় এক পাথর ঠেলিয়া আনিয়া কয়বরর মুখো দিয়া গেলাগি। 61 অইলে মগদিলিনী মরিয়ম আর আরক মরিয়ম অউ কয়বরর ধারো বই রইলা।
62 বাদর দিন জুম্মাবারে বড় ইমাম আর ফরিশি অকল আইয়া হাকিম পিলাতর গেছে কইলা, 63 “হুজুর, আমরার মনো আছে, অউ টগে জিন্দা থাকতে কইছিল, হে বুলে মরার তিন দিন বাদে হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবো। 64 এরলাগি আপনে হুকুম দেউক্কা, কয়বরটা যানু তিন দিন পর্যন্ত কড়া পারা দিয়া রাখা অয়। আরনায় তার উম্মত অকলে তার লাশ চুরি করি নিয়া মানষরে কইতো পারে, তাইন তো জিন্দা অইগেছইন। তাইলে আগে যেতা কইয়া ধুকা দিছে, অখন আরো বেশি ধুকা দিবো।” 65 পিলাতে কইলা, “তুমরা পারাদার অকলরে নেও, নিয়া যেলা পারো, অলা পারা দেওয়ার বেবস্তা করো।” 66 অউ তারা গিয়া কয়বরর মুখো যে পাথর আছিল, অউ পাথরর উপরে সীল-চাপ্পড় মারি থইলা আর কড়াকড়ি পারা দেওয়ার বেবস্তা করলা।

হজরত ইছা মউতর বাদে জিন্দা অইলা

28 জুম্মাবার শেষ অইয়া হাপ্তার পয়লা দিন ফজর অখতো, মগদিলিনী মরিয়ম আর অইন্য মরিয়মে হজরত ইছার কয়বর দেখাত গেলা।
2 অউ সময় আখতাউ বড় এক ভৈছাল অইলো আর আছমান থাকি আল্লার এক ফিরিস্তা লামিয়া আইলা। আইয়া তাইন কয়বরর মুখর পাথরটা হরাইয়া, এর উপরে বইলা। 3 তান ছুরত আছিল খুব নুরানি আর ফিন্নর কাপড় আছিল ধলা চকচকা। 4 তানরে দেখিয়া পারাদার অকলে ডরাইয়া কাপা ধরলা আর তারা বেউশ অইয়া পড়ি রইলা।
5 ফিরিস্তায় অউ বেটিন্তরে কইলা, “ডরাইওনা গো। আমি জানি, সলিবো লটকাইয়া যারে কাতল করা অইছে, তুমরা হউ ইছারেউ তুকাইরায়। 6 অইলে তাইন তো ইনো নায়। তাইন যেলা কইছলা, অলাউ জিন্দা অইয়া উঠি গেছইন। আও, তানরে যে জাগাত হুতাইয়া রাখা অইছিল, অখান আইয়া দেখো। 7 আর তুমরা জলদি যাও, গিয়া তান সাহাবি অকলরে কও, তাইন মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া তারার আগে অইয়া গালিলো যাইরাগি। হনোউ তান লগে তারার দেখা অইবো। হুনো, আমি আগেউ তুমরারে ইখান জানাই দিলাম।” 8 বেটিন্তে যুদিও ডরাইছলা, তেবউ তারা খুশির চুটে তান সাহাবি অকলরে ই খবর জানানির লাগি দৌড়াইয়া রওয়ানা অইলা। 9 অউ সময় আখতাউ হজরত ইছা আইয়া এরারে ছালাম দিলা। লগে লগে তারা তান ছামনে আইয়া পাওত ধরিয়া কদমবুছি করলা। 10 ইছায় তারারে কইলা, “ডরাইও না গো। তুমরা গিয়া আমার ভাইয়াইনরে কও, তারা গালিলো যাইতাগি। হনো তারার লগে আমার দেখা অইবো।”
11 ইছার লগর বাতচিত শেষ করিয়া তারা যেবলা যাইরাগি, অউ সময় হউ পারাদারর কয়জনে টাউনো গিয়া বড় ইমাম অকলরে ইতা হক্কলতা জানাইলা। 12 তেউ বড় ইমাম আর মুরব্বি অকল একখানো দলা অইয়া পরামিশ করলা, অউ পারাদার সিপাই অকলরে বউত টেকা দিবার লাগি। 13 তারা সিপাই অকলরে কইলা, “তুমরা কইও, ‘আমরা যেবলা ঘুমো আছলাম, অউ সময় সাগরিদ অকলে আইয়া তান লাশ চুরি করি নিছইনগি।’ 14 ইখান যুদি দেশর পরধান হাকিম ছাবে হুনিলাইন, তে আমরা তানরে বুজ দিমু, তান আত থাকি তুমরারে বাচাইমু।” 15 তেউ পারাদার অকলে অউ টেকা নিলা, আর তারারে যেলা হিকাইল অইছিল, অলা কইলা। অখন পর্যন্ত ই মিছা কথা ইহুদি সমাজো রটাইল আছে।

হজরত ইছা আল-মসীর আখেরি হুকুম

16 ইছায় তান সাহাবি অকলরে গালিলর যে পাড়ো যাওয়ার কথা কইছলা, হউ এগারো জন সাহাবি অউ পাড়ো আইলা। 17 আইয়া ইছারে দেখিয়া তারা সইজদা করলা, এরমাজে কয়জনর ভিতরে সন্দয় আছিল। 18 অউ সময় ইছা তারার কান্দাত আইয়া কইলা, “বেহেস্ত আর দুনিয়ার হক্কল খেমতা আমারে দেওয়া অইছে। 19 এরলাগি তুমরা গিয়া তামাম জাতির মানষরে আমার উম্মত বানাও। বেহেস্তি বাবা আল্লা পাক, তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, আর পাক রুহর নামে মানষরে তরিকার গোছল করাও। 20 আমি তুমরারে যেতা হুকুম দিছি, অতা আমল করার লাগি তারারে তালিম দেও। মনো রাখিও, কিয়ামতর আগ পর্যন্ত সব সময় আমি তুমরার লগে লগে আছি।” আমিন॥

আল-মার্কুছ

পরিচিতি

আল-মার্কুছ ছিপারার মুল তালিম অইলো, হজরত ইছা আল-মসীর কামর খেমতা। আল্লা পাকে তানরে খেমতা দিছইন, ইবলিছ-শয়তানর হকল লাখান খেমতা আর বল-শক্তির উপরে। তান খেমতা আছিল বেমারি অকলর বেমার ভালা করা, জিন-ভুত খেদানি, প্রকৃতি মানি হাওয়া-বাতাস আর পয়দা করা হকলতার উপরে, আর হায়াত-মউতর উপরেও। আল্লায় তানরে অউ খেমতাও দিছইন, যেরা তৌবা করিয়া তান উপরে ইমান আনে, তাইন এরার গুনা মাফ করতা পারইন।

আল-মার্কুছ ছিপারার ১০ রুকু ৪৫ আয়াতো হজরত ইছায় কইরা, "মনো রাখিও, আমি বিন-আদম খেজমত পাওয়াত আইছি না, আইছি তো খেজমত করাত। আর বউত মানষর জান বাচানির লাগি নিজর জান বিলাই দেওয়াত আইছি।"

লেখক পরিচিতি আর সময়

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পিতরর (রাঃ) খাদিম হজরত মার্কুছ (রঃ)। ইতিহাস থাকি জানা মতে, হজরত মার্কুছে আল্লার হুকুম পাইয়া তান উস্তাদ হজরত পিতরর মুখ থাকি বয়ানি হুনিয়া অউ ছিপারা লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২০-৩০ বছরর মাজে ইখান কিতাব আকারে লেখা অইছে।

এরমাজে আছে,

(ক) হজরত ইছায় খেলাফতি পাইলা আয়াত
(খ) গালিল জিলাত হজরত ইছার মোজেজা আর তবলিগ
(গ) গালিল জিলার বারে হজরত ইছার মোজেজা
(ঘ) জেরুজালেম টাউনো হজরত ইছা রুকু
(ঙ) হজরত ইছার দুখ-কষ্ট আর মউত রুকু
(চ) মউত বাদে জিন্দা অইলা হজরত ইছা রুকু

হজরত ইছায় খেলাফতি পাইলা (১:১-১৩)

হজরত এহিয়া (আঃ) অর তবলিগ

1 আল্লা পাকর খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা হজরত ইছা আল-মসীর ইঞ্জিল, মানি খুশ-খবরি বয়ানির শুরু।
2 বউত দিন আগে, হজরত ইশায়া নবীর কিতাবো আল্লা পাকে বাতাইছইন,

হুনো, আমি তুমার আগে
আমার পেগাম্বররে বেজিয়ার,
এইন তুমার পথ ছহি করবা।
3 মরুভুমির মাজে জুরে জুরে একজনে এলান কররা,
তুমরা মালিকর পথ ছহি করো,
তান চলার রাস্তা অকল সিদা করো।

4 অউ আয়াত মাফিক হজরত এহিয়া নবীয়ে মরুভুমিত গিয়া তবলিগ করতা আর তৌবার গোছল করাইতা। তাইন এলান করতা, গুনার মাফির লাগি তৌবা করো, তরিকাবন্দি লও। 5 তেউ আস্তা এহুদিয়া জিলা আর জেরুজালেম টাউনর হকল মানুষ বার অইয়া এহিয়ার গেছে আইয়া, যারযির গুনার লাগি তৌবা করলা, আর এহিয়ায় তারারে জর্দান গাংগর পানিত তৌবার গোছল করাইতা।
6 এহিয়া নবীয়ে উটর রুমর কাপড় ফিন্দিতা আর কমরো চামড়ার বেল্ট বান্দিতা। তাইন পাড়িয়া মউ আর ফরিং খাইতা। 7 তাইন মানষরে কইতা, "আমার বাদে আরো একজনে তশরিফ আনরা, এইন আমা থনেও হিম্মত আলা। উন্দা অইয়া তান পাওর জুতার ফিতা খুলার লাখও আমি নায়।
8 আমি তুমরারে পানিদি তৌবার গোছল করাইলাম, অইলে তাইন তুমরারে পাক রুহ দিয়া গোছল করাইবা।"

হজরত ইছার পাক গোছল আর পরিক্ষা

9 অউ সময় হজরত ইছা গালিল জিলার নাছারত গাউ থনে এহিয়ার গেছে আইয়া, জর্দান গাংগো তরিকাবন্দি লইলা। 10 আর পানিত বুড় দিয়া উঠতেউ ইছায় লগে লগে দেখলা আছমান দুই ভাগ অইগেছে, আল্লার রুহ পারোর ছুরত ধরিয়া তান উপরে লামিয়া আইরা। 11 অউ সময় আছমান থনে আওয়াজ অইলো, "ও পুত, তুমিউ আমার খাছ মায়ার জন, তুমার উপরে আমি খুব খুশি।"
12 এরবাদেউ আল্লাই পাক রুহর তাগিদে তানরে মরুভুমিত বেজা অইলো।
13 অউ মরুভুমিত শয়তানে চাল্লিশ দিন ধরি ইছারে লালছ দেখাইয়া গুনা করাইতো চাইলো। হিনো জংলি জানুয়ারর লগে তাইন রইলা আর আল্লার ফিরিস্তা অকলে তান খেজমত করতা।

গালিল জিলাত হজরত ইছার মোজেজা আর তবলিগ (১:১৪-৭:২৩)

হজরত ইছার পয়লা তবলিগ কাম

14 হজরত এহিয়া জেলখানাত বন্দি অওয়ার বাদে ইছা গালিল জিলাত আইয়া আল্লার বাতাইল অউ খুশ-খবরি তবলিগ করলা, 15 "সময় পুরা অইগেছে, আল্লার বাদশাই নজদিক আইচ্ছে। আপনারা তৌবা করউক্কা আর অউ খুশ-খবরির উপরে ইমান আনউক্কা।"
16 বাদে তাইন গালিল আওরর পারেদি আটিয়া যাইরা, অউ সময় দেখলা, সাইমন আর তান ভাই আন্দ্রিয়াছে আওরো জাল বাইরা। এরা তো মাইমল আছলা। 17 ইছায় এরারে কইলা, "আমার লগে আও, আমি তুমরারে মানুষ ধরার জালুয়া বানাইমু।" 18 লগে লগে এরা জালর লগ ছাড়িয়া ইছার লগে লগ ধরলা। 19 অন থনে থুড়া আগে গিয়া তাইন দেখলা, ইয়াকুব আর হান্নান দুইও ভাইয়ে নাওয়ো বইয়া জাল জুইত-জাইত কররা, এরার বাফর নাম জিবুদিয়া। 20 ইছায় এরারে দেখিয়াউ ডাক দিলা, ডাক হুনিয়া এরাও নিজর বাফ জিবুদিয়ারে কামলাইন্তর লগে নাওয়ো থইয়া ইছার লগ ধরলা।

জিনর আছর আলা বেটারে শিফা করা

21 বাদে এরা হকলে মিলিয়া কফরনাউম টাউনো গেলা, আর ইহুদির জুম্মাবারে তারার মছিদো হামাইয়া ইছায় তালিম দিলা। হজরত মুছার রেওয়াজ মাফিক ইহুদির জুম্মাবার অইলো শুক্রবার সুরুজ ডুবা থাকি শনিবারর সুরুজ ডুবা পর্যন্ত। ই দিন কুনুজাত কাম করা হারাম। 22 তান তালিম হুনিয়া মানুষ তাইজ্জুব বনির্গেলা, তাইন তো তারার আলিম-উলামার লাখান বয়ান কররা না, তাইন খেমতাআলা মানষর লাখান তালিম দিরা।
23 অউ সময় জিনর আছর আলা এক বেটাও অউ মছিদর ভিতরে আছিল। 24 হে চিল্লাইয়া কইলো, "ও নাছারতর ইছা, আমরার লগে আপনার কুনু জায়-জরুর আছে নি? আপনে কিতা আমরারে বিনাশ করাত আইছইন নি? আমি তো আপনারে চিনি, আপনেউ আল্লার হউ পাক জন।" 25 ইখান হুনিয়া ইছায় তারে ধামকি দিলা, "চুপ, অখনউ এরে ছাড়িয়া যা।" 26 অউ হি জিনে বেটারে মুরানি মারিয়া জুরে চিক দিয়া ছাড়িয়া গেলগি। 27 ইতা দেখিয়া হকলে তাইজ্জুব অইয়া একে-অইন্যে কইলো, "দেখরায় নি! আচানক

কারবার! ইতা কুন জাতর নয়া তালিম? তান খেমতা খাটাইয়া জিন্নাতরে হুকুম দেইন, আর তারাও মানে।” 28 এরদায় ইছার নাম আস্তা গালিল জিলার চাইরোবায় খুব জলদি উড়ি গেল।

সাইমনর হড়ির বাড়িত হজরত ইছা

29 মছিদ থাকি বার অইয়া তাইন তাইন ইয়াকুব আর হান্নানর লগে অইয়া সাইমন আর আন্দ্রিয়াছর বাড়িত গেলা। 30 সাইমনর হড়ির খুব তাপ অইছিল, তাইন বিছনাত পড়নো আছলা। ইছায় তশরিফ আনতেউ তানরে বেমারির কথা জানাইল অইলো। 31 বেমার হুনিয়া তাইন অউ বেটির আতো ধরি তুললা, আর লগে লগে তাপে ছাড়ি দিলো, বেটি উঠিয়া গিয়া এরার মেহমানদারি করাত লাগলা।

32 অউ জুম্মার দিন শেষে হাইঞ্জা বালা, সুরুজ ডুবার বাদে মানষে হকল বেমারিরে আর জিনর আছর আলা মানষরে ইছার গেছে লইয়া আইলো। 33 আস্তা টাউনর মানুষ আইয়া অউ বাড়ির উঠানো দলা অইগেল। 34 তেউ ইছায় নানান নমুনার বউত বেমারির শিফা করলা আর বউতর লগ থনে জিন্নাত ছাড়াইলা। অইলে জিন্নাতে তান পরিচয় জানাই দিবা করি, তাইন ইতারে কুনু মাত মাতার সুযোগ দিলা না।

গালিল জিলাত তবলিগ

35 বাদে পতাবালা উঠিয়া তাইন নিরাই জাগাত গিয়া দোয়া করাত বইলা। 36 তেউ সাইমন আর তান লগর হকলে ইছারে তালাশ করাত বার অইলা। 37 বার অইয়া তানরে পাইয়া কইলা, “হুজুর, হক্কল মানষে আপনার তালাশ করের।” 38 ইছায় কইলা, “আও, আমরা অউ কান্দা-কাছার গাউয়াইন্তো গিয়া তবলিগ করি। এরলাগিউ তো আমি আইছি।” 39 বাদে তাইন হারা গালিল জিলার মছিদাইন্তো গিয়া তবলিগ করলা আর জিন্নাত ছাড়াইলা।

পচা-কুষ্ঠ বেমারিরে শিফা করা

40 একদিন এক পচা-কুষ্ঠ বেমারিয়ে হজরত ইছার কান্দাত আইয়া তান পাওত পড়িয়া মিনত করিয়া কইলো, “হুজুর, আপনার মর্জি অইলে আমারে শিফা করিয়া পাক-ছাফ করউক্কা।” 41 বেটারি বায় তান খুব দয়া হামাইলো। তাইন নিজর আত বাড়াইয়া তারে ছইয়া কইলা, “অয় আমি চাইরাম, তুমি পাক-ছাফ অও।” 42 কওয়ার লগে লগে তার বেমার ভালা অইয়া হে পাক-ছাফ অইগেল। 43 ইছায় অউ সময়উ তারে বিদায় দিলা আর দড়াইয়া কইলা, 44 “হুনো, ইতা খবর কেউররে হুনাইও না। খালি ইমাম ছাবর গেছে গিয়া দেখাও আর পাক-ছাফ অওয়ার লাগি হজরত মুছার কিতাবর হুকুম মাফিক, কুরবানি আদায় করো। তেউ সমাজেও জানিলিব, তুমি ভালা অইগেছো।” 45 অইলে হে বারে গিয়াউ ইতা হক্কল বায় রটাই দিলো। এরদায় ইছা আর খুলা-মেলা কুনু গাউত যাইতা পারলা না। তাইন বারা নিরাই জাগাত গিয়া রওয়া লাগলো, অনোও চাইরোবায় থনে মানুষ তান গেছে আইলা।

অর্ধং বেমারিরে শিফা করা

2 কয়দিন বাদে হজরত ইছা হিরবার কফরনাউম টাউনো ফিরিয়া আইলে মানষে হুনিলিলা তাইন ঘরো আছইন। 2 তেউ অতো মানুষ ইনো জমা অইলা, ঘরো তো দুরর কথা, ঘরর বারেও আর জাগা রইলো না। তাইন এরা হকলর গেছে আল্লার কালাম তবলিগ করাত আছলা। 3 অউ সময় চাইর জন মানষে একজন অর্ধং বেমারিরে বইয়া লইয়া ইছার গেছে আইলো, এরার লগে আরো মানুষ আছলা। 4 অইলে ভিড়র লাগি তারে ইছার গেছে লইয়া যাইতা পারলা না। এরদায় তাইন যে জাগাত বওয়াত আছলা, ঠিক তার উপরর চাল ফুড় করিয়া পলো সুদ্দা অউ বেমারিরে লামাত লামাই দিলো। 5 তারার ইমানর বল দেখিয়া তাইন অউ অর্ধং বেমারিরে কইলা, “বাবা, তুমার তামাম গুনা মাফ করি দিলাইলাম।”

6 অইলে হিকানো কয়জন মৌলানা বওয়াত আছলা। তাইন তাইন মনে মনে কইলা, 7 “ই মানষে ইলাখান মাতের কেনে? হে তো শিরিকি করের। একমাত্র আল্লা ছাড়া আর কে গুনা মাফ করতো পারে?”

8 তানরে লইয়া মৌলানা অকলে যে অলাখান চিন্তা কররা, ইছায় তান গাইবি বলে ইখান বুজিলিলা, বুজিয়া এরারে কইলা, “আপনারা কেনে মনে মনে ইলা চিন্তা কররা? 9 ই অর্ধং বেমারিরে কুনখান কওয়া আমার লাগি সুজা, তুমার গুনা মাফ করা অইলো, না, উঠো তুমার পলো লইয়া লাটিয়া যাওগি? 10 তে অখন আপনারা পরমান দেখউক্কা, ই দুনিয়াত গুনা মাফ করার খেমতা আমি বিন-আদমর আছে,” অখান কইয়াউ তাইন বেমারি বেটারে কইলা, 11 “আমি তুমারে কইয়ার, উঠো, তুমার পলো লইয়া তুমার বাড়িত যাও।”

12 তেউ লগে লগে অউ বেমারি বেটা উঠিয়া তার পলো লইয়া হকলর ছামনেউ বার অইয়া গেল। ইখান দেখিয়া হকলে তাইজ্জুব অইয়া কইলা, “ছুবহানাল্লা, জিন্দেগিয়ে কুনুদিন ইলাখান কাম দেখছি না।”

হজরত ইছা গুনাগারর কান্ডারি

13 বাদে হজরত ইছা হিরবার বার অইয়া গালিল আওরর ধারো গেলা, তেউ হক্কল মানুষ তান কান্দাত আইলো, তাইন তারারে তালিম দেওয়াত লাগলা। 14 তালিম দিয়া পথেদি যাইতে যাইতে দেখলা, আলফির পুয়া লেবি খাজনা তুলার অফিসো বই রইছইন। দেখিয়া তানরে কইলা, “আও আমার উম্মত অও।” তেউ লেবি উঠিয়া ইছার লগে লগে গেলা।

15 বাদে তাইন লেবির বাড়িত গিয়া খাওয়াত বইলা। বউত খাজনা তুলরা আর গুনাগার মানুষও ইছা আর তান উম্মত অকলর লগে খানিত আছলা। অউ সময় বউত মানুষ তান খরে খরে ঘুরাত আছিল। 16 অইলে তাইন গুনাগার অকলর লগে বইয়া খানি খাইরা দেখিয়া ফরিশি মজহবর মৌলানা অকলে তান উম্মত অকলরে কইলা, “এইন ঘুষখুর খাজনা তুলরা আর খবিছ অকলর লগে খাওয়া-দাওয়া করইন কেনে?”

17 ইখান হুনিয়া ইছায় অউ মৌলানা অকলরে কইলা, “ভালা মানষর কবিরাজ লাগে না, অইলে বেমারির তো লাগে। আমি পরেজগারর গেছে আইছি না, গুনাগার অকলরেউ দাওত দিতাম আইছি।”

পুরান তালিম থাকি হজরত ইছার নয়া তালিম ভালা

18 একবার হজরত এহিয়ার উম্মত আর ফরিশি অকল রোজা আছলা, ইতা দেখিয়া কিছু মানষে ইছার গেছে আইয়া কইলা, “এহিয়া নবীর উম্মত আর ফরিশি অকলে রোজা রাখইন, অইলে আপনার উম্মত অকলে রোজা রাখইন না কেনে?”

19 ইছায় তারারে কইলা, “নশা লগে থাকতে কিতা বৈরাতি অকলে রোজা রাখতো পারে নি? না, কেউ রোজা রয় না, যতদিন নশা লগে থাকইন, অতো দিন তারা রোজা রাখতো পারে না। 20 অইলে অলা অখত আইবো, যেবলা নশারে তারার গেছ থনে হরাইল অইযিব, অউ সময় তারা রোজা রাখবা। 21 পুরান কাপড়র মাজে কেউ নয়া কাপড় জুড়া দেয় না। জুড়া দিলে অউ কাপড় ধইয়া হারলে খুছ অইয়া ছিড়িয়া ই ফুড় আরো বড় অইয়ায়। 22 পুরান চামড়ার থলিত কেউ তাজা আংগুরর রস ভরে না। ভরলে অউ তাজা রসর ফাফে থলি ফাটিয়া রস আর থলি দুইওতা বরবাদ অয়। তাজা রস নয়া থলিত থইতে অয়।”

জুম্মাবারর বেয়াপারে নয়া তালিম

23 এক জুম্মাবারে হজরত ইছা খেতর আইলেদি আটিয়া যাওয়াত আছলা। আটি আটি তান উম্মত অকলে ধানর ছড়া ছিড়াত লাগলা। 24 ইতা দেখিয়া ফরিশি দলে ইছারে কইলা, “আমরার মুছা নবীর শরিয়ত মাফিক তো জুম্মাবারে কুনুজাত কাম করা জাইজ নায়, তে তারা ই ধানর ছড়া ছিড়িরা কিতার লাগি?”

25 ইছায় জুয়াপ দিলা, “দাউদ নবী আর তান লগর হকলে একবার পেটর ভুকে যেতা করছলা, ইতা কিতা তুমিতাইন কুনু সময় পড়ছো না নি? 26 তাইন তো পরধান ইমাম আবিয়াথরর আমলো আল্লার ঘরো হামাইয়া, যে পবিত্র রুটি ইমাম ছাব বাদে আর কেউ খাওয়া জাইজ নায়, অউ রুটি খাইছলা আর তান লগর মানষরেও দিছলা।” 27 ইছায় তারারে আরো কইলা, “জুম্মাবারর ভালাইর লাগি তো মানষরে বানাইল অইছে না, অইলে মানষর ভালাইর লাগিউ জুম্মাবার বানাইল অইছে। 28 হুনো, জুম্মাবারর তামাম এখতিয়ার আমি বিন-আদমর আতো আছে।”

আত হুকনা বেমারির শিফা

3 হজরত ইছা হিরবার মছিদো গিয়া হামাইলা, হুনো অলা এক বেটা আছিল, তার এক আত বেমারে হুকাই গেছে। 2 তাইন জুম্মাবারে অউ বেটারে ভালা করইন কি না দেখার লাগি ফরিশি মজহবর কয়জন মানষে তানবায় খুব খিয়াল রাখলা, তারা চাইলা তান কুনু খুত বার করিয়া ফান্দো ফালাইতা। 3 ইছায় অউ হুকনা আতআলা বেটারে কইলা, “ওবা, হকলর ছামনে আইয়া উবাওছাইন।” 4 বেটা আইয়া হারলে তাইন হকল মানষরে জিকাইলা, “ছাব অকল, জুম্মাবারে কিতা করা জরুর, নেক কাম, না বদ কাম? জানর হেফাজত করা, না জানে মারা?” ইখান হুনিয়া তারা মুখ বন্দ করি বইরইলা। 5 তারার মনর ই পাষান হালত দেখিয়া, ইছার দিলো খুব দুখ হামাইলো। তাইন তারার বায় চাইয়া গুছা করি হউ বেমারি বেটারে কইলা, “তুমার আতখান বাড়াও।” হে তার আত বাড়াইতেউ আগর লাখান পুরা ভালা অইগেল। 6 ইখান দেখিয়াউ ফরিশি অকল লগে লগে বার অইগেলা, গিয়া রাজা হেরোদর মানষর লগে মিলিয়া ইছারে কাতল করার পরামিশ করলা।

7-8 বাদে ইছায় তান সাগরিদ অকলরে লইয়া আওরর পারো গেলাগি, হনোও বউত মানুষ তান খরে খরে গেলা। তান নানান মোজেজা আর কেরামতির খবর পাইয়া, এহুদিয়া জিলা, গালিল, জেরুজালেম, ইদোম, জর্দান গাংগর হপার, সোর আর সিদন এলাকা থাকি অউ মানুষ অকল আইছলা। 9 মানষর ভিড় দেখিয়া তাইন সাগরিদ অকলরে কইলা, “তুমরা আমার লাগি একখান নাও জুইত করো, আরনায় মানষে ঠেলা-ধাক্কা খাইয়া আমার উপরে আইয়া পড়িযিবা।” 10 তাইন বউত বেমারিরে শিফা করায় বেমারি মানষে তানে ছইতা করি ঠেলিয়া ধাক্কাইয়া আইয়া তান উপরে পড়িযিতা। 11 আর জিন-ভুত অকলে তানে দেখলেউ তান ছামনে মাটিত পড়িয়া সইজদা করিয়া চিল্লাইয়া কইতো, “আপনেউ আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা।” 12 অইলে ইছায় তারারে খুব কড়াকড়ি হুকুম দিতা, “খবরদার! তুমরা আমার পরিচয় জাইর করিও না।”

বারোজন সাহাবি পছন্দ করা

13 বাদে হজরত ইছা পাড়র উপরে গেলাগি, গিয়া তান পছন্দ করা কিছু সাগরিদরে তান কান্দাত ডাকাইয়া নিলা। 14-15 এরা আইয়া হারলে এরার মাজ থনে বারোজনরে তাইন আলগ করলা, এরা যানু তান লগে লগে রইন, আর জিন-ভুত ছাড়ানির খেমতা দিয়া এরারে তবলিগ কামো বেজিতা পারইন। অউ বারোজন অইলা তান সাহাবি। 16 তাইন সাইমনর নয়া নাম রাখলা পিতর। 17 জিবুদিয়ার দুই পুয়া ইয়াকুব আর হান্নান, তাইন এরার নয়া নাম দিলা বোনেরগশ, মানি মেঘর ডাকর পুয়া। 18 আন্দ্রিয়াছ, ফিলিফ,

বর্থলময়, মথি, থুমাছ, আলফির পুয়া ইয়াকুব, থদ্দেয়, মুক্তিযুদ্ধা সাইমন,
19 আর ইহুদা ইস্কারিয়াত, অউ ইহুদায় বাদে বেইমানি করিয়া ইছারে দুশমনর
আতো ধরাইয়া দিছিল।

হজরত ইছা আর জিনর বাদশা

20 হজরত ইছা এক বাড়িত গেলা। অনো আইয়াও অতো বেশি মানষে
ভিড় বান্দিলা, ভিড়র লাগি ইছায় আর সাহাবি অকলেও খানা খাইতা পারলা
না। 21 তান ভাই-বিরাদরে ই খবর হুনিয়া তানরে অন থাকি বার করি
নেওয়াত আইলা, এরা কইলা, "তার তো মাথা খারাপ অইগেছে।"
22 জেরুজালেম থাকি কয়জন মৌলানা আইছলা, তারা কইলা, "জিনর
বাদশা বেল-সবুলে তারে আছর করছে। অউ বেল-সবুলর বলে হে জিন-ভুত
ছাড়ায়।" 23 ইখান হুনিয়া ইছায় অউ মৌলানা অকলরে ধারো আনাইয়া
কিচ্ছা দিয়া কইলা, "শয়তানে কিলা শয়তানরে খেদায়? 24 কুনু দেশর ভিতরে
দলাদলি লাগি গেলে ই দেশ তো আর টিকে না। 25 অউলা কুনু পরিবারর
মাজেও যেবলা দলাদলি লাগি যায়, অউ পরিবারও আর টিকে না। 26 তে
শয়তানেও যুদি নিজর মাজে দলাদলি লাগাই দেয়, হে-ও তো টিকতো নায়,
বিনাশ অইযিব। 27 আসল হাছা কথা অইলো, কুনু ডাকাইত ডাকাতিত
আইয়া পয়লা অউ বাড়ির বলআলা মুল গিরস্তরে না বান্দিলে, হে লুট-
তরাজ করতো পারতো নায়। অইলে তারে বান্দিয়া হারলে লুট-তরাজ
করতো পারব। 28 হুনউক্কা, আমি হাছা কথা কইরাম, মানষর তামাম নমুনার
গুনা আর কুফুরির মাফি আছে, 29 অইলে পাক রুহর বেয়াপারে কুফুরি
করলে, কুনুমন্তেউ ই গুনার মাফি মিলতো নায়। ই গুনা রোজ হাশর পর্যন্ত
জারি রইব।" 30 ইছার উপরে জিনে আছর করছে, মৌলানা অকলে অউ
কথা কওয়ায় তাইন তারারে অউলা জুয়াপ দিলা।

হজরত ইছার আপন মানুষ কে?

31 অউ সময় হজরত ইছার মা আর ভাইয়াইন আইয়া বারে থনে তান
গেছে খবর পাঠাইলা। 32 অইলে চাইরো গালাবায় মানষর ভিড় লাগাইল
আছিল, মানষে তানরে কইলা, "হুজুর, আপনার আম্মা আর ভাইয়াইন
আইয়া বারে আপনার তালাশ কররা।" 33 তাইন কইলা, "আমার মা আর
ভাইয়াইন কে?" 34 কইয়া তাইন চাইরো গালার মানষর বায় চাইয়া কইলা,
"হুনো, এরাউ তো আমার মা আর ভাইয়াইন। 35 যেরা আল্লার মর্জি যুগাইয়া
চলইন, তারাউ তো আমার মা, আর ভাই-বইন।"

আল্লার বাদশাইত ফল ধরার নানান নমুনা

4 হজরত ইছা হিরবার গালিল আওরর পারো আইয়া মানষরে তালিম
দিতা লাগলা। তান চাইরো গালাবায় বউত মানষে ভিড় বান্দিল্লা,
এরদায় তাইন এক নাওত উঠিয়া বইলা, আর মানষে পারো থনে তান
বয়ান হুনলা। 2 তাইন কিচ্ছা হুনাই-হুনাই মানষরে তালিম দেওয়াত আছলা,
এরমাজে তাইন কইলা, 3 "ধরউক্কা, এক গিরস্তে জালা বাইন করাত গেল।
4 গিয়া বাইন করার সময় কিছু জালা পথর কান্দাত পড়লো, আর পাখিন্তে
আইয়া ইতা খাইলিলো। 5 কিছু জালা পাথর আলা মাটিত পড়লো, ইতার
তলে বেশি মাটি আছিল না, এরদায় তলেদি বল না করিয়াউ জলদি করি
ফুটিগেল। 6 বাদে সুরুজ উঠিয়া হারলে জইর খাইলিল, আর তলর জড়ে রস
না পাওয়ায় হুকাইয়া মরিগেল। 7 কিছু জালা জংলার মাজে পড়লো, তেউ
জংলা বড় অইয়া ইতারে জাতিয়া ধরলো, এরদায় কুনু ছড়া ছাড়লো না।
8 অইলে কিছু জালা ভালা জমিনো পড়লো, ইতায় আলি বার অইয়া বড়
অইয়া ছড়া ছাড়ল, কুনু ছড়ায় তিশ, কুনু ছড়ায় ষাইট, কুনু ছড়ায় একশো গুন
বেশি ধান ধরলো।" 9 হৈশে ইছায় কইলা, "হুনার লাখ কান যার আছে, হে
হুনউক।"
10 বাদে ভিড় কমিয়া হারলে তান লগর মানষে আর বারোজন সাহাবিয়ে
তানরে জিকাইলা, "হুজুর, ই কিচ্ছার মুল মানি কিতা?" 11 ইছায় জুয়াপ
দিলা, "আল্লার বাদশাইর গোপন রহস্য জানার সুযোগ তুমরারে দেওয়া
অইছে, অইলে বাইরা মানষর গেছে কিচ্ছার মাজদি কওয়া অইছে। 12 এর
কারন অইলো, আল্লার কালামর অউ আয়াত ফলিতে অইবো,

তারা চাইয়া থাকলেও কুন্তাউ দেখতো নায়,
হুনলেও কুন্তা বুজতো নায়।
কিযানু তারা যুদি আল্লার বায় ফিরিযাইন,
আর মাফি পাইলাইন।"

13 বাদে ইছায় তারারে কইলা, "তুমরা অউ কিচ্ছার মানি খানও বুজলায় না
নি? তে বাকি কিচ্ছার মানি কিলা বুজবায়? 14 হুনো, গিরস্তে যে জালা বাইন
করের, ই জালা অইলোগি আল্লার কালাম। 15 পথর কান্দাত পড়া জালা
দিয়া তারার বেয়াপারে বুজাইল অইছে, যেরা ই কালাম হুনে, অইলে লগে
লগে ইবলিছ আইয়া তারার দিল থাকি ই কালামরে কাড়িয়া নেয়গি।
16 পাথরর উপরে পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যেরা ই কালাম হুনে আর
খুব খুশি অইয়া লগে লগে কবুল করিলায়, 17 অইলে তারার দিলো
ভালামন্তে হামায় না করিয়া, ইতা খালি থুড়া কয়দিন কাইম রয়, বাদে ই
কালামর লাগি কুনু জুলুম-মছিবত আজির অইলে তারা পিছলাই যায়।
18 জংলার মাজে পড়া জালার মানি অইলো, যেরা ই কালাম হুনে, 19 অইলে
জগতর চিন্তা-ভাবনা, ধন-ছামানার মায়া আর দুনিয়াবি লালছে ই কালামরে
জাতিয়া ধরিলায়, এরদায় কালামে কুনু আমল করে না। 20 আর ভালা
জমিনো পড়া জালার মানি অইলো, যেরা ই কালাম হুনে, কবুল করে আর
ভালা ফল ধরে, কেউ তিশ, কেউ ষাইট, কেউ একশো গুন ফল ধরে।"
21 ইছায় আরো কইলা, "কুনু মানষে লেম জালাইয়া টুকরির তলে বা চকির
তলে থয় নি? লেম জালাইয়া গাছার উপরে থইন না নি? 22 তে ইলা লুকাইল
কুন্তাউ নাই, যেতা বার অইতো নায়। আর ইলা কুনু বাতুনি বেয়াপারও নাই,
যেতা জাইর অইতো নায়। 23 হুনার লাখ কান যার আছে, হে হুনউক।"
24 বাদে তাইন কইলা, "তুমরা খিয়াল করিয়া হুনো, তুমরা যেলা মাপিয়া দেও,
তুমরার লাগি অউলা মাপা অইবো। ধরিলাও, তুমরারি লাগি আরো বেশ করি
মাপা অইবো। 25 যার আছে তারে আরো দেওয়া অইবো, অইলে যার নাই,
তার যেতা আছে এওতা নেওয়া অইযিব।"
26 তাইন আরকবার কইলা, "হুনো, আল্লার বাদশাই অইলো অউ লাখান।
ধরিলাও, এক গিরস্তে তার জমিনো জালা বাইন করলো। 27 বাদে হে রাইত
অইলে ঘুমাইলো আর দিনর বালা ঘুরা-ঘুরি করলো। অইলে জালা ফুটিয়া
কেমনে গাছ অইলো, হে তো কুন্তা জানে না। 28 জমিনে নিজে নিজেউ ইতা
ফলাইলো, পয়লা চেরা, বাদে ছড়া আর ছড়ার মাজে পুষ্ট ধান ধরল। 29 ধান
পাকিয়া হারলে হে বুজিলায় দাওয়ার সময় অইগেছে, তেউ কাচি লাগাইয়া
দায়।"

ডেংগা বিচির কিচ্ছা

30 হজরত ইছায় কইলা, "আল্লার বাদশাইরে আমরা কিতার লগে তুলনা
করতাম? কিতাদি বুজাইতাম? 31 আইচ্ছা, মনে করো, আল্লার বাদশাই
অইলো এগু ডেংগা বিচির লাখান। ই বিচি বাইন করার বালা দেখা যায়,
হকল জাতর বিচি থনে ইটা হুরু-মুরু। 32 অইলে বাইন করার বাদে ইটা হক্কল
জাতর হাগ থনেও বড় বড় পাতা আর গাছ অয়। আর মোটা মোটা ডাল
বারয়, ই ডালর ছায়াত পাখিন্তে আইয়া আশ্রয় লইন।"
33 অউ লাখান বউত নমুনার কিচ্ছা কইতা, আর যে যেলা বুজতো পারে,
তার বুজ মাফিক তারে আল্লার কালাম হুনাইতা। 34 কিচ্ছা ছাড়া তারারে কুনু
তালিম দিতা না। অইলে খালি সাহাবি অকল যেবলা তান লগে রইতা, অউ
সময় তাইন হকল ভেদ ভাংগিয়া বুজাইতা।

আওরর তুফান বন্দ করা

35 অউ দিন হাইঞ্জা বালা হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা,
"আও, আমরা আওরর হপারো যাইতাম।" 36 তেউ সাহাবি অকলে মানষর
গেছ থাকি বিদায় লইয়া, ইছা যে নাওয়ো বওয়াত আছলা অউ নাওয়ো
উঠিয়া রওয়ানা দিলাইলা, এরলগে আরো নাওয়াইনও আছিল। 37 নাও
চলের, অউ সময় আখতাউ খুব বড় এক তুফান আইলো, তুফানর দায়
আফলর পানি হামাইয়া নাও বুড়িযিবার দশা। 38 ইছা নাওর খর গালাত এক
বালিশো হিতান দিয়া ঘুমো আছিলা। সাহাবি অকলে তানরে হজাগ করিয়া
কইলা, "হুজুর, আপনে খিয়াল কররা না নি, আমরা তো মরি যাইয়ার।"
39 তাইন উঠিয়া তুফানরে ধমক দিলা আর আওররে কইলা, "দম লও, থির
অও।" কওয়ার লগে লগে তুফান বন্দ অইগেল, আর হক্কলতা থির অইলো।
40 বাদে তাইন সাহাবি অকলরে কইলা, "তুমরা অতো ডরালোক কেনে?
তুমরা অখনও ইমান আনছো না নি?" 41 ইতা দেখিয়া সাহাবি অকলে খুব
ডরাইলা, আর একে-অইন্যে কইলা, "এইন আসলে কে? পানিয়ে আর
বাতাসেও দেখি তান হুকুম মানে।"

ভুতর পালরে খেদাই দেওয়া

5 হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া গালিল আওর পাড়ি দিয়া
জেরাসিনি অকলর দেশো আইলা। 2 তাইন নাও থাকি লামতেউ ভুতে
ধরা এক বেটা, কবরস্থান থাকি বার অইয়া তান ছামনে আইলো। 3 হে
কয়বরর মাজে রইতো, কুনু মানষে লুয়ার জিনজুরদি বান্দিয়াও তারে
আটকাইতা পারতা না। 4 তার আত-পাও বউত বার জিনজুরদি বান্দিলেও
হে ইতা ছিড়িয়া, পাওর বেড়িও ভাংগিলিতো। তারে কেউ সামলাইতা
পারতা না। 5 হে পাড়র টিল্লায় টিল্লায়, কয়বরে কয়বরে হারা দিন-রাইত
ঘুরতো আর চিল্লাইতো, পাথর দিয়া তার নিজর শরিলো মারতো।
6 ইছারে হে দুরই থাকি দেখিয়াউ দৌড়াইয়া আইয়া তান পাওত পড়িয়া
সইজদা করলো, 7 আর চিল্লাইয়া কইলো, "ও ইছা, আল্লাতালার খাছ মায়ার
জন ইবনুল্লা, আপনে কেনে আমার গেছে আইছইন? আমি আল্লার কছম
খাইয়া কইয়ার, আপনে আমারে ছাতাইন না যানু।" 8 ইছায় আগে অউ
ভুতরে কইছলা, "তুই অউ বেটারে ছাড়িয়া বার অইয়া যা," এরদায় হে ইছারে
অউ মিনতি করলো। 9 তাইন অউ ভুতরে জিকাইলা, "তোর নাম কিতা?" হে
কইলো, "আমার নাম ফৌজ, কারন আমরা বউত জন আছি।" 10 অথান
কইয়া হে ইছার গেছে বারে বারে মিনত করি কইলো, "আপনে আমরারে ই
এলাকা থাকি খেদাইন না যানু।"
11 অউ সময় হনো পাড়র গালাত বড় এক শুয়রর পালে খাওয়াত
আছিল। 12 ভুতর পালে ইছারে মিনত করি কইলো, "হুজুর, আমরারে অউ
শুয়রর পালর মাজে পাঠাই দেউক্কা, আমরা গিয়া অতার ভিতরে হামাই।"
13 ইছায় ইজাজত দিয়া হারলে তারা গিয়া অউ শুয়রর পালর মাজে হামাই
গেল। তেউ শুয়রর পালে পাড়র টিল্লার পেটেদি খুব জুরে দৌড়াইয়া গিয়া
আওরর মাজে বুড়িয়া মরলা। ই পালো অনুমান দুই আজার শুয়র আছিল।
14 ইতা দেখিয়া শুয়রর রাখাল অকলে দৌড়াইয়া গিয়া গাউত আর কান্দা-
কাছার হকলরে খবর জানাইলা। খবর হুনিয়া মানষে ইতা দেখাত আইলা।
15 তারা ইছার কান্দাত আইয়া দেখলা, ভুতর ফৌজে যে বেটারে ধরছিল, ই
বেটা ভালা অইয়া কাপড়-চুপড় ফিন্দিয়া বইরইছে। ইতা দেখিয়া তারার মনো
ডর হামাইগেল। 16 তেউ যেরা অউ ঘটনা দেখছিল, তারা হউ ভুতে ধরা
বেটার কথা আর শুয়রর ঘটনা এরারে জানাইলো। 17 এরদায় মানষে হজরত

ইছারে মিনত করি কইলা, “মেহেরবানি করি আমরার এলাকা থাকি তশরিফ নেউক্কাগি।”
18 তাইন যেবলা নাওত উঠিযিরা, অউ সময় ভুতে ধরা বেটাও তান লগে অইয়া যাইতো করি মিনত লাগাইলো। 19 অইলে ইছায় তারে অখান কইয়া বিদায় করি দিলা, “তুমি তুমার বাড়িত যাও, গিয়া বাড়ির মানষরে দেখাও, মাবুদে তুমারে কত মেহেরবানি আর বড় তাইজ্জুবি কাম করছইন।” 20 তান কথা হুনিয়া বেটা গেলোগি আর আস্তা দিকাপলি এলাকার মানষরে কইলো, ইছায় তার লাগি কত বড় কাম করছইন। ইখান হুনিয়া তারাও তাইজ্জুব অইগেলা।

মরা পুড়িরে জিন্দা করা

21 হজরত ইছা নাওত করিয়া হিরবার আওরর হপারো গিয়া হারলে, চাইরোবায় থনে মানষে আইয়া অউ আওরর পারোউ ভিড় লাগাই দিলা। 22 অউ সময় মছিদ কমিটির যায়ীর নামর এক নেতা আইয়া ইছারে দেখিয়া তান পাওত পড়িয়া, 23 খুব মিনত করি কইলা, “হুজুর, আমার পুড়িগু মরার পথি অইগেছে। আপনে তশরিফ আনিয়া আমার পুড়িগুরে আতাই দিলেউ তাই ভালা অইযিবো।”
24 তেউ তাইন অউ নেতার বাড়িত রওয়ানা দিলাইলা। তান চাইরো গালাবায় ভিড় বান্দিয়া ঠেলা-ঠেলি করিয়া আরো বউত মানুষ তান লগে অইয়া যাইরা। 25 অউ ভিড়র মাজে একজন বেটি মানুষ আছলা, বারো বরছ ধরি তান বেটিয়ারা বেমারর লউ যাইতো। 26 বউত ডাক্তর কবিরাজ দেখাইয়া কষ্ট করি নিয়ম-কানুন মানিয়া, হকল টেকা-পয়সা খুয়াইয়াও কুনু ফায়দা অইছে না। দিনে দিনে বেমার আরো বাড়িছে। 27 ইছার বেয়াপারে হুনিয়া বেটিয়ে অউ ভিড়র মাজে ঠিক তান খরেদি আইয়া, তান ফিন্নর চাদ্দর খানর এক কুনাত ছইলো। 28 তাই একিন করছিল যেন, ইছার ফিন্নর কুনু কাপড়র মাজে ছইতে পারলেউ বেমার শিফা অইযিবো। 29 হাছাউ, ইছার চাদ্দরর কুনাত ছইতেউ, বেটির লউ যাওয়া এক্কেরে কমিগেল। বেটিয়ে নিজর শরিলর হালত বুজিলিলো, বেমার কমিগেছে। 30 ইছায়ও টের পাইলা, তান শরিল মুবারক থাকি বল বার অইছে। অউ তাইন ভিড়র মাজে চাইরোবায় চাইয়া জিকাইলা, “আমার কাপড়ো কে ছইলো?”
31 তান সাগরিদ অকলে কইলা, “হুজুর, আপনে তো দেখরা, মানষে কিলা চাইরোবায় ঠেলা-ঠেলি কররা, তে আর কেনে জিকাইরা, কে আপনারে ছইলো?” 32 অইলে ইছায় চাইরোবায় চউখদি তাল্লাশিত রইলা, কে তানে ছইলো। 33 তেউ বেমার শিফা অওয়া বেটিয়ে নিজর হালত বুজিয়া ডরাইয়া কাপি কাপি তান ছামনে আইয়া পাওত পড়লো, আর হকলতা খুলিয়া কইলো। 34 ইছায় বেটিরে কইলা, “মাই গো, তুমার ইমানে তুমি বাঁচলায়। অখন শান্তিয়ে বাড়িত যাও, আর ই বেমার থাকি হেফাজত রও।”
35 তাইন অতা মাতো রইছইন, অউ সময় মছিদর হউ নেতার বাড়ি থাকি খবরিয়া আইয়া নেতারে কইলো, “ছাব, আপনার পুড়ি তো আর নাই, দুনিয়া ছাড়িয়া গেছইনগি। তে হুজুররে আর তকলিফ দিবার কাম নাই।” 36 অইলে ইখান হুনিয়া ইছায় হউ নেতারে কইলা, “ডরাইবা না, খালি একিন করউক্কা।” 37 কইয়া তান সাহাবি পিতর, ইয়াকুব, আর ইয়াকুবর ভাই হান্নান, খালি অউ তিন জন বাদে আর কেউররে তান লগে নিলা না। 38 এরারে লইয়া তাইন হউ নেতার বাড়িত আইয়া দেখলা, মানষে কান্দা-কাটি, বিলাপ আর মাত্বম কররা। 39 তাইন ভিতরে গিয়া মানষরে কইলা, “তুমরা ই কান্দা-কাটি আর মাত্বম কররায় কেনে? ই পুড়ি তো মরছে না, খালি ঘুমাইছে।” 40 ইখান হুনিয়া মানষে তানরে ছিড়াইলা। তেউ তাইন মুর্দার কুঠা থাকি হকলরে বার করি দিয়া, খালি পুড়ির মা-বাফ আর সাহাবি অকলরে লইয়া কুঠাত হামাইলা। 41 তাইন পুড়ির আতো ধরিয়া কইলা, “টালিথা কুম,” মানি, “ও পুড়ি, তুমারে কইয়ার, উঠো।” 42 হাছাউ, মুর্দা পুড়ি লগে লগে উঠিয়া আটা ধরলো, পুড়ির বয়স আছিল বারো বছর। ইতা দেখিয়া এরা আচানক তাইজ্জুব অইগেলা। 43 ইছায় এরারে হুকুম দিলা, ইতা কেউররে হুনাইও না। আর অউ পুড়িরে অখন খাইবার কুন্তা দেও।

নিজর গাউ নাছারতো হজরত ইছার অসম্মান

6 হজরত ইছা হন থনে নিজর গাউ নাছারতো তশরিফ আনলা। তান সাহাবি অকলও লগে আছলা। 2 জুম্মাবারে তাইন মছিদো গিয়া তালিম দিলা। বউত মানষে তান তালিম হুনলা, হুনিয়া তাইজ্জুব অইয়া কইলা, “ই বেটায় ইতা তালিম কুয়াই থাকি পাইলো? হে কেমনে ইতা ইলিম হাছিল করছে, আর যেতা মোজেজা অকল দেখার, ইতার ভেদ কিতা? 3 এ তো হউ মরিয়মর পুয়া কাঠ-মেস্তুইর নায় নি? হে ইয়াকুব, ইউছি, এহুদা আর সাইমনর ভাই নায় নি? তার বনিন তো আমরার গাউতউ রইরা।” ইছার বেয়াপার লইয়া মানষর দিলর মাজে বিতিশনা দেখা দিলো।
4 তেউ ইছায় তারারে কইলা, “যেকুনু নবীউ নিজর গাউ, নিজর দেশ, নিজর বাড়ি, খেশ-কুটুমর বাইরাখানো ইজ্জত পাইন।” 5 বাদে তাইন কয়জন বেমারিরে আতাই দিয়া বেমার শিফা করলা। অইলে হিনো আর কুনু মোজেজা জাইর করার উপায় অইলো না। 6 মানষে তান উপরে ইমান না আনায় তাইন খুব তাইজ্জুব অইগেলা। বাদে তাইন গাউয়ে গাউয়ে চাইরোবায় ছফর করিয়া মানষরে তালিম দিলা।

সাহাবি অকলরে তবলিগো পাঠানি

7 ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে নিজর ধারো আনিয়া, জিন-ভুতর উপরে খেমতা দিয়া, দুইজন দুইজন করি তবলিগ কামো পাঠাইলা। 8 ছফরর সময় খালি আতর লাঠি ছাড়া আর কুন্তাউ এরারে লগে নিতে দিলা না। খানি-খুরাকি, বেগ বা কমরর থলিত বান্দিয়া কুনু পয়সা-কড়ি নিতেও না করলা। 9 তাইন কইলা, “পাওত জুতা ফিন্দিতায় পারবায়, অইলে ফিন্নর এক কাপড় বাদে আর কুনু কাপড়-চুপড় নিও না।” 10 আর হুকুম দিলা, “তুমরা গিয়া পয়লা যে বাড়িত হামাইবায়, ই গাউ ছাড়িয়া যাওয়ার আগ পর্যন্ত অউ বাড়িতউ রইও। 11 কুনু জাগার মানষে যুদি তুমরারে কবুল না করে, আর তুমরার বয়ান না হুনে, তে হন থাকি বারনির বালা তুমরার পাওর ধুইল ঝাড়িয়া ফালাইও, অউ ধুইল তারার নাফরমানির সাক্ষি রইবো।” 12 তেউ সাহাবি অকলে গিয়া তবলিগ করলা, মানষরে তাগিদ দিলা তৌবা করার লাগি। 13 এরা বউত ভুত ছাড়াইলা, আর বউত বেমারি মানষর মাথাত তেল মাখাইয়া বেমাররে শিফা করলা।

হজরত এহিয়া (আঃ) রে কাতল করা

14 হজরত ইছার সুনাম চাইরোবায় রটি যাওয়ায় রাজা হেরোদর কানোও গিয়া আজিলো। কুনু কুনু মানষে কইলা, তাইন অইলা এহিয়া নবী, এইন হিরবার জিন্দা অইয়া উঠিয়া আইছইন করিউ অউ কেরামতি দেখাইরা। 15 কেউ কইলো, এইন অইলা হজরত ইলিয়াছ নবী। আর কেউ কেউ কইলো, এইন পুরানা জমানার কুনু নবীর লাখান নয়া এক নবী। 16 ইতা হুনিয়া হেরোদে কইলো, “এইন তো হউ এহিয়া, যেন কল্লা আমি কাটাইছলাম। তাইন হিরবার জিন্দা অইয়া উঠছইন।”
17-18 এর আগে হেরোদে তার ভাবি হেরোদিয়ার মন যুগানির লাগি, এহিয়া নবীরে আটক করাইয়া জেলো হারাই থইছিল। হে তার ভাই ফিলিফর বউরে হাংগা করায় নবীয়ে তারে হামেশা কইতা, “আপন ভাইর বউরে নিয়া হাংগা করা তুমার জাইজ অইছে না।” 19 এরদায় এহিয়া নবীর বায় হেরোদিয়ার খুব গুছা আছিল। তাই এনরে কাতল করার নিয়ত করলো, অইলে পারল না। 20 হেরোদে এনরে ডরাইতো আর জানতো, এইন একজন পাক-পরেজগার কামিল মানুষ, এরদায় হামেশা এনরে তাইর আত থাকি বাচাইতো। এন নছিয়ত হুনতে তার ভিতরে ধড়-ফড় করলেও হে ইতা খুব পছন্দ করতো।
21 হেশে তাই এক সুযোগ পাইলো, হেরোদর জনম দিনর অনুষ্ঠানো তার উজির-নাজির, সিপাইর অফিসার অকল, আর গালিল জিলার গইন্য-মাইন্য হকল মানষর লাগি খানি জুইত করা অইলো। 22 অউ অনুষ্ঠানো হেরোদিয়ার পুড়িয়ে আইয়া নাচ দেখাইয়া হকল মেহমান আর হেরোদরে খুশি করলো। খুশি অইয়া হেরোদ রাজায় পুড়িরে কইলো, “ও মা, তুমি আমার গেছে কিতা চাও? যেতা চাইবায়, অতাউ পাইবায়।” 23 হে কছম খাইয়া কইলো, “তুমি আমার গেছে যেতা চাইবায়, অতাউ দিমু। আমার রাইজ্যর অর্ধেক চাইলেও দিলাইমু।”
24 অউ পুড়িয়ে তাইর মা’র গেছে গিয়া জিকাইলো, “মাই গো, আমি কিতা চাইতাম?” মা হেরোদিয়ায় হিকাই দিলো, “তুমি হউ এহিয়ার কল্লা চাইও।” 25 পুড়িয়ে জলদি করি আইয়া রাজারে কইলো, “আমি চাইরাম, আপনে হউ এহিয়ার কল্লা কাটিয়া এক থালো করি আমারে দেউক্কা।” 26 ইখান হুনিয়া রাজা খুব বেজার অইগেল, অইলে অনুষ্ঠানর মেহমান অকলর ছামনে কছম করায় অউ পুড়িরে না করার কুনু উপায় আছিল না। 27-28 তেউ লগে লগে রাজায় জল্লাদরে হুকুম দিলো এহিয়ার মাথা কাটিয়া আনার লাগি। জল্লাদে গিয়া জেল খানাত বন্দি হজরত এহিয়ার মাথা কাটিয়া এক থালো করি লইয়া আইলো। রাজায় ই থাল অউ পুড়ির আতো দিলে, তাই নিয়া তাইর মা’র গেছে দিলো। 29 এহিয়া নবীর সাগরিদ অকলে ই খবর হুনিয়া জেল থনে তান লাশ নিয়া দাফন করলা।

পাচ আজার মানষর গাইবি খানি

30 হজরত ইছার বারোজন সাহাবিয়ে তবলিগ থনে ফিরিয়া আইয়া তানরে জানাইলা, তবলিগো গিয়া কিতা কিতা করছইন, কিলাখান তালিম দিছইন। 31 অউ সময় বউত মানুষ ইছার গেছে আওয়া-যাওয়াত থাকায় সাহাবি অকলে কুনু খানা-পিনারিও সুযোগ পাইলা না। এরদায় তাইন সাহাবি অকলরে কইলা, “তুমরা আমার লগে কুনু নিরাই জাগাত আইয়া থুড়া জিরাও।” 32 কইয়া নাওত উঠিয়া এক নিরাই জাগাত রওয়ানা অইলা। 33 এরারে যাওয়াত দেখিয়া বউত মানষে চিনিলিলা, তেউ এরা পৌছার আগেউ আশ-পাশর গাউয়াইন থাকি মানুষ দৌড়াইয়া গিয়া হনো পৌছিগেলা। 34 ইছা নাও থাকি লামিয়াউ দেখলা, বউত মানষে তান বার চাইরা। দেখিয়া এরার বায় তান বড় দরদ হামাইলো। এরা আছিল আ-রাখালি মেড়ার লাখান। অউ ইছায় এরারে বউত লাখান তালিম দিলা। 35 হাইঞ্জা অইয়া হারলে তান সাহাবি অকলে কইলা, “হুজুর, ইখান খুব নিরাই জাগা, আর হাইঞ্জাও অইগেছে, 36 তে অতা মানষরে বিদায় দিলাউক্কা, এরা কান্দা-কাছার অতা গাউয়াইন্তো গিয়া তারার খানি-খুরাকি লউক।” 37 ইছায় কইলা, “তুমরাউ এরার খানির ইন্তেজাম করো।” সাহাবি অকলে জুয়াপ দিলা, “আমরা কিতা দুইশো দিনারর খানি লইয়া আনিয়া এরারে খাওয়াইতাম নি?” দুইশো দিনারি তো পইঞ্চাশ আজার টেকার হমান। 38 তাইন কইলা, “তুমরা চাইয়া দেখো, তুমরার গেছে কি পরিমান রুটি আছে।” তারা দেখিয়া কইলা, “ছাব, পাচখান রুটি আর দুইটা বিরান মাছ আছে।” 39 তাইন সাহাবি অকলরে হুকুম দিলা, “তুমরা অউ ঘাসর উপরে লাইন ধরাইয়া মানষরে বওয়াই দেও।” 40 তেউ মানষে একশো জন করি কাতার বান্দিয়া পইঞ্চাশ কাতার বইলা। 41 ইছায় হউ পাচখান রুটি আর দুইটা বিরান মাছ আতো লইয়া আল্লার আরশর বায় চাইয়া শুকরিয়া আদায় করিয়া, মানষরে বাটিয়া দিবার লাগি অউ রুটি টুকরা টুকরা করি সাহাবি অকলর আতো দিলা। অউ লাখান মাছ দুইটাও বাটিয়া দিলা। 42 হকল মানষে পেট ভরি খাইলা। 43 খাইয়া হারলে বাড়তি রুটি আর মাছর টুকরাইন নিয়া বারোটা টুকরি ভরলা। 44 ই দলর মাজে খালি বেটা মানুষউ পাচ আজার জনে বইয়া খাইলা।

পানির উপরেদি আটা

45 খানির বাদেউ হজরত ইছায় সাহাবি অকলরে তাগদা দিলা, তারা
নাওত করি আওরর হপারো বায়ত-ছয়দা গাউত যাওয়ার লাগি, তাইন অনর
মানষরেও বিদায় দিলা। 46 মানুষ বিদায় অইয়া হারলে তাইন দোয়া করার
লাগি পাড়র উপরে উঠিলা। 47 রাইতর বালা সাহাবি অকলর নাও আওরর
মাজখানো আছিল, অইলে ইছা একলা হুকনাত আছলা। 48 তাইন দেখলা,
উফতা বাতাসর মাজে এরা খুব কষ্ট করি দাড় বাইরা। পতাবালা ইছায় অউ
আওরর পানির উপরেদি আটিয়া, সাহাবি অকলর গালাবায় তারারে পার
অইয়া আগেদি যাইরা। 49-50 তানরে আওরর পানির উপরেদি আটিয়া
যাওয়াত দেখিয়া, ভুত মনো করিয়া ডরাইয়া এরা হকলে চিক-চিল্লানি
লাগাইলা। অউ তাইন কইলা, "ডরাইও না, হিম্মত করো, ই তো আমি।"
51 তাইন আইয়া সাহাবি অকলর নাওত উঠতেউ উফতা বাতাস দম
লইলিলো। ইতা দেখিয়া এরা আচানক তাইজ্জুব বনিগেলা। 52 অইলে আগর
হউ রুটি-মাছর গাইবি খানির ভেদ এরা বুজলা না। এরার দিলর দুয়ার তো
বন্দ আছিল।
53 আওর পাড়ি দেওয়ার বাদে এরা গিনেসরত এলাকাত আইয়া নাও
ভিড়াইলা। 54-55 নাও থাকি লামতেউ তানে দেখিয়া মানষে চিনিলিলা, আর
চাইরোবায় দৌড়া-দৌড়ি লাগাইলা। দৌড়াইয়া তারা যারযির বেমারি
অকলরে পলোদি বইয়া আনিয়া, তাইন যে জাগাত আছলা অউ জাগাত
লইয়া আইলো। 56 টাউনো বা গাউত, অল্লিয়ে-গল্লিয়ে তাইন যেনোউ
তশরিফ নিতা, অনোউ মানষে বেমারি অকলরে আনিয়া বাজারো দলা
করতা। আর তানরে মিনত-কাজ্জি করিয়া কইতা, বেমারি অকলে যানু তান
চাদ্দরর কুনাখানো ছইতা পারইন। আর যেরা ছইতা, হাছাউ এরার বেমার
শিফা অইযিতো।

ময়-মুরব্বির গেছ থাকি পাওয়া রছুমত

7 বাদে জেরুজালেম থাকি কয়জন মৌলানা আর ফরিশি মজহবর কিছু
মানুষ হজরত ইছার গেছে আইলা। 2 আইয়া দেখলা, ইছার কয়জন
উম্মতে আত না ধইয়া এমনেউ খানিত বইগেছইন। 3 আসলে আগর
জমানার মৌলানা অকলর বাতাইল রছুমত মাফিক, হক্কল ইহুদি আর ফরিশি
অকলেও অজু না করিয়া কুনু খানি খাইন না। 4 বাজার-আট থাকি কুনু
জিনিস আনলে পাক-ছাফ না করিয়া মুখো দেইন না, থাল-বাসন ধইয়া ছাফ-
ছুতরা করা, অউ লাখান বউত রীতি-রেওয়াজ তারা মানে। 5 এরদায় অউ
মৌলানা আর ফরিশি অকলে ইছারে জিকাইলা, "আপনার উম্মত অকলে
আগর জমানার মৌলানা অকলর বাতাইল রছুমত কেনে মানইন না? তারা
তো নাপাক আতে খানি খাইন।"
6 তাইন জুয়াপ দিলা, "আপনারা তো ভন্ড! হজরত ইশায়া নবীয়ে
আপনাইন্তর বেয়াপারে ঠিকউ কইছইন,

ইতা মানষে মুখ দিয়া খালি আমারে ইজ্জত করে,
অইলে তারীর দিল আমা থনে বউত দুরই।
7 তারা হুদার খামোখা আমার এবাদত করে,
তারার তালিম অকল তো
মানষর বানাইল মনগড়া শরিয়ত।

8 তে আপনারা তো আল্লার দেওয়া হুকুম-আহকাম বাদ দিয়া, মানষর
বানাইল রছুমত আমল কররা।"
9 ইছায় তারারে আরো কইলা, "আল্লার দেওয়া হুকুম বাদ দিয়া, নিজর
মনগড়া রছুমত কাইম করার ধান্দা তো আপনারা খুব ভালা করিউ জানইন।
10 যেলা হজরত মুছায় কইছইন, মা-বাবারে ইজ্জত করিও, যে মানষে আপন
মা-বাফর বদনাম গায়, তারে কাতল করা অইবো। 11 অইলে আপনারা
মানষরে তালিম দিরা, কুনু মানষে যুদি তার মা-বাফরে কইলায়, আমার যেতা
ছামানা দিয়া আপনাইন্তর খেজমত করতাম আছিল, ইতা আল্লার নামে লিল্লা
দিলাইছি, 12 তে তার মা-বাফর লাগি আর কুন্তাউ করা লাগে না। 13 অউ
লাখান আপনারার বাফ-দাদার মনগড়া নিয়ম দিয়া আল্লার কালাম বাতিল
করিলিছইন। ইখান বাদেও আপনারা অউলা আরো বউত কাম কররা।"
14 বাদে ইছায় মানষরে তান কান্দাত নিয়া কইলা, "আপনারা হকলে
আমার কথা খিয়াল করি হুনউক্কা আর বুজউক্কা। 15-16 বাইরে থাকি যেতা
জিনিস মানষর ভিতরে হামায়, ইতায় তো তারে নাপাক বানায় না। বরং
মানষর ভিতরে থাকি যেতা বারয়, অতায়উ তারে নাপাক বানায়।"
17 বয়ান বাদে তাইন মানষর গেছ থাকি হরিয়া গিয়া ঘরো হামাইলা, তেউ
সাহাবি অকলে তানরে এর মানি জিকাইলা। 18 ইছায় কইলা, "তুমরা কিতা
অউলাউ বেআক্কল নি? তুমরা বুজো না নি, বারে থাকি যেতা জিনিস
মানষর ভিতরে হামায়, ইতায় মানষরে নাপাক করতো পারে না। 19 ইতা তো
তার দিলর ভিতরে হামায় না, খালি পেটর মাজে হামায়, আর পেট থাকি
হিরবার বার অই যায়।" ইছায় অউ তালিম দিয়া বুজাইলা, কুনুজাত খানিউ
নাপাক নায়। 20 তাইন কইলা, "মানষর ভিতরে থাকি যেতা বারয়, অতায়উ
মানষরে নাপাক করে। 21 মানষর দিল থাকিউ তো হকল নমুনার কু-চিন্তা
আয়; জিনা, চুরি, খুন, 22 লোভ-লালছ, পরর খেতি করার ধান্দা, ছল-চতুরি,
বদমাইশি, বদ-নজর, হিংসা-নিন্দা, বড়াই-বেটাগিরি আর শয়তানি বারয়।
23 অউ তামাম নাফরমানি মানষর দিল থাকি বার অইয়া তারারে নাপাক
বানায়।"

গালিল জিলার বারে হজরত ইছার মোজেজা (৭:২৪-১০:৫২)

বিধর্মী বেটির ইমানর বল

24 বাদে ইছা অউ এলাকা থনে সিরিয়া দেশর সোর টাউনর কান্দাত
তশরিফ নিলাগি। অনো আইয়া তাইন এক ঘরর ভিতরে লুকাই রইলা,
চাইলা মানষে যানু না জানইন তাইন আইছইন করি। অইলে তান খবর রটি
গেল। 25 হনো এক বেটি মানষর পুড়িরে ভুতে ধরায়, ইছায় তশরিফ
আনছইন হুনিয়া অউ বেটিয়ে, জলদি করি আইয়া তান পাওত পড়লো।
26 ই বেটির বাড়ি সিরিয়া দেশর ফৈনিকিয়া এলাকাত, অইলে মাতিতো
ইউনানি ভাষায়। তাই ইছার গেছে মিনত-কাজ্জি করিয়া কইলো, "হুজুর,
ভুতর কবজা থাকি আমার পুড়িগুরে বাচাউক্কা।" 27 ইছায় কইলা, "আগে
নিজর হুরুতাইন্তে পেট ভরি খাউক্কা, নিজর ছাবালর খানি কুকরর ছামনে
ফালানি ঠিক নায়।" 28 বেটিয়ে কইলো, "জিঅয় হুজুর, আপনার কথাউ
ঠিক, অইলে নিজর ছাবালর খানির যেতা গুড়া-গাড়া গালাবায় পড়ে, ইতা
তো কুকরে খায়।" 29 তাইন কইলা, "তুমি তো খাটি মাতউ মাতছো। তে যাও,
গিয়া দেখো, ভুতে তুমার পুড়িরে ছাড়িয়া গেছেগি।" 30 হাছাউ বেটিয়ে
বাড়িত গিয়া দেখলো, তাইর পুড়ি ভালা অইয়া বিছনাত হুতিরইছে।

খালুয়া তুতলা বেটারে শিফা করা

31 বাদে ইছায় সোর এলাকা থনে সিদন টাউন অইয়া, গালিল আওরর
হপারো দিকাপলি এলাকাত আইলা। 32 অনো আইয়া হারলে মানষে এক
খালুয়া তুতলা বেটারে তান গেছে আনিয়া মিনত লাগাইলা, তারে আতাই
দিবার লাগি। 33 তাইন এরে মানষর ভিড় থনে বারে নিরাই জাগাত নিয়া,
তার দুইও কানো তান আতর আংগুইল হারাইলা, তান মুখর ছেফ লাগাইয়া
তার জিফরা আতাই দিলা। 34 আর উপরে আছমানেদি চাইয়া লাম্বা করি
শাস ফালাইয়া কইলা, "ইফ্ফাতা," মানি, "খুলি যাউক।" 35 লগে লগেউ
বেটার কান খুলি গেল। তুতলামি ছাড়ি গেল, হে পরিস্কার মাতা ধরলো।
36 হেশে তাইন এরারে হুকুম দিলা, "খবরদার, তুমরা ইতা কেউররে হুনাইও
না।" অইলে তাইন যতো বেশি না করলা, তারা অতো বেশ করি ইতা
রটাইলো। 37 তারা আচানক তাইজ্জুব অইয়া কইলা, "এইন তো হকল কামউ
খুব নিখুত করি করইন। দেখরায় নি, তাইন খালুয়ারে হুনার শক্তি, আর
বোবারে মাতিবার তাক্কত দিছইন।"

চাইর আজার মানষর গাইবি খানি

8 বাদে আরকবার বউত মানুষ আইয়া তান গেছে দলা অইলা। এরার
গেছে কুনু খানি-খুরাকি না থাকায়, ইছায় তান সাহাবি অকলরে ধারো
নিয়া কইলা, 2 "ইতা মানষর লাগি আমার বড় দরদ লাগের, আইজ
তিন দিন ধরি তারা আমার লগে লগে আছইন, অইলে অখন তারার খানির
কুন্তা নাই। 3 অউ হালতে এরারে বিদায় করি বাড়িত পাঠাই দিলে, ইতা
পথোউ বেউশ অইযিবা, এরা কেউ কেউ তো বউত দুরই থাকি আইছে।"
4 সাহাবি অকলে কইলা, "হুজুর, ই নিরাই-মরুভুমির মাজে কে কুয়াই থাকি
অতো রুটি যুগাইয়া এরারে খাওয়াইবো?" 5 তাইন কইলা, "তুমরার গেছে
রুটি কয়খান আছে?" এরা কইলা, "ছাব, সাতখান আছে।" 6 তাইন মানষরে
কইলা, "আপনারা খানির লাগি মাটিত বইযাইন।" কইয়া রুটি সাতোখান
নিয়া আল্লা পাকর শুকরিয়া আদায় করি অখনাইন ছিড়িলা, আর সাহাবি
অকলরে দিয়া বাটিয়া দেওয়াইলা। 7 সাহাবি অকলর গেছে হুরু হুরু কয়টা
বিরান মাছও আছিল, তাইন অউ মাছর লাগি শুকরিয়া আদায় করলা, আর
এরারে কইলা মানষরে বাটিয়া দিতা। 8 হকল মানষে পেট ভরি খাইলা।
খানির বাদে যেতা রইছিল, সাহাবি অকলে অতা দলা করিয়া হারলে সাত
টুকরি ভরিগেল। 9 ই দলর মাজে খালি বেটা মানুষউ অনুমান চাইর আজার
জনে খাইলা। বাদে তাইন এরারে বিদায় দিয়া, 10 সাহাবি অকলরে লইয়া
নাওত করি দালমানুথা জিলাত গেলাগি।
11 অনো আইয়া হারলে ফরিশি অকলে তান লগে তর্কা-তর্কি লাগাইলা,
আর তানরে যাচাই করার লাগি তারা আছমানি কুনু মোজেজা দেখতা
চাইলা। 12 ইখান হুনিয়া ইছায় লাম্বা করি শাস ফালাইয়া কইলা, "ই জমানার
মানষে খালি মোজেজা তুকাইন কেনে? আমি হক কথা কইয়ার, এরারে
কুনুজাত মোজেজা দেখাইল অইতো নায়।" 13 কইয়া তাইন এরার গেছ থাকি
হরিগেলা, আর নাওত উঠিয়া হিরবার আওরর হপারো গেলাগি। 14 সাহাবি
অকলে লগে করি রুটি নিতে ফাউরিলিলা। নাওর মাজে এরার লগে খালি
একখান রুটি আছিল। 15 অউ সময় ইছায় কইলা, "তুমিতাইন হুশিয়ার অও,
রাজা হেরোদ আর ফরিশি মজহবর খামির থাকি হুশিয়ার রইও।" 16 ইখান
হুনিয়া সাহাবি অকলে কানা-কানি করি কইলা, "আমরা লগে করি রুটি না
আনায় তাইন মনোলয় অখান কইরা।"
17 অইলে সাহাবি অকলে কিতা মাতিরা, ইছায় ইখান বুজিয়া তাইন এরারে
কইলা, "তুমিতাইন কেনে কইরায়, রুটি আনছো না করি আমি ইখান কইছি?
তুমরা কিতা অখনও কুন্তা জানো না নি, কুন্তাউ বুজো না নি? তুমরার দিল
পাষান অইগেছে নি? 18 তুমরার চউখ থাকতেও দেখরায় না নি? কান
থাকতেও হুনরায় না নি? তুমরার মনো পড়ের না নি, 19 যেবলা আমি পাচ
আজার মানষর লাগি খালি পাচখান রুটি ছিড়িছলাম, অউ মানষে খাইয়া
হারলে তুমরা কত টুকরি গুড়া-গাড়া দলা করছলায়?" এরা কইলা, "হুজুর,
বারো টুকরি।" 20 তাইন হিরবার কইলা, "আইচ্ছা, আমি যেবলা চাইর

আজার মানষর লাগি সাতখান রুটি ছিড়িছলাম, মানষে খাইয়া হারলে তুমরা কয় টুকরি দলা করছলায়?" এরা কইলা, "সাত টুকরি।" 21 অউ তাইন কইলা, "এরবাদেও তুমরা বুজলায় না নি?"

আন্দার চউখ ভালা করা

22 বাদে ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া বায়ত-ছয়দা গাউত আইলা, আইয়া হারলে মানষে এক আন্দা বেটারে তান গেছে আনিয়া কইলো বেটাগুরে আতাই দিবার লাগি। 23 ইছায় অউ বেটার আতো ধরি গাউর বারে লইয়া গেলা। গিয়া তান মুখর ছেফ বেটার চখুত লাগাইয়া তার গতরো আত দিয়া কইলা, "ওবা, তুমি কুন্তা দেখরায় নি?" 24 বেটায় চউখ খুলিয়া চাইয়া কইলো, "জিঅয় হুজুর, আমি তো মানুষ দেখরাম, অইলে ইতারে গাছর লাখান লাগের, এরা আটা-উটি করের।" 25 তেউ ইছায় আরকবার তার চখুর উপরে আতাই দিলে, হে ভালা করি চাইলো আর হক্কলতা পরিস্কার দেখল। 26 ইছায় তারে তার বাড়িত পাঠাই দিয়া কইলা, "হুনো, বায়ত-ছয়দা গাউত আর যাইও না।"

হজরত ইছাউ আল্লার ওয়াদা করা আল-মসী

27 বাদে তাইন আর সাহাবি অকল কৈছরিয়া-ফিলিপি টাউনর কান্দা-কাছার গাউয়াইন্তো গেলা। পথো তান সাহাবি অকলরে জিকাইলা, "কওছাইন, মানষে আমার বেয়াপারে কিতা মনো করইন, আমি কে?" 28 এরা জুয়াপ দিলা, "কেউ কয়, আপনে হজরত এহিয়া। কেউ কয় ইলিয়াছ নবী। কেউ কেউ কইন, আপনে অইন্য কুনু নবী।" 29 অউ তাইন কইলা, "অইলে তুমরা কিতা মনো করো, আমি কে?" সাহাবি পিতরে জুয়াপ দিলা, "আপনেউ আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী।" 30 তাইন এরারে হুশিয়ার করি কইলা, "তুমরা আমার বেয়াপারে কেউররে হুনাইও না।"

পয়লা বার নিজর মউতর আগাম খবর

31 বাদে তান সাহাবি অকলরে অউ বয়ান হুনাইলা, "আমি বিন-আদমে বউত দুখ-মছিবত পুয়ানি লাগব। মুরব্বি অকলে, বড় ইমাম অকলে, আর মৌলানী অকলেও আমারে মানতা নায়। আমারে কাতল করা অইবো, অইলে মউতর তিন দিন বাদে হিরবার জিন্দা অইয়া উঠা লাগব।" 32 তাইন খুব খুলা-মেলা করি ইতা কইলা। এরদায় পিতরে তানরে আলগা হরাইয়া নিয়া কইলা, "হুজুর, সাবধান, ইলা মাত মাতইন না যানু।" 33 ইছায় সাহাবি অকলর বায় মুখ ফিরাইয়া পিতররে ধামকি দিয়া কইলা, "খুর ইবলিছ, আমার গেছ থাকি বাগ! তুই আল্লাই মুনশারে বাদ দিয়া, মানষর লাখান চিন্তা করের।"
34 বাদে তান সাহাবি আর আম মানষরেও তান ধারো নিয়া কইলা, "হুনো, আমার তরিকায় কেউ জিন্দেগি কাটাইতে চাইলে, হে তার নিজর খুশিয়ে চলা বাদ দেউক। তার আপন দুখ-কষ্টর সলিব বইয়া লইয়া আমার খরে আউক। 35 যে জনে তার নিজর স্বাধীনে চলতো চায়, হে তার হাছারর জিন্দেগি খুয়াইলিব। অইলে যে জনে আমার লাগি আর আল্লার দেওয়া খুশ-খবরির লাগি তার জান বিলায়, হে তার হাছারর জিন্দেগি বাচাইবো। 36 কেউ যুদি আস্তা দুনিয়ার মালিক বনিয়াও তার হাছারর জিন্দেগি, মানি আখের খুয়াইলায়, তে তার কুনু ফায়দা অইলো নি? 37 হেশে হাছারর জিন্দেগি পাওয়ার লাগি হে কুন ধন বিলাইবো? 38 হুনউক্কা, ই জমানার বেইমান আর গুনাগার অকলর মাজে, কেউ যুদি আমার লাগি বা আমার তালিমর লাগিয়া মুখ লুকায়, তে আমি বিন-আদম যেবলা পবিত্র ফিরিস্তা অকলরে লগে লইয়া, আমার গাইবি বাফর শান-তজল্লিয়ে জগতো হিরবার আইমু, অউ সময় আমিও এরারে দেখলে মুখ লুকাইমু।"

হজরত ইছা রুহুল্লার নুরানি ছুরত

9 হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা, "আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, ইনো ইলাখান কয়জন আজির আছইন, যেরা আল্লার বাদশাইর শান-তজল্লিরে নিজর চউখে না দেখার আগে মউত অইতো নায়।" 2 ইখান কওয়ার ছয়দিন বাদে তাইন খালি হজরত পিতর, ইয়াকুব আর হান্নানরে লইয়া উচা এক পাড়র উপরে উঠিলা। অউ তিনো জনর চউখর ছামনে তান নিজর ছুরত বদলি গেল। 3 তান ফিন্নর লেবাছ অতো বেশি ধলা চকচকা অইলো যেন, দুনিয়ার কুনু ধুপায়উ ইলা চকচকা করি ধোয়ার তাক্কত নাই। 4 সাহাবি অকলে হজরত মুছা আর ইলিয়াছ নবীরে দেখলা, এরা আইয়া হজরত ইছার লগে বাতচিত কররা। 5 তেউ পিতরে কইলা, "হুজুর, আমরা তো অনো আছি, খুব ভালা অইছে। আমরা তিনখান ডেরা-ঘর তিয়ার করিলাই, একখান আপনার লাগি, একখান হজরত মুছা আর একখান ইলিয়াছ নবীর লাগি।" 6 এরা খুব বেশি ডরাইগেছলা, এরদায় কিতা মাতিতা কুনু তাল পাইলা না। 7 অউ সময় গাইবি এক মেঘর টুকরায় আইয়া এরারে গুরিলিলো, আর অউ টুকরা থাকি গাইবি আওয়াজ অইলো, "এইনউ আমার খাছ মায়ার জন, তুমরা এন নছিয়ত হুনো।" 8 ঠিক অউ সময় তারা চাইরোবায় চাইয়া খালি ইছা ছাড়া আর কেউররে ইনো দেখলা না। 9 বাদে পাড় থাকি লামিয়া আইবার বালা ইছায় এরারে হুকুম দিলা, "আইজ যেতা দেখলায়, আমি বিন-আদম মরা থাকি জিন্দা অইয়া উঠার আগ পর্যন্ত ইতা আর কেউররে হুনাইও না।"
10 এরা তান হুকুম মানলা, অইলে মরা থাকি জিন্দা অওয়ার ভেদ কিতা অখান না বুজায়, তারা একে-অইন্যে জিকাইলা। 11 বাদে ইছার গেছে আরজ করলা, "হুজুর, মৌলানা অকলে কেনে কইন, হজরত ইলিয়াছ নবীয়ে পয়লা তশরিফ আনা জরুর?" 12 তাইন কইলা, "ইখান হাছা কথা, পয়লা হজরত ইলিয়াছে আইয়া হক্কলতা আগর হালতো ফিরাই আনবা। অইলে বিন-আদমর বেয়াপারে আল্লার কালামো কেনে লেখা অইছে, তাইন খুব দুখ-মছিবত পুয়ানি লাগব, মানষে তানরে কবুল করতা নায়? 13 আমি তুমরারে কইয়ার, ইলিয়াছ নবীর বেয়াপারে পাক কিতাবো যেলা লেখা আছে, অলাখানউ তাইন আইছলা। মানষেও তান লগে যেতা মনোলয় অতা করছে।"

জিনর আছর আলা পুয়ারে ভালা করা

14 ইছায় অউ তিনো জনরে লইয়া পাড় থনে লামিয়া বাকি সাহাবি অকলর গেছে আইয়া দেখলা, বউত মানুষ আইয়া চাইরোবায় দলা অইছইন, আর কয়জন মৌলানায় এরার লগে তর্কা-তর্কি কররা। 15 ইছারে দেখিয়াউ মানুষ তাইজ্জুব অইয়া, দৌড়াইয়া আইয়া তানরে ছালাম করলা। 16 তাইন অউ মৌলানা অকলরে জিকাইলা, "আপনারা কিতা লইয়া এরার লগে তর্ক কররা?"
17 ভিড়র মাজ থাকি একজনে কইলো, "ছাব, আমার পুয়াগুরে লইয়া আপনার গেছে আইছলাম, অগুরে বোবা জিনে আছুর করছে। 18 অউ জিনে তারে যেবলাউ ধরে, তারে আছাড় মারিয়া মাটিত ফালায়। তার মুখ থাকি ফেনা বায়, দাতো কবট লাগিয়া ডাট্টা অইযায়। আমি তারে লইয়া আপনার সাহাবি অকলর গেছে আইছলাম, অইলে এরা পারছইন না।"
19 তেউ ইছায় কইলা, "হায়রে বেইমান অকল! আমি আর কতদিন তুমরার লগে রইমু, তুমরার জালা কতদিন সইয্য করমু? আইচ্ছা, পুয়ারে অনো আনো।" 20 মানষে পুয়ারে তান গেছে আনলা। তানে দেখিয়াউ জিনে তারে খুব জাতিয়া ধরল। পুয়ায় মাটিত পড়িয়া মুখর ফেনা বার করি গড়া-গড়ি লাগাইলো। 21 ইছায় তার বাফরে জিকাইলা, "তার ই দশা কতদিন থাকি?" বেটায় কইলো, "হুরুমান থাকিউ। 22 আর ই জিনে তারে মারিলিতো করি বউত বার তারে আগুনিত আর পানিত ফালাইছে। অখন আপনে যুদি পারইন, তে আমরারে দয়া করউক্কা।" 23 ইছায় কইলা, "যুদি পারইন, ই কথার মানি কিতা? যে একিন করে তার লাগি হক্কলতাউ অয়।" 24 অউ বেটায় জুরে জুরে কইলো, "হুজুর, আমি একিন করছি। আমার ইমানর কমজুরি হরাই দেউক্কা।" 25 আরো বউত মানুষ দৌড়াইয়া তান গেছে আইরা দেখিয়া, তাইন জিনরে ধামকি মারি কইলা, "অই খালুয়া আর বোবা জিন, আমি হুকুম দিয়ার, এর গেছ থাকি বার অই যা। তারে আর কুনুদিন ধরিছ না।" 26 ইখান হুনিয়া জিনে তারে খুব জুরে চিক দিয়া জাতা মারি ছাড়িয়া গেলোগি। তেউ ই পুয়া মুর্দার লাখান মাটিত পড়ি রইছে দেখিয়া মানষে কইলা, "এ তো মারা গেছে।" 27 অইলে ইছায় তারে আতো ধরি তুলতেউ হে উবাই গেল।
28 বাদে তাইন ঘরো হামাইয়া হারলে সাহাবি অকলে তানরে নিরালায় জিকাইলা, "হুজুর, আমরা পারলাম না কেনে?" 29 তাইন জুয়াপ দিলা, "দোয়া না করলে আর কুনুমন্তেউ ই লাখান জিন ছাড়াইল যায় না।"

দুছরা বার নিজর মউতর আগাম খবর

30 বাদে হকলে মিলি ই জাগা ছাড়িয়া গালিল জিলার মাজেদি রওয়ানা অইলা। চাইলা, মানষে যানু ইতা না জানইন। 31 অউ সময় তো তান সাহাবি অকলরে তালিম দেওয়াত আছুলা, তাইন কইলা, "আমি বিন-আদমরে মানষর আতো ধরাই দেওয়া অইবো, কাতল করা অইবো, আর মউতর তিন দিন বাদে হিরবার জিন্দা অইয়া উঠমু।" 32 সাহাবি অকলে তান ই তালিমর কুনু ভেদ বুজলা না, আর তান গেছে জিকানিরও সাওস পাইলা না।

দামি মানুষ কে?

33 বাদে ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া কফরনাউম টাউনো আইলা। আইয়া ঘরো হামাইয়া এরারে জিকাইলা, "পথো তুমরা কিতা লইয়া তর্ক করলায়?" 34 এরা মুখ বন্দ করি বইরইলা। আসলে পথো তারা তর্ক করছলা, তারার মাজে কে হকল থাকি দামি মানুষ। 35 ইছা বইগেলা, বইয়া এরা বারোজনরে তান ধারো নিয়া কইলা, "কেউ যুদি দামি মানুষ অইতো চায়, তে হে হকলর খরে রইতে অইবো। আর হকলর খেজমত করা লাগবো।" 36 বাদে এক হুরুতারে আনিয়া এরার ছামনে উবা করাইলা। তারে কুলো লইয়া কইলা, 37 "যে জনে আমার লাগি অউ হুরুতার লাখান কুনু ছাবালরে কবুল করে, হে আমারেউ কবুল করে। আর আমারে যে কবুল করে, হে খালি আমারে নায়, আমারে যেইন বেজিছইন তানরেও কবুল করলো।"
38 তান সাহাবি হান্নানে কইলা, "হুজুর, আমরা এক বেটারে দেখছি, হে আপনার নাম লইয়া জিন্নাত ছাড়ায়। দেখিয়া আমরা তারে নিষেধ করছি, হে তো আমরার তরিকার মানুষ নায়।" 39 তাইন কইলা, "এরে নিষেধ করিও না। আমার নাম লইয়া কেউ কেরামতি দেখানির বাদে, হে অতো জলদি আমার গিবত গাইতো পারতো নায়। 40 যেরা আমরার বিপক্ষে নায়, তারা তো আমরার পক্ষে। 41 হুনো, আমি হাছা কথা কইয়ার, আল-মসীর তরিকার মানুষ অওয়ার খাতিরে, কেউ যুদি তুমরারে এক গেলাস পানি খাওয়ায়, তে হে এর পুরুস্কার পাইবোউ পাইবো।

রিপু থাকি হুশিয়ার রওয়া

42 "আর আমার তরিকার অউ হুরু-মুরু একজনরে যুদি কেউ তার ইমানর পথে বাধা দেয়, তে এর চাইতে তার লাগি আরো ভালা অইবো, তার গলাত পাথর বান্দিয়া দরিয়াত ফালাই দেওয়া। 43 তুমার আত যুদি তুমার রিপু অইযায়, তে আত কাটিয়া ফালাই দেও। 44 দুইও আত লইয়া জাহান্নামি অওয়া থাকি, এক আত লইয়া জান্নাতো যাওয়া তুমার লাগি ভালা। জাহান্নামর আগুইন তো কুনুদিন নিভে না। 45 তুমার পাও যুদি তুমার রিপু অইযায়, তে পাও কাটিয়া ফালাই দেও। দুইও পাও লইয়া জাহান্নামো জলা

থাকি, লেংড়া অইয়া জান্নাতো যাওয়া তুমার লাগি ভালা। 46-47 তুমার চউখ যুদি তুমার রিপু অইযায়, তে চউখ তুলিয়া ফালাই দেও। দুইও চউখ লইয়া জাহান্নামো জলা থাকি, কানা অইয়া আল্লার বাদশাইত দাখিল অওয়া তুমার লাগি ভালা। 48 ই জাহান্নামর বিচ্ছু অকল মরে না, আর হিনর আগুইনও কুনুদিন নিভে না।
49 "হুনো, পরতেক মানুষউ আগুনিত নুনতা অইবো। 50 নুন তো ভালা জিনিস, অইলে নুনে যুদি তার নুনতা গুন খুয়াইলায়, তে তারে আর নুনতা বানাইল যাইবো নি? তুমরা যারযির দিলর মাজে ই নুন কাইম রাখো, আর একে-অইন্যে শান্তিয়ে বসত করো।"

তালাকর মুছলা

10 কফরনাউম থাকি হজরত ইছা এহুদিয়া জিলাত আইলা, আর জর্দান গাংগর হপারো গেলা। অনো আইলে হিরবার বউত মানুষ আইয়া তান গেছে দলা অইলা। তাইনও তান রেওয়াজ মাফিক এরারে তালিম দিলা। 2 অউ সময় তানরে পরিক্ষা করার নিয়তে ফরিশি মজহবর কয়জনে আইয়া জিকাইলো, "ছাব, কউক্কাছাইন, বউরে তালাক দেওয়া জাইজ আছে নি?" 3 তাইন জুয়াপ দিলা, "হজরত মুছায় আপনাইন্তরে কিতা বাতাইছইন?" 4 তারা কইলা, "তাইন কইছইন, তালাক নামা লেখিয়া হারি বউ তালাক দেওয়া জাইজ আছে।" 5 ইছায় কইলা, "তুমরার দিল পাষান, এরলাগিউ মুছা নবীয়ে ই মুছলা লেখছইন। 6 অইলে এওখান তো লেখা আছে, আল্লায় পয়লা আদম আর হাওয়ারে মর্দ আর আওরত বানাই পয়দা করছইন। 7 এরদায় মানষেও তারার মা-বাফরে থইয়া বউর লগে আশিক অইবা। 8 জামাই আর বউ এক কায়া অইবা। তারা দুই রইতা নায়, এক অইবা। 9 তে আল্লায় যেতা জুড়া লাগাইছইন, মানষে ইতারে আলগ না করউক।"
10 বাদে সাহাবি অকলে ঘরো হামাইয়া, হিরবার তানরে অউ মুছলা জিকাইলা। 11 তেউ ইছায় কইলা, "যে মানষে তার বউরে তালাক দিয়া আরক বেটিরে নিকা করে, হে তো অউ বউর লগে জিনা করে। 12 অউলা বউয়েও যুদি নিজর জামাইরে তালাক দিয়া আরক বেটার গেছে নিকা বয়, তে তাইও জিনা করে।"

হুরু হুরুতাইন্তর বেয়াপারে তালিম

13 বাদে মানষে হুরু হুরু হুরুতাইন্তরে লইয়া ইছার গেছে আইলা তারারে আতাই দিবার লাগি। অইলে সাহাবি অকলে এরারে বকা-জকা করলা। 14 ইতা দেখিয়া ইছা নারাজ অইয়া তারারে কইলা, "হুরুতাইন্তরে আমার গেছে আইতে মানা করিও না, আল্লার বাদশাই তো এরার লাখান মানষর লাগিউ। 15 আমি হক কথা কইরাম, হুরু হুরুতাইন্তে যেলা বড়র শাসন মানইন, আল্লার শাসনরে অউ লাখান না মানলে, মানুষ কুনুমন্তেউ আল্লার বাদশাইত হামাইতো পারতো নায়।" 16 বাদে তাইন তারারে কুলো লইয়া তারার মাথাত আত রাখিয়া দোয়া করলা।

গরিব আর ধনির বেহেস্ত

17 হজরত ইছা যেবলা বার অইয়া রওয়ানা অইলা, অউ সময় এক বেটা দৌড়াইয়া আইয়া আটু গাড়িয়া তান ছামনে বইয়া কইলো, "উস্তাদ, আপনে তো মেহেরবান। তে আমারে বাতাই দেউক্কা, আখের পাওয়ার লাগি আমি কিতা করতাম?" 18 তাইন কইলা, "আমারে কেনে মেহেরবান কইরায়? এক আল্লা ছাড়া আর কেউ মেহেরবান নায়। 19 তুমি তো তৌরাত কিতাবর হুকুম জানো। খুন করিও না, জিনা করিও না, চুরি করিও না, মিছা সাক্ষি দিও না, টগা-টগি করিও না, মা-বাফরে ইজ্জত করিও।" 20 বেটায় কইলো, "ছাব, আমি তো হুরুমান থনেউ ইতা আমল করিয়ার।" 21 তেউ ইছায় মায়ার নজরে তার বায় চাইয়া কইলা, "খালি একখান জিনিস তুমার বাকি রইছে। তুমি যাও, গিয়া তুমার হকল ধন-ছামানা বেচিয়া গরিব অকলরে বিলাই দেও। তেউ তুমি বেহেস্তো তুমার ছামানা কামাইবায়। বাদে আইয়া আমার উম্মত অইও।" 22 ইখান হুনিয়া বেটার মুখ কালা অইগেল। তার বউত ধন-ছামানা আছিল করি মনো দুখ লইয়া গেলেগি।
23 তেউ ইছায় চাইরোবায় চাইয়া তান সাহাবি অকলরে কইলা, "ধনি মানুষ আল্লার বাদশাইত হামানি বড় মশকিল।" 24 ইখান হুনিয়া এরা তাইজ্জুব অইগেলা। ইছায় হিরবার কইলা, "বাবা অকল, দেখরায় নি, দুনিয়াবি ধন-ছামানার উপরে যেরা ভরসা করে, আল্লার বাদশাইত হামানি তারার লাগি বউত মশকিল। 25 ধনি মানুষ আল্লার বাদশাইত হামানির চাইতে, ছুইর ফুড়েদি উট হামানি আরো সুজা।" 26 ইখান হুনিয়া সাহাবি অকল আরো তাইজ্জুব অইয়া একে-অইন্যে কইলা, "তে কুন মানষে নাজাত হাছিল করব, কে রেহাই পাইবো?" 27 ইছায় এরার বায় চাইয়া কইলা, "মানষর লাগি অসম্ভব অইতো পারে, অইলে আল্লার নজরো ইতা তো মামুলি। তাইন হকলতাউ পারইন।" 28 সাহাবি পিতরে কইলা, "হুজুর, আমরা তো হকলতা ফালাই থইয়া আপনার খরে আইছি।" 29 তাইন কইলা, "আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, যে মানষে আমার লাগি আর আল্লার বাতাইল খুশ-খবরির লাগি নিজর বাড়ি-ঘর, মা-বাফ, ভাই-বইন, পুয়া-পুড়ি, জমি-মিরাস ছাড়ি দিছে, 30 হে অউ দুনিয়াত ইতার একশো গুন বেশি বাড়ি-ঘর, মা-বাফ, ভাই-বইন, পুয়া-পুড়ি, জমি-মিরাস পাইব। ইতার লগে হে জুলুম-তকলিফও পাইব। বাদর জিন্দেগিত হে আখেরও পাইব। 31 অইলে যেরা পয়লা কাতারো আছইন, এরার মাজে বউত জন খরে পড়িযিবা, আর যেরা খরর কাতারো আছইন, তারার বউত জন পয়লা কাতারো আইবা।"

তিছরা বার নিজর মউতর আগাম খবর

32 হজরত ইছায় সাহাবি অকলরে লইয়া জেরুজালেমো যাইরা। তাইন আগে অইয়া আটিরা, আর সাহাবি অকল ডরাই ডরাই খরে খরে যাইরা। আরো যেরা তান খরে অইয়া যাইরা তারার জানোও ডর আছিল। ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে আলগা হরাইয়া নিয়া হিরবার কইলা, তান কুন দশা ঘটিবো। 33 তাইন কইলা, "হুনো, আমরা অখন জেরুজালেম যাইরাম। হনো আমি বিন-আদমরে ধরিয়া বড় ইমাম আর মৌলানা অকলর আতো সপি দেওয়া অইবো। তারা বিচার করিয়া কাতল করার রায় দিবা। আমারে বিধর্মী জাতির আতো সমজাই দিবা। 34 অউ বিধর্মী অকলে ঠাট্টা-মশকরা করিয়া, শরিলো ছেফ ছিটাইয়া, বেজুইতা চাবুক মারবা, আর কাতল করবা। মউতর তিন দিন বাদে হিরবার জিন্দা অইয়া উঠমু।"

মন্ত্রী অওয়ার লাগি অনুরোধ

35 বাদে জিবুদিয়ার দুই পুত ইয়াকুব আর হান্নান নামর দুইও সাহাবি হজরত ইছার গেছে আইয়া কইলা, "হুজুর, আমরা একখান আরজি লইয়া আইছি, মনো কররাম, আপনে আমরার আরজিখান রাখবা।" 36 তাইন কইলা, "আমি তুমরার লাগি কিতা করতাম, তুমরা কিতা চাইরায়?" 37 এরা কইলা, "আপনে যেবলা পুরাপুর দাপটর লগে রাজ-গদিত বইবা, অউ সময় আমরা একজনরে আপনার ডাইনর গদি, অইন্য জনরে বাউওর গদিখান দিবা।" 38 ইছায় কইলা, "তুমরা তো বুজরায় না তুমরা কিতা চাইরায়। আমি যে তকলিফর পিয়ালাদি খাইমু, ইতা কুনু তুমরা খাইতায় পারবায় নি? আমি যে তকলিফর গোছল করমু, তুমরা ইতা পারবায় নি?" 39 তারা কইলা, "জিঅয় পারমু।" তাইন কইলা, "আইচ্ছা, আমি যে পিয়ালাদি খাইমু, তুমরাও অগুদি খাইবায়। আমি যে গোছল করমু, তুমরাও অউলা করবায়। 40 অইলে আমার ডাইন বা বাউ গালাত বওয়ানির এখতিয়ার আমার আতো নায়। ই গদি অকল যেরার লাগি জুইত করা অইছে, খালি তারাউ পাইবা।" 41 বাকি দশজন সাহাবিয়ে ইয়াকুব আর হান্নানর ই আরজি হুনিয়া খুব বিরক্ত অইলা। 42 তেউ ইছায় এরা হকলরে একখানো দলা করিয়া কইলা, "তুমরা তো জানো, বিধর্মী জাতির রাজা অকল তারার প্রজার মুনিব অয়। তারার জমিদার অকলে নিজর গুলামর উপরে বেটাগিরি করে। 43 অইলে তুমরার মাজে ইলা অওয়া ঠিক নায়। তুমরার কেউ দামি বনতে চাইলে, হে তুমরার খেজমত করউক। 44 আর কেউ বড় অইতে চাইলে, হে হকলর গুলামি করউক। 45 মনো রাখিও, আমি বিন-আদমেও খেজমত পাওয়াত আইছি না, আইছি তো খেজমত করাত। আর বউত মানষর জান বাচানির লাগি নিজর জান বিলাই দেওয়াত আইছি।"

আন্দা বেটারে শিফা করা।

46 হজরত ইছায় তান সাহাবি অকল লইয়া যিরিহো টাউনো আইলা। বাদে এরারে আর আরো বউত মানষরে লইয়া টাউন থাকি বারনির বালা, তীময়র পুয়া বরতীময় নামর এক আন্দা বেটায় পথর ধারো বইয়া ভিক করাত আছিল। 47 এইনউ নাছারত গাউর ইছা, ইখান হুনিয়া বেটায় জুরে চিল্লাই চিল্লাই কইলো, "ও ইছা, হজরত দাউদর আওলাদ, আমারে রহম করইন।" 48 চিল্লানি হুনিয়া বউতে কইলা, "চুপ, চিল্লাইছ না।" অইলে হে আরো জুরে চিল্লাইয়া কইলো, "দাউদর আওলাদ, আমারে রহম করইন।" 49 তার চিল্লানি হুনিয়া ইছায় দম লইয়া কইলা, "এরে অনো আনো।" মানষে অউ আন্দা বেটারে কইলা, "ডরাইও না, আও। হুজুরে তুমারে ডাকিরা।" 50 তেউ বেটায় তার শরিলর চাদ্দর খুলিয়া, ফালদি উঠিয়া তান কান্দাত গেল। 51 ইছায় তারে জিকাইলা, "তুমি কিতা চাওবা? আমি তুমারে কিতা করতাম?" বেটায় কইলো, "হুজুর, আমি চউখে দেখতাম চাই।" 52 তাইন কইলা, "আইচ্ছা যাও, তুমার ইমানর বলেউ তুমি ভালা অইলায়।" কইতেউ তার দেখার শক্তি আইলো আর ইছার খরে খরে রওয়ানা অইলো।

জেরুজালেম টাউনো হজরত ইছা (১১:১-১৩:৩৭)

বাদশার বেশে জেরুজালেমো হামানি

11 হজরত ইছায় তান সাহাবিরে লইয়া জেরুজালেমর কাছাত, জয়তুন পাড়র লগে বায়ত-আনিয়া আর বায়ত-ফাইজ্জা গাউত আইয়া আজিলা। অনো আইয়া তাইন দুইজন সাহাবিরে কইলা, 2 "তুমরা দুইও জন ছামনর অউ গাউত যাও। গিয়া গাউত হামাইতেউ দেখবায় এগু গাধার বাইচ্চা বান্দা আছে। এর উপরে কেউ কুনুদিন ছওয়ার অইছে না। অগুর গলার দড়ি খুলিয়া অনো লইয়া আইও। 3 কেউ জিকাইলে কইও, হুজুরর দরকার আছে, এরদায় নিরাম। তাইন জলদি করি ফিরত দিলাইবা।" 4 তান হুকুম মাফিক এরা গেলা। গিয়া দেখলা, হাছাউ পথর কান্দাত এক বাড়ির উঠানো গাধার বাইচ্চা বান্দা আছে। দেখিয়া এরা তার বান্দ খুলিতা চাইলা, 5 অউ সময় হনো উবা কয়জন মানষে জিকাইলা, "ওবা, তুমরা ই বাইচ্চার দড়ি খুলরায় কেনে?" 6 তেউ ইছায় যেলা হিকাই দিছলা, এরা অউলাউ জুয়াপ দিলা। ইখান হুনিয়া মানষে আর কুন্তা কইলা না।
7 গাধার বাইচ্চা লইয়া ইছার গেছে আইয়া হারলে, মানষে নিজর গতরর চাদ্দর খুলিয়া গাধার পিঠত বিছাইলা। বাদে তাইন এর উপরে চড়িলা।
8 আরো বউত মানষে তারার গতরর চাদ্দর খুলিয়া পথর মাজে বিছাই দিলা, আর বউতে গাছর পাতাইন ছিড়িয়া আনিয়া পথো বিছাইলা। 9 ইছার লগে অইয়া আগে-খরে যেরা যাওয়াত আছিল, এরা জুরে জুরে এলান দিলা,

“মারহাবা! মাবুদর নামে যেইন তশরিফ আনরা,
তান তারিফ অউক্।
10 আমরার মুল-মুরব্বি দাউদর বাদশাই কাইম অর,
আল-হামদুলিল্লা! বেহেস্তোও মারহাবা!”

11 জেরুজালেম আইয়া তাইন পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইলা আর চাইরোবায় চাইয়া হকলতা দেখলা। বাদে হাইঞ্জা অইযাওয়ায় তান বারোজন সাহাবিরে লইয়া বায়ত-আনিয়াত গেলাগি।
12 বাদর দিন বায়ত-আনিয়া থাকি বিদায় অওয়ার সময় তান পেটো ভুক লাগলো। 13 অউ তাইন দুরই থাকি পাতায় ভরা এগু ডুমুর গাছ দেখিয়া, অগুর ফল খাইবার নিয়তে গাছর ধারো গেলা। অউ সময় ডুমুর গাছো ফল ধরার দিন নায়। তাইন গিয়া দেখলা, গাছর মাজে খালি পাতা, কুনু ফল নাই। 14 তাইন অউ গাছরে কইলা, “আর কুনুদিন কেউ যানু তুমার ফল না খায়।” তান ই বুলি সাহাবি অকলে হুনিলিলা।

জেরুজালেমর কাবা শরিফরে পাক-ছাফ করা

15 বাদে জেরুজালেম আইয়া তাইন পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইলা। আর কাবা ঘরর সীমানাত যতো খরিদ-বিক্রির কারবারি আছিল, ইতারে খেদাই দিলা। তাইন টেক্কার বাট্টার কারবারি অকলর কেশ বাক্স, আর পারো বেচরা অকলর আসন উল্টাইয়া ফালাই দিলা। 16 বায়তুল-মুকাদ্দছর উঠানেদি কুনুজাত মাল-ছামানা লইয়া চলাচল করতে নিষেধ দিলা। 17 তাইন তালিম দিলা, “আল্লার কালামো বাতাইল অইছে না নি, আমার ঘররে দুনিয়ার তামাম জাতির এবাদত খানা কইয়া ডাকা অইবো? অইলে তুমরা ই ঘররে ডাকাইতর বালাখানা বানাইলিছো।” 18 ইখান হুনিয়া বড় ইমাম আর মৌলানা অকলে তানরে কাতল করার ধান্দাত লাগলা। অইলে তারা ইছারে খুব ডরাইতা, কারন তান তালিম হুনিয়া মানষর মাজে আচানক এশকি পয়দা অইছিল। 19 হাইঞ্জা বালা তাইন সাহাবি অকলরে লইয়া টাউনর বারে গেলাগি।

মজবুত ইমানর দোয়া

20 বিয়ানে সাহাবি অকলে পথেদি আটিয়া আওয়ার বালা দেখলা, অউ ডুমুর গাছ এক্কেরে জড়ে-ফুড়ে হুকাইয়া মরি গেছে। 21 দেখিয়া সাহাবি পিতরর মনো অইগেল। অউ তাইন কইলা, “হুজুর, আপনে যে গাছরে বদদোয়া দিছলা, দেখউক্কা, ইগু মরি গেছে।” 22 তাইন এরারে কইলা, “আল্লার উপরে একিন রাখো। 23 আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, কুনু মানষে তার দিলর মাজে সন্দয় না করিয়া, পুরাপুর ইমানে যুদি অউ পাড়োরে কয়, যাও, উড়িয়া গিয়া দরিয়াত পড়ো, তে হে যেলা কইবো তার লাগি অলা করা অইবো। 24 এরদায় আমি তুমরারে কইরাম, দোয়া করার সময় তুমরা যেতা মাংগো, একিন করিও তুমরা ইতা পাইলিছো। তেউ হাছাউ ইতা পাইবায়। 25-26 তুমরা যেবলাউ দোয়া করাত উবাও, অউ সময় কেউরর বিরুদ্ধে তুমরার কুনু নালিশ থাকলে, তারে মাফ করি দিও। তেউ তুমরার বেহেস্তি বাঁফ আল্লায়িও তুমরার তামাম গুনা মাফ করি দিবা।”

হজরত ইছায় কার এখতিয়ারে কাম করইন?

27 বাদে হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া হিরবার জেরুজালেম আইলা। তাইন কাবা ঘরর উঠানো আটিরা, অউ সময় বড় ইমাম অকলে, মুরব্বি আর মৌলানা অকলে তান ধারো আইয়া জিকাইলা, 28 “তুমি কুন এখতিয়ারে ইতা কররায়? কে তুমারে ই খেমতা দিছে?” 29 তাইন কইলা, “আমি আপনারারে একখান ছওয়াল করমু। আপনারা এর জুয়াপ দিলাইলে, আমিও কইমু, কার এখতিয়ারে আমি ইতা করিয়ার। 30 আইচ্ছা কউক্কা ছাইন, হজরত এহিয়ায় তরিকার গোছল দেওয়ার এখতিয়ার কার গেছ থাকি পাইছলা, আল্লার গেছ থাকি, না মানষর গেছ থাকি?” 31 ইখান হুনিয়া তারা কানে কানে মাতিলা, “আমরা যুদি কই আল্লার গেছ থাকি, তে তাইন কইবা, তুমরা তান উপরে ইমান আনলায় না কেনে? 32 আর যুদি কই মানষর গেছ থাকি, তে তো?” তারা মানুষরে খুব ডরাইতা, কারন হকল মানষেউ মানতা, হজরত এহিয়া একজন নবী। 33 এরদায় তারা জুয়াপ দিলা, “আমরা ইখান জানি না।” তেউ ইছায়ও কইলা, “তে আমিও আপনারারে কইতাম নায়, কার এখতিয়ারে আমি ইতা করিয়ার।”

আংগুর খেতর গিরস্তর কিচ্ছা

12 তেউ হজরত ইছায় হউ মৌলানা অকলরে কিচ্ছা হুনাইয়া বুজাইলা, “একজন মানষে আংগুর খেত করিয়া তার চাইরোবায় বেড়া দিলা। বাদে আংগুররর রস্ বার করার লাগি এক গাত খুদিলা আর চকিদাররর লাগি উচা করি একখান টং-ঘর বানাইলা। হেশে মানষর গেছে খেত বাগি দিয়া মালিক বিদেশ গেলাগি। 2 আংগুর পাকিয়া হারলে মালিকে তান এক গুলামরে বাগিদারর গেছে পাঠাইলা, তান বাট আনার লাগি। 3 অইলে বাগিদার অকলে ই গুলামরে ধরি মাইর-ধইর করি, খালি আতে বিদায় করি দিলো। 4 তেউ মালিকে তান আরো এক গুলামরে পাঠাইলা। বাগিদার অকলে তারেও গালা-গালি করিয়া মারিয়া তার মাথা ফাটাইলিলো। 5 এরবাদে তাইন আরো একজনরে পাঠাইলা। এনরে তারা জানে মারিলিলো। অলাখান করি তাইন আরো বউত জনরে পাঠাইলা। এরার মাজর কয়জনরে তারা মাইর-ধইর করলো, আর কয়জনরে জানে মারিলিলো। 6 হেশে মালিকর খালি একজন মানুষ বাকি রইছিল, হে অইলো তান মায়ার পুত। হেশ-মেশ তাইন অউ পুয়ারেউ তারার গেছে পাঠাইলা, মনো করলা, আমার পুয়ারে তারা ইজ্জত দিবো। 7 অইলে বাগিদার অকলে একে-অইন্যে পরামিশ করি কইলো, ‘অউ পুয়াউ তো বাদে ই সম্পত্তির মালিক অইবো। তে আও, এরেও আমরা মারিলাই, তেউ আমরাউ ইতার মালিক বনিযিমু।’ 8 কইয়াউ তারা পুয়ারে ধরিয়া জানে মারিয়া, আংগুর খেতর বারে নিয়া ফালাই দিলো।
9 “তে অখন কউক্কা ছাইন, খেতর মালিকে কিতা করবা? তাইন আইয়া তো অউ বাগিদার অকলরে মারিলিবা আর খেত অইন্য মানষর গেছে বাগি দিবা। 10 আপনারা আল্লার কালামো পড়ছইন না নি,

রাজ মেস্তইর অকলে যে পাথররে বেকামা কইয়া ফালাই দিছিল,
অকটা দিয়াউ ঘরর ইয়ান খুটি অইলো।
11 মাবুদে নিজেউ ইতা অওয়াইলা,
ইতা দেখিয়া তো আমরার তাইজ্জুবি লাগের।”

12 ইতা হুনিয়া তারা ইছারে ধরিলিতো চাইলো। তারা বুজিলিলো, তাইন ই কিচ্ছা তারার বিপক্ষেউ কইরা। অইলে মানষরে ডরাইয়া তানরে ছাড়িয়া গেলগি।

খাজনা দিবার বেয়াপারে তালিম

13 বাদে অউ মুরব্বি আর মৌলানা অকলে ইছারে ফান্দো ফালানির লাগি, ফরিশি আর রাজা হেরোদর দলর কয়জন মানষরে তান গেছে পাঠাইলো। 14 তারা আইয়া কইলো, “হুজুর, আমরা তো জানি, আপনে একজন হক মানুষ। মানষে কিতা মনো করে বা না করে, ইতায় আপনার কুন্তাউ যায় আয় না, আপনে তো কেউরর মুখর বায় চাইয়া কুন্তা করইন না। হক-হালাল নিয়মে মানষরে আল্লার রাস্তা বাতাই দিরা। তে আমরারে বাতাই দেউক্কা, হজরত মুছার শরিয়ত মাফিক রোমান বাদশারে খাজনা দেওয়া জাইজ নি? 15 আমরা তানরে খাজনা দিতাম নি, না দিতাম না?” তাইন তারার ভন্ডামি বুজিলিলা, বুজিয়া কইলা, “তুমরা কেনে আমারে পরিক্ষা কররায়? দেখি, একটা দিনার আনিয়া আমারে দেখাও।” 16 তারা দিনার লইয়া তান গেছে আইলে, তাইন জিকাইলা, “ই পয়সার উপরে কার নাম আর ছবি?” তারা কইলা, “রোমান বাদশার।” 17 তাইন কইলা, “তে হুনো, বাদশার যেতা ইতা বাদশারে দেও, আর আল্লার যেতা ইতা আল্লারে দেও।” ইখান হুনিয়া তারা আম্মক বনিগেলা।

মরন বাদে জিন্দা অওয়া

18 বাদে সিদ্দেকিয়া মজহবর কয়জন মানুষ ইছার কান্দাত আইলা। এরা একিন করইন, মউতর বাদে কুনু মানুষ আর জিন্দা অইয়া উঠইন না। এরদায় তারা ইছারে জিকাইলা, 19 “হুজুর, হজরত মুছায় আমরার লাগি অউ মুছলা লেখিয়া গেছইন, কুনু মানষে বিয়া করিয়া, তার বউরে নিআওলাদি হালতে থইয়া হে যুদি মারা যায়, তে তার ভাইয়ে অউ বেটিরে বিয়া করিয়া তার ভাইর বংশ বাচাইতে অইবো। 20 তে ধরউক্কা, এক পরিবারো সাত ভাই আছিল। বড় জনে বিয়া করিয়া নিআওলাদি হালতে মারা গেল। 21 বাদে দুছরা ভাইয়ে তার অউ ড়াড়ি ভাবিরে বিয়া করলো। অইলে হে-ও নিআওলাদি রইয়া মারা গেল। বাদে তিন নম্বর ভাইয়ে বিয়া করিয়া হে-ও অউলা মারা গেল। 22 অউ নমুনায় তারা সাতো ভাইর কেউররউ হুরুতা অইলো না। হেশে অউ বেটিও মারা গেল। 23 তে মরন বাদে যেবলা মানুষ জিন্দা অইয়া উঠবা, অউ সময় ই বেটি, এরা কুন ভাইর বউ অইবো? তারা হকলেউ তো ই বেটিরে বিয়া করছিল।”
24 তাইন জুয়াপ দিলা, “আপনারা তো আল্লার কালামও জানইন না, আল্লার কুদরতি তাক্কতও বুজইন না। এরদায় আপনারা ই ভুল কররা। 25 হুনউক্কা, মুর্দা অকল যেবলা জিন্দা অইয়া উঠবা, অউ সময় তারা বিয়া-শাদি করতা নায়, কেউ তারারে বিয়া দিতোও নায়। এরা তো ফিরিস্তার লাখান বনিযিবা। 26 তৌরাত কিতাবো তুর পাড়র জংলা জলার বয়ানির মাজে, মুর্দা অকল জিন্দা অওয়ার বেয়াপারে কিতা লেখা আছে, ইতা আপনারা পড়ছইন না নি? আল্লায় মুছা নবীরে কইলা, ‘আমিউ ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর আল্লা’। 27 তে আল্লা তো মুর্দা অকলর আল্লা নায়, তাইন জিন্দা অকলর আল্লা। আপনারা তো বউত বড় ভুল করছইন।”

হকল থাকি বড় হুকুম

28 অউ সময় একজন মৌলানা আইয়া এরার তর্কা-তর্কি হুনলা। আর ইছায় যেন ঠিক জুয়াপ দিছইন ইখান বুজিয়া এইন জিকাইলা, “কউক্কা ছাইন, তৌরাত শরিফর মাজে হকল থাকি বড় হুকুম কুনটা?” 29 ইছায় জুয়াপ দিলা, “হকল থাকি বড় হুকুম অইলো, ও বনি ইছরাইল, আমরার মাবুদ আল্লা এক। 30 তুমরার আস্তা দিল, জান, মন আর হকল শক্তি দিয়া তুমরার মাবুদ আল্লারে মহব্বত করিও। 31 দুছরা হুকুম অইলো, তুমরার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া করিও। অউ দুইও হুকুম থাকি বড় আর কুনু হুকুম নাই।”
32 ইখান হুনিয়া হি মৌলানায় কইলা, “হুজুর, মারহাবা! আপনে তো ঠিকউ কইছইন, আল্লা এক, তাইন ছাড়া আর কুনু মাবুদ নাই। 33 আর আস্তা দিল, বিবেক-বুদ্ধি, হকল শক্তি দিয়া তানরে মহব্বত করা, আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া করা অইলো, হকল নমুনার পশু কুরবানি আর লিল্লা-ছদগা থাকিও জরুরি।” 34 ইছায় যেবলা দেখলা, অউ মৌলানায় খুব সুন্দর করি জুয়াপ দিছইন, অউ তাইন কইলা, “আল্লার বাদশাই থাকি আপনে তো বেশি দুরই নায়।” এরবাদে থনে ইছারে কুনু ছওয়াল করার সাওস আর কেউরর অইলো না।

আল-মসী কে?

35 ইছায় বায়তুল-মুকাদ্দছো তালিম দেওয়ার সময় জিকাইলা, “মৌলানা
অকলে কেমনে কইন, আল-মসী অইলা হজরত দাউদর আওলাদ? 36 দাউদে
তো পাক রুহর বলে কইছইন,

মাবুদে আমার মুনিবরে কইলা,
আমি যতো সময় তুমার দুশমন অকলরে
তুমার পাওর তলাত না ফালাই,
অতো সময় তুমি আমার ডাইনর তখতো বও।

37 দাউদে যেবলা নিজেউ আল-মসীরে তান মুনিব কইছইন, তে আল-মসী
কেমনে দাউদর আওলাদ অইবা?” বউত মানষে খুশি অইয়া ইছার বয়ান
হুনাত আছিল।
38 বয়ানর মাজে তাইন কইলা, “মৌলানা অকলর বেয়াপারে হুশিয়ার
রইও। তারা খালি লাম্বা লাম্বা জুব্বা ফিন্দিয়া বাজার-আটো ঘুরা-ফিরা
করইন আর ইজ্জত পাইতা চাইন। 39 তারার শখ অইলো কুনু মজলিছো
গেলে দামি জাগাত বওয়া, খানির সময় ছামনর কাতারো বইয়া খাওয়া।
40 একবায় তারা লাম্বা লাম্বা দোয়া করিয়া মানষর মন গলাইন, আরক বায়
ড়াড়ি বেটিন্তর জমি-মিরাস দখল করি নেইন। হাশরর ময়দানো এরার হকল
থাকি বড় মছিবত অইবো।”

গরিব ড়াড়ি বেটির ছদগা দেওয়া

41 বাদে তাইন বায়তুল-মুকাদ্দছর লিল্লার ডেগর কান্দাত বইয়া দেখলা,
মানষে আইয়া কেমনে লিল্লা-ছদগা দিরা। তাইন দেখলা, বউত ধনি মানষে
বেশ করি টেকা-পয়সা দান কররা। 42 বাদে এক গরিব ড়াড়ি বেটিয়ে আইয়া
খালি দুইটা পয়সা দান করলো। 43 দেখিয়া তান সাহাবি অকলরে কইলা,
“আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, হকল মানুষ থনে অউ বেটিয়ে বেশি দান
করলো। 44 হকল মানষে তারার বউত ধন-ছামান থাকি কিছু অংশ দান
করছে, অইলে ই বেটি অভাবি অইলেও, বেটিয়ে নিজর লাগি কুন্তা না
রাখিয়া, হকলতাউ দান করি দিলো।”

কিয়ামতর আলামত

13 হজরত ইছা বায়তুল-মুকাদ্দছ থাকি বার অইয়া যাওয়ার বালা তান
একজন সাহাবিয়ে কইলা, “হুজুর, অউ দেখউক্কা, কত বড় বড়
পাথরর ওয়াল আর সুন্দর সুন্দর দলান।” 2 তাইন কইলা, “তুমি অউ
যেতা বড় বড় দলান দেখরায়, ইতার দুই পাথর একখানো লাগাইল রইতো
নায়, হকলতা ভাংগা অইযিবো।” 3 বাদে তাইন যেবলা জয়তুন পাড়র উপরে
বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা শরিফ মুখা বওয়াত আছলা, অউ সময় সাহাবি
পিতর, ইয়াকুব, হান্নান আর আন্দ্রিয়াছে তানরে নিরালায় জিকাইলা,
4 “হুজুর, আমরারে জানাউক্কা, ইতা কুন সময় অইবো? কুন আলামত
দেখিয়া আমরা বুজমু, ইতা বিনাশ অওয়ার সময় আইচ্ছে?” 5 তাইন কইলা,
“দেখিও, কেউ যানু তুমরারে না টগে। 6 বউত জনে আমার নাম ধরিয়া
আইয়া কইবো, আমিউ হেইন, কইয়া বউতরে টগিবো। 7 অইলে যুদ্ধর
আওয়াজ আর লাড়াইর খবর হুনিয়া তুমরা ডরাইও না। ইতা নিচয় ঘটব,
ঘটলেও ইতা তো শেষ নায়। 8 এক জাতিয়ে আরক জাতির লগে, এক দেশে
আরক দেশর লগে লাড়াই করবো। বউত জাগাত ভৈছাল আর নিদান দেখা
দিবো। অইলে ইতা তো খালি মছিবতর শুরু।
9 “তুমরা নিজর বেয়াপারে হুশিয়ার রইও। মানষে তুমরারে ধরিয়া বিচারর
আদালতো সমজাইবো। মছিদর ভিতরে তুমরারে ছিংলাদি মারা অইবো।
আমার লাগি তুমরারে দেশর রাজা-বাদশার ছামনে নেওয়া অইবো। তুমরা
এরার ছামনে আমার বেয়াপারে সাক্ষি দিবায়। 10 পয়লা দুনিয়ার তামাম
জাতির গেছে আল্লার দেওয়া খুশ-খবরি তবলিগ করা জরুর। 11 তুমরারে
ধরিয়া যেবলা বিচারো নেওয়া অইবো, অউ সময় কিতা জুয়াপ দিতায়, ইতা
লইয়া আগে কুনু চিন্তা করিও না। হউ সময় তুমরারে যেতা হিকাইয়া দেওয়া
অইবো, তুমরা অতাউ কইও। আসলে তুমরা তো হিনো মাততায় নায়, পাক
রুহেউ মাতিবা। 12 ভাইয়ে ভাইরে, বাফে পুয়ারে জানে মারার লাগি ধরাই
দিবো। পুয়া-পুড়িয়ে আপন মা-বাফর বিরুদ্ধে গিয়া, মা-বাফরে খুন করাইবো।
13 আর আমার লাগি হকলে তুমরারে ঘিন্নাইবো, অইলে হেশ পর্যন্ত যে
টিকিয়া রইব, হে রেহাই পাইবো।
14 “যে তিলাওত করের হে বুজউক, বেজুইতা মছিবতর ঘিন্নার ই চিজ যে
জাগাত আওয়ার কথা নায়, ই চিজরে যেবলা অনো দেখবায়, অউ সময়
যেরা এহুদিয়া জিলাত আছইন, তারা বাগিয়া পাড়িয়া এলাকাত যাউক।
15 ছাতর উপরে যেরা রইবা, তারা লামাত লামিয়া কুন্তা নেওয়ার লাগি ঘরর
ভিতরে আর না হামাউক। 16 খেতর মাজে যেরা রইবা, তারার গতরর চাদ্দর
নেওয়ার লাগি বাড়িত না আউক। 17 অউ সময় যেতা বেটিন্তর হুরুতা
অইতা, আর যেরা হুরুতারে বুকুর দুধ খাওয়াইরা, তারার বড় জবর মছিবত
অইবো। 18 তুমরা দোয়া করো, ইতা যানু শীতর দিনো না অয়। 19 অউ সময়
তো অতো বেজুইতা কষ্ট অইবো, যেতা দুনিয়ার পয়লা থনে আইজ পর্যন্ত
কুনুদিন অইছে না, আর কুনুদিন অইতোও নায়। 20 মাবুদে যুদি ই সময়রে
কমাইয়া না দিতা, তে কেউ জিন্দা রইলো না অনে। অইলে আল্লায় তান
পছন্দ করা বন্দা অকলর লাগি ই সময় কমাই দিছইন। 21 হি সময় কেউ যুদি
তুমরারে কয়, হুনছো নি, আল-মসী অনো আইছইন, বা দেখো, অউনু
তাইন, তে তুমরা ইতা একিন করিও না। 22 কারন বউত ভন্ডয় আইয়া
কইবো, আমিউ আল-মসী, আর বউত ভন্ড নবীও আইবা। সম্ভব অইলে
তারা আল্লার পছন্দ করা বন্দা অকলরেও ধুকা দিয়া বে-পথে নিতা করি বউত
কেরামতি-মোজেজা দেখাইবা। 23 অইলে তুমরা হুশিয়ার রইও, আমি তো
তুমরারে আগেউ ইতা হাল-হকিকত জানাই দিলাম।
24 “অউ মছিবতর সময় পারনির বাদে,

সুরুজ আন্দাইর অইযিবো,
চান্দে আর ফর দিতো নায়।
25 তেরা অকল আছমান থাকি খুলিয়া পড়িযিবো,
আছমানর কুনু শক্তিআলা চিজউ
ঠিক-ঠাক রইতো নায়।

26 অউ সময় মানষে দেখবা, বিন-আদমে আল্লার কুদরতি জালাল আর শান-
তজল্লিয়ে, মেঘর টুকরাত অইয়া দুনিয়াত তশরিফ আনরা। 27 তাইন ফিরিস্তা
অকলরে দুনিয়ার এক মাথা থাকি আরক মাথাত পাঠাইয়া, আল্লার পছন্দ
করা বন্দা অকলরে চাইরোবায় থনে দলা করবা।
28 “ডুমুর গাছর বায় চাইয়া ইলিম কামাই করো। গাছর ডালপালা নরম
অইয়া যেবলা নয়া কুড়ি বারয়, অউ সময় তুমরা বুজিলাও গরমর দিন
আইচ্ছে। 29 তে অউ লাখান তুমরা যেবলা দেখবায় ইতা হকলতা ঘটের,
দেখিয়া বুজিলিও, বিন-আদমও ধারো আইচ্ছইন। খালি ধারো নায়, তাইন
আইয়া দুয়ারো ঠুকাইরা। 30 আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, ইতা না ঘটা
পর্যন্ত ই জমানার মানুষ ফুড়াইতা নায়। 31 আছমান-জমিন হকলতা বিনাশ
অইযিবো, অইলে আমার কালাম হামেশা কাইম রইবো।
32 “হউ দিন আর হি সময়র বেয়াপারে খালি আমার গাইবি বাফ বাদে আর
কেউ জানইন না। আছমানি ফিরিস্তা বা খাছ মায়ার জনেও জানইন না।
33 তুমরা হুশিয়ার অও, খিয়াল করি চলো আর দোয়া করো। হি দিন কুন
সময় আইবো, তুমরা কেউ তো জানো না। 34 অলা এক মানষর লাখান হি
দিন আইবো, যেইন বিদেশ যাওয়ার সময় তান গুলাম অকলর আতো
হকলতা সমজাই দিয়া যারযির কাম বুজাই দিলা। আর চকিদাররে কইলা
হজাগ রইতো। 35 তুমরাও অউলা হজাগ রইও। বাড়ির মালিক কুন সময়
আইবা, হাইঞ্জা বালা, মাজ রাইতে, পতাবালা না ফজরে আইবা, ইখান তো
তুমরা কেউ জানো না। 36 তাইন আখতা আইলে যানু না দেখইন, তুমরা
ঘুমাই রইছো। 37 আমি তুমরারে যেলা কইলাম, হকলরেউ অউলা কইরাম,
হজাগ রও।”

হজরত ইছার দুখ-কষ্ট আর মউত (১৪:১-১৫:৪৭)

হজরত ইছারে হাজানির ভেদ

14 আজাদি ইদ আর খামির ছাড়া রুটির ইদর খালি দুই দিন বাকি
রইছে। বড় ইমাম আর মৌলানা অকলে, হজরত ইছারে মানষর
আফরখে ধরিয়া কাতল করার ধান্দা লাগাইলা। 2 তারা কইলা, “ইদর
সময় তারে ধরতাম নায়। ধরলে মানষে গন্ডগোল লাগাই দিতো পারে।”
3 ইছা অউ সময় বায়ত-আনিয়া গাউর পচা-কুষ্ঠ বেমারি সাইমনর বাড়িত
আছলা। অনো বইয়া তাইন খানা খাইরা, আখতাউ এক বেটি মানষে চিনর
এক বোতলো করি খুব দামি খাটি আতর লইয়া আইয়া, বোতল ভাংগিয়া
হকল আতর তান মাথাত ঢালি দিলো। 4 ইতা দেখিয়া হিনো আজির কুনু কুনু
জনে না-খুশ অইয়া একে-অইন্যে কইলো, “ই আতর ফুটাইন কেনে বরবাদ
করা অইলো? 5 ই ফুটিন বেচিলে তো তিনশো দিনার পাইয়া গরিব অকলরে
বিলাই দেওয়া গেলো অনে।” অতার লাগি তারা বেটিরে বকা-জকা করলা।
6 অইলে ইছায় কইলা, “অইছে, তানরে আর কুন্তা কইও না। তাইন তো
আমার লাগি খুব সুন্দর কাম করছইন। 7 গরিব অকল তো হামেশাউ তুমরার
লগে রইবা। তুমরার যেবলা মনে চায় তারারে সাইয্য করতায় পারবায়।
অইলে আমারে তো হামেশা পাইতায় নায়। 8 বেচাড়িয়ে যেখান পারছইন
অখানউ করছইন। এইন আইয়া আমার গতরো আতর ঢালিয়া, দাফন-
কাফনর লাগি আমারে আগেউ জুইত করছইন। 9 আমি তুমরারে হক কথা
কইয়ার, দুনিয়ার যেকুনু জাগাত আল্লার খুশ-খবরি তবলিগ করার সময়, অউ
বেচাড়িরে মনো করার লাগি, তান ই কামর কথা খানও কওয়া যাইবো।”
10 বাদে তান বারোজন সাহাবির মাজর একজন, এন নাম ইহুদা
ইস্কারিয়াত, এইন ইছারে ধরাইয়া দেওয়ার লাগি বড় ইমাম অকলর গেছে
গেলা। 11 ইমাম অকলে হুনিয়া খুব খুশি অইয়া কইলা, “তারে ধরাইয়া দিলে
তুমারে টেকা দিমু।” তেউ ইহুদায় তানিরে ধরাই দেওয়ার সুযোগ তুকানিত
রইলো।

হজরত ইছার আখেরি ইদ

12 খামির ছাড়া রুটির ইদর পয়লা দিন, আজাদি ইদর লাগি মেড়ার বাইচ্চা
জবো করা অইতো। এরদায় সাহাবি অকলে ইছারে জিকাইলা, “হুজুর,
আমরা কুন জাগাত গিয়া আপনার লাগি ইদর খানা তিয়ার করতাম?”
13 অউ ইছায় তান দুইজন সাহাবিরে কইলা, “তুমরা টাউনো যাও। গিয়া
দেখবায় হনো এক বেটা মানষে খৈলাদি পানি ভরিয়া নিরা। তুমরা তান খরে
খরে যাইও। 14 তাইন যে বাড়িত গিয়া হামাইবা, হউ বাড়ির মালিকরে তুমরা
কইও, ‘ছাব, মুরশিদে কইছইন, সাহাবি অকলরে লইয়া আমি যেখানো
আজাদি ইদর খানা খাইতাম, হউ মুছাফিরখানা খান দেখাই দেউক্কা।’
15 তাইন তুমরারে উপর তালাত হজাইল-পাড়াইল এক বড় কুঠা দেখাই
দিবা। তুমরা অনো হকলতা তিয়ার করিও।” 16 তেউ সাহাবি অকল গিয়া

টাউনো হামাইলা। হামাইয়া ইছায় যেলাখান কইছলা, ঠিক অউ লাখান হকলতা পাইলা আর ইদর খানা তিয়ার করলা।
17 হাইঞ্জা বালা ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে লইয়া অনো আইলা।
18 আইয়া খানি খাওয়ার সময় তাইন কইলা, “আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, তুমরার মাজর এক জনেউ বেইমানি করিয়া আমারে ধরাই দিবো, হে অখন আমার লগে বইয়া খার।” 19 ইখান হুনিয়া তারা খুব বেজার অইগেলা। আর এক এক করি জিকাইলা, “হুজুর, ই জন কিতা আমি নি?” 20 তাইন কইলা, “হে অউ বারোজনর মাজরউ একজন। হে অখন আমার লগে থালো আত হারার। 21 বিন-আদমর মউতর বেয়াপারে আছমানি কিতাবো যেলা লেখা আছে, তান মউত তো অউলাউ অইবো, অইলে আফছুছ হউ মানষর লাগি, যে তানরে ধরাইয়া দিবো। দুনিয়াত তার জনম না অওয়াউ, তার লাগি বউত ভালা আছিল।”
22 খানাত রইছইন, অউ সময় ইছায় রুটি আতো লইয়া আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া, ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করি সাহাবি অকলর আতো দিয়া কইলা, “অউ নেও, মনো করো ইতা আমার শরিল।” 23 বাদে তাইন আংগুরর শরবতর পিয়ালা লইয়া আল্লার শুকরিয়া জানাইয়া এরারে দিলা। এরা হকলে অউ পিয়ালা থাকি শরবত খাইলা। 24 ইছায় কইলা, “খাও, মনো করো ইতা আমার লউ। অউ লউর জরিয়ায় আদম জাতির বউতর বাচিবার লাগি নয়া উছিলা কাইম করা অইবো। 25 আমি হাছা কথা কইরাম, যেই পর্যন্ত আল্লার বাদশাইত দাখিল অইয়া আমি আংগুরর শরবত না খাইছি, অতো দিন ই লাখান শরবত আর খাইতাম নায়।” 26 হেশে হকলে মিলি এক গজল গাইয়া, ঘর থাকি বার অইয়া জয়তুন পাড়ো গেলাগি।

হজরত পিতরে অস্বীকার করার আগাম ইশারা

27 পাড়ো গিয়া ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা, “তুমরা হকলেউ তো আমারে ফালাইয়া বাগিবায়। আল্লার কালামো আছে, ‘আমি পালর রাখালরে মারিলিমু, তেউ পালর মেড়াইন চাইরোবায় ছিতরিযিবা।’ 28 অইলে আমারে মুর্দা থাকি জিন্দা করার বাদে, তুমরার আগেউ আমি গালিলো যাইমুগি।”
29 পিতরে তানরে কইলা, “হুজুর, হকল বাগি গেলেও আমি বাগিতাম নায়।”
30 ইছায় কইলা, “তে হুনো, আমি তুমারে কইরাম, আইজ পতাবালা মুরগায় দুইবার বাং দিবার আগেউ, তুমি তিনবার কইবায়, তুমি আমারে চিনো না।”
31 অইলে পিতরে আরো বড় গলায় কইলা, “হুজুর অউ কিতা কইন, আপনার লগে যুদি আমার মরনও অয়, তা-ও আমি কুনুমন্তেউ কইতাম নায় আমি আপনারে চিনি না।” হকল সাহাবিয়েও অউ লাখান কইলা।

গেতশিমানি বাগানো হজরত ইছা

32 বাদে হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া গেতশিমানি নামর এক বাগানো আইলা। আইয়া তাইন এরারে কইলা, “আমি যতো সময় ধরি দোয়া করমু, অতো সময় তুমরা অনো বওয়াত রইও।” 33 অখান কইয়া তাইন পিতর, ইয়াকুব আর হান্নানরে তান লগে রাখলা, মনর দুখ আর জালায় তাইন বড় তকলিফ পাইলা। 34 তাইন এরারে কইলা, “দুখে আমার জান বার অই যারগি। তুমরা হকল অনো রও আর হজাগ থাকো।” 35 কইয়া থুড়া হরিয়া গিয়া তাইন মাটিত সইজদাত পড়িয়া আরজ করলা, সম্ভব অইলে ই মছিবতর অখতখান হরিযিবার লাগি। 36 তাইন কইলা, “ও আব্বা, আমার অলি, তুমি তো হকলতাউ করতায় পারো। তুমি আমার উপর থাকি আনেওয়ালা অউ মছিবত খান হরাইলাও। অইলে ইতা আমার ইচ্ছায় নায়, তুমার মর্জি মাফিকউ অউক।”
37 সইজদা থাকি উঠিয়া তাইন সাহাবি অকলর গেছে আইয়া দেখলা, এরা ঘুমাই গেছইন। অউ তাইন পিতররে হজাগ করি কইলা, “সাইমন, তুমি ঘুমাই গেলায় নি? একখান ঘন্টাও হজাগ রইতায় পারলায় না নি? 38 হজাগ রও, পরিক্ষা থাকি বাচতায় করি দোয়া করো। দিলর মাজে নিচয় খিয়াল আছে, অইলে কায়া তো কমজুর।” 39 বাদে তাইন হিরবার গিয়া হউ একই দোয়া করলা। 40 ফিরিয়া আইয়া দেখলা, এরা হিরবার ঘুমাই গেছইন, ঘুমে তারার চউখ ফালাই দের। তারা ইছারে কিতা জুয়াপ দিতা, কুন্তা বুজলা না। 41 তিন নম্বর বার তাইন আইয়া এরারে কইলা, “তুমরা দেখি অখনও আরামে ঘুমাইরায়। আইচ্ছা অইছে, সময় আইচ্ছে তো। দেখরায় নি, বিন-আদমরে গুনাগার অকলর আতো সমজাই দেওয়া অর। 42 উঠো, আমরা রওয়ানা দেই। আমারে যেগিয়ে দুশমনর আতো ধরাই দিবো, হে আইয়া আজিগেছে।”

হজরত ইছা আল-মসী দুশমনর আতো বন্দি

43 তাইন এরার লগে মাতো রইছইন, অউ সময় ইহুদা হনো আইলো। হে আছিল বারোজন সাহাবির মাজর একজন। তার লগে অইয়া আরো বউতে লাঠি-ছটা-তলোয়ার লইয়া আইলো। বড় ইমাম, মৌলানা আর মুরব্বি অকলে এরারে পাঠাইছইন। 44 তানরে যেগিয়ে ধরাইয়া দিতো, হে তার লগর এরারে আগে হিকাইয়া দিছিল, “আমি গিয়া যেন গালো হুংগা দিমু, এইনউ হউ জন। তুমরা এনরে বন্দি করিয়া খুব সাবধানে লইয়া যাইও।” 45 তেউ ইহুদায় সুজা-সুজি ইছার গেছে গিয়া কইলো, “হুজুর!” কইয়া হে তানরে হুংগা দিলো। 46 লগে লগে তারা আইয়া ইছারে ধরিলিলো। 47 তান কান্দাত যেরা উবাত আছলা, এরা একজনে নিজর তলোয়ার বার করিয়া প্রধান ইমামর গুলামরে ছেদ মারলা, ছেদর লগে তার এক কান কাটিয়া পড়িগেল।
48 ইছায় অতা মানষরে কইলা, “কিতাবা, আমি কুনু চুর-ডাকাইত নি, তুমরা দেখি লাঠি-ছটা-তলোয়ার লইয়া আমারে ধরাত আইছো? 49 আমি তো পরতেক দিন বায়তুল-মুকাদ্দছো গিয়া তুমরার ছামনেউ তালিম দিতাম। অউ সময় তো তুমরা আমারে ধরলায় না। নিচয় আল্লার কালামর আয়াত তো ফলিতে অইবো।”
50 তানরে বন্দি করতেউ তান হকল সাহাবি তানে থইয়া বাগি গেলা।
51 খালি একজন জুয়ানে একখান লংগি ফিন্দিয়া তান খরে খরে গেল। অইলে মানষে যেবলা তারেও ধরতা চাইলা, 52 হে তার লংগি ফালাইয়া লেমটা অইয়া দৌড়াইয়া বাগিলো।

ফতোয়া কমিটির দরবারো বিচার

53 অউ মানষে হজরত ইছারে ধরিয়া হারি পরধান ইমামর গেছে লইয়া গেল। হনো বড় ইমাম অকল, মুরব্বি আর মৌলানা অকলও একখানো দলা অইলা। 54 সাহাবি পিতর ইছার গেছ থনে দুরই হরি হরি রইয়া তান খরে খরে গিয়া পরধান ইমামর বাড়ির উঠানো গেলা। গিয়া হনো পারাদার অকলর লগে মিলিয়া আগুইন তাবানিত বইলা। 55 বড় ইমাম অকলে আর ফতোয়া কমিটির হকল মানষে ইছারে কাতল করার লাগি কুনু নালিশ তুকাইলা, অইলে পাইলা না। 56 মজলিছো ইছার বিরুদ্ধে বউতে মিছা সাক্ষি দিলেও, তারার সাক্ষির মিল অইলো না। 57 তেউ আরো কয়জনে তান বিরুদ্ধে অউ মিছা সাক্ষি দিলো। তারা কইলো, 58 “আমরা হুনছি, হে কইছে, মানষর আতর বানাইল জেরুজালেমর অউ কাবা শরিফ, আমি ভাংগিলিমু, আর তিন দিনর মাজে কুনু মানষর আত না লাগাইয়া আমি আরকখান বানাইমু।”
59 অইলে এরার সাক্ষিও মিললো না। 60 হেশে পরধান ইমাম উবাইয়া হকলর ছামনে ইছারে জিকাইলা, “ওবা, তুমি কুনু মাতর জুয়াপ দিতায় না নি? ইতা মানষে তুমার বেয়াপারে কিতা সাক্ষি দিরা, হুনরায় নি?” 61 অইলে তাইন কুনু জুয়াপ না দিয়া নিরাই রইলা। পরধান ইমামে তানরে হিরবার জিকাইলা, “তুমি কিতা আল্লাতালার ওয়াদা করা হউ আল-মসী নি, তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা নি?” 62 তাইন জুয়াপ দিলা, “জিঅয়, আমিউ হেইন। আপনারা দেখবা, আমি বিন-আদম আরশে-আজিমো আল্লা রাব্বুল আলামিনর ডাইনর তখতো বওয়াত আছি। আর দেখবা, আমি বেহেস্তি মেঘর খুটিত অইয়া দুনিয়াত তশরিফ আনিয়ার।” 63 ইখান হুনিয়াউ পরধান ইমামে নিজর ফিন্নর কাপড় ছিড়িয়া কইলা, “আর কুনু সাক্ষির জরুর আছে নি?
64 আপনারা নিজর কানেউ তো হুনলা, হে শিরিকি করলো। তে অখন আপনারা কিতা রায় দিবা?” অউ তারা হকলে তানে দুষি সাইবস্তো করিয়া, কাতল করার হুকুম দিলো। 65 কেউ কেউ তান উপরে ছেফ দিলো। তান মুখ বান্দিয়া ঘুষি মারিয়া কইলো, “হই, তুইন বুলে নবী, তে অখন ওই কছ না।” বাদে সিপাই অকলেও তানে নিয়া মাইর-ধইর করলো।

হজরত পিতরে তিনবার অস্বীকার করলা

66 পিতর যেবলা লামাত উঠানো আছলা, অউ সময় পরধান ইমামর এক বান্দি বেটি তান কান্দাত গেল। 67 গিয়া তানরে আগুইন তাবানিত দেখিয়া, ভালা করি তান বায় চাইয়া হারি কইলো, “আপনেও তো অউ নাছারতর ইছার লগে আছলা।” 68 পিতরে অস্বীকার করিয়া কইলা, “না গো, তুমি অউ কিতা কইরায়? আমি ইতা কুন্তাউ জানি না, বুজিও না।” অখান কইয়া পিতর গেইটর ধারো গেলা, আর অউ সময় মুরগায় বাং দিলাইলো। 69 বান্দি বেটিয়ে যেবলা দেখলো, পিতর অনো গিয়া উবাইছইন, অউ তান কাছাত উবা মানষরে গিয়া তাই কইলো, “অউ বেটাও এরার লগর একজন।”
70 পিতরে হিরবার না করলা। অইলে তান কান্দাত যেরা উবা আছিল, থুড়া বাদে তারা কইলা, “তুমি নিচয় এরার লগর, তুমার বাড়িও তো গালিল জিলাত।” 71 পিতরে কইলা, “আল্লার গজব পড়উক, আমি কছম খাইয়া কইয়ার, তুমরা অউ যার কথা কইরায়, তারে আমি চিনিও না।” 72 অখান কইতেউ মুরগায় দুয়ারা বাং দিলো। বাং হুনিয়াউ পিতরর মনো অইগেল, ইছায় কইছলা, “মুরগায় দুইবার বাং দিবার আগেউ তুমি তিনবার কইবায়, তুমি আমারে চিনো না।” অখান মনো অইতেউ তাইন আউ আউ করি কান্দন ধরলা।

পরধান হাকিম পিলাতর আদালতো হজরত ইছা

15 বড় ইমাম অকলে ছবরে উঠিয়া মুরব্বি অকল, মৌলানা আর ফতোয়া কমিটির হকলর লগে পরামিশ করিয়া, হজরত ইছারে বান্দিয়া রোমান হাকিম পিলাতর গেছে লইয়া গেলা। 2 গিয়া হারলে হাকিম পিলাতে ইছারে জিকাইলা, “তুমি কিতা ইহুদি অকলর বাদশা নি?” তাইন কইলা, “আপনে ঠিক কথাউ কইরা।” 3 বড় ইমাম অকলে তান নামে বউত নালিশ দিলা। 4 পিলাতে হিরবার কইলা, “তুমি কুন্তা জুয়াপ দিতায় না নি? দেখরায় নি, তারা তুমার বিরুদ্ধে কতো নালিশ দের।” 5 অইলে ইছায় কুনু জুয়াপ না দেওয়ায় পিলাত তাইজ্জুব অইগেলা। 6 আজাদি ইদর সময় হাকিমে দেশর মানষর পছন্দ মাফিক, একজন আজতিরে খালাছ দিতা। 7 অউ সময় বারাব্বা নামর একজন মানুষ জেলো আছিল। সংগ্রামর সময় হে ফৌজর লগে রইয়া মানুষ খুন করছিল। 8 মানষে পিলাতর গেছে আইয়া দাবি জানাইলা, “আপনে আপনার নিজর রেওয়াজ মাফিক কাম করউক্কা।”
9 তাইন জিকাইলা, “তুমরা চাইরায় নি, আমি ইহুদি অকলর বাদশারে ছাড়ি দিতাম?” 10 পিলাতে জানতা, বড় ইমাম অকলে ইংসা করিয়া ইছারে নিয়া তান আতো দিছইন। 11 বড় ইমাম অকলে মানষরে উছকাইয়া দিলা, মানষে ইছার মুক্তি না চাইয়া বারাব্বার মুক্তি চাইন। 12 এরদায় পিলাতে হিরবার মানষরে জিকাইলা, “তে তুমরা যারে ইহুদির বাদশা কও, তারে আমি কিতা করতাম?” 13 তারা হকলে চিল্লানি লাগাইলো, “তারে সলিবো দেও।”
14 তাইন কইলা, “কেনে, হে কিতা দুষ করছে?” অইলে মানষে আরো জুরে জুরে চিল্লাইয়া কইলো, “সলিবো দেও।” 15 তেউ পিলাতে তারারে খুশি করতা করি বারাব্বারে খালাছ দিলাইলা, আর ইছারে বেশ করি চাবুক মারিয়া, সলিবো লটকাইয়া কাতল করার হুকুম দিলা। (সলিব অইলো লাকড়িদি বানাইল মানষরে লটকাইয়া মারার এক জিনিস।)

সিপাই অকলর ঠাট্টা-মশকরা

16 বাদে সিপাই অকলে ইছারে ধরিয়া পরধান হাকিমর বাড়ির ভিতরে
লইয়া গেলা। হনো তারা আরো সিপাই অকল দলা করলা। 17 তারা ইছারে
বাইংগনি রংগর বাদশাই লেবাছ ফিন্দাইলা, আর গছা-কাটা দিয়া মুকুট
বানাইয়া তান মাথাত দিলা। 18 বাদে তারা মশকরা করি মিছিল দিলো,
“ইহুদির বাদশা, মারহাবা।” 19 আর এক লাঠি আনিয়া বারে বারে তান মাথাত
মারলো, গতরো ছেফ দিলো, তানে ইজ্জত দেখানির ভান করিয়া তান ছামনে
আটু গাড়িয়া বইলো। 20 অউ লাখান ঠাট্টা-মশকরা আর বেতমিজি করার
বাদে তান ফিন্নর বাইংগনি লেবাছ খুলিয়া, তান নিজর কাপড় ফিন্দাইলো
আর সলিবো নিয়া কাতল করার লাগি রওয়ানা দিলো।

সলিবর উপরে হজরত ইছা

21 তারা লইয়া যাইরা অউ সময় কুরিনি এলাকার ছিকন্দর আর রউফর
বাফ, সাইমন নামর একজন মানুষ গাঁউ থাকি অউ পথেদি আটিয়া যাওয়াত
আছলা। সিপাই অকলে জুর করিয়া এনেদি হউ সলিব বওয়াইয়া নিলা।
22 তারা ইছারে গলগাথা, মানি কল্লার চাড় নামর জাগাত লইয়া গেলা।
23 হনো নিয়া তানরে মুরা নামর ওষুধ পুরাইল আংগুরর শরবত খাইতে
দিলা, অইলে তাইন ইতা খাইলা না। 24 বাদে তারা তানরে সলিবো, মানি
গাছো লটকাইলো। সিপাই অকলে তান কাপড়-চুপড় বাটিয়া নেওয়ার লাগি
লটারি মারিয়া ভাইগ্য পরিক্ষা করলো।
25 বিয়ানে নয়টার সময় তারা তানরে জানে মারার লাগি সলিবো
গাথিলো। 26 আর তান অপরাধ-নামার মাজে লেখলো, “ইহুদির বাদশা।”
27 তারা দুইজন ডাকাইতরেও তান লগে সলিবো লটকাইলো, একজন ডাইন
গালাত, অইন্যজন বাউ গালাত। 28 এরদায় আল্লার কালামর অউ আয়াতও
ফলিগেল, “তানরে নাফরমান অকলর লগে গনা অইছে।”
29 হউ পথেদি যেরা যাওয়াত আছিল তারা মাথা লাড়াইয়া ইছারে
ছিড়াইয়া কইলো, “ওই মিয়া, তুমি বুলে কাবা ঘর ভাংগিয়া তিন দিনর মাজে
হিরবার বানাইতায় পারবায়! 30 তে অখন সলিব থাকি লামিয়া আইয়া নিজর
জান বাচাও না।” 31 বড় ইমাম আর মৌলানা অকলেও তানরে ছিড়াইয়া
মাতা-মাতি করলা, “হে তো মানষর জান বাচাইতো, অখন নিজর জান
বাচাইতো পারের না। 32 হে বুলে ওয়াদা করা হউ আল-মসীহ, বনি ইছরাইলর
বাদশা! তে পারলে অখন সলিব থাকি লামিয়া আউক, তেউ আমরাও অতা
দেখিয়া ইমান আনমু।” তান ডাইনে-বাউয়ে যেরারে সলিবো লটকাইল
অইছিল, তারাও তানরে ছিড়াইলো।

হজরত ইছা আল-মসীহর উফাত

33 বাদে বেইল দুইফর থাকি জোহরর বাদ পর্যন্ত তিন ঘন্টা আস্তা দেশ
আন্দাইর অইগেল। 34 এরবাদেউ তাইন খুব জুরে জুরে কইলা, “এলোই,
এলোই, লামা ছাবাক্তানী,” মানি, “ও আমার আল্লা, আমার মউলা, তুমি
কেনে আমার লগ ছাড়ি দিলায়?” 35 অউ সময় যেরা তান ধারো উবা
আছিল, তারা ইখান হুনিয়া কইলা, “হুনো, হুনো, হে হজরত ইলিয়াছ নবীরে
ডাকের।” 36 অখান হুনিয়া একজন মানষে দৌড়াইয়া গিয়া একখান তেনা
আনিয়া টেংগা আংগুরর শরবতর মাজে ভিজাইয়া, এক লাঠির মাথাত
বান্দিয়া উচা করি তানরে খাইতে দিলো। হে কইলো, “অউক, দেখি না
ইলিয়াছে তারে লামাইয়া নেওয়াত আইন নি।”
37 হেশে ইছায় জুরে আওয়াজ করিয়া আখেরি দম ফালাইয়া ইন্তেকাল
করলা। 38 লগে লগে জেরুজালেমো কাবা ঘরর হেরেম শরিফর পর্দাখান,
উপরে থাকি তল পর্যন্ত ছিড়িয়া দুই টুকরা অইগেল। 39 সিপাইর যে অফিসার
হনো পারা দেওয়াত আছলা, এইন ইছার মউতর ই হালত দেখিয়া কইলা,
“নিচ্চয়, এইনউ আছলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা।”
40 কয়জন বেটি মানষেও দুরই উবাইয়া ইতা দেখলী, এরার মাজে আছলা
মগদিলিনী মরিয়ম, ইউছি আর ছরু ইয়াকুবর মা মরিয়ম, আর বিবি সালোমী।
41 ইছা যেবলা গালিলো আছলা, অউ সময় অউ বেটিন হামেশা তান লগে
লগে রইতা আর তান খেজমত করতা। আরো বউত বেটি মানুষ, যেরা তান
লগে অইয়া জেরুজালেমো আইছলা, তারাও ইতা দেখলা।

হজরত ইছার রওজা মুবারক

42 ই দিন আছিল ইন্তেজামর দিন, মানি ইহুদির জুম্মাবারর আগর দিন,
অউ দিন সুরুজ ডুবার বাদে থনে কুনুজাত কাম করা হারাম আছিল।
43 এরদায় অউ বিয়ালি বালা ফতোয়া কমিটির ইজ্জতি মন্ত্রী, আরিমাথিয়া
গাউর ইউছুফ নামর একজন মানষে, সাওস করিয়া হাকিম পিলাতর গেছে
আইয়া, হজরত ইছার লাশ নিতা চাইলা। আল্লার বাদশাই কাইম অওয়ার
লাগি এইন বার চাওয়াত আছলা। 44 পিলাতে হুনিয়া খুব তাইজ্জুব অইগেলা
যেন, ইছায় অতো জলদি করি ইন্তেকাল ফরমাইছইন। এরদায় তাইন সিপাইর
ছুবেদাররে আনিয়া জিকাইলা, হাছাউ ইছার রুহ বার অই গেছে নি।
45 ছুবেদারে যেবলা কইলা, “জিঅয়, তাইন মারা গেছইন”, অউ পিলাতে
ইছার লাশ ইউছুফর জিম্মায় সমজাই দিলা। 46 ইউছুফে গিয়া কাফনর কাপড়
খরিদ করি আনিয়া, ইছার লাশ সলিব থাকি লামাইয়া, কাফন ফিন্দাইয়া,
পাথর কাটিয়া বানাইল এক কয়বরর মাজে তানরে দাফন করলা, ই লাখান
কয়বরো মাটি দেওয়া লাগে না। এরদায় তারা বড় এক পাথর গড়িয়াইয়া
আনিয়া কয়বরর মুখো দিলা। 47 অউ সময় মগদিলিনী মরিয়ম আর ইউছির
মা মরিয়মে দেখলী, তানরে কুন জাগাত দাফন করছইন।

মউত বাদে জিন্দা অইলা হজরত ইছা (১৬:১-২০)

হজরত ইছা জিন্দা অওয়ার পরমান

16 তারার জুম্মার দিন শেষ অইয়া হারলে মগদিলিনী মরিয়ম, ইয়াকুবর
মা মরিয়ম আর বিবি সালোমীয়ে, হজরত ইছার লাশো মাখানির
লাগি খুশবয় আলা মশলা লইয়া আনাইলা। 2 হাপ্তার পয়লা দিন
বিয়ানে, মানি রবিবারে ফজরে সুরুজ উঠার লগে লগেউ এরা তান কয়বরর
কাছাত গেলা। 3 অউ সময় তারা একে-অইন্যে জিকাইলা, “কয়বরর মুখর
অউ পাথর কে হরাইবা?” 4 মাতি মাতি তারা চাইয়া দেখলা, ই পাথর হরাইল
অইগেছে। পাথরটা আছিল খুব বড়। 5 বাদে তারা কয়বরো হামাইয়া দেখলা,
এক জুয়ান বেটায় ধলা কাপড় ফিন্দিয়া ডাইন গালাত বই রইছইন। এনে
দেখিয়া তারা খুব তাইজ্জুব অইগেলা। 6 অউ হেইন কইলা, “তাইজ্জুব অইও
না গো। তুমিতাইন তো নাছারত গাউর ইছারেউ তালাশ কররায়, যেনরে
সলিবো গাথিয়া কাতল করা অইছে? তাইন অখন ইনো নায়, তানরে জিন্দা
করা অইছে। দেখিযাও, অউ জাগাতউ তানরে দাফন করা অইছিল। 7 তে
তুমিতাইন অখন যাও, গিয়া তান সাহাবি অকলরে আর পিতররেও কও,
তাইন আগে যেলাখান কইছলা, অউলা তুমরার আগে গালিলো যাইরা।
তুমরা হনো গেলে তান দরশন পাইবায়।” 8 ইখান হুনিয়া বেটিন্তে কয়বর
থাকি বার অইয়া দৌড়াইয়া বাগিলা। তারা তাইজ্জুব বনিগেলা, ডরর চুটে
কেউররে কুন্তা কইলা না।
9 হাপ্তার পয়লা দিন ফজর অখতো ইছা মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠলা,
আর পয়লাউ মগদিলিনী মরিয়মরে দরশন দিলা। অউ মরিয়মর লগ থাকি
তাইন সাতগু জিন্নাত ছাড়াইছলা। 10 তান দরশন পাইয়াউ মরিয়মে গিয়া
ইছার লগর হকলরে খবর জানাইলা। অউ সময় তারা কান্দা-কাটি আর
আহাজারি করাত আছিল। 11 অইলে তাইন জিন্দা অইছইন আর মরিয়মরে
দরশনও দিছইন, ইতা তারা কেউ একিন করলা না।
12 বাদে তান দুইজন উম্মতে আটি আটি গাউ বায়দি রওয়ানা অইলা, অউ
সময় ইছায় তান ছুরত বদলাইয়া তারারে দরশন দিলা। 13 তারা গিয়া বাকি
হকলরে অউ খবর জানাইলা। অইলে তারার কথাও এরা একিন করলা না।

হজরত ইছার আখেরি ছবক

14 হেশে হজরত ইছায় তান এগারো জন সাহাবিরে দরশন দিলা। অউ
সময় এরা খাওয়াত আছলা। মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়ার বাদে যেরা তানরে
দেখছিল, তারার কথা একিন না করায়, এরার ইমানর কমজুরি আর দিলর
না-হুমারির লাগি তাইন এরারে ধমকাইলা। 15 আর অউ সাহাবি অকলরে
কইলা, “তুমরা দুনিয়ার তামাম জাগাত যাও, গিয়া হকল মানষর গেছে
আল্লার বাতাইল খুশ-খবরি তবলিগ করো। 16 যে মানষে ইমান আনিয়া
তৌবার গোছল করে, হে-উ রেহাই পাইবো। যে মানষে ইমান আনতো নায়,
হে আল্লার দরবারো দুষি বনিয়া সাজা পাইবো। 17 যেরা ইমান আনবো,
এরার মাজে অউ নিশানা দেখা যাইবো: আমার নামে তারা জিন্নাত
ছাড়াইবো, নয়া নয়া ভাষায় গাইবি বুলি মাতিবো। 18 তারা জাতি হাফরে
আতো লইবা, বেজুইতা বিষাক্ত কুন্তা খাইলেও তারার কুনু খেতি অইতো
নায়। আর কুনু বেমারিরে আতাইয়া দিলে বেমার শিফা অইযিবো।”

হজরত ইছার বেহেস্তো যাওয়া

19 সাহাবি অকলর লগে বাতচিত করার বাদে হজরত ইছারে আরশে-
আজিমো তুলিয়া নেওয়া অইলো। হনো তাইন আল্লা পাকর ডাইনর তখতো
তশরিফ রাখছইন। 20 বাদে সাহাবি অকলে হকল জাগাত গিয়া তবলিগ
করলা। হজরত ইছায় এরার মাজদি কাম করলা, আর এরারে কেরামতি
কামর তাক্কত দিয়া পরমান দেখাইলা, এরা যেতা তবলিগ কররা, ইতা হাছা।
আমিন॥

আল-লুক

পরিচিতি

আল-লুক ছিপারাত নানান তালিম আছে, এরমাজর মুল তালিম অইলো, হজরত ইছা আল-মসীউ অইলা সারা জগতর হকল মানষর নাজাতর কান্ডারি। তাইন দুনিয়াত তশরিফ আনিয়া দেখাইলা, তাইন মানষরে কতো মায়া করইন। গরিব-দুখি, অনাথ-এতিম, ড়াড়ি, নিরাশ্রয় মানষরে তাইন মায়া করিয়া আশ্রয় দেইন। দুনিয়ার মানষে যারারে এলামি বা তুচ্ছ করে, তাইন এরারেও আদর করইন। হুরু হুরু নাবালিক হুরুতা, নিরাশ্রয় বেটিন্তরে তাইন খুব আদর করইন। আল্লার যতো বন্দা আল্লার দরবার থাকি হরিয়া গেছেগি, তারারে তুকাইয়া আনিয়া হিরবার আল্লার বাদশাইত জাগা দিছইন। হজরত ইছা রুহুল্লার নামউ বিন-আদম, মানি আদমর আওলাদ, মানুষ ছুরতে আওয়া আল্লার খলিফা।

ই ছিপারার পয়লা রুকুত আছে আল-মসীয়ে দুনিয়াত তশরিফ আনরা, ইটা আল্লা পাকর খাছ মর্জি। হিরবার আখেরি রুকুত বয়ান করা অইছে, তাইন জিন্দা হালতে বেহেস্তো তশরিফ নিছইন। ইটাও মাবুদর খাছ মর্জি, আর হারা দুনিয়ার মানষর লাগি খুশির খবর।

অউ ছিপারার বউত তালিম বাতাইল অইছে মিছাল বা কিচ্ছা দিয়া। ই তালিম, কেরামতি-মোজেজা, আর তবলিগর বয়ানদি বুজাইল অইছে, হজরত ইছাউ অইলা আস্তা দুনিয়ার মানষর লাগি আল্লাই রহমত। খালি তান উছিলায় হকল নমুনার গুনার মাফি পাওয়া যায়। তাইনউ আস্তা দুনিয়ার নাজাতর কান্ডারি।

আমরা অউ ছিপারার ১৯ রুকু ১০ আয়াতো দেখি, হজরত ইছায় কইরা, “অউ লাখান বে-পথি অকলরে তুকাইয়া বার করিয়া, তারারে বাচানির লাগিউ তো আমি বিন-আদম ই দুনিয়াত আইছি।”

লেখক পরিচিতি আর সময়

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন হজরত লুক (রঃ)। পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ থাকি জানা যায়, হজরত লুকর পেশা আছিল হেকিমি ডাক্তর। তাইন হজরত ইছার সাহাবি হজরত পাউলুছর খেজমতো রইয়া নানান দেশর নানান জাতির গেছে আল্লার কালাম তবলিগ করতা। হজরত ইছা দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৩০ বছর বাদে অউ ছিপারা কিতাব আকারে লেখা অইছে। অউ আল-লুক ছিপারা অইলো হজরত লুকর লেখা পয়লা ছিপারা, বাদে তাইন সাহাবি নামা নামর আরক ছিপারা লেখছইন।

এরমাজে আছে,

(ক) ভুমিকা, হজরত এহিয়া আর হজরত ইছার জনম আর পয়লা জিন্দেগি
(খ) আল্লার কাম করার লাগি হজরত ইছা জুইত অইলা
(গ) গালিল জিলাত হজরত ইছার কেরামতি আর তবলিগ
(ঘ) জেরুজালেম যাওয়ার পথে হজরত ইছা
(ঙ) জেরুজালেম টাউনো হজরত ইছা
(চ) হজরত ইছার দুখ-কষ্ট আর মউত
(ছ) মউতর বাদে জিন্দা অইলা হজরত ইছা

1 [1-2] মহামাইন্য থিওফিলাছ,
আপনার তো জানা আছে, আমরার মাজে যেতা যেতা ঘটিছে, ইতা যেরা পয়লা থাকিউ নিজর চউখে দেখছইন আর তবলিগও করছইন, এরার মুখর কথা হুনিয়া ভালামন্তে সমজিয়া হারি, বউত মুমিনে লেখাত লাগছইন। [3] এরলাগি অখন আমিও আদি-অন্ত হক্কলতা তালাশ করিয়া, এক এক করি লেখিয়া আপনারে জানানি খান ভালা মনো করলাম। [4] অখান থাকি আপনে সমজিতা পারবা, আপনে আগে যেতা তালিম হুনছইন, ইতা এক্কেবারে ঠিক।

হজরত এহিয়া আর হজরত ইছার জনম আর পয়লা জিন্দেগি (১:৫-২:৫২)

হজরত এহিয়া (আঃ) অর জন্মর গাইবি খবর

[5] রাজা হেরোদে যেবলা এহুদিয়া জিলা চালাইরা, অউ সময় জেরুজালেম টাউনো বায়তুল-মুকাদ্দছর ইমাম অকলর মাজর একজনর নাম আছিল জাকারিয়া। তাইন বনি ইছরাইলর মুল ইমাম হারুনর খান্দানর আবিয়া দলর মানুষ। তান বিবির নাম এলিছাবেত, এইনও হারুনর বংশর মানুষ। [6] এরা দুইও জনউ আল্লার নজরো কামিল দীনদার আছলা। মাবুদর হকল হুকুম-আহকাম ষোলআনা আদায় করতা। [7] অইলে এরা আছলা নিআওলাদি, বিবি এলিছাবেত অইলা আটখুরা বেমারি। অউ হালতে দুইও জন মুরব্বি অইগেছইন।

[8] এরমাজে অইন্য দলর ইমামতির দিন শেষ অইয়া তান নিজর দলর ইমামতির বারি আইলো, তেউ জাকারিয়া আল্লার ঘরো ইমামতিত আছলা। [9] ইমামতি কামর নিয়ম মাফিক লটারি মারিয়া তানে পছন্দ করা অইলো, যাতে তাইন বায়তুল-মুকাদ্দছর পবিত্র হেরেম শরিফো হামাইয়া আগর-খুশবয় জালাইন। [10] তাইন ভিতরে অতা জালাইরা, আর বারে বউত মানষে দোয়া-দুরুদ কররা।

[11] আখতাউ আগর-খুশবয় জালানির টেবুলর ডাইনেদি আল্লার একজন ফিরিস্তায় তানরে দরশন দিলা। [12] ফিরিস্তারে দেখিয়াউ তান দিল কাপিগেল, জানো ডর আইলো। [13] ফিরিস্তায় কইলা, “ও জাকারিয়া, ডরাইও না। হুনো, আল্লার দরবারো তুমার দোয়া কবুল অইছে। তুমার বিবি এলিছাবেতর ঘরো এক পুয়া অইবা, তুমি এন নাম রাখিও এহিয়া। [14] অউ পুতে তুমার জিন্দেগিত বউত খুশি বাড়াইবা, তাইন জনম লওয়ায় আরো বউত জন খুশি অইবা। [15] এইন তো মাবুদর নজরো বউত বড় ইজ্জতি অইবা। জিন্দেগিয়ে কুনুদিনউ আংগুরর শরাব বা কুনুজাত নিশা খাইতা নায়। তান মা’র পেটো থাকতেউ পাক রুহে কামিল অইবা। [16] আর বনি ইছরাইলর বউত মানষরে তারার মাবুদ আল্লার বায় ফিরাইয়া আনবা। [17] তাইন ইলিয়াছ নবীর লাখান হিম্মত আর তাক্কতে মালিকর আগে অইয়া আইবা। আইয়া বাফ অকলর দিলরে আওলাদর বায়, আর নাফরমান অকলর দিলরে পরেজগারির বায় ফিরাইবা। অউ লাখান মাবুদর লাগি এক দল বন্দারে তাইন পুরাপুর তিয়ার করবা।”

[18] ইতা হুনিয়া জাকারিয়ায় ফিরিস্তারে কইলা, “এর পরমান কিতা, আমি কেমনে একিন করতাম? আমি তো বুড়া অইগেছি, আমার বউও এক্কেরে মুরব্বি অইগেছইন।”

[19] ফিরিস্তায় কইলা, “আমি জিব্রাইল, আমি আল্লার ছামনে আজির থাকি। তুমার লগে বাতচিত করিয়া, অউ খুশ-খবরি তুমারে জানানির লাগিউ আল্লায় আমারে বেজিছইন। [20] দেখিও, আমার কথা সময় মত ফলিবো। অইলে আমার মাত একিন না করায়, ইখান ফলিবার আগ পর্যন্ত তুমি বোবা বনিযিবায়, কুন্তা মাততায় পারতায় নায়।”

[21] ইবায় মানষে জাকারিয়ার লাগি বার চাইরা। বায়তুল-মুকাদ্দছর ভিতরর অউ পাক জাগাত তান দেরি অর দেখিয়া, তারা হকল চিন্তাত পড়িগেলা। [22] বাদে জাকারিয়া বার অইয়া আইলা, অইলে তাইন কুন্তাউ মাততা পারলা না। তাইন বোবা অইগেলা আর ইশারা-আশারায় বুজাইলা। ই হালত দেখিয়া মানষে বুজিলিলা, পাক জাগার ভিতরে তাইন কুনু দরশন পাইছইন। [23] ইমামতি কামর বারি শেষ অইয়া হারলে, তাইন নিজর বাড়িত গেলাগি।

[24] এরবাদে তান বিবি এলিছাবেতর পেটো হুরুতা আইলো, এরদায় এলিছাবেত পাচ মাস বাড়ির বারে বার অইলা না। [25] তাইন কইলা, “ইতা

তো আল্লাই লিলা-খেলা। মানষর গেছে আমি যে খুটার ভাগি অইছি, অউ খুটার শরম হরানির লাগি তাইন আমার বায় খিয়াল করছইন।”

ইছা রুহুল্লার জন্মর গাইবি খবর

26-27 এলিছাবেতর পেটো যেবলা ছয় মাসর হুরুতা, অউ সময় গালিল জিলার নাছারত গাউত একজন আবিয়াতি সতী নারী আছলা, এন নাম বিবি মরিয়ম। আল্লায় জিব্রাইল ফিরিস্তারে তান গেছে বেজিলা। তান বিয়া ঠিক অইছিল, বাদশা দাউদর খান্দানর ইউছুফ নামর একজনর লগে। 28 ফিরিস্তায় আইয়া বিবি মরিয়মরে কইলা, “আছছালামু আলাইকুম; আল্লা পাকে আপনারে রহমত করছইন, তাইন আপনার লগে আছইন।”
29 ইখান হুনিয়া মরিয়মর মন পেরেশান অইগেল। তাইন মনে মনে কইলা, ই ছালামর মানি কিতা? 30 ফিরিস্তায় কইলা, “ও মরিয়ম, আপনে ডরাইবা না, আল্লায় আপনারে রহমত করছইন। 31 হুনউক্কা, আপনার ঘরো এক পুয়া পয়দা অইবা, আপনে এন নাম রাখবা, ইছা। 32 তাইন বউত বড় ইজ্জতি অইবা। তানরে কওয়া অইবো ইবনুল্লা, আল্লাতালার খাছ মায়ার জন। আল্লা মাবুদে তান খান্দানর মুরব্বি বাদশা দাউদর গদি তানরে দিবা। 33 তাইন দুনিয়া আখেরাতো বনি ইছরাইলর উপরে বাদশাই করবা, তান বাদশাই কুনুদিনউ ফুড়াইতো নায়।”
34 তেউ বিবি মরিয়মে ফিরিস্তারে কইলা, “ইতা কিলান অইবো? আমার তো বিয়া-শাদিউ অইছে না।” 35 ফিরিস্তায় কইলা, “পাক রুহ আপনার উপরে নাজিল অইবা, আর আল্লার কুদরতি ছায়া আপনার উপরে আইবো। এরদায়উ আপনার ঘরো যে পাক আওলাদে জনম লইবা, তানরে ইবনুল্লা, মানি আল্লার খাছ মায়ার জন কইয়া ডাকা অইবো। 36 হুনউক্কা, আপনার কুটুম বিবি এলিছাবেতর বেয়াপারে মানষে কইতা না নি, তান কুনু হুরুতাউ অইতা নায়? অইলে অখন তো অউ মুরব্বি বয়সো তান পেটোও ছয় মাসর পুয়া আছে। 37 তে আল্লায় পারইন না, ইলা কুন্তাউ নাই।”
38 মরিয়মে কইলা, “আমি তো আল্লার বান্দি; আপনার কথামতোউ হকলতা ফলউক।” বাদে ফিরিস্তা তান গেছ থাকি বিদায় অইগেলা।

বিবি মরিয়ম বিবি এলিছাবেতর বাড়িত গেলা

39 এরবাদে বিবি মরিয়ম উড়া-তাড়া করি, এহুদিয়া জিলার এক পাড়িয়া গাউত গেলা। 40 গিয়া হনো ইমাম জাকারিয়ার বাড়িত হামাইয়া, তান বিবি এলিছাবেতরে ছালাম করলা। 41 এলিছাবেতে মরিয়মর আওয়াজ হুনার লগে লগেউ, তান পেটর হুরুতা আখতা লড়িয়া উঠিলা। তাইন পাক রুহে কামিল অইয়া, 42 জুরে জুরে কইলা, “দুনিয়ার তামাম বেটিন্তর মাজে তুমিউ কপালি, তুমার পেটর ছাবালও কপালি। 43 আমার মুনিবর মা আমার ঘরো তশরিফ আনছইন, আমার অতো বড় কপাল কিলা অইলো? 44 আমি তুমার আওয়াজ হুনার লগে লগেউ, আমার পেটর গেদায়ও খুশিয়ে লড়িয়া উঠিছইন। 45 তুমি তো কপালি বেটি, কারন মাবুদে তুমারে যেতা জানাইছইন, তুমি দিলে-জানে ইতা একিন করছো।”
46 অউ বিবি মরিয়মে কইলা,

“আমার কলবে তারিফ করের আমার মাবুদর,
47 বেহেস্তি খুশিয়ে ভরিগেছে আমার অন্তর,
তরাওরা চান্দ আইছইন, অভাগিনির ঘর।
48 চউখ তুলিয়া চাইছইন দয়াল, কাংগাল বান্দির বায়,
এরদায়উ তামাম জাতিয়ে সাবাস সাবাস গায়,
বড় কপালি কইবা মোরে, যুগ-যুগান্তর।

49 শক্তিমানে করলা মোরে অতো বড় কাম,
আমার লাগি অইছইন তাইন কুদরতি আছান,
তাইনউ তো ছুবহানাল্লা, পাক-পবিত্র তাইন।
50 যেরা তানে তাজিম করি রইন ডরাইয়া,
রহম করইন তাইন ইতারে নিজর জানিয়া,
ওয়ারিশে ওয়ারিশে রহম, তাইনউ বিলাইন।

51 তানউ কুদরতি আতে করছইন মহা কাম,
মনর গরিমায় যেতায় করে বড়াই শান,
ইতারে খেদাইয়া দিয়া, বৈতল বানাইছইন।
52 রাজা-বাদশাইন হকির অইলা গদি খুয়াইয়া,
হকির অকল বাদশা অইলা রহমত পাইয়া,
উচা-নীচা হকির-বাদশা, তাইনউ বানাইছইন।

53 উপাসি কাংগালরে দিলা ভালা ভালা খানি,
ভুকাসির পেটো গেল দামি দানা-পানি,
ধনি জনরে খালি আতে, খেদাইয়া দিছইন।
54 তাইন যেলা ওয়াদা করছলা ময়-মুরব্বির লগে,
অলাউ তো আছান করছইন বনি ইছরাইলরে,
বনি ইছরাইল অইলা আল্লার আপন গুলাম।

55 ইব্রাহিমরে ইয়াদ রাখছইন রহম বরকত দিবা,
লগে তান খান্দানেও অউ দয়া পাইবা,
চিরকালিন অউ ওয়াদা মনো রাখিছইন॥”

56 বিবি মরিয়ম তান কুটুম এলিছাবেতর গেছে তিন মাস রইলা, হেশে তান নিজর বাড়িত গেলাগি।

হজরত এহিয়া (আঃ) অর জনম

57 বাদে মিয়াদ পুরা অইয়া হারলে এলিছাবেতর ঘরো এক পুয়া অইলা। 58 মাবুদে তানরে অতো বড় রহম করছইন হুনিয়া, আরি-ফরি আর খেশ-কুটুম অকল আইয়া তান লগে খুশি-বাসি করলা।
59 ইহুদি অকলর রেওয়াজি মাফিক জন্মর আট দিনর দিন, পুয়ার মছলমানি আর আকিকা করানির লাগি তারা হকল দলা অইলা। তারা চাইলা, বাফর নামর লাখান পুয়ার নামও অউক। 60 অইলে মা’য় ইখান মানলা না, তাইন কইলা, “না, এর নাম অইবো এহিয়া।” 61 তারা কইলা, “তুমার খেশ-কুটুমর মাজে তো ইলা নাম কেউরর নাই।”
62 তেউ তারা ইশারায় পুয়ার বাফরে জিকাইলা, তাইন কুন নাম পছন্দ করইন। 63 জাকারিয়ায় তাবার গেছ থাকি খাতা-কলম নিয়া লেখলা, “তার নাম এহিয়া।”
অউ তারা হকল তাইজ্জুব অইগেলা। 64 আর লগে লগেউ জাকারিয়ার জবান খুলি গেল, তাইন মাত-কথা মাতিলা আর আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা। 65 ইতা দেখিয়া আরি-ফরি হকলে ডরাইগেলা। এহুদিয়া জিলার পাড়িয়া অঞ্চলর হকল মানষর মুখে মুখে অউ খবর রটিগেলো। 66 যতো মানষে ই ঘটনা হুনছিল, তারা হকলেউ মনে মনে চিন্তা করি কইলো, বড় অইয়া হারলে ই পুয়া কিতা অইবো। কারন মাবুদর কুদরতি আত তান উপরে আছিল।

হজরত জাকারিয়া (আঃ) নবীর মুখো গাইবি খবর

67 বাদে পুয়ার বাফ জাকারিয়া, পাক রুহে কামিল অইয়া অউ গাইবি খবর কইলা,

68 “শুকরিয়া জানাই আমি বন্দায় আল্লা মাবুদর,
আছান করছইন তাইন নিজে আপন ইছরাইলর,
খিয়াল করি করলা আজাদ নিজর গুলাম দল।

69 আমরার লাগি পছন্দ করলা দাউদ খান্দানরে,
বল-তাক্কতি কান্ডারিরে আনলা অখান থনে,
দেখাইলায় দয়াল মোরে নাজাত কররা জন।

70 নবী অকলে জবানদি কইছলা বউত আগে,
তাইনউ কওয়াইছলা ইতা নবী অকলর মুখে,
তাক্কতি কান্ডারিউ অইবা দাউদ কুলর বল।

71 দুশমন অকলর কবজা থাকি তাইন বাচাইলা,
ঘিন-ইংসা কররা থাকি অখন ফানা দিলা,
আমরারে বাচাইলা আইয়া দয়াল মউলার জন।

72 বাচাইলা আমরারে খালি ময়-মুরব্বির খাতিরে,
কছম করা পাক ওয়াদা পুরানির নিয়তে,
ময়-মুরব্বিরে জবান দেওয়ায় আমরা বাচিলাম।

73 কছম করি ওয়াদা করছলা দয়াল আল্লায়,
ইব্রাহিমরে জানাইলা তাইন নাজাতর উপায়,
ইব্রাহিম নবীউ অইলা আমরার আসল বাফ।

74-75 আমরারে বাচাইতা করি মউলার অউ কছম,
দুশমন থাকি বাচার লাগি বাতাই দিলা নিয়ম,
জিন্দা যদিন আছি আমরা নিচিন্তা রইতাম।

ডর-খফ ছাড়া আমরা যানু করি এবাদত,
পরেজগার আর ছহি পথে থাকি নিরাপদ,
তান ছামনে রইয়া যাতে করি তান খেজমত।

76 ওরে আমার মায়ার পুত এহিয়া বাবাজি,
তুমারে তো ডাকা অইবো আল্লাতালার নবী,
মুনিবর আগে রইয়া ছহি করবায় পথ।

77 বাতাই দিবায় তুমি তান বন্দা অকলরে,
গুনা মাফির পথ চিনবা তুমার তালিমে,
বাতাইয়া দিবায় বাবা নাজাত পাওয়ার পথ।

78 আমরার আল্লার রহম আর হউ মহব্বতে,
বেহেস্তি নুরর এক সুরুজ আইবা উপরেতে,
আমরার উপরে আইয়া হারি রাখিবা নজর।

79 মউত আর আন্দারির গাতো যেরা কাটায় দিন,
নুরর পথ দেখবা তারা করিয়া একিন,
আমরারেও শান্তির পথে চালাইবা অউ জন।

অউ হুজুর নাজিল অইয়া দেখাইবা কুদরত,
তাইনউ হউ ওয়াদা করা আল্লাই রহমত॥”

80 বাদে এহিয়া আস্তে আস্তে বড় অইলা, লগে অইয়া তান রুহানি বলও
বাড়িলো। বনি ইছরাইলর ছামনে খুলা-মেলা জাইর অইবার আগ পর্যন্ত,
তাইন মরুভুমির মাজে দিন কাটাইলা।

হজরত ইছা আল-মসীর জনম

2 অউ সময় রোমান বাদশা আগস্ত কৈছরে হুকুম দিলা, তান আস্তা
বাদশাইর হকল প্রজায় যারযির নাম লেখানির লাগি। 2 সিরিয়ার
হাকিম কুরিনিয়াছর আমলো, অউ পয়লা বার মানুষ গনার লাগি নাম
লেখাইল অইলো। 3 তেউ নাম লেখানির লাগি হকল মানুষ যারযির বুনিয়াদি
গাউত গেলা।
4 অউ লাখান ইউছুফও নাম লেখানির লাগি গালিল জিলার নাছারত
গাউ থাকি বাদশা দাউদর গাউত আইলা। তাইন তো দাউদর খান্দানর
মানুষ। গাউর নাম বেথেলহাম, ইটা এহুদিয়া জিলাত। 5 বিবি মরিয়মও অউ
ইউছুফর লগে অইয়া নাম লেখানিত গেলা। অউ ইউছুফর লগেউ তান শাদি
ঠিক অইছিল, আর তান পেটো অউ সময় হুরুতা আছিল। 6 বেথেলহামো
থাকতেউ মরিয়মর হুরুতা অইবার বিষে ধরলো। 7 আর তান পয়লা পুয়ার
জনম অইলো। অইলে হিনো কুনু মেহমান খানাত থাকার জাগা মিললো না,
এরদায় মরিয়মে অউ হুরুতারে তেনাদি বেরাইয়া গোয়াল ঘরর খেরর
গামলাত হুতাই থইলা।

ফিরিস্তা আর রাখাল অকল

8 অউ বেথেলহাম গাউর কান্দাত বন্দর মাজে, মেড়ার রাখাল অকলে
রাইতকুর বালা তারার মেড়া পারা দেওয়াত আছিল। 9 আখতাউ আল্লার
এক ফিরিস্তা তারার ছামনে আইয়া দরশন দিলা, আর মাবুদর নুরর তেজে
চাইরোবায় ফর অইগেল। ইতা দেখিয়া রাখাল অকল ডরর চুটে বেদিশা
বনিগেলা।
10 অইলে ফিরিস্তায় তারারে কইলা, “তুমরা ডরাইও না। আমি তুমরার
লাগি খুব খুশির খবর লইয়া আইছি। ই খুশি-খবরি দুনিয়ার তামাম মানষর
লাগি। 11 হুনো, তুমরার তরানেআলা আইজ দাউদর গাউত জনম লইছইন।
তাইনউ আল-মসী, তাইনউ মালিক। 12 তুমরা গিয়া এর পরমান দেখবায়,
দেখবায় এক কাচা হুরুতারে তেনাদি বেরাইয়া, গোয়াল ঘরর খেরর গামলাত
হুতাইয়া থওয়া অইছে।”
13 অউ সময় আখতাউ হউ ফিরিস্তার লগে আরো বউত ফিরিস্তারে দেখা
গেল। এরা আল্লার জিকির-আজকার করি করি কইলা,

14 “আছমানো আল্লার লিলা-খেলা দেখা যাউক,
দুনিয়ার বুকুত তান পিয়ারা বন্দার শান্তি অউক।”

15 বাদে ফিরিস্তা অকল তারার গেছ থাকি আছমানো গিয়া হারলে, রাখাল
অকলে একে-অইন্যরে কইলো, “আও, আমরা বেথেলহামো যাই। মাবুদে
আমরারে যে খবর জানাইলা, অতা দেখিয়া আই।”
16 মাতি মাতি তারা জলদি করি গেলা, গিয়া মরিয়ম, ইউছুফ আর খেরর
গামলাত হুতাইল অউ হুরুতারে পাইলা। 17 পাইয়া অউ হুরুতার বেয়াপারে
তারারে যে খবর জানাইল অইছিল, ইতা তারা হকলরে কইলা। 18 তারার
মাত হুনিয়া হকলেউ তাইজ্জুব অইগেলা। 19 অইলে মরিয়মে হকলতা দিলর
মাজে গাথিয়া রাখলা, আর মনে মনে চিন্তাত রইলা। 20 ফিরিস্তা অকলে
রাখাল অকলরে যেলা কইছলা, এরা ইতা দেখিয়া হুনিয়া আল্লার জিকির
তারিফ করি করি ফিরত গেলাগি।
21 বাদে জন্মর আট দিনর দিন আক্কিা আর মছলমানি করানির বালা,
তান নাম রাখা অইলো ইছা। মা’র পেটো আইবার আগেউ ফিরিস্তায় অউ
নাম থইছলা।

গেদা ইছারে বায়তুল-মুকাদ্দছো আনলা

22 এরমাজে মুছা নবীর শরিয়ত মাফিক তারার পাক-ছাফ অওয়ার সময়
অইলো। তেউ ইছারে মাবুদর আতো সপিয়া দিবার নিয়তে, ইউছুফ আর
মরিয়মে তানে লইয়া জেরুজালেম টাউনো আইলা। 23 মাবুদর শরিয়তর
হুকুম আছিল, পরতেক জানদারর পয়লা পুয়ারে আল্লার নামে সপিয়া দিতে
অইবো। 24 এরলগে, এক জুড়া ডুপি পাখি বা পারোর দুইটা বাইচ্চা কুরবানি
দিতে অইবো, শরিয়তর অউ হুকুম মাফিক তারা কুরবানি দেওয়াত আইলা।
25 অউ সময় জেরুজালেম টাউনো ছামাউন নামর একজন আল্লারাইয়া
বুজুর্গ আছলা, তাইন পাক রুহে কামিল। তাইন মনে মনে বার চাওয়াত
আছিলা, আল্লায় কুন সময় বনি ইছরাইলরে শান্তি দিবা। 26 পাক রুহ তান
লগে আছলা, অউ রুহে তানরে বাতাইছলা, তান মউতর আগেউ আল্লার
ওয়াদা করা আল-মসীরে তাইন দেখবা। 27 পাক রুহর ইশারায় ছামাউন অউ
দিন বায়তুল-মুকাদ্দছো আজির অইলা। ইছার মা-বাফেও শরিয়তর হুকুম
আদায় করার নিয়তে, গেদা ইছারে লইয়া অনো আইলা। 28 অউ কামিল
বুজুর্গ ছামাউনে ইছারে কুলো লইয়া আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা। তাইন
কইলা,

29 “ও মালিক, তুমার জবান মাফিক
তুমার ই গুলামরে অখন শান্তিয়ে বিদায় দেও।
30-31 আদম জাতিরে তরানির লাগি,
তামাম মানষর চউখর ছামনে,
তুমি যে উছিলা কাইম করছো হউ আল-মসীরে
আমার নিজ চউখে দেখিয়া গেলাম।
32 তুমার খাছ প্রজা বনি ইছরাইলর গৌরব তো এইনউ,
বাদি-বাকি তামাম জাতিরেও পথ দেখানির নুর।”

33 ছামাউনে ইছার বেয়াপারে অউ যেতা কইলা, ইতা হুনিয়া ইছার মা-বাফ
তাইজ্জুব অইগেলা। 34 ছামাউনে তারারে দোয়া দিলা, তাইন ইছার মা
মরিয়মরে কইলা, “হুনো, আল্লা পাকর খিয়াল অইলো, অউ হুরুতার দরুন
বনি ইছরাইলর বউত জনে নাজাত হাছিল করবা, আর বউত জন লান্নতি
অইবা। তাইন অউ লাখান এক নিশানা, তান বিপক্ষে বউতেউ মাতিবো।
35 অতা থাকি তারার দিলর হাল-হকিকত বুজা যাইবো। আর হুনো,
তলোয়ারে কাটিলে যেলা অয়, তুমার দিলোও অলা দুখর ছেল হামাইবো।”
36 অউ সময় হান্না নামর একজন বেটি মানুষও আছলা, তাইন আল্লার
নবী। তান বাফর নাম পানুয়েল, আর খান্দানর নাম আশির। তান বউত বয়স
অইগেছে, সাত বছর জামাইর ঘর করিয়া হারি, 37 চৌরাশি বছর পর্যন্ত ড়াড়ি
হালতে আছলা। তাইন বায়তুল-মুকাদ্দছর ভিতরে রোজা রাখতা আর দোয়া
করতা। এবাদত-বন্দেগির মাজে রাইত-দিন কাটাইতা, বারে বার অইতা না।
38 ঠিক অউ সময় তাইনও অনো আইয়া আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা।
আর যেরার দিলো অউ আশা আছিল, আল্লা পাকে জেরুজালেমরে আজাদ
করবা, তারার লগেও তাইন ইছার বেয়াপারে বাতচিত করলা।
39 মরিয়ম আর ইউছুফে মাবুদর শরিয়ত মাফিক হকল কাম শেষ করিয়া
হারলে, তারার বসত বাড়ি গালিল জিলার নাছারত গাউত গেলাগি।
40 নাবালিক ইছার বয়স বাড়িলো, এরলগে তাইন শরিলর বল আর ইলিম-
আখলেও মজবুত অইলা। আল্লার রহমত তো তান লগে আছিল।

বারো বছরর হজরত ইছা জেরুজালেম কাবা শরিফো

41 ইহুদি অকলর আজাদি ইদর সময় আইলে ইছার মা-বাফ পরতি বছরউ
জেরুজালেমো যাইতা। 42 ইছার বয়স যেবলা বারো বছর, অউ সময়ও হউ
রেওয়াজ মাফিক তারা জেরুজালেমো আইলা। 43 ইদ শেষ অইয়া হারলে
তারা বাড়িত রওয়ানা দিলা, অইলে ইছা অউ সময় ই দলর লগে না গিয়া
জেরুজালেমো রইগেলা। তান মা-বাফে ইখান টের পাইলা না। 44 ইছাও
দলর ভিতরে আছইন মনো করিয়া তারা একদিনর পথ আগুয়াই গেলা।
গিয়া তারার খেশ-কুটুম আর লগর মানষর গেছে তালাশ করিয়া তানরে
পাইলা না। 45 না পাইয়া তানরে তুকাই তুকাই হিরবার জেরুজালেমো
আইলা। 46 তিন দিন তালাশ করিয়া তানরে বায়তুল-মুকাদ্দছো পাইলা। তারা
দেখলা, তাইন মৌলানা অকলর লগে বইয়া তারার বয়ান হুনরা, আর নানান
মুছলা জিকাইরা। 47 আর যতো মানষে তান মাত হুনলা, তারা হকলেউ তান
আখলদারি বাতচিত হুনিয়া তাইজ্জুব বনিগেলা। 48 তান মা-বাফেও তানরে
দেখিয়া এক্কেরে চমকিগেলা। মা’য় তানরে জিকাইলা, “পুতরে, তুমি আমরার
লগে ইতা করলায় কেনে? আমি আর তুমার বাফে কত পেরেশান অইয়া
তুমারে তুকাইরাম।” 49 ইছায় জুয়াপ দিলা, “তুমিতাইন কেনে আমারে
তুকাইরায়? জানো না নি, আমি তো আমার গাইবি বাফর ঘরোউ রইতে
অইবো?” 50 তান মা-বাফে ই মাতর কুনু ভেদ বুজলা না। 51 বাদে তাইন বার
অইয়া মা-বাফর লগে অইয়া নাছারতো গেলা, আর তারার কথামতো
চললা। অইলে তান মা’য় ইতা হক্কলতা দিলো গাথিয়া রাখলা।
52 এরমাজে আল্লার মহব্বত, মানষর মায়া, বয়স আর ইলিম-আখলে
তাইন আস্তে আস্তে বড় অইলা।

আল্লার কাম করার লাগি হজরত ইছা জুইত অইলা (৩:১-৪:১৩)

হজরত এহিয়া নবীর তবলিগ

3 রোমান বাদশা তিবিরিয় কৈছরর বাদশাইর পনরো বছর চলের। অউ
সময় পন্তীয় পিলাত আছলা তান অধীনর এহুদিয়া জিলার হাকিম,
আর হেরোদ আছলা গালিল জিলার রাজা, হেরোদর ভাই ফিলিফ
আছলা যিতুরিয়া আর তাখুনিতি জিলার রাজা, আর লুসানিয়াছ আছলা
আবিলিনি জিলার রাজা। এরা হকলউ আছলা রোমান বাদশার অধীনে।
2 অউ আমলর ইহুদি জাতির পরধান ইমাম আছলা, ইমাম হানন আর
কায়াফা। ঠিক অউ সময় জাকারিয়ার পুত এহিয়ার গেছে মরুভুমি এলাকাত
আল্লায় তান কালাম নাজিল করলা। 3 তেউ এহিয়া নবীয়ে জর্দান গাংগর
কান্দা-কাছার হকল খানো গিয়া তবলিগ করলা। কইলা, গুনা থাকি মাফি
পাওয়ার লাগি তৌবা করিয়া তরিকার গোছল করা জরুর। 4 এহিয়া নবীর
বেয়াপারে ইশায়া নবীর কিতাবো যেলা লেখা আছিল, তাইন অউলা করলা।
লেখা আছে,

মরুভুমির মাজে একজনে এলান কররা,
তুমরা মালিকর পথ ছহি করো,
তান চলার রাস্তা অকল সিদা করো।
5 পাড়িয়া হক্কল নীচা জাগা ভরাট অইবো,
উচা-নীচা টিল্লাইন হমান করা অইবো।
তেড়া-বেকা হকল পথ সুজা অইবো,
গাত-গাড়া হকলতা হমীন করা অইবো।
6 আর দুনিয়ার মানষরে তরানির লাগি

আল্লায় নাজাতর যে উছিলা করছইন
তামাম মানষেউ ইতা দেখবা।

7 এহিয়া নবীর তবলিগ হুনিয়া তৌবার গোছল করার নিয়তে যেরা
আইলো, তাইন এরারে কইলা, “ও হাফর বাইচ্চাইন, আছমানি গজব
আইওর দেখিয়া জান বাচানির পথ তুমরারে খেগিয়ে বাতাই দিলো?
8 হাছাউ যুদি তুমরা তৌবা করিয়া থাকো, তে এর ফলও দেখাও। মনে মনে
কইও না, তুমরা ইব্রাহিমর আওলাদ। হুনো, আমি কইরাম, আল্লায় চাইলে
তো অউ পাথর অকল থাকিউ ইব্রাহিমর আওলাদ বানাইতা পারবা। 9 গাছর
গুড়িত তো কুড়াল লাগাইলউ আছে। যে গাছো ভালা ফল ধরে না, ই গাছ
কাটিয়া আগুনিত ফালাইল অইবো।”
10 ইতা হুনিয়া মানষে এহিয়ারে জিকাইলা, “তে আমরা কিতা করতাম?”
11 তাইন কইলা, “কেউরর যুদি দুইটা কোর্তা থাকে, তে যার নাই তারে একটা
দেউক। যার ঘরো ধান-চাউল আছে, হে-ও অউলা বিলাউক।”
12 খাজনা তুলরা কয়জন তশিলদারে তৌবার গোছল করাত আইয়া
জিকাইলা, “মুরশিদ, আমরা কিতা করতাম?” 13 তাইন কইলা, “নিয়ম থাকি
বেশি টেকা আদায় করিও না।”
14 কয়জন সিপাইয়েও জিকাইলা, “হুজুর, তে আমরা কিতা করতাম?”
তাইন কইলা, “কেউররে জুর-জুলুম করিয়া বা ফান্দো ফালাইয়া কুন্তা আদায়
করিও না। যারযির বেতনে খুশি রইও।”
15 মানষে মনে মনে আল-মসীর লাগি বার চাওয়াত আছিল, এহিয়ারে
দেখিয়া তারা খুব আশা করলো, এইনউ মনোলয় আল-মসী। 16 অইলে
এহিয়ায় তারারে কইলা, “আমি খালি পানিদি তৌবার গোছল করাইয়ার, তে
আমার বাদে যেইন তশরিফ আনরা, তাইন আমা থাকিও তাক্কত আলা। তান
পাওর জুতার ফিতা গেছা খুলার জুকাও আমি নায়। তাইন আইলে পাক রুহ
আর আগুইন দিয়া তুমরারে গোছল করাইবা। 17 তান কুলা তো তান
আতোউ আছে, মাড়া দেওয়া ধান অউ কুলাদি উয়াইয়া হারি ধান নিয়া
উগারো তুলবা, আর ছুছারে অমন আগুনিত ফালাই জালাইবা, যে আগুইন
কুনুদিন নিভে না।”
18 অউ লাখান আরো বউত নছিয়ত করিয়া এহিয়ায় মানষর গেছে খুশ-
খবরি তবলিগ করলা। 19 অইলে রাজা হেরোদে বউত নমুনার খারাপ কাম
করায়, আর তার ভাইর বউ হেরোদিয়ারে হাংগা করায়, এহিয়ায় তারে দুষি
সাইবস্তো করলা। 20 এরদায় হে তার হকল কু-কামর লগে এওখানও
বাড়াইলো, হে নবী এহিয়ারে জেলো হারাইলিলো।

হজরত ইছায় পাক গোছল করলা

21 এহিয়া নবী জেলো হামানির আগে, তান গেছে আইয়া যেবলা বউত
মানষে তৌবার গোছল কররা, অউ সময় ইছাও অনো আইয়া তারার লগে
গোছল করলা। গোছলর বাদে ইছায় যেবলা দোয়া কররা, আখতাউ আল্লার
আরশর দুয়ার খুলি গেল, 22 আর পাক রুহ পারোর ছুরত ধরিয়া তান উপরে
নাজিল অইলা। লগে লগে বেহেস্তি অউ আওয়াজও হুনা গেল, “তুমিউ
আমার খাছ মায়ার জন, তুমার উপরে আমি খুব খুশি।”

হজরত ইছা আল-মসীর খান্দানর পরিচয়

23 অনুমান তিশ বছর বয়সর কালো ইছায় তবলিগ কাম শুরু করলা।
মানষে জানতা তাইন ইউছুফর পুয়া। ইউছুফর ময়-মুরব্বি অইলা,

24 আলি, মাত্থাত, লেবি, মালকি, ইয়ান্নাই, ইউছুফ,
25 মাত্থাতিয়া, আমোজ, নাউম, ইছলি, নাগ্গাই,
26 মাহাত, মাত্থাতিয়া, শিমীয়, ইউসেখ, ইয়োদা,
27 ইউহান্নান, রীসা, জেরবাবিল, সালতিয়েল, নীরি,
28 মালকি, আদ্দি, কাছাম, ইলমাদাম, ইয়ের,
29 ইউছা, এলিয়েজের, ইউরিম, মাত্থাত, লেবি,
30 শিমিয়ন, এহুদা, ইউছুফ, ইউনান, ইলিয়াকিম,
31 মালিয়া, মান্না, মাত্থাতা, নাথান, দাউদ নবী,
32 ইয়াছ, উবায়েদ, বোয়াজ, সেলিম, নাহিশ,
33 আমিনাদাব, আদমিন, আরনী, হাছিরু, ফিরোজ, এহুদা,
34 ইয়াকুব নবী, ইছহাক নবী, ইব্রাহিম নবী, তারেখ, নাহুর,
35 সারুজ, রাউ, ফালেজ, আবের, শালেখ,
36 কিনান, আর্ফাক্সাদ, সাম, নুহ নবী, লামাক,
37 মাতুশালাখ, ইদ্রিছ নবী, ইয়ারেদ, মাহলাইল, কেনান,
38 ইনোস, শিস নবী, আদম,
আল্লা পাক।

হজরত ইছারে ইবলিছ-শয়তানে পরিক্ষা করলো

4 ইছা পাক রুহে কামিল অইয়া, জর্দান গাংগো থাকি উঠিয়া মরুভুমিত
গেলাগি। গিয়া পাক রুহর ইশারায় একলাগা চাল্লিশ দিন মরুভুমিত
ঘুরিলা। 2 আর ইবলিছ আইয়া তানরে পরিক্ষা চালাইলো। অউ চাল্লিশ
দিন একলাগারে রোজা আছলা, কুনুজাত খানা খাইছইন না। এরবাদে তান
পেটো ভুক লাগলো।
3 তেউ ইবলিছে তানরে কইলো, “তুমি যুদি ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার
জন অও, তে অউ পাথররে কও না রুটি অইযিতো।” 4 ইছায় জুয়াপ দিলা,
“আল্লার কালামো বাতাইল অইছে, খালি রুটি খাইলেউ মানুষ বাচে না।”
5 বাদে ইবলিছে তানরে খুব উচা এক জাগাত লইয়া গেল, নিয়া হারি এক
পলকে দুনিয়ার তামাম মুল্লুক তানরে দেখাইলো আর কইলো, 6 “ই তামাম
মুল্লুকর বাদশাই আর জাক-জমক আমি তুমারে দিলাইমু। ইতা হক্কলতার
মালিকানা আমারে দেওয়া অইছে। আমি যারে খুশি তারে দিতাম পারি;
7 খালি তুমি আমারে সইজদা করিলাও, তেউ ই হক্কলতা তুমার অইযিবো।”
8 ইছায় তারে কইলা, “আল্লার কালামো আছে, তুমি খালি আপন মাবুদ
আল্লারে সইজদা করবায়, খালি তান এবাদত করবায়।” 9 তেউ হে ইছারে
লইয়া জেরুজালেম টাউনো গেল, গিয়া পবিত্র কাবা ঘর বায়তুল-মুকাদ্দছর
মিনারার উপরে তানে উবা করিয়া কইলো, “তুমি যুদি ইবনুল্লা, আল্লার খাছ
মায়ার জন অও, তে দেখিছাইন, অন থাকি ফাল দিয়া লামাত পড়ো।
10 কিতাবো তো লেখা আছে,

আল্লায় তান ফিরিস্তা অকলরে হুকুম দিবা,
আর তারা তুমারে বাচাইবা।
11 তারা নিজর আতদি তুমারে ধরিলিবা,
যাতে তুমার পাওত কুনু পাথরর চুট না লাগে।”

12 ইছায় তারে কইলা, “কিতাবো লেখা আছে, তুমি তুমার মাবুদ আল্লারে
পরিক্ষা করাত লাগিও না।”
13 ইবলিছে তার হকল নমুনার পরিক্ষা শেষ করিয়া, আপাততো তান গেছ
থাকি হরিয়া গেলগি।

গালিল জিলাত হজরত ইছার কেরামতি আর তবলিগ (৪:১৪-৯:৫০)

নিজর গাউত হজরত ইছা

14 বাদে পাক রুহর কুদরতে ইছা গালিল এলাকাত গেলা, গিয়া হারলে
তান নাম চাইরোবায় রটিগেল। 15 তাইন হুনর মছিদো মছিদো গিয়া বয়ান-
তালিম দিলা, তেউ হকল মানষে তান তারিফ করলো।
16 আর ইছা হউ নাছারত গাউত আইলা, যে গাউত তাইন হুরু থাকি বড়
অইছইন। অনো আইয়া তাইন নিজর নিয়ম মাফিক জুম্মাবারে মছিদো গিয়া
খুতবা পড়াত উবাইলা। 17 ইশায়া নবীর ছহিফাখান তান আতো দেওয়া
অইলো। তাইন কিতাব খুলিয়া অউ আয়াত বার করলা, যে আয়াতো লেখা
আছে,

18 আমার দিলো মাবুদর রুহ্ বসত করইন,
তাইনউ আমারে খেলাফতি দিয়া বেজিছইন,
গরিব অকলর গেছে খুশ-খবরি জানানির লাগি।
আর বন্দি অকলর গেছে আজাদির কথা,
আন্দা অকলর গেছে চউখে দেখার কথা,
যেরার উপরে জুলুম অর তারারে বাচানির কথা
এলান করার লাগি বেজিছইন।
19 আর অউ কথা এলান করার লাগিও বেজিছইন,
অখন মাবুদর রহমত দেখানির সময় অইগেছে।

20 খুতবা তিলাওত করিয়া হারলে, তাইন কিতাবখান আটাইয়া মছিদর
মতল্লীর আতো দিয়া বইলা, মছিদর হকল মানষে তান বায় ধিয়ান ধরি চাই
রইছে। 21 তাইন কইলা, “আছমানি কিতাবর ই আয়াত খানাইন, আইজ
আপনারা হুনার লগে লগেউ ফলিগেল।” 22 হকল মানষে তান তারিফ
করলো, তান মুখ থাকি অতো সুন্দর বয়ান হুনিয়া তাইজ্জুব অইগেল। তারা
কইলো, “এইন ইউছুফর পুয়া নায় নি বা?”
23 এরমাজে ইছায় তারারে কইলা, “আপনারা নিচয় আমারে অউ ছিল্লেখ
হুনাইবা, ডাক্তর সাব, নিজর বেমার শিফা করো। কফরনাউমো বুলে বউত
কেরামতি-মোজেজা দেখাইছো, তে অখন নিজর গাউতও অতা দেখাও না।
24 হুনউক্কা, আমি আপনাইন্তরে হক কথা কইরাম, কুনু নবীরেউ তান নিজর
গাউর মানষে মানইন না। 25 আর ইখানও হাছা কথা, ইলিয়াছ নবীর
জমানাত একলাগা সাড়ে তিন বছর কুনু মেঘ অইছিল না, আস্তা দেশো
বেজুইতা নিদান আছিল। হউ সময় তো ইছ্রাইল দেশো বউত ড়াড়ি বেটিন
আছলা, 26 অইলে ইলিয়াছ নবীরে এরা কেউরর গেছে না বেজিয়া, খালি
সিদন দেশর সারিফত গাউর এক ড়াড়ি বেটির গেছে বেজা অইছিল। 27 আর
আলিয়াছা নবীর আমলো ইছ্রাইল দেশো বউত পচা-কুষ্ঠ বেমারি আছলা,
অইলে এরা কেউররে ভালা না করিয়া, খালি সিরিয়া দেশর নামানরে ভালা
করা অইছিল।”
28 ইখান হুনিয়াউ মছিদর সব মানুষ গুছায় আগুইন অইগেলা। 29 তারা
উঠিয়া তানরে ঠেলিয়া খেদাইয়া গাউর বারে লইয়া গেল, গিয়া গাউর কুনার
খাড়া টিল্লার উপরে নিয়া, ধাক্কাদি তলে ফালাইতো চাইলো। 30 অইলে
ভিড়র মাজ থনে তাইন আটিয়া হরিয়া গেলাগি।

আল-মসীয়ে বউত বেমারির শিফা করলা

31 বাদে ইছা গালিল এলাকার কফরনাউম টাউনো গেলা, গিয়া জুম্মাবারে
মানষরে ওয়াজ-নছিয়ত করলা। 32 তান ওয়াজ হুনিয়া মানুষ তাইজ্জুব
অইগেলা, তাইন তো পুরা হিম্মত আলা জনর লাখান তালিম দিতা।
33 হউ মছিদো জিনর আছর আলা এক বেটা আছিল। হে জুরে জুরে
চিল্লাইয়া কইলো, 34 “ও নাছারতর ইছা, আমরার গেছে কেনে আইছইন?
আমরারে বিনাশ করাত আইছইন নি? আমি জানি আপনে কে, আপনেউ
আল্লার হউ পাক-পবিত্র জন।” 35 ইছায় তারে ধামকি দিয়া কইলা, “চুপ, এর

ভিতরে থাকি বার অই যা।” জিনে লগে লগেউ তারে আছাড় মারি হকলর মাজখানো ফালাইয়া, কুনুজাত খেতি না করিয়া ছাড়িয়া গেলোগি। 36 ইতা দেখিয়া মানুষ তাইজ্জুব বনিয়া মাতা-মাতি লাগাইলা, “ইতা কিতা দেখলাম? তাইন হিম্মত আর খেমতা খাটাইয়া জিন অকলরে হুকুম দেইন, তারাও দেখি বার অইয়া যায়গি।” 37 বাদে হিনর হক্কল জাগাত ইছার কেরামতির খবর রটিগেল।

38 মছিদ থাকি বার অইয়া তাইন সাইমনর বাড়িত গেলা। সাইমনর হড়ির খুব বেশি তাপ উঠছিল, এরদায় হকলে ইছারে খুব মিনত করলা। 39 তাইন সাইমনর হড়ির কান্দাত উবাইয়া তাপরে ধমক দিলা। ধমকর লগে লগেউ তাপে ছাড়িদিলো। বেটিয়ে উঠিয়া তারার মেহমান দারিত লাগলা।

40 হাইঞ্জা বালা মানষে বউত জাতর বেমারিরে লইয়া ইছার গেছে আইলা। ইছায় তারা হকলর গতরো আতাই দিয়া বেমার ভালা করলা। 41 জিনর আছর আলাও বউত বেমারি আছলা, তারাও ভালা অইলা। জিন অকলে জুরে জুরে চিল্লাইয়া কইলা, “আপনেউ ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার জন।” অইলে তাইন ইতারে ধামকি দিয়া মুখ বন্দ করলা। তারার তো জানা আছিল, তাইনউ আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী।

42 বিয়ানে উঠিয়া হারি, ইছা হি গাউ ছাড়িয়া এক নিরাই জাগাত আইলা। মানষে তানরে তুকাই তুকাই তান ধারো আইলো, আইয়া মিনত-কাজ্জি করলো যাতে তাইন তারার গেছে রইন। 43 অইলে তাইন জুয়াপ দিলা, “আমি আরো বউত জাগাত গিয়া আল্লার বাদশাইর খুশ-খবরি তবলিগ করা জরুর, অউ কামর লাগিউ আল্লায় আমারে বেজিছইন।” 44 বাদে তাইন আস্তা ইহুদি দেশর মছিদাইন্তো গিয়া তবলিগ করলা।

গাইবি মাছ পাইয়া ইমান আনা

5 এক দিন ইছা গালিল আওরর পারো উবা আছলা, অউ সময় বউত মানুষ আল্লার কালাম হুনার লাগি তান কান্দাত আইয়া ঠেলাঠেলি লাগাইলা। 2 ইছায় দেখলা, আওরর কিনারো দুখান জালুয়া নাও লাগাইল। নাও থাকি লামিয়া জালুয়া অকলে তারার জাল ধইরা। 3 ইছা গিয়া সাইমন নামর এক জালুয়ার নাওয়ো উঠিয়া তারে কইলা, নাওখান ভাসাইয়া কিছু পানিত নিবার লাগি। কইয়া তাইন নাওয়ো বইয়া মানষরে ওয়াজ-নছিয়ত করাত লাগলা।

4 নছিয়ত বাদে তাইন জালুয়া সাইমনরে কইলা, “নাওখান গইন পানিত নেও আর জাল ফালাও।” 5 সাইমনে কইলা, “হুজুর, আস্তা রাইত কষ্ট করিয়াও কুনু মাছ পাইছি না, তা-ও আপনার কথায় জাল ফালাইরাম।”

6 জাল ফালানির বাদে অতো বেশি মাছ জালো হামাইলা, মাছর ঠেলায় জাল ফারিযিবার দশা। 7 অউ তারা সাইয্যর লাগি লগর নাওর জালুয়ারে ডাক দিলা। তারা আইয়া মাছ ধরিয়া নাও ভরিলিলা, জালো অতো মাছ হামাইছিল যেন, মাছর ভারে দুইও নাও ডুবুডুবু অইগেল। 8 ইতা দেখিয়া, সাইমন-পিতরে ইছার পাওয়ো পড়িয়া কইলা, “হুজুর, আমি তো গুনাগার মানুষ, আমার গেছ থাকি তশরিফ খান নেউক্কাগি।” 9 কারন, অতো মাছ দেখিয়া সাইমন-পিতর আর তান লগর হক্কলে তাইজ্জুব বনিগেলা। 10 সাইমনর লগর জালুয়া জিবুদিয়ার দুইও পুয়া ইয়াকুব আর হান্নানেও ইতা দেখিয়া তাইজ্জুব অইলা। তেউ ইছায় সাইমনরে কইলা, “ডরাইও না, অখন থাকি আর মাছ নায়, তুমি আল্লার নামে মানুষ ধরবায়।” 11 বাদে তারা নাও লইয়া কিনারাত আইলা, আর হক্কলতা থইয়া ইছার লগে রওয়ানা অইগেলা।

নাপাক পচা-কুষ্ঠ বেমারিরে ভালা করা

12 একবার ইছা এক গাউত গেলা। হউ গাউর এক বেটার আস্তা গতর জুড়ি নাপাক পচা-কুষ্ঠ বেমার আছিল। ইছারে দেখিয়াউ হে তান পাওয়ো পড়িয়া মিনত-কাজ্জি লাগাইলো, “হুজুর, আপনার মনে চাইলে তো আমারে অউ নাপাক বেমার থাকি ভালা করতা পারবা।” 13 ইছায় আত বাড়াইয়া তারে ছইয়া কইলা, “অয়, আমিও চাইরাম, তুমি পাক-ছাফ অও।” কওয়ার লগে লগেউ তার বেমার কমিগেল।

14 ভালা অইয়া হারলে ইছায় তারে হুকুম দিলা, “ইতা আর কেউররে হুনাইও না, তুমি গিয়া খালি ইমাম ছাবরে দেখাও। মুছা নবীর শরিয়ত মাফিক পাক-ছাফ অওয়ার লাগি যেলা কুরবানি করা জরুর, অউ কুরবানি দিলেউ মানষে জানিলিবা, তুমি ভালা অইছো।” 15 অইলে ইছার খবর চাইরোবায় রটিগেল। এরদায় তান মুখর বুলি হুনার লাগি আর বেমারি অকল ভালা অওয়ার নিয়তে, বউত মানুষ তান গেছে আইলা। 16 অইলে তাইন কুনু না কুনু নিরাই জাগাত গিয়া হামেশা দোয়া করতা।

গুনা মাফ করার খেমতা হজরত ইছার আছে

17 একদিন ইছা তালিম দেওয়াত আছলা, অউ মজলিছো আলিম অকল আর ফরিশি মজহবর বউত মোল্লাইন বওয়াত আছলা। তারা জেরুজালেম টাউন, গালিল আর এহুদিয়া জিলার নানান গাউয়াইন থাকি আইছইন। ইছার মাজে মাবুদর কুদরতি বল আছিল, অউ বলেউ বেমারি অকলরে শিফা করতা।

18 এরমাজে কয়জন মানষে একজন অবশ বেমারিরে পলোদি বইয়া লইয়া আইলা। তারা চাইলা তারে নিয়া ঘরর ভিতরে ইছার ছামনে থইতা। 19 অইলে ভিড়র লাগি ঘরো হামানির পথ পাইলা না। অউ তারা চালর উপরে উঠিয়া, চালর ছানি খুলিয়া পলো সুদ্ধা বেমারিরে ইছার ছামনে মানষর মাজখানো লামাই দিলা। 20 তারার ইমানর বল দেখিয়া ইছায় কইলা, “ভাইরে, তুমার গুনা মাফ করি দিলাম।”

21 ইখান হুনিয়া আলিম অকলে আর ফরিশি দলর মোল্লাইন্তে মনে মনে কইলা, “ই মানুষগু খেগু, হে অলা শিরিকি করের? খালি আল্লা ছাড়া আর কেউ গুনা মাফ করতো পারে নি?” 22 তারার দিলর চিন্তা ইছায় বুজিলিলা, বুজিয়া কইলা, “আপনারা কেনে ইলা চিন্তা কররা? 23 আমি কুনখান কওয়া সুজা, তুমার গুনা মাফ করি দিলাম? বা তুমি উঠিয়া আটিয়া তুমার বিছনা লইয়া বাড়িত যাওগি? কুনখান সুজা? 24 তে অখন আপনারা পরমান দেখউক্কা, ই দুনিয়াত গুনা মাফির খেমতা আমি বিন-আদমর আছে।” অখান কইয়াউ তাইন বেমারি বেটারে কইলা, “ওবা, আমি তুমারে কইরাম, উঠো, তুমার খেতা-বালিশ লইয়া বাড়িত যাওগি।” 25 কইতেউ হি বেমারি বেটা হকলর ছামনে উবাইয়া, তার খেতা-বালিশ লইয়া আল্লার তারিফ করি করি নিজর বাড়িত গেলোগি। 26 ইতা দেখিয়া হকল তাইজ্জুব বনিয়া, আল্লার তারিফ করি ডরাই ডরাই কইলা, “আইজ ইতা কিজাত কেরামতি কাম দেখলাম।”

আল-মসীয়ে লেবিরে দাওত দিলা

27 বাদে ইছা বারে গেলা, গিয়া তশিল অফিসো লেবি নামর এক খাজনা তুলরারে বওয়াত দেখলা। দেখিয়া তারে কইলা, “আও, আমার উম্মত অও।” 28 দাওত হুনিয়াউ লেবিয়ে তান হকলতা ফালাইয়া ইছার লগে অইয়া রওয়ানা দিলাইলা।

29 বাদে লেবিয়ে তান নিজর বাড়িত ইছার লাগি বড় এক খাওয়া-দাওয়ার বেবস্তা করলা। তারার লগে বউত ঘুষখুর খাজনা তুলরা আর আরো মানুষ খাওয়াত বইলা। 30 তেউ ফরিশি আর তারার দলর আলিম অকলে না-খুশ অইয়া ইছার সাগরিদ অকলরে কইলা, “তুমরা খাজনা তুলরা টগবাজ আর নাফরমান অকলর বাড়িত খানা-পিনা খাও কেনে?” 31 ইছায় তারারে জুয়াপ দিলা, “ভালা মানষর লাগি তো ডাক্তরর জরুর নাই, অইলে বেমারি অকলর লাগি জরুর আছে। 32 তে আমিও পরেজগার অকলরে দাওত দেওয়াত আইছি না, খালি গুনাগার অকলরে দাওত দেওয়াত আইছি, যাতে তারা তৌবা করইন।”

পুরান তালিম থাকি হজরত ইছার তালিম ভালা

33 বাদে হউ আলিম আর ফরিশি অকলে কইলা, “এহিয়ার শিষ্য অকলে হামেশা রোজা রাখইন, দোয়া করইন, আর ফরিশির শিষ্য অকলেও অলা করইন, তে আপনার শিষ্য অকলে কুনু সময়উ খানি বাদ দেইন না কেনে?”

34 ইছায় জুয়াপ দিলা, “নশা লগে থাকলে লগর বৈরাতিরে কুনু উপাস রাখা যায় নি? 35 অইলে অমন এক দিন আইবো, যেবলা নশারে তারার গেছ থাকি নেওয়া অইযিব। হউ সময় তারা রোজা রাখবা।” 36 ইছায় তারারে তালিম দিবার লাগি অউ মিছাল হুনাইলা, কইলা, “নয়া কোর্তার টুকরা ছিড়িয়া, কেউ পুরান কোর্তাত তালি দেয় না। ইলা করলে তো নয়াটাও নষ্ট অইবো, আর নয়া কাপড়র তালি তো পুরান কাপড়র লগে মিলতোও নায়। 37 পুরান চামড়ার থলিত কেউ তাজা আংগুরর রস ভরে না। ভরলে অউ তাজা রসর ফাফে থলি ফাটিয়া রস আর থলি দুইওতা বরবাদ অয়। 38 তাজা রস নয়া থলিত থইতে অয়। 39 আর আংগুরর পুরান রস খাইয়া হারি কুনু মানষে নয়া রস খাইতো চায় না। তারা কইন, পুরানতাউ মজা।”

জুম্মাবারর বেয়াপারে তালিম

6 এক জুম্মাবারে ইছা গম খেতর আইলেদি আটিয়া যাইরা। অউ সময় তান সাগরিদ অকলে গমর ছড়া ছিড়িয়া আতো ঘষি ঘষি খাইরা।

2 ইতা দেখিয়া ফরিশি মজহবর কয়জনে কইলা, “মুছা নবীর শরিয়ত মাফিক তো জুম্মাবারে যেকুনু কাম করা হারাম, তে তুমরা ই ছড়া ছিড়িরায় কেনে?” 3 ইছায় জুয়াপ দিলা, “তে দাউদ নবী আর তান লগর হকলর যেবলা পেটো ভুক লাগছিল, হি সময় তারা কিতা করছলা, ইতা আপনারা পড়ছইন না নি? 4 তাইন নিজে আল্লার ঘরো হামাইয়া পবিত্র রুটি খাইছলা, আর তান লগর অকলরেও খাওয়াইছলা। আসলে খালি ইমাম অকল ছাড়া আর কেউ ই রুটি খাওয়া জাইজ আছিল না।” 5 বাদে ইছায় তারারে কইলা, “হুনো, আমি বিন-আদমউ জুম্মাবারর মালিক।”

6 আরক জুম্মাবারে ইছা মছিদো গিয়া ওয়াজ-নছিয়ত করাত আছলা। হনো এক বেমারি বেটা আছিল, তার ডাইনর আত বেমারে হুকাই গেছে। 7 মৌলানা আর ফরিশি দলর মানষে ইছারে ফান্দো ফালাইতা কুরি ভানা তুকানিত আছলা। তারা দেখতা চাইলা, জুম্মার দিন তাইন কেউররে ভালা করইন নি, করলে তানরে দুষি বানাইতা পারিবা। 8 ইছায়ও তারার দিলর কু-মতলব বুজিলিলা। বুজিয়া তাইন হুকনা আত আলা বেটারে কইলা, “ওবা, তুমি আইয়া হকলর ছামনে উবাওছাইন।” তেউ বেটা আইয়া উবাইলো। 9 ইছায় তারারে জিকাইলা, “আমি আপনাইন্তরে একখান কথা জিকাইরাম, জুম্মাবারে কুন কাম করা জাইজ, ভালা কাম না বাদ কাম? জান বাচানি, না জীনর বিনাশ করা?”

10 বাদে তাইন চাইরো গালার হকলর বায় চাইয়া হউ বেটারে কইলা, “তুমার আতখান বাড়াও।” বেটায় তার আত বাড়াইলো, আর পুরাপুর ভালা অইগেল। 11 ইতা দেখিয়া হউ মোল্লা অকলর খুব গুছা উঠলো। তারা পরামিশ চালাইলা, ইছারে কেমনে থামাইল যায়।

বারোজন খাছ সাহাবি

12 বাদে ইছা দোয়া করার লাগি এক পাড়ো উঠিলা, আর আস্তা রাইত আল্লার গেছে দোয়া করলা। 13 বিয়ানি বালা তান সাগরিদ অকলরে ডাকিয়া কান্দাত আনলা, এরার মাজর বারো জনরে পছন্দ করিয়া, তান খাছ সাহাবি বানাইলা। 14 অউ বারো জন অইলা,

সাইমন—ইছায় এন নয়া নাম দিলা পিতর,

সাইমনর ভাই আন্দ্রিয়াছ,
ইয়াকুব, হান্নান,
ফিলিপ, বর্থলময়,
15 মথি, থুমাছ,
আলফির পুয়া ইয়াকুব,
মুক্তিযুদ্ধা সাইমন,
16 ইয়াকুবর পুয়া ইহুদা,
আর ইহুদা ইস্কারিয়াত—অউ ইহুদায় বাদে বেইমানি করছিল।

পাড়র পেটো হজরত ইছার তালিম

17 এরমাজে ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া উপরে থাকি লামিয়া
পাড়র পেটো হমান এক জাগাত আইয়া উবাইলা। হিনো তান বউত উম্মত
দলা অইছলা, জেরুজালেম টাউন আর এহুদিয়া জিলা থাকি, দরিয়ার পারর
সোর আর সিদন এলাকা থাকিও দল বান্দি বান্দি মানুষ আইছলা। 18 তারা
তান বয়ান হুনার খিয়ালে আর বেমার থাকি শিফা অওয়ার নিয়তে আইলা।
আর যারার উপরে জিনর আছর আছিল, তারাও ভালা অইলা। 19 হকল
মানষেউ তানরে আত দিয়া ছইতো চাইলো, কারন তান ভিতর থাকি কুদরতি
শক্তি বারনিয়ে, এরা হকলর বেমার কমছিল।
20 তেউ ইছায় আপন সাগরিদ অকলর বায় চাইয়া কইলা,

তুমরা যেরা গরিব তুমরাউ কপালি,
আল্লার বাদশাই তো তুমরার লাগিউ।
21 তুমরা যতো জনর পেটো ভুক আছে,
তুমরাউ কপালি,
তুমরা পেট ভরিয়া খাইবায়।
তুমরা যেরা কান্দিরায় তুমরাউ কপালি,
বাদে তো আসিবায়।

22 “তুমরাউ কপালি, যেবলা বিন-আদমর দায় মানষে তুমরারে ঘিন্নায়,
গাউ থাকি বাছিয়া একঘরি করে, বদনাম গায়, আর তুমরার নাম হুনলে মুখর
থু ফালায়। 23 ইলা করলে তুমরা খুশি অইও, ফুর্তিয়ে নাচিও, কারন বেহেস্তো
তুমরা বউত বড় পুরুস্কার পাইবায়। জানো নি, অউ নাফরমান অকলর বাফ-
দাদাইন্তেও আল্লার নবী অকলর উপরে অলা জুলুম করতা।

24 হায়রে ধনি অকল,
তুমরার সুখ তো দুনিয়াতউ কামাইলিরায়।
25 হায়রে পেট ভরিয়া খাওরা অকল,
তুমরাও ভুকে ছটফট করবায়।
হায়রে হায় যেরা অখন আসিরায়,
তুমরা কান্দা-কাটি আর আহাজারি করবায়।
26 হায়রে হায়, মানষে যেবলা তুমরার সুনাম গায়,
জানো নি, অতা মানষর বাফ-দাদাইন্তেও
আগর আমলর ভন্ড নবী অকলর
অলা সুনাম গাইতো।

27 “তুমরা যতোজন আমার তরিকায় চলতায় চাও, আমি তুমরারে কইরাম,
তুমরা যারযির দুশমনরেও মহব্বত করিও। যেরা তুমরারে ঘিন্নায়, তুমরা
তারার ভালাই করিও। 28 যেরা তুমরার লাগি লানত মাংগে, তুমরা তারার
লাগি রহমত চাইও। আর যেরা তুমরার বদনাম করে, তুমরা তারার লাগি
দোয়া করিও। 29 যে তুমার এক গালো চড় মারে, তারে আরক গাল পাতিয়া
দিও। যে তুমার চাদ্দর কাড়িয়া নিতো চায়, তারে কোর্তাও খুলিয়া দিও।
30 যারা তুমার গেছে চায়, তারারে দিও। কেউ তুমার কুনু চিজ নিলেগি, তার
গেছে আর ফিরত চাইও না। 31 হুনো, তুমরা মানষর গেছ থাকি যেলাখান
বেবহার পাইতায় চাও, তুমরাও হকলর লগে অউ লাখান বেবহার করো।
32 “যারা তুমরারে মায়া করে, তুমরা যুদি খালি তারারেউ মায়া করো, তে
তুমরা বাহবা পাইতায় কিলা? ইলা তো নাফরমান অকলেও একে-অইন্যরে
মায়া করে। 33 আর যারা তুমরার ভালাই করে, তুমরা যুদি খালি তারার
ভালাই করো, তে বাহবা পাইবায় কিলা? নাফরমান অকলেও তো ইলা করে।
34 যে মানষর গেছ থাকি তুমরা করজো পাইবার আশা আছে, তুমরা যুদি
খালি তারেউ করজো দেও, তে কিলা বাহবা পাইবায়? নাফরমান অকলেও
একে-অইন্যরে ইলা করজো দেয়, হে আশা করে বিপদো পড়লে হে-ও হন
থাকি করজো পাইবো। 35 তে আমি তুমরারে কইরাম, তুমরা যারযির
দুশমনরেও মায়া করিও, তারার ভালাই করিও। বদলা পাওয়ার আশা না
করিয়া করজো দিও, তেউ তুমরার লাগি বড় বখশিশ আছে। তুমরা আল্লা
পাকর আওলাদ বনবায়। তাইন তো নিমক-হারাম আর খারাপ মানষরেও দয়া
করইন। 36 তুমরার নিরাকার বাফ যেলা দয়াল, তুমরাও অলান দয়াল অও।
37 “মানষর বিচার করিও না, তেউ তুমরাও বিচারর দাড়ো পড়তায় নায়।
কেউররে দুষি সাইবস্তো করিও না, তেউ তুমরাও দুষি অইতায় নায়। মাফ
করিয়া দিও, তেউ তুমরাও মাফি পাইবায়। 38 দান-খয়রাত দেও, তেউ
তুমরারেও দেওয়া অইবো। মানষে জাতাই জাতাই ভরিয়া আনিয়া তুমরার
গাটিত বান্দিয়া দিবা। তুমরা যেলা মাপিয়া দিবায়, তুমরার লাগিও অলা মাপা
অইবো।”
39 বাদে ইছায় তারারে অউ কিচ্ছা হুনাইলা, “এক আন্দায় কুনু আরক
আন্দারে পথ দেখাইতো পারে নি? তে দুইওজনউ গাতো পড়তো নায় নি?
40 সাগরিদ উস্তাদ থাকি বড় নায়, অইলে যে সাগরিদে পুরাপুর তালিম লয়,
হে-ও উস্তাদর লাখান বনিযায়। 41 তুমার ভাইর চখুত গুড়া হামাইছে অখানউ
দেখরায়, অইলে নিজর চউখো গাছর চেলি আছে ইতা দেখরায় না?
42 তুমার চখুত চেলি হামাইছে ইখান না চাইয়া তুমার ভাইরে কিলা কইবায়,
ভাইছাব, তুমার চউখো যে গুড়া পড়ছে, আও, অগু বার করিয়া দেই। তুমার
নিজর চখুর চেলিউ তো দেখরায় না। ও ভন্ড, পয়লা তুমার নিজর চউখ
থাকি চেলি হরাও, তেউ ভাইর চউখ থাকি গুড়া বার করাত লাগলে ভালা
করি দেখতায় পারবায়। 43 ভালা গাছে তো মন্দ ফল ধরে না, আর মন্দ গাছে
ভালা ফল ধরে না। 44 ফল দেখিয়া গাছ চিনা যায়। মানষে তো রিফুজি লত
থাকি বরই পাড়ে না, বা ছুতরা গাছ থাকি আংগুর পাড়ে না। 45 ভালা মানষর
দিলর নেক ভান্ডার থাকি ভালাই বারয়, আর বদ মানষর বদ দিল থাকি বদউ
বারয়। মানষর দিলর ভান্ডারো যেতা জমা আছে, অতা থাকিউ তো জবানর
বুলি বারয়।
46 “তুমরা কেনে আমারে খালি হুজুর হুজুর কইরায়, অথচ আমি যেতা
কই, ইতা মানো না? 47 আমার কান্দাত আইয়া আমার বয়ান হুনিয়া যে জনে
আমল করে, হে কার লাখান, আমি তুমরারে কইরাম। 48 হে অউ মানষর
লাখান, যে ঘর বানানির নিয়তে গইন করি মাটি খুদিয়া মজবুত করি ঘরর
খুটি বানাইলো, বাদে বইন্যা আইলো আর পানির ফুতে অউ ঘররে
ঠেলিলো, অইলে ইখান লড়াইতো পারলো না, ইখান তো মজবুত করি
বানাইল। 49 আর আমার বয়ান হুনিয়া যে জনে আমল না করে, হে অউ
লাখান মানুষ, যেগিয়ে গাত না খুদিয়া খালি নরম মাটির উপরে ঘর
বানাইলো, বাদে বানর ফুতর ধাক্কায় তার ঘর পড়িয়া ভাংগিয়া চুরমার
অইগেল।”

বিদেশি ছুবেদারর গুলামর শিফা

7 ইছায় তান বয়ান শেষ করিয়া মানষর গেছ থাকি বিদায় লইয়া
কফরনাউম টাউনো গেলাগি। 2 হিনো রোমান সিপাইর এক ছুবেদারর
গুলাম বেমার পড়িয়া মরার পথি অইগেছিল, ছুবেদার ছাবে ই
গুলামরে খুব মায়া করতা। 3 তাইন ইছার খবর হুনিয়া কয়জন ইহুদি
মুরব্বিরে ইছার গেছে পাঠাইলা, তান গুলামরে ভালা করতা সুপারিশর
লাগি। 4 মুরব্বি অকল আইয়া ইছারে মিনত-কাজ্জি করি কইলা, “ছাব, যে
জনে আমরারে আপনার গেছে পাঠাইছইন তান গুলামর লাগি মিনত
করতাম, এইন আসলেও দয়া পাওয়ার লাখ। 5 তাইন বিদেশি অইলেও
আমরার ইহুদি জাতিরে খুব মায়া করইন। আমরার মছিদ খানও তাইন বানাই
দিছইন।”
6 ইছা তারার লগে অইয়া রওয়ানা দিলা, তাইন ছুবেদারর বাড়ির কান্দাত
আইতেউ ছুবেদারে নিজর দুস্ত অকলরে পাঠাইয়া জানাইলা, “হুজুরে আর
কষ্ট করইন না যানু, আপনার মতো জনে আমার বাড়িত তশরিফ আনরা,
আমি তো ইতার লাখ নায়। 7 আপনার ছামনে উবানির যোইগ্যও আমি নায়,
এরদায় আমি আইরাম না। তে আপনে খালি জবানদি কইলেউ, আমার
গুলামর বেমার শিফা অইযিবো। 8 আপনে তো বুজরা, আমি আমার
কামান্ডারর হুকুমে চলি, অউলা আমার সিপাই অকলও আমার হুকুমে
চলইন। আমি এরা একজনরে আও কইলে আয়, যাও কইলে যায়, আমার
গুলামরে অউ কাম করো কইলে, হে করে। তে আপনেও অলা খালি মুখদি
কইলেউ, হক্কলতায় মানবো।”
9 ইখান হুনিয়া ইছা এক্কেরে তাইজ্জব বনিগেলা, দলে দলে যতো মানুষ
তান খরে অইয়া আওয়াত আছিল, এরার বায় ফিরিয়া কইলা, “আমি
তুমরারে কইরাম, ই ছুবেদার তো বিধর্মী রোমান মানুষ, অইলে আমার বনি
ইছরাইলর মাজেও তো অতো মজবুত ইমানদার আমি কুনুখানো দেখছি না।”
10 হাছাউ ছুবেদারে যারারে পাঠাইছলা, তারা ঘরো আইয়া দেখলা, হি
গুলামর বেমার কমিগেছে।

হজরত ইছায় মুর্দারে জিন্দা করলা

11 থুড়া কয় দিন বাদে ইছায় তান সাগরিদ অকল আর আরো বউত মানুষ
লইয়া নায়িন নামর এক গাউত আইলা। 12 তাইন যেবলা হউ গাউত আইয়া
হামাইরা, অউ সময় মানষে খরারো করি এক মইয়ত লইয়া যাইরা। ই মইয়ত
আছিল এক ড়াড়ি বেটির একমাত্র পুয়া। গাউর বউত মানুষ অউ খরারর
লগে আছলা। 13 অউ ড়াড়ি বেটিরে দেখিয়া ইছার দিলো দয়া হামাইলো,
তাইন কইলা, “ওগো, কান্দিও না।” 14 কইয়া তাইন খরারর কান্দাত গিয়া
খরারো ছইলা, তেউ মইয়ত বইয়া নেওরা বেটাইন উবাই গেলা। ইছায়
কইলা, “ও বেটা, আমি কইরাম, তুমি উঠো।”
15 তেউ হি মুর্দা বেটা উঠিয়া বইগেল, বইয়া মাত-কথা মাতিলো। ইছায়
তারে তার মা’র আতো সমজাই দিলা। 16 ইতা দেখিয়া হকলর ভিতরে ডর
হামাইগেল। তারা কইলা, “ছুবহানাল্লা, একজন মহান নবীয়ে আমরার মাজে
তশরিফ আনছইন, আল্লায় মেহেরবানি করিয়া তান বন্দা অকলর বায় চউখ
ফিরাইছইন।”
17 ইছার অউ কেরামতির কথা আস্তা এহুদিয়া জিলাত আর আশ-পাশ
হক্কল জাগাত মাশুর অইগেল।

হজরত ইছার দরবারো এহিয়া নবীর সাগরিদ

18 এহিয়া নবীর সাগরিদ অকল গিয়া অউ হক্কলতা এহিয়ারে জানাইলা।
19 অউ এহিয়ায় তান দুইজন সাগরিদরে ইছার গেছে পাঠাইলা। তারা আইয়া
ইছারে কইতা, “হুজুরে কইছইন আমরা জানিয়া যাইতাম, যেইন তশরিফ
আনার কথা, আপনেউ হেইন নি? না আমরা আর কেউরর লাগি বার
চাইতাম?” 20 তেউ দুইও সাগরিদ আইয়া ইছারে কইলা, “এহিয়া নবীয়ে
আমরারে পাঠাইছইন, আপনারে জিকাইতাম, যেইন তশরিফ আনার কথা,
আপনেউ হেইন নি? না আমরা আর কেউরর লাগি বার চাইতাম?”

21 ঠিক অউ সময় ইছায় বউত মানষরে বেমার-আজার আর জিন-ভুতর
আছর থাকি ভালা করলা। বউত আন্দারেও দেখার খেমতা দিলা। 22 অতা
করিয়া হারলে এহিয়ার দুইও সাগরিদরে ইছায় কইলা, "তুমরা যাওগি, তুমরা
অনো আইয়া নিজর চউখে যেতা দেখলায় আর হুনলায়, অতা গিয়া
এহিয়ারে জানাও। তানরে কইও, আন্দায়ও চউখে দেখরা, লেংড়া অকলে
আটিরা, পচা-কুষ্ঠ বেমারি ভালা অইরা, খালুয়ায়ও হুনরা, মুর্দা মানুষ জিন্দা
অইরা, আর গরিব অকলর গেছেও আল্লাই খুশ-খবরি তবলিগ করা অর।
23 আর এরাউ কপালি মানুষ, আমার বেয়াপারে যেরার দিলো কুনু বাধা না
পায়।"
24 এহিয়ার সাগরিদ অকল গিয়া হারলে, এহিয়ার বেয়াপারে ইছায়
মানষরে কইলা, "তুমরা মরুভুমিত কিতা দেখাত গেছলায়? বাতাসে লড়ে-
ছড়ে অতা খাগড়া-বন দেখাত গেছলায় নি? 25 না, কিতা দেখাত গেছলায়?
সুন্দর কাপড় ফিন্নো কুনু মানষরে নি? যেরা দামি দামি কাপড় ফিন্দিয়া জাক-
জমক করে, আর সুখিতা দিন কাটায়, তারা তো রাজবাড়িত থাকইন। 26 তে
তুমরা কিতা দেখাত গেছলায়? কুনু নবীরে দেখাত গেছলায় নি? অয়, হাছাউ
আমি তুমরারে কইরাম, ই এহিয়া তো খালি নবী নায়, নবী থাকিও বড় জন।
27 এইন তো হউ জন, যেন কথা আছমানি কিতাবো লেখা আছে,

হুনো, তুমার আগে বেজিয়ার আমি
আমার পেগাম্বর,
এইন গিয়া ঠিক-ঠাক করবা
তুমার চলার পথ।

28 তে আমি তুমরারে কইরাম, আস্তা দুনিয়ার কুনু আদমউ এহিয়া থাকি বড়
নায়। অইলে আল্লার বাদশাইর হকল থাকি হুরু জনও, এহিয়া থাকি মহান।"
29 সমাজর হকল ধরনর আম মানষে আর ঘুষখুর খাজনা তুলরা অকলেও
এহিয়ার তবলিগ হুনলা, তারা তৌবার গোছল করিয়া আল্লা পাকরে হক
ইনছাফকারি হিসাবে মানলা। 30 অইলে ফরিশি দলর মানষে আর মৌলানা
অকলে এহিয়ার গেছে তৌবার গোছল না করিয়া, তারার বেয়াপারে আল্লা
পাকর যে খিয়াল আছিল, ইটারে কুনু দাম দিলো না।
31 তেউ ইছায় হিরবার কইলা, "কওছাইন, অখন ই জমানার মানষরে আমি
কিতার লগে তুলনা করতাম? তারা কার লাখান? 32 তারা তো অমন হুরুতার
লাখান, যেতায় বাজারো বইয়া একে-অইন্যরে ডাকিয়া কয়,

বাশি তো বাজাইলাম দুস্ত তুমরার লাগিয়া,
তুমরা কেউ নাচিলায় না বাশি হুনিয়া।
মাত্তমর জারি-গান গাইলাম আমরা সবে,
কান্দিলায় না তুমরা কেউ মাত্তমর সুরে।

33 তে এহিয়া নবী আইয়া হারি ভাত-রুটি আর আংগুরর শরবত না
খাওয়ায়, তুমরা কইলায় তানরে ভুতে ধরিলিছে। 34 আর বিন-আদম আইয়া
খানা-পিনা কররা দেখিয়া তুমরা কইরায়, দেখরায় নি, ই বেটা তো পেটুয়া
আর মদখুর। হে ঘুষখুর খাজনা তুলরা আর নাফরমান মানষর লগে দুস্তি
করে। 35 তা-ও আখল খাটাইয়া যেরা চলে, তারার চাল-চলন থাকিউ
পরমান মিলে, আখলউ অইলো খাটি-নিখুত চিজ।"

খবিছ বেটির গুনা মাফ

36 ফরিশি দলর একজন মানষে ইছারে তান বাড়িত খানির দাওত দিলা,
ইছা অউ বাড়িত গিয়া খানিত বইলা। 37 অইলে অউ গাউত এক খবিছ বেটি
আছিল। ইছা অনো দাওতো আইছইন হুনিয়া হউ খবিছ বেটিয়ে দামি এক
পাথরর বৈয়ামো করি আতর লইয়া অনো আইলো। 38 আইয়া ইছার পিছন
গালাবায় তান পাওর কান্দাত উবাইয়া, কান্দিয়া চউখর পানিদি তান পাওর
পাতা ভিজাইলিলো। বাদে তাইর মাথার চুলদি পাও ফুছিয়া দিলো পাওর
মাজে হুংগা দিতে দিতে আতর মাখাইলো।
39 ইতা দেখিয়া ইছারে যেইন দাওত দিছলা, এইন মনে মনে কইলা, "ই
বেটা কুনু নবী অইলে তো এমনেউ বুজলো অনে ই বেটি খেণ্ড, ইণ্ড কত বড়
খবিছ গুনাগার বেটি।" 40 ইছায় তারে কইলা, "সাইমন, তুমার লগে আমার
কিছু কথা আছে।" সাইমনে কইলা, "কউক্কা হুজুর।"
41 ইছায় তানরে কইলা, "মনে করো, এক মাজনর গেছ থাকি দুইজন
মানষে কিছু টেকা করজ নিছিল, একজনে পাচশো, আরক জনে পইঞ্চাশ
দিনার। 42 তারার কেউররউ তাক্কত আছিল না ই টেকা ফিরত দেওয়া, তেউ
মাজনে এরা দুইও জনরে মাফ করি দিলাইলা। অখন কওছাইন, এরা কুন
জনে মাজনরে বেশি ভালা পাইবো?" 43 সাইমনে কইলা, "আমার মনে কয়,
যার বেশি টেকা মাফ দেওয়া অইছে।" ইছায় কইলা, "তুমি ঠিকউ কইছো।"
44 তেউ ইছায় অউ বেটির বায় চাইয়া কইলা, "সাইমন, অউ বেটিগুর বায়
খিয়াল করো আর হুনো, আমি তুমার ঘরো আইয়া হারলে তুমি তো আমারে
পাও ধোয়ারও পানি দিছো না, অইলে তাইর চউখর পানিদি আমার পাও
ভিজাইয়া, মাথার চুলদি ফুছিয়া দিছে। 45 তুমি তো আমার লগে আইঞ্জা করি
ধরিয়া হুংগা দিছো না, অইলে দেখরায়নি আমি তুমার বাড়িত হামানির বাদ
অনেউ তাই আমার পাওত হুংগা দেওয়াতউ আছে। 46 তুমি কুনুজাত
তাজিম করি আমারে আগুয়াই আনছো নি? অইলে তাই আমার পাওত
আতর ঢালিয়া তাজিম করছে। 47 তে আমি তুমারে কইরাম, তাই বেশি মায়া
করছে করি বুজা যার, তাই বড় গুনাগার অইলেও গুনার মাফি পাইছে। যার
থুড়া গুনা মাফ করা অয়, হে থুড়া মায়া করে।"
48 বাদে ইছায় বেটিরে কইলা, "ওগো, তুমার তামাম গুনা মাফ করা
অইছে।" 49 যারা ইছার লগে খানিত বইছলা তারা মনে মনে কইলা, "এইন
কে, যেইন গুনাও মাফ করিলাইন?"
50 ইছায় হি বেটিরে কইলা, "ও বেটি, তুমার ইমানর বলেউ তুমি নাজাত
পাইলায়, অখন শান্তি অইয়া বাড়িত যাও।"

হজরত ইছার খেজমতো বেটি মানুষ

8 বাদে ইছায় অউ বারোজন সাহাবিরে লইয়া গাউয়ে গাউয়ে, টাউনে
টাউনে ঘুরিয়া আল্লার বাদশাইর তবলিগ করাত রইলা। 2 তারার লগে
কয়জন বেটিনও আছলা। অউ বেটিন জিনর আছর আর বউত জাতর
বেমার থাকি ভালা অইয়া তান লগ ধরছলা। এরার নাম অইলো: মগদিলিনী
মরিয়ম, এন গেছ থাকি সাতগু জিন ছাড়াইল অইছিল; 3 রাজা হেরোদর
উজির কুজাইর বউ সোহানা; সুসানা; আর আরো বউত বেটিন আছলা।
অউ বেটিন্তে তারার নিজর ছামানা দিয়া ইছা আর তান সাগরিদ অকলর
খরচ-পাতি চালাইতা।

গিরস্তি কামর লগে ইমানর তুলনা

4 বাদে যেবলা নানান জাগা থাকি বউত মানুষ আইয়া ইছার গেছে দলা
অইলা, অউ সময় তাইন এক কিচ্ছা হুনাইলা। 5 তাইন কইলা, "এক গিরস্তে
ধানর জালা বাইন দেওয়াত গেল। গিয়া বাইন দেওয়ার বালা কিছু জালা
আইলর মাজে পড়িগেল, মানষে পাওদি উড়িয়া ই জালা নষ্ট করিল্লো, আর
পাখিন্তেও আইয়া খাইলিলো। 6 গিরস্তর কিছু জালা হুকনা-শক্ত মাটির
উপরে পড়লো, ইতায় আলি বার অইলেও হেশে রস না পাইয়া হুকাইয়া
মরিগেল। 7 কিছু জালা বন-জংলার মাজে পড়লো, ই জালায় আলি
ফুটলেও ইতারে বন-জংলায় জাতিয়া ধরলো। 8 অইলে কিছু জালা ভালা
জমিনো পড়লো, ই জালায় ভালা ধান অইলো, আর একশো গুন বেশি ধান
ধরলো।"
অউ কিচ্ছা কইয়াউ তাইন জুরে জুরে কইলা, "যার কান আছে, হে
হুনউক।"
9 সাগরিদ অকলে আরজ করলা, "হুজুর, ই কিচ্ছার মানি কিতা?" 10 তাইন
কইলা, "আল্লার বাদশাইর গোপন রহস্য জানার সুযোগ খালি তুমরারে
দেওয়া অইছে, অইলে বাকি মানষর গেছে তো ইতা কিচ্ছার লাখান কইরাম,
যাতে তারা দেখিয়াও না দেখে, হুনিয়াও না বুজে।
11 "তে ই কিচ্ছার মানি অইলো, ই ধানর জালা অইলো আল্লার কালাম।
12 আইলর মাজে পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যেরা আল্লার কালাম হুনে,
বাদে ইবলিছে আইয়া তারার দিল থাকি ইতা কাড়িয়া নেয়গি। ইবলিছে চায়
না মানষে ইমান আনিয়া নাজাত হাছিল করউক। 13 আর হুকনা-শক্ত মাটির
উপরে পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যারা ই কালাম বেশ খুশি অইয়া হুনে,
অইলে কালামে তারার দিলো ভালামন্তে জড় করে না। এরদায় ই ইমান থুড়া
কয়দিন টিকে, কুনু পরিক্ষাত পড়লেউ তারার ইমান খুয়াইলায়। 14 বন-
জংলাত পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যেরা ইমানর দাওত হুনে, অইলে
দুনিয়াবি ধান্দাত পড়িয়া ধন-ছামানার লালছ, আর আরাম-আইশর বায়
চাইয়া ইতা ফাউরিলায়। এরদায় তারার জিন্দেগিত কুনু ভালা ফল ধরে না।
15 ভালা জমিনো পড়া জালাদি বুজাইল অইছে, যেরা হক আর ছহি দিলে
আল্লার কালাম হুনে, হুনিয়া নিজর দিলো ভালামন্তে গাথিয়া রাখে, আর
ইমানে মজবুত রইয়া জিন্দেগিত ভালা ফল ধরে।
16 "কুনু মানষে লেম জালাইয়া হারি চকির তলে থয়নি বা টুকরিদি
গুরিলায় নি? নিচয় না, তারা গাছার উপরে থয়, যাতে ঘরর ভিতরে ফর
দেখা যায়। 17 তে ইলা গাইবি কুন্তাউ নাই যেতা জাইর অইতো নায়। ইলা
লুকাইলও কুন্তা নাই যেতা কেউ হুনতো নায় বা জানতো নায়। 18 এরদায়
তুমরা কিলা হুনরায় খিয়াল করিও, যার আছে তারে আরো দেওয়া অইবো,
আর যার নাই, তার যেতা আছে বলিয়া হে মনে করের, অতাও নেওয়া
অইযিবো।"

হজরত ইছার মা ভাই কে

19 এরমাজে ইছার মা আর ভাইয়াইন তান গেছে আইয়া আজিলা, অইলে
ভিড়র লাগি তারা কাছাত আইতা পারলা না। 20 তেউ একজন মানষে
আইয়া ইছারে কইলা, "আপনার মা আর ভাইয়াইন আপনার লগে দেখা
করাত আইয়া বারে উবাই রইছইন।" 21 ইছায় জুয়াপ দিলা, "আমার মা-ভাই
তো এরাউ, যেরা আল্লার কালাম হুনইন আর আমল করইন।"

হজরত ইছায় আওরর তুফান বন্দ করলা

22 একদিন ইছা আর তান সাহাবি অকল গিয়া নাওয়ো উঠলা, উঠিয়া
তাইন সাহাবি অকলরে কইলা, "আও, আমরা আওরর হপারো যাই।" তেউ
সাহাবি অকলে নাও ভাসাইলা। 23 নাও চলতির মাজে ইছা ঘুমাই গেলা।
আখতাউ আওরর মাজে অমন তুফান আইলো, তুফানে নাওত পানি
হামাইয়া ভরিযার, তারা দেখলা বড় মছিবত আইছে। 24 সাহাবি অকল ইছার
ধারো গিয়া তানে হজাগ করিয়া কইলা, "হুজুর, হুজুর, আমরানু মরিযিরাম।"
ইছা উঠিয়া পানির ঢেউ আর বাতাসরে ধামকি দিলা। লগে লগেউ ঢেউ
আর তুফান থামিয়া হকলতা থির অইগেল। 25 ইছায় তারারে কইলা, "অউ
অতানি তুমরার ইমান?" তারা ডরাইয়া তাইজ্জুব অইয়া একে-অইন্যরে কইলা,
"এইন আসলে কে, দেখরায়নি বাতাসে আর পানিয়েও তান হুকুম মানে?"

জিনে ধরা বেমারিরে ভালা করা

26 ইছায় তান সাহাবি অকল লইয়া গালিল আওর পার অইয়া জেরাসিনি
এলাকাত গেলা। 27 গিয়া হারি তাইন নাও থাকি লামলা, অউ সময় হউ
গাউর জিনর আছুর আলা এক বেটা তান গেছে আইলো। জিনর পালে
আছুর করায় হে বউত দিন ধরি লেমটা আর কুনু বাড়ি-ঘরো রইতো না,
খালি কবরস্থানো রইতো। 28 ইছারে দেখিয়াউ হে চিল্লাইয়া উঠলো, তান
ছামনে পড়িয়া জুরে জুরে কইলো, "ও আল্লার খাছ মায়ার জন, আপনে
কেনে আমার ইনো তশরিফ আনলা? মেহেরবানি করি আমারে ছাতাইন না
যানু।"
29 ইখান কওয়ার কারন অইলো, ইছায় হি জিনরে হুকুম দিছলা অউ
বেটারে ছাড়িয়া যাওয়ার লাগি। ই জিনে তারে বউত দিন থাকি আছুর
করছিল, বেটারে ডান্ডা-বেড়ি আর শিকলদি বান্দিয়া রাখলেও, হে ইতা
ছিড়িলিতো, হউ জিনে তারে নিরাই জাগাত নিতোগি। 30 ইছায় তারে
জিকাইলা, "তোর নাম কিতা?" হে কইলো, "ফৌজ পাল" কারন তারা বউত
জিন একলগে আছিল। 31 তেউ হি ফৌজ পালে ইছারে মিনত-কাজ্জি করিয়া
কইলা, তাইন যানু তারারে রসাতলে না গাড়ইন।
32 হিনো পাড়র এক গালাত বড় এক শুয়রর পাল আছিল। ফৌজ পালে
তানরে মিনত করিয়া কইলা, তারারে হউ শুয়রর ভিতরে হামানির ইজাজত
দিতা। তাইন ইজাজত দিলা। 33 অউ তারা হি বেটারে ছাড়িয়া শুয়রর
ভিতরে গিয়া হামাইলো, এতে শুয়রর পাল পাড়র ঢালেদি দৌড়িয়া গিয়া
আওরর পানিত বুড়িয়া মরলা।
34 ইতা দেখিয়া শুয়রর রাখাল অকল দৌড়িয়া গিয়া টাউনো আর গাউয়ে
গাউয়ে খবর দিলো। 35 খবর পাইয়া চাইরোবায় থনে মানুষ আইলা, আইয়া
দেখলা, যে বেটার লগ থাকি ফৌজ পাল বার অইয়া গেছইন, হে পুরাপুর
ভালা অইয়া কাপড়-চুপড় ফিন্দিয়া ইছার পাওর কান্দাত বইরইছে। দেখিয়া
তারা চমকি গেলা। 36 আর অউ ঘটনা ঘটিতে যেরা দেখছিল, তারা হকল
মানষরে হুনাইলা, ই বেটা কিলা ভালা অইছে। 37 হুনিয়া জেরাসিনি এলাকার
হকল মানুষ ডরাইগেলা। ডরর চুটে তারা ইছারে মিনত-কাজ্জি করিয়া কইলা,
তাইন তারার গেছ থাকি তশরিফ নিতাগি। তেউ ইছা নাওয়ো উঠিয়া হিরবার
গালিলো আইলা। 38 অইলে যে বেটারে জিনে ধরছিল, হে আরজ করলো
তান লগে রইবার লাগি। ইছায় তারে অখান কইয়া বাড়িত পাঠাই দিলা,
39 কইলা, "তুমি তুমার বাড়িত যাও, আর আল্লায় তুমার লাগি যে কুদরতি
কাম করছইন, অতা গিয়া কও।" তেউ হে গেলগি, গিয়া টাউনর হকল
মানষরে জানাইলো, ইছায় তার লাগি অতো বড় কাম করছইন।

এক মরা পুড়ি আর বেমারি বেটি

40 ইছা গালিলো আইয়া হারলে হিনর মানষে খুশি অইয়া তানরে কবুল
করলা, তারা তান লাগি বার চাওয়াত আছিল। 41 অউ সময় যায়ীর নামে
মছিদ কমিটির এক মতল্লী আইয়া ইছার পাওয়ো পড়িয়া মিনত লাগাইলা,
হুজুররে তান বাড়িত নিবার লাগি। 42 কারন তান একমাত্র পুড়ি ছরখাতো
আছিল, পুড়ির বয়স বারো বছর। ইছা যেবলা অউ বাড়িত যাইবার লাগি
রওয়ানা দিলা, মানষে আইয়া তান চাইরোবায় ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি
লাগাইলা।
43 ভিড়র মাজে এক বেটি মানুষও আছলা, এইন বারো বছর ধরিয়া মাসিক
বেমারি। তান হকল ধন-ছামানা ডাক্তরর তলে খুয়াইয়াও ভালা অইতা
পারছইন না। 44 তাইন ইছার খরেদি আইয়া ইছার চাদ্দরর কুনাত ছওয়ার
লগে লগেউ তান বেমার কমিগেল। 45 তেউ ইছায় জিকাইলা, "আমারে কে
ছইলো?" কেউ স্বীকার না করায় পিতর আর তান লগর মানষে ইছারে কইলা,
"হুজুর, আপনার চাইরোবায় কত মানষে ঠেলাঠেলি করিয়া আপনার গা'ত
লাগের।" 46 অইলে ইছায় কইলা, "কেউ আমারে ছইছে, কারন আমি
বুজরাম, আমার ভিতর থাকি গাইবি বল বার অইছে।" 47 অউ বেটিয়ে
যেবলা দেখলো ধরা পড়িগেছে, তাই কাপি কাপি ইছার ছামনে আইয়া তান
পাওয়ো পড়িয়া হকলর ছামনেউ কইলো, কেনে তাই ইছারে ছইছিল আর
কিলান লগেউ লগেউ ভালা অইগেছে। 48 ইছায় বেটিরে কইলা, "মাই গো,
তুমি একিন করছো করি ভালা অইছো। অখন শান্তিয়ে বাড়িত যাও।"
49 ইছায় অতা মাতিরা, অমন সময় মছিদর মতল্লীর বাড়ি থাকি খবরিয়া
আইয়া তানরে কইলো, "ছাব, আপনার পুড়ি দুনিয়া থাকি গেছইনগি, তে
হুজুররে আর কষ্ট দিবার কাম নাই।" 50 ইখান হুনিয়া ইছায় কইলা, "ডরাইও
না, খালি একিন করো। দেখবায়নে, তাই ভালা অইযিবো।" 51 ইছা হউ
বাড়িত গেলা, গিয়া পিতর, হান্নান, ইয়াকুব আর পুড়ির মা-বাফ ছাড়া অইন্য
কেউররে ঘরর ভিতরে হামাইতে দিলা না। 52 হকলে যেবলা পুড়ির লাগি
কান্দা-কাটি আর আহাজারি কররা, অউ সময় ইছায় কইলা, "কান্দিও নারে,
তাই তো মরছে না, ঘুমার।" 53 ইখান হুনিয়া তারা তানরে ছিড়াইলা। তারা
হকলেউ জানতো পুড়ি মরি গেছে। 54 তেউ ইছায় পুড়ির আতো ধরিয়া ডাক
দিলা, "মাই গো, উঠো।" 55 লগে লগেউ পুড়ির জান ফিরত আইলো। তাই
উঠিয়া বইগেল। ইছায় কইলা, পুড়িরে কুন্তা খাইবার দিতা। 56 পুড়ির মা-বাফ
এক্কেরে তাইজ্জুব বনিগেলা। বাদে ইছায় কইলা, "হুনো, ইতা কেউররে
হুনাইও না।"

বারোজন সাহাবিরে তবলিগো পাঠাইলা

9 বাদে ইছায় হউ বারোজন সাহাবিরে একখানো দলা করলা, তারারে
হকল জাতর জিন-ভুত ছাড়ানি, বেমারিরে ভালা করার ইজাজত আর
খেমতা দিলা। 2 বাদে তাইন আল্লার বাদশাইর তবলিগ আর
বেমারিন্তরে শিফা করাত এরারে পাঠাইলা। 3 তাইন কইলা, "তুমরা পথর
লাগি লাঠি, গাইট-বুছকি, খানি-খুরাকি, টেকা-পয়সা, বা দুইটা কোর্তাও লগে
নিও না। 4 কুনু গাউত গেলে তুমরা যে বাড়িত হামাইবায়, অউ বাড়িতউ
রইও, আর অন থাকি হিরবার বিদায় অইও। 5 মানষে যুদি তুমরারে জাগা না
দেইন, তে হন থাকি বার অইবার আগে তুমরার পাওর ধুইল ফুছিয়া
ফালাইও, অউ ধুইলেউ তারার বিপক্ষে সাক্ষি দিবো।" 6 সাহাবি অকল
রওয়ানা অইয়া গাউয়ে গাউয়ে গিয়া, আল্লার খুশ-খবরি তবলিগ আর
বেমারিন্তরে শিফা করাত লাগলা।
7 রাজা হেরোদে ইছার অউ কাম-কাজর খবর হুনিয়া খুব ঘাবড়ি গেলা।
কুনু কুনু মানষে তানরে কইলা, এহিয়া নবী হিরবার জিন্দা অইয়া উঠি
গেছইন। 8 আর কুনু কুনু জনে কইলা, ইলিয়াছ নবীয়ে দরশন দিছইন। হিরবার
কেউ কেউ কইলো, পুরানা জমানার কুনু নবী জিন্দা অইয়া আইছইন। 9 তেউ
হেরোদে কইলা, "আমি নিজেউ তো এহিয়ার মাথা কাটাইছি, তে অউ যেতা
হুনরাম, এইন আসলে কে?" এরদায় হেরোদে ইছারে দেখার খিয়াল অইলো।

পাচ আজার মানষর গাইবি খানি

10 ইছায় যে বারোজন সাহাবিরে তবলিগো পাঠাইছলা, তারা ফিরিয়া
আইলা। আইয়া তানরে জানাইলা, তবলিগি ছফরো কিতা কিতা করছইন,
অউ তাইন এরারে লইয়া খুব নিরিবিলি হালতে বায়ত-ছয়দা নামর এক
গাউত গেলা। 11 অইলে মানষে ই খবর হুনিয়া দলে দলে ইছার খরে অইয়া
রওয়ানা দিলাইলা। তাইন এরারে খুশি মনে কবুল করলা। তারার গেছে
আল্লার বাদশাইর বয়ানি তবলিগ করলা, আর যেতা বেমারির বেমার শিফা
অওয়া জরুর আছিল, তাইন এরারে শিফা করলা।
12 হাইঞ্জা বালা হউ বারো জন সাহাবি আইয়া ইছারে কইলা, "হুজুর,
আমরা যে জাগাত আছি, ইখান খুব নিরিবিলি জাগা। তে অতা মানষরে
বিদায় দিলাউক্কা, তারা কান্দা-কাছার গাউত গিয়া রাইতকুর থাকা-খাওয়ার
বেবস্তা করউক।" 13 ইছায় জুয়াপ দিলা, "তুমরা তারারে খানা খাওয়াও।"
তারা কইলা, "আমরার গেছে তো খালি পাচখান রুটি, দুইটা বিরান মাছ
আছে, আর কুন্তা নাই। তে আমরা বাজারো গিয়া এরার লাগি খানা লইয়া
আনতাম নি?" 14 ইছায় কইলা, "এরারে পইঞ্চাশ-জন, পইঞ্চাশ-জন করি
বওয়াই দেও।" ইনো খালি বেটা মানুষউ আছলা পাচ আজারর লাখান।
15 তেউ সাহাবি অকলে তারারে বওয়াইলা। 16 ইছায় অউ পাচোখান রুটি
আর দুইও মাছ লইয়া আছমানর বায় চাইয়া আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা।
বাদে রুটি আর মাছ টুকরা টুকরা করি ভাংগিয়া, সাহাবি অকলর আতো দিয়া
কইলা বাটিয়া দিলাইতা। 17 অউ খানায় হকল মানষে পেট ভরিয়া খাইলা।
খাইয়া হারলে যেতা গুড়া-গাড়া রইছিল অতা দলা করলে বারো টুকরি
ভরিগেল।

হজরত ইছার মউতর আগাম খবর

18 একদিন ইছা এক নিরাই জাগাত দোয়া করাত বইরা, খালি সাহাবি
অকল তান লগে আছলা। তাইন এরারে জিকাইলা, "কওছাইন, মানষে কিতা
মনো করইন, আমি কে?" 19 তারা জুয়াপ দিলা, "কুনু কুনু মানষে কইন,
আপনে এহিয়া নবী। কুনু জনে কইন ইলিয়াছ নবী, আর কেউ কেউ কয়
বউত আগর জমানার কুনু নবী হিরবার জিন্দা অইয়া উঠিছইন।" 20 ইছায়
এরারে জিকাইলা, "অইলে তুমরা কিতা মনো করো, আমি কে?" সাহাবি
পিতরে কইলা, "আপনেউ আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী।" 21 ইছায়
তারারে কইলা, "খবরদার! ইতা আর কেউররে হুনাইও না।"
22 বাদে তাইন কইলা, "আমি বিন-আদমে বউত কষ্ট সইয্য করা লাগবো।
সমাজর মুরব্বি অকলে, বড় ইমাম, আর মৌলানা অকলে আমারে এলা
করবা। আমারে কাতল করা অইবো, অইলে মউতর তিন দিনর দিন আমার
হিরবার জিন্দা অইয়া উঠা জরুর।"
23 তাইন এরা হকলরে কইলা, "আমার তরিকায় কেউ জিন্দেগি কাটাইতে
চাইলে, হে তার নিজর খুশিয়ে চলা বাদ দেউক। তার আপন দুখ-কষ্টর সলিব
পরতেক দিন বইয়া লইয়া আমার খরে খরে আউক। 24 যে মানষে নিজর
জান বাচাইতো চায়, হে তার হাছাররর জিন্দেগি খুয়াইবো। অইলে যে জনে
আমার লাগি নিজর জান কুরবানি দেয়, হে হাছাররর জিন্দেগি পাইবো। 25 কুনু
মানুষ যুদি আস্তা দুনিয়ার মালিক বনিয়াও তার হাছাররর জিন্দেগি মানি
আখের খুয়াইলায়, তে তার কুনু ফায়দা অইলো নি? 26 হুনউক্কা, কেউ যুদি
আমার লাগি বা আমার তালিমর লাগিয়া মুখ লুকায়, তে আমি বিন-আদম
যেবলা আমার নিজর, আর পবিত্র ফিরিস্তা অকলর, আর গাইবি বাফর শান-
তজল্লিয়ে দুনিয়াত হিরবার আইমু, অউ সময় আমিও এরারে দেখলে মুখ
লুকাইমু। 27 আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, অউ মজলিছো অউলা
কয়জন মানুষ আজির আছইন, আল্লার বাদশাই না দেখিয়া এরার মউত
অইতো নায়।"

হজরত ইছার নুরানি ছুরত

28 অউ তালিমর একদ হাপ্তা বাদে, ইছা দোয়া করার লাগি তান সাহাবি
পিতর, হান্নান, আর ইয়াকুবরে লইয়া এক টিল্লার উপরে উঠলা। 29 তাইন
দোয়া কররা, অমন সময় আখতাউ তান মুখর রংগ বদলিগেল, তান ফিন্নর
কাপড়-চুপড় ধলা চকচকা অইগেল। 30 অউ সময় দেখা গেল, দুইজন মানষে
আইয়া তান লগে বাতচিত কররা, এরার একজন অইলা মুছা নবী, দুছরা জন
ইলিয়াছ নবী। 31 তারা আল্লাই জালাল আর শানে দেখা দিলা। জেরুজালেম
ছফরর কালো ইছা যেন আল্লার মর্জি মাফিক মউতর মুখামুখি অইরা, অউ
বেয়াপারেউ তারা বাতচিত করলা।
32 সাহাবি পিতর আর তান লগর অকল বেমালুম ঘুমো আছলা। আখতাউ
ঘুম ভাংগি যাওয়ায় তারা ইছার জালাল-শান দেখলা, আর তান কান্দাত

উবা অউ দুইও জনরেও দেখলা। 33 হউ দুইওজন যেবলা ইছার গেছ থাকি রওয়ানা দিলাইরা, অউ সময় পিতরে কইলা, “হুজুর, আমরাও তো অনো আছি, খুব ভালা অইছে, তে এককাম করিলাই, আমরা অনো তিনখান ডেরা-ঘর বানাইলাই, একখান আপনার, একখান ইলিয়াছ নবী, আর একখান মুছা নবীর লাগি।” পিতরে যেন কিতা কইরা, ইতা তাইন নিজেউ বুজলা না।
34 পিতরে অতা মাতিরা, অউ সময় আখতাউ মেঘর কালনি আইয়া তারারে গুরিলিলো। তারা কালনির আওড়ে হামানির বাদে সাহাবি অকল ডরাইগেলা। 35 আর কালনির ভিতর থাকি অউ আওয়াজ আইলো, “এইনউ আমার খাছ মায়ার জন, তুমরা এন কথা মানো।”
36 ই আওয়াজর বাদেউ দেখা গেল, ইছা হনো একলা উবাই রইছইন। সাহাবি অকল নিরাই অইগেলা, তারা যেতা দেখছিলা অউ সময় ইতা আর কেউররে হুনাইলা না।

জিনর আছর আলা পুয়া

37 বাদর দিন ইছা আর সাহাবি অকল পাড়র টিল্লা থাকি লামিয়া আইলে, বউত মানুষ তান লগে দেখা করাত আইয়া ভিড় বান্দিল্লা। 38 অউ ভিড়র মাজর একজনে চিল্লাইয়া কইলো, “হুজুর, আমার পুয়াগুর বায় খিয়াল করউক্কা, অগু আমার একমাত্র আওলাদ। 39 তারে একটা জিনে ধরে, ইগিয়ে তারে ছাড়তো চায় না, হে আখতাউ চিক দিয়া উঠে আর মাটিত পড়িয়া ছাটিয়ায়। তার মুখেদি ফেনা বারয়, হেশে তারে আছাড়িয়া আধ-মরা করি ফালাই থইয়া যায়। 40 আমি আপনার সাহাবি অকলর গেছে মিনত-কাজ্জি করছলাম অগুতারে খেদাইবার লাগি, অইলে তারা পারছইন না।”
41 ইছায় কইলা, “ও বেইমান আর নাফরমানর জাত, আমি আর কতদিন তুমরার লগে রইমু, তুমরার ছাতানি সইয্য করমু? দেখিছাইন, তুমার পুয়ারে অনো আনো।” 42 বেটায় পুয়ারে লইয়া আওয়ার, অউ সময় জিন্নাতে তারে মাটিত ফালাইয়া জাতিয়া ধরলো, হে হুতিয়া ছাটিয়ানি লাগাইলো। তেউ ইছায় জিন্নাতরে ধামকি দিলা, তাইন অউ পুয়ারে ভালা করিয়া তার বাফর আতো সমজাই দিলা। 43 আল্লার কুদরতি লিলা-খেলা দেখিয়া হকল মানুষ তাইজ্জুব অইগেলা।

দুছরা বার তান মউতর আগাম খবর

ইছার কেরামতি কাম-কাজ দেখিয়া হক্কলে তাইজ্জুব বনিয়া চিন্তা কররা, অউ সময় তাইন সাহাবি অকলরে কইলা, 44 “আমার কথা খানাইন তুমরা মন দিয়া হুনো, আমি বিন-আদমরে তো মানষর আতো ধরাই দেওয়া অইবো।” 45 সাহাবি অকলে ই মাতর কুনু মানি বুজলা না। আল্লায় তারার গেছে ইখান গাইব রাখলা, যাতে তারা না বুজইন। আর অউ বেয়াপারে ইছারেও কুন্তা জিকাইতে তারার সাওস অইলো না।

বড় কে?

46 সাহাবি অকলর মাজে কে হকল থাকি বড়, অতা লইয়া তারা তর্কা-তর্কি কররা, 47 এরমাজে ইছায় তারার দিলর ভাব বুজিলিলা। তাইন এক নাবালিক হুরুতারে কান্দাত আনিয়া কইলা, 48 “যে জনে আমার লাগি অউ হুরুতার লাখান কুনু ছাবালরে কবুল করে, হে আমারেউ কবুল করে। আর আমারে যে কবুল করে, হে খালি আমারে নায়, আমারে যেইন বেজিছইন তানরেও কবুল করলো। তুমরার মাজে যে জন হকল থাকি হুরু, হে-উ হকল থাকি বড়।”
49 বাদে সাহাবি হান্নানে কইলা, “হুজুর, আমরা দেখলাম আপনার নাম লইয়া একজনে ভুত ছাড়ার। দেখিয়া আমরা তারে মানা করছি, হে তো আমরার তরিকার নায়।” 50 ইছায় তানরে কইলা, “আর মানা করিও না, যে তুমরার বিপক্ষে নায়, হে তো পক্ষেউ আছে।”

জেরুজালেম যাওয়ার পথে হজরত ইছা (৯:৫১-১৯:২৭)

হজরত ইছা জেরুজালেমর বায় রওয়ানা

51 ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নিবার দিন ঘনাইয়া আইলো, অউ তাইন জেরুজালেমো যাইতা করি নিয়ত করলা। 52 তান আগে অইয়া খবরিয়া অকল পাঠাইলা। তারা আগে গিয়া হকলতা জইত-জাইত করার খিয়ালে শমরিয়া জাতির এক গাউত গিয়া হামাইলা। 53 অইলে হি গাউর মানষে যেবলা হুনলা, ইছা জেরুজালেম যাইতা, হুনিয়া তারা তানরে আশ্রয় দিলো না। 54 এরদায় তান সাহাবি ইয়াকুব আর হান্নানে কইলা, “হুজুর, ইলিয়াছ নবীর লাখান আমরাও অখন আরজ করতাম নি, আছমানি আগুইন লামিয়া অতারে বিনাশ করিলাউক?” 55 ইছায় তারার বায় ফিরিয়া ধামকি দিয়া কইলা, “তুমরা জানো না নি তুমরা কুন লাখান রুহর গড়া? আমারে কুনু বেজা অইছে নি মানষর বিনাশ করতাম? আমারে তো বেজা অইছে মানষর জান বাচাইতাম।” 56 অখান কইয়া এরা আরক গাউত গেলাগি।
57 তারা যেবলা পথেদি যাইরা, অউ সময় এক বেটা আইয়া ইছারে কইলো, “ছাব, আপনে যেখানো যাইবা, আমিও আপনার লগে হনো যাইমু।” 58 ইছায় তারে কইলা, “বাবারে, হিয়ালর গাত আছে, পাখিন্তর বাদা আছে, অইলে আমি বিন-আদমর মাথা গুজার কুনু ঠাই নাই।” 59 বাদে ইছায় আরক জনরে দেখলা, দেখিয়া তারে কইলা, “ওবা, আমার লগে চলো।” হে জুয়াপ দিলো, “হুজুর, আমার বাফর মউতর বাদে তানরে মাটি দিয়া হারলে আমি আইমু।” 60 ইছায় তারে কইলা, “মরা অকলে তারার মরারে মাটি দেউক, তুমি আইয়া আল্লার বাদশাইর দাওত দেও।” 61 আরো একজনে কইলো, “হুজুর, আমি আপনার লগে যাইমু, তে আমার বাড়িত গিয়া বিদায় লইয়া আই।”
62 ইছায় তারে কইলা, “লাংগলর খুটিত ধরিয়া যেগুয়ে খরেদি ফিরিয়া চায়, হে আল্লার বাদশাইর লাখ নায়।”

সত্তইর জন সাগরিদরে তবলিগো পাঠাইলা

10 বাদে হজরত ইছায় আরো সত্তইরজন সাগরিদরে তবলিগো পাঠাইতা করি পছন্দ করলা। তাইন নিজে যেতা টাউন বা গাউয়াইন্তো যাওয়ার ইরাদা করছিলা, হনো যাইবার আগে এরারে দুইজন দুইজন করিয়া পাঠাইলা।
2 পাঠানির বালা এরারে কইলা, “হুনো, জমিনো তো ফসল বউত আছে, অইলে কামলা খুব কম। এরলাগি জমিনর মালিকর গেছে দোয়া করো, তান ফসল তুলার লাগি তাইন কামলা পাঠাইবা। 3 তুমরা অখন রওয়ানা অইযাও। খিয়াল রাখিও, বাঘর পালর মাজে মেড়া-বাইচ্চার লাখান আমি তুমরারে পাঠাইলাম। 4 তুমরা যাওয়ার কালো টেকার থলি, গাইট-বুছকি, পাওর জুতা ইতা কুন্তাউ লগে নিও না, আর পথর মাজে কেউররে ছালামও করিও না।
5 যে বাড়িত গিয়া হামাইবায়, হামাইয়াউ কইও, আছছালামু আলাইকুম।
6 ছালাম লওয়ার জুকা কেউ হিনো থাকলে, তুমরার ছালাম তার উপরে বর্তিবো, আর ইলা কেউ না থাকলে, তুমরার ছালাম তুমরার গেছেউ ফিরত আইবো। 7 পয়লা যে বাড়িত হামাইবায়, হউ বাড়িতউ রইও। ই বাড়ি ছাড়িয়া দুছরা বাড়িত যাইও না। তারা যেতা দেইন অতা খাইও, কারন কামলায় তার বেতন পাওয়ার যোইগ্য।
8 “যেবলা কুনু গাউত যাইবায়, হিনর মানষে তুমরারে কবুল করিয়া, তারা যেতা খাইতে দেইন, অতাউ খাইও। 9 তারার বেমারি অকলর বেমার ভালা করিও। তারারে কইও, আল্লার বাদশাই তো তুমরার ধারো আইচ্ছে।
10 অইলে কুনু গাউত গেলে হনর মানষে যুদি তুমরারে কবুল না করইন, তে গাউত আটি আটি অখান কইও, 11 হবা, তুমরার গাউর যে ধুইল আমরার পাওত লাগছে, ইতা আমরা ফুছিয়া ফালাই দিরাম, অউ ধুইলেউ তুমরার বিপক্ষে সাক্ষি দিবো। অইলে মনো রাখিও, আল্লার বাদশাই কান্দাত আইচ্ছে।
12 আমি তুমরারে কইরাম, কিয়ামতর দিন লান্নতি ছাদুম টাউনর দশা থাকি, হি গাউর দশা আরো কঠিন অইবো।
13 “হায়রে বায়ত-ছয়দা আর খুরাছিন গাউ, তুমরা তো লান্নতি। তুমরার মাজে যেতা কুদরতি কাম দেখাইল অইছে, ইতা সোর আর সিদন এলাকাত দেখাইল অইলে, তারা কাতর অইয়া তৌবা করলো অনে। 14 আসলে কিয়ামতর দিন সোর আর সিদন এলাকার দশা থাকিও, তুমরার দশা বউত কঠিন অইবো। 15 আর ও কফরনাউম টাউন, তুমি বুলে উচা অইয়া আছমানো গিয়া লাগতায়? না, পারতায় নায়! তুমারে পাতালো লামাইল অইবো।
16 “তুমরা মনো রাখিও, যেরা তুমরার কথা মানে, তারা আসলে আমার কথাউ মানে। আর যেরা তুমরারে মানে না, তারা আমারেও মানে না। যেরা আমারে মানে না, তারা আসলে হউ আল্লারেও মানে না, যেইন আমারে বেজিছইন।”
17 বাদে হি সত্তইরজন সাগরিদে তবলিগ করিয়া খুব খুশ মিজাজে ফিরত আইলা। আইয়া কইলা, “হুজুর, আপনার নাম হুনলে জিন-ভুতেও আমরার কথা মানে।” 18 ইছায় তারারে কইলা, “হুনো, আমি দেখছি, ইবলিছ-শয়তান মেঘর জিলকির লাখান বেহেস্ত থাকি পড়িযার। 19 তে আমি তুমরারে হাফ-বিচ্ছুর উপরেদি আটার খেমতা দিছি, আর তুমরার দুশমন, ইবলিছর হকল শক্তির উপরে তুমরারে খেমতা দিছি। কুনুজাত কুন্তায়উ তুমরার খেতি করতো পারতো নায়। 20 আর জিন-ভুতে তুমরার কথা হুনের দেখিয়া খুশি না অইয়া, বরং বেহেস্তি খাতাত তুমরার নাম লেখা অইছে করিউ খুশি করো।”
21 অউ সময় ইছাও পাক রুহর বলে খুশি অইয়া কইলা, “ও গাইবি বাবা, তুমিউ তো আছমান-জমিনর মালিক। আমি তুমার শুকরিয়া আদায় কররাম, কারন তুমি আখলদার-বুদ্ধিমান অকলর গেছে ইতা জাইর না করিয়া, বেবুজ-হুরুতার লাখান মানষর গেছে জাইর করছো। বাবা, আসলে তো ইতা হকলতাউ তুমার মর্জি। 22 আমার গাইবি বাবায় হকলতাউ আমার আতো সপি দিছইন। বাফ ছাড়া দুছরা কেউ জানে না অউ পুত কে, আর পুত ছাড়া দুছরা কেউ জানে না অউ বাফ কে। পুতে বাফরে যার গেছে জাইর করার খিয়াল অয়, খালি হে-উ বাফর পরিচয় পায়।”
23 বাদে তাইন সাগরিদ অকলর বায় ফিরিয়া কানে কানে কইলা, “তুমরা যেতা যেতা দেখছো, ইতা দেখার সুযোগ যার অয়, হে-উ নেক-কপালি।
24 আমি তুমরারে কইরাম, তুমরা যেতা দেখরায়, ইতা বউত নবীয়ে আর রাজা-বাদশায় দেখার আশা করলেও, দেখার কপাল অইছে না। তুমরা যেতা হুনরায়, ইতা তারা হুনতে চাইলেও হুনার কপাল অইছে না।”

হকল থাকি বড় হুকুম

25 একবার এক আলিম ছাব ইছার গেছে আইলা। আইয়া তানরে পরিক্ষা করার লাগি জিকাইলা, “হুজুর, কিতা কাম করলে আমি বেহেস্ত পাইমু?”
26 ইছায় কইলা, “মুছা নবীর কিতাবো কিতা লেখা আছে? আপনে কিতা পাইছইন?” 27 আলিমে জুয়াপ দিলা, “লেখা আছে,

তুমি তুমার আস্তা দিল দিয়া, জান দিয়া,
হকল বল-শক্তি দিয়া,
তুমার ষোলআনা মন দিয়া,
তুমার মাবুদ আল্লারে মহব্বত করবায়।

আর,

তুমার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া করবায়।”

28 ইছায় তানরে কইলা, “আপনে ঠিক কথা কইছইন। তে আপনেও অউলা
করউক্কা, তেউ বেহেস্ত পাইবা।”
29 অউ আলিমে নিজর দাম বাড়ানির লাগি ইছারে কইলা, “আইচ্ছা, তে
আমার আরি-ফরি কে?”
30 ইছায় কইলা, “হুনউক্কা, একজন মানুষ জেরুজালেম থাকি যিরিহো
টাউনো যাওয়াত আছিল। পথো ডাকাইতে পাইয়া তার কাপড়-চুপড়
হকলতা কাড়িয়া নিয়া, তারে মারিয়া আধ-মরা করি ফালাই থইয়া গেলগি।
31 বাদে এক ইমাম-ছাব অউ পথেদি যাইরা, তাইন অউ বেটারে দেখিয়া
গালাবায় হুরিয়া গেলাগি। 32 অউ লাখান লেবির খান্দানর এক খাদিম ছাবও
অউ পথেদি আইলা, তাইনও এরে দেখিয়া গালাবায় গেলাগি। 33 হেশে
শমরিয়া জাতির এক বেটা অউ পথেদি আইলো, হে বিধর্মী জাতির অইলেও
এর হালত দেখিয়া তার দিলো দরদ হামাইলো। 34 অউ হে এর জখমর
উপরে তেল আর আংগুরর রস মালিশ করিয়া পট্টি বান্দিয়া দিলো। বাদে
তার নিজর গাধার উপরে তুলিয়া, এক মুছাফির খানাত নিয়া তার যতন
করলো। 35 বাদর দিন অউ শমরিয় বেটায় মুছাফির খানার মালিকর আতো
দুইটা দিনার দিয়া কইলো, অউ মানুষগুর যতন করবা। এর বেশি খরচ
অইলেও, আমি আইয়া দিমু।
36 “তে আলিম ছাব, আপনার কিতা মনো অয়, অউ তিন জনর মাজে কুন
জন, ডাকাইতর আতো পিটা খাওরা বেটার আরি-ফরি?” 37 আলিমে কইলা,
“যে মানষে তারে দরদ করলো হে-উ তো।” তেউ ইছায় কইলা, “তে
আপনেও গিয়া অউলা করউক্কা।”

বিবি মার্থা আর তান বইন

38 বাদে ইছা আর তান সাহাবি অকল আটি আটি এক গাউত গেলা। হউ
গাউর এক বেটি মানষে খুশি অইয়া ইছারে তান বাড়িত নিয়া মেহমানদারি
করলা। অউ বেটির নাম মার্থা। 39 বেটির এক বইনর নাম অইলো মরিয়ম,
এইন হুজুরর পাওর কান্দাত বইয়া নছিয়ত হুনরা। 40 আর মার্থা গিয়া রান্দা-
বাড়া আর খাত্তির-যতন করাত পেরেশানিত রইলা। এরমাজে মার্থা আইয়া
হুজুর ইছারে কইলা, “হুজুর, দেখরা নি আমার বইনে হক্কল কাম-কাজ একলা
আমার উপরে থইয়া অনো আইছে? তে আপনে কউক্কা, আমারে সাইয্য
করতো।” 41 হুজুরে কইলা, “মার্থা, তুমি বউত বেয়াপারে চিন্তা করিয়া
পেরেশান অইগেছ। 42 হুনো, আসলে একটা বেয়াপারউ খালি জরুর আছে।
তুমার বইন মরিয়মে হউ জরুরি বেয়াপাররে পছন্দ করছে। ইতা তো তাইর
গেছ থাকি কাড়িয়া নেওয়া যাইতো নায়।”

দোয়া করার কায়দা-কানুন

11 একদিন হুজুর ইছায় কুনু এক জাগাত দোয়া করাত আছলা। দোয়া
শেষ অইয়া হারলে তান এক সাহাবিয়ে কইলা, “হুজুর, এহিয়া
নবীয়ে তো তান সাহাবিরে দোয়া করা হিকাইতা, তে আপনেও
আমরারে দোয়া করা হিকাউক্কা।” 2 ইছায় এরারে কইলা, “দোয়া করার সময়
তুমরা অউলা কইও,

ও আছমানি বাবা, তুমার নাম পবিত্র কইয়া মানা অউক,
দুনিয়াত তুমার বাদশাই কাইম অউক।
3 আমরার পরতেক দিনর রিজেক পরতিদিন যুগাই দিও;
4 বাবা, আমরার তামাম গুনারে মাফ করিয়া দিলাও,
যেলা আমরাও মাফি দিলাইছি আমরার অপরাধি অকলরে;
আর পরিক্ষা থাকি হেফাজত করো আমরারে।”

5 বাদে ইছায় তারারে কইলা, “ধরিলাও, আধা রাইতকুর বালা তুমরার কুনু
দুস্তর বাড়িত গিয়া কইলায়, দুস্ত, আমারে তিনখান রুটি করজ দেও।
6 আমার এক বন্ধু পথেদি যাওয়ার বালা আখতাউ আমার বাড়িত উঠছইন।
অখন তানে কিতা খাওয়াইতাম, আমার ঘরো তো কুন্তা নাই। 7 তেউ দুস্তে
ঘরো থনে জুয়াপ দিলা, আমি দরজা বন্দ করিয়া আমার হুরুতাইন লইয়া
হুতিরইছি, আমারে কষ্ট দিও না। অখন উঠিয়া কুন্তা দিতাম পারতাম নায়।
8 অইলে আমি কইরাম, অউ দুস্তে উঠিয়া বন্ধু হিসাবে কুন্তা দিতে না
চাইলেও, তুমি বার বার মিনত করলে হে উঠবোউ। উঠিয়া তুমি যেতা
চাইরায়, ইতা ঠিকউ দিবো।
9 “তে আমি তুমরারে কইরাম, তুমরা চাও, তেউ দেওয়া অইবো। তালাশ
করো, তেউ পাইবায়। দুয়ারো ঠুকা দেও, তুমরার লাগি দুয়ার খুলা অইবো।
10 যারা চায়, তারাউ তো পায়। যে তালাশ করে হে পায়। যে দুয়ারো ঠুকা
দেয়, তার লাগি দুয়ার খুলা অয়। 11 তুমরার মাজে ইলা কুনু বাফ আছে নি,
যার পুতে রুটি চাইলে তারে মাটি দিবো, মাছ চাইলে হাফ দিবো, 12 বা এন্ডা
চাইলে বিছা দিবো? 13 তে তুমরা নাফরমান অইয়াও যুদি তুমরার
হুরুতাইনরে ভালা ভালা চিজ দিতায় জানো, তে যারা বেহেস্তি বাফর গেছে
চাইব, তাইন নিচয় তারারে পাক রুহ দান করবাউ।”

হজরত ইছায় কুন বলে কেরামতি দেখাইন

14 একদিন এক বেটার লগ থাকিয়া ইছায় এক বোবা জিন্নাত ছাড়াইলা।
জিন্নাতে ছাড়ার বাদে হি বেটার জবান খুলি গেল, মাত-কথা মাতিলো। ইতা
দেখিয়া মানুষ তাইজ্জুব বনিগেলা। 15 অইলে কুনু কুনু মানষে কইলো, “ই
বেটায় জিনর বাদশা বেল-সবুলর বলে জিন ছাড়ায়।” 16 আরো কয়েক জনে
তানরে পরিক্ষা করার নিয়তে, তান আতর কুনু কেরামতি দেখতো চাইলো।
17 ইছায় তারার দিলর ভাব বুজিলিলা। বুজিয়া কইলা, “কুনু রাইজ্য নিজে
নিজে ভাগ অইগেলে, ই রাইজ্য বিনাশ অইযায়। অউলা কুনু পরিবারো
যেবলা বিবাদ লাগি যায়, ই পরিবারও আর টিকে না। 18 তে জিন্নাত যুদি
তার নিজর বিপক্ষে লাগি যায়, তাইলে তার রাইজ্য কেমনে টিকবো? তুমরা
তো কইরায়, আমি বেল-সবুলর বলে জিন্নাত ছাড়াই। 19 খুব ভালা কথা,
আমি যুদি বেল-সবুলর বলে জিন্নাত ছাড়াই, তে তুমরার মানষে কিতাদি
ছাড়ায়? তুমরার মতির বিচার তুমরার মানষেউ করবো। 20 অইলে আমি যুদি
আল্লাই কুদরতে জিন্নাত ছাড়াই, তে তো আল্লার বাদশাই তুমরার নজদিক
আইচ্ছে।
21 “হুনো, কুনু বলআলা মানষে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তার বাড়ি পাহারা দিলে,
তার ছামানা নিরাপদ থাকে। 22 অইলে তার থাকি জবরদস্ত আরক জন
আইয়া হামলা করিয়া তারে আরাইলিলে, হে যেতা অস্ত্র-শস্ত্রর বড়াই
করছিল, ই অস্ত্রও কাড়িয়া নিবোগি। তার হকল মাল-ছামানাও লুটিয়া নিয়া
বাটিলিবো।
23 “তে যে জন আমার পক্ষে নায়, হে তো আমার বিপক্ষ। যে আমার
অইয়া কাম না করে, হে তো আমার বিরুদ্ধে কাম করে।
24 “কুনু জিনে যেবলা এক বেমারির লগ ছাড়িয়া যায়গি, গিয়া বসত করার
লাগি মরুভুমিত ঘুরা-ঘুরি করে। বাদে কুনুখানো রইবার জাগা না পাইয়া মনে
মনে কয়, দূর! আমি যেন থাকি আইছি অনোউ হিরবার যাইগি। 25 ফিরত
আইয়া হারি দেখে, হি জাগা সুন্দর করি হাজাই-পাড়াই থওয়া। 26 অউ হে
গিয়া তার থাকি আরো বদ সাতগুু জিন লগে করি আনে। আনিয়া অনো
হামাইয়া বাসা বানায়। এরদায় অউ বেমারির দশা পয়লা থাকি হেশে আরো
খারাপ অয়।”
27 ইছায় অতা বয়ান কররা, আখতাউ ভিড়র মাজ থাকি এক বেটিয়ে জুরে
জুরে কইলো, “হুজুর, যে মা’য় আপনারে পেটো লইছইন আর দুধ
খাওয়াইছইন, এইন বড় কপালি মা।” 28 ইছায় কইলা, “ইখান হাছা কথা,
অইলে এর চাইতেও বড় কপালি তারা, যারা আল্লার কালাম হুনে, হুনিয়া
অলা আমল করে।”

হজরত ইউনুছ নবীর আলামত

29 বাদে আরো বউত মানুষ হজরত ইছার গেছে আইলা। তাইন এরারে
কইলা, “ই জমানার মানুষ তো নাফরমান। তারা খালি কেরামতি তুকায়,
অইলে ইউনুছ নবীর আলামত ছাড়া দুছরা কুনু কেরামতি তারারে দেখাইল
অইতো নায়। 30 ইউনুছ নবী নিজে নিজেউ যেলা নিনভ টাউনর মানষর
গেছে এক আলামত অইছলা, বিন-আদমও অউলা ই জমানার মানষরু গেছে
নিজেউ আলামত অইবা। 31 রোজ কিয়ামতর দিন দউকনর দেশর রানী
উঠিয়া অউ জমানার মানষর দুষ জাইর করবা। কারন বাদশা সুলাইমানর
আখলর কথা হুনার নিয়তে তাইন দুনিয়ার হেশ মাথা থাকি আইছলা। অইলে
অখন তো সুলাইমান থাকিও আরো মহান একজন অনো আছইন।
32 কিয়ামতর দিন নিনভ টাউনর মুর্দা অকল উঠিয়া ই জমানার মানষর দুষ
জাইর করবা। কারন ইউনুছ নবীর তবলিগ হুনিয়া তারা তৌবা করছিলা।
অইলে অখন তো ইউনুছ থাকিও আরো মহান একজন ইনো আছইন, তা-ও
মানষে তৌবা করের না।

চউখ ভালা যার, দিল ভালা তার

33 “কুনু মানষে তো লেম জালাইয়া হারি চকির তলে বা টুকরির তলে থয়
না, বরং গাছার উপরেউ থয়, যাতে ঘরর মানষে ফর দেখে। 34 তুমার চউখউ
অইলো তুমার কায়ার বাত্তি। চউখ যুদি ভালা অয়, তে তুমার আস্তা শরিলো
ফর অইবো। আর চউখ খারাপ অইলে, তুমার শরিলও আন্দারিত রইবো।
35 তে খিয়াল রাখিও, তুমার দিলো যে নুর আছে, ইতা আন্দাইর অইযার কি
না? 36 তুমার আস্তা শরিলো যুদি ফর থাকে, কুনু অংগ আন্দাইর না থাকে, তে
লেমে যেলা তার নিজর তেজে তুমারে ফর দেয়, অউলা ই নুরেও তুমার
আস্তা শরিলরে ফর করিলিবো।”

দিলরে পাক-পাকিজা রাখা জরুর

37 ইছায় বয়ান কররা অউ সময় ফরিশি দলর একজনে তানরে খাইবার
দাওত দিলা। তাইন গিয়া এন ঘরর ভিতরে খানিত বইলা। 38 ফরিশিয়ে
দেখলা, খাওয়াত বইবার কালো ইছায় ইহুদি নিয়ম মাফিক আত ধইছইন না,
অউ তাইন তাইজ্জুব বনিগেলা।
39 তেউ ইছায় তানরে কইলা, “হুনউক্কা, আপনারা ফরিশি অকলে তো
বাসন-বর্তনর বাইর গালা খুব সুন্দর করইন, অইলে আপনারার ভিতরে তো
নাফরমানি আর লালছে ভরা। 40 ও বেআখলর দল, যেইন বারগালা
বানাইছইন, তাইনউ কিতা ভিতরগালাও বানাইছইন না নি? 41 এরলাগি
আপনারার ভিতরে যেতা আছে, অতা আগে আল্লার ওয়াস্তে লিল্লা-ছদগা
দেউক্কা। তেউ দেখবানে, আপনারার হকলতাউ পাক-ছাফ অইযিব।
42 “হায়রে ফরিশি অকল, লান্নত তুমরারে, তুমরা খালি তেজপাতা, পদিনা
পাতা আর হক্কল হাগ-তরকারির দশ বাটর এক বাট আল্লার নামে যকাত
দেও, অইলে আল্লার মহব্বত আর হক ইনছাফর বায় তুমরার কুনু খিয়ালউ
নাই। আসলে অউ পয়লাতা মানার লগে লগে বাদরতাও আমল করা ফরজ।
43 ও লান্নতি ফরিশি অকল! মছিদো হামাইয়া ছামনর কাতারো বওয়া, আর
বাজার-আটো গিয়া ছালাম পাইতে তুমরা খুব পছন্দ করো। 44 লান্নত তুমরার
উপরে, তুমরা অইলায় অ-চিনা কয়বরর লাখান। মানষে না চিনিয়া এর
উপরেদি আটা-ফিরা করে।”
45 ইখান হুনিয়া একজন আলিমে ইছারে কইলা, “হুজুর, অখান কইয়া তো
আপনে আমরারেও বেইজ্জত কররা।” 46 ইছায় কইলা, “নিচয়, আপনারাও

লান্নতি, আপনারা মানষর কান্দো ভার বোঝাই করিয়া দেইন, অইলে তারার আছানর লাগি আংগুলটাও লাড়ইন না।
47 “হায়রে লান্নতি অকল, তুমরা নবী অকলর রওজারে সুন্দর করিয়া পাক্কা করো, অইলে তুমরার ময়-মুরব্বিয়েউ তো এরারে কাতল করছলা। 48 অতা দেখিয়াউ বুজা যায়, তুমরা তুমরার ময়-মুরব্বির কামর সাক্ষি অইরায়, তুমরাও অলা অইরায়। তারা নবী অকলরে কাতল করছিল, আর তুমরা হউ নবীর রওজারে পাক্কা কররায়। 49 এরদায় আল্লা পাকেও তান নিজর মর্জিয়ে কইলা, আমি তারার গেছে আমার নবী-রছুল বেজিমু, এরার কেউররে তারা জুলুম করবো, আর কেউররে কাতল করবো। 50 এতে দুনিয়ার পয়লা থাকি অখন পর্যন্ত যতো নবীরে কাতল করা অইছে, এরা হক্কলর দায়ী অইবা অউ জমানার মানুষ। 51 হুনউক্কা, আমি আপনাইন্তরে কইরাম, পয়লা আদমর পুত হাবিলর খুন থাকি শুরু করিয়া, নবী জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত হকল লউর সাজা অউ জমানার মানষর গেছ থাকি আদায় করা অইবো। নবী জাকারিয়ারে তো জেরুজালেমর পবিত্র কাবা শরিফর কুরবানি খানা, আর খাছ পাক জাগার মাজখানো কাতল করা অইছে। 52 হায়রে লান্নতি আলিম অকল, তুমরা মানষরেও আল্লার পথ চিনাইরায় না, নিজেও আল্লার বাদশাইত হামাইরায় না, আর যেরা হামাইতো চার, তারারেও বাধা দিরায়।”
53-54 বয়ান বাদে ইছা ইখান থাকি রওয়ানা দিলাইলা। তেউ আলিম আর ফরিশি অকলে মিজাজ গরম করিয়া ইছারে ফান্দো ফালাইতা করি খুচাই-ফাড়াই মাতিলা। নানান নমুনার ছওয়াল করিয়া তানরে আটকানির সুযোগ তুকাইলা।

আখেরাতর ছামান কামাই করো

12 অউ সময় আজার আজার মানুষ দলা অইগেলা, তারা ঠেলাঠেলি করি একে-অইন্যর উপরে পড়লা। ইছায় পয়লা তান সাহাবি অকলরে কইলা, “তুমরা ফরিশি মজহবর খামির থাকি হুশিয়ার রইও, অউ খামির অইলো তারার ভন্ডামি। 2 ঠিক অউ খামিরর লাখান, ইলা লুকাইল কুন্তাউ নাই, যেতা জাইর অইতো নায়। ইলা গোপন কুন্তাউ নাই, যেতা জানা যাইতো নায়। 3 তুমরা আন্দাইর ঘরো যেতা মাতিছো, মানষে ইতা ফরর মাজে হুনবো। ঘরর ভিতরে কানে কানে যেতা কইছো, ইতা চালর উপরে রটাইল অইবো।
4 “ও আমার দুস্ত অকল, আমি তুমরারে কইয়ার, যারা খালি শরিলরে বিনাশ করা ছাড়া আর কুন্তাউ করতো পারে না, তারারে ডরাইও না। 5 তে কারে ডরাইতায় এওখানও কইরাম, মারার বাদে দোজখো হারানির খেমতাও যান আছে, খালি তানরেউ ডরাইও। আমি হিরবার কইরাম, তুমরা খালি তানেউ ডরাইও। 6 মাত্র দুই আনায় পাচগু চড়া পাখি মিলে না নি? আল্লায় তো অউ চড়ার কথাও ফউরইন না। 7 আর কিতা কইতাম, তুমরার মাথার চুলর হিসাবও তান গেছে আছে। তুমরা ডরাইও না, বউত চড়া পাখি থনেও তুমরার দাম তান গেছে বেশি।
8 “হুনো, আমি তুমরারে কইরাম, যে মানষে সমাজর ছামনে আমারে কবুল করে, আমি বিন-আদমেও আল্লার ফিরিস্তা অকলর ছামনে তারে কবুল করমু। 9 অইলে যে মানষে সমাজর ছামনে আমারে অস্বীকার করবো, আমিও তারে আল্লার ফিরিস্তা অকলর ছামনে অস্বীকার করমু। 10 আমি বিন-আদমর বিরুদ্ধে কেউ কুন্তা মাতিলেও মাফি পাইবো। অইলে কেউ যুদি পাক রুহর বিরুদ্ধে কুফুরি করে, তে তার কুনু মাফি নাই।
11 “মানষে যেবলা তুমরারে মছিদর পাইঞ্চাইতো, বিচারি অকলর ছামনে, বা থানাত নিবো, অউ সময় কিতা জুয়াপ দিতায় বা কিতা কইতায়, ইতা লইয়া কুনু চিন্তা করিও না। 12 কিতা মাতিতায় ইতা পাক রুহে তুমরারে হউ সময় বাতাই দিবা।”
13 ভিড়র মাজ থাকি একজনে ইছারে কইলো, “হুজুর, আপনে আমার ভাইরে কউক্কা, আমার বাবায় যেতা ধন-ছামানা থইয়া গেছইন, অতা বাট-বাটরা করিয়া দিতা।” 14 ইছায় তারে কইলা, “ওবা, তুমরার বিচার করতাম আর ধন-ছামানা বাটিতাম, ইতা এখতিয়ার আমারে খেগুয়ে দিছে?”
15 তাইন মানষরে কইলা, “খবরদার! হক্কল নমুনার লোভ-লালছ থনে নিজরে বাচাও। কারন ধন-ছামানা বাইয়া গেলেও ইতায় মানষর জান বাচায় না।”
16 বাদে ইছায় তারারে অউ কিচ্ছা হুনাইলা, কইলা, “এক ধনি বেটার জমিনো বউত ধান ফলিছিল। 17 ধান দেখিয়া হে মনে মনে কইলো, অতো ধান অখন কিতা করতাম? আমার তো থইবারউ জাগা নাই। 18 তে আমি এক কাম করি, আমার উগার ভাংগিয়া বড় করি কয়টা উগার বানাইলাই। তেউ আমার হকল ধান আর মাল-ছামানা জাগা অইবো। 19 হেশে আমার জানরে কইমু, ও জান, বউত বছরর মাল-ছামানা আর খানি-খুরাকির লাগি নিচিন্তা অইগেছো। অখন আরাম-আয়েশে তুমি খাইয়া ফিন্দিয়া ফুর্তি করো।
20 অইলে আল্লায় তারে কইলা, ওরে বেআখল, তোর জান তো আইজ রাইতউ কবজ করা অইবো। তে তুই যেতা জমাইছছ, ইতা খেগুয়ে খাইবো?”
21 হেশে ইছায় কইলা, “যে মানষে খালি দুনিয়াবি ধন-ছামানা দলা করে, অইলে আখেরর ধন না জমায়, তার হালত অউলাউ অয়।”
22 বাদে ইছায় তান সাগরিদ অকলরে কইলা, “এরদায়উ আমি তুমরারে কইরাম, কিতা খাইয়া বাচতাম, আর কিতা ফিন্দিতাম, ইতা লইয়া তুমরা চিন্তা করিও না। 23 জান থাকি তো খানি বড় নায়, আর শরিল থাকি কাপড় বড় নায়। 24 অউ কাউয়া গুইন্তর বায় খিয়াল করো, তারা তো খেতও করে না, ফসলও কাটে না। তারার উগারও নাই, ভান্ডারও নাই। আল্লায় তারার রিজেক যুগাইয়া দেইন। তে তুমরা তো অউ কাউয়া থাকি বউত দামি।
25 কওছাইন, তুমরার মাজে কেউ চিন্তা-ভাবনা করিয়া তার হায়াতি একখান ঘন্টাও বাড়াইতো পারবো নি? 26 আর অউ হুরু কামখানউ যেবলা পারো না, তে কেনে বাড়তি চিন্তা করো?
27 “তুমরা অউ জংলি ফুলর বায় চাও, ইতা কতো সুন্দর! ইতায় তো নিজর সুন্দরর লাগি কুন্তাউ করেনা, কুনু রংগ সিলাইও করে না, বাইনও করে না, এমনেউ অয়। তে আমি কইয়ার, বাদশা সুলাইমান অতো জাক-জমকর মাজে রইলেও তান লেবাছ তো অতা এগু জংলি ফুলর লাখানও সুন্দর আছিল না। 28 দেখরায় নি, জংগলর মাজে অউ যতো সুন্দর ফুল অখন আছে, কাইল অইলেউ মানষে ইতা দারু বানাইয়া আগুইনদি জালাইবো। আল্লায় যুদি অউ জংগলরে অলা সুন্দর করি হাজাইছইন, তে ও কমজুর ইমানদার অকল, তুমরারেও তাইন সুন্দর করি হাজাইতা নায় নি? 29 তে কিলা খাইতাম, কিলা চলতাম, ইতা বেয়াপারে চিন্তা করিও না, বা অস্থির অইও না। 30 ই দুনিয়ার মানষে খালি অতা লইয়াউ ধান্দা করে। অইলে তুমরার বাতুনি বাফে তো এমনেউ জানইন, তুমরার কিতা কিতা লাগবো।
31 এরদায়উ তুমরা ইতা বাদ দিয়া, খালি আল্লার বাদশাইর ধান্দাত রও, তেউ ইতা হক্কলতাউ তাইন যুগাইবা।
32 “তুমরাউ আমার মেড়ার পাল, তুমরার দল হুরু-মুরু অইলেও ডরাইও না, তুমরার বাতুনি বাফর মর্জি অইলো, তুমরা তান বাদশাইর ভিতরো হামাও। 33 তুমরার যতেতা আছে, হক্কলতা বেচিয়া গরিব অকলরে বিলাই দেও, আর নিজর লাগি খালি অউলা এক কুথি-বেগ তিয়ার করো, যে কুথি কুনুদিন পুরান অয় না। অউ বেহেস্তো ছামানা জমা করো, যেখানো ছামানা ক্ষয় অয় না, চুরেও নেয় না, পুকেও খায় না। 34 কারন তুমরার ধন যেনো রয়, মনও হনো রইবো।

হামেশা তিয়ার রইও

35 “তুমরা কাপড়-চুপড় ফিন্দিয়া আর বাত্তি জালাইয়া তিয়ার রইও।
36 তুমরা অউ জাত কামলার লাখান অও, যারা তারার মুনিবর লাগি বার চায়, তাইন বিয়ার দাওত থাকি ফিরত আইয়া দুয়ারো ঠুকা দিলেউ, লগে লগে দুয়ার খুলতো পারে। 37 হউ গুলাম অকলউ কপালি, যেরারে তারার মুনিবে আইয়া হজাগ পাইবা। আমি হাছা কথা কইরাম, মুনিবে আইয়া হারি তান নিজর কমরো গামছা বান্দিয়া তারারে খানিত বওয়াইবা, আর নিজর আতে বাড়িয়া খাওয়াইবা। 38 তারাউ বড় কপালি, যেরারে তারার মুনিবে আধা রাইত বা হেশ রাইতে আইয়া ডাক দিলেউ হজাগ পাইবা। 39 মনো রাখিও, চুর কুন সময় আইবো, গিরস্তে ইখান জানলে তো হে হজাগ রইলো অনে, তার ঘরো হিং কাটতে দিলো না অনে। 40 তুমরাও অলা তিয়ার রইও, কারন যে অখতর কথা তুমরা চিন্তাউ করতায় নায়, হউ সময়উ বিন-আদমে তশরিফ আনবা।”
41 তেউ সাহাবি পিতরে কইলা, “হুজুর, ই নছিয়ত খালি আমরার লাগি, না হকল মানষর লাগি?” 42 হুজুরে জুয়াপ দিলা, “আখলদার আর হক-হালালি অউ জন কে, যার আতো মালিকে তান গুলাম-বান্দিরে দেখা-হুনার ভার দিবা, হে অখতর কালো তারার খানি বাটিয়া দিবো? 43 হউ গুলামউ কপালি, যারে তার মুনিবে আইয়া অউ লাখান কাম করাত দেখবা। 44 আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, হউ মুনিবে তারে তান নিজর হকল ধন-ছামানা তদারকির এখতিয়ার দিবা। 45 অইলে ধরিলাও, হউ গুলামে মনে মনে কইলো, আমার মুনিব আইতে তো বউত দেরি আছে, আর অউ ফাকে হে হক্কল বান্দি-গুলামরে মাইর-ধইর করলো, খাইয়া-দাইয়া ফুর্তি করিয়া, মদ খাইয়া টাল অইয়া পড়ি রইলো। 46 বাদে যে দিন আর যে অখতর কথা হে চিন্তাউ করতো নায়, হউ দিন আর হউ অখতো তার মুনিব আইয়া আজির অইবা। তাইন তারে এক ছেদে দুই টুকরা করিয়া নাফরমান অকলর কাতারো মিশাইবা।
47 “আর যে গুলামে তার মুনিবর মর্জিরে বুজিয়াও তিয়ার অইছে না, তান হুকুম মাফিক কাম করছে না, তারে বেজুইতা মাইর মারা অইবো। 48 অইলে না জানিয়া যুদি হে সাজা পাইবার কাম করিলায়, তে তার সাজা কম অইবো। যারে বেশি দেওয়া অইছে, তার গেছ থনে বেশি চাওয়া অইবো, আর যার গেছে বেশি পরিমানে থওয়া অইছে, তার গেছেউ বেশি দাবি করা অইবো।
49 “আমি তো দুনিয়াত আগুইন লাগানিত আইছি। অখন যুদি ই আগুইনখান জলিযিতো, তে বড় ভালা অইলো অনে। 50 আমি তো এক খাছ গোছল করাউ লাগবো। তে আমার দুখ-কষ্টর ই গোছল যতদিন না অইছে, অতো দিন আমার পেরেশানির কুনু সীমা নাই। 51 তুমরা মনো কররায় নি, আমি দুনিয়াত শান্তি দিতাম আইছি? না, মোটেউ নায়, আমি কইরাম, আমি তো দুনিয়াত এক মতোভেদ লাগানিত আইছি। 52 অখন থাকি এক ঘরর পাচজন যারযির আলগ অইযিবো। তিনজন দুইজনর বিপক্ষে, আর দুইজন তিনজনর বিপক্ষে লাগব। 53 বাফে পুয়ার বিপক্ষে আর পুয়া বাফর বিপক্ষে। মা পুড়ির বিপক্ষে আর পুড়িয়ে মা’র বিপক্ষে। হড়ি বউর বিপক্ষে আর বউয়ে হড়ির বিপক্ষে লাগবো।”
54 বাদে ইছায় মানষরে কইলা, “তুমরা তো পইচমেদি কালনি দেখলেউ কও, মেঘ আইওর। আর হাছাউ মেঘ আয়। 55 হিরবার দকিনা বাতাস চালু অইলে তুমরা কও, খরা অইবো, আর অলাউ অয়। 56 ও ভন্ড অকল! তুমরা আছমান আর জমিনর ছুরত বুজতায় পারো, তে আখেরি জমানার হাল-হকিকত কেনে বুজো না?
57 “কুনখান ঠিক, ইতা তুমরা নিজে নিজেউ বিচার করো না কেনে? 58 কুনু নালিশ লইয়া হাকিমর ছামনে যাইবার আগে, বিপক্ষর লগে পথো বইয়াউ মিট-মাট করার চেষ্টা করিও। আরনায় হে তুমারে ধরিয়া হাকিমর ছামনে নিবো, হাকিমে পুলিশর আতো দিবো, আর পুলিশে নিয়া জেলো হারাইবো।
59 হেশে শেষ পয়সাটা আদায় না করা পর্যন্ত, কুনুমন্তেউ জেল থাকি ছাড়া পাইতায় নায়, ইতা আমি তুমরারে কইরাম।”

তৌবা না করলে বিনাশ অইবায়

13 হজরত ইছায় বয়ান কররা, অউ সময় হনর কয়জন মানষে তানরে কইলা, “হুজুর, গালিল জিলার কিছু মানষে আল্লার পাক জাগাত গিয়া পশু কুরবানি দেওয়াত আছলা, অউ সময় হাকিম পিলাতে

তারারে হউ পাক জাগাত কাতল করিয়া, তারার লউ আর কুরবানির লউ একলগে মিশাইছইন।” 2 ইখান হুনিয়া ইছায় কইলা, “অউ কুরবানি দেওরার মউত অলা অওয়ায়, তুমরা মনো কররায় নি, গালিলর অইন্য মানুষ থাকি এরা বেশি গুনাগার আছিল? 3 আমি তুমরারে কইরাম, না, ইলা নায়, অইলে তুমরা যুদি গুনা থাকি তৌবা না করো, তে তুমরাও অলা বিনাশ অইবায়। 4 হুনো, জেরুজালেমর ছীলোয়া এলাকার ইউ উচা মিনারা ভাংগায় যে আঠারো জন মারা গেছিল, তারার বেয়াপারে কিতা মনো করো? জেরুজালেমর বাকি মানুষ থাকি এরা বেশি গুনাগার নি? 5 আমি তুমরারে কইরাম, না, ইখান ঠিক নায়, অইলে তুমরা যুদি গুনা থাকি তৌবা না করো, তে তুমরাও অলা বিনাশ অইবায়।”

6 বাদে তাইন অউ কিচ্ছা হুনাইলা, “এক গিরস্তে তান বাগানো ডুমুরর একটা গাছ লাগাইলা। সময় আইলে এইন আইয়া গাছো ফল তুকাইলা, অইলে কুনু ফল পাইলা না। 7 না পাইয়া বাগানর মালিরে কইলা, হুনো, আইজ তিন বছর ধরি অউ ডুমুর গাছো ফল তুকাইরাম, অইলে কুন্তাউ পাইরাম না। তে তুমি গাছগুও কাটিলাও, ইগুয়ে খামোখা জমিনর রস টানের। 8 মালিয়ে কইলো, ছাব, ই বছরখানও থাকউক। আমি অগুর চাইরো গালার মাটি কুড়িয়া সার দিমু। 9 ছামনর বছর যুদি ফল ধরিলায়, তে তো ভালা, নাইলে কাটিলিমু।”

জুম্মাবারে কেরামতি

10 এক জুম্মাবারে ইছা মছিদর ভিতরে নছিয়ত করাত আছলা। 11 হনো এক বেটি মানুষ আছিল, ই বেটির উপরে আঠারো বছর ধরি আতশি-দেওয়ে আছর করছিল। দেওয়ে বেটিরে গুজা বানাইলিছিল, বেটি সিদা অইয়া উবাইতো পারতো না। 12 ইছায় বেটিরে ডাকদি কান্দাত আনিয়া কইলা, “মাই গো, তুমি অখন ই বেমার থাকি রেহাই পাইছো।” 13 অখান কইয়াউ তাইন বেটিরে আতাই দিলা। লগে লগেউ বেটি সিদা অইয়া উবাইলো, আর আল্লার শুকুর-গুজার করলো।

14 অইলে জুম্মার দিন তাইন ই বেটিরে ভালা করায়, মছিদর মতল্লীয়ে গুছা করিয়া কইলা, “কাম করার লাগি তো বাকি ছয়দিনউ আতো আছে। তুমরা জুম্মার দিন না আইয়া অইন্য যেকুনু দিন আইয়া ভালা অইও।”

15 তেউ ইছায় হি মতল্লীরে কইলা, “ও ভন্ড অকল! জুম্মার দিন আপনারার গরু-গাধারে গোয়ালার বারে নিয়া পানি খাবাইন না নি? 16 আইজ আঠারো বছর ধরি ইব্রাহিমর অউ আওলাদরে শয়তানে বান্দিয়া রাখছিল। অখন জুম্মাবারে ই বেটিরে আজাদ করা জাইজ অইছে না নি?”

17 ইখান হুনিয়া যেরা তান বিপক্ষে আছিল তারা হকলেউ শরমিন্দা অইলো। অইলে বাকি মুছল্লি অকলে তান হকল কেরামতি দেখিয়া খুশি অইলা।

ডেংগা বিচি আর খামিরর কিচ্ছা

18 বাদে ইছায় কইলা, “আল্লার বাদশাইরে আমি কিতার লগে তুলনা করতাম? 19 মনো করউক্কা, আল্লার বাদশাই অইলোগি এগু ডেংগা বিচির লাখান, কুনু গিরস্তে তার জমিনো নিয়া অউ বিচি বাইন দিলো, বাদে ইটা বড় অইয়া গাছি অইগেল, আর পাখিন্তে আইয়া গাছর ডালো বাদা বানাইলো।”

20 তাইন হিরবার কইলা, “আল্লার বাদশাইর তুলনা আমি কিতার লগে করতাম? 21 ধরউক্কা, আল্লার বাদশাই অইলোগি খামিরর লাখান, কুনু এক বেটিয়ে থুড়া খামির নিয়া এক মন ময়দার লগে মাখিলো, আর খামিরর ফাফে হকল ময়দা ফুলিয়া উঠিলো।”

নাজাতর বেয়াপারে তালিম

22 হজরত ইছায় আটি আটি গাউয়ে গাউয়ে আর টাউনে টাউনে গিয়া তবলিগ করিয়া জেরুজালেমর বায় আগুয়াইলা। 23 এরমাজে একজন মানষে তানে জিকাইলো, “হুজুর, যেরা নাজাত পাইবা, এরা পরিমানে খুব কম নি?”

অউ ইছায় মানষরে কইলা, 24 “চিপা দুয়ারেদি হামানির লাগি দিলে-জানে ফিকির করো। হুনো, আমি তুমরারে কইরাম, বউত জন ইনো হামাইতে চাইলেও, হামাইতো পারতো নায়। 25 ঘরর মালিকে যেবলা দুয়ার বন্দ করিলিবা, তুমরা বারে উবাইয়া দুয়ারো ঠুকাইতে ঠুকাইতে কইবায়, হুজুর, আমরারে দুয়ার খান খুলিয়া দেউক্কা। অইলে তাইন জুয়াপ দিবা, তুমরা কুয়াই থাকি আইছো, আমি তো চিনিউ না। 26 তেউ তুমরা কইবায়, আমরা আপনার লগে খাইছি-বইছি, আপনে তো আমরার পথো-ঘাটো আইয়া আমরারে নছিয়ত করতা। 27 অইলে তাইন কইবা, হায়রে নাফরমান অকল, আমার গেছ থাকি বাগো। তুমরা কুয়াই থাকি আইছো, আমি তো চিনিউ না।

28 “তুমরা দেখবায় ইব্রাহিম, ইছহাক, ইয়াকুব আর তামাম নবী অকল আল্লার বাদশাইত দাখিল অইছইন, অইলে তুমরারে হরাইয়া ফালানি অইছে। তুমরার মাজে কেউ কান্দা-কাটি করবায় আর কেউ দাত কিড়িমিড়ি খাইবায়। 29 আরো দেখবায়, দুনিয়ার চাইরোবায় থাকি মানুষ আইয়া আল্লার বাদশাইত দাখিল অইয়া খানা-দানা খাইরা। 30 তে যেরা অখন খরর কাতারো আছে, তারা কেউ কেউ আগে আইবো, অইলে অখন যেরা আগর কাতারো আছে তারা কেউ কেউ খরে যাইবোগি।”

জেরুজালেমর লাগি আফছুছ

31 তাইন অতা মাতিরা, এরমাজে আখতাউ ফরিশি দলর কয়জন আইয়া ইছারে কইলা, “আপনে ইন থাকি হরিয়া যাইনগি, কারন রাজা হেরোদে আপনারে মারিলিতা চাইরা।” 32 ইছায় তারারে কইলা, “আপনারা গিয়া হউ হিয়ালর ছাওরে কউক্কা, আইজ আর কাইল আমি জিন্নাত ছাড়াইমু, বেমারি অকলর শিফা করমু, পরু দিন আমার কাম শেষ অইবো। 33 তে যেলাউ অউক, আইজ, কাইল আর পরু, অউ তিন দিন আমার চলাউ লাগব। আমি তো জানিউ, জেরুজালেমর বারে কুনু নবীরে কাতল করা অয় না।

34 “জেরুজালেম! হায়রে জেরুজালেম! তুমি নবী অকলরে কাতল করো। তুমার গেছে যাররে বেজা অইছে, তুমি তারারে পাথর মারছো। মুরগিয়ে যেলা তাইর ছাওরে ডাখনার তলে আশ্রয় দেয়, আমি অউলা তুমার মানষরে আশ্রয় দিতাম চাইছি, অইলে তুমি রাজি অইলায় না। 35 তে হুনো, তুমার বাড়ি খালি-বাড়ি অইবো। আমি তুমরারে কইরাম, যতদিন তুমরা না কইবায়, আল্লার নাম লইয়া যেইন আইরা তাইনউ মুবারক, অতো দিন তুমরা আর আমারে দেখতায় নায়।”

খানির দাওতো বইয়া তালিম

14 হজরত ইছা ফরিশি দলর এক মুরব্বির বাড়িত কুনু এক জুম্মাবারে দাওতো গেলা, গিয়া হারলে তারা তানবায় খুব ভালা করি চউখ রাখলো। 2 আখতাউ তান ছামনে এক বেমারি বেটা আইলো, তার আস্তা শরিল বেমারে ফুলিগেছিল। 3 তেউ ইছায় হনর আলিম আর ফরিশি অকলরে জিকাইলা, “মুছা নবীর শরিয়ত মাফিক জুম্মাবারে কুনু মানষর বেমার শিফা করা জাইজ নি?” 4 ইখান হুনিয়া তারা হকল নিরাই রইলা, আর ইছায় হি বেমারিরে শিফা করিয়া বিদায় দিলাইলা। 5 বাদে তারারে কইলা, “তুমরার মাজে ইলা কুনু জন আছে নি, যার কুনু হুরুতা বা গরু-ছাগল জুম্মার দিন পানিত পড়িগেলে, হে ইগুরে পানি থাকি তুলে না?” 6 ইখান হুনিয়া তারা কুনু জুয়াপ দিতা পারলা না।

7 আর যে মেহমান অকল দাওতো আইছইন, তারা হকলে ভালা ভালা জাগা তুকাই বইরা দেখিয়া, ইছায় তারারে অউ তালিম দিলা, 8 “কুনু মানষে তুমারে বিয়ার দাওত দিলে, তুমি মজলিছো হামাইয়া দামি জাগাত বওয়া ঠিক নায়। কারন মালিকে কিবান তুমার থাকি আরো ইজ্জতি কেউররে দাওত দিছইন। 9 তে অইলে যেইন তুমারে দাওত দিছইন তাইন আইয়া কইবা, অউ সিট থাকি উঠিয়া আমার দামি মেহমানরে বইবার দেইন। তেউ তুমি শরমিন্দা অইয়া এমনেউ হকল থাকি নীচা জাগাত গিয়া বইবায়। 10 এরদায় তুমি কুনু দাওতো গেলে পয়লা নীচা জাগাত গিয়া বইও। তেউ যার বাড়িত দাওতো গেছো তাইন আইয়া কইবা, ভাইছাব, ইনো কেনে বইছইন, ভালা জাগাত তশরিফ আনউক্কা। এতে আরো মেহমান অকলর ছামনে তুমার ইজ্জত বাড়বো। 11 আসলে যে নিজরে বড় মনো করে, তারে হুরু করা অইবো। আর যে নিজরে হুরু মনো করে, তারে বড় করা অইবো।”

12 যে মৌলানায় হজরত ইছারে দাওত দিছলা, ইছায় এনরে কইলা, “দিনর বা রাইতকুর খানির লাগি তুমি কুনু অনুষ্ঠান করলে, তুমার বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বিরাদর, খেশ-কুটুম, আর ধারো কাছর ধনি মানষরে দাওত দিও না। তারারে খাওয়াইলে বাদে তারাও তুমারে খাওয়াইয়া বদলা দিলাইবা। 13 এরলাগি তুমি কুনু মেহমানদারি করতে চাইলে, খালি গরিব মানুষ, আতুর, আন্দা, লুলা-লেংড়ারে দাওত দিও। 14 এরা তো ফিরিয়া তুমারে খাওয়াইতো পারতো নায়। এতে কিয়ামতর দিন তুমি পরেজগার অকলর লগে ইতার বদলা পাইবায়।”

15 ইতা হুনিয়া হউ খানির মজলিছর একজনে কইলা, “মুবারক হউ বন্দা, যেইন আল্লার বাদশাইত বইয়া খানা-পিনা খাইবা।” 16 তেউ ইছায় কইলা, “কুনু একজন মানষে খুব বড় এক মেজবানি করিয়া, বউত মানষরে দাওত দিলা। 17 খাওয়ার সময় অইলে তান গুলামরেদি কওয়াইলা, আপনারা আইউক্কা, খানা তিয়ার অইগেছে। 18 অইলে হকল দাওতিয়ে এক একটা উজর দেখাইলো। পয়লা জনে কইলো, আমি থুড়া জমিন খরিদ করছি, অখন দেখাত যাইতাম, তে হনো না গেলে অইতো নায়, এরলাগি আমারে মাফ করউক্কা। 19 দুছরা জনে কইলো, আমি আলর লাগি পাচ জুড়া বিছাল লইছি। অখন গিয়া দেখতাম, ইতায় আল বাইন কি না, আমারে মাফ করউক্কা। 20 আরক জনে কইলো, আমি তো নয়া বিয়া করছি। অখন যাইতাম পারতাম নায়। 21 হি গুলামে আইয়া তার মালিকরে হকলতা জানাইলো। ইতা হুনিয়া মালিকে গুছা করিয়া কইলা, তুই জলদি করি টাউনর অল্লিয়ে-গল্লিয়ে যা, গিয়া গরিব, আতুর, আন্দা, লুলা-লেংড়ারে আনগি। 22 তেউ হে অলা করিয়া হারি বাদে আইয়া কইলো, হুজুর, আপনার হুকুমে হকলতা করা অইছে, অইলে অখনও জাগা খালি রইছে। 23 অউ তাইন কইলা, তে টাউনর বারে পথো-ঘাটো, আর চিপায়-চাপায় যা, গিয়া মিনত-কাজ্জি করি মানষরে আন। মানুষ আইয়া মজলিছ ভরি যাউক্কা। 24 আর তুমরা খিয়াল করি হুনো, আগে যেতারে দাওত দিছলাম, ইতা কুনুগিয়ে যানু আমার খানি না পাইন।”

আল-মসীর উম্মত অওয়ার শর্ত

25 বাদে হজরত ইছার লগে অইয়া বউত মানুষ আটাত আছলা। অউ সময় তাইন এরার বায় চাইয়া কইলা, 26 “কেউ যুদি আমার তরিকাত আইতো চায়, তে তার নিজর মা-বাফ, বউ-বাইচ্চা, ভাই-বিরাদর, আর নিজর জানরেও আমার থাকি হুরু মনে করতে অইবো। আরনায় হে আমার উম্মত অইতো পারতো নায়। 27 যে মানষে নিজর দুখ-কষ্টর সলিব কান্দো লইয়া আমার খরে খরে রয় না, হে আমার উম্মত অইতো পারে না।

28 “তুমরার কেউ যুদি উচা কুনু দলান বানাইতো চায়, তে হে পয়লা তার খরচর হিসাব মিলাইয়া দেখে, দলানর কাম শেষ করার লাগি তার টেকা আছে কি না। 29 না অইলে, ইয়ান দিয়া হারি কাম শেষ করতে না পারলে, মানষে টাট্টা করবা, 30 তারা কইবা, বেটায় দলান তুলিয়া অখন শেষ করতো পারের না।

31 “আর যুদি এক রাজা আরক রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করাত লাগইন, তে
পয়লা বইয়া পরামিশ করবা, তাইন কইবা, বিশ আজার ফৌজ লইয়া যেরা
আমার বিপক্ষে আইরা, আমি দশ আজার ফৌজ লইয়া এর মুকাবিলা
করতাম পারমু নি? 32 যুদি না পারইন, তে হামলা কররা রাজা দুরই থাকতেউ
আপোসর লাগি কয়জন তিয়াইত পাঠাইবা। 33 ঠিক অউলা, তুমরার মাজে
কেউ যুদি তার হক্কলতার মায়া ছাড়তো না পারে, তে হে আমার উম্মত
অইতো পারতো নায়।
34 “নুন তো ভালা জিনিস, অইলে নুনর যুদি স্বাদ নষ্ট অইযায়, তে আর
নুনতা করা যায় নি? 35 ইতাদি সারও বানাইল যায় না, জমিনো দেওয়া যায়
নী, এরলাগি মানষে ইতা বারে ফালাই দেইন। হুনার মত কান যার আছে, হে
হুনউক।”

আরাইল মেড়ার কিচ্ছা

15 হজরত ইছার বয়ান হুনার লাগি বউত ঘুষখুর খাজনা তুলরা আর
বে-শরিয়তি আম মানুষ তান গেছে দলা অইলা। 2 ইতা দেখিয়া
ফরিশি দলর মানষে আর মৌলানা অকলে কানা-কানি করি কইলা,
“ই মানুষগু খালি নাফরমান অকলর লগে উঠা-বওয়া আর খানা-পিনা খায়।”
3 তেউ ইছায় তারারে অউ কিচ্ছাইন হুনাইলা। তাইন কইলা, 4 “মনো
করউক্কা, আপনারা কুনু একজনর একশোটা মেড়া আছে। এরমাজর এগু
মেড়া আরাই গেলে, হে বাকি নিরান্নব্বইটা বন্দো থইয়া হউ আরাইল অগু
তুকানিত যায় না নি? 5 গিয়া অগু তুকাইয়া পাইলে, খুশিয়ে ইটারে কান্দো
করি আনে। 6 বাদে বাড়িত গিয়া বন্ধু-বান্ধব আর আরি-ফরিরে কয়, আও,
আমার লগে ফুর্তি করো। আমার আরাইল মেড়াগু তুকাইয়া পাইলিছি।
7 আমি আপনারারে কইরাম, এক্কেরে অউ লাখানউ, যারা গুনা থাকি তৌবা
করার জরুর মনো করে না, ইলা নিরান্নব্বই জন পরেজগার থাকি একজন
গুনাগারে মন বদলাইয়া তৌবা করলে, বেহেস্তো আরো বেশি খুশি-বাসি
অয়।

আরাইল টেকার কিচ্ছা

8 “বা ধরউক্কা, কুনু এক বেটির গেছে রুপার দশটা টেকা আছিল। এরথাকি
এগু টেকা যুদি আরাইযায়, তে বেটিয়ে হি টেকার লাগি লেম জালাইয়া
হুরুইনদি হুরিয়া আস্তা ঘর তুকায় না নি? 9 বাদে তুকাইয়া পাইলিলে বন্ধু-
বান্ধব আর আরি-ফরিরে ডাকিয়া কয়, আও না, আমার লগে খুশিত সামিল
অও। আমার আরাইল টেকাগু তুকাইয়া পাইলিছি। 10 আমি আপনারারে
কইরাম, এক্কেরে অউ লাখানউ, একজন গুনাগার মানষে মন বদলাইয়া
তৌবা করলে, আল্লার ফিরিস্তা অকলে অউলা খুশি করইন।”

আরাইল পুয়ার কিচ্ছা

11 বাদে ইছায় কইলা, “এক গিরস্তর দুই পুয়া আছিল। 12 একদিন হুরু
পুয়ায় তার বাফরে কইলো, বাবা, আমি বাবাইতি জমি-জমা আর ধন-ছামানা
যেতা পাইতাম, আমার অউ বাট-খান অখনউ আলগাইয়া দিলাউক্কা। অউ
বাফে তান ছামানা দুইও পুয়ার নামে বাটিয়া দিলাইলা। 13 এর কয়দিন বাদে
হুরু পুয়ায় তার হক্কল ছামানা বেচিয়া বিদেশ গেলগি। বিদেশ গিয়া বাদ পথে
চলিয়া তার টেকা-পয়সা হক্কলতা খুয়াইলিলো। 14 হকলতা খুয়াইয়া হারলে
হউ দেশর হকল জাগাত খুব নিদান দেখা দিলো এরদায় হে খুব কষ্টত
পড়লো। 15 হে হউ দেশর এক গিরস্তর বাড়িত গিয়া চাকরি চাইলো। মালিকে
তারে চাকরি দিয়া শুয়রর পাল রাখার লাগি বন্দো পাঠাইলো। 16 বন্দো গিয়া
শুয়রে যেতা খায়, হে-ও অতা খাইয়া পেটর ভুক মিটাইতো চাইলো, অইলে
অতাও কেউ তারে দিতো না।
17 “বাদে আখতা একদিন তার হুশ অইলো। হে মনে মনে কইলো, আমার
বাবার বাড়িত তো বউত চাকর-বাকরে পেট ভরি ভাত খাইরা। তে আমি
অনো উপাসে মররাম কেনে? 18 আমি গিয়া আমার বাবারে কইমু, বাবা,
আমি তো আল্লার গেছে আর তুমার গেছেও নাফরমান বনিগেছি। 19 তুমার
পুয়া কইয়া আমি আর পরিচয় দিবার লাখ নায়। খালি তুমার চাকরর লাখান
আমারে একজরা আশ্রয় দেও। 20 অখান কইয়া হে তার বাড়িত রওয়ানা
দিলাইলো। বাড়ির কান্দাত আইতেউ তার বাফে তারে দেখিলিলা। দেখিয়া
তান দিল গলি গেল। তাইন দৌড়িয়া গিয়া তারে আইঞ্জা করি ধরিয়া হুংগা
দিলা। 21 তেউ পুয়ায় কইলো, বাবা, আমি তো তুমার পুয়া কইয়া পরিচয়
দিবার লাখ রইছি না। আমি আল্লার গেছে আর তুমার গেছেও নাফরমান
বনিগেছি। 22 অইলে বাফে লগে লগে কামলাইন্তরে কইলা, হই, জলদি করি
ঘর থাকি ভালা জুব্বাটা আনিয়া আমার পুয়াগুরে ফিন্দাও। তার আতো
আংটি আর পাওত জুতা ফিন্দাই দেও। 23 আর হুনো, পালো থাকি তাজা
ডেকা-বাছুরগু আনিয়া জবো করো। আও, আমরা হকলে মিলিয়া খুশি-বাসি
করি খানা খাই। 24 আমার ই পুয়াগু তো মরিগেছিল, অখন হিরবার জিন্দা
অইছে। অগু নাই অইগেছিল, অখন ফিরত পাইছি। তেউ হকলে মিলিয়া
খুশি-বাসিত লাগলা।
25 “অউ সময় বেটার বড় পুয়া বন্দো আছিল। হে বাড়ির কান্দাত আইয়া
নাচ-গান আর ডুল-ডপকির আওয়াজ হুনিয়া, 26 তারার এক চাকররে
জিকাইলো, কিতারে, ইতা কিতা অর? 27 চাকরে কইলো, ছাব, আপনার হুরু
ভাই বাড়িত আইছইন। আপনার আব্বায় তানরে ছহি-ছালামতে পাইয়া,
তাজা অউ ডেকা-বাছুর জবো করছইন। 28 ইখান হুনিয়া বড় পুয়ায় গুছা
করিয়া বাড়ির ভিতরে আইতো চাইলো না। তেউ তার বাফ বারি অইয়া
আইয়া তারে মিনত-কাজ্জি করলা। 29 হে তার বাফরে কইলো, দেখউক্কা,
আমি অতো দিন ধরিয়া আপনার খেজমত কররাম, কুনুদিনউ আপনার হুকুম
উল্টাইছি না। অইলে আমার বন্ধু-বান্ধব লইয়া খুশি করার লাগি এগু বকরির
বাইচ্চাও কুনুদিন দিছইন না। 30 আর আপনার যে পুয়ায় নটি বেটিন্তর তলে
হকল ছামানা খুয়াইছে, হে আইতেউ তাজা ডেকা-বাছুরগু আনিয়া জবো
করিলাইলা! 31 বাফে কইলা, পুতরে, তুমি তো হামেশাউ আমার লগে
আছো। আমার যেতা ছামানা রইছে, ইতা হক্কলতাউ তো তুমার। 32 অখন
আমরা হকলে দিল ছাফ করিয়া খুশি-বাসি করা জরুর। তুমার ই ভাই তো
মরিউ গেছিল, অখন হিরবার জিন্দা অইছে। অগু এক্কেরে নাই অইগেছিল,
অখন ফিরত পাইছি।”

বেইমান মেনেজারর কিচ্ছা

16 বাদে হজরত ইছায় তান সাগরিদ অকলরে কইলা, “হুনো, কুনু এক
জমিদারর এক মেনেজার আছিল। অউ মেনেজারর বদনাম বার
অইলো, হে বুলে তার মুনিবর ধন-ছামানা বিনাশ করিলার। 2 বদনাম
হুনিয়া মুনিবে তারে আনাইয়া কইলা, তুমার নামে ইতা কিতা হুনরাম? তুমার
হিসাব-নিকাশ হকলতা সমজাই দেও। তুমারে আর চাকরিত রাখতাম নায়।
3 ইখান হুনিয়া মেনেজারে মনে মনে কইলো, অখন আমি কিতা করতাম?
মুনিবে তো আমারে বিদায় দিলাইরা। আমি তো মাটি কামও করতাম
পারতাম নায়, ভিক করতেও শরম লাগে। অখন খাইমু কিলা? 4 আইচ্ছা, এক
কাম করি, যাতে আমার মেনেজারি গেলেগিও মানষর ঘরো আশ্রয় পাই।
5 অউ হে কিতা করলো, যারার গেছে তার মুনিবর পাওনা আছিল, এক এক
করি এরারে আনাইলো। আনাইয়া পয়লা জনরে কইলো, তুমার গেছে
আমার মুনিবর কত পাওনা আছে? 6 হেইন কইলা, একশো মন তেল।
মেনেজারে কইলো, জলদি করি তুমার খাতা বার করো, আর একশর বদলা
পইঞ্চাশ মন লেখিলাও। 7 বাদে মেনেজারে দুছরা জনরে জিকাইলো, তুমার
গেছে কত পাইন? হেইন কইলা, একশো ফুরার গম। মেনেজারে কইলো,
তুমার হিসাবো আশি ফুরার লেখিলাও। 8 ইতা হুনিয়া হি জমিদারে অউ
বেইমান মেনেজারর তারিফ করলা। তাইন কইলা, হে ধান্দাবাজ অইলেও
বউত বড় বুদ্ধিমানর কাম করছে। তে কিতা মনো করো, ইতায় বুজা যায় না
নি, আল্লারাইয়া মানষর আখল থাকিও, ই জমানার দুনিয়াবি মানষর পেচ-
পাইচ্ছা বেশি। 9 হুনো, আমি কিতা কইরাম, তুমরাও নাফরমান অউ জগতর
ছামানা দিয়া মানষর লগে দুস্তি পাতাও, যাতে ই ছামানা ফুড়াইগেলেও
তুমরারে বেহেস্তর বাগানো ফুলর মালা দেওয়া অয়।
10 “যে মানুষ সামাইন্য বেয়াপারে হক-হালাল রয়, হে বড় বেয়াপারেও হক-
হালাল রয়। অইলে যে জনে সামাইন্য বেয়াপারে বেইমানি করে, হে বড়
বেয়াপারেও বেইমানি করে। 11 তে তুমরা যুদি দুনিয়াবি ধন-ছামানার
বেয়াপারে হক না রও, তাইলে কে তুমরারে বিশ্বাস করিয়া আসল ধন দিবো?
12 পরর ছামানা যুদি তুমরা ঠিক-ঠাক মতো বেবহার করতায় না পারো, তে
কে তুমরার নিজর ছামানা তুমরার আতো দিবো? 13 কুনু গুলামে একলগে
দুই মুনিবর গুলামি করতো পারে না। তে অইলে হে একজনরে ইংসাইবো,
আরক জনরে মায়া করব। একজনরে ইজ্জত দিবো আর আরক জনরে
এলামি করব। তুমরাও অউলা, আল্লাতালা আর ধন-ছামানা দুইওতার
গুলামি একলগে করতায় পারতায় নায়।”
14 ইখান হুনিয়া ফরিশি মজহবর মানষে ইছারে লইয়া ঢং-তামশা লাগাইলা,
তারা তো টেকা-পয়সারে খুব মায়া করতা। 15 ইছায় তারারে কইলা, “তুমরাউ
তো মানষর ছামনে নিজর পরেজগারি দেখাও, অইলে আল্লায় তুমরার দিলর
খবর জানইন। মানষর গেছে যেতা খুব দামি, আল্লায় ইতারে ঘিন্নাইন।
16 হুনো, এহিয়া নবীর সময় পর্যন্ত মুছার শরিয়ত, আর নবী অকলর ছহিফা
জারি আছিল। অইলে অখন আল্লার বাদশাইর খুশ-খবরি তবলিগ করা অর,
আর মানষেও দিলে-জানে অনো দাখিল অইতা চাইরা। 17 ই শরিয়তর একটা
হরফ বাতিল অওয়ার চাইতে, আছমান-জমিন বিনাশ অওয়াখান বউত
সুজা। 18 তে হুনো, যে বেটায় নিজর বউরে তালাক দিয়া আরক বেটিরে
হাংগা করে, হে জিনাকুর। অউলা তালাক পাওয়া কুনু বেটিরে যেগিয়ে বিয়া
করে, হে-ও জিনাকুর।”

লাছার হকির আর এক ধনি মানুষ

19 “এক ধনি বেটা আছিল, হে রাজা-বাদশা অকলর লাখান দামি দামি
কাপড়-চুপড় ফিনতো, আর হামেশা জাক-জমক করিয়া ফুর্তি-আমোদ
করতো। 20 মানষে লাছার নামর এক হকির বেটারে হামেশা অউ ধনির
দুয়ারর ছামনে বওয়াইয়া থইতা, তার আস্তা গতরো পচা-ঘা আছিল, 21 আর
পথর কুত্তাইন্তে আইয়া তার ঘা জিফরাদি লেইতা। অউ ধনিয়ে ভাত খাইয়া
হারি আড্ডি-গুড্ডি গুড়া-গাড়া যেতা তলে ফালাইতা, অতা খাওয়ার লাগি
তার খুব ইচ্ছা আছিল। 22 একদিন অউ হকির বেটা মরিগেল, মরার বাদে
আল্লার ফিরিস্তা অকলে তারে ইব্রাহিম নবীর কুলো নিয়া বওয়াইলা।
এরমাজে হউ ধনি বেটাও মরিগেল, তারে দাফন করা অইল। 23 বাদে হে
দোজখর আজাব থাকি আখতা উপরেদি চাইয়া দেখলো, দুরই বেহেস্তর
মাজে ইব্রাহিম নবী বই রইছইন, তান কুলো হউ লাছার। 24 দেখিয়াউ হে
চিল্লাইয়া কইলো, বাবা ইব্রাহিম! আমারে রহম করউক্কা। লাছাররে আমার
গেছে পাঠাউক্কা, হে তার আংগুলির আগাখান পানিত বুড়াইয়া আমার
জিফরারে ঠান্ডা করউক। দোজখর ই আগুনিত আমার বড় আজাব অর।
25 ইব্রাহিমে কইলা, বাবারে, মনো করিয়া দেখো, তুমার সুখ তুমি দুনিয়াতউ
কামাইলিছো, আর লাছারে বউত কষ্ট করছে। অখন ইনো আইয়া হে
আরামে আছে, আর তুমি আজাবো আছ। 26 হুনো, ইতা ছাড়াও তুমরার
আর আমরার মাজে অখন বউত বড় ফাক রাখা অইছে। ইনর কেউ ইচ্ছা
করলেও তুমরার গেছে যাইতো পারতো নায়, আর তুমরাও কেউ ইচ্ছা
করলে ইনো আইতায় পারতায় নায়। 27 অউ হি ধনি বেটায় কইলো, বাবা,
তে দয়া করি লাছাররে আমার বাবার বাড়িখানো পাঠাউক্কা। 28 হনো আমার
আরো পাচগু ভাই রইছইন। হে গিয়া আমার ভাইয়াইনরে হুশিয়ার করউক,

তারা যানু ই দোজখর আজাব থাকি বাচইন। 29 ইব্রাহিমে জুয়াপ দিলা, তারার গেছে তো হজরত মুছা আর নবী অকলর উছিলায় বউত কিতাব বেজা অইছে, তারা অউ তালিম হুনউক। 30 হউ ধনিয়ে কইলো, না, না, বাবা ইব্রাহিম! মুর্দা থাকি কেউ জিন্দা অইয়া তারার গেছে গেলেউ, তারা তৌবা করবা। 31 ইব্রাহিমে কইলা, তারা যুদি হজরত মুছা আর নবী অকলর কথা না হুনে, তে মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া গেলেও তরা মানতো নায়।”

নানান বেয়াপারে নছিয়ত

17 হজরত ইছায় তান সাগরিদ অকলরে কইলা, “গুনার পথে নেওয়ার লাগি উছকানি আইবোউ আইবো। অইলে লানত হউ জনর উপরে, যেগিয়ে গুনা করার লাগি উছকানি দেয়। 2 অউ বেবুজ অকলর একজনরেও যেগিয়ে গুনার পথে টানিয়া নেয়, অগুর লাগি আরো ভালা অইলো অনে, অগুর গলাত পাথর বান্দিয়া দরিয়াত ফালাই দেওয়া। 3 তুমরাও যারযির বেয়াপারে হুশিয়ার রইও। তুমার কুনু ভাইয়ে তুমার গেছে দুষ করলে তারে বুজাইও। হে দিল বদলাইয়া মাফ চাইলে তারে মাফি দিও। 4 হে দিনর মাজে সাতবার দুষ করিয়া, সাতবার আইয়া তুমার গেছে মাফ চাইলে, তারে মাফ করি দিও।”

5 সাহাবি অকলে হজরত ইছার গেছে আবদার করলা, “হুজুর, আমরার ইমানি বল বাড়াই দেউক্কা।” 6 তাইন কইলা, “তুমরার দিলো যুদি এগু ডেংগার বিচির পরিমান ইমান থাকে, আর তুমরা অউ হেওরা গাছরে কও, জড় সুদ্ধা হুরিয়া গিয়া দরিয়াত গাড়িযাও, তে হে তুমরার কথা হুনবো।

7 “তুমরার মাজে ইলা কুনু গিরস্ত আছে নি, যার কামলায় আল বাইয়া বা গরু রাখিয়া বন্দো থাকি বাড়িত আইতেউ, হে তার কামলারে কয়, তুমি জলদি আইয়া খানা খাও? 8 না, কেউ ইলা কয় না। বরং অউলা কয়, ওবা, তুই আমার খানা জুইত কর। আমি যতো সময় খানা খাই, তুই অনো উবাইয়া ভালামন্তে আমারে বাতাস দে। বাদে তুই খাইছ। 9 আর হউ গুলামে তান হুকুম মানছে করি তাইন তারে কুনু ধইন্যবাদ দেইন নি? নিচয় না। 10 অউ লাখান তুমরাও হকল হুকুম-আহকাম আদায় করলেও কইও, মালিক, আমরা তো তুমার নালায়েক গুলাম। আমরা যেতা কাম করা জরুর আছিল, খালি অতাউ কুনু রকমে আদায় করছি।”

দশজন পচা-কুষ্ঠ বেমারিরে শিফা করা

11 হজরত ইছা জেরুজালেম টাউনো যাওয়ার বালা শমরিয়া আর গালিল জিলার মাজেদি আটিয়া যাইরা। 12 অউ সময় এক গাউত হামানির পথর মুখো দশজন পচা-কুষ্ঠ বেমারিয়ে তানরে দেখাত আইলা। তারা দুরই উবাইয়া জুরে জুরে কইলা, 13 “ও হুজুর ইছা, আমরারে রহম করউক্কা।” 14 তারারে দেখিয়া তাইন কইলা, “যাও, ইমাম ছাব অকলরে গিয়া তুমরার হালত দেখাও।”

পথেদি যাইতে যাইতে তারা হকলর বেমার কমিগেল। 15 তারার মাজে একজনে যেবলা দেখলো, হে ভালা অইগেছে, দেখিয়াউ জুরে জুরে আল্লার তারিফ করি করি হে ফিরিয়া আইলো। 16 আইয়া ইছার পাওত পড়িয়া তানরে শুকরিয়া জানাইলো। হে অইলো শমরিয়া জাতির মানুষ।

17 তেউ ইছায় কইলা, “দশো জনরেউ কুনু ভালা করা অইছে না নি? তে বাকি নয়জন কুয়াই? 18 আল্লার তারিফ করার লাগি অউ বিদেশি বেটা ছাড়া আর কেউ ফিরিয়া আইলো না নি?” 19 বাদে ইছায় তারে কইলা, “ভাই, তুমার ইমানর বলেউ তুমি ভালা অইছো। অখন ছহি-ছালামতে যাও।”

কিয়ামতর আলামত

20 ফরিশি মজহবর কয়জন আইয়া হজরত ইছারে জিকাইলা, আল্লায় কুন সময় তান বাদশাই চালু করবা। তাইন কইলা, “আল্লার বাদশাই তো কেউররে জানাই-হুনাই আয় না। 21 কেউ কওয়ার সাইধ্য নাই, আল্লার বাদশাই অনো বা হনো দেখছি। হুনউক্কা, আল্লার বাদশাই তো অখনউ আপনারার মাজে চালু আছে।”

22 বাদে তান সাগরিদ অকলরে কইলা, “অমন এক সময় আইবো, যেবলা তুমরা আমি বিন-আদমর একখান দিন দেখতায় চাইবায়, অইলে পারতায় নায়। 23 মানষে তুমরারে কইবা, অনো দেখো, হনো দেখো। অইলে তুমরা তারার কথায় দৌড়িও না, কুনখানো যাইও না। 24 হুনো, মেঘর জিলকির লগে আছমানর এক মাথা থাকি আরক মাথা যেবলা ফর অয়, অউ সময় তো হকলে দেখে। তে আমি বিন-আদম যেবলা আইমু হউ সময়ও অলা হকলে দেখবো। 25 অইলেও পয়লা ই জমানার মানষর আতো আমি বউত কষ্ট পাইতাম অইবো, তারা আমারে দুর-দুর করবা।

26 “যেলা নুহ নবীর আমলো অইছিল, আমি বিন-আদমর জমানাতও অলা অইবো। 27 নুহ নবী জাজো উঠার আগ পর্যন্ত মানষে খানা-পিনা, বিয়া-শাদি আর ঘর-সংসার করতা, নুহ নবীর বইন্যা আইয়া ইতারে নিপাত করলো। 28 অউলা লুত নবীর আমলোও মানষে খানা-পিনা, খরিদ-বিকি, খেত-গিরস্তি আর বাড়ি-ঘর বানানিত বেস্তো আছুলা। 29 অইলে লুত নবী যেদিন ছাদুম টাউন ছাড়িয়া বিদায় অইগেলা, হউ দিনউ আছমান থাকি আগুইন আর গন্ধকর গজব লামিয়া ইতা হক্কলটিরে নিপাত করলো। 30 ঠিক অউলা, আমি বিন-আদম যেদিন জাইরা অইমু, হউদিনও অলা আখতা আইবো।

31 “হিদিন কেউ যুদি ঘরর চালর উপরে থাকে, তে তার ঘরর মাল-ছামানা নিবার লাগি, লামাত লামিয়া ঘরর ভিতরে না হামাউক। অউ লাখান কেউ যুদি বন্দো থাকে, হে-ও আর বাড়িত না আউক। 32 লুত নবীর বিবির ঘটনা ইয়াদ করো। 33 মনো রাখিও, যে জনে জান বাচাইতো চায়, হে নিজর জিন্দেগি খুয়াইবো, অইলে যে জনে জান সপিয়া দেয়, হে জিন্দেগি পাইবো। 34 হি রাইত একই বিছনাত দুইজন হুতিলেও, একজনরে নেওয়া অইবো, দুছরা জন বাদ পড়িযিবো। 35-36 দুই বেটিয়ে একলগে বারা-বানাত থাকলেও, এরার একজনরে নেওয়া অইবো, আরক জন বাদ পড়িযিবো।”

37 সাহাবি অকলে কইলা, “হুজুর, ইতা কুয়াই অইবো?” তাইন জুয়াপ দিলা, “মরা লাশ যেখানো, হকুনও হনো দলা অয়।”

নিরাশ অইও না, হামেশা মুনাজাত করো

18 মুনাজাতর বেয়াপারে সাগরিদ অকল নিরাশ না অইয়া হামেশা যাতে মুনাজাত করইন, অখান বুজানির লাগি ইছায় এক কিচ্ছা হুনাইলা। 2 কইলা, “কুনু এক টাউনো একজন হাকিম আছুলা। এইন আল্লারেও ডরাইতা না, কুনু মানষরেও তোয়াক্কা করতা না। 3 হউ টাউনো এক ড়াড়ি বেটি আছিল। অউ বেটিয়ে আইয়া হামেশা তানরে কইতো, হাকিম ছাব, আমারে দুশমনর আত থাকি বাচাউক্কা, দয়া করি অউ ন্যায্য বিচার খান করউক্কা। 4 ই হাকিমে কয়দিন কুন্তা কইলা না। বাদে মনে মনে কইলা, আমি তো আল্লারে ডরাই না, মানষরেও তোয়াক্কা করি না, 5 অইলে ই ড়াড়িয়ে আইয়া তো হামেশা ছাতায়, অখন অগুর ন্যায্য বিচার খান করিলাই। নাইলে তাই আইয়া বার বার ছাতাইবো।”

6 বাদে হুজুরে কইলা, “দেখলায় নি, অউ নাফরমান হাকিমে কিতা করছে? 7 তে যেরা হামেশা দিনে-রাইতে আল্লার গেছে কান্দে, আল্লায় কিতা তান ই মায়ার বন্দা অকলর হক ফরিয়াদ হুনতা নায় নি? তাইন হুনতে কুনু আর দেরি করবা নি? 8 আমি কইরাম, তাইন জলদি করিউ এরার হক ফরিয়াদ হুনবা। অইলে আমি বিন-আদম দুছরা বার যেবলা ই দুনিয়াত আইমু, হউ সময় দুনিয়াত কুনু ইমান পাইমু নি?”

ফরিশি আর খাজনা তুলরার দোয়া

9 যেতা মানষে নিজরে খুব পরেজগার, আর বাদ-বাকি হকল মানষরে হুরু মনো করতো, হজরত ইছায় তারারে অউ কিচ্ছা হুনাইলা। 10 কইলা, “দুইজন মানুষ দোয়া করার লাগি বায়তুল-মুকাদ্দছো গেল। এরার একজন ফরিশি দলর আর দুছরা জন ঘুষখুর খাজনা তুলরা। 11 ফরিশি বেটায় আলগা উবাইয়া অউলা দোয়া করলো, ও আল্লা, আমি তুমার শুকরিয়া আদায় কররাম, আমি তো সমাজর মানষর লাখান নাফরমান, জালিম, আর জিনাকুর নায়, বা অউ ঘুষখুর খাজনা তুলরার লাখানও নায়। 12 আমি হাপ্তাত দুইদিন রোজা রাখি, আর আমার হক্কল রুজির দশবাটর এক্ বাট তুমার নামে যকাত দেই। 13 অইলে অউ খাজনা তুলরা বেটায় দুরই উবাই রইলো, আল্লার আরশর বায় চউখ তুলার সাওসও তার অইলো না। হে বুকুত মারি মারি কান্দি কান্দি কইলো, ও আল্লা, আমি বড় গুনাগার, আমারে রহম করো।

14 “আমি তুমরারে কইরাম, অউ খাজনা তুলরা বেটাউ পরেজগার বনিয়া তার ঘরো গেল, হি ফরিশি নায়। আসলে যে নিজরে বড় মনো করে, তারে হুরু করা অইবো। আর যে নিজরে হুরু মনো করে, তারে বড় করা অইবো।”

হুরুতাইন্তর লাখান বনিযাও

15 মানষে তারার হুরু হুরুতাইনরে লইয়া ইছার গেছে আইলো, তাইন যানু হুরুতাইনরে আতাই দিয়া দোয়া করইন। ইতা দেখিয়া সাহাবি অকলে মানষর উপরে বিরক্ত অইয়া না করলা। 16 অইলে ইছায় হুরুতাইনরে তান কান্দাত নিলা, নিয়া কইলা, “হুরুতাইনরে আমার কান্দাত আইবার দেও, তারারে বাধা দিও না। আল্লার বাদশাই তো অউ নমুনার মানষর লাগিউ। 17 আমি হক কথা কইয়ার, হুরু হুরুতা বনিয়া আল্লার শাসিন না মানলে, কুনু জনউ আল্লার বাদশাইত হামাইতো পারতো নায়।”

হজরত ইছার গেছে এক ধনি

18 হজরত ইছার গেছে পাইঞ্চাইতর এক মুরব্বি আইলা, আইয়া কইলা, “ও হক উস্তাদ, আমারে বাতাই দেউক্কা, কিতা করলে আমি আখের পাইমু?” 19 ইছায় কইলা, “আমারে কেনে হক কইরা? খালি এক আল্লা বাদে আর কেউ হক নায়। 20 আপনে তো শরিয়তর হুকুম-আহকাম জানইন,

জিনা করিও না।
খুন করিও না।
চুরি করিও না।
মিছা কুনু সাক্ষি দিও না।
তুমার মা-বাফরে ইজ্জত করিও।”

21 হি মুরব্বিয়ে কইলা, “হুজুর, ই হক্কলতা তো হুরুমান থনেউ আদায় কররাম।”

22 ইখান হুনিয়া ইছায় কইলা, “অখন খালি একখান কাম বাকি আছে, আপনার হকল ধন-ছামানা বেচিয়া গরিব অকলরে লিল্লা দিলাউক্কা। তেউ আপনে বেহেস্তো ধন পাইবা। বাদে আইয়া আমার উম্মত অউক্কা।” 23 ইখান হুনিয়া হি মুরব্বি খুব বেজার অইগেলা, তাইন আসলে বউত বড় ধনি আছলা। 24 তাইন বেজার অইগেছইন দেখিয়া ইছায় কইলা, “ধনি মানুষ আল্লার বাদশাইত হামানি বড় মশকিল। 25 ধনি মানুষ আল্লার বাদশাইত হামানির চাইতে, ছুইর না’ বায়দি উট হামানি আরো সুজা।”

26 ইখান যারা হুনলা, তারা আরজ করলা, “তে আর খেগিয়ে রেহাই পাইবো?” 27 তাইন কইলা, “মানষর গেছে যেতা অসম্ভব, আল্লার গেছে তো ইতা সম্ভব।”

28 অউ সময় পিতরে কইলা, “হুজুর, আমরা তো হকলতা ফালাই থইয়া আপনার উম্মত অইছি।” 29 তেউ ইছায় সাহাবি অকলরে কইলা, “আমি

তুমরারে হাছা কথা কইরাম, আল্লার বাদশাইর লাগি যেরা নিজর বাড়ি-ঘর, মা-বাফ, বউ, পুয়া-পুড়ি, ভাই-বিরাদর ফালাইয়া আইছে, 30 তারা অউ দুনিয়াতউ এর বউত বেশি পাইবা, আর বাদর জিন্দেগিত আখেরও পাইবা।”

হজরত ইছার মউতর তিন নম্বর আগাম খবর

31 বাদে ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে ধারো বওয়াইলা। বওয়াইয়া কইলা, “হুনো, আমরা অখন জেরুজালেমো যাইরাম, তে আমি বিন-আদমর বেয়াপারে নবী অকলে যততা লেখিয়া গেছইন, ইতা অখন পুরা অইবো। 32 আমারে বিধর্মী জাতির আতো সপি দেওয়া অইবো। মানষে লইয়া ঢং-তামশা করবা, বেইজ্জত করবা, আর থু-থু করি মুখো ছেফ দিবা। 33 আমারে চাবুক মারবা বাদে কাতল করবা। মউতর তিন দিনর দিন আমি হিরবার জিন্দা অইয়া উঠমু।” 34 অইলে তান সাহাবি অকলে অউ মাতর কুনু ভেদ বুজলা না। তাইন কিতা কইরা তারা সমজিতা পারলা না, কারন তারার গেছে গোপন রাখা অইছিল।

আন্দা হকিররে ভালা করা

35 ইছা যেবলা যিরিহো টাউনর কান্দাত আইলা, অউ সময় এক আন্দা বেটায় পথর কান্দাত বইয়া ভিক করাত আছিল। 36 আখতাউ বউত মানষর পাওর তালি হুনিয়া বেটায় জিকাইলো, “কিতাবা, কিতা অর?” 37 মানষে কইলা, “নাছারতর ইছায় অউ পথেদি তশরিফ নিরা।” 38 অউ হে চিল্লাইয়া উঠলো, “ও দাউদর আওলাদ ইছা, আমারে দয়া করউক্কা।” 39 চিল্লানি হুনিয়া ভিড়র ছামনর কাতারর মানষে তারে ধমক দিলা, “চুপ করো, নিরাই রও।” অইলে হে আরো জুরে চিল্লাইয়া কইলো, “ও দাউদর আওলাদ, আমারে রহম করউক্কা।”

40 তেউ ইছা উবাই গেলা। উবাইয়া আন্দা বেটারে তান কান্দাত আনাইলা। বেটা ধারো আইয়া হারলে তাইন জিকাইলা, 41 “কিতাবা, তুমারে কিতা করতাম?” বেটায় কইলো, “হুজুর, আমি খালি চউখে দেখতাম চাই।”

42 ইছায় তারে কইলা, “আইচ্ছা তে দেখো। তুমার ইমানর বলেউ তুমি ভালা অইলায়।”

43 লগে লগেউ বেটার চউখ খুলি গেল, দেখার শক্তি পাইলো। বেটায় আল্লার শুকরিয়া আদায় করি করি তান খরে অইয়া রওয়ানা দিলাইলো। ইতা দেখিয়া হকল মানষে আল্লার তারিফ করলা।

ধনি জাকিরর তৌবা

19 হজরত ইছা যিরিহো টাউনর মাজেদি আটিয়া যাইরা, 2 হনো জাকির নামর বড় এক ধনি মানুষ আছলা। এইন অইলা খাজনা তুলরা অকলর পরধান। 3 ইছারে দেখার লাগি তান খুব খাইশ আছিল, অইলে তাইন বাট্টি মানুষ, এরদায় অতো ভিড়র মাজে দেখার উপায় অইলো না। 4 অউ দৌড়িয়া আগেদি গেলা, গিয়া ইছা যে পথেদি আইরা অউ পথর কান্দার এক ডুমুর গাছো উঠলা। 5 ইছা যেবলা হউ ডুমুর গাছর তলে আইলা, তাইন উপরেদি চাইয়া জাকিররে ডাক দিলা, “জাকির, জলদি লামিয়া আও। আমি আইজ তুমার বাড়িত রইতে অইবো।” 6 জাকির লগে লগেউ লামিয়া আইলা। তাইন খুশি অইয়া ইছারে তাজিম করিয়া তান বাড়িত নিলা। 7 ইতা দেখিয়া হকলে কানা-কানি করি কইলা, “তাইন কেনে এক নাফরমান বেটার বাড়িত রাইত কাটানিত গেলা?”

8 জাকিরে হকলর ছামনে উবাইয়া কইলা, “হুজুর দেখউক্কা, আমি অখনউ আমার ধন-ছামানার অর্ধেক গরিবরে লিল্লা দিলাইরাম। আর যেরার হক টগিয়া আনছি, তারারে চাইর অতখান ফিরত দিলাইমু।” 9 তেউ ইছায় কইলা, “আইজ থাকি ই বাড়িত নাজাত আইছে। এইনও তো ইব্রাহিমর খান্দানর একজন। 10 অউ লাখান বে-পথি অকলরে তুকাইয়া বার করিয়া, তারারে বাচানির লাগিউ তো আমি বিন-আদম ই দুনিয়াত আইছি।”

রাজা আর দশ গুলামর কিচ্ছা

11 হজরত ইছায় তারার লগে অতা মাতিরা, অউ সময় তাইন জেরুজালেম থাকি খুড়া দুরই রইছইন। তারা মনো করলা, জেরুজালেম পৌছিয়াউ তাইন আল্লার বাদশাই জাইর করিলিবা। এরলাগি ইছায় তারারে অউ কিচ্ছা হুনাইলা, 12 “নবাব পরিবারর একজন বেটা মানুষ বউত দুরই এক দেশো ছফরো গেলা। তান খিয়াল আছিল হনো গিয়া রাজা অইয়া ফিরত আইবা। 13 যাইবার আগে তান দশজন গুলামরে আনিয়া পরতেক জনরে একটা করি সোনার মহর দিয়া কইলা, আমি আইবার আগ পর্যন্ত অগুইনদি তুমরা কায়-কারবার করো।

14 “অইলে তান প্রজা অকলে তানরে পছন্দ করতা না। এরলাগি তারা তান খরে অইয়া গুইয়া পাঠাইয়া হউ বাদশারে জানাইলা, আমরা চাই না, এইন আমরার রাজা অউক্কা। 15 অইলেও তাইন রাজা বনিয়া ফিরত আইলা। আইয়া হউ যে দশজন গুলামরে তাইন মহর দিছলা, তারারে আনাইয়া জিকাইলা, কায়-কারবার করিয়া তারা কে কত লাভ করছইন। 16 পয়লা জনে আইয়া কইলো, হুজুর, আপনার এক মহরদি আমি দশ মহর রুজি করছি। 17 রাজায় তারে কইলা, ভালা করছো! তুমি তো ভালা গুলাম, তুমি খুব সামাইন্য বেয়াপারেও হক আছো। তে তুমি অউ দশ পরগনার উপরে জমিদারি করো। 18 দুছরা জনে কইলো, হুজুর, আপনার মহরদি আমি পাচ মহর রুজি করছি। 19 তাইন কইলা, তুমিও পাচ পরগনার উপরে জমিদারি করো। 20 বাদে আরক জনে কইলো, হুজুর, অউ নেউক্কা, আপনার হি মহর। আমি আপনারে ডরাইয়া আপনার মহর রুমালো বান্দিয়া থই দিছি। 21 আপনে তো কড়া মিজাজর মানুষ। জমা না করিয়াও আদায় করইন, খেত না করিয়াও ফসল কাটইন।

22 “তেউ রাজায় কইলা, ও খবিছ গুলাম! তোর মুখর কথায় আমি তোর বিচার করমু। তুই তো জানছউ আমি কড়া মিজাজর মানুষ, জমা না করিয়াও আদায় করি, খেত না করিয়াও ফসল কাটি! 23 তে আমার মহর তুই বেপারির গেছে থইলে না কেনে? তে তো আমি আইয়া মুল মহরর লগে কিছু লাভও পাইলাম অনে। 24 রাজায় তান উজির-নাজিররে কইলা, অগুর গেছ থাকি অউ মহর ফিরত আনো, আর যার দশ মহর আছে তারে দেও। 25 তেউ হকলে কইলা, হুজুর, তার তো এমনেউ দশ মহর আছে। 26 রাজায় কইলা, আমি তুমরারে কইরাম, যার আছে তারে আরো দেওয়া অইবো। যার নাই, তার যেতা আছে অতাও কাড়িয়া নেওয়া অইবো। 27 আর আমার যেতা দুশমনে চাইছইন না আমি রাজা অইতাম, অতারে অনো ধরিয়া আনিয়া আমার ছামনে মারিলাও।”

জেরুজালেম টাউনো হজরত ইছা (১৯:২৮-২১:৩৮)

হজরত ইছা জেরুজালেমো হামাইলা

28 অখান কইয়া হারি ইছায় তারার আগে অইয়া জেরুজালেমর বায় তশরিফ নিলা। 29 তাইন জয়তুন পাড়র কান্দাত বায়ত-ফাইজ্জা আর বায়ত-আনিয়া গাউর গালাত আইয়া হারলে, তান দুইজন সাহাবিরে অখান কইয়া পাঠাইলা, “তুমরা অউ ছামনর গাউত যাও। 30 গাউত হামাইয়াউ দেখবায়, এগু গাধার বাইচ্চা বান্দা আছে। অগুর উপরে কেউ কুনুদিন চড়ছে না। তুমরা অগুর বান খুলিয়া অনো লইয়া আইও। 31 কেউ যুদি জিকায়, ইগুর বান খুলো কেনে বা? তে কইও, হুজুরর গরজ আছে।”

32 যে সাহাবি অকলরে পাঠাইছলা, তারা গিয়া তান কথামতো হকলতা পাইলা। 33 তারা যেবলা গাধার বাইচ্চার বান খুলরা, অউ সময় মালিকে জিকাইলা, “ওবা, দড়ি খুলরায় কেনে?” 34 তারা কইলা, “হুজুরর গরজ আছে করি খুলরাম।” 35 বাদে গাধার বাইচ্চা লইয়া ইছার কান্দাত আইয়া, এরার গতরর চাদ্দরদি গাধার পিঠিত গদি বানাইয়া ইছারে বওয়াইলা। 36 তাইন যেবলা গাধা চড়িয়া পথেদি রওয়ানা দিলা, পথর মাজে মানষে তারার যারযির চাদ্দর বিছাই দিলা।

37 ইছা জেরুজালেমর কান্দাত জয়তুন পাড় থনে লামার পথো আইয়া আজিলা, অউ সময় তান উম্মত অকলেও লগে আছলা, এরা তান যেতা কেরামতি কাম দেখছিলা, অতার লাগি তারা খুশিয়ে জুরে জুরে চিল্লাইয়া আল্লার তারিফ করিয়া কইলা,

38 “মুবারক হউ বাদশা, যেইন মাবুদর নামে তশরিফ আনরা।
বেহেস্তো শান্তি, আল্লার আরশো গৌরব!”

39 ভিড়র মাজে ফরিশি দলর কয়জনে ইছারে কইলা, “হুজুর, আপনার উম্মত অকলরে ধমক দেউক্কা।” 40 ইছায় কইলা, “আমি আপনারারে কইরাম, এরার মুখ বন্দ করিল্লেও, পাথর অকলে চিল্লাইয়া উঠবো।”

41 তাইন যেবলা জেরুজালেমর কান্দাত আইলা, অউ সময় জেরুজালেম টাউন দেখিয়া কান্দি দিলা। 42 তাইন কইলা, “হায়রে হায়! আইজ যুদি তুমি বুজতায়, শান্তি কিলা কাইম অয়! অইলে অখন ইতা তুমার চখুর আওড়ে রইছে। 43 তুমার উপরে ইলা সময় আজির অইবো, যেবলা দুশমন অকলে দেওয়ালর চাইরো গালাবায় মাটির টেকি বান্দিবো। তুমারে বেরিলিবো, আর হক্কলবায় আটক করবো। 44 তারা তুমারে আর তুমার পেটর আওলাদ অকলরে মাটির লগে মিশাইবো। তুমার এক পাথরর উপরে আরক পাথর রইতো নায়। কারন আল্লায় তুমারে বাচাইতা করি যে সুযোগ দিছইন, তুমি ই সময়-সুযোগরে চিনলায় না।”

জেরুজালেমর কাবা শরিফো হজরত ইছা

45 বাদে তাইন বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইলা। হামাইয়া হনো যেতায় ব্যবসা করাত আছলা, অতা ইক্কলটিরে খেদাই দিলা। 46 তাইন কইলা, “পাক কালামো লেখা আছে, আমার ঘর অইবো মুনাজাতর ঘর, অইলে তুমরা ইখানরে ডাকাইতর আখড়া বানাইলিছো।”

47 হজরত ইছা পরতেক দিন বায়তুল-মুকাদ্দছো গিয়া নছিয়ত করতা। অউ সময় বড় ইমাম, মৌলানা আর সমাজর মুরব্বি অকলে তানরে মারিলিতা চাইলা। 48 অইলে কিলা তানরে মারা যায়, এর কুনু ফন্দি তারা পাইলো না। কারন হকল মানষে আশিক অইয়া দিলে-জানে তাঁন বয়ান হুনতা।

হজরত ইছা দুশমনর মুকাবিলা অইলা

20 অউ ছফরর কালো একদিন হজরত ইছা বায়তুল-মুকাদ্দছর মাজে, মানষর গেছে আল্লাই খুশ-খবরি তবলিগ করাত আছিলা। আখতাউ বড় ইমাম আর আলিম অকল তারার মুরব্বি অকলরে লইয়া আইয়া কইলা, 2 “আইচ্ছা কওছাইন, তুমি কুন খেমতায় ইতা কাম কররায়, তুমারে ইতার এখতিয়ার খেগিয়ে দিছে?” 3 ইছায় জুয়াপ দিলা, “তে আমিও আপনাইন্তরে জিকাইরাম, কউক্কাছাইন, 4 এইয়া নবীয়ে তৌবার গোছল করানির খেমতা পাইছলা, মানষর গেছ থাকি না আল্লার গেছ থাকি?”

5 অউ তারা একে-অইন্যে যুক্তি-পরামিশ করলো, “যুদি কই আল্লার গেছ থাকি, তে হে কইবো, তাইলে তান উপরে ইমান আনলায় না কেনে? 6 আর

যুদি কই মানষর গেছ থাকি, তে মানষে আমরারে পাথরদি মারবা। এহিয়ারে তো তারা আল্লার নবী কইয়া মানইন।"
7 অউ তারা কইলো, "ই খেমতা কুয়াই থাকি পাইছলা, আমরা জানি না।"
8 ইছায় তারারে কইলা, "তে আমিও কইতাম নায়, কুন খেমতায় ইতা কররাম।"

আংগুর বাগান বাগিদারর কিচ্ছা

9 বাদে ইছায় মানষরে অউ কিচ্ছা হুনাইলা, "এক গিরস্তে আংগুরর বাগান করলা, বাদে তান বাগানরে খেতাল অকলর গেছে বাগি দিয়া বউত দিনর লাগি বিদেশ গেলাগি। 10 আংগুর পাকার সময় অইলে মালিকে তান বাট নিবার লাগি এক গুলামরে পাঠাইলা। অইলে খেতাল অকলে তারে মাইর-ধইর করিয়া খালি আতে ফিরাই দিলো। 11 বাদে তাইন আরক গুলামরে পাঠাইলা। তারা ই গুলামরেও মাইর-ধইর করি বেইজ্জত করিয়া খালি আতে ফিরাই দিলো। 12 বাদে তিন নম্বর গুলামরে পাঠাইলে, তারা এও গুলামরে মারিয়া জখম করিয়া বারে ফালাই দিলো। 13 তেউ বাগানর মালিকে কইলা, আমি কিতা করতাম? অখন আমি আমার মায়ার পুতরে পাঠাইমু, তেউ তারা মানতো পারে। 14 অইলে মালিকর পুয়ারে দেখিয়া খেতাল অকলে কইলো, অউ পুয়াউ তো তার বাফর হকলতার মালিক অইবো। আও, এরে মারিয়া ফালাই দেই। তেউ মালিকর হকলতা আমরা পাইলিমু। 15 অখান কইয়া হারি তারে বাগানর বারে নিয়া খুন করিলাইলো।
"অখন কউক্কা ছাইন, বাগানর মালিকে ই বাগিদার অকলরে কিতা করবা? 16 তাইন আইয়া তারারে নিপাত করিলিবা না নি? আর তান বাগান দুছরা মানষর গেছে দিবা না নি?" ইতা হুনিয়া তারা কইলা, "নাউজুবিল্লা! আল্লায় ফানা দেউক!"
17 তেউ ইছায় তারার বায় চাইয়া কইলা, "তে আল্লার কালামো কেনে ইলা লেখা আছে,

রাজ মেস্তইর অকলে যে পাথররে বেকামা কইয়া ফালাই দিছিল,
অকটা দিয়াউ ঘরর ইয়ান খুটি অইলো।

18 ই পাথরর উপরে কেউ পড়লে, ই জন ভাংগিয়া টুকরা টুকরা অইযিব, আর ই পাথরও কেউরর উপরে পড়লে, হে-ও জন চুরমার অইযিব।"
19 অখান হুনিয়াউ মৌলানা আর বড় ইমাম অকলে ইছারে ধরিলতা চাইলা। তারা বুজিলিলা, ইছায় ই কিচ্ছা তারার নিয়তেউ কইরা। অইলে মানষরে ডরাইয়া তারা কুন্তা করলা না।

বাদশার খাজনা দেওয়া জাইজ নি

20 এরলাগি তারা ইছারে চউখে চউখে রাখলা, তান খরে কয়জন গুইয়া লাগাইলা। গুইয়া অকলে মুমিনি বেশ ধরিয়া চললেও, তারার নিয়ত অইলো ইছারে কথার ফান্দো ফালাইতা, যাতে তানে দেশর পরধান হাকিমর আদালতো চালান করাইল যায়। 21 অউ গুইয়া অকলে ইছারে কইলা, "হুজুর, আপনে তো হকলরে হ্মান চউখে দেখইন। আপনে হক মাত মাতইন, হক তালিম দেইন। কেউররে তোয়াক্কা না করিয়া, মানষরে আল্লার হক পথ দেখাইন। 22 তে কউক্কা ছাইন, রোমান বাদশা কৈছররে খাজনা দেওয়া জাইজ নি, না নাজাইজ?"
23 ইছায় তারার কু-মতলব বুজিলিলা। বুজিয়া কইলা, 24 "দেখি, আমারে একটা দিনার দেখাও।" দিনার দেখিয়া কইলা, "ইগুর উপরে কার ছবি আর নাম আছে?" তারা কইলা, "বাদশা কৈছরর।" 25 ইছায় কইলা, "তে কৈছররতা কৈছররে দেও, আর আল্লারতা আল্লারে দেও।"
26 তান জুয়াপ হুনিয়া তারা তাইজ্জুব বনিয়া নিরাই অইগেলা। গুইয়া অকলে মানষর ছামনে তানরে কথার ফান্দো ফালাইতো পারলো না।

আখেরাতর বেয়াপারে প্রশ্ন

27 বাদে সিদ্দেকিয়া মজহবর কিছু মানুষ ইছার গেছে আইলা। অউ মজহবর মানষে মনো করইন, মরার বাদে কুনু জানদারউ আর জিন্দা অইতা নায়।
28 তারা ইছারে জিকাইলা, "হুজুর, মুছা নবীয়ে আমরার লাগি অউ নিয়ম লেখিয়া গেছইন, কুনু মানষে তার বউ থইয়া নিআওলাদি হালতে মরিগেলে, তার ভাইয়ে অউ বউরে বিয়া করিয়া মরা ভাইর ওয়ারিশ পয়দা করবো।
29 অখন মনো করউক্কা, এক ঘরো সাত ভাই আছিল। পয়লা জনে বিয়া করিয়া নিআওলাদি হালতে মরিগেল। 30-31 বাদে দুই নম্বর আর তিন নম্বর ভাইয়ে অউ বেটিরে বিয়া করলো। অউ লাখান তারা সাতো ভাইয়েউ অউ বেটিরে বিয়া করিয়া নিআওলাদি হালতে মরিগেল। 32 হেশে অউ বেটিও মরিগেল। 33 তে কিয়ামতর দিন ই বেটি কার বউ অইবো? সাতো জনেউ তো ই বেটিরে বিয়া করছিল।"
34 ইছায় কইলা, "ই দুনিয়ার মানষে বিয়া-শাদি করইন, আর বিয়া-শাদি দেইন। 35 অইলে মউতর বাদে জিন্দা অইয়া যেরা আখেরাতো কামিয়াবির লাখ অইযায়, তারা আর বিয়া-শাদি করতা নায়, বা বিয়া-শাদি বইতাও নায়।
36 তারার কুনু মউতও অইতো নায়, তারা ফিরিস্তার লাখান অইযিবা। মউতর বাদে আখের পাওয়ায় তারা আল্লা পাকর আওলাদ বনিযিবা। 37 তুর পাড়র জালাইল জংলার বয়ানির মাজে মুছা নবীয়ে বুজাইছইন, মুর্দা অকল তো জিন্দা অইয়া উঠইন, এরলাগিউ বউত আগে যে নবী অকল মারা গেছইন মুছায় মাবুদরে হউ নবী অকলর আল্লা কইয়া ডাকিলা। তাইন মাবুদরে কইলা, ইব্রাহিমর আল্লা, ইছহাকর আল্লা আর ইয়াকুবর আল্লা। 38 তে আল্লা তো মুর্দা অকলর আল্লা নায়, তাইন জিন্দা অকলর আল্লা। তান নজরো হক্কল মানুষউ জিন্দা আছইন।"
39 তেউ কয়জন আলিমে কইলা, "হুজুর, আপনে তো খাটি মাত মাতছইন।" 40 হেশে তারা ইছারে আর কুনু ছওয়াল করার সাওস পাইলো না।

আলিম অকলরে হেদায়ত

41 এরমাজে ইছায় অউ আলিম অকলরে জিকাইলা, "মানষে কেনে আল-মসীরে দাউদ নবীর আওলাদ কইন? 42-43 জবুর শরিফর মাজে দাউদে নিজেউ তো অখান কইরা,

মাবুদে আমার মুনিবরে কইলা,
যতদিন তুমার দুশমন অকলরে
তুমার পাওর তলে না ফালাই,
অতো দিন তুমি আমার ডাইন গালাত বইরও।

44 দাউদে তো আল-মসীরে তান মুনিব কইয়া ডাকিলা, তে আল-মসী কেমনে দাউদর আওলাদ অইবা?"
45 মানষে ইছার বয়ান হুনরা, অউ সময় তাইন সাগরিদ অকলরে কইলা, 46 "আলিম অকলর বেয়াপারে হুশিয়ার অও। তারা লাম্বা লাম্বা জুব্বা ফিন্দিয়া ঘুরিতে খুব ভালা পাইন। বাজার-আটো গিয়া ছালাম পাইতে পছন্দ করইন। মছিদো গিয়া ছামনর কাতারো বইতে আর মজলিছো গিয়া দামি জাগাত বইতে পছন্দ করইন। 47 তারা মানষরে দেখানির লাগি লাম্বা লাম্বা দোয়া করইন। হিরবার ড়াড়ি বেটিন্তর ঘর-বাড়ি দখল করইন। কিয়ামতর দিন এরার বড় কঠিন সাজা অইবো।"

ড়াড়ি বেটির দান-খয়রাত

21 হজরত ইছায় চাইয়া দেখলা, ধনি অকলে বায়তুল-মুকাদ্দছর লিল্লার ডেগর মাজে দান-খয়রাত দিরা। 2 এরমাজে দেখলা, খুব গরিব এক ড়াড়ি বেটিয়েও আইয়া ডেগর মাজে দুইটা পয়সা দান করলো। 3 দেখিয়া তান সাহাবি অকলরে কইলা, "আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, অউ গরিব ড়াড়ি বেটিয়ে হকল থাকি বেশি দান করছে। 4 কারন বাকি হকলে খরচ করার বাদে যেতা দেড়িয়া রইছে, অন থাকি থুড়া অংশ ডেগর মাজে দান করছে। অইলে ই বেটিয়ে নিজর অভাব-অনটন থাকলেও, তাইর কামাইল হক্কলতাউ দান করিলিছে।"

কিয়ামতর আগর আলামত

5 কয়জন সাহাবিয়ে বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা শরিফর বেয়াপারে মাতিলা, কইলা, "দেখরা নি, অতো সুন্দর সুন্দর পাথরদি আর দান-খয়রাতদি ঘরখানরে হাজাইল অইছে।" 6 ইছায় তারারে কইলা, "তুমরা অউ যততা দেখরায়, অলা এক দিন আইবো, যেবলা ইতা এক পাথরর উপরে আরক পাথর রইতো নায়। হকলতা মাটির লগে মিশিযিবো।"
7 সাহাবি অকলে তানরে জিকাইলা, "হুজুর, ইতা কুন জমানাত অইবো? কুন আলামত দেখলে বুজা যাইবো, হি সময় অইগেছে?" 8 তাইন কইলা, "হুশিয়ার রইও, কেউ যানু তুমরারে বে-পথে না নেয়। বউত জনে আমার নাম ধরি আইয়া কইবো, সময় অইগেছে, আমিউ আল-মসী। অইলে তুমরা ইতার খরে যাইও না। 9 তুমরা যেবলা যুদ্ধ আর গন্ডগোলর খবর হুনবায়, ডরাইও না। কারন পয়লা ইতা অইবোউ অইবো, অইলে ইতা তো শেষ নায়।"
10 বাদে তাইন কইলা, "জাতিয়ে জাতির বিপক্ষে, রাজায় রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করবো। 11 বড় বড় ভৈছাল অইবো, জাগায় জাগায় নিদান আর বেজুইতা বেমার-আজারে মানুষ মরবা। আছমানোও খুব ডর-খফর নিশানা আর আজব আজব কুদরতি লিলা জাইর অইবো।
12 "অইলে ইতা ঘটার আগে মানষে তুমরারে খেদাইবো, ধরবো। বিচারর লাগি মজলিছর ছামনে আজির করবো, জেলো হারাইবো। আমার নামর লাগি তুমরারে রাজা-বাদশা আর হাকিম অকলর ছামনে নেওয়া অইবো।
13 তেউ আমার নামে তবলিগ করার লাগি তুমরা সুযোগ পাইবায়। 14 অইলে তুমরা মনো রাখিও, কিতা জুয়াপ দিতায়, ইতা আগে চিন্তা করার কুনু জরুর নায়। 15 কারন আমি তুমরারে অউলা জবান আর হেকমত যুগাইয়া দিমু, তুমরার বিপক্ষ অকলে ইতা ফিরাইতো পারতো নায়, এর জুয়াপ দিবারও তাক্কত অইতো নায়। 16 তুমরার মা-বাফ, ভাই-বিরাদর, খেশ-কুটুম আর দুস্ত অকলেও তুমরারে ধরাইয়া দিবা। তারা তুমরার কুনু কুনু জনরে জানে মারাইলিবা। 17 আর আমার নামর লাগি তুমরারে হক্কলে ঘিন্নাইবো।
18 অইলেও কুনুমন্তেউ তুমরার মাথার একছা চুলরও খেতি অইতো নায়।
19 তুমরা ইমানে মজবুত রইলে, নিজর হাছারর জিন্দেগি হাছিল করবায়।
20 "তুমরা দেখবায়, সিপাই অকলে আইয়া চাইরোবায় থনে জেরুজালেমরে ঘেরাও করিলিরা, তেউ বুজিলিও, জেরুজালেমর বিনাশ আইচ্ছে। 21 হি সময় যারা এহুদিয়া জিলাত থাকবা, তারা পাড়েদি গিয়া বাগউক। যারা অউ জেরুজালেমো থাকবা, তারা টাউনর বারে যাউক। যারা গাউ-গেরামো থাকবা, তারা যানু কুনুমন্তেউ টাউনো না আইন। 22 কারন ই অখত অইলো আল্লাই গজবর অখত, আল্লার কালামর আয়াত অকল পুরা অইবার অখত। 23 ইস! ই সময় যেতা বেটিন্তর পেটো হুরুতা থাকবা, যেরা হুরুতারে বুকুর দুধ খাওয়াইবা, এরার বউত কষ্ট অইবো! দেশর উপরে বেজুইতা দুর্গতি, আর ইহুদি অকলর উপরে গজব নাজিল অইবো।
24 তলোয়ারর তলে তারা জান খুয়াইবা, বন্দি অইয়া হক্কল জাতির মাজে যাইবা। অউ বিধর্মী জাতির খেমতার সময় পুরা অওয়ার আগ পর্যন্ত, ই জেরুজালেম তারার পাওর তলে রইবো।
25 "চান-সুরুজ আর আছমানর তেরার মাজে নানান আলামত দেখা যাইবো। দুনিয়ার হকল দেশর মানষর কষ্ট অইবো। দরিয়ায় উতাল-পাতাল

করবো। ঢেউর আওয়াজে মানুষ বেদিশা লাগবা। 26 দুনিয়াত কুন দশা ঘটিবো অতা চিন্তা করিয়া ডরর চুটে মানুষ বেউশ অইযিবো, আছমানি চান-সুরুজ, তেরা হক্কলতা আউলা জাউলা অইযিবো। 27 অউ সময় দেখবায়, আমি বিন-আদমে আল্লার কুদরতি শক্তি আর নুরর মহিমায় মেঘর খুটিত অইয়া দুনিয়াত তশরিফ আনিয়ার। 28 ইতা হাল-হকিকত দেখলে তুমরা মজবুত অইও, মাথা উচা করিও, বুজিলিও তুমরার নাজাত ধারো আইচ্ছে।”

29 ইছায় তারারে অউ মিছাল হুনাইলা, কইলা, “তুমরা ডুমুর গাছ আর অইন্য গাছাইন্তর বায় দেখো, 30 ইতার নয়া কুড়ি-পাতা বারনি দেখলেউ তুমরা বুজিলাও, গরমর দিন আইচ্ছে। 31 অউলা তুমরা যেবলা দেখবায়, ইতা হালি-হকিকত ঘটের, তে বুজিলিও আল্লার বাদশাই নজদিক আইচ্ছে। 32 আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, ইতা হক্কলতা না ঘটার আগে, ই জমানার মানুষ ক্ষয় অইতা নায়। 33 আছমান-জমিন ক্ষয় অইযিবো, অইলে আমার কালাম কুনুদিনও ক্ষয় অইতো নায়।

34 “তুমরা নিজে হুশিয়ার রইও, যাতে মজার মজার খানি, মদ খাইয়া টাল অওয়া আর রুজি-রুজগারর নেশায় আউলা-জাউলা না অও, আরনায় হউ দিন আইয়া আখতাউ তুমরারে ফান্দো হারাইতো পারে। 35 দুনিয়ার তামাম মানষর উপরেউ হি দিন আজির অইবো। 36 অইলে তুমরা হামেশা হজাগ রইও, আর দোয়া করিও, যাতে অউ যেতা জাইর অইবো অতা পার অইয়া হারি আমার ছামনে উবানির বল পাও।”

37 ইছায় পরতেক দিন বায়তুল-মুকাদ্দছো আইয়া নছিয়ত করতা। বাদে রাইত অইলে তাইন বার অইয়া জয়তুন পাড়ো যাইতাগি। 38 হকল মানষে তান বয়ান হুনার নিয়তে বিয়ান-ছবরে বায়তুল-মুকাদ্দছো আইতা।

হজরত ইছার দুখ-কষ্ট আর মউত (২২:১-২৩:৫৬)

হজরত ইছা আল-মসীরে কাতল করার ফন্দি

22 ইহুদি অকলর খামির ছাড়া রুটির ইদ কাছাত আইলো, অউ ইদর নাম আজাদি ইদ। 2 ইবায় মৌলানা আর বড় ইমাম অকলে পরামিশ করলা, হজরত ইছারে আম মানষর গেছ থাকি লুকাইয়া কিলা কাতল করতা। তারা আম মানষরে খুব ডরাইতা।

ইহুদা ইস্কারিয়াতর বেইমানি

3 অউ সময় তান বারোজন সাহাবির মাজর একজন, এন নাম ইহুদা ইস্কারিয়াত, এন ভিতরে শয়তান হামাইলো। 4 এইন ইছারে ধরাইয়া দেওয়ার লাগি লুকাইয়া বায়তুল-মুকাদ্দছো গেলা। গিয়া হনর দারোগা আর বড় ইমাম অকলর লগে পরামিশ করলা, কুন নমুনায় ইছারে তারার আতো ধরাই দেওয়া যায়। 5 তেউ ইমাম অকল খুব খুশি অইয়া ওয়াদা করলা, তানরে ধরাইয়া দিলে তারে বখশিশ দিবা। 6 এতে ইহুদাও রাজি অইয়া মানষর আফরখে, তানরে ধরাই দেওয়ার সুযোগ তুকানিত রইলো।

হজরত ইছার আখেরি মেজবানি

7 বাদে আজাদি ইদ আইলো, অউ ইদর দিন মেড়ার বাইচ্চা কুরবানি দেওয়া অয়। 8 তেউ ইছায় সাহাবি পিতর আর হান্নানরে হুকুম দিলা, “তুমরা গিয়া আমরার লাগি ইদর খানি তিয়ার করো, আমরা হকল আইয়া একলগে খাইমু।” 9 এরা জিকাইলা, “হুজুর, আপনার খিয়াল কিতা, আমরা কুনানো গিয়া খানা তিয়ার করতাম?” 10 তাইন কইলা, “হুনো, টাউনো হামাইয়া হারলে তুমরা দেখবায়, এক বেটায় পানির খৈলা ভরিয়া লইয়া যাইরা। তুমরা এন খরে খরে যাইও, গিয়া এইন যে ঘরো হামাইবা, 11 হউ ঘরর মালিকরে কইও, হুজুরে জিকাইছইন, তান সাহাবি অকলরে লইয়া আজাদি ইদর খানি যে ঘরো খাইতা, ই মুছাফির খানা কুয়াই? 12 হে তুমরারে উপরর তালাত হাজাইল-পাড়াইল বড় এক কুঠা দেখাইয়া দিবো। হনো গিয়া তুমরা রান্দা-বাড়া করিও।” 13 হাছাউ তারা গিয়া তান কথা মাফিক হকলতা পাইলা, পাইয়া আজাদি ইদর খানিও তিয়ার করলা।

14 বাদে সময় আইলে ইছায় তান বারোজন সাহাবি লইয়া খানিত বইলা। 15 বইয়া কইলা, “আমার বড় খিয়াল আছিল মছিবতর মুখামুখি অইবার আগে, আখেরি ইদর খানি খান তুমরারে লইয়া খাইতাম। 16 আমি তুমরারে কইরাম, আল্লার বাদশাইর আসল মর্জি-মুনশা পুরাপুর হাছিল না অওয়া পর্যন্ত, আমি আর কুনু ইদর খানি খাইতাম নায়।”

17 বাদে তাইন শরবতর পিয়ালা লইয়া আল্লার শুকরিয়া জানাইয়া কইলা, “অউ ফুটাইন তুমরা বাটিয়া খাইলাও। 18 আর হুনো, আমি তুমরারে কইরাম, আল্লার বাদশাই না আওয়া পর্যন্ত, আমি আর আংগুরর কুনু শরবত খাইতাম নায়।”

19 এরবাদে রুটি আতো লইয়া আল্লার শুকরিয়া জানাইলা। রুটি টুকরাইয়া সাহাবি অকলরে দিলা, কইলা, “মনো করিও ইটা আমার কায়া, অউ কায়া আমি তুমরার লাগি সপি দিমু। আমারে মনো করার লাগি তুমিতাইনও অলা করিও।”

20 খাওয়ার বাদে শরবতর পিয়ালা আতো লইয়া কইলা, “আমার লউর জরিয়ায় আল্লার লগে মানষর মিলনর যে নয়া উছিলা নাজিল অর, অউ পিয়ালা অইলো এর নিশানা। আমার অউ লউ তুমরার নাজাতর লাগি দিমু। 21 তে দেখরায় নি! আমারে যেগিয়ে ধরাইয়া দিবো, হে অখন আমার লগে অউ দস্তারখানাত বইয়া খার। 22 আল্লায় যেলা হুকুম করছইন, আমি বিন-আদমর মউত তো অলাউ অইবো। হায়রে হায়! লানতি হউ আদম, যেগিয়ে আমারে ধরাইয়া দিবো।” 23 সাহাবি অকলে একে-অইন্যরে জিকাইলা, “তে আমরার মাজর কুন মানষে ইলা কাম করব?”

কুন জন হকল থাকি বড়

24 অউ সময় সাহাবি অকলর মাজে কুন জন হকল থাকি বড়, অতা লইয়া তারার মাজে তর্কা-তর্কি লাগিগেল। 25 তেউ ইছায় তারারে কইলা, “বিধর্মী দেশর রাজা অকলে তারার প্রজার উপরে মুনিবগিরি দেখাইন। তারার জমিদাররে কওয়া অয় জনগনর দুস্ত। 26 অইলে তুমরা ইলান অইও না। তুমরার মাজে যেইন হকল থাকি বড়, এইন হকলর হুরু অউক। আর যেইন নেতা, এইন খাদিমদারর লাখান অউক। 27 কওছাইন কুন জন বড়? যেইন খানা খাইন, না যে খাদিমদারি করে? যেইন খানা খাইন এইনউ নায় নি? তে আমি নিজেউ তো তুমরার খাদিমদারি করিয়ার।

28 “হুনো, আমার হকল বালা-মছিবতো তুমরা আমার লগে লগে আছলায়। 29 আর আমার বাতুনি বাফে আমারে যেলা গদি আর খেমতা দান করছইন, আমিও অউলা তুমরারে খেমতা দান কররাম। 30 অউ খেমতা পাইয়া, তুমরাও আমার বাদশাইত দাখিল অইয়া আমার লগে বইয়া খানা-পিনা খাইবায়, আমার লগে গদিত বইয়া বনি ইছরাইলর বারো গুষ্টির বিচার-আদালত করবায়।

হজরত পিতরর বেয়াপারে আগাম খবর

31 “সাইমন, সাইমন, হুনো, ধান-চাউল যেলা চাইনদি চানিয়াইন, শয়তানেও তুমরারে অলা চানিয়াইতো চাইছে। 32 অইলে তুমার লাগি আমি আরজ করছি, তুমার ইমান যানু কমজুর না অয়। তে তুমি একবার গেলেগিও তৌবা করিয়া যেবলা ফিরত আইবায়, অউ সময় তুমরি অউ ভাইয়াইন্তর ইমানি বলও মজবুত করিও।” 33 পিতরে কইলা, “হুজুর, আমি তো আপনার লগে অইয়া জেলো যাইতে, বা জান দিতেও তিয়ার আছি।” 34 তাইন কইলা, “পিতর, আমি তুমারে কইরাম, আইজ পতাবালা মুরগায় বাং দিবার আগেউ, তুমি তিন-তিনবার কইবায়, তুমি আমারে চিনো না।”

35 বাদে তান সাহাবি অকলরে জিকাইলা, “কওছাইন, আমি যেবলা তুমরারে টেকার থলি, গাইট-বুছকি ইতা কুন্তা না দিয়া খালি পাওয়ে পাঠাইছলাম, হি সময় তুমরার কুন্তার অভাব অইছিল নি?” তারা কইলা, “জি না, কুনু অভাব অইছে না।” 36 ইছায় কইলা, “তে অখন আমি কই, অখন যার টেকার থলি বা গাইট-বুছকি আছে, হে অতা লগে রাখউক। যার তলোয়ার নাই, হে তার চাদ্দর বেচিয়া তলোয়ার খরিদ করউক। 37 পাক কালামর আয়াতো তো লেখা আছে, তানরে নাফরমান অকলর কাতারো মিলাইল অইবো। ই আয়াত তো আমার উপর দিয়াউ ফলিবো। আমার বেয়াপারে যততা লেখা আছে, ইতা হক্কলতা অখন ফলিযার।” 38 তেউ সাহাবি অকলে কইলা, “হুজুর দেখউক্কা, ইনো দুখান তলোয়ার আছে।” তাইন কইলা, “অতাউ তো বউত।”

জয়তুন পাড়ো হজরত ইছার তকলিফ

39 খানা-পিনার বাদে ইছা বার অইয়া বরাবরকুর লাখান হউ জয়তুন পাড়ো গেলা, সাহাবি অকলও তান খরে খরে গেলা। 40 হনো গিয়া হারলে ইছায় তারারে কইলা, “তুমরা দোয়া করো, যাতে কুনু পরিক্ষাত না পড়ো।” 41 কইয়া হারি সাহাবি অকলর গেছ থাকি চাইর নল পরিমান দুরই গিয়া, জানু পাতিয়া দোয়া করাত বইলা। 42 তাইন কইলা, “বেহেস্তি বাবা, তুমার ইচ্ছা অইলে মছিবতর ই পিয়ালাটা আমার গেছ থনে হরাইলাও। অইলে আমার ইচ্ছায় নায়, তুমার ইচ্ছায়উ অউক।” 43 তেউ বেহেস্ত থাকি এক ফিরিস্তা আইয়া ইছারে দরশন দিয়া তান বল বাড়াইলা। 44 বাদে তাইন মনর দুখে পেরেশান বনিয়া আরো কাতর অইয়া দোয়া করলা। এরলাগি তান গতরর ঘাম লউর ফুটার লাখান মাটিত পড়তো লাগলো। 45 দোয়া শেষ করিয়া সাহাবি অকলর কান্দাত আইয়া দেখলা, মনর দুখে কাতর অইয়া তারা ঘুমাই গেছইন। 46 দেখিয়া তারারে কইলা, “ঘুমাইরায় কেনে? উঠিয়া দোয়া করো, যাতে পরিক্ষাত না পড়ো।”

47 ইছা মাতো রইছইন, অউ সময় আখতাউ হিকানো বউত মানুষ আইলা। এরার হক্কলর আগে আছিল ইহুদা, হে ইছার বারোজন সাহাবির মাজর একজন। ইহুদায় তানরে হুংগা দিবার লাগি কান্দাত আইলো। 48 ইছায় তারে কইলা, “ইহুদা, আমি বিন-আদমরে হুংগা দিয়া ধরাই দিরায় নি?”

49 অউ সময় ইছার কান্দাত যেরা আছলা, তারা বুজিলিলা কিতা অর। বুজিয়া কইলা, “হুজুর, অতারে আমরার তলোয়ারদি মারতাম নি?” 50 কইয়াউ এক সাহাবিয়ে তলোয়ারদি ছেদ মারি পরধান ইমামর গুলামর ডাইনর কান কাটিলিলা। 51 অইলে ইছায় কইলা, “বাদ দেও, আর মারিও না।” অখান কইয়া তাইন হি গুলামর কান আতাই দিয়া তারে ভালা করিল্লা।

52 হজরত ইছারে আটক করাত যতো বড় ইমাম, বায়তুল-মুকাদ্দছর দারোগা, আর মুরব্বি অকল আইছলা, ইছায় তারারে জিকাইলা, “মানষে চুর-ডাকাইত ধরতে যেলা লাঠি-ছুলফি লইয়া যাইন, তুমরা আমারে ধরাত অউলা আইছো নি? 53 আমি তো পরতেক দিনউ বায়তুল-মুকাদ্দছো তুমরার ছামনে আছলাম, হি সময় আমারে ধরলায় না কেনে? ও, অখন নিচয় তুমরার সময়, আন্দাইরর রাজত্ব চালু অইছে।”

হজরত পিতরর অস্বীকার

54 দুশমনর দলে ইছারে আটক করিয়া পরধান ইমামর বাড়িত লইয়া গেলাগি। সাহাবি পিতর দুরই হরি হরি ইছার খরে অইয়া গেলা। 55 উঠানর মাজে বাক্কা মানষে আগুইন ধরাইয়া থাবানিত লাগলা, পিতরও অনো আইয়া শরিক অইলা। 56 অউ সময় এক বান্দি বেটিয়ে আগুনির ফরর মাজে

পিতররে দেখিয়া ভালা করি চাইয়া কইলো, “অউ বেটাও হগুর লগে আছিল।”
57 পিতরে কইলা, “না বেটি, আমি এরে চিনিউ না।” 58 থুড়া বাদে আরক জনে পিতররে দেখিয়া কইলো, “তুমিও অতার লগর একজন।”
তাইন কইলা, “না-বা, আমি নায়।” 59 আরো একদ ঘন্টা বাদে আরক জনে বড় গলায় কইলো, “অয়, অয়, অগুও এর লগে আছিল, এ-ও তো গালিলর মানুষ।” 60 তাইন কইলা, “দুর বেটা! তুমি ইতা কিতা মাতো, কুন্তা বুজি না।”
পিতরে অতা কইরা, এরমাজে আখিতাউ মুরগায় বাং দিলাইলো। 61 তেউ ইছায় মুখ ফিরাইয়া পিতরর বায় চাইলা। চাইতেউ পিতরর মনো অইগেলগি, হুজুরে তো আগেউ কইছলা, “আইজ পতাবালা মুরগায় বাং দিবার আগেউ, তুমি তিন বার কইবায়, তুমি আমারে চিনো না।” 62 তেউ পিতর বারে গিয়া খুব কান্দন কান্দিলা।

দেশর ফতোয়া কমিটির ছামনে হজরত ইছা

63 হজরত ইছারে ধরিয়া আনিয়া পারাদার অকলে তানরে ঠাট্টা-মশকরা আর মাইর-ধইর করলো। 64 তান চউখ বান্দিয়া কইলো, “হুই, তুই বুলে নবী, তে অখন গাইবি কওছাইন, তরে খেগিয়ে মারলো?” 65 অউলা আরো বউততা কইয়া তানরে বেইজ্জত করলো।
66 রাইত পুয়ানির বাদে দেশর ফতোয়া কমিটির মুরব্বিয়ান, বড় ইমাম আর আলিম অকল দলা অইলা, আর ইছারে তারার ছামনে আনাইয়া কইলা, 67 “তুমি যুদি আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী অও, তে আমরারে কও।” ইছায় কইলা, “আমি কইলেও তো তুমিতাইন একিন করতায় নায়। 68 কুন্তা জিকাইলেও জুয়াপ দিতায় নায়। 69 অইলে আমি বিন-আদম অখন থাকিউ আরশে-আজিমো আল্লার ডাইনর কুরছিত বইমু।” 70 তেউ হক্কলে জিকাইলো, “তে তুমিউ কিতা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা নি?” তাইন কইলা, “অয়, তুমিতাইনউ তো কইরায়, আমিউ হেইন।” 71 তেউ তারা হক্কলে কইলো, “তে আর সায়-সাক্ষিদি কিতা করতায়? আমরা নিজর কানেউ তো তার জবানবন্দি হুনলাম।”

রোমান হাকিমর ছামনে হজরত ইছা

23 তারা হকলে একলগে দল বান্দিয়া ইছারে লইয়া রোমান হাকিম পিলাতর গেছে গেলা। 2 গিয়া ইছার বিপক্ষে নালিশ দিলা। তারা কইলা, “আমরা দেখছি, অউ বেটায় আমরার দেশর মানষরে বিগড়াই দের, হে মানষরে নিষেধ করে আমরার বাদশা কৈছররে খাজনা দিতা না। হে নিজেউ বুলে আল-মসী নামর এক বাদশা।” 3 পিলাতে ইছারে জিকাইলা, “তুমি কিতা ইহুদি অকলর বাদশা নি?” তাইন জুয়াপ দিলা, “আপনে যেলা কইন, অলাউ।” 4 তেউ পিলাতে বড় ইমাম আর হকল মানষরে কইলা, “আমি তো ই আসামির কুনু দুষউ পাইরাম না।” 5 অইলে তারা জিদ করিয়া কইলো, “ই বেটায় গালিল জিলা থাকি আরম্ভ করিয়া আস্তা এহুদিয়া জিলার মানষরে বিগড়াইয়া, অখন আমরার অনো আইয়াও হক্কলরে বিগড়াইলার।”
6 ইখান হুনিয়া পিলাতে জিকাইলা, “হে কিতা গালিলর মানুষ নি?” 7 হাকিমে যেবলা হুনলা, ইছার বাড়ি অইলো রাজা হেরোদর অধীনর গালিল জিলাত, হুনিয়া তাইন ইছারে হেরোদর গেছে পাঠাই দিলা, কারন হেরোদও অউ সময় জেরুজালেমো আছলা।
8 ইছারে দেখিয়া হেরোদ খুব খুশি অইলা। তাইন বউত দিন ধরি ইছারে দেখতা চাইরা। আগে তাইন ইছার বেয়াপারে বউততা হুনছিলা, এরলাগি তান মনর আশা আছিল, ইছায় তানরে কুনু কেরামতি-মোজেজা দেখাইবা। 9 তাইন ইছারে বউত নমুনার প্রশ্ন করলা, অইলে ইছায় ইতার কুনু জুয়াপ দিলা না। 10 আদালতো উবাইয়াও বড় ইমাম আর মৌলানা অকলে খুব গরম অইয়া ইছার বিপক্ষে নালিশ হুনানিত রইলা। 11 এরলগে হেরোদে আরি তান সিপাই অকলেও ইছারে ঠাট্টা-মশকরা, বেইজ্জতি করলা, হেশ-মেশ তানরে বাদশাই চকচকা লেবাছ ফিন্দাইয়া হাকিম পিলাতর গেছে ফিরত পাঠাই দিলা। 12 এর আগে রাজা হেরোদ আর হাকিম পিলাতর মাজে দুশমনি আছিল, অইলে অউ দিন থাকিউ তারার মাজে দুস্তি অইগেল।
13 বাদে পিলাতে বড় ইমাম, মুরব্বি অকল, আর আম মানষরে একখানো দলা করিয়া, 14 কইলা, “অউ আসামিরে তুমরা ধরিয়া আনিয়া আমার গেছে নালিশ দিলায়, হে হক্কল মানষরে বিগড়াইলার, অইলে আমি তো তুমরার ছামনেউ তারে জেরা করলাম, তে তুমরা যেলা নালিশ দিছো, তার মাজে তো ইলা কুনু দুষউ পাইলাম না। 15 আর রাজা হেরোদেও নিচয় তার কুনু দুষ পাইছইন না, এরলাগিউ তাইন তারে আমার গেছে ফিরত পাঠাইছইন। আমি দেখরাম, মউতর সাজার জুকা কুনু দুষউ হে করছে না। 16 তে আমি তারে ছিংলাদি মারিয়া ছাড়ি দিমু।” 17 আসলে হাকিম পিলাতর রেওয়াজও আছিল, তাইন আজাদি ইদর অখতো একজন কয়দিরে খালাছ দিতা।
18 অইলে মানষে একলগে চিল্লাইয়া কইলো, “না, না, অগুরে মারিলাও। বারাব্বারে ছাড়ি দেও।” 19 অউ বারাব্বারে আগে জেলো হারাইল অইছিল, হে জেরুজালেম টাউনো খুন আর সন্ত্রাস করছিল। 20 অইলে পিলাতে ইছারে ছাড়ি দেওয়ার নিয়তে হিরবার তারার লগে বাতচিত করলা। 21 তা-ও তারা একলগে চিল্লাইয়া উঠলো, “অগুরে সলিবো দেও, সলিবো দেও।” (সলিব অইলো লাকড়িদি বানাইল মানষরে লটকাইয়া মারার এক জিনিস।)
22 পিলাতে তিন-তিনবার তারারে জিকাইলা, “কেনে? ই আসামিয়ে কিতা দুষ করছে? মউতর সাজার জুকা তার কুনু দুষউ আমি পাইরাম না। আমি খালি ছিংলাদি মারিয়া তারে ছাড়ি দিমু।” 23 অইলে তারা মাইরমুখি অইয়া, চিল্লাইয়া, মিছিল লাগাইলা, “অগুরে সলিবো লটকাও, সলিবো লটকাও।” চিল্লানির চুটে তারার দাবি পুরা অইলো। 24 তারার দাবি মাফিকউ পিলাতে রায় দিলাইলা। 25 তাইন হজরত ইছারে তারার বদ খাইশ মাফিক তারার আতো ছাড়ি দিলা আর হউ খুনি-সন্ত্রাসিরে খালাছ দিলাইলা।

সলিবর উপরে হজরত ইছা আল-মসীর মউত

26 হাকিমর রায় পাইয়া সিপাই অকলে ইছারে কাতল করাত লইয়া যাইরা। অউ সময় সাইমন নামর কুরিনিয়ার একজন মানুষ গাউ থাকি টাউনো আওয়াত আছিল। তারা অউ বেটারে ধরিয়া লাকড়িদি বানাইল সলিব তার কান্দো তুলিয়া দিয়া কইলো, হে অগু লইয়া ইছার খরে খরে যাইতো। 27 ইছার খরে খরে বউত মানুষ আছিল, এরার লগে বউত বেটিনও আছলা। তারা তান লাগি বিলাপ আর আহাজারি করিয়া বুকুত থাবাইয়া কান্দন লাগাইলা। 28 অইলে ইছায় তারার বায় চাইয়া কইলা, “ও জেরুজালেমর মাই অকল, আমার লাগি কান্দিও না। তুমরা নিজর লাগি আর নিজর পুয়া-পুড়ির লাগি কান্দো। 29 হুনো, অমন এক দিন আইবো, যেবলা মানষে কইবা আটখুরা বেটিনউ বড় কপালি। যেরার কুনু হুকুতাউ অইছে না, বুকর দুধও কুনুদিন খাওয়াইছে না, তারাউ কপালি। 30 হি সময় মানষে বড় বড় পাড়রে কইবো, তুমরা আইয়া আমরার উপরে পড়ো। পাড়র টিল্লা অকলরে কইবো, আমরারে লুকাইয়া রাখো। 31 তুমরা দেখরায় না নি, তাজা গাছরেউ ইতায় অউ হালত কররা, তে হুকনা গাছর কুন দশা অইবো।”
32 হজরত ইছার লগে করি মারার লাগি সিপাই অকলে দুইজন দাগি আসামিরে লইয়া আইলো। 33 বাদে মাথার-খুলি নামর জাগাত আনিয়া, তারা ইছারে আর হউ দুইও দাগি আসামিরে গাছর টুকরাদি বানাইল সলিবো লটকাইলো, একজনরে তান ডাইন গালাত, আরক জনরে বাউ গালাত লটকাইলো। 34 অউ সময় ইছায় কইলা, “বাবা, এরারে মাফ করি দিলাও। তারা তো বুজের না তারা ইতা কিতা করের।”
বাদে তারা তান কাপড়-চুপড় নিতা করি লটারি মারিয়া বাটা-বাটি করলা। 35 বউত মানষে উবাইয়া ইতা দেখলা, অইলে তারার মুরব্বি অকলে ইছারে টিটকারি মারিয়া কইলা, “হে তো বউত মানষর জান বাচাইতো, হে যুদি হাছাউ আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী অয়, তে অখন তার নিজর জানও বাচাউক।” 36 রোমান সিপাই অকলেও তানরে লইয়া মশকারি করলো, তারা টেংগা আংগুরর শরবত লইয়া তান কান্দাত গিয়া কইলা, 37 “তুমি যুদি ইহুদি অকলর হাছারর বাদশা অও, তে অখন নিজর জান বাচাও না।” 38 তান মাথার উপরে একখান সাইনবোর্ড লাগাইল অইলো, হনো লেখা আছিল, “হে ইহুদির বাদশা।”
39 অউ সময় তান লগে আরো যে দুইজন আসামিরে সলিবো লটকাইল অইছিল, অতা একজনে তানরে টিটকারি মারিয়া কইলো, “তুমি বুলে হউ আল-মসী? তে অখন আমরারে আর তুমারেও বাচাও না।” 40 অখান হুনিয়া দুছরা জনে এরে ধামকি দিয়া কইলো, “তুমি কিতা আল্লারেও ডরাও না নি? তুমিও তো অউ হমান সাজা পাইরায়। 41 আর আমরা তো পাইরাম আমরার উচিত সাজা, আমরা যেলান কাম করছি অউলান পাইরাম। অইলে এইন তো কুনু দুষউ করছইন না।” 42 বাদে হে কইলো, “ও ইছা, আপনে ফিরিয়া আইয়া যেবলা নিজে বাদশাই করবা, অউ সময় খানো আমারে ইয়াদ রাখইন যানু।” 43 তাইন কইলা, “আমি তুমারে হক কথা কইরাম, তুমি আইজ থাকিউ আমার লগে আরশে-আজিমো থাকবায়।”
44 অউ সময় বেইল অনুমান দুইফর, এরবাদ থাকি জোহরর বাদ পর্যন্ত তিন ঘন্টা ধরি আস্তা দেশ আন্দাইর অইগেল। 45 সুরুজর ফর নিভিগেল। এরমাজে জেরুজালেমো কাবা ঘরর পবিত্র হেরেম শরিফর পর্দাখান, উপরে থাকি তল পর্যন্ত ছিড়িয়া দুই টুকরা অইগেল। 46 হেশে ইছায় জুরে আওয়াজ করিয়া কইলা, “বাবা, আমার রুহ তুমার আতো সপিয়া দিলাইলাম।” অখান কইয়াউ আখেরি দম ফালাইয়া ইন্তেকাল করলা। 47 রোমান সিপাইর যে বড় অফিসার হুনো পারা দেওয়াত আছলা, এইন ইছার মউতর ই হালত দেখিয়া আল্লার তারিফ করিয়া কইলা, “নিচ্চয়, ই বেচাড়া খাটি দীনদার মানুষ আছলা।” 48 আর ইতা দেখার লাগি যতো মানুষ দলা অইছলা, তারাও ই হালত দেখিয়া বুকুত মারি মারি আহাজারি করিয়া ফিরিয়া গেলা। 49 ইছার পরিচিত জন অকলে, আর গালিল জিলা থাকি যেতা বেটিন তান লগে অইয়া আইছলা, তারা হক্কলে দুরই উবাইয়া ইতা দেখলা।

হজরত ইছার কয়বর

50-51 দেশর ফতোয়া কমিটির একজন ইজ্জতি মেম্বার আছলা, এন নাম ইউছুফ, এন বাড়ি আরিমাথিয়া গাউত। এইন তো পরেজগার আর হক মানুষ, ইছারে কাতল করার অউ কু-ধান্দাত তাইন তারার লগে রাজি অইলা না। তাইন আল্লার বাদশাইর লাগি বার চাওয়াত আছলা। 52 অউ ইউছুফ হাকিম পিলাতর গেছে গেলা, গিয়া ইছার লাশ নিতা চাইলা। 53 বাদে হজরত ইছার লাশ সলিব থাকি লামাইয়া, কাফন ফিন্দাইলা, আর পাথর খুদিয়া বানাইল অউলা এক কয়বরর মাজে দাফন করলা, ই কয়বরো কুনুদিন আর কেউররে দাফন করা অইছে না।
54 ই দিন আছিল ইহুদির জুম্মার আগর দিন, থুড়া বাদেউ জুম্মাবার শুরু অইযিবো। 55 আর যেতা বেটিন গালিল থাকি ইছার লগে অইয়া আইছলা, তারা ইউছুফর খরে খরে গিয়া হউ কয়বর দেখলা, আর কিলাখান তান লাশ দাফন করা অইলো এওতা দেখলা। 56 বাদে তারা ফিরিয়া গিয়া হারি আতর-গোলাপ আর চন্দন-মলম বানাইলা, হেশে শরিয়তর হুকুম মাফিক জুম্মার দিন জিরাইলা।

মউতর বাদে জিন্দা অইলা হজরত ইছা (২৪:১-৫৩)

হজরত ইছা জিন্দা অওয়ার সাক্ষি-পরমান

24 অউ বেটিন্তে যেতা আতর-গোলাপ তিয়ার করছলা দিন খুব ছবরে তারা অতা লইয়া, ইছার কয়বরর কান্দাত আইলা।
2 আইয়া দেখলা, কয়বরর মুখর পাথরখান হরাইল অইগেছে।
3 দেখিয়া তারা কয়বরর ভিতরে হামাইয়া দেখইন, ইছার লাশ তো কয়বরো নাই। 4 তেউ তারা চিন্তাত পড়িগেলা। অউ সময় ধলা চকচকা কাপড় ফিন্নো দুই জন আইয়া তারার কান্দাত উবাইলা। 5 এরারে দেখিয়া বেটিন্তে ডরাইয়া মাথা নোয়াইলিলা। অউ দুইওজনে তারারে কইলা, “ওগো, তুমিতাইন জিন্দারে কেনে মুর্দা অকলর মাজে আইয়া তুকাইরায়? 6 তাইন তো অনো নাই, তাইন জিন্দা অইগেছইন। তাইন গালিলো থাকতে তুমরার গেছে কিতা কইছলা, মনো করিয়া দেখো। 7 তাইন কইছলা না নি, বিন-আদমরে নাফরমান মানষর আতো ধরাই দেওয়া অইবো। তানরে সলিবো লটকাইয়া কাতল করা অইবো, অইলে মউতর তিন দিনর দিন হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবা?”
8 অখান হুনতেউ ইছার আগর কথা অকল তারার মনো অইগেল। 9 তারা কবরস্থান থাকি ফিরিয়া গিয়া, হউ এগারো জন সাহাবিরে আর বাকি হকলর গেছে খবর জানাইলা। 10 মগ্দিলিনী মরিয়ম, সোহানা, ইয়াকুবর মা মরিয়ম আর তারার লগে যেতা বেটিন আছলা, এরা হকলে গিয়া ই খবর কইলা। 11 অইলে যেরা ইতা হুনলা, এরা মনো করলা ইতা নিচয় বাজে মাত, ইতা বেটিন্তর মাত তারা একিন করলা না। 12 অইলে পিতর দৌড়াইয়া কয়বরর কান্দাত গেলা। গিয়া উন্দা অইয়া দেখলা, খালি কাফনখান পড়ি রইছে। ইতা দেখিয়া তাইন তাইজ্জুব বনিয়া ফিরত আইলা।

দুইজন সাগরিদে জিন্দা ইছারে দেখলা

13 অউ দিনউ দুইজন সাগরিদ জেরুজালেম থাকি সাত মাইল দুরই ইমুয়াছ নামর এক গাউত যাওয়াত আছলা। 14 পথো তারা অতা বেয়াপার অকল লইয়াউ মাতি মাতি যাইরা। 15 তারা মাতো রইছইন অউ সময় আখতাউ ইছা নিজে তারার কান্দাত আইয়া একলগে আটা ধরলা। 16 অইলে তারার চখুত ছাটা লাগি গেছিল, তারা ইছারে দেখিয়াও চিনলা না। 17 ইছায় তারারে জিকাইলা, “আটি আটি আপনারা ইতা কিতার বাতচিত কররা?” ইখান হুনিয়া এরা মুখ বেজার করি উবাই গেলা। 18 এরমাজে কিলিওফাছ নামে একজনে ইছারে কইলা, “আপনেউ একমাত্র জন, যেইন হুনছইন না ই কয়দিনে জেরুজালেমো কিতা ঘটিছে?”
19 ইছায় তারারে জিকাইলা, “কিতা ঘটিছে বা?” তারা কইলা, “নাছারতর ইছারে লইয়া যততা ঘটিছে। তাইন তো আল্লার নবী, তান মুখর জবান আর কামে-কাজে আল্লার নজরো আর হকল মানষর চখুতও খুব তাক্কতি আর মরতুবাআলা নবী আছলা। 20 আমরার বড় ইমাম আর মুরব্বি অকলে তানরে জানে মারার লাগি রোমান অকলর আতো ধরাইয়া দিলাইলা, তারা তানরে নিয়া সলিবর উপরে কাতল করিলিছে। 21 অইলে আমরার আশা আছিল, তাইন বনি ইছরাইলরে আজাদ করবা। আইজ তিন দিন অইলো ই ঘটনা ঘটিছে। 22 আর আমরার লগর কয়জন বেটি মানষে আইয়া আমরারে তাইজ্জুব বানাইলিছইন। তারা খুব ছবরে ইছার কয়বরো গেছলা, 23 গিয়া দেখছইন, তান লাশ নাই। তারা ফিরত আইয়া কইলা, তারা ফিরিস্তার দরশন পাইছইন, আর ফিরিস্তা অকলে তারারে কইছইন, ইছা জিন্দা আছইন। 24 বাদে আমরার লগে যারা আছলা, তারার মাজেও কেউ কেউ কয়বরো গিয়া দেখলা, বেটিন্তর কথাউ হাছা, ইছার লাশ কয়বরো নাই।”
25 হকলতা হুনিয়া ইছায় তারারে কইলা, “আপনারা তো কুন্তাউ বুজইন না। আপনাইন্তর দিল অলা অসাড় বনিগেছে নি? আল্লার নবী অকলে যেতা বাতাইয়া গেছইন, অতারেও আপনারা একিন কররা না। 26 নবী অকলে কইছইন না নি, আল্লার ওয়াদা করা আল-মসীয়ে দুখ-মছিবত সইয্য করিয়া হারি তান জালাল আর গৌরব হাছিল করবা?” 27 বাদে তাইন মুছা নবীর তৌরাত কিতাব থাকি শুরু করিয়া, হক্কল নবীর কিতাবর মাজে তান বেয়াপারে যততা লেখা আছে, অতা তারারে বুজাইলা।
28 আর যে গাউত যাইতা করি তারা রওয়ানা দিছলা, হউ গাউর কান্দাত আইলে ইছায় আরো দুরই যাওয়ার ভাব দেখাইলা। 29 অইলে তারা খুব মিনত-কাজ্জি করিয়া তানরে কইলা, “অখন তো বেইল গেছেগি, হাইঞ্জা অইযার, তে রাইতখান আপনে আমরার গেছে রই যাউক্কা।” অউ তাইন রওয়ার লাগি বাড়িত হামাইলা। 30 বাদে যেবলা খানিত বইলা, অউ সময় ইছায় রুটি লইয়া টুকরাইয়া আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া তারারে দিলা। 31 তেউ তারার চউখ খুলিগেল, তারা ইছারে চিনিলিলা। চিনার লগে লগেউ তাইন এরার গেছ থাকি আউড়ি দিলাইলা। 32 বাদে তারা একে-অইন্যরে কইলা, “পথো যেবলা তাইন আমরার লগে বাতচিত করছলা, আমরারে আল্লার কালাম বুজাইয়া দিছলা, হউ সময় আমরার দিলর মাজে এক এশকি পয়দা অইছিল নী নি?”
33 লগে লগে তারা দুইওজন বার অইয়া জেরুজালেম আইলা। আইয়া হউ এগারো জন সাহাবি আর বাকি হক্কলরে একখানো বওয়াত পাইলা। 34 তারা অনো বইয়া অতা মাতিরা, হজরত ইছা আসলেউ জিন্দা অইগেছইন, জিন্দা অইয়া সাইমন-পিতররে দেখা দিছইন। 35 অউ সময় হউ দুইও জনেও এরারে কইলা, পথর মাজে তারা কিলা ইছার দেখা পাইলা, রুটি টুকরাইবার সময় কিলা তানরে চিনলা, ইতা হকলতা জানাইলা।

জিন্দা ইছারে হকল সাগরিদে দেখলা

36 সাহাবি অকলে তো অতা লইয়া বাতচিত কররা, অউ সময় আখতাউ ইছা নিজে অনো আইয়া তারার মাজখানো উবাইয়া কইলা, “আছছালামু আলাইকুম।” 37 তানে দেখিয়া তারা খুব ডরাইগেলা, মনো করলা ভুত আইছে। 38 ইছায় তারারে কইলা, “তুমরা অতো অস্থির অইগেলায় কেনে? কেনে তুমরার দিলো সন্দয় হামাইলো? 39 আমার আত-পাও ভালামন্তে দেখো, দেখো না, ই তো আমি। আমারে আতাইয়া দেখো, ভুতর তো আমার লাখান আড্ডি-মাংস নাই।” 40 অখান কইয়া তাইন নিজর আত-পাও তারারে দেখাইলা। 41 অইলে তারা তানে দেখিয়া অতো বেশি খুশি অইলা, খুশির চুটে বেদিশা বনিগেলা, কুন্তা বিশ্বাস করতা পারলা না। তেউ ইছায় তারারে কইলা, “ইনো খাইবার কুন্তা আছে নি?” 42 তারা এক টুকরা বিরান মাছ তানরে দিলা। 43 অউ মাছ তাইন হকলর ছামনে খাইলা।
44 খাইয়া এরারে কইলা, “আমি যেবলা তুমরার লগে আছলাম, হউ সময় তুমরারে কইছলাম না নি, মুছা নবীর তৌরাত শরিফ, নবী অকলর ছহিফা, আর জবুর শরিফর মাজে যেতা লেখা আছে, ইতা হকলতা নিচ্চিত ফলিবো।” 45 অখান কইয়া হারি, তাইন সাহাবি অকলর দিলর দুয়ার খুলি দিলা, যাতে আল্লার কালামর মানি এরা বুজতা পারইন। 46 তাইন কইলা, “আল্লার কালামো লেখা আছে, আল-মসীয়ে বউত কঠিন দুখ-তকলিফ পাইবা, মউতর তিন দিনর দিন তাইন মুর্দা থাকি জিন্দা অইযিবা। 47 যেকুনু মানষে তান নামে তৌবা করলে, গুনার মাফি মাগিলে মাফি পাইবো, অউ বয়ানি জেরুজালেম থাকি শুরু অইয়া আস্তা দুনিয়ার হকল জাতির কানো পৌছানি লাগবো। 48 তুমরাউ ই হক্কলতার সাক্ষি। 49 আর হুনো, আমার বাতুনি বাফে যেতা দান করার ওয়াদা করছইন, আমি ইতা তুমরার গেছে বেজিমু। অইলে বেহেস্ত থাকি বল-তাক্কত না পাওয়া পর্যন্ত, তুমরা অউ জেরুজালেমো রইও।”

হজরত ইছারে বেহেস্তো তুলিয়া নেওয়া অইলো

50 বাদে ইছায় সাহাবি অকলরে লইয়া বায়ত-আনিয়া গাউর মুখো গেলা, গিয়া তাইন আত তুলিয়া তারারে দোয়া দিলা। 51 আর অউ দেয়ার হালতেউ তাইন তারার গেছ থনে আলগ অইগেলা, তানরে বেহেস্তো তুলিয়া নেওয়া অইলো। 52 তারা হকলে তানরে সইজদা করিয়া, খুব খুশি অইয়া জেরুজালেমো ফিরত আইলা। 53 আর বায়তুল-মুকাদ্দছর মাজে হামেশা আল্লার হামদ-তারিফ করাত রইলা। আমিন॥

আল-হান্নান

পরিচিতি

আল-হান্নান ছিপারার তালিম অইলো, হজরত ইছা আল-মসীউ অইলা আল্লার কালাম, বা কালিমাতুল্লা। অউ কালাম অইলা, স্বয়ং আল্লার বুলি বা আওয়াজ, যে আওয়াজে তামাম জগতর জনম। আল্লার মর্জিয়ে অউ কালামে মানষর ছুরত পাইলা, আর মানুষ রুপে দুনিয়াত তশরিফ আনলা। হজরত ইছাউ অইলা আল্লার কালাম, ই কথা কইতে গেলে আমরা বুজতাম পারি, খালি তান উছিলায়উ আমরা মহান আল্লা পাকর আসল দিদার বা পরিচয় পাই।

আমরা আরো দেখি, দুনিয়াত আইয়া হজরত ইছায় বউত কেরামতি-কুদরতি কাম করছইন। এরমাজ থাকি অউ ছিপারাত নিশানা বা চিন হিসাবে বিশেষ সাতখান কেরামতির বিস্তারিত বয়ান করা অইছে, যে কাম থাকি বুজা যায়, হজরত ইছা আল-মসীর জবানর বুলিউ আল্লার কালাম, তান কাম অইলো আল্লারউ কাম। ই ছিপারার ২০ নম্বর রুকুর ৩১ আয়াতো আছে, "খালি অউ ঘটনা অকল লেখা অইছে, যাতে অতা তিলাওত করিয়া তুমরা ইমান আনো, হজরত ইছাউ আল্লা পাকর ওয়াদা করা হউ আল-মসী, তাইনউ ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার জন, আর ইমান আনিয়া যাতে তান উছিলায় তুমরা আখেরি জিন্দেগি হাছিল করো।" (আল-মছী, ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার জন, ই সব নাম-উপাধির মানি ভাংগিয়া দেখবা কিতাবর হেশে কিতাব-সুত্র নামর অংশত।)

ই ছিপারাত হজরত ইছায় "আমিউ" কইয়া নিজর সাতখান বিশেষ গাইবি নাম রাখছইন। অউ সাতো নাম অইলোগি: আমিউ জিন্দেগি-রুটি; আমিউ দুনিয়ার নুর; আমিউ দুয়ার; আমিউ আসল রাখাল; আমিউ কিয়ামত আর জিন্দেগি; আমিউ পথ, হক আর জিন্দেগি; আর, আমিউ আসল আংগুর গাছ। ই গাইবি নাম অকল দিয়া বুজা যায়, খালি তান উছিলায় আল্লার দিদার পাওয়া যায়, খালি তাইনউ তরানেআলা, দুনিয়ার নাজাত দেওরা জন, যেইন আদম জাতিরে ইবলিছর কবজা থাকি মুক্ত করইন।

লেখক পরিচিতি আর সময়

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন হজরত হান্নান (রাঃ)। তাইন হজরত ইছা আল-মসীর ১২ জন সাহাবির মাজর একজন। হজরত ইছা দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৪০-৫০ বছর বাদে অউ ছিপারা কিবাবর আকারে লেখা অইছে।

এরমাজে আছে,

(ক) আল্লার কালাম মানুষ ছুরতে নাজিল
(খ) হজরত এহিয়া আর হজরত ইছা আল-মসীর পয়লা উম্মত
(গ) আল-মসীর তবলিগ আর কেরামতি কামর বয়ান
(ঘ) উম্মত অকলরে হজরত ইছার আখেরি তালিম
(ঙ) হজরত ইছার উপরে জুলুম-মছিবত আর তান উফাত
(চ) হজরত ইছা মউতর বাদে জিন্দা অইলা আর বউতে দেখলা

আল্লার কালাম মানুষ ছুরতে নাজিল (১:১-১৮)

1 পয়লাউ কালাম আছলা, কালাম আল্লার লগে আছলা আর অউ
কালাম নিজেউ আল্লা আছলা। 2 হকল পয়লা অউ কালাম আল্লার
লগে আছলা। 3 অউ কালামর মাজদি হক্কলতা পয়দা করা অইছিল,
যততা পয়দা করা অইছে, এর কুনুতাউ তানরে ছাড়া পয়দা অইছে না। 4 তান
মাজে জিন্দেগি আছিল, হউ জিন্দেগিউ অইলো মানষর নুর। 5 অউ নুর
আন্দারির মাজে জলের, অইলে আন্দাইরে ই নুররে কবজা করতো পারিছে
না।
6 আল্লায় এহিয়া নামর একজন মানষরে দুনিয়াত পাঠাইলা। 7 অউ নুরর
বেয়াপারে সাক্ষি দিবার লাগি তানরে পাঠাইল অইলো, যাতে তান
জবানবন্দি হুনিয়া মানষে ইমান আনে। 8 তাইন নিজে হি নুর আছলা না,
অইলে নুরর বেয়াপারে সাক্ষি দিবার লাগি দুনিয়াত আইছলা। 9 আসল নুর
অইলা হউ জন, যেইন হক্কল মানষরে নুর দান করইন, তাইন দুনিয়াত
তশরিফ আনরা।
10 অউ দুনিয়াত তাইন আছলা, দুনিয়া তান উছিলায় পয়দা অইছে, তা-ও
দুনিয়ার মানষে তানরে চিনলো না। 11 তাইন নিজর জমিনো আইলা, তান
নিজর মানষেউ তানরে কবুল করলো না। 12 অইলে যতো জনে তান উপরে
ইমান আনিয়া তানরে কবুল করলা, এরা পরতেক জনরে তাইন আল্লার খাছ
আওলাদ, মানি মায়ার জন বনার এখতিয়ার দিলা। 13 আসলে অউ জন
অকলর জনম তো মানষর লউ থাকি অইছে না, শরিলর খাইশ বা মানষর
ইচ্ছায়ও অইছে না, ইটা খালি আল্লা থাকিউ অইছে।
14 অউ কালামউ মানুষ ছুরতে জনম লইলা আর আমরার মাজে বসতি
করলা। বাফর খাছ আওলাদ হিসাবে তাইন যে জালাল আর মহিমা
পাইছইন, হউ জালাল আর মহিমা আমরা দেখছি। তাইন তো হক আর
রহমতে ষোলআনা কামিল।
15 এহিয়া নবীয়ে তান বেয়াপারে বড় গলায় সাক্ষি দিলা, কইলা, "এইনউ
তো হউ জন, যেন বেয়াপারে আমি আগে কইছলাম, আমার বাদে একজনে
তশরিফ আনরা, তাইন আমা থাকিও মহান, আমার বউত আগ থাকিউ তো
তাইন আছইন।"
16 তাইন ষোলআনা কামিল অওয়ায় আমরা হকলে রহমতর উপরেদি
আরো রহমত পাইছি। 17 মুছা নবীর মারফতে আল্লায় শরিয়ত দান করছিলা,
অইলে ইছা আল-মসীর মারফতে হক আর রহমত আইছে। 18 আল্লারে তো
কেউ কুনুদিন দেখছে না। তান লগে রওরা হউ একমাত্র পুত, মানি তান খাছ
মায়ার জন, যেইন স্বয়ং মউলা, তাইনউ আল্লারে জাইর করছইন।

হজরত এহিয়া (আঃ) আর হজরত ইছা আল-মসীর পয়লা উম্মত (১:১৯-৫১)

হজরত এহিয়া (আঃ) অর পরিচয়

19 ইহুদি নেতা অকলে জেরুজালেম টাউন থাকি যেবলা কয়জন ইমাম
আর লেবি সমাজর কিছু মানষরে এহিয়া নবীর গেছে পাঠাইলা, অউ সময়
এহিয়ায় এরার গেছে সাক্ষি দিলা। তারা যেবলা জিকাইলা, "ছাব, আপনে
আসলে কে?" 20 এহিয়া নবীয়ে কুন্তা না লুকাইয়া স্বীকার অইয়া কইলা,
"আমি তো আল-মসী নায়।" 21 তেউ তারা তানরে জিকাইলা, "তে আপনে
কে? আপনে ইলিয়াছ নবী নি?" তাইন কইলা, "না, আমি ইলিয়াছ নায়।" অউ
তারা জিকাইলা, "তে আপনে কিতা আগর জমানার হউ নবী নি?" তাইন
জুয়াপ দিলা, "জি না।" 22 তারা হিরবার তানরে জিকাইলা, "তাইলে আপনে
কে? আমরারে যেরা পাঠাইছইন, আমরা ফিরিয়া গিয়া কিতা কইতাম,
আপনার নিজর পরিচয় কিতা?" 23 এহিয়ায় জুয়াপ দিলা, "আমি অইলাম
হউ আওয়াজ, যেন বেয়াপারে হজরত ইশায়া নবীয়ে বাতাই গেছইন,

মরুভুমির মাজে জুরে জুরে একজনে এলান কররা,
তুমরা মালিকর পথ ছহি করো।"

24 এহিয়া নবীর গেছে যেরারে পাঠাইল অইছিল, এরা আছলা ফরিশি
সমাজর মানুষ। 25 তারা তানরে জিকাইলা, "আপনে যেবলা আল-মসীও
নায়, ইলিয়াছ নবীও নায় বা আগর জমানার হউ নবীও নায়, তে আপনে
কেনে মানষরে তৌবার গোছল দিরা?" 26 এহিয়া নবীয়ে তারারে জুয়াপ
দিলা, "আমি তো মানষরে পানি দিয়া তৌবার গোছল করাইরাম, অইলে

আপনারার মাজে অউলা এক বুজুর্গ জন আছইন, যেনরে আপনারা চিনইন না। 27 ই বুজুর্গ হউ জন, যেইন আমার বাদে তশরিফ আনার কথা আছিল। তান পাওর জুতার ফিতাগেছা খুলার লাখও আমি নায়।”
28 জর্দান গাংগর আরক পারো বায়ত-আনিয়া গাউত, এহিয়া নবী যে জাগাত তৌবার গোছল করানিত আছলা, হউ জাগাত অউ ছওয়াল-জুয়াপ অইলো।

আল্লাই মেড়ার বাইচ্চা

29 বাদর দিন এহিয়া নবীয়ে দেখলা হুজুর ইছা তান গেছে আইরা, দেখিয়া কইলা, “অউ দেখরায় নি আল্লাই মেড়ার বাইচ্চা, যেন উছিলায় হক্কল মানষর গুনার মাফি অয়। 30 এইন অইলা হউ জন, যেন বেয়াপারে আমি আগে কইছলাম, আমার বাদে একজনে তশরিফ আনরা, আসলে তাইন আমার আগ থাকিউ আছইন, আর তাইন আমা থাকিও ইজ্জতি জন। 31 আগে তো আমি তানরে চিনতাম না, অইলে বনি ইছরাইলর মাজে তাইন যাতে পরিচিতি পাইন, অতার লাগি আমি আগে আইয়া মানষরে পানিদি তৌবার গোছল করাইরাম।”
32 বাদে এহিয়া নবীয়ে অউ সাক্ষি দিলা, কইলা, “আমি দেখলাম কইতরর ছুরতে পাক রুহ আছমান থাকি লামিয়া আইলা, আইয়া এন উপরে আজিলা। 33 আমি তো তানরে চিনতাম না, অইলে তৌবার গোছল করানির লাগি যেইন আমারে বেজিছইন, তাইন আমারে বাতাই দিছইন যেন, আল্লাই পাক রুহরে যার উপরে লামিয়া আইতে দেখবায়, এইনউ হউ জন, যেইন মানষরে পাক রুহদি তরিকাবন্দি দিবা। 34 তে আমি ইতা দেখলাম, দেখিয়া হারি সাক্ষি দিরাম, এইনউ ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার জন।”

হজরত ইছার পয়লা সাহাবি

35 বাদর দিন এহিয়া নবী আর তান দুইজন উম্মত হিরবার হউ জাগাত আইলা। 36 অউ সময় হজরত ইছা আটিয়া যাইরা, তানরে দেখিয়া এহিয়ায় কইলা, “অউ দেখরায় নি আল্লাই মেড়ার বাইচ্চা।” 37 এহিয়া নবীর অউ কথা হুনিয়া হউ দুইও জন ইছার খরে খরে রওয়ানা অইগেলা। 38 ইছায় খরেদি ফিরিয়া এরারে দেখলা, দেখিয়া কইলা, “কিতাবা, তুমরা কিতা চাও?” তারা জুয়াপ দিলা, “রব্বি, (মানি উস্তাদ), আপনে কুয়াই থাকইন?” 39 ইছায় তারারে কইলা, “আও না, আইয়া দেখিয়া যাও।” তেউ তারা তান লগে গেলা, গিয়া দেখলা তাইন কুন জাগাত থাকইন, আর তারাও আস্তা দিন তান লগে রইলা। অউ সময় আছরর অখত আইচ্ছে।
40 এহিয়া নবীর কথা হুনিয়া যে দুইজন ইছার খরে খরে গেছলা, এরার একজনর নাম অইলো আন্দ্রিয়াছ, এন ভাইর নাম সাইমন-পিতর। 41 অউ আন্দ্রিয়াছে পয়লা তান ভাই সাইমনরে তুকাইয়া বার করিয়া কইলা, “ভাইছাব হুনছো নি, আমরা তো আল-মসীরে দেখছি।” আল-মসীর মানি অইলো আল্লার খেলাফতি পাওয়া জন। 42 আন্দ্রিয়াছে সাইমনরে লইয়া ইছার গেছে আইলা। ইছায় সাইমনর বায় চাইয়া কইলা, “তুমি তো সাইমন বিন ইউহান্না, অইলে অখন থাকি তুমারে কৈফা নামে ডাকা অইবো।” কৈফা মানি পিতর, বা পাথর।
43 বাদর দিন ইছায় নিয়ত করলা, গালিল জিলাত যাইতাগি। অউ সময় তাইন ফিলিফরে দেখলা, দেখিয়া কইলা, “ও ফিলিফ আও, আইয়া আমার উম্মত অও।” 44 ফিলিফ আছলা বায়ত-ছয়দা গাউর মানুষ। আন্দ্রিয়াছ আর পিতরর বাড়িও আছিল অউ গাউত। 45 ফিলিফে নথনেলরে তুকাইয়া বার করিয়া কইলা, “মুছা নবীর তৌরাত কিতাবো আর আছমানি নবী অকলর ছহিফাত যেন কথা লেখা আছে, আমরা তো তানরে দেখছি। তাইন তো নাছারত গাউর ইছা, তান বাফর নাম ইউছুফ।” 46 ইখান হুনিয়া নথনেলে ফিলিফরে কইলা, “ধুত! নাছারত থাকি ভালা কুন্তা বারয় নি?” ফিলিফে কইলা, “তে আইয়া দেখো।”
47 ইছায় দেখলা, নথনেল তান গেছে আইরা, দেখিয়া কইলা, “অউ দেখরায় নি একজন খাটি বনি ইছরাইলি। তার মাজে কুনু ধুন্দুর-মুন্দুর নাই।” 48 তেউ নথনেলে ইছারে জিকাইলা, “আপনে আমারে কেমনে চিনলা?” ইছায় জুয়াপ দিলা, “হুনো, তুমারে ডাকিবার আগে তুমি যেবলা হউ ডুমুর গাছর তলে আছলায়, হউ সময় আমি তুমারে দেখছি।” 49 ইখান হুনিয়া নথনেলে ইছারে কইলা, “হুজুর, আপনেউ তো ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার জন। আপনেউ বনি ইছরাইলর বাদশা।” 50 ইছায় তানরে কইলা, “তুমারে হউ ডুমুর গাছর তলে দেখছি অখান কওয়ায় তুমি ইমান আনলায় নি? হুনো, এর থাকিও আরো বউত বড় বড় কেরামতি তুমি দেখবায়নে।” 51 বাদে ইছায় কইলা, “আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, তুমরা দেখবায় বেহেস্ত খুলিগেছে, আর আল্লার ফিরিস্তা অকল আমি বিন-আদমর উপরে উঠা-লামা কররা।”

আল-মসীর তবলিগ আর কেরামতি কামর বয়ান (২:১-১২:৫০)

হজরত ইছায় পানিরে আংগুরর শরবত বানাইলা

2 এর দুইদিন বাদে গালিল জিলার কান্না গাউত এক বিয়া আছিল। হজরত ইছার মা অউ বিয়াত আছলা। 2 অউ বিয়াত ইছা আর তান সাহাবি অকলেও দাওত পাইছলা। 3 বিয়ার অনুষ্ঠানো যেবলা আংগুরর শরবত ফুড়াই গেল, অউ সময় ইছার মা’য় ইছারে কইলা, “এরার আংগুরর শরবত শেষ অইগেছে।” 4 ইছায় তান মা’রে কইলা, “মাই গো, ইতা তো আমার বিষয় নায়। অখনও আমার সময় অইছে না।” 5 অইলে তান মা’য় খাদিমদার অকলরে কইলা, “ওবা, তাইন যেতা কইন, অতাউ করো।”
6 ইহুদির শরিয়ত মাফিক অজু করার লাগি হিনো পাথরর ছয়টা গামলা আছিল। ইতা একোটাত অনুমান দুই-তিন মন পানি ধরতো। 7 ইছায় খাদিমদার অকলরে কইলা, “অউ গামলাইন্তো পানি ভরো।” তেউ তারা ইগুইন টেপে টেপে ভরি দিল। 8 বাদে তাইন কইলা, “অন থাকি থুড়া পানি নিয়া পরধান বাবুর্চিরে দেও।” তেউ তারা অলাউ করলো। 9 বাবুর্চিয়ে অউ পানি খাইয়া দেখলা, ইতা তো আংগুরর শরবত। অইলে ই শরবত কুয়াই থাকি আইলো, ইখান তাইন জানতা না। খালি খাদিমদার অকলে জানতো। এরলাগি বাবুর্চিয়ে বিয়ার নশারে ডাকিয়া কইলা, 10 “পয়লা হকলেউ মানষরে খাটি শরবত খাইতে দেয়। মানষে ইচ্ছামতো খাওয়ার বাদে যেবলা শেষ অইয়ায়, অউ সময় যে শরবত দেয়, ইতা পয়লা থাকি কিছু ভেজাল থাকে। অইলে তুমি খাটি শরবত অখনও রাখছো।”
11 হজরত ইছায় গালিল জিলার কান্না গাউত নিশানা হিসাবে অউ পয়লা কেরামতি দেখাইয়া নিজর মহিমা জাইর করলা। ইতা দেখিয়া সাহাবি অকলে তান উপরে ইমান আনলা।
12 এরবাদে ইছায় তান মা, ভাইয়াইন আর সাহাবি অকলরে লইয়া কফরনাউম টাউনো গেলা, গিয়া কয়দিন হনো রইলা।

জেরুজালেম বায়তুল-মুকাদ্দছো ইছা আল-মসী

13 ইহুদির আজাদি ইদ ঘনাই গেলে ইছা জেরুজালেম টাউনো আইলা। 14 জেরুজালেমো আইয়া তাইন দেখলা, পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা ঘরর সীমানাত কুরবানির গরু, মেড়া আর পারো বেচা-কিনা চলের, আর টেকার বাট্টার কারবারি অকলও বই রইছইন। 15 ইতা দেখিয়া তাইন দড়ি দিয়া একটা চাবুক বানাইলা, আর চাবুক দিয়া হকল গরু-মেড়া আর মানষরে ইনথনে খেদাই দিলা। আর টেকার বাট্টার কারবারি অকলর টেকা-পয়সা ছিতরাইয়া, তারার কেশ বাক্স উল্টাইয়া ফালাইলা। 16 পারো বেচরা অকলরে ইছায় কইলা, “ইনথনে হক্কলতা হরাও। আমার বাফর ঘররে বাজার বানাইও না।” 17 অউ সময় পাক কিতাবর অউ কথা সাহাবি অকলর মনো অইগেল, “তুমার ঘরর লাগি আমার যে মহব্বত, অউ মহব্বতেউ আমার দিলর মাজে আগুনির লাখান জলের।”
18 ইছার ই কামর লাগি ইহুদি নেতা অকলে তানরে জিকাইলা, “ইতা করার অধিকার যে তুমার আছে, তার পরমান হিসাবে তুমি কুন কেরামতি দেখাইবায়?” 19 তাইন জুয়াপ দিলা, “আপনারা অউ কাবা ঘর ভাংগিলাউক্কা, আমি তিন দিনর ভিতরে হিরবার তুলমু।” 20 ইখান হুনিয়া তারা কইলা, “ই এবাদত খানা বানাইতে ছয়চাল্লিশ বছর লাগছিল, আর তুমি কিতা তিন দিনর ভিতরে বানাইলিবায় নি?” 21 অইলে ইছায় ইনো আল্লার ঘর বলতে নিজর শরিলর কথাউ কইছইন। 22 এরলাগি ইছা মরা থাকি জিন্দা অওয়ার বাদে সাহাবি অকলর মনো অইছিল, তাইন অউ কথাউ কইছলা। তেউ সাহাবি অকলে পাক কিতাবর কথা আর ইছায় যেতা কইছলা, অতা একিন করলা।
23 আজাদি ইদর সময় ইছায় জেরুজালেম রইয়া যেতা কেরামতি কাম করছিলা, ইতা দেখিয়া বউত মানষে তান উপরে ইমান আনলো। 24 অইলে ইছায় নিজরে তারার গেছে ধরা দিলা না, কারন তাইন হকল মানষরে চিনতা। 25 মানষর বেয়াপারে তান কুনু সাক্ষির জরুর আছিল না, তাইন এরার দিলর খবর জানতা।

নয়া জনম আর একিনর বেয়াপারে তালিম

3 ফরিশি অকলর মাজে নীকদীম নামে ইহুদি অকলর একজন নেতা আছলা। 2 একদিন রাইতে তাইন আইয়া ইছারে কইলা, “হুজুর, আমরা জানি, আপনে একজন উস্তাদ হিসাবে আল্লার গেছ থাকি আইছইন। আপনে যেতা কেরামতি কাম কররা, আল্লা লগে না থাকলে কেউ ইতা করতো পারে না।” 3 তাইন নীকদীমরে কইলা, “আমি আপনারে হাছাউ কইরাম, নয়া করি জনম না লইলে কেউ আল্লার বাদশাই দেখে না।” 4 তেউ নীকদীমে তানরে কইলা, “মানুষ বুড়া অইগেলে হিরবার জনম লয় কিলা? দুছরা বার মা’র পেটো হামাইয়া জনম লয় নি?” 5 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আমি আপনারে হাছাউ কইরাম, পানি আর পাক রুহ থাকি জনম না অইলে কেউ আল্লার বাদশাইত হামাইতো পারে না। 6 রক্ত-মাংস থাকি যেতার জনম অয়, ইতা তো খালি রক্ত-মাংস। আর পাক রুহ থাকি যেতার জনম, ইতা রুহ। 7 আমি যে আপনারে কইলাম, নয়া করি জনম লওয়া জরুর, এতে তাইজ্জুব অইবা না। 8 বাতাস তার যেবায় ইচ্ছা অবায় যায়, আর আপনে তার আওয়াজ হুনইন, অইলে কই থাকি আয় আর কই যায়, ইখান জানইন না। তে পাক রুহ থাকি যেরার জনম অইছে, তারার বেলায়ও অলাখান অয়।”
9 নীকদীমে ইছারে জিকাইলা, “ইকটা কিলা অইতো পারে?” 10 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আপনে বনি ইছরাইলর উস্তাদ অইয়াও ইতা বুজইন না নি? 11 আপনারে হাছাউ কইরাম, আমরা যেতা জানি অখানউ কই, আর যেতা দেখছি অউ বেয়াপারে সাক্ষি দেই। অইলে আপনারা আমরার সাক্ষি মানইন না। 12 আমি আপনারারে দুনিয়াবি বেয়াপারে কইলে যেবলা একিন করইন না, তে বেহেস্তি বেয়াপার কইলে কিলা একিন করবা? 13 যেইন বেহেস্তো থাকইন আর বেহেস্তে থাকি আইছইন, হউ বিন-আদম ছাড়া আর কেউ বেহেস্তো উঠছইন না।
14 “মরুভুমির মাজে মুছা নবীয়ে যেলা হাফরে উচাত তুলছিলা, অলা আমি বিন-আদমরেও উচাত তুলা অইবো। 15 যাতে যে জনে আমার উপরে ইমান আনে, হে আখেরি জিন্দেগি হাছিল করে। 16 আল্লা পাকে দুনিয়ার মানষরে অতো বেশি মায়া করলা, ই মায়ার খাতিরে তান খাছ মায়ার জনরে

দান করলা। যে মানষে অউ মায়ার জনর উপরে ইমান আনে, হে বিনাশ অয় না, বরং আখেরি জিন্দেগি হাছিল করে।
17 “আল্লায় মানষরে দুষি পরমান করার লাগি তান মায়ার জনরে দুনিয়াত পাঠাইছইন না। অউ মায়ার জনর খাতিরে মানষে যাতে নাজাত পায়, এরলাগিউ পাঠাইছইন। 18 যে জনে অউ মায়ার জনর উপরে ইমান আনে, তার কুনু বিচার অয় না, অইলে যে ইমান আনে না, তারে আগেউ দুষি সাইবস্তো করা অইগেছে। কারন আল্লার একমাত্র মায়ার জন ইবনুল্লার উপরে হে ইমান আনছে না। 19 তারে দুষি সাইবস্তো করা অইছে, কারন দুনিয়াত নুর জাইর অইছে। অইলে মানষর বদ কামর লাগি নুর থাকি আন্দাইররে বেশি ভালা পাইছে। 20 যে মানষে বদ কাম করে, হে নুররে ঘিন্নায়, তার বদ কাম অকল জাইর অইযিবো করি হে নুরর গেছে আয় না। 21 অইলে যে জন হক-হালালির পথে চলে, হে নুরর গেছে আয়, যাতে তার হকল কাম আল্লার মুনশা মাফিক অইছে করি পরমান অয়।”

এহিয়া নবীয়ে ইছার বেয়াপারে কইরা

22 এরবাদে হজরত ইছা আর সাহাবি অকল এহুদিয়া এলাকাত আইলা। হিনো তাইন সাহাবি অকলর লগে কিছু দিন কাটাইলা আর মানষরে তৌবার গোছল করাইলা। 23 অউ সময় সালিম নামর এক গাউর কান্দাত ঐনোন নামর এক জাগাত এহিয়ায়ও তৌবার গোছল করানিত আছলা। হউ জাগাত বউত পানি থাকায় দলে দলে মানুষ আইয়া তৌবার গোছল লইলা।
24 এহিয়া নবীরে অউ সময়ও জেলো বন্দি করা অইছে না।
25 অউ সময় শরিয়ত মাফিক পাক-ছাফ অওয়ার বেয়াপার লইয়া, এহিয়া নবীর উম্মত অকলে ইহুদির এক আলিমর লগে তর্ক লাগাই দিলা। 26 বাদে তাইন তাইন হজরত এহিয়ার গেছে আইয়া কইলা, “হুজুর, যেইন জর্দান গাংগর হপারো আপনার লগে আছলা, আর যার বেয়াপারে আপনে সাক্ষি দিছলা, দেখরা নি, হকল মানুষ তান গেছে যাইরাগি আর তাইন এরারে তৌবার গোছল দিরা।” 27 ইখান হুনিয়া এহিয়ায় কইলা, “বেহেস্ত থাকি দেওয়া না অইলে কেউ কুন্তা পায় না। 28 তুমরাউ তো হুনছো, আমি কইছি, আমি আল-মসী নায়, অইলে তান আগে আমারে পাঠানি অইছে। 29 যার গেছে কইনারে বিয়া দেওয়া অয়, এইনউ নশা। নশার দুস্তে খালি উবাইয়া নশার মাত হুনইন আর তান গলার আওয়াজ হুনিয়া খুশি অইন। অউ লাখান আমার খুশিও আইজ পুরা অইলো। 30 তানরে বড় অইতে অইবো আর আমি হরি যাইতাম অইবো।”

বেহেস্ত থাকি যেইন আইছইন

31 যেইন উপর থাকি আইন, এইন হকলর উপরে। অইলে যে দুনিয়া থাকি আয়, হে তো দুনিয়ার, হে দুনিয়াবি মাতউ মাতে। যেইন বেহেস্ত থাকি আইন, তান আসন হকলর উপরে। 32 তাইন হনো যেতা দেখছইন আর হুনছইন, অতার সাক্ষিউ দেইন। কেউ তান সাক্ষি মানে না। 33 অইলে যে জনে তান সাক্ষি কবুল করছে, হে অখান দিয়াউ পরমান করে, আল্লার কালামউ হাছা। 34 আল্লায় যেনরে পাঠাইছইন, তাইন আল্লার কালামউ বাতাইন, কারন আল্লায় তানরে পুরাপুর করিয়া পাক রুহ দান করইন। 35 বাফে তান পুতরে, মানি তান খাছ মায়ার জনরে মায়া করইন আর তান আতোউ হকলতা দিছইন। 36 যে মানষে আল্লার খাছ মায়ার জনর উপরে ইমান আনছে, হে আখেরি জিন্দেগি পাইলিছে। অইলে যে তানরে মানে না, হে কুনুমন্তেউ আখের পাইতো নায় বরং তার উপরে আল্লার গজব পড়ব।

শমরিয়ার বেটির ইমান

4 ফরিশি অকলে হুনলা, হজরত ইছায় এহিয়া নবী থাকি বেশি মানষরে তান উম্মত বানাইছইন, আর তৌবার গোছল করাইরা। 2 অইলে ইছায় নিজে তৌবার গোছল করাইরা না, তান উম্মত অকলেউ করাইরা।
3 হজরত ইছায় ই খবর পাইয়া, এহুদিয়া জিলা ছাড়িয়া হিরবার গালিল জিলাত যাওয়ার লাগি রওয়ানা অইলা। 4 যাওয়ার কালো তানরে শমরিয়ার মাজদি যাওয়া লাগছিল। 5 পথো তাইন শমরিয়ার শুখার নামর এক গাউর ধারো আইলা। হজরত ইয়াকুবে তান পুয়া ইউছুফরে যে জমিন দান করছলা, অউ জমিন খান আছিল হউ গাউর ধারো। 6 ই জমিনো হজরত ইয়াকুবর কুয়া আছিল। ইছা আটতে আটতে হেরান অইয়া অউ কুয়ার কাছাত জিরাইলা। অউ সময় অনুমান দুইফর অইগেছে।
7-8 এরমাজে শমরিয়া জাতির এক বেটিয়ে পানি তুলাত আইলো, আর কুয়ার কাছাত ইছা একলা আছলা, কারন তান সাহাবি অকল খানি-পানি লওয়ার লাগি বাজারো গেছলাগি। ইছায় তাইরে কইলা, “ও মাই, আমারে থুড়া পানি খাওয়াউক্কা।” 9 বেটিয়ে কইলো, “আমি তো শমরিয়া জাতির মীনুষ। আপনে একজন ইহুদি অইয়া আমার গেছে পানি চাইরা কিলা?” বেটিয়ে ইখান কইলো, কারন শমরিয়া জাতির লগে ইহুদি মানষর কুনজাত মিল-মিশ বা চলা-ফিরা আছিল না। 10 ইছায় তাইরে কইলা, “তুমি যুদি জানতায় আল্লার দান কিতা, আর কে তুমার গেছে পানি চাইরী, তে তুমি নিজেউ তান গেছে পানি চাইলায় অনে, আর তাইন তুমারে জিন্দা পানি দিলা অনে।” 11 বেটিয়ে কইলো, “ছাব, আপনার গেছে তো পানি তুলার কুন্তা নাই, আর ই কুয়াও গইন। তে জিন্দা পানি কুয়াই থাকি পাইলা? 12 আপনে কুনু আমরার মুল-মুরব্বি ইয়াকুব নবী থাকি বড় নি? তাইনউ আমরার লাগি ই কুয়া খুদিছলা। তাইন আর তান পুয়াইন্তেও অউ কুয়ার পানি খাইতা, আর তান পশুর পালরেও খাওয়াইতা।”
13 তেউ ইছায় কইলা, “যে জনে ই কুয়ার পানি খাইবো, তার হিরবার পিয়াছ লাগবো। 14 অইলে আমার দেওয়া পানি যে খাইবো, তার কুনু সময়উ পিয়াছ লাগতো নায়। বরং ই পানি তার দিলর মাজে ঝরনার লাখান উথলিয়া উঠবো আর আখেরি জিন্দেগি দান করবো।” 15 তেউ বেটিয়ে ইছারে কইলো, “হুজুর, তে আমারেও হউ পানি দেউক্কা, যাতে আমার পিয়াছ না লাগে, আর পানির লাগি ইনো আওয়া না লাগে।”
16 ইছায় বেটিরে কইলা, “তে যাও, তুমার জামাইরে অনো লইয়া আও।”
17 বেটিয়ে কইলো, “ছাব, আমার তো কুনু জামাই নাই।” ইছায় কইলা, “তুমি ঠিকউ কইছো, তুমার জামাই নাই। 18 কারন এর আগে তো তুমার পাচ জন জামাই অইগেছইন, আর অখন যে তুমার লগে আছে, হে তুমার জামাই নায়। তুমি হাছা কথাউ কইলায়।” 19 ইখান হুনিয়া বেটিয়ে ইছারে কইলো, “হুজুর, অখন আমি বুজলাম, আপনে একজন নবী। 20 আমরার বাফ-দাদাইন্তে অউ পাড়র উপরেউ এবাদত করতা, অইলে আপনারা কইন, জেরুজালেমোউ মানষর এবাদত করা উচিত।”
21 ইছায় তানরে কইলা, “হুনো, আমার মাতখান একিন করো। দেখিও, অউলা সময় আইবো যেবলা তুমরা ই পাড়র উপরে, বা জেরুজালেমর কুনুখানো, গাইবি বাফ আল্লার এবাদত করতায় নায়। 22 তুমরা যারে চিনো না, তার এবাদত করো, অইলে আমরা যান এবাদত করি, তানরে আমরা চিনি। জানো নি, নাজাতর পথ তো ইহুদি অকলর মাজদিউ আইছে।
23 হুনো, অলা সময় আইবো, বরং অখনউ আইচ্ছে, যেবলা আসল এবাদতকারি অকলে হক্কানি রুহে গাইবি বাফ আল্লার এবাদত করবা। গাইবি বাফেও অলাখান এবাদতকারির তালাশ করইন। 24 আল্লাতালা অইলাগি রুহ, এরলাগি যারা তান এবাদত করবা, তারা হক্কানি রুহে তান এবাদত করা লাগবো।”
25 বাদে অউ বেটিয়ে কইলো, “আমি জানি, আল-মসী আইরা। তাইন আইয়া হকলতা আমরারে জানাইবা।” 26 ইছায় অউ বেটিরে কইলা, “আমিউ হেইন, যেইন অখন তুমার লগে মাতিরা।”
27 অউ সময় সাহাবি অকলে আইয়া দেখলা, ইছায় এক বেটির লগে মাতিরা, দেখিয়া তারা তাইজ্জুব অইগেলা। তা-ও তারা কেউ জিকাইলা না, আপনে কিতা চাইরা বা এন লগে মাতিরা কেনে। 28 বাদে বেটিয়ে তাইর পানির খৈলা থুইয়া গাউর মানষরে গিয়া কইলো, 29 “তুমরা আইয়া একজনরে দেখি যাও। আমার জিন্দেগিত যেতা করছি, ইতা হকলতাউ তাইন কইলিছইন। তে তাইনউ কিতা হউ আল-মসী নি?” 30 ইতা হুনিয়া গাউর মানুষ বার অইয়া ইছার গেছে আওয়া ধরলা।
31 বাদে তান সাহাবি অকলে তানরে অনুরোধ করি কইলা, “হুজুর, কুন্তা খাউক্কা।” 32 তাইন কইলা, “আমার গেছে ইলা খানি আছে, যে খানির বেয়াপারে তুমরা জানো না।” 33 ইখান হুনিয়া সাহাবি অকলে একে-অইন্যে জিকাইলা, “তে তানরে কেউ কুনু খানি আনিয়া দিছে না কিতা?” 34 তেউ ইছায় তারারে কইলা, “যেইন আমারে বেজিছইন, তান মর্জি মাফিক তান কাম পুরা করাউ আমার খানি।
35 “তুমরা কও না নি, ‘আর চাইর মাস বাদেউ ফসল কাটার সময় আইবো’? অইলে আমি তুমরারে কইরাম, ভালা করি একবার খেতেদি চাইয়া দেখো, ফসল পাকিয়া কাটার জুকা অইগেছে। 36 ফসল কাটরায় অখনউ বেতন পাইরা আর আখেরর লাগি ফসল দলা কররা। এরলাগি যেইন জালা বাইন দেইন আর যেইন ফসল কাটইন, দুইও জনউ হমান খুশি অইন। 37 এতে অউ ছিল্লেখর পরমান অয়, ‘একজনে বাইন দেইন, আরক জনে কাটইন।’
38 আমিও তুমরারে অলা ফসল কাটাত পাঠাইছি, যে ফসলর লাগি তুমরা মেনত করছো না। অইন্য মানষে মেনত করছে আর তুমরা অউ মেনতর ফসল কাটিছো।”
39 যে বেটির জিন্দেগির হকলতা ইছায় কইলিছইন, অউ বেটির সাক্ষি হুনিয়া হউ গাউর বউত শমরিয়া মানষে ইছার উপরে ইমান আনলা। 40 তারা ইছারে গিয়া মিনত করি কইলা, তারার অখানো রইবার লাগি। এরদায় তাইন দুই দিন হনো রইলা। 41 অউ সময় তান তালিম হুনিয়া আরো বউত মানষে ইমান আনলা। 42 আর গাউর মানষে অউ বেটিরে কইলা, “তুমার কথায় আমরা ইমান আনছি না, আমরা নিজেউ তান মাত হুনিয়া বুজতাম পারছি, এইনউ জগতর আসল তরানেআলা।”

হজরত ইছার দুছরা কেরামতি

43 শমরিয়াত দুইদিন রইয়া হারি হজরত ইছা নিজর বাড়ি গালিল জিলাত গেলাগি। 44 যুদিও তাইন আগে কইছলা, কুনু নবীরেউ নিজর দেশো দাম দেওয়া অয় না, 45 তেবউ অউ সময় তারা তানরে কবুল করলা। কারন ইদর সময় ইছায় জেরুজালেমো যেতা কেরামতি দেখাইছলা, গালিলর মানুষ হনো থাকায় তারা ইতা দেখছলা করি তাইন গালিলো আইলে তারা কবুল করলা।
46 বাদে ইছা হিরবার গালিলর কান্না গাউত গেলা। অনোউ তাইন পানিরে আংগুরর শরবত বানাইছলা। কফরনাউম টাউনো এক সরকারি অফিসারর পুয়া খুব বেমার আছিল। 47 হজরত ইছা এহুদিয়া থাকি গালিল আইছইন হুনিয়া, অউ অফিসার তান গেছে গিয়া মিনত করলা, তাইন যানু কফরনাউম গিয়া এন পুয়াগুরে ভালা করইন। অউ সময় তান পুয়া মরার পথি অইগেছিল।
48 ইছায় অউ অফিসাররে কইলা, “কুনু নিশানা বা কেরামতি কাম না দেখলে আপনারা কুনুমন্তেউ ইমান আনতা নায়।” 49 তেউ অফিসারে কইলা, “হুজুর, দয়া করি জলদি আউক্কা, পুয়াগুর জান থাকতে আউক্কা।” 50 ইছায় তানরে কইলা, “আপনে যাউক্কাগি, আপনার পুয়া ভালা অইগেছে।” ইছার কথা একিন করিয়া এইন গেলাগি।
51 হাছাউ, হউ অফিসার বাড়িত যাওয়ার পথে তান গুলাম অকলে আইয়া খবর কইলো, “ছাব, আপনার পুয়ার বেমার কমিগেছে।” 52 তাইন এরারে জিকাইলা, “হে কুন সময় ভালা অইছে?” তারা কইলা, “কাইল দুইফর থাকি তান তাপ ছাড়ি দিছে।” 53 তেউ অফিসারর মনো অইলো, ঠিক দুইফরি বালা ইছায় তানরে কইছলা, “আপনে যাউক্কাগি, আপনার পুয়া ভালা অইগেছে।” এরলাগি অউ অফিসার আর তান পরিবারর হকলে ইছার উপরে ইমান

আনলা। 54 হজরত ইছা এহুদিয়া থনে গালিলো আওয়ার বাদে অউ দুছরা কেরামতি নিশানা দেখাইলা।

ইছায় আটতিশ বছরর বেমারিরে ভালা করলা

5 ইতার বাদে ইহুদি অকলর ইদর সময় আইলে ইছা জেরুজালেমো গেলাগি। 2 জেরুজালেমো মেড়া-দরজার কান্দাত একটা পুরকি আছিল, অউ পুরকিত ছিড়ি বান্দা পাচখান ঘাট আছিল, পাঁচো ঘাটর উপরে পাচখান ছাউনি। ইবরানি ভাষায় ই পুরকির নাম বায়ত-ছদা। 3 অউ ঘাটো বউত জাতর বেমারি পড়ি রইতো। লুলা-লেংড়া, আন্দা, আর বেমারে যেরার শরিল এক্কেবারে হুকাই গেছে, তারাও অনো রইতো।
4 মাজে মাজে একজন ফিরিস্তা আইয়া অউ পুরকির পানি লাড়াইতা, লাড়ানির বাদেউ পয়লা যে জন পানিত লামতো, তার যতো বড় বেমার অউক ভালা অইযিতো। এরদায় অউ বেমারি অকলে পানি লাড়ানির আশায় অনো পড়ি রইতো।
5 এরার মাজে অলা একজন বেমারি আছিল, যে বেটা আটতিশ বছর থাকি বেমার। 6 বউত দিন থাকি হে অনো পড়ি রইছে হুনিয়া ইছায় তারে জিকাইলা, "কিতাবা, তুমার ইচ্ছা নি তুমি ভালা অইযিতায়?" 7 বেটায় কইলো, "হুজুর, আমার তো ইলা কেউ নাই, যেইন পানি লাড়ানির লগে লগেউ আমারে পুরকিত লামাইতো। আমি লামতে লামতে আরক জন গিয়া লামি যায়।" 8 ইছায় এরে কইলা, "তে উঠো, তুমার বিছনা লইয়া আটা-চলা করো।" 9 লগে লগেউ অউ বেমারি ভালা অইগেল, আর তার বিছনা তুলিয়া চলা-ফিরা করলো।
হি দিন আছিল জুম্মাবার, জুম্মাবারে কুনুজাত কাম করা জাইজ নায়। 10 এরদায় ইহুদি নেতা অকলে অউ বেটারে কইলা, "আইজ তো জুম্মাবার, তে আইজ তুমার বিছনা তুলিয়া নেওয়া জাইজ নায়।" 11 অইলে হে কইলো, "যেইন আমারে ভালা করছইন, তাইনউ আমারে কইলা, উঠো, তুমার বিছনা লইয়া আটা-চলা করো।" 12 তেউ নেতা অকলে বেটারে জিকাইলা, "অউ মানুষগু খেগু, যেগিয়ে তুমারে কইছে, বিছনা লইয়া চলা-ফিরা করতায়?" 13 অইলে অউ বেটায় তো জানতো না, তাইন কে, হি জাগাত বউত মানষে ভিড় করিলিছইন দেখিয়া, ইছা হিন থনে গেছলাগি।
14 বাদে ইছায় অউ বেটারে বায়তুল-মুকাদ্দছো পাইয়া কইলা, "হুনো, তুমি তো বেমার থাকি ভালা অইগেছো। তে আর কুনু গুনা করিও না, যাতে তুমার সর্বনাশ না অয়।" 15 তেউ অউ বেটায় গিয়া ইহুদি নেতা অকলরে কইলো, তারে যেইন ভালা করছইন এন নাম ইছা।

হজরত ইছার আল্লাই এখতিয়ার

16 ইছায় জুম্মাবারে বেমারিরে ভালা করায় ইহুদি নেতা অকলে তানরে মারিলিতা চাইলা। 17 অইলে ইছায় তারারে কইলা, "হুনো, আমার গাইবি বাফে হামেশা কাম কররা আর আমিও কররাম।" 18 ইখান হুনিয়া তারা তানরে জানে মারার লাগি আরো গরম অইয়া পথ তুকানিত রইলা। তারা মনো করছিল, তাইন খালি জুম্মাবারর নিয়ম ভাংগিছইন না, তাইন আল্লা পাকরে বাফ ডাকিয়া শিরিকিও করছইন।
19 এরলাগি তাইন অউ নেতা অকলরে কইলা, "আমি নিচ্চিত হক কথা কইরাম, পুতে তো নিজে নিজে কুন্তা করতা পারইন না, অইলে তান বাফরে যেতা কাম করাত দেখইন, তাইন খালি অতাউ করইন, বাফে যেতা করইন, পুতেও তো অতা করইন। 20 বাফে তান পুতরে মায়া করইন আর তাইন নিজে যে কাম করইন, ইতা হকলতাউ পুতরে দেখাইন। আর ইতা থাকি আরো বড় বড় কুদরতি কাম পুতরে দেখাইবা, যেতা দেখিয়া আপনারা তাইজ্জুব অইযিবা। 21 বাফে যেলা মুর্দারে জিন্দা করি তুলইন, পুতেও অউলা যেরারে ইচ্ছা জিন্দেগি দান করইন। 22 বাফে কেউরর বিচারও করইন না, তান হকল বিচারর ভার পুতর আতো দিছইন, 23 যাতে বাফরে যেলা হকলে ইজ্জত করে, অউলা পুতরেও ইজ্জত করে। পুতরে যে ইজ্জত করে না, হে আসলে হউ বাফরেও ইজ্জত করে না, যেইন ই পুতরে বেজিছইন।
24 "আমি আপনারারে হাছা কথা কইরাম, যে জনে আমার কালাম হুনে আর যেইন আমারে পাঠাইছইন তান উপরে ইমান আনে, হে তো আখেরি জিন্দেগি পাইলিছে। তারে আর দুষি সাইবস্তো করা অইতো নায়। হে তো মউত থাকি জিন্দেগিত পাড়ি দিলাইছে। 25 আর আমি হাছাউ কইরাম, ইলা এক জমানা আইবো, বরং অখনউ আইচ্ছে, যেবলা মুর্দা অকলে আমি ইবনুল্লার গলার আওয়াজ হুনবা, আর যারা হুনবা তারা জিন্দা অইবা। 26 ইতার কারন অইলো, বাফ নিজে যেলা জিন্দেগির মালিক, তান পুতরেও অউলা জিন্দেগির মালিকানা দিছইন। 27 বাফে পুতরে মানষর বিচার করার এখতিয়ার দিছইন, কারন এইনউ তো বিন-আদম। 28 তে ইতা হুনিয়া আপনারা তাইজ্জুব অইবা না, জানইন নি, অউলা সময় আইওর, যেবলা আল্লার পুতর গলার আওয়াজ হুনিয়া মুর্দা অকল কয়বর থাকি বার অইয়া আইবা। 29 আর যেরা নেক কাম করছইন, তারা বেহেস্তি জিন্দেগি পাওয়ার লাগি উঠবা, অইলে যেরা নাফরমানির মাজে জিন্দেগি কাটাইছে, তারা উঠবা সাজা পাওয়ার লাগি।
30 "আমি তো নিজে নিজে কুন্তা করতাম পারি না, আমি যেলা হুনি অলা বিচার করি। আমি হক বিচার করি, কারন আমি আমার নিজর ইচ্ছায় কাম করতাম চাই না, খালি যেইন আমারে পাঠাইছইন তান মর্জি পুরা করতাম চাই।

নিজর বেয়াপারে হজরত ইছা

31 "আমি যুদি নিজর বেয়াপারে নিজে সাক্ষি দেই, তে ই সাক্ষি সঠিক নায়। 32 অইলে দুছরা জনেও আমার বেয়াপারে সাক্ষি দিরা, আর আমি জানি, তাইন যে সাক্ষি দিরা, ইতা হাছা। 33 আপনারা তো এহিয়া নবীর গেছে খবরিয়া পাঠাইয়া জিকাইছইন, তাইনও হকর পক্ষে সাক্ষি দিছইন। 34 আর আমি কুনু মানষর সাক্ষির উপরে ভরসা করি না, অইলে আপনারা যাতে নাজাত পাইয়া জান বাচাইতা পারইন, এরদায় ইতা কইরাম। 35 হজরত এহিয়াউ আছলা হউ জালাইল মুশাল, যে মুশালে ফর দিছিল। আপনারাও থুড়া কয়দিন অউ মুশালর ফররে মাজে খুশি করতে রাজি অইছলা।
36 "অইলে এহিয়া নবীর সাক্ষি থনেও আরো বড় সাক্ষি আমার আছে, কারন আমার গাইবি বাফে যে কামর লাগি আমারে পাঠাইছইন, আমি অতাউ কররাম। আর অউ কামর সাক্ষিয়েউ বুজা যায়, আমারে আমার গাইবি বাফে বেজিছইন। 37 তাইনউ তো হউ বাবা, যেইন আমারে পাঠাইছইন, তাইন নিজেও আমার বেয়াপারে সাক্ষি দিছইন। আপনারা কুনু সময় তান গলার আওয়াজ হুনছইন না, আর তানরে দেখছইনও না। 38 এছাড়া তান কালাম তো আপনারার দিলো রয় না, কারন তাইন যারে পাঠাইছইন, এন উপরে আপনারা ইমান আনইন না।
39 "আপনারা তো খুব মন দিয়া আছমানি কিতাব তিলাওত করইন, মনো করইন ইতা তিলাওত করলে আখেরি জিন্দেগি পাইবা। অইলে অউ কিতাবেউ তো আমার বেয়াপারে সাক্ষি দেয়। 40 এরবাদেও আপনারা জিন্দেগি পাওয়ার লাগি আমার গেছে আইতা চাইন না।
41 "আমি তো মানষর গেছ থাকি তারিফ পাওয়ার আশায় আইছি না, 42 অইলে আমি জানি, আল্লার বায় আপনারার কুনু মহব্বত নাই, আমি তো আপনারারে চিনি। 43 আমি আমার গাইবি বাফর নাম লইয়া আইছি, তা-ও আপনারা আমারে একিন কররা না। অইলে দুছরা কেউ যুদি তার নিজর নামে আয়, তে তারে আপনারা একিন করবা। 44 আপনারা একে-অইন্যর গেছ থাকি তারিফ পাইতা চাইন, অইলে যে তারিফ আল্লার গেছ থনে পাওয়া যায়, ইতার লাগি কুনু চেষ্টা করইন না। তে আপনারা কেমনে একিন করবা?
45 আপনারা মনো করবা না, আমি আমার বাবার গেছে আপনাইন্তরে দুষি বানাইমু। অইলে যে মুছা নবীর উপরে আপনারা ভরসা করি আছইন, হউ মুছায়উ আপনাইন্তরে দুষি কইরা। 46 আপনারা যুদি মুছা নবীরে একিন করতা, তে আমারেও একিন করলা অনে, ই মুছা নবীয়ে তো আমার বেয়াপারেউ লেখছইন। 47 অইলে আপনারা যেবলা তান লেখারেউ একিন করইন না, তে আমার মুখর কথারে কিলা একিন করবা?"

পাচ আজার মানষর গাইবি খানি

6 এরবাদে হজরত ইছা গালিল আওরর হপারো গেলাগি, অউ আওরর আরক নাম তিবিরিয়া আওর। 2 বউত মানুষ তান খরে অইয়া যাওয়াত আছলা, তারা তো দেখছিলা, বেমারি অকলর উপরে তাইন কিলা কেরামতি কাম করছইন। 3 হনো গিয়া হারি তান সাহাবি অকলরে লইয়া এক পাড়র উপরে বইলা। 4 অউ সময় ইহুদি অকলর আজাদি ইদ ঘনাই আইছে।
5 ইছায় চাইয়া দেখলা, বউত মানুষ তান গেছে উঠিয়া আইরা, অউ তান সাহাবি ফিলিফরে কইলা, "ইতা মানষরে খাওয়ানির লাগি আমরা রুটি পাইমু কুন জাগাত?" 6 আসলে ফিলিফরে পরিক্ষা করার লাগি তাইন ইখান জিকাইলা, অইলে কিলা কিতা করবা, ইখান তাইন আগেউ জানতা।
7 ফিলিফে জুয়াপ দিলা, "এরারে থুড়া থুড়া খানি দিলেও দুইশো দিনারর রুটিয়ে কুলাইতো নায়।"
8 হনো আন্দ্রিয়াছ নামে হজরত ইছার এক সাহাবি আছলা। তাইন অইলা সাইমন-পিতরর ভাই। 9 তাইন ইছারে কইলা, "হুজুর, অনো হুরু এক পুয়ার গেছে পাচখান আটার রুটি আর দুইটা বিরান মাছ আছে, অইলে অতো মানষর মাজে ইতায় কিতা অইবো?" 10 ইছায় হুকুম দিলা, "তুমরা অতা মানষরে ঘাসর উপরে বওয়াই দেও।" তেউ তারা ঘাসর উপরে বইগেলা। ইনো খালি বেটা মানুষউ আছলা অনুমান পাচ আজার জন। 11 বাদে তাইন অউ পাচখান রুটি আতো লইয়া আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া এরারে বাটিয়া দিলা। অউলা বিরান মাছও বাটিয়া দিলা। যে যতো চাইলো, হে অতখান পাইলো। 12 হকল মানষে পেট ভরি খাইলো। খাইয়া হারলে ইছায় তান সাহাবি অকলরে কইলা, "খানির বাদে যেতা রইছে, তুমরা অতা একখানো দলা করো, কুন্তা ফালাইও না।" 13 এরা অউ পাচখান রুটির বাড়তি টুকরাইন দলা করিয়া বারো টুকরি ভরলা।
14 হজরত ইছার ই কেরামতি দেখিয়া মানষে মাতা-মাতি লাগাইলা, "নিচ্চয় এইনউ হউ নবী, যেইন দুনিয়াত তশরিফ আনার কথা।" 15 তেউ ইছায় বুজিলিলা, মানষে জুর করিয়া তানরে তারার বাদশা বানানির লাগি ধরতো চার। অখান বুজিয়া তাইন হিরবার একলাউ পাড়র উপরে গেলাগি।

আওরর পানির উপরেদি আটা

16 হাইঞ্জা বালা ইছার সাহাবি অকল আওরর পারো গেলা। 17 আর কফরনাউম টাউনো যাইতা করি নাও লইয়া আওর পাড়ি দেওয়াত লাগলা। ই সময় আন্দাইর অইগেছিল আর ইছাও তারার লগে আছলা না। 18 আওরর মাজখানো যাইতেউ খুব তুফানি বাতাস আর বড় বড় ঢেউ শুরু অইলো। 19 অনুমান তিন-চাইর মাইল নাও বাইয়া যাওয়ার বাদে তারা দেখলা, হজরত ইছা পানির উপরেদি আটিয়া তারার গেছে আইরা। ইতা দেখিয়া সাহাবি অকলে খুব ডরাইগেলা। 20 অউ সময় ইছায় তারারে কইলা, "ডরাইও না, ই তো আমি।" 21 সাহাবি অকলে তানরে নাওয়ো তুলতা চাইলা, আর তারা যে জাগাত যাওয়ার কথা, লগে লগে নাও গিয়া হনো পৌছি গেল।

জিন্দেগি-রুটির বেয়াপারে বয়ান

22 আওরর হপারো যেতা মানুষ উবা আছলা, বাদর দিন তারা বুজলা, আগর দিন ইনো একখান নাও ছাড়া দুছরা কুনু নাও আছিল না। তারা

এওখানও বুজলা, ইছা তান সাহাবি অকলর লগে নাওয়ো উঠছইন না, বরং তারা একলাউ আওর পার অইছইন। 23 অইলে যে জাগাত ইছায় আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া হারি মানষরে রুটি খাওয়াইছলা, অউ জাগার গেছে তিবিরিয়া টাউন থাকি কয়খান নাও আইলো। 24 মানষে যেবলা দেখলা, ইছা বা তান সাহাবি অকল কেউ ই জাগাত নাই, অউ তারা অতা নাওয়াইন্তো উঠিয়া ইছার তালাশে কফরনাউম টাউনো গেলাগি।

25 হনো গিয়া তারা ইছারে পাইয়া কইলা, "হুজুর, আপনে ইনো কুন সময় আইলা?" 26 তাইন জুয়াপ দিলা, "আমি তুমরারে হাছা কথা কইরাম, তুমরা আমার কেরামতি নিশানার মানি বুজিয়া আমারে তুকাইরায় না, বরং পেট ভরি রুটি খাইছো করিউ তুকাইরায়। 27 অখন হুনো, দুনিয়াবি যে খানি নষ্ট অইযায়, তার খরে ঘুরিয়া লাভ কিতা? যে খানি কুনদিন নষ্ট অয় না, বরং আখেরি জিন্দেগি দান করে, তার খরে অইয়া ঘুরো। ই খানি তো আমি বিন-আদমে তুমরারে দিমু। অউ এখতিয়ার খালি আমার আছে, আমার গাইবি বাফ আল্লায়উ ইতার পরমান দেখাইছইন।"

28 ইখান হুনিয়া তারা ইছারে জিকাইলা, "তে আল্লার কাম করার লাগি আমরা কিতা করতাম?" 29 তাইন কইলা, "আল্লায় যারে পাঠাইছইন, তান উপরে ইমান আনাউ অইলো আল্লার কাম।" 30 এরবাদে তারা তানরে জিকাইলো, "তে আপনে অমন কিতা নিশানা দেখাইবা, যেতা দেখিয়া আমরা আপনার উপরে ইমান আনমু? আপনে কুন কাম করবা? 31 আমরার বাফ-দাদায় তো মরুভুমিত মান্না খাইছলা। পাক কিতাবো লেখা আছে, আল্লায় তারারে বেহেস্তি খানি খাওয়াইলা।"

32 ইছায় জুয়াপ দিলা, "আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, বেহেস্তি যে রুটি তুমরা পাইছলায়, ইতা তো মুছা নবীয়ে দিছইন না, বরং আমার গাইবি বাফেউ তুমরারে আসল বেহেস্তি রুটি দান করইন। 33 আর আল্লার দেওয়া হউ রুটি অইলা অউ জন, যেইন বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইয়া হারা জগতরে জিন্দেগি দেইন।" 34 তেউ তারা কইলো, "হুজুর, তে অউ রুটিউ আমরারে হর-হামেশা দেউক্কা।"

35 ইছায় কইলা, "আমিউ হউ জিন্দেগি-রুটি। যে জন আমার গেছে আয়, তার কুনু সময় ভুক লাগে না, আর যে আমার উপরে ইমান আনে, তার কুনু সময় পিয়াছেও ধরে না। 36 আমি তো তুমরারে মুখদি কইছিও, আর তুমরা আমারে দেখিয়াও ইমান আনলায় না। 37 আমার গাইবি বাফে যেরারে আমার আতো দেইন, তারা হকলউ আমার গেছে আইবো। যে জন আমার গেছে আয়, আমি কুনুমন্তেউ তারে বারে ফালাইতাম নায়। 38 আমি কুনু আমার মর্জি মাফিক কাম করাত আইছি নি? না, বরং যেইন আমারে পাঠাইছইন, তান মর্জি যুগাইয়া কাম করার লাগিউ আমি বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইছি। 39 হুনো, যে বাফে আমারে পাঠাইছইন, তান মুনশা অইলো, তাইন যেরারে আমার আতো দিছইন, আমি যানু এরা একজনরেও না আরাই বরং রোজ হাশরো এরারে জিন্দা হালতে তুলি। 40 আমার বাফর মুনশা অইলো, যারা তান পুতরে দেখিয়া তান উপরে ইমান আনে, তারা যানু আখের পায়। আর আমিউ তারারে রোজ হাশরো জিন্দা করি তুলমু।"

41 ইখান হুনিয়া ইহুদি নেতা অকলে ইছারে লইয়া কানা-ঘুসা লাগাইলা। কারন তাইন আগে কইছলা, "বেহেস্ত থাকি যে রুটি লামিয়া আইছে, আমিউ হউ রুটি।" 42 এরলাগি তারা নিজে নিজে কইলা, "অগু তো ইউছুফর পুয়া ইছা নায় নি বা? আমরা তো তার মা-বাফরেও চিনি। তে হে কেমনে কয়, হে বুলে বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইছে?"

43 ইছায় তারারে কইলা, "তুমরা নিজর মাজে কানা-ঘুসা করিও না। 44 আমার যে গাইবি বাফে আমারে পাঠাইছইন, তাইন আশিক না বানাইলে কুনু মানুষউ আমার গেছে আইতো পারে না। আর আমিউ তারে রোজ হাশরো জিন্দা হালতে তুলমু। 45 জানো নি, নবী অকলর কিতাবো লেখা আছে, 'তারা হকলে আল্লার গেছ থাকি তালিম লইবা।' আর যে জনে গাইবি বাফর গেছ থাকি তালিম পাইছে, হউ জনউ আমার গেছে আয়।

46 "অউ বাফরে তো কুনু মানষে দেখছে না, খালি আল্লার গেছ থাকি যেইন আইছইন, তাইনউ ই বাফুরে দেখছইন। 47 আমি তুমরারে নিচ্চিত হাছা কথা কইরাম, যে জনে আমার উপরে ইমান আনছে, হে লগে লগেউ আখের পাইলিছে। 48 আমিউ জিন্দেগি-রুটি। 49 তুমরার বাফ-দাদাইন্তে তো মরুভুমিত মান্না খাইছলা, তা-ও তারার মউত অইছে। 50 অইলে ইখান অইলো হউ রুটি, যে রুটি বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইছে, যাতে অউ রুটি খাইয়া মানুষ মরন থাকি রেহাই পায়। 51 হুনো, আমিউ অইলাম হউ জিন্দা রুটি, যে রুটি বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইছে। যে জনে ই রুটি খাইবো, হে চিরকালিন জিন্দেগি পাইবো। আমার কায়াউ অইলো অউ রুটি। মানষরে চিরকালিন জিন্দেগি দিবার নিয়তে আমি আমার দেহ-কায়া বিলাই দিমু।"

52 ইখান হুনিয়া ইহুদি নেতা অকলর মাজে তর্কা-তর্কি লাগি গেল। তারা একে-অইন্যে কইলো, "ই বেটায় কেমনে তার শরিলর গোস্ত আমরারে খাওয়াইবো?" 53 ইছায় কইলা, "তে হুনো, আমি নিচ্চিত হক কথা কইরাম, তুমরা আমি বিন-আদমর লউ আর গোস্ত না খাইলে তো তুমরার মাজে জিন্দেগিউ নাই। 54 কেউ যুদি আমার লউ আর গোস্ত খায়, তে হে আখেরি জিন্দেগি পাইলিছে, আর রোজ হাশরর দিনো আমি তারে জিন্দা করি তুলমু। 55 আমার গোস্তউ অইলো আসল খানি আর আমার লউ-উ অইলো আসল পানি। 56 যে জনে আমার লউ আর গোস্ত খায়, হে আমার ভিতরে থাকে আর আমিও তার ভিতরে থাকি। 57 যেলা আমার গাইবি জিন্দা বাফে আমারে পাঠাইছইন, এরলাগিউ আমিও জিন্দা আছি। অউলা যে জনে আমারে খায়, হে-ও আমার লাগি জিন্দা রইবো। 58 দেখরায় নি, অউ রুটি তো বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইছে। যে রুটি খাইয়া তুমরার বাফ-দাদাইন মারা গেছইন, ই রুটি তো আমার লাখান নায়। আমার অউ রুটি যে জনে খাইবো, হে চিরকাল জিন্দা রইবো।" 59 হজরত ইছায় কফরনাউম টাউনর মছিদো তালিম দেওয়ার সময় ইতা হকলতা কইলা।

বউত উম্মতর মনো মত-বিরুধ

60 তালিম হুনিয়া হারি তান উম্মতর মাজর বউতে কইলা, "ইতা তো বড় গরম তালিম। ইতা খেগিয়ে মানবো?" 61 অইলে ইছায় তান গাইবি বলে বুজিলিলা, কিতা লইয়া এরা কানা-ঘুসা কররা। বুজিয়া এরারে কইলা, "অউ তালিম হুনিয়া তুমরা ঘাবড়ি গেলায় নি? 62 তে আমি বিন-আদম আগে যে জাগাত আছলাম, আমারে যেবলা হনো উঠি যাওয়াত দেখবায়, অউ সময় তুমরা কিতা কইবায়? 63 তুমরা বুজরায় নি, মানষর শরিল তো বেকামা, আসলে রুহ অইলোগি জিন্দেগি। আমি তুমরারে যে বয়ানি কইলাম, ইতা অইলোগি মানষর রুহ আর জিন্দেগির বেয়াপার। 64 অইলে তুমরার মাজে কেউ কেউ অখনও আমার উপরে ইমান আনছে না।" কে তান উপরে ইমান আনছে না, আর কে তানরে দুশমনর আতো ধরাই দিবো, ইছায় পয়লা থাকিউ ইতা জানতা। 65 অউ তাইন কইলা, "অউ কারনে আমি তুমরারে কইছি, গাইবি বাফে বল না দিলে, কুনুজনউ আমার গেছে আইতো পারে না।"

হজরত পিতরর সাক্ষি

66 ইছার ইতা তালিম হুনিয়া তান বউত উম্মত ফিরিয়া গেলাগি, তারা তান লগে চলা-ফিরা বাদ দিলাইলা। 67 এরলাগি ইছায় তান বারোজন সাহাবিরে জিকাইলা, "কিতাবা, তুমিতাইনও যাইতায়গি নি?" 68 সাইমন-পিতরে জুয়াপ দিলা, "হুজুর, আমরা আর কার গেছে যাইতাম? আখেরি জিন্দেগানির তালিম তো খালি আপনার গেছেউ আছে। 69 আমরা তো জানছি আর আপনার উপরে ইমানও আনছি, আপনেউ আল্লার ওয়াদা করা হউ পবিত্র জন।"

70 তেউ ইছায় এরারে কইলা, "আমি তো তুমরা বারো জনরে পছন্দ করছি, অইলে তুমরার মাজেউ একজন শয়তান আছে।" 71 ইনো তাইন সাইমন ইস্কারিয়াতর পুয়া ইহুদার বেয়াপারে কইলা, অউ ইহুদায় বাদে তানে ধরাই দিবো। হে আছিল অউ বারোজন সাহাবির মাজর একজন।

হজরত ইছার আপন ভাইয়াইন

7 এরবাদ থাকি হজরত ইছা গালিল জিলার ভিতরেউ চলা-ফিরা করলা। ইহুদি নেতা অকলে তানরে জানে মারিলিতো চাইছিল, এরলাগি তাইন আর এহুদিয়া জিলাত যাইতা চাইলা না। 2 অউ সময় ইহুদি অকলর ডেরা-ঘরর ইদর দিন ঘনাই আইছিল। 3 এরলাগি ইছার ভাইয়াইন্তে তানরে কইলা, "তুমি ইন থনে এহুদিয়া জিলাত যাওগি, তেউ তুমি যেতা কাম করছো, অতা তুমার উম্মত অকলেও দেখবা। 4 কেউ যুদি নিজরে মানষর গেছে জাইর করতো চায়, তে হে লুকাইয়া কুন্তা করে না। তুমিও যেবলা অমন কাম কররায়, তে নিজরে মানষর গেছে জাইর করো।" 5 আসলে ইছার ভাইয়াইন্তেও তান উপরে ইমান আনছইন না।

6 ইছায় তারারে কইলা, "আমার সময় অখনও অইছে না, অইলে তুমরার তো সময় অসময় কুন্তা নাই। 7 দুনিয়ার মানষে তুমরারে ঘিন্নাইতো নায়, অইলে আমারে ঘিন করে। আমি তো তারার বেয়াপারে কইয়ার, তারার হকল কামউ খারাপ। 8 তে তুমরা যাওগি, গিয়া ইদ করো। আমার সময় অখনও পুরা অইছে না, এরলাগি আমি অখন যাইতাম নায়।" 9 অখান কইয়া তাইন গালিল জিলাত রইগেলা।

10 তান ভাইয়াইন ইদর মাহফিলো গিয়া হারলে তাইনও গেলা, অইলে খুলা-মেলা না গিয়া লুকাইয়া গেলা। 11 ইদর কালো ইহুদি নেতা অকলে তান তালাশ করাত রইলা, আর কইলা, "হউ মানুষটা কুয়াই।" 12 ভিড়র মাজে ইছার বেয়াপারে মানষে মাতা-মাতি করলা। কেউ কেউ কইলো, "এইন তো বড় ভালা মানুষ।" আর কেউ কেউ কইলো, "না, না, হে তো মানষরে বে-পথি বানাইলার।" 13 অইলে ইহুদি নেতা অকলরে ডরাইয়া, মুখ খুলিয়া তান বেয়াপারে কেউ কুন্তা মাতিলো না।

ইদর সময় হজরত ইছার তালিম

14 অউ ইদর মাজামাজি সময় হজরত ইছা বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা শরিফো গিয়া তালিম দিলা। 15 তান তালিম হুনিয়া তাইজ্জুব অইয়া ইহুদি নেতা অকলে কইলা, "ই মানষে মাদ্রাসাত না পড়িয়া অতো ইলিম পাইলো কিলা?" 16 ইছায় জুয়াপ দিলা, "আমি যে তালিম দেই, ইতা আমার নিজর নায়, যেইন আমারে বেজিছইন, ইতা তো তানউ তালিম। 17 কেউ যুদি তান মর্জি যুগাইয়া চলতো চায়, তে হে বুজবো, ই তালিম আল্লার গেছ থাকি আইছে, না আমার মুখ থাকি দিরাম। 18 যে জনে নিজর মন থাকি মাতে, হে খালি নিজর তারিফ পাইতো চায়। অইলে যে জনে তার পাঠানেআলা মালিকর তারিফ করার চেষ্টা করে, হে হামেশা হক-হালাল থাকে, তার মনো কুনু ধুকাবাজি নাই।

19 "তুমরা কুনু মুছা নবীর শরিয়ত পাইছো না নি? অইলে তুমরা একজনেও তো শরিয়তর হুকুম-আহকাম মানরায় না। তে তুমরা কেনে আমারে মারিলিতায় চাইরায়?" 20 তেউ তারা কইলা, "তুমারে ভুতে পাইছে, তুমারে কে মারতো চার?"

21 ইছায় তারারে কইলা, "আমি খালি একখান কাম করলাম, আর তুমরা তাইজ্জুব অইগেলায়। 22 হজরত মুছায় তো তুমরারে মছলমানি কাম করানির নিয়ম দিছলা, আর জুম্মাবারেও তুমরা অউ কাম করাও। আসলে, ই নিয়ম মুছা নবীর গেছ থাকি আইছে না, বরং আগর ময়-মুরব্বির গেছ থাকিউ আইছে। 23 ঠিক আছে, মুছা নবীর নিয়ম চালু রাখার লাগি জুম্মাবারেও যুদি মছলমানি কাম করাইল যায়, তে আমি জুম্মাবারে একজন বেমারিরে ভালা

করছি দেখিয়া আমার উপরে গুছা কররায় কেনে? 24 হক-ইনছাফ করো,
খালি বারগালা দেখিয়া বিচার করিও না।”

আল-মসী কে?

25 অউ সময় জেরুজালেম টাউনর কিছু মানষে কইলো, “নেতা অকলে
যারে মারিলতা চাইরা, অগু কিতা হুউ মানুষ নায় নি? 26 তে হে তো দেখি
খুলা-মেলা মাতের, তা-ও তারা দেখি কুন্তা কইরা না। তাইলে তারা কিতা
হাছা কথা বুজিলিছইন নি, অউ মানুষউ আল-মসী? 27 আর আমরা তো
জানি, অগু কুয়াই থাকি আইছে। অইলে আল-মসী যেবলা আইবা, অউ
সময় কেউ জানতো নায়, তাইন কুয়াই থাকি আইছইন।”
28 এরবাদে ইছায় বায়তুল-মুকাদ্দছো তালিম দেওয়ার সময় জুরে জুরে
বয়ান করলা, “আপনারা আমারেও চিনইন, আর আমি কুয়াই থাকি আইছি
ইখানও জানইন। হুনউক্কা, আমি নিজ থাকি আইছি না, হক আল্লা পাকেউ
আমারে পাঠাইছইন। 29 আপনারা তানরে চিনইন না, অইলে আমি চিনি।
কারন আমি তান গেছ থাকিউ আইছি আর তাইনউ আমারে পাঠাইছইন।”
30 ইখান হুনিয়া মানষে ইছারে ধরিলিতো চাইলো, অইলে তান সময় পুরা
অইছে না গতিকে কেউ তান গতরো আত তুললো না। 31 আর এরার মাজর
বউতে তান উপরে ইমান আনিয়া কইলো, “এইন তো বউত কেরামতি
দেখাইছইন, আল-মসী আইয়া কুনু এর চাইতে বেশি কেরামতি দেখাইবা নি?”
32 ইতা লইয়া মানষে কানা-কানি কররা, ইখান ফরিশি অকলে হুনলা।
হুনিয়া বড় ইমাম আর ফরিশি অকলে ইছারে ধরার লাগি কয়জন পারাদার-
সিপাই পাঠাইলা। 33 ইছায় কইলা, “হুনো, আমি আর বেশি দিন তুমরার
মাজে নায়। আমি তো তান গেছে যাইমুগি, যেইন আমারে পাঠাইছইন।
34 তুমরা আমারে তুকাইয়া পাইতায় নায়, আর আমি যে জাগাত রইমু, তুমরা
কেউ হিনো আইতায়ও পারতায় নায়।”
35 হজরত ইছার ইতা মাত হুনিয়া ইহুদি নেতা অকলে একে-অইন্যে
জিকাইলা, “হে কুয়াই যাইবোগি, যেখানো আমরা তারে তুকাইয়া পাইতাম
নায়? হে কিতা ইউনানি অকলর দেশো যেতা ইহুদি আছইন, হনো রইয়া
ইউনানি অতারেও তালিম দিবো নি? 36 হে তো কইলো, তুমরা আমারে
তুকাইয়া পাইতায় নায়, আর আমি যেখানো যাইমু, তুমরা হিনো আইতায়
পারতায় নায়। তার ই মাতর মানি কিতা?”
37 ইদর আখেরি দিন হজরত ইছা উবাইয়া জুরে জুরে বয়ান করলা, “কুনু
মানষর পিয়াছে ধরলে, হে আমার গেছে আইয়া পানি খাউক। 38 যে জনে
আমার উপরে ইমান আনে, পাক কিতাবর আয়াত মাফিক তার দিল থাকি
জিন্দা পানির গাং বার অইবো।” 39 ইছার উপরে ইমান আনিয়া যেরা পাক
রুহরে পাইবা, হউ পাক রুহর বেয়াপারে তাইন অউ কথা কইলা। তারার
গেছে পাক রুহরে অখনও দেওয়া অইছে না, কারন ইছায় তান মহিমা
অখনও হাছিল করছইন না।

হজরত ইছারে লইয়া দলাদলি

40 ইতা হুনিয়া কিছু মানষে কইলো, “আসলে এইনউ হুউ ওয়াদা করা
নবী।” 41 আর কয়জনে কইলো, “এইনউ আল-মসী।” অইলে কেউ কেউ
কইলো, “আল-মসী কুনু গালিল জিলা থাকি আইবা নি? 42 পাক কিতাবে
তো বাতায়, আল-মসীয়ে জনম লইবা দাউদ নবীর বংশত, দাউদ নবীর
বেথেলহাম গাউত।” 43 অউ লাখান ইছারে লইয়া মানষর মাজে দলাদলি
লাগি গেল। 44 এরমাজে কয়জনে তানরে ধরিলিতো চাইলো, অইলে কেউ
তান গতরো আত তুললো না।
45 ইছারে ধরার লাগি যে পারাদার-সিপাই অকলরে পাঠানি অইছিল, তারা
ফিরত আইলে বড় ইমাম আর ফরিশি অকলে জিকাইলা, “তারে ধরিয়া
আনলায় না কেনে?” 46 এরা কইলা, “ই মানষে যেলা মাত মাতে, ইলা মাত
কেউ কুনুদিন মাতিছে না।” 47 তেউ ফরিশি অকলে সিপাই অকলরে কইলা,
“হে তুমরারেও টগিলিলো নি? 48 দেখছো নি, নেতা বা ফরিশি সমাজর কেউ
তার উপরে ইমান আনছে নি? 49 খালি অউ যেতায় শরিয়তর কুন্তাউ
জানইন না, অতাউ তো। ইতার উপরে লানত আছে।”
50 ফরিশি অকলর মাজে একজনর নাম আছিল মৌলানা নীকদীম, এইন
আগে ইছার গেছে গেছলা। 51 নীকদীমে কইলা, “কেউরর মুখর কথা না
হুনিয়া বা তার অপরাধ না জানিয়া, তারে সাজা দেওয়ার নিয়ম কুনু আমরার
শরিয়তো আছে নি?” 52-53 ইখান হুনিয়া ফরিশি অকলে নীকদীমরে কইলা,
“তুমিও কিতা গালিল জিলার মানুষ নি? পাক কিতাবো চাইয়া দেখো না,
গালিলো কুনু নবীর জনম অয় না।”

জিনাকুর বেটির বিচার

8 বাদে হকল মানুষ যারযির বাড়িত গেলাগি, আর হজরত ইছা একলা
জয়তুন পাড়ো গিয়া উঠলা। 2 বাদর দিন ফজর অখতো ইছা হিরবার
বায়তুল-মুকাদ্দছো গেলা, গিয়া হারলে হকল মানুষ তান গেছে
আইলো। তাইন অনো বইয়া তারারে তালিম দিলা। 3 অউ সময় মৌলানা
আর ফরিশি সমাজর মানষে এক জিনাকুর বেটিরে লইয়া তান গেছে
আইলো। আইয়া বেটিরে মজলিছর মাজখানো উবা করাইয়া কইলো,
4 “হুজুর, অউ বেটি অগু জিনার কামো ধরা খাইছে। 5 তে তৌরাত শরিফর
মাজে তো মুছা নবীয়ে জিনাকুর বেটিন্তরে পাথর মারিয়া মারিলিবার হুকুম
দিছইন। অখন আপনে কিতা কইন?” 6 তারা ইছারে পরিক্ষা করার নিয়তেউ
ইলা কইলা, যাতে তানরে দুষি বানানির লাগি কুনু খুত পাইন।
তেউ ইছায়ও মাথা নিচা করি আংগুল দিয়া মাটিত লেখাত লাগলা।
7 অইলে তারা যেবলা বার বার তানরে জিকাইরা, অউ সময় তাইন মাথা
তুলিয়া কইলা, “আপনাইন্তর মাজে যে জনে কুনুদিন গুনা করছইন না, এইন
পয়লা অউ বেটিরে পাথর মারউক্কা।” 8 অখান কইয়া তাইন হিরবার মাথা
নিচা করি মাটিত লেখাত লাগলা। 9 ইখান হুনিয়া নেতা অকলর মাজে বুড়া
থাকি শুরু করিয়া একে একে হকলউ গেলাগি। খালি ইছা আর হউ বেটি
ছাড়া দুছরা কেউ রইলো না। 10 তেউ ইছায় মাথা তুলিয়া অউ বেটিরে
জিকাইলা, “কিতা গো মাই, ইতা মানুষ কুয়াই? কেউ তুমারে সাজার জুকা
মনো করলো না নি?” 11 বেটিয়ে কইলো, “জি না হুজুর, তারা কেউ তো
সাজা দিছইন না।” অউ সময় ইছায় কইলা, “তে আমিও তুমারে কুনু সাজা
দিতাম নায়। অখন যাওগি, গুনার পথে আর জিন্দেগি কাটাইও না।”

হজরত ইছা আল-মসীউ দুনিয়ার নুর

12 বাদে হজরত ইছায় মানষরে কইলা, “আমিউ দুনিয়ার নুর। যে জন
আমার পথে আয়, হে কুনু সময় আন্দারিত পাও ফালাইতো নায়, বরং নুরর
জিন্দেগি পাইবো।” 13 ইখান হুনিয়া ফরিশি অকলে কইলা, “তুমার সাক্ষি
লওয়া যাইতো নায়, তুমি তুমার নিজর পক্ষে সাক্ষি দিরায়।” 14 তেউ ইছায়
জুয়াপ দিলা, “আমি আমার নিজর পক্ষে সাক্ষি দিলেও আমার সাক্ষি তো
হাছা। কারন আমি কুয়াই থাকি আইছি আর কুয়াই যাইরাম, ইতা তো তুমরা
জানো না, খালি আমিউ জানি। 15 তুমরা তো দুনিয়াবি মানষর লাখান বিচার
করো, অইলে আমি কেউরর বিচার করি না। 16 আমি কেউরর বিচার
করলেও হক বিচার করমু, কারন আমি একলা নায়, আমার লগে আমার
গাইবি বাফও আছইন, অউ বাফে আমারে বেজিছইন। 17 তুমরার শরিয়তর
মাজে লেখা আছে, দুইজনে যুদি এক হমান সাক্ষি দেয়, তে ই সাক্ষি হাছা।
18 অলাখান আমিও আমার পক্ষে সাক্ষি দেই, আর যে বাফে আমারে
পাঠাইছইন, তাইনও আমার পক্ষে সাক্ষি দেইন।”
19 ফরিশি অকলে তানরে কইলা, “তুমার বাফ কুয়াই?” ইছায় জুয়াপ দিলা,
“তুমরা আমারেও চিনো না, আর আমার বাফরেও চিনো না। আমারে চিনলে
আমার বাফরেও চিনলায় অনে।” 20 পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছর দান-বাক্সর
গেছে উবাইয়া হজরত ইছায় অউ তালিম দিলা। অইলে তান সময় পুরা না
অওয়ায় কেউ তানরে ধরলো না।

নিজর মউতর বেয়াপারে আগাম খবর

21 হজরত ইছায় ফরিশি অকলরে হিরবার কইলা, “আমি তো যাইয়ারগি।
গিয়া হারলে তুমরা আমারে তুকাইবায়, অইলে আর পাইতায় নায়, আমি
যেনো যাইরাম, তুমরা হিনো আইতায়ও পারতায় নায়, তুমরা নিজর গুনার
মাজেউ মরবায়।” 22 ইহুদি নেতা অকলে কইলা, “হে কেনে কইলো, আমি
যেনো যাইরাম, তুমরা হিনো আইতায় পারতায় নায়? হে কিতা নিজে নিজে
মরিযিতো নি?” 23 ইছায় কইলা, “আমি আইছি উপরে থাকি, আর তুমরা
তলে থাকি। তুমরা ই জগতর, অইলে আমি তো ই জগতর নায়। 24 এরলাগি
আমি কইরাম, তুমরা নিজর গুনার মাজেউ মরবায়। তুমরা যুদি একিন না
করো, আমিউ হেইন, তে গুনাগার হালতেউ মরবায়।”
25 ইখান হুনিয়া নেতা অকলে তানরে কইলা, “তুমি কে?” তাইন জুয়াপ
দিলা, “পয়লা থাকি আমি যেলা কইরাম, আমিউ হেইন। 26 তুমরার
বেয়াপারে মাতার আর বিচার করার বউততা আছে। হুনো, যেইন আমারে
পাঠাইছইন তান মাজে তো মিছা কুন্তা নাই। আমি তান গেছ থাকি যেতা
হুনি, অতাউ ই দুনিয়ারে জানাই।” 27 ইছায় যেন তান গাইবি বাফর কথা
কইরা, তারা ইতা বুজলা না। 28 এরদায় ইছায় কইলা, “তুমরা যেবলা আমি
বিন-আদমরে উপরে তুলবায়, অউ সময় বুজবায় আমিউ হেইন। আর
এওখান বুজবায়, আমি নিজে নিজে কুন্তা করি না, আমার গাইবি বাফে
আমারে যে তালিম দিছইন, অউ তালিমউ আমি বাতাই। 29 যেইন আমারে
পাঠাইছইন, তাইন নিজে আমার লগে আছইন। তাইন আমার লগ ছাড়ছইন
না, আমি তো হামেশা অউ কামউ করি, যে কাম করলে তাইন খুশি অইন।”
30 ইছার ই বয়ান হুনিয়া বউত মানষে তান উপরে ইমান আনলা।

হজরত ইব্রাহিমর খাটি আওলাদ কে

31 এরার মাজে যেতা ইহুদি অকলে তান উপরে ইমান আনছিলা, তাইন
এরারে কইলা, “তুমরা যুদি আমার কথামতো চলো, তে তুমরা আমার
হাছারর উম্মত। 32 তুমরা হক চিনবায় আর অউ হকেউ তুমরারে আজাদ
করবা।” 33 ইখান হুনিয়া তারা কইলা, “আমরা তো হজরত ইব্রাহিমর বংশর
মানুষ, আমরা কুনু সময়ও কেউরর গুলাম আছলাম না। তে তুমি কিলা
কইরায়, আমরারে আজাদ করা অইবো?”
34 হজরত ইছায় কইলা, “আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, যেরা গুনার
মাজে জিন্দেগি কাটায়, তারা গুনার গুলাম। 35 কুনু গুলাম চিরকাল তার
মুনিবর বাড়িত থাকে না, অইলে পুত তো চিরকাল থাকে। 36 এরলাগি পুতে
যুদি তুমরারে আজাদ করইন, তে তুমরা হাছারর আজাদ অইবায়। 37 আমি
জানি, তুমরা ইব্রাহিম নবীর বংশর মানুষ, তেবউ আমারে মারিলিতায়
চাইরায়, কারন আমার নছিয়ত তুমরার ভিতরে হামায় না। 38 আমি আমার
গাইবি বাফর গেছে যেতা দেখছি অতা কইরাম, আর তুমরা নিজর বাফর
গেছ থাকি যেতা হিকছো অতাউ কররায়।”
39 অউ সময় তারা ইছারে কইলা, “হুনো, হজরত ইব্রাহিমউ আমরার
বাফ।” তাইন কইলা, “তুমরা যুদি ইব্রাহিম নবীর আওলাদ অইতায়, তে
ইব্রাহিমর লাখান কাম করলায় অনে। 40 আমি আল্লার গেছ থাকি যে হক
কালাম পাইছি, অতাউ তুমরারে কইরাম। তেবউ তুমরা আমারে মারিলিতায়
চাইরায়, অইলে ইব্রাহিমে তো ইলা করছইন না। 41 তুমরার নিজর বাফে
যেতা করে, তুমরাও অতা কররায়।” অউ তারা ইছারে কইলা, “আমরা তো
ফুংগা পুয়া নায়। আমরার একজনউ বাফ আছইন, এইন অইলা আল্লা।”

42 ইছায় তারারে কইলা, “আসলেউ আল্লা যুদি তুমরার গাইবি বাফ অইতা, তে আমার বায় তুমরার মায়া থাকলো অনে। কারন আমি আল্লার গেছ থাকি আইছি আর অখন তুমরার মাজে আছি। আমি নিজে আইছি না, তাইনউ আমারে পাঠাইছইন। 43 তুমরা আমার কথা বুজরায় না, কারন তুমরা আমার কথা সইয্য করতায় পারো না। 44 ইবলিছউ তুমরার বাফ আর তুমরা তার আওলাদ, এরদায় তুমরা তার খাইশ পুরা করতায় চাইরায়। ইবলিছ তো পয়লা থাকিউ খুনি। হে কুনুদিন হকর মাজে বসত করছে না, কারন তার মাজে কুনু হক নাই। হে যেবলা মিছা মাতে, অউ সময় হে নিজ থাকিউ মাতে। কারন হে বেইমান, আর হকল বেইমানি তার মাজ থাকিউ পয়দা অইছে। 45 আমি হক মাত মাতিয়ার এরলাগি তুমরা আমারে একিন কররায় না। 46 তুমরার মাজে কেউ আমারে গুনাগার পরমান করতো পারবো নি? আমি যুদি হক মাত মাতি, তে আমারে একিন কররায় না কেনে? 47 যে মানুষ আল্লার বন্দা, হে আল্লার কালাম হুনে। তুমরা আল্লার নায় গতিকে আল্লার কালাম হুনো না।”

48 অউ সময় তারা ইছারে কইলা, “আমরা তো ঠিক কথা কইছি, তুই শমরিয়া জাতর মানুষ, তরে ভুতে ধরছে।” 49 তাইন কইলা, “না, আমারে ভুতে ধরছে না। আমি আমার বাফরে ইজ্জত করি, অইলে তুমরা আমারে বেইজ্জত কররায়। 50 আমি নিজে কুনু ইজ্জত পাইতাম করি কাম করি না। অইলে একজন আছইন, যেইন আমার ইজ্জতর লাগি কাম করইন, তাইনউ আমার বিচারক। 51 আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, কেউ যুদি আমার কথা মানে, হে কুনু সময়উ মরতো নায়।”

52 তারা তানরে কইলা, “অখন আমরা বুজলাম, তরে ঠিকউ ভুতে ধরছে। ইব্রাহিম নবী বা আরো নবী অকল তো মারা গেছইন, আর তুই কইরে, কেউ যুদি আমার মাত হুনে, হে কুনু সময়ও মরতো নায়। 53 তুই কুনু বাবা ইব্রাহিম থাকিও বড় নি? তাইন নিজে আর বাকি তামাম নবী অকলউ মারা গেছইন। তে তুই নিজরে কিতা মনো করছ?” 54 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আমি যুদি নিজর তারিফ নিজেউ করি, তে এর কুনু দাম নাই। আমার গাইবি বাফ, যানিরে তুমরার আল্লা কইয়া দাবি করো, তাইনউ আমারে ইজ্জত দান করইন। 55 তুমরা তানরে চিনছো না, অইলে আমি তানরে চিনি। আমি যুদি কই আমি তানরে চিনি না, তে তো তুমরার লাখান আমিও বেইমান অইমু। আমি তানরে চিনি আর তান হুকুম-আহকাম মানিয়া চলি। 56 তুমরার বাফ ইব্রাহিম নবীয়ে আমার দিন দেখার আশায় খুশি করছইন। তাইন ইতা দেখছইন আর খুশিও অইছইন।”

57 ইহুদি নেতা অকলে তানরে কইলা, “তুমার বয়স তো অখনও পইঞ্চাশ বছর অইছে না, তে তুমি ইব্রাহিম নবীরে দেখলায় কিলা?” 58 ইছায় কইলা, “আমি তুমরারে হক কথা কইরাম, ইব্রাহিম নবীর জন্মর আগ থাকিউ আমি আছি।” 59 ইখান হুনিয়া নেতা অকলে তানরে মারার লাগি পাথর তুকাইয়া লইলা। অইলে হজরত ইছায় আউড়ি দিয়া বায়তুল-মুকাদ্দছ থাকি বার অইয়া গেলাগি।

হজরত ইছায় জন্মর আন্দারে ভালা করলা

9 হজরত ইছা পথেদি আটিয়া যাওয়ার সময় এক আন্দা বেটারে পাইলা। হে জন্ম থাকিউ আন্দা আছিল। 2 এরে দেখিয়া তান সাহাবি অকলে তানরে জিকাইলা, “হুজুর, অউ মানুষগু কার গুনায় আন্দা অইয়া জন্মিছে? তার নিজর গুনার লাগি, না তার মা-বাফর?” 3 তাইন জুয়াপ দিলা, “তার নিজর লাগিও নায়, আর তার মা-বাফর গুনার লাগিও নায়। তার মাজদি আল্লার লিলা-খেলা জাইর অওয়ার লাগিউ ইলা অইছে। 4 হুনো, যেইন আমারে বেজিছইন, সময় থাকতে থাকতে তান কাম করা আমরার জরুর। রাইত ঘনাইয়া আর, হি সময় কেউ কাম করার উপায় নাই। 5 বুজরায় নি, আমি যতদিন দুনিয়াত আছি, অতদিন আমিউ দুনিয়ার নুর।”

6 অখান কইয়াউ তাইন মাটিত ছেফ ফালাইয়া ফেক বানাইলা, বাদে অউ ফেক আন্দা বেটার চখুত লাগাইয়া কইলা, 7 “যাওবা, ছীলোয়ার পুরকিত গিয়া ধইলাও।” ছীলোয়া মানি পাঠানি। হে গিয়া চউখ ধইলো আর ভালা অইয়া আইলো। 8 ইখান দেখিয়া আরি-ফরি আর যতো মানষে তারে আগে ভিক করাত দেখছিলা এরা কইলা, “অগু কিতা হউ বেটা নায় নি, যেগিয়ে অনো বইয়া ভিক করতো?” 9 কেউ কেউ কইলো, “অয়, হে তো অউ বেটাউ।” আর কেউ কেউ কইলো, “দেখতে যুদিও তার লাখান, অইলে হে নায়।” তেউ হে নিজে কইলো, “জিঅয়, আমিউ হউ জন।”

10 অউ তারা এরে জিকাইলা, “কওছাইন, তুমার চউখ ভালা অইলো কিলা?” 11 হে কইলো, “ইছা নামর অউ মানষে ফেক বানাইয়া আমার চখুত লাগাইয়া কইলা, যাওবা, ছীলোয়ার পুকরির মাজে ধইয়া আওগি। আমি গিয়া ধইলাম আর ভালা অইগেলাম।” 12 তারা কইলা, “অউ মানুষগু কুয়াই?” হে কইলো, “আমি জানি না।”

13 অউ যে বেটা আন্দা আছিল, মানষে তারে ধরিয়া ফরিশি অকলর গেছে লইয়া গেলা। 14 কারন ইছায় যেদিন ফেক লাগাইয়া তার চউখ ভালা করছলা, ই দিন আছিল তারার জুম্মাবার। 15 এরলাগি ফরিশি অকলে হিরবার তারে জিকাইলা, “তুমার চউখ ভালা অইলো কিলা?” হে কইলো, “হউ জনে আমার চখুত ফেক লাগাইয়া দিলা, আর আমি গিয়া ধইয়াউ চউখে দেখলাম।”

16 অউ সময় কয়জন ফরিশিয়ে কইলা, “ই মানুষগু তো আল্লার গেছ থাকি আইছে না। দেখরায় নি, হে জুম্মাবারও মানে না।” অইলে কেউ কেউ কইলা, “গুনাগার মানষে ইলাখান কেরামতি কাম করবো কিলা?” অতা লইয়া তারার মাজে দলাদলি লাগিগেল। 17 তারা হিরবার অউ মানষরে জিকাইলা, “ঠিক আছে, হে তো তুমার চউখ ভালা করছে, এরলাগি তুমি তার বেয়াপারে কিতা কও।” হে কইলো, “তাইন একজন নবী।”

18 অইলে অউ বেটা যেন আগে আন্দা আছিল আর অখন চউখে দেখের, ইহুদি নেতা অকলে তার মা-বাফরে না জিকানি পর্যন্ত ইতা একিন করলা না। 19 তারা তার মা-বাফরে জিকাইলা, “দেখোছাইন, অগু তুমরার হউ আন্দা পুয়া নি, যেগুরে তুমরা জন্মর আন্দা কও? তে হে অখন চউখে দেখের কিলা?” 20 তার মা-বাফে কইলা, “জিঅয়, হে আমরারউ পুয়া আর হে আন্দা অইয়া জন্মিছিল। 21 অইলে অখন কিলা চউখে দেখের, ইখান আমরা জানি না। আর কে তার চউখ ভালা করছইন, তা-ও কইতাম পারি না। হে তো বড় অইগেছে, তারেউ জিকাউক্কা, তার বেয়াপার হে কউক।”

22 তার মা-বাফে ইহুদি নেতা অকলর ডরে অলা মাতিলা, কারন ইহুদি নেতা অকলে আগ থাকিউ আইন করছিলা, কেউ যুদি ইছারে আল-মসী কইয়া কবুল করে, তে তারে সমাজ থাকি বার করি দেওয়া অইবো। 23 এরলাগিউ তার মা-বাফে কইলা, “হে বড় অইগেছে, তারেউ জিকাউক্কা।”

24 নেতা অকলে দুছরা বার তারে আনিয়া জিকাইলা, “তুমি আল্লার নামে হাছা মাত মাতো। আমরা তো জানি ই মানুষটা গুনাগার।” 25 হে জুয়াপ দিলো, “তাইন গুনাগার না কিতা, ইখান আমি জানি না। খালি অখান জানি, আমি আগে আন্দা আছলাম, অখন চউখে দেখিয়ার।” 26 নেতা অকলে কইলা, “কওছাইন, হে তুমারে কিতা করছে? তুমার চউখ কিলা ভালা করলো?” 27 অউ বেটায় জুয়াপ দিলো, “আমি তো আগেউ কইলাম, অইলে আপনারা হুনলা না। তে অখন কেনে আর হুনতা চাইরা? আপনারাও তান উম্মত অইতা চাইরা নি?”

28 ইখান হুনিয়া তারা বেটারে খুব গালা-গালি করিয়া কইলা, “হই, তুই গিয়া অগুর উম্মত অইছত, অইলে আমরা অইলাম মুছা নবীর উম্মত। 29 আমরা জানি, আল্লায় নিজে মুছা নবীর লগে বাতচিত করছইন, অইলে ই বেটা কুয়াই থাকি আইছে, ইতা তো আমরা জানিউ না।” 30 তেউ বেটায় কইলো, “কি তাইজ্জবি! আপনারা জানইন না তাইন কুয়াই থাকি আইছইন, অথচ তাইনউ আমার চউখ ভালা করলা। 31 আমরা জানি, নাফরমান অকলর কথা আল্লায় হুনইন না। অইলে কেউ যুদি আল্লার আশিক বনিয়া তান মর্জি যুগাইয়া চলে, তে আল্লায় তার ফরিয়াদ হুনইন। 32 আর আইজ পর্যন্ত ইলা হুনা গেছে না যেন, জন্ম থাকি আন্দা কুনু মানষর চউখ কেউ ভালা করছে। 33 তাইন যুদি আল্লার গেছ থাকি না আইতা, তে ইলা করতা পারলা না অনে।” 34 নেতা অকলে তারে কইলা, “তোর জনম অইছে নাফরমানির মাজে, আর তুই আমরারে তালিম দিরে নি?” অখান কইয়া তারা তারে সমাজ থাকি একঘরি করলা।

35 ইছায় হুনলা, নেতা অকলে অউ বেটারে একঘরি করছইন। তাইন অউ বেটারে তুকাইয়া বার করিয়া কইলা, “ওবা, তুমি কিতা বিন-আদমর উপরে ইমান অনিছো নি?” 36 হে কইলো, “হুজুর, তাইন কে? আমারে কউক্কা, আমি যাতে তান উপরে ইমান আনতাম পারি।” 37 ইছায় তারে কইলা, “তুমি তানরে দেখছো, আর তাইনউ তুমার লগে মাতিরা।” 38 অউ বেটায় কইলো, “হুজুর, আমি ইমান আনলাম।” অখান কইয়াউ হে হজরত ইছারে সইজদা করলো।

39 ইছায় কইলা, “হুনো, আমি আইছি ই দুনিয়াত বিচার করার লাগি, যেরা আন্দা আছইন তারা যানু ভালা অইন, আর ভালা অকল আন্দা অইন।” 40 অউ সময় কয়জন ফরিশিও ইছার কান্দাত আছলা। ইখান হুনিয়া তারা কইলা, “তে আপনে কিতা কইতা চাইরা, আমরা আন্দা নি?” 41 ইছায় কইলা, “তুমরা যুদি আন্দা অইতায়, তে তুমরা কুনু দুষি অইলায় না অনে। অইলে তুমরাউ কইরায় আন্দা নায়, এরলাগিউ তুমরার মাজে দুষ আছে।”

হজরত ইছা আল-মসীউ দুয়ার

10 হজরত ইছায় আরো কইলা, “আমি তুমরারে নিচ্চিত হাছা কথা কইরাম, যে মানুষ মেড়ার গোয়াল-ঘরর দুয়ারেদি না হামাইয়া, অইন্য পথে হামায়, হে তো চুর-ডাকাইত। 2 অইলে যে জন দুয়ারেদি হামায়, হে-উ মেড়ার রাখাল। 3 গোয়াল-ঘরর চকিদারে রাখালরে দুয়ার খুলিয়া দেয়। মেড়াইন্তেও রাখালর ডাক হুনইন আর রাখালে তারার নাম ধরি ডাকি ডাকি বার করি নেয়। 4 ঘর থাকি নিজর মেড়াইন্তরে বার করিয়া হারলে, রাখাল তারার আগে আগে যায়, আর তার মেড়াইন যায় খরে খরে, কারন তার গলার আওয়াজ তারা চিনে। 5 তারা কুনুবালা অচিনা কুনু রাখালর লগে যাইতো নায় বরং তার গেছ থাকি বাগিবো, কারন অচিনা কুনু রাখালর গলার আওয়াজ তারা চিনে না।” 6 ইছায় ফরিশি অকলরে হিকানির লাগি অউ উদাহরন দিলা, অইলে তাইন কিতা বুজাইরা, তারা সমজিতা পারলা না।

7 এরলাগি তাইন হিরবার কইলা, “আমি তুমরারে নিচ্চিত হক কথা কইরাম, মেড়ার পালর লাগি আমিউ দুয়ার। 8 আমার আগে রাখালর ভাব ধরিয়া যেতা আইছলা, ইগুইন তো চুর-ডাকাইত আছলা, মেড়াইন্তেও তারার কথা হুনছইন না। 9 আমিউ দুয়ার। আমার মাজদি যে হামাইবো, হে তার জান বাচাইবো। হে ভিতরে আওয়া-যাওয়া করবো আর আটিয়া-চরিয়া খাইবো। 10 চুরে তো খালি চুরি, খুন-খারাপি আর বিনাশ করার নিয়তেউ আয়। অইলে আমি আইছি যাতে তারা জিন্দেগি পায়, আর অউ জিন্দেগি পুরাপুর ভোগ করে।

11 “আমিউ আসল রাখাল। আসল রাখালে তার মেড়ার লাগি নিজর জান বিলাই দেয়। 12 খালি বেতনর লাগি যে জনে রাখালি করে, হে খাটি রাখাল নায় আর ই মেড়াইনও তার নিজর নায়। বাঘ আওয়াত দেখলেউ হে মেড়াইন ফালাইয়া নিজর জান বাচায়। 13 কারন হে খালি বেতনর আশায় রাখালি করে, মেড়াইন্তর কথা চিন্তাও করে না। বাঘে আইয়া মেড়াইন ধরিয়া নেয়গি, তেউ তারা পাল ভাংগিয়া ছিত্তরি যায়। 14-15 তে আমিউ ভালা রাখাল। আমার গাইবি বাফে আমারে চিনইন, আর আমিও আমার বাফরে চিনি। ঠিক অউলা, আমি আমার মেড়াইন্তরেও চিনি, আর আমার মেড়াইন্তেও আমারে চিনইন। আমি আমার মেড়া পালর লাগি নিজর জান দিলাইরাম। 16 আমার তো আরো মেড়াইন আছইন, যেতা ই গোয়াল-ঘরো

নাই, তারারেও আমি আনতে অইবো। তারা নিচ্চয় আমার ডাক হুনবা, তেউ খালি একজন রাখাল আর একটা পাল অইবো।
17 “বাফে আমারে মায়া করইন, কারন আমি আমার জান বিলাইমু যাতে
হিরবার ফিরত নেই। 18 আমার জান কেউ আমার গেছ থাকি কাড়িয়া নিতো
নায়, অইলে আমি নিজেউ জান বিলাইমু। মনো রাখিও, জান দেওয়ার
খেমতা যেলা আমার আছে, অউলা ফিরত নেওয়ার খেমতাও আছে। ই
দায়িত্ব আমি আমার গাইবি বাফর গেছ থাকি পাইছি।”
19 হজরত ইছার ইতা মাত-কথা হুনিয়া ইহুদি নেতা অকলর মাজে হিরবার
দলাদলি লাগি গেল। 20 তারার মাজর বউতে কইলো, “অগুরে ভুতে ধরছে,
হে পাগল, তুমরা অগুর মাত হুনরায় কেনে?” 21 আর বউতে কইলো, “ভুতে
ধরা মানষর মাত তো ইলা নায়। ভুতে কুনু আন্দার চউখ ভালা করে নি?”

হজরত ইছা আল-মসীর দাবি

22 বাদে জেরুজালেম কাবা ঘরর দখল পাওয়ার ইদর সময় আইয়া
আজিলো। অউ সময় আছিল শীতর দিন। 23 হজরত ইছা বায়তুল-মুকাদ্দছর
বাদশা সুলাইমানর বারিন্দাত আটা-উটি কররা। 24 এরমাজে ইহুদি নেতা
অকল ইছার চাইরোবায় দলা অইয়া কইলা, “আর কতদিন তুমি আমরারে
লটকাইয়া রাখতায়? তুমি যুদি হাছারর আল-মসী অও, তে পরিস্কার করি
আমরারে কও।”
25 তেউ ইছায় জুয়াপ দিলা, “আমি তো কইলাম, অইলে আপনারা একিন
কররা না, আর আমার গাইবি বাফর নামে আমি যে কাম করি, ইতায়ও
আমার বেয়াপারে সাক্ষি দের, 26 তা-ও আপনারা একিন কররা না, কারন
আপনারা আমার পালর মেড়া নায়। 27 আমার মেড়াইন্তে আমার ডাক
হুনইন। আমি তো তারারে চিনি আর তারাও আমার খরে খরে রইন।
28 আমি তারারে আখেরি জিন্দেগি দান করি, তারা কুনু সময় বিনাশ অইতা
নায়। কেউ আমার গেছ থনে তারারে কাড়িয়া নিতো নায়। 29 আমার যে
গাইবি বাফে তারারে আমার আতো দিছইন, তাইন হকল থাকি মহান। তান
আত থাকি কেউ কুন্তা কাড়িয়া নিতো পারে না। 30 আমি আর বাবা, আমরা
এক।”
31 তেউ ইহুদি নেতা অকলে হিরবার পাথর লইলা তানরে মারার লাগি।
32 ইছায় তারারে কইলা, “গাইবি বাফর হুকুম মাফিক বউত ভালা ভালা কাম
আমি আপনাইন্তরে দেখাইছি। ইতার মাজে কুন কামর লাগি আপনারা
আমারে পাথর মারতা চাইরা?” 33 তারা কইলা, “ভালা কুনু কামর লাগি
আমরা তরে পাথর মারিয়ার না, তুই তো শিরিকি কররে, এরলাগিউ পাথর
মারমু। মানুষ অইয়া তুই নিজরে আল্লা হিসাবে দাবি কররে।” 34 তাইন কইলা,
“আপনারার শরিয়তো লেখা আছে না নি, ‘আমি কইলাম, তুমরাউ এলাহি’?
35 তে আল্লার কালাম যেরার গেছে নাজিল অইছিল, এরারে তো তাইন
নিজেউ আল্লার লাখান কইয়া ডাকিছইন। আর পাক কিতাবর কথা তো বাদ
দেওয়া যায় না। 36 তে গাইবি বাফে যানরে নিজর লাগি বাছিয়া পছন্দ করলা
আর দুনিয়াত পাঠাইলা, অউ আমি যেবলা কইলাম, আমি ইবনুল্লা, তে
আপনারা কিলা কইরা, তুই শিরিকি কররে? 37 আমি যুদি আমার গাইবি বাফর
কাম না করি, তে আপনারা আমার উপরে ইমান আনবা না। 38 অইলে আমি
যুদি আমার বাফর হকল কাম করিয়া থাকি, তে আমার উপরে ইমান না
আনলেও ইতা একিন করউক্কা। তেউ আপনারা জানবা, গাইবি বাফ আমার
মাজেউ আছইন, আর আমিও তান মাজে আছি।” 39 অউ সময় হিরবার
তারা ইছারে ধরার চেষ্টা করলা, অইলে তাইন ইনথনে গাইব অইগেলা।
40 বাদে তাইন হিরবার জর্দান গাংগর হপারো গিয়া রইলা। আগে অউ
জাগাত হজরত এহিয়ায় মানষরে তৌবার গোছল দিতা। 41 হনো বউত
মানুষ তান গেছে আইলো আর মাতা-মাতি করলো, “এহিয়া নবীয়ে তো কুনু
কেরামতি নিশানা দেখাইছইন না, অইলে তাইন হজরত ইছার বেয়াপারে
যততা কইছলা, ইতা পুরাপুর হাছা।” 42 অখান বুজিয়া হনর বউত মানষে
হজরত ইছার উপরে ইমান আনলা।

হজরত ইছায় মুর্দা লাছাররে জিন্দা করলা

11 লাছার নামে একজন মানুষ বেমার আছলা। তান বাড়ি বায়ত-
আনিয়া গাউত, মরিয়ম আর মার্থা নামর তান দুই বইনও অউ
গাউত রইতা। 2 কয়দিন বাদে অউ মরিয়মেউ ইছার পাওয়ো খুশবয়
আলা আতর মাথাইয়া, নিজর মাথার চুলদি পাও ফুছাই দিবা। অউ মরিয়মর
ভাই অইলা বেমারি লাছার। 3 এরলাগি তান বইনাইন্তে অখান কইয়া হজরত
ইছার গেছে খবর পাঠাইলা, “হুজুর, আপনার মায়ার মানুষ খুব বেমার।”
4 খবর পাইয়া ইছায় কইলা, “ই বেমার তো তার মউতর লাগি অইছে না, বরং
আল্লার মহিমা জাইরর লাগিউ অইছে, যাতে এর মাজদি আমি ইবনুল্লার
মহিমাও জাইর অয়।”
5 হজরত ইছায় বিবি মার্থা, তান বইন আর লাছাররে খুব মায়া করতা।
6 লাছারর বেমারর কথা হুনার বাদেও ইছা যে জাগাত আছলা, হনো আরো
দুইদিন রইলা।
7 বাদে তান সাহাবি অকলরে কইলা, “আও, আমরা হিরবার এহুদিয়া
জিলাত যাই।” 8 সাহাবি অকলে কইলা, “হুজুর, অউ কয়দিন আগে হনর
মানষে আপনারে পাথর মারতা চাইলা, অখন আপনে হিরবার হনো যাইতা
নি?” 9 তাইন কইলা, “দিনর বেলা তো বারো ঘন্টা আছে, কেউ যুদি দিনর
বেলা চলা-ফিরা করে, হে উষ্টা খায় না, কারন হে অউ দুনিয়ার ফর দেখে।
10 আর কেউ যুদি রাইতর বেলা চলা-ফিরা করে, হে উষ্টা খায়, কারন তার
মাজে কুনু ফর নাই।”
11 অখান কইয়া হারি তান সাহাবি অকলরে কইলা, “হুনো, আমরার দুস্ত
লাছার ঘুমাই গেছেগি, আমি তারে হজাগ করাত যাইয়ার।” 12 ইখান হুনিয়া
সাহাবি অকলে কইলা, “হুজুর, হে যুদি ঘুমো থাকে, তে তো ভালা
অইযিবো।” 13 ইছায় লাছারর মউতর কথা কইছলা, অইলে তারা মনো
করলা, তাইন এমনে ঘুমর কথা কইছইন। 14 তেউ ইছায় পরিস্কার করি কইলা,
“লাছার মারা গেছে। 15 অইলে আমি তুমরার কথা মনো করিয়া খুশি অইছি,
আমি হিনো আছলাম না, যাতে তুমরা একিন করতায় পারো। অখন আও,
আমরা লাছারর গেছে যাই।” 16 তেউ তান সাহাবি থুমাছে লগর সাহাবি
অকলরে কইলা, “আও না, আমরাও যাই, যাতে তানি লগে মরতাম পারি।”
অউ থুমাছরে জমজ কইয়া ডাকা অয়।
17 হনো গিয়া হারলে হজরত ইছায় হুনলা, তাইন যাওয়ার চাইর দিন
আগেউ লাছাররে দাফন করা অইগেছে। 18 জেরুজালেম টাউন থাকি অউ
বায়ত-আনিয়া গাউ অনুমান দুই মাইল দুরই আছিল। 19 লাছারর মউতর
বাদে তান বইন বিবি মার্থা আর মরিয়মরে বুজ দেওয়ার লাগি ইহুদি সমাজর
বউত মানুষ আইলা। 20 এরমাজে হজরত ইছায় তশরিফ আনরা হুনিয়া বিবি
মার্থা তানি লগে দেখা করাত গেলা, অইলে মরিয়ম ঘরো বই রইলা। 21 বিবি
মার্থায় ইছারে কইলা, “হুজুর, আপনে যুদি অনো রইতা, তে আমার ভাইগু
মরলো না অনে। 22 অইলে এরবাদেও আমি জানি, আপনে আল্লার গেছে
যেতা চাইবা, তাইন আপনারে অতা দিবা।”
23 ইছায় কইলা, “হুনো, তুমার ভাই হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবো।”
24 তেউ মার্থায় কইলা, “জিঅয়, আমি জানি কিয়ামতর দিন যেবলা মুর্দা
অকল জিন্দা অইবা, অউ সময় হে-ও জিন্দা অইয়া উঠবো।” 25 ইছায়
মার্থারে কইলা, “আমিউ তো কিয়ামত আর জিন্দেগি। যে জনে আমার
উপরে ইমান আনে হে মরলেও জিন্দা অইবো। 26 আর যে জনে আসল
জিন্দা অইয়া আমার উপরে ইমান আনে, হে কুনুদিনও মরতো নায়। তুমি
ইখান একিন করো নি?” 27 মার্থায় কইলা, “জিঅঁয় হুজুর, আমি ইমান
আনছি, আল্লার ওয়াদা করা যে জনে দুনিয়াত তশরিফ আনার কথা,
আপনেউ হউ আল-মসী ইবনুল্লা, আল্লার খাছ মায়ার জন।”
28 অখান কইয়া মার্থায় গিয়া তান বইন মরিয়মরে চুপতে ডাকিয়া নিয়া
কইলা, “হুনো, হুজুর অনো আছইন, তাইন তুমারে ডাকিরা।” 29 তেউ
মরিয়ম জলদি করি ইছার কান্দাত গেলা। 30 ইছা অউ সময়ও গাউর ভিতরে
হামাইছইন না, মার্থায় তান লগে যেনো দেখা করছলা, তাইন হনোউ উবাই
রইছলা। 31 আর ঘরর ভিতরে যেতা ইহুদি অকলে মরিয়মরে বুজ দেওয়াত
আছলা, মরিয়মে আখতাউ বারে যাওয়াত দেখিয়া তারা তান খরে খরে
গেলা। তারা মনো করলো, মরিয়ম কয়বরর গেছে কান্দা-কাটি করাত যাইরা।
32 ইছা যে জাগাত আছলা, মরিয়মও হনো গেলা আর ইছারে দেখিয়া তান
পাওয়ো পড়িয়া কইলা, “হুজুর, আপনে যুদি অনো থাকতা, তে আমার
ভাইগু মরলো না অনে।”
33 মরিয়ম আর তান লগর ইহুদি অকলর কান্দন-আহাজারি দেখিয়া
হজরত ইছার দিলর রুহ গরম অইগেল, তাইন কাতর অইগেলা। 34 তাইন
এরারে জিকাইলা, “লাছাররে কুয়াই দাফন করছো?” তারা কইলা, “হুজুর
আউক্কা, দেখি যাউক্কা।” 35 অউ সময় ইছায় কান্দি দিলা। 36 তান কান্দন
দেখিয়া হনর এরা কইলা, “দেখরায় নি, তাইন লাছাররে কতো মায়া করতা!”
37 অইলে কুনু কুনু জনে কইলা, “যেইন আন্দার চউখ ভালা করছইন, তাইন
ইলা কুন্তা করতা পারলা অনে না নি, যাতে লাছারগু না মরে?”
38 ইতা হুনিয়া হজরত ইছার দিলর রুহ হিরবার গরম অইগেল, তাইন
লাছারর কয়বরর ধারো গেলা। ই কয়বর আছিল গুহার লাখান এক গাতো
আর কয়বরর মুখো এক পাথর দেওয়া আছিল। 39 তাইন মানষরে কইলা,
“পাথরটা হরাও।” লাছারর বইন মার্থায় কইলা, “হুজুর, অখন তো লাশ
পচিয়া গন্দ বার অইগেছে, তাইন চাইর দিন আগে মারা গেছইন।” 40 ইছায়
এনরে কইলা, “আমি তো তুমারে কইছি, তুমি যুদি একিন করো, তে আল্লার
কুদরতি মহিমা দেখবায়।” 41 তেউ মানষে কয়বরর মুখর পাথরটা হরাইলা।
ইছায় আছমানর বায় চাইয়া দোয়া করলা, “ও গাইবি বাবা, তুমি আমার
কথা হুনছো, এরলাগি আমি তুমার শুকরিয়া আদায় করি। 42 আমি জানি,
তুমি হামেশা আমার কথা হুনো। অইলে আমার চাইরোবায় যেতা মানুষ
আছইন, তারা যাতে একিন করইন, তুমি আমারে পাঠাইছো, এরদায়উ
অখান কইলাম।” 43 অখান কইয়া তাইন জুরে ডাক দিয়া কইলা, “লাছার, বার
অইয়া আও।” 44 তেউ মুর্দা লাছার কয়বর থাকি বার অইয়া আইলা। তান
আত-পাও কাফনদি পেচাইল আছিল, আর মুখ আছিল রুমাল দিয়া বান্দা।
ইছায় মানষরে কইলা, “তার বান্দ খুলো আর তারে যাইতে দেও।”

হজরত ইছারে জানে মারার ষড়যন্ত্র

45 বিবি মরিয়মর গেছে যেতা ইহুদি মানুষ আইছলা, হজরত ইছার অউ
কেরামতি কাম দেখিয়া এরার মাজর বউতে তান উপরে ইমান আনলা।
46 অইলে কেউ কেউ ফরিশি অকলর গেছে গিয়া ইছার অউ কামর কথা
জানাইলো। 47 ইতা হুনিয়া বড় ইমাম অকলে আর ফরিশি দলর মানষে দেশর
ফতোয়া কমিটিরে লইয়া একখানো বইলা, বইয়া কইলা, “আমরা অখন কিতা
করতাম? ই বেটায় তো বউত কেরামতি কাম দেখার। 48 আমরা যুদি তারে
এমনে চলতে দেই, তে হকল মানষে তার উপরে ইমান আনবো, আর ইতা
হুনিয়া রোমান সরকারর মানষে আমরার ঠিকানা আর আমরার জাতিরেও
বিনাশ করবা।”
49 অউ মজলিছর মাজে অউ বছরর পরধান ইমাম, কায়াফা নামর একজন
আছলা। তাইন এরারে কইলা, “তুমরা তো কুন্তাউ জানো না। 50 বুজো না
নি, আস্তা জাতি বিনাশ অওয়ার চাইতে, হকলর বদলা একজনর মরন আরো
ভালা।” 51 ইমাম কায়াফায় আসলে নিজর মন থাকি অউ কথা কইছইন না,
তাইন অউ বছরর পরধান ইমাম অওয়ায় গাইবি বুলি তান মুখ থাকি বার
অইছে যে, ইহুদি জাতিরে বাচানির লাগি ইছার মরন অইবো। 52 খালি ইহুদি
জাতির লাগি নায়, আল্লার যতো বন্দাইন চাইরোবায় ছিতরিয়া আছইন,
তারারে দলা করিয়া একখানো করার লাগিও তাইন জান বিলাই দিবা।
53 হউ দিন থাকি তারা ইছারে মারার পায়তারা করাত লাগলা। 54 এরলাগি

ইছায় তারার মাজে খুলা-মেলা চলা-ফিরা বাদ দিলাইলা, আর অউ জাগা ছাড়িয়া মরুভুমির কান্দাত আফরাইম নামর এক গাউত গিয়া তান সাহাবি অকলরে লইয়া রইলা।
55 অউ সময় ইহুদি অকলর আজাদি ইদ ঘনাই আইছিল। ইদর আগে নিজরে পাক-ছাফ করার লাগি বউত মানুষ গাউ থাকি জেরুজালেম টাউনো গেলা। 56 হিনো গিয়া তারা হজরত ইছারে তুকাইলা। তারা বায়তুল-মুকাদ্দছো উবাইয়া একে-অইন্যে জিকাইলা, "কিতা মনো করইন, তাইন ই ইদো আইতা নায় নি?" 57 বড় ইমাম আর ফরিশি অকলে হুকুম দিছলা, কেউ যুদি ইছার খুজ পায়, তে তারারে জানানির লাগি, যাতে তারা ইছারে ধরতা পারইন।

মাথার চুলদি পাও ফুছা

12 আজাদি ইদর ছয়দিন আগে, হজরত ইছা হউ লাছারর গাউ বায়ত-আনিয়াত আইলা, যে লাছাররে তাইন মরা থাকি জিন্দা করছলা।
2 ইনো তারা হজরত ইছার লাগি খানির মেজবানি জুইত করলা। ইছার লগে খাওয়াত যেরা বইছিল, এরার লগে লাছারও আছলা আর বিবি মার্থায় খাদিমদারি করলা। 3 অউ সময় লাছারর বইন মরিয়মে আধা সের খুব দামি খাটি আতর লইয়া আইলা, আইয়া অউ আতর ইছার পাওয়ো ঢালিয়া নিজর মাথার চুলদি পাও ফুছিয়া দিলা। আতরর খুশবয়ে আস্তা ঘর ভরিগেল।
4 ইহুদা ইস্কারিয়াত নামে ইছার এক সাহাবি, যেইন তানরে দুশমনর আতো ধরাই দিবা, এইন কইলা, 5 "ইস, ই আতর ফুটিন বেচিলে তো তিনশো দিনার পাইয়া গরিব অকলরে বিলাই দেওয়া গেলো অনে।" 6 আসলে ইহুদায় গরিব অকলর কথা চিন্তা করিয়া ইখান কইছে না। হে আছিল চুর। টেকার থলি তার গেছে থাকতো, আর জমা টেকা থাকি হে চুরি করতো, এরলাগি অলা কইছে। 7 ইছায় কইলা, "তুমরা ই বেটিগুর মনো দুখ দিও না। আমার দাফন-কাফনর লাগি তাইন ই ফুটাইন থইছলা। 8 গরিব অকল তো হামেশাউ তুমরার মাজে আছইন, অইলে আমারে হামেশা পাইতায় নায়।"
9 হজরত ইছা বায়ত-আনিয়াত আইছইন হুনিয়া, ইহুদি জাতির বউত মানুষ অনো আইলা। তারা খালি ইছার লাগি নায়, হউ যে লাছাররে ইছায় মরা থাকি জিন্দা করছলা, তারেও দেখাত আইলা। 10 অউ সময় বড় ইমাম অকলে নিয়ত করলা লাছাররেও মারিলিতা। 11 কারন লাছারর লাগি বউত ইহুদি মানষে নেতা অকলর লগ ছাড়িয়া, ইছার উপরে ইমান আনছিলা।

হজরত ইছা জেরুজালেমো আইলা

12 ইদর নিয়তে দলে দলে যতো মানুষ আইছইন, তারা বাদর দিন হুনলা, হজরত ইছায় জেরুজালেমো তশরিফ আনরা। 13 অউ তারা খেজুরর খেছমা ডাল লইয়া তানরে আগুয়াইয়া আনাত গেলা আর মিছিল দিয়া কইলা,

"মারহাবা! মাবুদর নামে যেইন তশরিফ আনরা,
তান তারিফ অউক,
তাইনউ ইছরাইলর বাদশা!"

14 আল্লার কালামর আয়াত মাফিক হজরত ইছায় একটা গাধা দেখিয়া তার উপরে ছওয়ার অইলা। কিতাবো লেখা আছে, 15 "ও ছিয়ন-কইনা জেরুজালেম, ডরাইও না। চাইয়া দেখো, গাধার বাইচ্চা চড়িয়া তুমার বাদশা আইরা।"
16 সাহাবি অকলে পয়লা ইতার কুনু মানি বুজলা না। বাদে হজরত ইছার কুদরতি মহিমা জাইর অইয়া হারলে, পাক কিতাবর কথা তারার মনো অইলো, অউ আয়াতো তান বেয়াপারেউ লেখা আছিল, আর মানষে তান লাগিউ অততা করছে। 17 কয়বর থাকি লাছাররে ডাকিয়া জিন্দা করি তুলার সময় যেতা মানুষ ইছার লগে আছলা, তারাও অউ বেয়াপারে হামেশা মাত-কথা মাতিতা। 18 এরলাগি মানষে তান অউ কেরামতি কামর খবর হুনিয়া তানরে আগুয়াইয়া আনাত গেছলা। 19 ইতা দেখিয়া ফরিশি অকলে একে-অইন্যে কইলো, "আমরার তো কুনু লাভ অর না। দেখরায় নি, আস্তা দুনিয়াউ তার খরে গেছেগি।"

নিজর মউতর আগাম খবর

20 আজাদি ইদো যেরা এবাদত করাত আইছলা, তারার মাজে কয়জন ইউনানি মানুষও আছলা। 21 তারা গালিল জিলার বায়ত-ছয়দা গাউর ফিলিফরে আইয়া মিনত করলা, "ছাব, আমরা হুজুর ইছারে দেখতাম চাই।" 22 ফিলিফে ইখান আন্দ্রিয়াছরে কইলা। বাদে আন্দ্রিয়াছ আর ফিলিফে গিয়া ইছারে জানাইলা।
23 ইছায় তারারে কইলা, "আমি বিন-আদমর মহিমা জাইর অওয়ার সময় আইচ্ছে। 24 আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, ধানর বিচ মাটিত পড়িয়া যুদি না মরে, তে একটাউ থাকে, আর মাটিত মরলে বউত ফসল ফলে। 25 অলা যে জনে নিজর জানরে বেশি মায়া করে, হে তার আসল জিন্দেগি খুয়াইলায়, অইলে যে জনে ই দুনিয়াত নিজর জানরে তুচ্ছ মনো করে, হে তার আসল জিন্দেগি, মানি আখেরাতর লাগি জান বাচায়। 26 কেউ যুদি আমার খেজমত করতো চায়, তে আমার পথে চলউক। তেউ আমি যেখানো রইমু আমার খেজমতকারিও অনো রইবো। যে জনে আমার খেজমত করে, আমার গাইবি বাফে তারে ইজ্জত দিবা।
27 "আমার মন অখন পেরেশান অইগেছে। তে আমি অখান কইতাম নি, বাবা, যে সময় আইয়া আজিছে, অউ সময়র আত থাকি আমারে বাচাও? অইলে অতার লাগিউ তো আমি অউ সময় পর্যন্ত আইছি। 28 বাবা, তুমি তুমার মহিমা জাইর করো।" অউ সময় আছমান থাকি গাইবি আওয়াজ আইলো, "আমি আমার মহিমা জাইর করছি আর হিরবার জাইর করমু।" 29 ই আওয়াজ হুনিয়া হিনো যতো মানুষ আছলা, তারা কইলা, "ইতা তো মেঘর ডাক।" কেউ কেউ কইলো, "কুনু ফিরিস্তায় তান লগে বাতচিত করছইন।" 30 ইখান হুনিয়া ইছায় কইলা, "ই আওয়াজ তো আমার লাগি আইছে না, আপনারার লাগিউ আইছে। 31 ই জগতর মানষর বিচারর সময় আইচ্ছে, দুনিয়ার মুনিব ইবলিছর আত থাকি অখন খেমতা কাড়িয়া নেওয়া অইবো। 32 আমারে যেবলা জমিন থাকি উপরে তুলা অইবো, অউ সময় আমি হকলরে আমার গেছে টানিয়া তুলমু।" 33 তান কিলাখান মউত অইবো, অখান বুজানির লাগি তাইন ইতা কইলা।
34 অউ সময় মানষে ইছারে কইলা, "আমরা পাক কিতাব থাকি হুনছি আল-মসী চিরকাল রইবা। তে আপনে কিলা কইরা, বিন-আদমরে উচাত তুলা অইবো? তাইলে ই বিন-আদম কে?" 35 তাইন জুয়াপ দিলা, "আর কিছু সময় নুর আপনারার লগে আছে, নুর থাকতে থাকতেউ আটা ধরউক্কা, যেলা আন্দাইরে আইয়া আপনাইন্তরে না বেরে। যে জন আন্দাইর পথে আটে, হে জানে না হে কুয়াই যার। 36 নুর আপনারার লগে থাকতে থাকতেউ নুরর উপরে ইমান আনউক্কা, যাতে আপনারাও অউ নুরর মানুষ অইতা পারইন।" এরবাদে ইছা ইনথনে হরিয়া গিয়া, এরার চউখ থাকি নিজরে লুকাইলিলা।

মানষর দিল পাষান

37 হজরত ইছায় মানষর ছামনে অতো বেশি কেরামতি নিশানা দেখানির বাদেও তারা তান উপরে ইমান আনলো না। 38 ইতা হক্কলতা ঘটিছিল যাতে আগর জমানার নবী ইশায়ার কথা পুরা অয়, তাইন বাতাইছলা,

মাবুদ গো, আমরার তবলিগর উপরে কে একিন করছে?
তুমার কুদরতি আত কার গেছেউ বা জাইর অইছে?

39 এরলাগিউ তো ইতা মানষে ইমান আনছে না, কারন ইশায়া নবীয়ে এওখান কইছলা,

40 আল্লায় তারার চউখ আন্দা বানাইলিছইন,
তারার দিল পাষান বানাইলিছইন,
যাতে চউখদি না দেখে আর দিলদি না বুজে।
আরনায় কিযানু তারা তৌবা করিলাইন,
আল্লার বায় ফিরিযাইন,
আর আমি তারারে শিফা করিলাই।

41 ইশায়া নবীয়ে ইছার মহিমা দেখছলা গতিকে, তান বেয়াপারে অউ কথা কইছলা। 42 তেবউ ইহুদি নেতা অকলর মাজ থাকি বউতে তান উপরে ইমান আনলা, অইলে ফরিশি অকলে তারারে সমাজ থাকি বার করি দিলাইবো, অখান ডরাইয়া তারা স্বীকার করলা না। 43 তারা আল্লার তারিফ থাকি মানষর তারিফ পাইতে বেশি পছন্দ করতা।

হজরত ইছাউ তরানেআলা

44 বাদে ইছায় জুরে জুরে কইলা, "যে জনে আমার উপরে ইমান আনে, হে খালি আমার উপরে নায়, যেইন আমারে পাঠাইছইন তান উপরেও ইমান আনে। 45 যে জনে আমারে দেখে, হে আসলে তানরেউ দেখে, যেইন আমারে পাঠাইছইন। 46 আমি ই দুনিয়াত নুর হিসাবে আইছি, যাতে আমার উপরে যে ইমান আনে, হে আর আন্দারিত না রয়। 47 কেউ যুদি আমার কথা হুনিয়া, অউ মাফিক আমল না করে, তে আমি নিজে তার বিচার করি না, কারন আমি মানষরে দুষি সাইবস্তো করাত আইছি না, বরং মানষরে তরানিত আইছি। 48 যে জনে আমারে মানে না আর আমার কথা হুনে না, তার বিচাররে লাগি তো একজন আছইন। আমি তারে যে কথা কইছি, অউ কথায়উ কিয়ামতর দিন তারে দুষি সাইবস্তো করবো। 49 আমি তো নিজে থাকি কুন্তা কইছি না, খালি আমার যে গাইবি বাফে আমারে বেজিছইন, তাইন নিজেউ হুকুম দিছইন, আমি কিতা কিতা কইতাম। 50 আমি জানি, তান হুকুম মানাউ অইলো আখেরি জিন্দেগি। এরলাগি আমি যেতা কই, ইতা আমার গাইবি বাফর হুকমেউ কই।"

উম্মত অকলরে হজরত ইছার আখেরি তালিম (১৩:১-১৭:২৬)

সাহাবি অকলর পাও ধোয়াইলা

13 আজাদি ইদর থুড়া আগর ঘটনা। ইছায় বুজিলিলা, তাইন ই দুনিয়া ছাড়িয়া তান গাইবি বাফর গেছে যাইবার সময় আইচ্ছে। দুনিয়াত যেরা তান আপন মানুষ আছলা, তারারে তাইন খুব মায়া করতা আর হেশ পর্যন্ত অলা মায়া করিয়াউ গেছইন। 2 রাইতকুর খানিত বইবার আগর কথা, হজরত ইছারে দুশমনর আতো ধরাই দিবার লাগি, ইবলিছে আইয়া সাইমন ইস্কারিয়াতর পুয়া ইহুদার মনো খাইশ জাগাই দিলো। 3 ইছায় জানতা, তান গাইবি বাফ আল্লায় তান আতো হকলতা সপি দিছইন, তাইন আল্লার গেছ থাকি আইছইন আর তান গেছেউ ফিরিয়া যাইরা। 4 এরলাগি তাইন খাওয়া থাকি উঠলা আর ফিন্নর পাইজ্জাবি খুলিয়া একখান গামছা

কমরো বান্দিলা। 5 বাদে তাইন গামলার মাজে পানি লইয়া সাহাবি অকলর
পাও ধোয়াই দিলা, আর কমরর গামছাদি পাও ফুছিয়া দেওয়াত লাগলা।
6 অউ লাখান তাইন যেবলা সাইমন-পিতরর গেছে আইলা, পিতরে
কইলা, "হুজুর, ইতা কিতা করইন, আপনে আমার পাও ধোয়াইয়া দিতা নি?"
7 তাইন কইলা, "আমি যেতা করিয়ার, অখন তুমি ইতার মানি বুজতায় নায়,
বাদে বুজবায়।" 8 অউ পিতরে তানরে কইলা, "জি না, আপনে কুনুমন্তেউ
আমার পাও ধোয়াই দিবা না।" ইছায় কইলা, "আমি যুদি তুমার পাও ধইয়া না
দেই, তে তুমার লগে আমার কুনু খাতির নাই।" 9 তেউ সাইমন-পিতরে
কইলা, "হুজুর, তে খালি পাও নায়, আমার মাথা আর আতও ধোয়াইয়া
দেউক্কা"। 10 তাইন কইলা, "যে মানষে গোছল করছে, তার পাও ছাড়া আর
কুন্তা ধোয়ার জরুর নায়, তার তো হকলতা পরিস্কার আছে। তুমরাও নিচ্চয়
পরিস্কার আছো, অইলে হকল নায়।" 11 আসলে দুশমনর আতো কে তানরে
ধরাই দিবো, ইখান তাইন জানতা। এরদায় তাইন কইলা, "তুমরা হকল
পরিস্কার নায়।"
12 সাহাবি অকলর পাও ধোয়াইয়া হারলে ইছায় তান পাইঞ্জাবি ফিন্দিয়া
হিরবার বইলা আর তারারে কইলা, "আমি কিতা করলাম, তুমরা ইতা বুজছো
নি? 13 তুমরা আমারে উস্তাদ আর মালিক কইয়া ডাকো, ইখান ঠিকউ,
আমিউ তুমরার উস্তাদ আর মালিক। 14 আর আমি তুমরার উস্তাদ আর
মালিক অইয়াও যেবলা তুমরার পাও ধোয়াইয়া দিলাম, তে তুমরাও অলা
একে-অইন্যর পাও ধোয়াই দেওয়া জরুর। 15 আমি ইলা করিয়া দেখাইলাম,
যাতে আমি যেলা করলাম তুমরাও অলা করো। 16 আমি তুমরারে হাছাউ
কইরাম, গুলাম তার মুনিব থাকি বড় নায়। আর যারে পাঠানি অইছে, হে তার
পাঠাওরা থাকি বড় নায়। 17 ইতা জানিয়া যুদি আমল করো, তে তুমরা ধইন্য।
18 "আমি তুমরা হকলর বেয়াপারে কইরাম না। আমি যেরারে পছন্দ করছি
তারারে তো চিনি। হুনো, আল্লার কালামর আয়াত তো ফলিতে অইবো,
লেখা আছে, 'আমার লগে বইয়া যেগুয়ে খাওয়া-দাওয়া করে, হগুয়ে আমার
উপরে পাও তুলছে।' 19 ইতা ঘটার আগেউ আমি তুমরারে জানাই দিলাম,
তেউ ঘটার বাদে তুমরা বুজবায়, আমিউ হেইন। 20 আমি তুমরারে হাছাউ
কইরাম, আমি যারে পাঠাই, তারে যে জনে কবুল করে, হে আসলে
আমারেউ কবুল করে। আর যে জনে আমারে কবুল করে, হে তানরেউ কবুল
করে, যেইন আমারে পাঠাইছইন।"

বেইমান ইহুদা

21 অখান কইয়া হারলে হজরত ইছার দিল পেরেশান অইগেল। তাইন
খুলিয়া কইলা, "আমি হক কথা কইরাম, তুমরার মাজর একজনেউ আমারে
দুশমনর আতো ধরাই দিবো।" 22 তাইন কার কথা কইরা, সাহাবি অকলে
ইখান না বুজায় একে-অইন্যর বায় চাই রইলা। 23 এরার মাজর যে সাহাবিরে
ইছায় মায়া করতা, এইন ইছার কুলো এলাইন দিয়া বওয়াত আছলা।
24 সাইমন-পিতরে এনরে ইশারা দিয়া কইলা, তুমি জিকাও, তাইন কার কথা
কইরা। 25 তেউ অউ সাহাবিয়ে ইছার বায় জুকিয়া কইলা, "হুজুর, কে অউ
জন?" 26 ইছায় জুয়াপ দিলা, "অউ রুটির টুকরা বউলো ভিজাইয়া যারে দিমু,
হে-উ অউ জন।" আর অউ রুটি তাইন সাইমন ইস্কারিয়াতর পুয়া ইহুদারে
দিলা। 27 রুটির টুকরা লওয়ার লগে লগেউ ইবলিছ ইহুদার ভিতরে
হামাইলো। ইছায় তারে কইলা, "যেতা করতায় চাও, জলদি করিলাও।"
28 ইছার লগে যারা খাওয়াত বইছলা, তারা কেউ বুজলা না, তাইন
ইহুদারে কেনে ইখান কইছইন। 29 কেউ কেউ মনো করলো, ইদর বাজার
করার লাগি ইছায় ইহুদারে অখান কইছইন বা গরিব অকলরে কুন্তা দেওয়ার
কথা কইছইন, কারন টেকার থলি তো ইহুদার গেছেউ থাকতো। 30 রুটির
টুকরা লওয়ার লগে লগে ইহুদা বার অইয়া গেলগি। ই সময় রাইত আছিল।

নয়া হুকুম

31 ইহুদা বারে গিয়া হারলে ইছায় কইলা, "বিন-আদমর মহিমা জাইর করার
সময় আইচ্ছে, তান মাজদি আল্লার মহিমা জাইর অইবো। 32 আর আল্লার
মহিমা যেবলা তান মাজদি জাইর অইবো, অউ সময় আল্লায়ও নিজর মাজে
বিন-আদমর মহিমা জাইর করবা, ইতা তাইন খুব জলদিউ করবা। 33 ও
আওলাদ অকল, আমি আর বেশি দিন তুমরার গেছে রইতাম নায়। তে ইহুদি
নেতা অকলরে আগে যেলা কইছলাম, তুমরা আমারে তালাশ করবায়,
অইলে আমি যেখানো যাইমু তুমরা হিনো যাইতায় পারতায় নায়, অখন অউ
কথা তুমরারেও কইরাম। 34 আমি তুমরারে একখান নয়া হুকুম দিরাম, তুমরা
একে-অইন্যরে মায়া করিও। আমি যেলা তুমরারে মায়া করছি, তুমরাও অলা
একে-অইন্যরে মায়া করিও। 35 তুমরা যুদি একে-অইন্যরে মায়া করো, তে
হকলে বুজবো তুমরা আমার উম্মত।"

সাহাবি পিতরর অস্বীকারর কথা

36 সাইমন-পিতরে ইছারে কইলা, "হুজুর, আপনে কুয়াই যাইরা?" তাইন
কইলা, "আমি যেনো যাইরাম, তুমরা অখন আমার লগে হিনো আইতায়
পারতায় নায়, অইলে বাদে আইবায়।" 37 পিতরে কইলা, "অখন কেনে
যাইতাম পারতাম নায়? আপনার লাগি আমি আমার জানও বিলাই দিমু।"
38 অউ সময় ইছায় কইলা, "আমার লাগি হাছাউ তুমার জান দিবায় নি? তে
হাছা কথা আমি তুমারে কইরাম, মুরগায় বাং দিবার আগেউ, তুমি তিনবার
কইবায়, তুমি আমারে চিনো না।"

হজরত ইছা আল-মসীউ পথ

14 হজরত ইছায় কইলা, "তুমরা আর পেরেশান অইও না। আল্লার
উপরে তো তুমরার একিন আছে, তে আমার উপরেও একিন
রাখো। 2 আমার বাফর বাড়িত রওয়ার বউত জাগা আছে, না
থাকলে আমি কইলাম অনে। আমি তো তুমরার লাগি জাগা ঠিক করাত
যাইরাম। 3 জাগা ঠিক করিয়া হিরবার আইমু, আইয়া তুমরারে আমার গেছে
নিমু। তেউ আমি যেনো রইমু, তুমরাও হনো রইবায়। 4 আর আমি কুয়াই
যাইরাম, ই পথ তো তুমরার চিনা আছে।"
5 অউ সময় সাহাবি থুমাছে ইছারে কইলা, "হুজুর, আপনে কুয়াই যাইরা,
অখানউ আমরা জানি না, তে পথ কিলা চিনমু?" 6 ইছায় কইলা, "আমিউ
পথ, আমিউ হক আর আমিউ জিন্দেগি। আমার উছিলা ছাড়া কুনু মানুষউ
গাইবি বাফর গেছে যাইতো পারে না। 7 তুমরা আমারে চিনলে আমার গাইবি
বাফরেও চিনলায় অনে। তে অখন তুমরা তানে চিনছো আর দেখছোও।"
8 ফিলিফে কইলা, "হুজুর, অউ গাইবি বাফ আমরারে দেখাউক্কা, তেউ
আমরা শান্তি অইমু।" 9 ইছায় কইলা, "ফিলিফ, অতো দিন থাকি আমি
তুমরার লগে লগে আছি, এরবাদেও তুমি আমারে চিনলায় না নি? যে জনে
আমারে দেখছে, হে আমার গাইবি বাফরেও দেখছে। তে তুমি কিলান
কইলায়, গাইবি বাফরে দেখাউক্কা? 10 তুমি একিন করো না নি, আমি গাইবি
বাফর মাজে আছি, আর গাইবি বাফও আমার মাজে আছইন? আমি
তুমরারে যেতা কই, ইতা আমার নিজর মুখর বুলি নায়, যে গাইবি বাফ
আমার ভিতরে আছইন, তাইনউ তান নিজর কাম চালাইরা। 11 আমার কথা
একিন করো, আমি আমার বাফর মাজে আছি, আর তাইন আমার মাজে
আছইন। আরনায় অন্তত আমার অতা কেরামতি কাম দেখিয়া আমারে
একিন করো।
12 "আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, কেউ যুদি আমার উপরে ইমান আনে,
তে আমি যেতা কাম করি, হে-ও অতা করবো। আর আমি আমার বাফর
গেছে যাইয়ারগি করি হে আরো বড় বড় কাম করবো। 13 তুমরা আমার নামে
যেতা চাইবায়, আমি ইতা পুরা করমু যাতে বাফর মহিমা পুতর মাজদি জাইর
অয়। 14 আমার নাম লইয়া আমার গেছে কুন্তা চাইলে, আমি দিমু।

পাক রুহর বেয়াপারে ওয়াদা

15 "তুমরা যুদি আমারে মায়া করো, তে আমার হকল হুকুম-আহকাম
আমল করিও। 16 আমি গাইবি বাফর গেছে চাইমু, আর তাইন তুমরার লাগি
আরক সাইয্যগির পাঠাইবা, এইন চিরকাল রইবা। 17 অউ সাইয্যগির অইলা
হক রুহ। ই দুনিয়ার মানষে অউ হক রুহরে কবুল করে না, কারন তারা এরে
দেখেও না, চিনেও না। অইলে তুমরা এনে চিনো, এইন তো তুমরার লগে
লগে রইন আর ছামনেদি তুমরার দিলর মাজে বসত করবা।
18 "আমি তুমরারে এতিম হালতে ফালাইয়া যাইতাম নায়, আমি হিরবার
তুমরার গেছে আইমু। 19 থুড়া বাদে দুনিয়ার মানষে আমারে আর দেখতো
নায়, অইলে তুমরা দেখবায়। আমি জিন্দা আছি গতিকে তুমরাও জিন্দা
রইবায়। 20 আমি জিন্দা অইয়া উঠিয়া হারলে তুমরা বুজবায়, আমি আমার
গাইবি বাফর মাজে আছি আর তুমরা আমার মাজে আছো, আমি তুমরার
মাজে আছি। 21 যে জনে আমার হুকুম-আহকাম চিনে আর আমল করে, হে-
উ আমারে মায়া করে। আর যে জনে আমারে মায়া করে, আমার গাইবি বাফ
আল্লায়ও তারে মায়া করবা। আমিও তারে মায়া করমু, আর আমার নিজরে
তার গেছে জাইর করমু।"
22 সাহাবি অকলর মাজে ইহুদা ইস্কারিয়াত ছাড়া আরক সাহাবির নাম
আছিল ইহুদা, এইন কইলা, "হুজুর, দুনিয়ার হকল মানষর গেছে জাইর না
করিয়া, খালি আমরার গেছেউ আপনারে কেনে জাইর করবা?" 23 ইছায়
জুয়াপ দিলা, "কেউ যুদি আমারে মায়া করে, তে হে আমার কথা মানবো।
আমার গাইবি বাফে তারে মায়া করবা, আমরা তার গেছে আইমু, আইয়া
তার লগে বসত করমু। 24 অইলে যে জনে আমারে মায়া করে না, হে
কুনুমন্তেউ আমার কথায় চলে না। আমি তুমরারে যেতা কইলাম, ইতা আমার
মুখর কথা নায়, যেইন আমারে বেজিছইন হউ বাফর কথা।
25 "আমি তুমরার লগে থাকতে থাকতেউ ইতা কইলাম। 26 অউ সাইয্যগির
পাক রুহ, যানরে আমার বাফে আমার নামে পাঠাইবা, তাইনউ হকল
বেয়াপারে তুমরারে তালিম দিবা, আর আমি তুমরারে যেতা কইছি অতা
ইয়াদ করাই দিবা।
27 "আমি তুমরার লাগি শান্তি রাখিয়া যাইয়ার, আমার শান্তিউ আমি
তুমরারে দিয়া যাইয়ারগি। ই দুনিয়ায় যেমনে শান্তি দেয়, আমি ইলা দেই না।
তুমরার দিলো যানু কুনু পেরেশানি বা ডর-খফ না আয়। 28 আমি তো
আগেউ তুমরারে কইছি, আমি যাইয়ারগি, আর হিরবার তুমরার গেছে
আইমু। তুমরা যুদি আমারে মায়া করতায়, তে আমি আমার বাফর গেছে
যাইয়ার করি খুশি অইলায় অনে, কারন ই বাফ তো আমার থাকিও মহান।
29 ইতা ঘটার আগেউ তুমরারে জানাই দিলাম, যাতে ঘটিয়া হারলে তুমরা
একিন করতায় পারো। 30 আমি তুমরার লগে আর বেশি সময় মাততাম নায়,
কারন দুনিয়ার মুনিব ইবলিছ আইওর। আমার উপরে তার কুনু খেমতা নাই।
31 অইলে আমি আমার বাফর হুকুম মানিয়া ইতা হকলতা করি, যাতে
দুনিয়ার মানষে বুজইন, আমি আমার বাফরে মায়া করি। তে আও, আমরা
অখন ই জাগা থাকি যাইগি।"

হজরত ইছাউ আসল আংগুর গাছ

15 হজরত ইছায় কইলা, "আমিউ আসল আংগুর গাছ আর আমার
বাবা গিরস্ত। 2 আমার যেতা ডালাইন্তো ফল ধরে না, তাইন ইতারে

কাটিয়া ফালাই দেইন। আর যেতা ডালাইন্তো ফল ধরে, তাইন ইতারে ছাটিয়া ছাফ-ছুতরা করি রাখইন, যাতে আরো বেশি ফল ধরে। 3 তে আমি তুমরারে যে কালাম তালিম দিছি, এরলাগি তো তুমরা আগ থাকিউ ছাটা অইয়া ছাফ-ছুতরা অইছো। 4 তুমরা আমার মাজে রও, আমিও তুমরার দিলো রইমু। আংগুর গাছর লগে ডাল যুদি লাগাইল না থাকে, তে ডালে যেলা নিজে নিজে ফল ধরাইতো পারে না, অউলা তুমরাও আমার মাজে না রইলে নিজে নিজে ফলআলা অইতায় পারো না। 5 আমিউ আংগুর গাছ, আর তুমরা অইলায় ডালপালা। যে জন আমার লগে লাগাইল থাকে, আমিও তার লগে লাগাইল রই, তেউ তার জিন্দেগিত বউত ফল ধরে। আর, আমারে ছাড়া তো তুমরা কুন্তাউ করতায় পারো না।

6 "আমার লগে কেউ লাগাইল না রইলে, তারে কাটা ডালর লাখান ফালাই দেওয়া অয় আর রইদে হুকাই যায়। বাদে হুকনা ডালাইন তুবাইয়া আগুইনো দেইন, তেউ ইতা জলি-পুড়ি যায়। 7 তুমরা যুদি আমার লগে লাগাইল থাকো আর আমার কালাম খানাইন তুমরার দিলো থাকে, তে তুমরার যেতা ইচ্ছা অতাউ চাইও, ইতা তুমরারে দেওয়া অইবো। 8 তুমরার জিন্দেগিত যুদি বউত ফল ধরে, আর অলাখান তুমরা নিজরে আমার উম্মত হিসাবে পরমান করিলাও, তে আমার গাইবি বাফর তারিফ অইবো। 9 বাফে আমারে যেলা মায়া করছইন, আমিও অউলা তুমরারে মায়া করছি। তুমরা আমার মায়ার মাজে রও। 10 আমি আমার বাফর হুকল হুকুম-আহকাম মানিয়া যেলা তান মায়ার মাজে রইছি, তুমরাও অউলা আমার হুকুম-আহকাম মানলে আমার মায়ার মাজে রইবায়।

11 "আমি তুমরারে ইতা কইলাম, যাতে আমার খুশি তুমরার দিলো থাকে আর তুমরার খুশি পুরা অয়। 12 আমার হুকুম অইলো, আমি যেলা তুমরারে মায়া করছি, তুমরাও অউলা একে-অইন্যরে মায়া করো। 13 কেউ যুদি নিজর দুস্তর লাগি জান বিলাই দেয়, তে তার থাকি আর বেশি মায়া কার আছে? 14 আমার দেওয়া হুকুম যুদি তুমরা আমল করো, তে তুমরা আমার দুস্ত। 15 আমি তুমরারে আর গুলাম কইরাম না, কারন মুনিবে কিতা করইন গুলামে তো ইতা জানে না, বরং আমি তুমরারে দুস্ত কইছি, কারন গাইবি বাফর গেছ থাকি আমি যততা হুনছি, হকলতাউ তুমরারে জানাইছি।

16 "আমারে তো তুমরা পছন্দ করছো না, বরং আমিউ তুমরারে পছন্দ করছি আর কামো লাগাইছি, যাতে তুমরার জিন্দেগি ফলআলা অয় আর অউ ফল টিকিয়া রয়। তেউ আমার নামে গাইবি বাফর গেছে যেতা চাইবায়, তাইন তুমরারে দিবা। 17 আমি তুমরারে অউ হুকুম দিয়ার, তুমরা একে-অইন্যরে মায়া করো।

দুনিয়া মুমিন অকলর দুশমন

18 "দুনিয়ার মানষে তুমরারে ঘিন্নাইন, অইলে মনো রাখিও, এর আগে তারা আমারেউ ঘিন্নাইছে। 19 তুমরা যুদি অউ দুনিয়ার অইতায়, তে তারা তুমরারে নিজর হিসাবে ভালা পাইলো অনে। তুমরা তো ই দুনিয়ার নায়, আমি তুমরারে দুনিয়ার মাজ থাকি পছন্দ করছি গতিকে তারা তুমরারে ঘিন্নায়। 20 আমার কথা খান মনো রাখিও, গুলাম তার মুনিব থাকি বড় নায়। এরলাগি মানষে যুদি আমারে জুলুম করে, তে তুমরারেও অলা করবো। তারা আমার কথা মানলে তুমরার কথাও মানলো অনে। 21 আমার কারনেউ তারা তুমরার লগে অলা করবো, কারন আমারে যেইন বেজিছইন, এনরে তারা চিনে না।

22 "আমি যুদি না আইতাম আর তারার গেছে নছিয়ত না করতাম, তে তারা গুনাগার অইলো না অনে, অইলে অখন তো তারার কুনু অজুআত নাই। 23 যে জনে আমারে ঘিন্নায়, হে আমার গাইবি বাফরেও ঘিন্নায়। 24 হুনো, যেতা কেরামতি কেউ কুনুদিন দেখাইছে না, অতা কেরামতি যুদি আমি না দেখাইতাম, তে তারা গুনাগার অইলো না অনে। অইলে তারা তো আমারে আর আমার গাইবি বাফরে দেখছে, দেখিয়াও ঘিন্নাইছে। 25 ইতা অইলো, যাতে তারার কিতাবর অউ কথা ফলে, কিতাবো আছে, তারা বিনা কারনে আমারে ঘিন্নাইছে।

26 "আমি আমার গাইবি বাফর গেছ থাকি যে সাইয্যগির রুহরে তুমরার গেছে পাঠাইমু, তাইন আইয়া আমার বেয়াপারে সাক্ষি দিবা। তাইন অইলা হক রুহ, তাইন গাইবি বাফর গেছ থাকি আইবা। 27 আর তুমরাও আমার বেয়াপারে সাক্ষি দিবায়, তুমরা তো পয়লা থাকিউ আমার লগে লগে আছো।"

16 হজরত ইছায় আরো কইলা, "আমি ইতা জানাই দিলাম, যাতে তুমরা খরলামি না যাও। 2 মানষে তুমরারে সমাজ থাকি বার করি দিবা। অলা সময় আইবো, যারা তুমরারে খুন করবো, তারা মনো করবো ইতা আল্লার এবাদত করের। 3 তারা ইতা করবো, কারন তারা গাইবি বাফরেও চিনছে না, আমারেও চিনছে না। 4 আমি ইতা আগেউ কইয়া রাখলাম, যাতে সময় আইলে মনো অয়, আমি তুমরারে অতা কইছলাম। আমি পয়লা থাকি ইতা কইছি না, কারন আমি তো তুমরার লগে লগেউ আছলাম।

সাইয্যগির রুহর কাম-কাজর নমুনা

5 "হুনো, আমারে যেইন পাঠাইছইন, আমি অখন তান গেছে যাইয়ারগি, তা-ও তুমরা কেউ আমারে জিকাইরায় না, আমি কই যাইরাম। 6 বরং আমি তুমরারে ইতা কইছি, এরলাগি তুমরার মনো খুব দুখ আইছে। 7 তেবউ আমি হক কথা কইরাম, আমার যাওয়া খান তুমরার লাগি ভালা, আমি না গেলে তো হউ সাইয্যগির রুহ আইতা নায়। আমি গেলেগি তানরে তুমরার গেছে পাঠাইমু। 8 তাইন আইয়া গুনার বেয়াপারে, আল্লার মর্জি মাফিক চলার বেয়াপারে আর আল্লার বিচারর বেয়াপারে মানষরে হজাগ করবা। 9 তাইন গুনার বেয়াপারে হজাগ করবা, কারন মানষে আমার উপরে ইমান আনে না। 10 আল্লার মর্জি মাফিক চলার বেয়াপারে হজাগ করবা, কারন আমি আমার গাইবি বাফর গেছে যাইয়ারগি, তুমরা আমারে আর দেখতায় নায়। 11 বিচারর বেয়াপারে হজাগ করবা, কারন দুনিয়ার মুনিব ইবলিছর বিচার অইগেছে।

12 "তুমরারে আরো বউততা কওয়ার আছে, অইলে অখন ইতা কইলে সইয্য করতায় পারতায় নায়। 13 হউ হক রুহ আইয়া হারি পথ দেখাইয়া তুমরারে পুরাপুর হক খান জানাইবা। তাইন তো নিজ থাকি কুন্তা কইতা নায়, খালি যেতা হুনইন, অতাউ কইবা। আর যেতা ঘটবো, অতাউ জানাইবা। 14 আমি যেতা কই, তাইন আইয়া অতাউ তুমরার গেছে জাইর করবা। অলাখান তাইন আমার মহিমা জাইর করবা। 15 গাইবি বাফর যেতা আছে, ইতা হকলতাউ আমার। এরলাগি আমি কইরাম, আমি যেতা কই, তাইন অতাউ তুমরার গেছে জাইর করবা।"

উম্মত অকলরে বুজ দেওয়া

16 হজরত ইছায় কইলা, "খুড়া বাদে তুমরা আর আমারে দেখতায় নায়, হিরবার খুড়া বাদে দেখবায়।" 17 ইখান হুনিয়া কয়জন সাহাবিয়ে মাতা-মাতি করলা, "তাইন ইতা কিতা মাতইন, 'খুড়া বাদে তুমরা আর আমারে দেখতায় নায়, হিরবার খুড়া বাদে দেখবায়', তাইন হিরবার কইরা, 'আমি বাফর গেছে যাইরামগি।' 18 তে তাইন যে খুড়া সময়র কথা কইরা, ইখান কিতা? তাইন কিতা মাতিরা, আমরা তো বুজরাম না।"

19 হজরত ইছায় বুজিলিলা, তান সাহাবি অকলে অউ বেয়াপারে তানরে কুন্তা জিকাইতা চাইরা, বুজিয়া তাইন কইলা, "আমি যে কইছি, 'খুড়া বাদে তুমরা আর আমারে দেখতায় নায়, হিরবার খুড়া বাদে দেখবায়' অতা লইয়া তুমরা মাতা-মাতি কররায় নি? 20 হুনো, আমি তুমরারে হাছাউ কইরাম, তুমরা কান্দিবায় আর আহাজারি করবায়, অইলে ই দুনিয়ার মানষে খুশি করবা। তুমরা অখন দুখ-কষ্ট করবায়, অইলে বাদে ই দুখ রইতো নায়, এর বদলা খুশি করবায়। 21 বাইচ্চা অওয়ার সময় বেটিন্তর খুব কষ্ট অয়, অইলে অইয়া হারলে নয়া আওলাদর ফুর্তিয়ে মন ভরি যায়, হি কষ্টর কথা আর মনো থাকে না। 22 অউ লাখান তুমরাও অখন দুখ-কষ্ট কররায়, অইলে হিরবার যেবলা তুমরার লগে আমার দেখা অইবো, হউ সময় খুশিয়ে তুমরার দিল ভরিযিবো, ই খুশি কেউ কাড়িয়া নিতো পারতো নায়।

23 "হি সময় তুমরা আমার গেছে কুন্তা চাইতায় নায়। আমি তুমরারে হাছা কইরাম, তুমরা আমার নামে আমার গাইবি বাফর গেছে যেতা চাইবায়, তাইন তুমরারে দিবা। 24 অখনও তো তুমরা আমার নামে কুন্তা চাইছো না। চাও, তেউ পাইবায়, যাতে তুমরার খুশি পুরা অয়।

25 "আমি তুমরারে উদাহরন দিয়া অউ তালিম দিলাম। অইলে অলাখান সময় আইবো, যেবলা আমি কুনু উদাহরন ছাড়া, আমার গাইবি বাফর বেয়াপারে খুলা-মেলা বুজাইমু। 26 হউ দিনউ তুমরা আমার নামে চাইবায়। আমি তো ইখান কইরাম না, আমি তুমরার অইয়া গাইবি বাফর গেছে মিনত করমু। 27 তাইন নিজেউ তুমরারে মায়া করইন, কারন তুমরা আমারে মায়া করছো আর একিন করছো যে, আমি আল্লার গেছ থাকি আইছি। 28 আসলে, আমি আমার গাইবি বাফ আল্লার গেছ থাকি অউ দুনিয়াত আইছি আর দুনিয়া ছাড়িয়া তান গেছেউ যাইরাম।"

29 অউ সময় সাহাবি অকলে তানরে কইলা, "হুজুর দেখউক্কা, অখন তো আপনে খুলা-মেলাউ মাতিরা, কুনু উদাহরন দিরা না। 30 অখন আমরা বুজলাম, আপনার অজানা কুন্তা নাই, আর আপনারে কেউ কুন্তা জিকানিরও নাই। গতিকেউ আমরা একিন করলাম, আপনে আল্লার গেছ থাকিউ আইছইন।" 31 ইছায় তারারে কইলা, "অখন একিন অইছে নি? 32 হুনো, অলা সময় আইওর, এমনকি আইচ্ছে, যেবলা তুমরা দল ছাড়িয়া আমারে থইয়া যারযির জাগাত বাগিবায়। অইলে আমি তো একলা নায়, আমার গাইবি বাফ আমার লগে লগে আছইন। 33 আমি তুমরারে ইতা কইলাম, যাতে তুমরা আমার লগে মিশিয়া আছো গতিকে মনো শান্তি পাও। ই দুনিয়াত তুমরা দুখ-মছিবতো আছো, তা-ও মনোবল রাখিও, আমিউ দুনিয়ারে জয় করছি।"

উম্মতর লাগি মুনাজাত

17 অখান কইয়া হারি হজরত ইছায় আছমানর বায় চাইয়া দোয়া করলা, "বাবা, সময় অইগেছে। তুমি তুমার পুতর মহিমা জাইর করো, যাতে পুতেও তুমার মহিমা জাইর করতা পারইন। 2 তুমি তানরে হকল মানষর উপরে খেমতা দিছো, যাতে তুমি যেরারে তান আতো সপিছো, এরারে তাইন আখেরি জিন্দেগি দেইন। 3 একমাত্র হক আল্লারে মানি তুমারে আর তুমি যেনরে পাঠাইছো, হউ ইছা আল-মসীরে চিনাউ অইলো আখেরি জিন্দেগি। 4 তুমি আমারে যে কাম দিছো, ই কাম আদায় করিয়া দুনিয়াত তুমার মহিমা জাইর করছি। 5 তে বাবা, দুনিয়া পয়দা করার আগে তুমার দরবারো আমার যে মহিমা আছিল, তুমার গেছর অউ মহিমা অখন আমারে হিরবার দেও।

6 "ই দুনিয়ার মাজর যেরারে আমার আতো সপিছো, আমি এরার গেছে তুমারে জাইর করছি। তারা তো তুমারউ আছলা, তুমিউ তারারে আমার আতো সপিছো। তারা তুমার হুকুম মানিয়া চলছে। 7 তারা অখন বুজছে, তুমি যেতা আমারে দিছো, ইতা তো তুমার গেছ থাকিউ আইছে। 8 কারন অইলো, তুমি যেতা তবলিগ করার হুকুম দিছো, আমি অতা জানাইছি। আর তারাও ইতারে কবুল করিয়া আসল খান বুজিলিছে যেন, আমি তুমার গেছ থাকিউ আইছি। তারা একিনও করছে, তুমিউ আমারে পাঠাইছো। 9 তে আমি তো হকলর লাগি মিনত করিয়ার না, খালি তুমি যারারে আমার আতো দিছো, এরার লাগিউ মিনত কররাম, তারা তো তুমারউ। 10 আমার যততা আছে হক্কলতাউ তুমার, আর তুমার হক্কলতাউ আমার। এরার মাজদিউ আমার মহিমা জাইর অর।

11 “ও পবিত্র বাবা, ই দুনিয়াত আমি আর বেশি সময় নায়, অইলে তারা ই
দুনিয়াত আছইন, আমি তো তুমার গেছে আইরাম। তুমি আমারে তুমার যে
নাম দিছো, অউ নামর বলে এরারে বাচাও, যাতে আমরা যেলা এক, তারাও
অলা এক অইতা পারইন। 12 আমি যতদিন তারার লগে আছলাম, অতদিন
তুমার দেওয়া অউ নামর গুনে তারারে বাচাইছি। তারারে পারা দিয়া রাখছি,
তারা কেউ বিনাশ অইছে না। খালি যার বিনাশ অওয়ার কথা, হে-উ বিনাশ
অইছে, যাতে আল্লার কালামর কথা ফলে।
13 “তে অখন আমি তুমার গেছে আইরাম, দুনিয়াত রইতেউ ইতা তারারে
জানাই দিলাম, যাতে আমার খুশিয়ে তারার দিল ভরি যায়। 14 তুমি আমারে
যেতা জানাইছো, আমিও তারারে অতা জানাইছি। আমি যেলা ই দুনিয়ার
নায়, তারাও অলা ই দুনিয়ার নায়, এরলাগি দুনিয়ার মানষে তারারে
ঘিন্নাইছে। 15 আমি তুমার গেছে আবদার কররাম না, তুমি তারারে দুনিয়া
থাকি নিতায়গি, বরং অউ আবদার কররাম, তুমি তারারে ইবলিছর আত
থাকি হেফাজত করো। 16 আমি যেলা অউ দুনিয়ার নায়, অউলা তারাও ই
দুনিয়ার নায়। 17 তুমি তারারে তুমার হক দিয়া খাছ হিসাবে রাখো। তুমার
কালামউ অইলো অউ হক। 18 তুমি যেলা আমারে দুনিয়াত পাঠাইছো,
অউলা আমিও তারারে দুনিয়ার মাজে পাঠাইছি। 19 আমি তারার লাগি
নিজরে খাছ করি রাখছি, যাতে তারারেও হক দিয়া খাছ হিসাবে রাখা অয়।
20 “তে আমি খালি এরার লাগি মিনত করিয়ার না, তারার লাগিও মিনত
কররাম, যেরা এরার কথা হুনিয়া আমার উপরে ইমান আনবো। 21 আমি
মিনত করিয়ার তারা হকল যানু এক অয়। বাবা, তুমি যেলা আমার লগে
আছো আর আমিও যেলা তুমার লগে আছি, অউলা তারাও যানু আমরার
লগে মিলিয়া রইন। তেউ দুনিয়ার মানষে একিন করবা, তুমিউ আমারে
পাঠাইছো। 22 তুমি আমারে যে মহিমা দান করছো, আমি ইতা তারারে দান
করছি, যাতে আমরা যেলা এক, অউলা তারাও এক অইতা পারইন। 23 তুমি
যেলা আমার মাজে আছো, অলা আমিও তারার মাজে আছি। অউ লাখান
তারা যানু পুরাপুর এক অইতা পারইন। তেউ দুনিয়ার মানষে বুজবো, তুমিউ
আমারে পাঠাইছো, আর তুমি আমারে যেলা মায়া করো, অউলা তারারেও
মায়া করো। 24 বাবা, আমি চাইরাম, তুমি যেরারে আমার আতো সপিছো,
আমি যেখানো আছি, তারাও যানু আমার লগে হনো রইন আর আমার
মহিমা দেখইন। ই মহিমা তো তুমিউ আমারে দান করছো, কারন দুনিয়া পয়দা
করার আগ থাকিউ তুমি আমারে মায়া করছো।
25 “ও হক ইনছাফকারি বাবা, দুনিয়ার মানষে তুমারে চিনে না, অইলে
আমি তো চিনি। আর তুমিউ যেন আমারে পাঠাইছো, ইখান এরা বুজিলিছে।
26 এরার গেছে আমি তুমার নাম জাইর করছি, আগেদি আরো করমু, যাতে
তুমি আমারে যেলা মায়া করো, অলা মায়া তারার ভিতরেও থাকে আর
আমি তারার লগে মিশিয়া থাকি।”

হজরত ইছার উপরে জুলুম-মছিবত আর তান উফাত (১৮:১-১৯:৪২)

দুশমনর আতো হজরত ইছা

18 অউ মুনাজাতর বাদে হজরত ইছায় তান সাহাবি অকলরে লইয়া
কিদ্রোন নামর এক পাড়িয়া খাল পার অইয়া গেলা। গিয়া তারারে
লইয়া এক বাগানর ভিতরে হামাইলা। 2 বেইমান ইহুদায় ই জাগা
চিনতো, কারন ইছায় আগে বউত বার সাহাবি অকলরে লইয়া অনো
বইছইন।
3 এরমাজে বড় ইমাম আর ফরিশি অকলে অউ ইহুদার লগে এক দল
সিপাই আর বায়তুল-মুকাদ্দছর কয়জন পুলিশ পাঠাইলা। ইহুদায় তারারে
লইয়া অনো আইলো, অউ সময় তারার আতো লেম, মুশাল, আর অস্ত্র-শস্ত্র
আছিল।
4 ইছায় আগ থাকিউ হকলতা জানতা, তান উপরে কিতা ঘটবো।
এরলাগি তাইন আগুয়াইয়া আইয়া তারারে জিকাইলা, “আপনারা কারে
তুকাইরা?” 5 তারা কইলা, “নাছারত গাউর ইছারে।” তাইন কইলা, “আমিউ
হেইন।” অউ সময় বেইমান ইহুদাও তারার লগে আছিল। 6 ইছায় যেবলা
কইলা, “আমিউ হেইন,” ইখান হুনিয়াউ তারা খরেদি গিয়া মাটিত
পড়িগেলা। 7 তাইন হিরবার তারারে জিকাইলা, “আপনারা কারে চাইরা?”
তারা কইলা, “নাছারত গাউর ইছারে।” 8 তাইন কইলা, “আমি তো কইলাম,
আমিউ হেইন। আপনারা যুদি আমারেউ তুকানিত আইন, তে আমার লগর
এরারে ছাড়ি দেউক্কা।” 9 আসলে ইলা ঘটলো, যাতে ইছায় আগে যেতা
কইছলা অতা পুরা অয়। তাইন কইছলা, “বাবা, তুমি যেরারে আমার আতো
সপিছো, এরা একজনরেও আমি খুয়াইছি না।”
10 অউ সময় সাইমন-পিতরর লগে একখান তলোয়ার আছিল, অখান বার
করিয়া, তাইন পরধান ইমামর গুলামর ডাইন কান কাটিলিলা। ই গুলামর
নাম আছিল মালকুছ। 11 এরলাগি ইছায় পিতররে কইলা, “তুমার তলোয়ার
খাপো হারাও। গাইবি বাফে আমারে যে মছিবতর পিয়ালা দিছইন, ইকটার
স্বাদ আমি লইতাম না নি?”
12 অউ সময় সিপাই অকলে, পরধান সিপাইয়ে আর বায়তুল-মুকাদ্দছর
পুলিশ অকলে ইছারে ধরিয়া বান্দিলিলো। 13 বান্দিয়া পয়লা তারা হাননর
গেছে লইয়া গেল। ই হানন আছলা হউ বছরর পরধান ইমাম কায়াফার হউর।
14 অউ কায়াফায় আগে ইহুদি নেতা অকলরে কইছলা, “আস্তা জাতি বিনাশ
অওয়ার চাইতে, হকলর বদলা একজনর মরন আরো ভালা।”

সাহাবি পিতরর পয়লা বার অস্বীকার

15 অউ সময় পিতর আর আরক জন সাহাবি ইছার খরে খরে গেলা। অউ
সাহাবিরে পরধান ইমামে চিনতা। এইন ইছার লগে অইয়া পরধান ইমামর
বাড়ির উঠানো হামাইলা। 16 অইলে পিতর বাইরে গেইটর গেছে উবাই
রইলা। তেউ পরধান ইমামর পরিচিত ইছার অউ সাহাবি বারে গিয়া পারাদার
বেটিরে কইয়া পিতররে ভিতরে আনাইলা। 17 অউ বেটিয়ে পিতররে কইলো,
“তুমিও এন মুরিদ নি?” পিতরে কইলা, “না, না, আমি নায়।” 18 অউ সময় খুব
শীত পড়ছিল, এরদায় সিপাই আর গুলাম অকলে উঠানো আংরাদি
আগুইন ধরাইয়া আগুইন তাবানিত লাগলা। পিতরেও তারার ধারো
উবাইয়া আগুইন তাবাইলা।

পরধান ইমামর জেরা

19 অউ সময় পরধান ইমামে ইছারে তান উম্মত আর তান তালিমর
বেয়াপারে জিকাইলা। 20 ইছায় জুয়াপ দিলা, “আমি মানষর ছামনে খুলা-
মেলা মাতিছি। ইহুদি অকল যেখানো জমা অইন, অতা মছিদো আর
বায়তুল-মুকাদ্দছো হামেশা তালিম দিছি। আমি তো লুকাইয়া কুন্তা কইছি না।
21 তে আমারে আর কেনে জিকাইরা? আমার তালিম যেরা হুনছে, তারারেউ
জিকাউক্কা। আমি যে তালিম দিছি, ইতা তারার জানা আছে।” 22 ইছার ই
জুয়াপ হুনিয়া, কান্দাত যে সিপাই অকল উবা আছলা, এরা একজনে তানরে
চড় মারিয়া কইলো, “তুই পরধান ইমামরে অলা জুয়াপ দিরে নি?” 23 তাইন
কইলা, “আমি যুদি বাদ কুন্তা কইয়া থাকি তে কউক্কা, আর ভালা মাত
মাতিলে আমারে মাররা কেনে?” 24 অউ সময় হাননে বান্দা হালতে ইছারে
পরধান ইমাম কায়াফার গেছে পাঠাই দিলা।

হজরত পিতরর হিরবার অস্বীকার

25 সাহাবি সাইমন-পিতরে যেবলা আগুইন তাবাইরা, অউ সময় মানষে
তানরে কইলো, “তুমিও তার লগর একজন সাহাবি নি?” পিতরে দুছরা বার
অস্বীকার করি কইলা, “না, না, আমি নায়।” 26 পিতরে যার কান কাটিছিলা,
তার এক কুটুম আছিল পরধান ইমামর গুলাম। হে কইলো, “আমি বাগানর
ভিতরে অগুর লগে তুমারেও দেখলাম না নি?” 27 পিতরে হিরবার অস্বীকার
করলা, আর লগে লগেউ মুরগায় বাং দিলাইলো।

হাকিম পিলাতর ছামনে হজরত ইছা

28 ইহুদি নেতা অকলে বিয়ানে ইছারে কায়াফার গেছ থাকি, রোমান
বাদশার পরধান হাকিম পিলাতর টংগিত লইয়া গেলা। অইলে তারা বাড়ির
ভিতরে হামাইলা না, যাতে বে-দীন হাকিমর বাড়িত হামাইয়া নাপাক না
অইন, বরং পাক-ছাফ রইয়া আজাদি ইদর খানি খাইতা পারইন। 29 এরলাগি
রোমান হাকিম পিলাত বারে আইয়া জিকাইলা, “ই বেটার বিরুদ্ধে তুমরার
নালিশ কিতা?” 30 তারা কইলা, “হে অপরাধ না করলে তো আপনার গেছে
আনলাম না অনে।” 31 পিলাতে তারারে কইলা, “তুমরা তারে লইয়া যাওগি,
গিয়া তুমরার শরিয়ত মাফিক বিচার করিলাও।” ইখান হুনিয়া তারা পিলাতরে
কইলা, “কুনু মানষরে জানে মারার মতো সাজা দেওয়ার খেমতা আমরার
আতো নাই, খালি রোমান অকলর আতো আছে।” 32 নিজর মউত কিলান
অইবো, ইছায় ইখান আগেউ কইছইন। তে ইতা অইলো, যাতে তান অউ
কথা ফলে।
33 তেউ পিলাত হিরবার টংগির ভিতরে হামাইলা আর ইছারে ডাক দিয়া
কইলা, “ওবা, তুমি কিতা ইহুদি অকলর বাদশা নি?” 34 তাইন জুয়াপ দিলা,
“আপনে নিজে অউ কথা কইরা, না মানষে আমার বেয়াপারে আপনারে
কইছে?” 35 পিলাতে জুয়াপ দিলা, “আমি কিতা ইহুদি নি? তুমার নিজর
জাতির মানষে আর বড় ইমাম অকলে তুমারে আমার আতো দিছে। কও,
তুমি কিতা করছো?” 36 ইছায় কইলা, “আমার বাদশাই ই দুনিয়ার নায়।
আমার বাদশাই যুদি অউ দুনিয়ার অইতো, তে ইহুদি নেতা অকলর আতো
আমি না পড়ার লাগি আমার মানষে লাড়াই করলো অনে, অইলে আমার
বাদশাই তো ইনর নায়।” 37 ইখান হুনিয়া পিলাতে ইছারে জিকাইলা, “তাইলে
তুমি কিতা বাদশা নি?” ইছায় কইলা, “আপনেউ তো কইরা, আমি বাদশা।
হুনউক্কা, হকর পক্ষে সাক্ষি দেওয়ার লাগি আমি দুনিয়াত আইছি। যারা হকর
লগে আছে, তারা আমার কথা হুনে।”
38 পিলাতে তানরে কইলা, “তে হক খান কিতা?” অখান কইয়া তাইন
হিরবার বারে গিয়া ইহুদি নেতা অকলরে কইলা, “আমি তো এর কুনু দুষ
পাইছি না। 39 অইলে তুমরার তো একটা রেওয়াজ আছে, আজাদি ইদর
সময় আমি একজন কয়দিরে খালাছ দেই। তে তুমরা চাও নি, আমি ইহুদির
অউ বাদশারে ছাড়ি দিতাম?” 40 ইখান হুনিয়া তারা চিল্লাইয়া কইলো, “না,
না, এরে না, বারাব্বারে ছাড়ি দেউক্কা।” অউ বারাব্বা আছিল এক ডাকাইত।
বাদে রোমান হাকিম পিলাতে ইছারে চাবুক মারার হুকুম দিলা।
19 2 আর সিপাই অকলে গছা-কাটা দিয়া এক মুকুট বানাইয়া তান
মাথাত দিলো, আর বাইংগনি রংগর বাদশাই লেবাছ ফিন্দাইলো।
3 বাদে তারা তান ছামনে আইয়া কইলো, “ও ইহুদির বাদশা, মারহাবা!”
অখান কইয়া কইয়া তারা তান গালো চড়াইলো। 4 তেউ পিলাত হিরবার
বারে আইয়া কইলা, “হুনো, আমি এরে তুমরার গেছে বার করিয়া আনিয়ার,
তেউ তুমরা বুজবায়, আমি এর কুনু দুষউ পাইরাম না।” 5 হউ গছা-কাটার
মুকুট আর বাইংগনি লেবাছ ফিন্দা হালতে ইছা বার অইয়া আইলা, আর
পিলাতে কইলা, “অউ দেখো, হউ মানুষ।” 6 ইছারে দেখিয়া বড় ইমাম আর
বায়তুল-মুকাদ্দছর পুলিশ অকলে চিল্লাইয়া কইলা, “তারে সলিবো দেও,

সলিবো দেও।” পিলাতে কইলা, “আমি তো তার কুনু দুষ পাইছি না, তে তুমরাউ তারে নিয়া সলিবো গাথিলাও।” (ই সলিব অইলো লাকড়িদি বানাইল, মানষরে লটকাইয়া মারার এক জিনিস।) 7 ইহুদি নেতা অকলে পিলাতরে কইলা, “আমরার শরিয়ত মাফিক তার মরন অওয়া উচিত, কারন হে নিজরে আল্লার খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লা কইছে।”

8 ইখান হুনিয়া পিলাতে আরো বেশি ডরাইগেলা। 9 তাইন হিরবার টংগি-ঘরর ভিতরে হামাইয়া ইছারে জিকাইলা, “তুমি কুয়াই থাকি আইছো?” অইলে ইছায় কুনু জুয়াপ দিলা না। 10 এরদায় পিলাতে ইছারে কইলা, “তুমি আমার মাতর কুনু জুয়াপ দিতায় না নি? তুমি জানো নি, তুমারে খালাছ দিবার বা সলিবর উপরে লটকাইয়া মারার খেমতা আমার আছে?” 11 তেউ ইছায় কইলা, “উপরে থাকি আপনারে খেমতা না দেওয়া অইলে, আমার উপরে আপনার কুনু খেমতাউ থাকতো না। এরলাগি যে মানষে আমারে আপনার আতো ধরাই দিছে, হে-উ বড় গুনাগার।” 12 ইখান হুনিয়া পিলাতে ইছারে খালাছ দিলাইতা চাইলা, অইলে ইহুদি নেতা অকলে চিল্লাইয়া কইলা, “আপনে যুদি এরে খালাছ দিলাইন, তে আপনে রোমান বাদশার দুস্ত নায়। যে মানষে নিজরে বাদশা কইয়া দাবি করে, হে তো রোমান বাদশার দুশমন।”

13 ইখান হুনিয়া পিলাতে ইছারে বার করি আনলা আর পাথরদি-বান্দা নামর এক উঠানো বিচারর আসনো বইলা। ইব্রানি ভাষায় ই উঠানরে গাব্বাথা কওয়া অয়। 14 ই দিন আছিল আজাদি ইদর আয়োজনর দিন। অউ সময় বেইল অনুমান দুইফর অইগেছে। পিলাতে ইহুদি নেতা অকলরে কইলা, “অউ দেখো, তুমরার বাদশা।” 15 ইছারে দেখিয়া তারা চিল্লাইয়া কইলো, “অগুরে হরাও, হরাও, তারে সলিবো দেও।” পিলাতে কইলা, “তুমরার বাদশারে আমি সলিবো দিলাইতাম নি?” বড় ইমাম অকলে কইলা, “খালি রোমান বাদশা ছাড়া, আমরার আর কুনু বাদশা নাই।” 16 তেউ হাকিম পিলাতে সলিবর উপরে লটকাইয়া মারার লাগি ইছারে তারার আতো সমজাই দিলা, আর সিপাই অকলে তানরে লইয়া গেলা।

হজরত ইছা আল-মসীর মউত

17 বাদে ইছায় তান সলিব নিজে বইয়া কল্লার চাড় নামর জাগাত গেলা। ইব্রানি ভাষায় ই জাগার নাম গলগাথা। 18 হিনো নিয়া তারা তানরে সলিবো লটকাইলো। ইছারে মাজখানো, আর তান দুই গালার দুইও সলিবো অইন্য দুইজনরে লটকাইলো।

19 আর পিলাতে একখান অপরাধ-নামা লেখিয়া ইছার সলিবর উপরে লাগাইলা। ইখানো লেখা আছিল, “নাছারত গাউর ইছা, ইহুদির বাদশা।” 20 যে জাগাত তানরে সলিবো লটকাইল অইছিল, অউ জাগা টাউনর কান্দাত আছিল গতিকে বউত ইহুদিয়ে অউ অপরাধ-নামা পড়লো। ইখান ইবরানি, ইউনানি আর রোমান ভাষায় লেখা আছিল। 21 ইহুদির বড় ইমাম অকলে হাকিম পিলাতরে কইলা, “ইহুদির বাদশা না লেখিয়া, আপনে অলা লেখউক্কা, হে কইতো, আমি ইহুদির বাদশা।” 22 পিলাতে কইলা, “আমি যেতা লেখছি, লেখছিউ।”

23 ইছারে সলিবো লটকানির বাদে সিপাই অকলে তান কাপড়-চুপড় চাইর বাট করি বাটিয়া নিলা। বাদে তান কোর্তাটাও নিলা। ই আস্তা কোর্তার গলা থাকি বাইন করা, কুনু সিলাই আছিল না। 24 এরলাগি সিপাই অকলে একে-অইন্যে কইলো, “ইকটা না ছিড়িয়া বরং লটারি মারি দেখি, কার ভাইগ্যত পড়ে।” ইতা ঘটছিল, যাতে আছমানি কিতাবর কথা ফলে, কিতাবো লেখা আছে,

তারা নিজর মাজে আমার কাপড়-চুপড়
বাটা-বাটি করছে,
আমার কোর্তার লাগি তারা
লটারি মারছে।

25 আর হাছাউ তারা অলা করলো।

হজরত ইছার সলিবর কান্দাত তান মা, খালা, কুলুফার বউ মরিয়ম আর মগদিলিনী মরিয়ম উবা আছলা। 26 ইছায় দেখলা, তান মা আর মায়ার হউ সাহাবি ধারো উবাই রইছইন। দেখিয়া পয়লা তান মা’রে কইলা, “মাই গো, অউনু তুমার পুয়া।” 27 আর সাহাবিরে কইলা, “ভাই, অউনু তুমার মা।” অউ সময় থাকি ই সাহাবিয়ে ইছার মা’রে তান নিজর ঘরো লইয়া গেলাগি।

28 এরবাদে হক্কলতা শেষ অইগেছে জানিয়া, আল-জবুর কিতাবর আয়াত যাতে ফলে, অতার লাগি ইছায় কইলা, “আমার পিয়াছে ধরছে।” 29 অউ সময় হিনো এক জগ টেংগা আংগুরর শরবত আছিল। তারা একখান তেনা আনিয়া অউ শরবতর মাজে ভিজাইয়া, এছুব গাছর ডেটার মাথাত লাগাইয়া উচা করি তান মুখর গেছে দিলো। 30 ই শরবত খাইয়া হারলে তাইন কইলা, “শেষ অইগেছে।” অখান কইয়া, তাইন মাথা নোয়াইয়া আখেরি দম ফালাইলা।

আল-মসীর লাশর পরিক্ষা

31 আজাদি ইদর আগর দিন হজরত ইছায় ইন্তেকাল করলা। বাদর দিন আছিল খাছ পবিত্র এক জুম্মাবার। এরলাগি ইহুদি নেতা অকলে চাইলা, ই দিন যানু কুনু লাশ সলিবর উপরে না থাকে। অউ তারা হাকিম পিলাতর গেছে চাইলা, যাতে সলিবো যেরা আছে, তারা জলদি মরার লাগি তারার পাও ভাংগিয়া সলিব থাকি লামানি অয়। 32 তেউ ইছার লগে যেরারে সলিবো লটকাইল অইছিল, সিপাই অকলে এরা দুইওজনর পাও ভাংগি দিল। 33 তারা ইছার গেছে আইয়া দেখলো, তাইন মারা গেছইন, এরলাগি তান পাও ভাংলো না। 34 অইলে এক সিপাইয়ে ছুলফি দিয়া তান পাত্তি-আড়র মাজেদি ফাড় মারলো, ফাড়র লগে লউ আর পানি বার অইয়া আইলো। 35 যে জনে নিজর চউখে ই ঘটনা দেখছইন, তাইনউ সাক্ষি দিছইন আর তান সাক্ষি হাছা। তাইন জানইন, তাইন যেতা কইরা ইতা হাছা, যাতে তুমরাও একিন করো।

36 ইতা অইছিল যাতে পাক কিতাবর অউ কথা পুরা অয়, কিতাবো আছে, “তান একটা আড্ডিও ভাংগা অইতো নায়।” 37 এওখান আছে, “যারা তানরে গাথিছে, তারা তানবায় চাই রইবো।”

হজরত ইছা আল-মসীর দাফন

38 ইতা ঘটনার বাদে আরিমাথিয়া গাউর ইউছুফে ইছার লাশ নিতা করি হাকিম পিলাতর অনুমতি চাইলা। ইউছুফ আছলা ইছার একজন লুকাইল উম্মত, কারন তাইন ইহুদি নেতা অকলরে ডরাইতা। পিলাতর অনুমতি পাইয়া তাইন ইছার লাশ নিলা। 39 আগে রাইতর বালা যেইন ইছার গেছে আইছলা, হউ নীকদীমেও মুরা-আতর আর অগুরু মিশাইয়া অনুমান এক মন খুশবয় মশলা লইয়া আইলা। 40 আর ইছার লাশ নিয়া ইহুদি অকলর নিয়ম মাফিক অউ খুশবয় আলা মশলা মাখাইয়া কাফন ফিন্দাইলা।

41 ইছারে যেখানো সলিবো গাথা অইছিল, হনো এক বাগানর ভিতরে পাড়র গুহার মাজে নয়া একটা কয়বর খুদিয়া রাখা আছিল। ই কয়বরো কেউররে দাফন করা অইছে না। 42 অউ দিন ইহুদি অকলর ইদর আগর দিন অওয়ায় আর কয়বরটাও কান্দাত থাকায়, তারা তাড়া-উড়া করি ইছারে অনোউ দাফন করলা।

হজরত ইছা মউতর বাদে জিন্দা অইলা আর বউতে দেখলা (২০:১-২১:২৫)

হজরত ইছা মুর্দা থাকি জিন্দা অইলা

20 হাপ্তার পয়লা দিন ফজর অখতো আন্দাইর রইতেউ মগদিলিনী মরিয়ম হজরত ইছার কয়বরর কান্দাত গেলা। গিয়া দেখলা, কয়বরর মুখ থাকি পাথরটা হরাইল অইগেছে। 2 দেখিয়া তাইন সাইমন-পিতর আর যে সাহাবিরে ইছায় খুব মায়া করতা, এরার গেছে দৌড়াইয়া গিয়া কইলা, “হুনছইন নি, হুজুরর লাশ মানষে কয়বর থাকি তুলিয়া নিছইনগি। নিয়া কই রাখছইন আমরা জানি না।”

3 খবর পাইয়া পিতর আর অউ সাহাবি কয়বরর বায় রওয়ানা অইলা। 4 দুইওজনে একলগে দৌড়াইরা। পিতররে খরে ফালাইয়া হউ সাহাবি আগে কয়বরর কান্দাত গেলা। 5 গিয়া উন্দা অইয়া দেখলা, কয়বরর ভিতরে কাফন পড়ি রইছে, অইলে তাইন কয়বরর ভিতরে হামাইলা না। 6 পিতরও তান খরে খরে আইলা, আইয়া কয়বরর ভিতরে হামাইয়া দেখলা, খালি কাফন খান পড়ি রইছে। 7 যে কাফনর টুকরা দিয়া তান মাথা বান্দা অইছিল, ইখান অইন্য টুকরার লগে নায়, আলগা পড়ি রইছে। 8 যে সাহাবি পয়লা কয়বরর কান্দাত গেছলা, বাদে তাইনও ভিতরে হামাইলা, হামাইয়া হকলতা দেখিয়া একিন করলা। 9 ইছার তো মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়া জরুর, পাক কিতাবর অউ তালিমর মানি আগে তো এরা কেউ বুজছইন না।

10 এরবাদে সাহাবি অকল যারযির বাড়িত গেলাগি, 11 অইলে মরিয়মে কয়বরর কান্দাত উবাইয়া কান্দন লাগাইলা। তাইন কান্দি কান্দি উন্দা অইয়া কয়বরর ভিতরেদি চাইয়া দেখলা, 12 ইছার লাশ যেনো হুতাইয়া রাখা অইছিল, হনো ধলা কাপড় ফিন্নো দুইজন ফিরিস্তা বই রইছইন, একজন হিতানেদি, আরক জন পাও গালাবায়। 13 ফিরিস্তা অকলে মরিয়মরে কইলা, “তুমি কান্দিরায় কেনে গো?” তাইন কইলা, “মানষে আমার মালিকর লাশ তুলিয়া নিছইনগি, নিয়া কই থইছইন জানি না।”

14 অখান কইয়া তাইন খরেদি চাইতেউ দেখলা, হজরত ইছা উবাই রইছইন। অইলে তাইনউ যে ইছা, মরিয়মে ইখান বুজলা না। 15 ইছায় মরিয়মরে কইলা, “ওগো, তুমি কান্দো কেনে? কারে তুকাইরায়?” ইছারে বাগানর মালি মনো করিয়া তাইন কইলা, “দেখউক্কা, আপনে যুদি তান লাশ নিয়া থাকইন, তে কুয়াই নিছইন, কউক্কা। আমি তান লাশ নিমু।” 16 ইছায় কইলা, “মরিয়ম।” তেউ মরিয়ম ফিরিয়া উবাইয়া ইব্রানি ভাষায় তানরে কইলা, “রাব্বুনি” মানি উস্তাদ। 17 ইছায় তানরে কইলা, “আমারে ধরিয়া রাখিও না, আমি তো অখনও গাইবি বাফর গেছে উপরে গেছি না। তুমি বরং আমার ভাইয়াইনরে গিয়া কও, যেইন আমার আর তুমরার গাইবি বাফ, আমার আর তুমরার আল্লা, আমি উপরে তান গেছেউ যাইরাম।” 18 তেউ মগদিলিনী মরিয়মে সাহাবি অকলরে গিয়া কইলা, ইছার লগে তান দেখা অইছে আর ইছায়উ তানরে ইতা হকলতা কইছইন।

সাহাবি অকলে জিন্দা ইছারে দেখলা

19 হউ দিন, মানি হাপ্তার পয়লা দিন হাইঞ্জা বালা সাহাবি অকল একখানো দলা অইলা। অইলে ইহুদি নেতা অকলর ডরে ঘরর দুয়ার-খিড়কি হকলতা বন্দ আছিল। এরমাজে আখতাউ হজরত ইছা আইয়া এরার মাজখানো উবাইয়া কইলা, “আছছালামু আলাইকুম।” 20 অখান কইয়া হারি তাইন নিজর দুইও আত আর পাত্তি-আড়র জখমর দাগ এরারে দেখাইলা। হুজুররে দেখিয়া সাহাবি অকল খুব খুশি অইলা।

21 বাদে ইছায় হিরবার এরারে কইলা, “আছছালামু আলাইকুম। হুনো, আমার গাইবি বাফে যেলা আমারে পাঠাইছইন, আমিও অউলা তুমরারে পাঠাইরাম।” 22 অখান কইয়া তাইন সাহাবি অকলর উপরে ফু দিয়া কইলা, “আল্লার পাক রুহরে কবুল করো। 23 হুনো, তুমরা যুদি কেউরে মাফ করি

দেও, তে তার গুনা মাফ করা অইবো, আর যুদি মাফ না করো, তে তার গুনার মাফি মিলতো নায়।”

সাহাবি থুমাছর সন্দয়

24 হজরত ইছা যেবলা সাহাবি অকলর ছামনে আইলা, অউ সময় বারো
জন সাহাবির মাজর থুমাছ নামর একজন সাহাবি ইনো আছলা না। অউ
থুমাছরে জমজ কইয়া ডাকা অইতো। 25 এরলাগি বাকি সাহাবি অকলে
থুমাছরে কইলা, “আমরা তো হুজুররে দেখছি।” থুমাছে কইলা, “হুনউক্কা,
আমি আমার নিজর চউখে যুদি তান দুইও আতর পেরেগর দাগ না দেখি,
অউ জখমো আংগুল না লাগাই, আর তান পাত্তি-আড়র জখমো আত না
দেই, তে কুনুমন্তেউ আমি ইতা একিন করতাম নায়।”
26 এর এক হাপ্তা বাদে হিরবার সাহাবি অকল অউ ঘরো দলা অইলা,
এরার লগে থুমাছও আছলা। অউ সময় ঘরর হকল দুয়ার-খিড়কি বন্দ
থাকলেও আখিতাউ ইছা আইয়া তারার মাজখানো উবাইয়া কইলা,
“আছছালামু আলাইকুম।” 27 বাদে তাইন থুমাছরে কইলা, “তুমার আংগুল
লাগাইয়া আমার দুইও আত দেখো, আর তুমার আত বাড়াইয়া আমার
পাত্তি-আড়র জখমো হারাও, একিন করো, সন্দয় করিও না।” 28 তেউ থুমাছে
কইলা, “মালিক আমার, আল্লা আমার।” 29 ইছায় তানরে কইলা, “থুমাছ,
আমারে দেখছো করি তুমি ইমান আনলায় নি? হুনো, ধইন্য তারা, যেরা না
দেখিয়াও আমার উপরে ইমান আনে।”

অউ কিতাবর মুল নছিয়ত

30 হজরত ইছায় সাহাবি অকলর ছামনে আরো বউত কেরামতি নিশানা
দেখাইছইন, ইতা হকলতা তো অউ কিতাবো লেখা অইছে না। 31 খালি অউ
ঘটনা অকল লেখা অইছে, যাতে অতা তিলাওত করিয়া তুমরা ইমান আনো,
হজরত ইছাউ আল্লা পাকর ওয়াদা করা হউ আল-মসী, তাইনউ ইবনুল্লা,
আল্লার খাছ মায়ার জন, আর ইমান আনিয়া যাতে তান উছিলায় তুমরা
আখেরি জিন্দেগি হাছিল করো।

সাতজন সাহাবির লগে জিন্দা ইছার সাক্ষাত

21 এরবাদে তিবিরিয়া নামর আওরর পারো হজরত ইছায় সাহাবি
অকলরে হিরবার দেখা দিলা। ঘটনা অউ লাখান অইলো। 2 সাইমন-
পিতর, থুমাছ যারে জমজ কওয়া অইতো, আর গালিল জিলার
কান্না গাউর নথনেল, জিবুদিয়ার পুয়াইন সহ আরো দুইজন সাহাবি একলগে
আছলা। 3 সাহাবি সাইমন-পিতরে লগর এরারে কইলা, “আমি মাছ মারাত
যাইয়ারগি।” তারা কইলা, “আমরাও তুমার লগে যাইমু।” তেউ তারা নাও
লইয়া মাছ মারাত বার অইলা, অইলে ই রাইত কুনু মাছি পাইলা না।
4 ফজর অখতো ইছা আইয়া আওরর পারো উবাইলা। অইলে তাইনউ যে
ইছা, এরা ইখান বুজলা না। 5 তাইন সাহাবি অকলরে কইলা, “ও বেটাইন,
তুমরা কুনু মাছ পাইছো না নি?” তারা কইলা, “জি না, পাইছি না।”
6 ইছায় তারারে কইলা, “তে নাওর ডাইন গালাবায় জাল ফালাও, তেউ
পাইবায়নে।” তান কথামতো তারা জাল ফালাইলা আর জালো অতো মাছ
হামাইলা, ইখান টানিয়া তুলতা পারলা না। 7 যে সাহাবিরে ইছায় মায়া
করতা, তাইন পিতররে কইলা, “এইন তো মালিক।” ই সময় সাইমন-পিতরর
গতরো কাপড় আছিল না। “এইন তো মালিক” অখান হুনিয়াউ তাইন কাপড়
ফিন্দিয়া ফালদি পানিত পড়লা। 8 অইলে বাকি সাহাবি অকলে মাছে ভরা
জালখান টানি টানি নাও লইয়া পারো আজিলা। কারন তারা পার থাকি
বেশি দুরই নায়, অনুমান দুইশো আত দুরই আছলা।

9 তারা পারো উঠিয়া দেখলা আংরার আগুইন, অউ আগুইনর উপরে
মাছ আর রুটি। 10 ইছায় তারারে কইলা, “অখন যেতা মাছ মারছো, অন থনে
কয়টা আনো।” 11 সাইমন-পিতরে নাও থাকি জালখান পারো টানিয়া
তুললা। জালর ভিতরে একশো তেপ্পান্নটা বড় মাছ আছিল, তেবউ জাল
ফাড়লো না। 12 ইছায় তারারে কইলা, “আও, খাও আইয়া।” অইলে কুনু
সাহাবিয়ে জিকানির সাওস অইলো না “আপনে কে?” কারন তারা জানতা,
তাইনউ মালিক। 13 বাদে তাইন আইয়া তারারে রুটি খাইতে দিলা, অউলা
বিরান মাছও দিলা। 14 মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়ার বাদে, অউ তিন নম্বর বার
তাইন সাহাবি অকলরে দেখা দিলা।

হজরত পিতরর লগে ছওয়াল-জুয়াপ

15 তারার খাওয়া-দাওয়ার বাদে ইছায় সাইমন-পিতররে জিকাইলা, “ও
সাইমন বিন ইউহান্না, এরা যেলা আমারে মায়া করইন, তুমি আমারে
এরথাকি বেশি মায়া করো নি?” তাইন কইলা, “জিঅয় মালিক, আপনে তো
জানইন, আমি আপনারে কতো মায়া করি।” তেউ ইছায় কইলা, “তে আমার
মেড়া-বাইচ্চার রাখালি করো।”
16 ইছায় হিরবার তানরে জিকাইলা, “সাইমন বিন ইউহান্না, তুমি আমারে
মায়া করো নি?” পিতরে কইলা, “জিঅয় মালিক, আপনে তো জানইন, আমি
আপনারে কতো মায়া করি।” ইছায় কইলা, “তে আমার মেড়ার পাল দেখা-
হুনা করো।”
17 বাদে তাইন তিছরা বার জিকাইলা, “ও সাইমন বিন ইউহান্না, হাছাউ
আমি তুমার মায়ার মানুষ নি?” ইছায় তিছরা বার জিকানিয়ে পিতর মনে মনে
কিছু দুখিত অইয়া কইলা, “মালিক, আপনে তো হকলতাউ জানইন, আপনে
জানইনউ আপনে আমার খুব মায়ার জন।” তেউ ইছায় কইলা, “তে আমার
মেড়া পালর রাখালি করো। 18 আমি তুমারে হাছাউ কইরাম, তুমার
জুয়ানকির সময় তুমি নিজেউ তুমার কমর বান্দিয়া যেনো খুশি অনো
যাইতায়। অইলে বুড়াকির সময় তুমার আত বাড়াই দিবায়, আর অইন্য জনে
তুমারে বান্দিয়া, তুমি যেনো যাইতায় চাও না, হনো লইয়া যাইবো।”
19 আল্লার গৌরব জাইর অওয়ার লাগি পিতরর মউত কিলান অইবো,
অখান বুজানিত গিয়া ইছায় অউ কথা কইলা। বাদে তাইন পিতররে কইলা,
“আও, আমার লগে থাকো।”
20 অউ সময় পিতরে খরেদি চাইয়া দেখলা, ইছার হউ মায়ার সাহাবি খরে
খরে আইরা। অউ সাহাবিয়ে কয়দিন আগে খানিত বইয়া ইছার বায় জুকিয়া
কইছলা, “হুজুর, আপনারে দুশমনর আতো যে ধরাই দিবো, হে কে?”
21 পিতরে এনরে দেখিয়া ইছারে কইলা, “হুজুর, এন কিতা অইবো?” 22 ইছায়
পিতররে কইলা, “আমি যুদি চাই, আমি দুছরা বার দুনিয়াত না আওয়া পর্যন্ত
হে অনো রউক, তে তুমার কিতা? তুমি আমার লগে থাকো।” 23 এরলাগি
উম্মত অকলর মাজে খবর রটি গেল, অউ সাহাবি মরতা নায়। অইলে ইছায়
পিতররে ইখান কইছইন না। বরং তাইন কইছলা, “আমি যুদি চাই, আমি
হিরবার তশরিফ না আনা পর্যন্ত হে অনো থাকউক, তে তুমার কিতা?”

লেখক সাহাবির সাক্ষি

24 অউ সাহাবিয়ে ইতা হকল বেয়াপারে সাক্ষি দিছইন আর লেখছইন।
আমরা জানি, তান সাক্ষি হাছা। 25 হজরত ইছায় আরো বউত কাম করছইন।
ইতা যুদি এক এক করি লেখা অইতো, তে অতো কিতাব অইতো, ইতা
আস্তা দুনিয়াইয়ে ধরলো না অনে॥

সাহাবি নামা

পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ সাহাবি নামা ছিপারার মাজে আমরা পাইমু, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি আর উম্মত অকল আল্লাই পাক রুহর বলে পয়লা জেরুজালেম টাউন, বাদে বর্তমান ফিলিস্তিন দেশর এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকা, হেশে এশিয়া আর ইউরোপ মহাদেশর বউত জাগা অইয়া রোমান বাদশাইর রাজধানি রোম টাউন পর্যন্ত আইয়া কিলা আল্লাই খুশ-খবরি তবলিগ করছইন, আর কিলা অউ হকল জাগাত নয়া নয়া ইছাই জমাত জন্মিছে।

অউ ছিপারাত আছে, তবলিগ কামর ছফরো বার অইয়া সাহাবি অকলে আর হজরত ইছার উম্মত অকলে কত বেশি জুলুম-মছিবত পাইছইন, নিজর জাতি থাকি, ভিন জাতি থাকি আর নানান নমুনার মুর্তি পুজারির গেছ থাকি অউ দুখ-মছিবত, জেল-জুলুম, চাবুকর মাইর সইয্য করছইন। তা-ও তারা তবলিগ কাম করছইন আর আল্লা পাকে তারারে হামেশা কতো বড় বড় সাইয্য করছইন, তারার মাজদি নানান নমুনার কেরামতি জাইর অইছে। এরলাগি মানুষ দলে দলে আইয়া ইমান আনছে।

আমরা অউ ছিপারার ১ রুকু ৮ আয়াতো পাইমু, হজরত ইছায় সাহাবি অকলরে কইরা, “পাক রুহ তুমরার উপরে কাইম অইয়া হারলে তুমরা গাইবি বল পাইবায়, অউ বলে জেরুজালেম, আস্তা এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকা, আর দুনিয়ার হেশ সীমানা পর্যন্ত আমার সাক্ষি অইবায়।”

লেখক পরিচিতি আর সময়

আল্লা পাকর হুকুমে অউ সাহাবি নামা ছিপারা লেখছইন হজরত লুক (রঃ)। পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ থাকি জানা যায়, হজরত লুকর পেশা আছিল হেকিমি ডাক্তর। তাইন হজরত ইছার সাহাবি হজরত পাউলুছর খেজমতো রইয়া নানান দেশর নানান জাতির গেছে আল্লার কালাম তবলিগ করতা। হজরত ইছা দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৩০ বছর বাদে অউ ছিপারা কিতাব আকারে লেখা অইছে। অউ সাহাবি নামা ছিপারা অইলো হজরত লুকর লেখা দুই নম্বর ছিপারা, এর আগে তাইন আল-লুক নামর ছিপারা লেখছলা।

এরমাজে আছে,

(ক) হজরত ইছার বেহেস্তো ফিরত যাওয়া
(খ) জেরুজালেম ইছায়ী জমাতর জনম
(গ) এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকাত ইছায়ী জমাত
(ঘ) হজরত পাউলুছর (রাঃ) পয়লা তবলিগি ছফর
(ঙ) হজরত পাউলুছর দুয়ারা তবলিগি ছফর
(চ) হজরত পাউলুছর তিন নম্বর ছফর
(ছ) বন্দি হালতে হজরত পাউলুছ

হজরত ইছার বেহেস্তো ফিরত যাওয়া (১:১-১১)

মহামাইন্য থিওফিলাছ,
1 হজরত ইছারে বেহেস্তো তুলিয়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাইন যেতা তালিম দিছইন আর যেতা যেতা করছইন ই হকলতাউ আমি আগর কিতাবো লেখছি। 2 যে সাহাবি অকলরে তাইন বাছিয়া লইছলা, তানরে তুলিয়া নেওয়ার আগে পাক রুহ্ দিয়া এরার গেছে অছিয়ত করাই গেছইন। 3 তান তকলিফ কাইমর বাদে তাইন যেন জিন্দা আছইন ইটার বউত কিছিমর আলামত দেখাইছইন। চাল্লিশ দিন ধরি তাইন সাহাবি অকলরে দেখা দিয়া আল্লার বাদশাইর বিষয়ে বাতচিত করছইন। 4 ইছায় তারা হক্কলর লগে একখানো শরিক অইয়া অউ হুকুম দিলা, “তুমরা জেরুজালেম থাকি যাইও না, আমার গাইবি বাফর ওয়াদা করা যে দানর কথা তুমরা আগে আমার গেছে হুনছো, এর লাগি অনো বার চাও। 5 হজরত এহিয়ায় তো পানির মাজে তৌবার গোছল করাইতা, অইলে বেশ দেরি অইতো নায় আল্লায় তুমরারে পাক রুহ দিয়া গোছল করাইবা।”
6 তারা হক্কল একখানো দলা অইয়া ইছারে জিকাইলা, “হুজুর, ই সময় কিতা বনি ইছরাইল অকলর আতো রাইজ্য ফিরত আনবা নি?” 7 ইছায় জুয়াপ দিলা, “যে অখত বা জমানা আমার গাইবি বাফে তান নিজর এখতিয়ারো রাখছইন, ইতা তুমরা জানার গরজ নাই। 8 অইলে পাক রুহ তুমরার উপরে কাইম অইয়া হারলে তুমরা গাইবি বল পাইবায়, অউ বলে জেরুজালেম, আস্তা এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকা, আর দুনিয়ার হেশ সীমানা পর্যন্ত আমার সাক্ষি অইবায়।” 9 অউ মাতর বাদেউ সাহাবি অকলর চউখর ছামনে ইছারে তুলিয়া নেওয়া অইলো, আর তাইন মেঘর টুকরার আওড় অইগেলা। 10 ইছা যেবলা আছমানো উঠিরা ই সময় সাহাবি অকলে চউখ না ফিরাইয়া আছমানর বায় চাইরইলা, অউ সময় ধলা কাপড় ফিন্দা দুইজন বেটা মানুষ তারার কান্দাত উবাইয়া 11 কইলা, “ও গালিলর মানুষ অকল, ইখানো উবাইয়া আছমানর বায় চাইরিছো কেনে? যারে তুমরার গেছ থাকি তুলিয়া নেওয়া অইলো, অউ ইছারে যেলাখান তুমরা বেহেস্তো যাইতে দেখলায়, অউ লাখান তাইন ফিরিয়াও আইবা।”

জেরুজালেম ইছায়ী জমাতর জনম (১:১২-৫:৪২)

নয়া সাহাবি পছন্দ করা

12 অউ সাহাবি অকল জয়তুন নামর পাড়ো থাকি জেরুজালেমো ফিরিয়া আইলা। ই পাড় জেরুজালেম টাউন থনে থুড়া দুরই। 13 টাউনো ফিরিয়া তারা যে ঘরর উপরর তালাত রইতা হউ ঘরো গেলা। তারা অইলা পিতর, হান্নান, ইয়াকুব, আন্দ্রিয়াছ, ফিলিফ, থুমাছ, বর্থলময় আর মথি, আলফির পুয়া ইয়াকুব, মুক্তিযুদ্ধা সাইমন, আর ইয়াকুবর পুয়া ইহুদা। 14 ঘরো হামাইয়া হকলে মিলিয়া খাছু দিলে দোয়া করাত রইলা, এরার লগে আছলা ইমানদার বেটিন, ইছার মা মরিয়ম আর তান ভাইয়াইন।
15 হউ সময় একদিন পিতরে অনুমান একশো বিশজন মুমিন অকলর মাজে উবাইয়া কইলা, 16 “ভাই অকল, ইছারে যেরা ধরাত আইছিল তারারে পথ চিনাইয়া নিছিল ইহুদা, তার বেয়াপারে বউত আগে দাউদ নবীর মুখো পাক রুহে যেতা কইছলা, পাক কালামর ই কথা পুরা অওয়ার দরকার আছিল। 17 হে তো আমরারউ একজন আছিল, আর আমরার লগে তরিকার খেজমতর লাগি তারেও সাহাবি হিসাবে পছন্দ করা অইছিল।” 18 অউ নাপাকি কামর টেকা দিয়া হে একজরা জমি লইছিল, আর অউ জমিনো উপইত অইয়া পড়িয়া তার পেট ফাটিয়া আত-ভড় বার অইলো। 19 জেরুজালেমর হকল মানুষে ইতা হুনছিল, এরলাগি হকলে অউ জমিনরে ডাকইন আকেলদামা বা লউর জমিন।
পিতরে আরো কইলা, 20 “অউ কথা পবিত্র জবুর শরিফো আছে:

তার বসত খানা খালি রউক,
হনো রওয়ার কেউ না থাকউক।
তার গদি আরক জনে পাউক।

21-22 এরলাগি এহিয়ায় যেবলা তৌবার গোছল করাইতা হউ সময় থাকি, ইছারে আমরার গেছ থনে তুলিয়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত, যতদিন ইছা আমরার লগে চলা-ফিরা করছিলা, অতদিন যেরা আমরার দলো আছিল, এরার মাজ থনে ইছা যেন মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠছইন, এর সাক্ষি হিসাবে অইন্য আরক জনরে আমরা সাহাবি অকলর দলো হারানি লাগবো।”

23 তেউ তারা অউ দুইজনরে উবা করাইলা, ইউছুফ বার্শাব্বা, তান আরক
নাম ইউছতুছ; আর মাতিয়াছ। 24-25 বাদে তারা দোয়া করলা, “ও মাবুদ, তুমি
হকলর দিলর খবর জানো, ইহুদায় তো তার নিজর জাগাত যাওয়ার লাগি
খেজমত আর সাহাবি পদর কাম বাদ দিলাইছে, ইহুদার বদলা ই দুইজনর
মাজে তুমি কারে পছন্দ করো আমরারে চিনাইয়া দেও।” 26 হেশে তারা
দুইজনর নামে লটারি মারলে মাতিয়াছর নাম উঠলো; তেউ মাতিয়াছ অউ
এগারো জন সাহাবির লগে যোগ অইলা।

উম্মত অকলে পাক রুহ পাইলা

2 পঞ্চাইশা ইদর দিন তারা হকল এক জাগাত দলা আছলা। 2 অউ সময়
আছমান থাকি তুফানর লাখান এক আওয়াজ অইলো, তারা যে ঘরো
বওয়াত আছলা ই আওয়াজে আস্তা ঘর ভরিগেল। 3 তারা দেখলা,
আগুইনর লুক্কার লাখান কিতার টুকরাইন আইছে, আর ই লুক্কাইন তারা
হকলর উপরে আইয়া বইলো। 4 তেউ তারা হকলে পাক রুহে কামিল অইলা,
আর রুহর গাইবি বলে তারা আলগ আলগ ভাষায় মাততা লাগলা।
5 ই সময় দুনিয়ার হক্কল দেশর পরেজগার ইহুদি অকল জেরুজালেমো
আছলা। 6 ই আওয়াজর লগে লগেউ তারা আইয়া ভিড় করিল্লা আর
বেআখল অইগেলা, কারন এরারে যারযির নিজর ভাষায় মাত-কথা মাততে
দেখলা। 7 দেখিয়া তারা তাইজ্জুব অইয়া মাতা-মাতি করলা, “অউ যেরা
মাতরা এরা হকলউ কিতা গালিলর মানুষ নায় নি? 8 যুদি অয় তে আমরা
কিল্লা যারযির নিজর ভাষার বুলি এরার গেছ থাকি হুনরাম? 9 আমরা তো
পার্থীয়, মাদীয়, ইলামীয়, আর মেসপতামিয়ার বাসিন্দা, এহুদিয়া,
কাপ্পাদকিয়া, পন্ত, আছিয়া, 10 ফরুগিয়া, পামফুলিয়া আর মিসর দেশর
মানষেও; লিবিয়ার কুরিনি এলাকার মানষে, ইনো ঘুরাত আইছইন অউলা
রোমান অকলে, 11 যেরা ইহুদি জাতি বা ইহুদি ধর্মর মানুষ, আর ক্রীতীয়,
আরবি, আমরা হকলেউ তো যারযির নিজর ভাষায় আল্লার কুদরতি কামর
কথা এরার মুখ থাকি হুনরাম!” 12 অউ লাখান তারা তাইজ্জুব আর বেআখল
বনিয়া একে-অইন্যয় জিকাইলা, “এর মানি কিতা?” 13 আর বাকি অকলে
ঠাট্টা করিয়া কইলো, “এরা তো মদ খাইয়া মাতলামি করের!”

হজরত পিতরর বয়ান

14 ইতা হুনিয়া পিতরে অউ এগারো জন সাহাবির লগে উবাইয়া জুরে
জুরে তারারে কইলা, “ও ইহুদি অকল আর জেরুজালেমর বাসিন্দা অকল,
আপনারা জানিয়া রাখউক্কা আর মন দিয়া আমার বয়ান হুনউক্কা।
15 আপনারা মনো কররা এরা মাতাল অইগেছে, না, আসলে ঠিক নায়,
অখন তো খালি সকাল নয়টা বাজের। 16 ইটা তো অউ ঘটনা যার
বেয়াপারে নবী যোয়েলে কইছলা:

17 আল্লায় ফরমাইরা,
আখেরি জমানাত অউলা ঘটবো,
আমি আমার রুহ হক্কলর মাজে বেজিমু;
তেউ তুমরার পুয়া-পুড়িন্তে নবীর লাখান বাতুনি মাত মাতবা,
তুমরার জুয়ান অকলে গাইবি আলামতর দেখা পাইবা,
মুরব্বি অকলে খোয়াব দেখবা।
18 অউ সময় আমার বন্দা-বান্দির উপরে
আমার রুহ বেজিমু,
তারা নবীর লাখান ওহী কইবা।
19 আমি উপরে আছমানো বউত কেরামতি দেখাইমু,
আর তলে দুনিয়াত বউত নিশানা ঘটাইমু,
লউ, আগুইন আর কালা-ধুমা দেখাইমু।
20 মাবুদর ই মহান আর খাছ দিন আইবার আগে,
সুরুজ আন্দাইর অইযিব,
চান্দ লউর লাখান অইযিব।
21 আর অউলান অইবো,
যেকুনু মানষে মাবুদর নামে ডাকিলে,
হে নাজাত হাছিল করব।

22 ও বনি ইছরাইল অকল, হুনউক্কা, নাছারতর ইছার মাজদিয়া আল্লায় তান
কুদরতি আর কেরামতি কাম করাইয়া, আপনাইন্তর গেছে পরমান করছইন,
তাইনউ ইছারে পাঠাইছলা, আর ইতা তো আপনারাও জানইন। 23 আল্লা,
যেইন আগেউ জানইন আর ফয়ছালাও করিয়া রাখছইন, ইছারে
আপনাইন্তর আতো সপিবা। আর আপনারা বে-দীন অকলর আতানে
তানরে দুখ-কষ্টর সলিবো দিয়া কাতল করছইন। 24 অইলে আল্লায় মউতর
আজাব থাকি তানরে খালাছ করিয়া জিন্দা করছইন, কারন মউতর খেমতা
আছিল না তানরে কবজা করার। 25 দাউদেও তান কথা কইছইন:

আমি হামেশা মুনিবরে আমার ছামনে দেখতাম,
তাইন আমার ডাইন গালাত আছইন,
আমি যানু অস্থির না অই।
26 এরলাগি আমার দিল খুশি অয়,
আমার মুখ থাকি ফুর্তি বারয়,
আমার কায়া অউ আশায় জিতা রইব,
27 কারন তুমি আমার জানরে
পাতালো ফালাইয়া থইতায় নায়,
তুমার পাক বন্দার শরিলরে
পচা-গলা অইতে দিতায় নায়।
28 তুমি আমারে জিন্দেগির পথ জানাইছো।
তুমার দিদারর মাজে আছে পুরাপুর ফুর্তি।

29 ভাই অকল, অউ মহান-বাফ দাউদর বেয়াপারে আমি আপনারারে খুলা-
খুলি কইরাম, তাইন মারা গেছইন, তানরে দাফন করা অইছে, আর তান
কয়বর আইজও অখানো আছে। 30 তাইন একজন নবী আছলা আর তাইন
জানতা, আল্লায় কছম করিয়া ই ওয়াদা করছইন যেন, তানউ ওয়ারিশর
একজনরে তান গদিত বওয়াইবা। 31 এরলাগি আগ থনে দেখিয়াউ তাইন
আল্লার ওয়াদা করা বাদশা, মানি আল-মসীর মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠার
বেয়াপারে অউ কথা কইছলা, এনরে পাতালো ফালাইয়া থওয়া অইতো
নায়, এন কায়াও পচতো নায়। 32 আল্লায় অউ ইছারেউ জিন্দা করিয়া
তুলছিলা, আমরা হক্কল এর সাক্ষি। 33 আল্লার ডাইনর তখতো বইবার
তাক্কত তানরেউ দেওয়া অইছে, গাইবি বাফর ওয়াদা করা পাক রুহ তাইনউ
পাইছলা, আর অখন আপনারা যেতা দেখরা আর হুনরা ইতা তাইনউ
করছইন। 34 দাউদ তো নিজে বেহেস্তো হামাইছইন না, অইলে তাইন
কইছইন:

মাবুদে আমার মুনিবরে কইলা,
তুমি আমার ডাইন গালাত বও,
35 আমি তুমার দুশমন অকলরে
তুমার পাওর তলাত ফালানি পর্যন্ত বও।

36 এরলাগি হক্কল বনি ইছরাইলে অউ কথা ভালা করি জানউক্কা, আপনারা
যেনরে সলিবো গাথিছলা, আল্লায় অউ ইছারেউ মালিক আর আল-মসী
দুইও তখত দিছইন।”
37 ইতা হুনিয়া মানষর দিলো ছেল হামাইলো, তারা পিতর আর সাহাবি
অকলরে জিকাইলো, “ভাইয়াইনরে, আমরা কিতা করতাম?” 38 পিতরে
জুয়াপ দিলা, “মন ফিরাউক্কা, আপনারা হকলে গুনার মাফির লাগি ইছা
অীল-মসীর নামে তৌবার গোছল করউক্কা, তেউ আপনারা দান হিসাবে
পাক রুহ পাইবা। 39 ই ওয়াদা আপনাইন্তর লাগি, আপনাইন্তর আওলাদর
লাগি, যেরা দুরই আছে তারার লাগি, যতো মানষরে আমরার মাবুদ আল্লায়
তান খাছ বন্দা অইবার লাগি দাওত দিবা তারা হক্কলর লাগি।”
40 আরো বউততা কইয়া পিতরে হুশিয়ার আর মিনত করি কইলা, “ই
জমানার নাফরমান অকলর গেছ থাকি আপনাইন্তর জান বাচাউক্কা।”

মুমিন অকলর চাল-চলন

41 তান বয়ান হুনিয়া যেরা ইমান আনলা তারা তৌবার গোছল করলা,
অনুমান তিন আজার মানুষ ইদিন উম্মত অকলর লগে শরিক অইলা।
42 তারা সাহাবি অকলর তালিম হুনা, তারার লগে শরিক অইয়া আল-মসীর
মেজবানি খাওয়া, আর দোয়া করাত হামেশা কাইম রইতা।
43 তেউ হকলে ডরাইতো কারন সাহাবি অকলে বউত কেরামতি আর
মোজেজা কাম দেখাইতা। 44 হক্কল ইমানদার অকল একখানো রইতা আর
যারযির দরকারি ছামানা অন থাকি নিতা। 45 তারার জমি-জমা ধন-দৌলত
বেছিয়া যার যেলা দরকার অউলা বাটিয়া দিতা। 46 তারা পরতেক দিন
বায়তুল-মুকাদ্দছো একখানো মিলতা, আর খুশি অইয়া একলগে সরল মনে
ঘরো ঘরো গিয়া খানা-পিনা করতা। 47 তারা আল্লার তারিফ করাত রইতা
আর হক্কল মানষর মহব্বতর মানুষ অইলা। যেরা নাজাত হাছিল করতা,
আল্লায় তারারেও আনিয়া দিনে দিনে এরার লগে শরিক করতা।

লেংড়া হকিররে শিফা করা

3 একদিন আছর অখতর নমাজর লাগি পিতর আর হান্নান বায়তুল-
মুকাদ্দছো যাওয়াত আছলা; 2 মানষে পরতেক দিন একজন মানষরে
বইয়া আনিয়া বায়তুল-মুকাদ্দছর “সুন্দর” নামর গেইটর গেছে থইতা,
হে জন্মগত লেংড়া-আতুর আছিল, যেরা বায়তুল-মুকাদ্দছো যাইন তারার
গেছে ভিক চাওয়ার লাগি তারে হিকানো থওয়া অইতো। 3 পিতর আর
হান্নানরে বায়তুল-মুকাদ্দছো হামানিত দেখিয়া হে তারার গেছে মিনত-কাজ্জি
করি ভিক খুজিলো। 4 পিতর আর হান্নান তার বায় ধিয়ান ধরি চাইয়া কইলা,
“আমরার বায় চাও।” 5 তেউ হে তারার গেছ থাকি কুন্তা পাওয়ার লালছে
ধিয়ান ধরি চাইরইলো। 6 পিতরে তারে কইলা, “আমরার গেছে তো সোনা-
রুপা কুন্তা নাই রেবা, অইলে যেতা আছে তুমারে দান কররাম। নাছারতর ইছা
আল-মসীর নামে আটিয়া যাও।” 7 কইয়া হারি তাইন এর ডাইন আতো
ধরিয়া উচা করলা, আর লগে লগেউ তার পাও আর গুছিত বল আইলো।
8 হে ফালদি উঠিয়া উবাইলো আর আটা শুরু করলো, আটি আটি ফালাই
ফালাই আল্লার তারিফ করতে করতে এরার লগে অইয়া বায়তুল-মুকাদ্দছো
হামাইগেল। 9 হক্কল মানষে তারে আটাত আর আল্লার তারিফ করাত
দেখিয়া 10 এরে চিনিলিলো, ইগু দেখি অউ মানুষ, যেগুয়ে বায়তুল-
মুকাদ্দছর সুন্দর নামর গেইটো বইয়া ভিক করতো! তার হালত দেখিয়া মানুষ
আচানক তাইজ্জুব অইগেল।

বায়তুল-মুকাদ্দছো হজরত পিতর আর হান্নান

11 অইলে লেংড়া হকিরে পিতর আর হান্নানর খরে অইয়া ঘুরায়, মানষে
পিতরর ই কামে তাইজ্জুব অইয়া দৌড়িয়া সুলাইমান নামর বারিন্দাত তান
গেছে আইলো। 12 ইতা দেখিয়া পিতরে মানষরে কইলা, “ও বনি ইছরাইল
অকল, এরে দেখিয়া আপনারা তাইজ্জুব অইগেলা কেনে? আমরার নিজর
পীরাকি বা পরেজগারির গুনে তারে চলার শক্তি দিছি মনে করিয়া, কেনে

আমরার বায় ধিয়ান ধরি চাইরইছো? 13 ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর
আল্লা, আমরার বাফ-দাদা অকলর আল্লা, তান আপন বন্দা ইছার মহিমা
জাইর করছইন, যেনরে আপনারা দুশমনর আতো সপি দিছলা। আর হাকিম
পিলাতে যেবলা তানরে ছাড়ি দিতা করি নিয়ত করছলা, ই সময় আপনারা
ইছারে দুরই হরাই দিছইন। 14 আপনারা অউ পাক-পরেজগার মানষরে হরাই
দিয়া একজন খুনিরে ছাড়ানির লাগি সুপারিশ দিছইন। 15 যেইন জিন্দেগি
দান করইন তানরে আপনারা কাতল করছইন, অইলে আল্লায় তানরে মুর্দা
থাকি জিন্দা করছইন, আমরা এর সাক্ষি। 16 আর তান উপরে ইমান আনায়,
অউ যে বেটারে আপনারা চিনরা আর দেখরা, হউ ইছার নামউ তারে
বলআলা করছে। ইছার মাজেদি যেতা ইমান পয়দা অয়, অউ ইমানর বলেউ
আপনারা হকলর ছামনে তারে ভালা করা অইছে।
17 "ও ভাই অকল, আমি অখন জানি আপনাইন্তর মুরব্বি-সালিশ অকলর
লাখান আপনারাও না-বুজিয়া ই কাম করিলিছইন। 18 অইলে আল্লায় তান
তামাম নবী অকলর মাজেদি আল-মসীর তকলিফর বেয়াপারে আগে যততা
জানাইছইন, ই হক্কলতা অউ লাখান করি পুরা করছইন। 19 এরলাগি
আপনারা মন ফিরাউক্কা আর আল্লার মুখি অউক্কা, যাতে আপনাইন্তর গুনা
অকল ফুছিয়া ছাফ করা অয়। 20 তে অউ লাখান অখত আইবো, যেবলা
মাবুদে হউ ইছারে মানি তান পছন্দ করা আল-মসীরে বেজিয়া আপনাইন্তরে
তরতাজা করবা। 21 আল্লায় হকলতারে আগর হালতো ফিরাইবা, ইতা বউত
দিন আগেউ পাক নবী অকলর জবান দিয়া কইছইন। যতদিন তান ই ওয়াদা
পুরা না করবা, অতো দিন ইছাও বেহেস্তর মাজে রইবা। 22 মুছায় তো
কইছলা, 'মাবুদ আল্লায় তুমরার লাগি তুমরার নিজর মানুষ অকল থাকি
আমার লাখানি এক নবী পয়দা করবা, তাইন তুমরারে যেতা কইবা, তুমরা ই
হুকলতাউ আমল করিও। 23 যেগুয়ে তান কথা হুনতো নায়, আল্লায় এরে
নিজর বন্দার খাতা থাকি ফুছিয়া ফালাই দিবা।' 24 আর [বাদশা দাউদর
আমলর] শামুয়েল নবী থাকি শুরু করি যতো নবী অকলে কালাম
বাতাইছইন, এরা হকলেউ ই অখতর কথা কইছইন। 25 আপনারা তো ই নবী
অকলর ওয়ারিশ, আর হউ কানুনরও ওয়ারিশ যেতা আল্লায় আপনাইন্তর
বাফ-দাদা অকলর লগে কাইম করছিলা। আল্লায় হজরত ইব্রাহিমরে কইছলা,
'তুমার ওয়ারিশর মাজেদি দুনিয়ার হক্কল জাতিয়ে বরকত পাইবা।' 26 হউ
ওয়ারিশ, মানি তান খাছ গুলাম ইছারে, আল্লায় পয়লাউ আপনাইন্তর গেছে
বেজিছইন, যাতে তাইন আপনারারে বে-দীনি কাম অকল থাকি ফিরাইয়া
হারি বরকত দেইন।"

হজরত পিতর আর হান্নানরে আটক করা

4 পিতর আর হান্নানে যেবলা মানষরে বয়ান কররা অউ সময় ইমাম
অকল, বায়তুল-মুকাদ্দছর বড় দারোগা আর সিদ্দেকিয়া মজহবর মানুষ
আখতাউ তাঁরার গেছে আইলা। 2 পিতর আর হান্নানে মানষরে
তালিম দিরা আর ইছার মাজদিয়াউ মুর্দা অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠার
বেয়াপারে তবলিগ কররা দেখিয়া তারা খুব নারাজ অইছলা। 3 তারা পিতর
আর হান্নানরে আটক করলা আর হাইঞ্জা অইগেছিল করি এরারে বাদর দিন
পর্যন্ত বন্দি করি থইলা। 4 যেরা পিতরর বয়ান হুনছিলা এরার মাজে বউতে
ইমান আনলা, তেউ ইমানদার বেটাইন্তর পরিমান পাচ আজারর লাখান
অইলো।
5 বাদর দিন ইহুদির নেতা অকল, মুরব্বি-সালিশ আর মৌলানা অকল
একলগে জেরুজালেমো দলা অইলা। 6 হিকানো পরধান ইমাম হানন,
কায়াফা, ইউহোন্না, ছিকন্দর আর পরধান ইমামর খেশ-কুটুম অকলও আজির
আছলা। 7 তারা পিতর আর হান্নানরে তারার মাজখানো উবা করাইয়া
জিকাইলা, "তুমরা কুন বলে আর কার নামে ই কাম কররায়?" 8 তেউ পিতরে
পাক রুহে কামিল অইয়া তারারে কইলা, "ও মুরব্বি ছায়বাইন আর দেশর
বুজুর্গ অকল, 9 একজন লেংড়া-আতুর মানষর ভালাই করছি করি আপনারা
আইজ আমরারে জেরা কররা, মানুষগু কিলা ভালা অইলো। 10 তে
আপনারা হকলে আর বনি ইছরাইল অকলেও হুনউক্কা, নাছারতর ইছা
আল-মসীর নামে, যেনরে আপনারা সলিবো গাথিয়া কাতল করছলা, যেনরে
আল্লায় মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, তান বলেউ ই মানুষগু আপনাইন্তর
ছামনে ভালা অইয়া উবাইছে। 11 তাইন হউ পাথর, যেটারে রাজ মেস্তইর
অকলে, মানি আপনারা এলামি করি বাদ দিলাইছলা, পাক কিতাবর কথা
মাফিক হউ পাথরউ আইজ ইয়ান কুনার হকল থাকি জরুরি খুটি অইছে।
12 তরানির খেমতা আর কেউরর গেছে নাই, কারন আছমানর তলে আর
জমিনর উপরে অউলা আর কুনু নাম দেওয়া অইছে না, যেন নামে আমরা
রেহাই পাইমু।"
13 পিতর আর হান্নানর সাওস দেখিয়া, এরা যেন অশিক্ষিত সামাইন্য মানুষ
ইতা জানিয়া তারা তাইজ্জুব অইগেলা, আর এরা ইছার লগে আছলা করিও
চিনলা। 14 যে বেটা ভালা অইছিল, হে এরার লগে উবাইরইছে দেখিয়া
এরারে আর কুন্তা কওয়ার সাওস অইলো না। 15 বাদে মজলিছ থাকি এরারে
বারে যাওয়ার হুকুম দিয়া তারা হকলে পরামিশ করাত বইয়া 16 কইলা, "ই
মানষরে লইয়া আমরা কিতা করতাম? এরা তো বউত বড় এক কেরামতি
কাম করছে আর ইতা তো আস্তা জেরুজালেমর হকলে জানে, আর
আমরাও ইটারে অস্বীকার করতাম পারিয়ার না। 17 অইলে মানষর গেছে যানু
ই কথা আর জানা-জানি না অয়, এরলাগি এরারে ডর দেখাইল অউক,
যাতে ই জনর নামে তারা আর কেউরর গেছে কুন্তা না কয়।" 18 বাদে তারা
পিতর আর হান্নানরে হিরবার আনাইয়া অউ হুকুম দিলা, "তুমরা ইছার নামে
আর কুনুদিন একদম কিচ্ছু কইও না, কুনুজাত নছিয়তও করিও না।"
19 পিতর আর হান্নানে তারারে জুয়াপ দিলা, "আমরা আপনাইন্তর হুকুম
মানতাম, না আল্লার হুকুম মানতাম? আল্লার নজরো কুনখান ঠিক, ইতা
আপনারাউ বিচার করউক্কা। 20 আমরা যেতা দেখছি আর হুনছি, ইতা না
কইয়া তো থাকতাম পারি না।" 21 তেউ তারা পিতর আর হান্নানরে আরো
ডর দেখাইয়া ছাড়ি দিলা। মানষরে ডরাইয়া তারা এরারে কুনু সাজা দিতা
পারলা না, কারন যেতা ঘটছিল ইতা দেখিয়া হকল মানষে আল্লার প্রশংসা
করাত আছিল। 22 যে মানুষগু কেরামতি কামর মাজদি ভালা অইছিল তার
বয়স চাল্লিশ বছরর বেশি আছিল।

তবলিগ কামর সাওসর লাগি দোয়া

23 ই বিচার থাকি তারারে ছাড়ার বাদে পিতর আর হান্নান তারার আপন
মানষর গেছে গেলাগি, গিয়া বড় ইমাম অকলে আর মুরব্বি-সালিশ অকলেও
তারারে যেতা যেতা কইছলা, ইতা হক্কলতা জানাইলা। 24 ইতা হুনার বাদে
তারা হকলে এক দিলে আল্লার গেছে জুরে জুরে দোয়া করলা, "ও মালিক,
তুমি আছমান, জমিন, দরিয়া আর ইতার মাজে যততা আছে হক্কলতা পয়দা
করছো। 25 তুমি তুমার গুলাম, আমরার খান্দানর বাফ দাউদর জবানো পাক
রুহর মাজদিয়া অউলা কইছো,

হক্কল জাতিয়ে কেনে অস্থির অইয়া চিল্লাইরা?
কিওরলাগি মানষে বেহুদা ফন্দি করের?
26 জগতর বাদশা অকল উবাইলো,
রাজা অকল একখানো অইলো,
মালিকর বিরুদ্ধে আর তান আল-মসীর বিরুদ্ধে।

27 তুমার পবিত্র গুলাম ইছা, যেনরে তুমি আল-মসী করিয়া দুনিয়াত
পাঠাইছো, তান বিরুদ্ধে রাজা হেরোদ আর পন্তীয় পিলাত, অউ শহরো অ-
ইহুদি আর বনি ইছরাইলর লগে একখানো অইছিল। 28 তুমার মর্জি আর
তুমার কুদরতে যেতা ঘটার লাগি তুমি আগেউ ঠিক করি রাখছিলায়, তারা
অউতাউ ঘটাইছে। 29 অখন ও মালিক, তারা আমরারে কিলা ডর দেখাইরা,
তুমি খিয়াল করো, তুমার গুলাম অকলরে অউলা তাক্কত দেও যাতে,
পুরাপুর সাওস করিয়া তুমার কালাম তবলিগ করতাম পারি। 30 বেমারি
অকলর শিফার লাগি তুমার আত মুবারক বাড়াই দেও, আর তুমার পাক
গুলাম ইছার নামে মোজেজা আর কেরামতি দেখানির তৌফিক দেও।"
31 তারার দোয়া করার বাদে যে জাগাত তারা দলা অইছলা, হি জাগা
কাপিয়া উঠলো। আর তারা হকলে পাক রুহে কামিল অইয়া সাওস করিয়া
আল্লার কালাম তবলিগ করাত রইলা।

ইমানদারর মহব্বত

32 যেরা আল-মসীর উপরে ইমান আনছিলা, তারার এক মন আর এক
দিল আছিল। তারা একজনেও নিজর ধন-দৌলতরে নিজর কইয়া দাবি
করতা না, হক্কলতাউ হকলর দরকার মতো খরচ করতা। 33 সাহাবি অকলে
খুব হিম্মত করিয়া, হজরত ইছার মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠার বিষয়ে
তবলিগ করতা, আর তারা হক্কলর উপরে আল্লার খাছ রহমত আছিল।
34 তারার মাজে কেউ অভাবি আছলা না, কারন যেরার জমিন বা বাড়ি
আছিল তারা ইতা হকলতা বেচিয়া, 35 সাহাবি অকলর গেছে আনিয়া দান
করিলিতা, বাদে যার যেলা গরজ তারে অউলা দেওয়া অইতো।
36 আর ইউছুফ নামে লেবির বংশর একজন মানুষ আছলা, তান বাড়ি
সাইপ্রাস দ্বীপ, সাহাবি অকলে তানরে ডাকিতা বার্নাবাছ, মানি উৎসাহ
যুগাওরা, 37 তান একজরা জমিন আছিল, তাইনও তান জমিনখান বেচিয়া
টেকা আনিয়া সাহাবি অকলর কদমো দান করলা।

অননিয় আর সাফীরার বেইমানির ফল

5 অউ সময় অননিয় নামে একজন মানুষ আর তার বউ সাফীরায়
তারারও একজরা জমিন বেচিলা, 2 বেচিয়া তার বউর জানা মন্তেউ
জমিনর কিছু টেকা নিজর লাগি লুকাইয়া, বাকি টেকা সাহাবি অকলর
পাওত দিলা। 3 তেউ পিতরে কইলা, "অননিয়, শয়তানে কেমনে তুমার
দিলরে দখল করলো, তুমি পাক রুহর গেছে কিলা মিছা মাতলায়, আর
জমিন বেচার টেকা কিছু লুকাই রাখলায়? 4 বেচার আগে জমিনখান কিতা
তুমার আছিল না নি? আর বেচার বাদেও তো ই টেকা তুমার এখতিয়ারো
আছিল, তে কেনে তুমার ভিতরে ইতা হামাইলো? তুমি তো মানষর গেছে
মিছা মাতছো না, আল্লার গেছেউ মিছা মাতলায়।" 5 ইতা হুনার লগে লগেউ
অননিয় মাটিত পড়িয়া মরিগেল। আর যেরা ই ঘটনা হুনলো তারা হকলেউ
খুব ডরাইগেল। 6 বাদে জুয়ান অকলে আইয়া তারে কাফন ফিন্দাইয়া বারে
নিয়া মাটি দিলা।
7 অনুমান তিন ঘন্টা বাদে তার বউও হনো আইলো, অইলে আগে কিতা
ঘটছে তাই জানতো না। 8 তেউ পিতরে তাইরে জিকাইলা, "আমারে
কওছাইন, তুমরা ই জমিন অতো টেকায় বেচিছলায় নি?" তাই কইলো,
"জিঅয় অতো টেকায়উ।" 9 অউ পিতরে কইলা, "মাবুদর রুহরে পরিক্ষা
করার লাগি তুমরা কেনে একমত অইলায়? দেখো, যেরা তুমার জামাইরে
দাফন করছে তারা অখন দরজার ছামনে আইওর, তারা তুমারেও বারে
লইয়া যাইবো।" 10 লগে লগেউ সাফীরা পিতরর পাওত পড়িয়া মরিগেল,
আর অউ জুয়ান অকলে ঘরো আইয়া তাইরে মরা দেখিয়া বারে নিয়া
জামাইর কান্দাত মাটি দিলা। 11 তেউ হক্কল জমাত, আর যতো মানষে ইতা
হুনলো, হকলেউ খুব ডরাইলো।

সাহাবি অকলর কেরামতি কাম

12 সাহাবি অকলর আতানে মানষর মাজে বউত মোজেজা আর কেরামতি
নিশানা জাইর অইতো, তারা হকলে এক দিল অইয়া বায়তুল-মুকাদ্দছর

সুলাইমানর বারিন্দাত দলা অইতা। 13 যদিও মানষে তারারে ইজ্জত করতা, তা-ও আর কেউ তারার লগে মিশতে সাওস করলো না। 14 আর দিনে দিনে বউত বেটাইন-বেটিন্তে ইমান আনিয়া আল্লার দলো হামানিত লাগলা। 15 আর মানষে বেমারি অকলরে বারে আনিয়া পথর কান্দায় কান্দায় হুতাইয়া আর বিছনা পাতিয়া বওয়াইয়া থইতা, যাতে পিতরে চলা-ফিরার সময় অন্তত তান ছেবা খানও তারা কেউরর উপরে পড়ে। 16 আর জেরুজালেমর কান্দা-কাছার গাউয়াইন থাকি মানষে তারার বেমারি অকলরে আর জিনর আছর আলা মানষরে লইয়া আইয়া ভিড় জমাইতো, তারা হক্কলউ ভালা অইতো।

হক্কল সাহাবিরে আটক করা

17 ইতা দেখিয়া পরধান ইমাম আর তান লগর সিদ্দেকিয়া অকল ইংসায় জলি-পুড়ি উঠলা, 18 আর সাহাবি অকলরে ধরিয়া সরকারি জেলো হারাইলা। 19 অইলে রাইতকু মাবুদর একজন ফিরিস্তায় জেলর দুয়ার খুলিয়া তারারে বারে আনিয়া কইলা, 20 "তুমরা যাও, বায়তুল-মুকাদ্দছো উবাইয়া মানষর গেছে নয়া জিন্দেগির কথা কও।" 21 ইতা হুনিয়া তারা খুব সকালে বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইয়া মানষরে নছিয়ত করাত লাগলা। ইবায় পরধান ইমাম আর তান লগর হকলে আইয়া দেশর ফতোয়া কমিটিরে আর বনি ইছরাইলর মুরব্বি অকলরে একখানো দলা করলা, আর সাহাবি অকলরে আনার লাগি জেল খানাত মানুষ পাঠাইলা। 22 অইলে তারা গিয়া এরারে জেল খানাত পাইলা না। অউ তারা ফিরিয়া আইয়া খবর কইলা, 23 "আমরা দেখছি, জেলর দরজা শক্ত করি লাগাইল, আর দুয়ারো দুয়ারো পারাদার উবাই রইছইন, অইলে দুয়ার খুলিয়া ভিতরে কেউররে পাইলাম না।" 24 ইতা হুনিয়া বায়তুল-মুকাদ্দছর বড় দারোগায় আর বড় ইমাম অকলে বেওকুফ অইয়া চিন্তাত পড়লা, এর ফল কিতা অইবো। 25 এরমাজে কুনু একজনে আইয়া তারারে খবর দিলো, "দেখউক্কা, আপনারা যে মানষরে জেলো হারাইছলা, তারা বায়তুল-মুকাদ্দছো উবাইয়া মানষরে নছিয়ত করের।" 26 তেউ বড় দারোগায় তান সিপাই দলরে লইয়া হনো গিয়া সাহাবি অকলরে ধরিয়া আনলা, অইলে জুর-জবরদস্তি করলা না কারন তারা ডরাইগেলা, মানষে তারারে পাথরদি মারতা পারইন।

27 বাদে সাহাবি অকলরে আনিয়া তারা ফতোয়া কমিটির ছামনে উবা করাইলা, আর পরধান ইমামে এরারে জিকাইলা, 28 "আমরা তুমরারে দড়াইয়া হুকুম দিছলাম, ই নামে কুনু নছিয়ত না করার লাগি, তা-ও আস্তা জেরুজালেম জুড়ি তুমরার তালিমে ভরিলিছো, আর অউ জনর খুনর ভার আমরার উপরে ফালাইতায় চাইরায়।" 29 তেউ পিতর আর তান লগর সাহাবি অকলে জুয়াপ দিলা, "মানষর হুকুম মানার চাইতে আল্লার হুকুম মানা তো ফরজ। 30 আমরার বাফ-দাদার আল্লায় হউ ইছারে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, যেনরে আপনারা গাছো লটকাইয়া কাতল করছলা, 31 আল্লায় তানরেউ তরানেআলা আর বাদশা বানাইয়া নিজর ডাইন গালাত বইবার ইজ্জত দান করছইন, যাতে তাইন বনি ইছরাইল অকলরে তৌবা করার সুযোগ, আর গুনার মাফি দিতা পারইন। 32 আমরা ই হকলতার সাক্ষি, আর আল্লায় তান নিজর হুকুম মানরা বন্দা অকলরে যে পাক রুহ দিছইন, হউ পাক রুহও এর সাক্ষি।"

33 ইতা হুনিয়া তারা গুছায় আগুইন অইগেলা, আর সাহাবি অকলরে জানে মারার লাগি নিয়ত করলা। 34 অইলে অউ মজলিছ থাকি গমলীয়েল নামে ফরিশি মজহবর একজন মানুষ উবাইলা, তাইন একজন নামকরা মৌলানা আছলা, হক্কলে তানরে ইজ্জত করতো, তাইন সাহাবি অকলরে থুড়া বারে নেওয়ার হুকুম দিলা। 35 বাদে তাইন ফতোয়া কমিটির মানষরে কইলা, "ও বনি ইছরাইল অকল, ই মানুষ অকলরে তুমরা যেতা করতায় চাইরায় ই বেয়াপারে হুশিয়ার অও। 36 হুনো, অউ কয়দিন আগে থুদা নামে একজন মানুষ আইয়া খুব বড়-মানষি দেখাইছিল, আর অনুমান চাইরশো মানুষ তার দলো হামাইছিল। তারে খুন করা অইলো, আর তার দলর হকলা মানুষ চাইরোবায় ছিতরিগেছে, কেউ দলো রইছে না। 37 বাদে গালিলর এহুদা আইয়া দেশর মানুষ গননার বছর, একদল মানষরে তার দলো হারাইয়া ফিতনা খাড়া করলো, হে-ও মরিগেল, আর তার লগর হক্কলও ছিতরিগেছে। 38 ইতা দেখিয়া আমি তুমরারে কইরাম, তুমরা ই মানুষ অকলরে কুন্তা করিও না, তারারে ছাড়ি দেও, তারার কাম-কাজ আর নিয়ত যুদি মানুষ থাকি অয়, তে ইতা এমনেউ বিনাশ অইযিবো। 39 আর যুদি আল্লা থাকি অয়, তে তুমরা তারারে থামাইতায় পারতায় নায়, কি জানি হেশে দেখা যাইবো যেন, তুমরাউ আল্লার বিরুদ্ধে জিহাদ কররায়।" গমলীয়েলর মাতে নেতা অকল রাজি অইলা, 40 তারা সাহাবি অকলরে কাছাত আনাইয়া ছিংলাদি মারলা আর কইলা, "তুমরা ইছার নামে কুন্তা মাতিও না।" হেশে তারারে ছাড়ি দিলা।

41 তেউ সাহাবি অকলে, ইছার নামর লাগি বেইজ্জতি কামানির জুকা অইছইন গতিকে খুশি অইয়া ফুর্তি করি করি মজলিছ থাকি বার অইয়া গেলা। 42 সাহাবি অকলে পরতেক দিন বায়তুল-মুকাদ্দছো আর বাড়িয়ে বাড়িয়ে গিয়া নছিয়ত করতা, আর ইছাউ যেন আল-মসী ইখান তবলিগ করা বাদ দিতা না।

এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকাত ইছায়ী জমাত (৬:১-১২:২৫)

সাত জন খাদিমদার

6 হি সময় উম্মত অকলর পরিমান বাড়তেউ আছিল, আর উম্মত অকলর মাজে যেতা ইহুদি অকলে ইউনানি ভাষায় মাততা, তারা ইবরানি ভাষায় মাতরা ইহুদি অকলর লগে কাইজ্জা করতা লাগলা। তারা দুষ দেখাইলা, পরতেক দিন খানি বিলানির সময় তারার ড়াড়ি বেটিন্তে কুন্তা পাইন না। 2 তেউ হউ বারোজন সাহাবিয়ে হকল উম্মতরে এক জাগাত দলা করিয়া কইলা, "আমরা আল্লার কালামর তবলিগ বাদ দিয়া, খানা-পিনার বেয়াপারে ব্যস্ত অওয়াখান ঠিক নায়। 3 অইলে ভাই অকল, তুমরার মাজ থাকি অউলা সাতজন সুনাম আলা মানষরে পছন্দ করো, যেরা পাক রুহে আর হেকমতে পুরা কামিয়াব আছে, আমরা তারার উপরে ই কামর জিম্মা দিলাইমু। 4 আর আমরা কালামর খেজমত আর দোয়া করার কামো কাইম রইমু।" 5 তেউ হক্কল মানুষ শান্তি অইলা, তারা পাক রুহ আর ইমানে কামিল স্তিফানরে পছন্দ করলা, তান লগে ফিলিফ, ফখর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা আর আন্তিয়খিয়া টাউনর নয়া ইহুদি নিকুলায়রে বাছিয়া নিলা। 6 বাদে তারা অউ সাত জনরে সাহাবি অকলর গেছে লইয়া আইলে, সাহাবি অকলে দোয়া করিয়া তারার উপরে আত রাখলা।

7 আর আল্লার কালাম ছিতরিয়া চাইরোবায় পৌছিগেল, তেউ জেরুজালেমো উম্মতর পরিমান খুব জলদি করি বাড়তো লাগলো, ইহুদি ইমাম অকলর মাজেও বউত জনে আল-মসীর উপরে ইমান আনলা।

হজরত স্তিফানর হালত

8 স্তিফান আল্লার রহমত আর হিম্মতে কামিল অইয়া, মানষর মাজে বউত কেরামতি আর মোজেজা কাম করতা লাগলা। 9 ইহুদির যে মছিদরে আজাদ-অওয়া গুলাম অকলর মছিদ ডাকা অইতো, হউ মছিদর কয়জন মানুষ, কুনু কুনু কুরিনি, আলেকজান্দ্রিয়া, কিলিকিয়া আর আছিয়া দেশর কিছু মানষে স্তিফানর লগে কাইজ্জা-তর্ক করাত লাগলা। 10 অইলে স্তিফানে পাক রুহর বলে খুব আখলদার মানষর লাখান তারার লগে মাতায়, তারা তান লগে মাতিয়া কুলাইতো পারছিল না। 11 তেউ তারা কয়জন বাজে মানষরে ঘুষ দিয়া অখান হিকাই দিলো, "তুমরা কইও, আমরা হুনছি অউ বেটায় হজরত মুছা আর আল্লার বিরুদ্ধে কুফুরি মাত মাতের।" 12 অতা করি তারা মানষরে, মুরব্বি অকলরে, আর আলিম সমাজরে স্তিফানর বিরুদ্ধে বিগড়াইলো, আর তানরে জবরদস্তি করি ধরিয়া দেশর ফতোয়া কমিটির ছামনে বিচারো আনলো। 13 আর মিছা সাক্ষি অকলে কইলা, "অউ বেটায় হামেশা মুছার শরিয়তর বিরুদ্ধে আর অউ পবিত্র মোকামর বিরুদ্ধেও মাতে। 14 আমরা হুনছি হে কর, হউ নাছারতর ইছায় ই বায়তুল-মুকাদ্দছ ভাংগিলিবো আর মুছা নবীয়ে আমরার লাগি যে শরিয়ত থইয়া গেছইন, ইতা বদলাইলিবো।" 15 ই সময় যেরা ফতোয়া কমিটিত বওয়াত আছলা তারা হকলে খিয়ান ধরি স্তিফানর বায় চাইয়া দেখলা, তান মুখ ফিরিস্তার মুখর লাখান অইগেছে।

হজরত স্তিফানর আখেরি বয়ান

7 তেউ পরধান ইমামে স্তিফানরে জিকাইলা, "ইতা কিতা হাছাউ নি?" 2 স্তিফানে জুয়াপ দিলা, "ও ভাই অকল, বাবা অকল, হুনউক্কা, আমরার মুল বাফ ইব্রাহিম যেবলা হারান শহরো রওয়ার আগে মেসপতামিয়াত আছলা, হউ সময় আল্লায় তানরে দিদার দিয়া কইছলা, 3 'তুমি তুমার দেশ আর খেশ-কুটুম ছাড়িয়া রওয়ানা দেও, আমি তুমারে যে দেশ দেখাইমু হউ দেশো যাও।' 4 অউ তাইন কলদীয় অকলর বাবিল দেশ থাকি বার অইয়া, হারান শহরো বসত করলা; আর তান বাফর মউতর বাদে আল্লায় তানরে হন থাকি ই দেশো আনছইন, যেখানো আপনারা অখন বসত কররা। 5 তা-ও আল্লায় ইনো ইব্রাহিমরে তান নিজর বলতে কুন্তাউ দিলা না, পাও থইবার জাগা খানও না, অইলে আল্লায় তান লগে ওয়াদা করলা, তানরে আর তান ওয়ারিশ অকলরে অউ জমিনর মালিকানা দিবা, যদিও ই সময় ইব্রাহিমর কুনু আওলাদ অইছইন না। 6 আল্লায় তানরে কইলা, 'তুমার আওলাদ অকল বিদেশো মুছাফির রইবা, মানষে তারারেদি গুলামি করাইবা, আর চাইরশো বরছ তারার উপরে জুলুম চলবা।' 7 আল্লায় এওখানও কইলা, 'যে জাতিয়ে তারারেদি গুলামি করাইবা, আমি হি জাতির বিচার ফয়ছালা করমু; বাদে তারা হি দেশ থাকি বার অইয়া আইয়া, অউ জাগাত আমার এবাদত করবা।' 8 আল্লায় তানরে মছলমানি করার হুকুম দিলা; হেশে ইব্রাহিমর পুয়া ইছহাকর জনম অইলো, আর তাইন আট দিনর দিন তার মছলমানি করাইলা। বাদে ইছহাকে ইয়াকুবরে, আর ইয়াকুবে তান পুয়াইন বারো খান্দানর বারোজন বাফর মছলমানি করাইলা।

9 "হউ খান্দানর বাফ অকলে ইংসা করিয়া ইউছুফরে বেচিলাইলে, তানরে মিসর দেশো নেওয়া অইলো। অইলে আল্লা ইউছুফর লগে লগে আছলা, 10 তাইন ইউছুফরে হকল তকলিফ থাকি হেফাজত করলা, মিসরর বাদশা ফেরাউনর নজরো দয়া আর কামিয়াবি দান করলা; তেউ ফেরাউনে তানরে মিসরর হাকিম আর আস্তা রাজবাড়ির দেখা-হুনার ভার দিলা। 11 বাদে পুরা মিসর আর কেনান দেশো নিদান দেখা দিলো এরলাগি মানষর খুব দুর্গতি অইছিল, আর আমরার বাফ-দাদা অকলও খানির অভাবো পড়লা। 12 অইলে মিসরো ফসল আছে হুনিয়া, ইয়াকুবে আমরার বাফ-দাদা অকলরে পয়লা বার হিকানো পাঠাইলা। 13 বাদে দুছরা বারর বালা ইউছুফে তান ভাইয়াইনরে জানাইলা তাইন কে, আর ফেরাউনে ইউছুফর পরিবাররে চিন পাইলা। 14 ইউছুফে তান বাবা ইয়াকুব আর নিজর খেশ-কুটুম মিলাইয়া হক্কলতায় পচত্তইর জনরে খবরদি আনাইলা। 15 ইয়াকুব মিসরো আইলা, হেশে তাইন আর আমরার বাফ-দাদা অকলও মারা গেলা। 16 তারার লাশ শিখিমো আনিয়া কয়বর দেওয়া অইলো, ই কবরস্থান ইব্রাহিমে শিখিম শহরর হমোরর খান্দানর গেছ থাকি রুপার টেকা দিয়া খরিদ করছলা।

17 "ইব্রাহিমর গেছে আল্লায় যেতা ওয়াদা করছিলা, হি ওয়াদা পুরন অওয়ার সময় যেবলা কাছাই গেল, ই সময় মিসরো আমরার মানষর পরিমান বউত অইগেছে। 18 হেশে মিসরো এক নয়া বাদশা অইলা, এইন ইউছুফর বেয়াপারে কুন্তা জানতা না। 19 হি বাদশায় আমরার মানষরে টগাইতা আর আমরার বাফ-দাদা অকলর উপরে খুব জুলুম করতা, তান নিয়ত আছিল

এরার হুরুতাইন জন্মর বাদেউ যাতে বারে ফালাই দেওয়া অয়, আর তারা মরি যাইন। 20 হউ সময় হজরত মুছার জনম অইলো, আল্লার নজরো তাইন খুব সুন্দর আছলা। তিন মাস পর্যন্ত তাইন তান মা-বাফর বাড়িত আছলা। 21 বাদে তানরে বারে ফালাই দেওয়া অইলে, ফেরাউনর পুড়িয়ে তানরে নিয়া নিজর পুয়া বানাইয়া পালিয়া বড় করলা। 22 মুছা মিসরীয় ইলিম আর আদব-খাইছলতে বড় অইলা, তাইন কথায় আর কামে হিম্মতি আছলা। 23 বাদে মুছার বয়স যেবলা চাল্লিশ বরছ অইলো, অউ তান দিলর মাজে নিজর বনি ইছরাইলি ভাই অকলরে দেখা-হুনা করার খিয়াল অইলো। 24 তাইন বার অইয়া দেখলা, একজন মিসরীয়ে এক ইছরাইলির উপরে জুলুম করের, তাইন হউ ইছরাইলিরে সাইয্য করাত গেলা, আর মিসরীরে কাতল করিয়া এর বদলা লইলা। 25 মুছায় মনে করছিলা তান জাতির মানষে বুজবা যেন, আল্লায় তানরে দিয়াউ তারারে উদ্ধার করবা; অইলে তারা ইতা বুজলা না। 26 বাদর দিন মুছায় দুইজন ইছরাইলিরে মাইর করাত দেখিয়া, তারারে মিল-মিশ করার নিয়তে কইলা, 'অই তুমরা তো ভাই ভাই, তে তুমরা কেনে একজনে আরক জনর লগে মারা-মারি কররায়?' 27 অইলে যে মানষে বাদ বেবহার করাত আছিল, হে মুছারে ঠেলা মারি ফালাইয়া কইলো, 'ওবা, তুমারে খেগিয়ে আমরার উপরে সালিশ আর হাকিম বানাইছে? 28 কাইল যেলা হউ মিসরীরে খুন করছো, আমারেও অলা করতায় চাও নি?' 29 ইখান হুনিয়াউ মুছায় বাগিয়া মাদিয়ান দেশো গেলাগি, আর হিকানো তান দুই পুয়ার জনম অইলো।

30 "বাদে আরো চাল্লিশ বরছ গুজরি গেলে, তুর পাড়র কান্দাত মরুভুমিত, আগুইন জালাইল জংলার মাজ থনে এক ফিরিস্তায় মুছারে দরশন দিলা। 31 মুছায় ইতা দেখিয়া এক্কেরে তাইজ্জুব বনিগেলা, আরি ভালা করি দেখার নিয়তে কান্দাত যাইরা, অউ সময় মাবুদর আওয়াজ হুনলা, 32 'আমি তুমার বাফ-দাদার আল্লা, ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুবর আল্লা।' তেউ মুছায় ডরাইয়া কাপা শুরু করলা, আর ভালা করি দেখার সাওস পাইলা না। 33 মাবুদে তানরে কইলা, 'তুমার পাওর জুতা খুলিলাও, কারন তুমি যেনো উবাইছো ইখান পাক জাগা। 34 হুনো, আমি মিসর দেশো আমরি প্রজা অকলর তকলিফ দেখছি, আমি তারার আহাজারি হুনছি, তারারে উদ্ধার করার লাগি লামিয়া আইছি, অখন আমি তুমারে মিসর দেশো ফিরত পাঠাইমু।'

35 "এইন হউ মুছা, যারে ইছরাইলি অকলে অউ কথা কইয়া ফিরত দিছিল, কে তুমারে সালিশ আর হাকিম বানাইছে? তানরেউ আল্লার যে ফিরিস্তায় জংলার মাজে দেখা দিছলা, হউ ফিরিস্তার আতানে বনি ইছরাইলর সালিশ আর তরানেআলা বানাইয়া পাঠাইলা। 36 আর অউ মুছায়উ মিসরর নীল দরিয়া আর মরুভুমিত চাল্লিশ বরছ বউত কেরামতি আর মোজেজা কাম করিয়া, মিসর দেশ থাকি ইছরাইলি অকলরে বার করি আনছলা।

37 "এইন হউ মুছা, যেইন বনি ইছরাইলরে কইছলা, আল্লায় তুমরার লাগি তুমরার নিজর মানুষ থাকি, আমার লাখান একজন নবীরে বেজিবা। 38 অউ মুছাউ তো মরুভুমিত আমরার বাফ-দাদা বনি ইছরাইলর লগে আছলা। আর যে ফিরিস্তায় তুর পাড়ো বাতচিত করছিলা, অউ মুছার লগেউ তাইন মাতিছলা। আর আমরারে দিবার লাগি জিন্দা-কালাম অউ মুছার গেছেউ দেওয়া অইছিল।

39 "অইলে আমরার বাফ-দাদা অকলে মুছার হুকুম মানতা চাইলা না, তারা মুছারে হরাই থইয়া মনে মনে হিরবার মিসরর বায় নিয়ত করিয়া হারুনরে কইলা, 40 'আমরারে পথ চিনাইয়া লইয়া যাওয়ার লাগি দেবতা বানাই দেউক্কা। কারন যে মুছায় মিসর দেশ থাকি আমরারে বার করি আনছইন, তান দশা কিতা অইছে, আমরা তো জানি না।' 41 অউ সময় তারা গরুর বাছুরর লাখান এক মুর্তি বানাইলা, আর অউ মুর্তির নামে বলি দিলা, নিজর আতর বানাইল মুর্তিরে লইয়া তারা ফুর্তি-আমোদ করলা। 42 অইলে আল্লায় নারাজ অইয়া তারার লগ ছাড়ি দিলা, আর তারারে আছমানর চান-সুরুজ, তেরার পুজাত বুড়াই থইলা; যেলা নবী অকলর কিতাবো লেখছইন:

ও ইছরাইল জাতি, মরুভুমিত হি চাল্লিশ বরছ,
তুমরা আমার নামে কুনু পশু কুরবানি দিছলায় নি?
43 না, তুমরা তো মোলক দেবতার মুর্তি,
আর রিফন দেবতার তেরা বানাই কান্দো লইয়া ঘুরছো।
হউ দুইও পুতুল তো পুজা করার নিয়তে বানাইছলায়,
এরলাগি আমি তুমরারে বাবিল দেশর হপারো বনবাস দিমু।

44 তে শাহাদত তাম্বুর কাবা শরিফ মরুভুমিত আমরার বাফ-দাদাইন্তর গেছে আছিল। তাইন মুছারে হুকুম দিছলা, তুমি যেলাখান নকশা দেখলায়, অউ লাখান করি ইটা তিয়ার করো। 45 আমরার বাফ-দাদা অকলে হি কাবা শরিফ পাইয়া, তারার আমির ইউছার আতানে নিজর লগে করি আমরার ই দেশো আনছিলা, তারা যেবলা হি দেশো হামাইছিল ই সময় আল্লায় তারার ছামন থাকি হিনর মানষরে খেদাই দিছলা। হি তাম্বু হজরত দাউদর আমল পর্যন্ত অউ দেশো আছিল।

46 "দাউদে আল্লার রহমত হাছিল করছিলা, আর ইয়াকুবর আল্লার নামে একখান ঘর বানাইবার আরজি করছলা। 47 অইলে হজরত সুলাইমানে তান লাগি হি ঘর বানাইছলা। 48 তা-ও আল্লাতালা তো মানষর আতর বানাইল ঘরো বসত করইন না; যেলা নবীয়ে কইছইন, 49 মাবুদে কইন,

বেহেস্ত আমার তখত,
দুনিয়া আমার পাও থইবার জাগা,
তুমরা আমার লাগি কিজাত ঘর বানাইবায়?
আমার জিরানির জাগা কুয়াই?
50 ই হক্কলতা কিতা আমার নিজর আতে
বানাইছি না নি?

51 "ও গাড়তেড়ার জাত! কান আর দিলর মছলমানি না করাইল জাত! তুমরা হামেশা পাক রুহর দুয়ার বন্দ করি থও। তুমরার বাফ-দাদাইন যেলা আছলা, তুমরাও অউলা অইছো। 52 তুমরার বাফ-দাদাইন্তে কুন নবীর উপরে জুলুম করছইন না? তারা তো হউ নবী অকলরে কাতলও করছে, যেরা আগে ই দীনদার জন আইবার কথা এলান করছইন। অউ দীনদার জনরে অখন তুমরাও দুশমনর আতো সপিয়া কাতল করাইছো। 53 ফিরিস্তা অকলর মাজদি নাজিল অওয়া শরিয়ত তুমরারে দেওয়া অইছিল, অইলে ইতা আমল করছো না।"

পয়লা শহীদ হজরত স্তিফান

54 ইতা হুনিয়াউ তারা গুছায় আগুইন অইগেলা, আর দাত কিড়ি-মিড়ি করা ধরলা। 55 অইলে স্তিফানে পাক রুহে কামিল অইয়া বেহেস্তর বায় খিয়ান ধরি চাইয়া আল্লার শান-তজল্লি দেখলা, আর ইছারে আল্লার ডাইন বাজুত উবা দেখলা। 56 তেউ তাইন কইলা "দেখউক্কা, আমি দেখরাম বেহেস্ত খুলা আছে, আর ইছা বিন-আদম আল্লার ডাইনে উবাই রইছইন।" 57 আর তারা কানো আংগুল দিয়া একলগে চিল্লাইয়া স্তিফানর উপরে উড়িয়া গিয়া পড়লা। 58 তানরে টানিয়া শহরর বারে নিয়া পাথর মারাত লাগলা; আর বাদি অকলে যারযির কাপড় খুলিয়া শৌল নামর এক জুয়ানর পাওর কান্দাত থইলা। 59 মানষে যেবলা স্তিফানরে পাথর মাররা, অউ সময় তাইন দোয়া করিয়া কইলা, "ও মালিক ইছা, আমার রুহরে কবুল করউক্কা।" 60 কইয়াউ তাইন আটু গালা দিয়া জুরে চিল্লাইয়া কইলা, "মালিক, এরার ই গুনারে আমলো ধরিও না।" অখান কইয়াউ তাইন আখেরি দম ছাড়ি দিলা।

আর শৌলে হনো স্তিফানর খুনর হুকুমর লগে সায় দিলা।

জমাতর উপরে জুলুম

8 হিদিন থাকি জেরুজালেমর জমাতর উপরে খুব জুলুম-মছিবত খাড়া অইলো, এরলাগি খালি সাহাবি অকল বাদে আর ইকলেউ এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকার জাগায় জাগায় ছিতরি গেলা। 2 কয়জনে মিলিয়া আল্লারাইয়া মানুষ স্তিফানরে দাফন করলা আর তান লাগি বউত আহাজারি করলা। 3 অইলে শৌলে জমাতরে বিনাশ করার নিয়তে, ঘরো ঘরো হামাইয়া ইমানদার বেটাইন-বেটিনরে বন্দি করি টানিয়া ছেহরাইয়া জেল খানাত হারানিত লাগলা।

শমরিয়াত হজরত ফিলিফর তবলিগ

4 তেউ যেরা চাইরোবায় ছিতরি গেছিল, তারা হক্কল জাগাত ঘুরি ঘুরি ইঞ্জিলর খুশ-খবরি তবলিগ করলা। 5 আর ফিলিফ শমরিয়ার এক শহরো গিয়া আল-মসীর বেয়াপারে তবলিগ করলা। 6 মানষে ফিলিফর বয়ান হুনিয়া আর তান কেরামতি কাম অকল দেখিয়া, ধিয়ান ধরি এক দিলে তান নছিয়ত হুনলা। 7 কারন বউতর গেছ থাকি ভুত অকল জুরে জুরে চিল্লাইয়া ছাড়িয়া গেল, আর বউত অর্থং বেমারি আর লেংড়া অকল ভালা অইলা। 8 ইতা দেখিয়া হি শহরর মানুষ খুব খুশি অইলা।

9 অইলে হিকানো সাইমন নামর একজন মানষে বউত দিন ধরি যাদু-টুনার কাম করতো, শমরিয়ার মানষরে ধান্দা লাগাইয়া হে নিজরে একজন কামিল পীর কইয়া দাবি করতো। 10 আর হুরু-বড় হকলে তার কথার দাম দিতো, মানষে কইতো, আল্লার যে কুদরতরে খাছ কুদরত কইন, ই বেটা অইলো হউ খাছ কুদরতি বেটা। 11 মানষেও তার কথামতো চলতো কারন বউত দিন ধরি হে তার যাদু-টুনা দেখাইয়া তারারে তাইজ্জুব বানাইছিল। 12 অইলে ফিলিফে যেবলা আল্লার বাদশাই আর ইছা আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করলা, আর মানষে তান তবলিগে ইমান আনলা, ই সময় বেটাইন-বেটিন্তে আইয়া তৌবার গোছল করলা। 13 হউ সাইমনও ইমান আনিয়া তৌবার গোছল করিয়া ফিলিফর খরে খরে রইলা, বউত কেরামতি আর বড় বড় কুদরতি কাম হাছিল অর দেখিয়া তাইজ্জুব অইগেলা।

14 জেরুজালেমর সাহাবি অকলে যেবলা হুনলা, শমরিয়ার মানুষ অকলে আল্লার কালামর উপরে ইমান আনছইন, তেউ তারা পিতর আর হান্নানরে এরার গেছে পাঠাইলা। 15 পিতর আর হান্নান আইয়া তারার লাগি দোয়া করলা, যাতে তারা পাক রুহ পাইন। 16 কারন অখনও তারার উপরে পাক রুহ নাজিল অইছে না, তারা খালি হজরত ইছার নামে তৌবার গোছল করছইন। 17 পিতর আর হান্নানে তারার উপরে আত রাখলা, তেউ তারা পাক রুহ পাইলা। 18 আর সাইমনে যেবলা দেখলা, সাহাবি অকলর আত রাখার কারনে পাক রুহ মিলের, অউ তাইন টেকা আনিয়া এরার গেছে দিয়া কইলা, 19 "আমারেও অউ খেমতা দেউক্কা, যাতে আমি কেউরর উপরে আত রাখলে হে-ও অউ পাক রুহ পায়।" 20 পিতরে তারে কইলা, "তুমার রুপা তুমার লগেউ বিনাশ অউক, তুমি মনো করছো আল্লার দান টেকাদি খরিদ করা যায়। 21 আমরার ই কামো তুমার কুনু ভাগ নাই, কারন আল্লার নজরো তুমার দিল সরল নায়। 22 এরলাগি ই নাজাইজ কাম থাকি তুমার দিল ফিরাও। আর আল্লার গেছে মিনত-কাজ্জি করো, কিবা তুমার দিলর ই নাজাইজ খিয়াল তাইন মাফ করিলিতা পারইন। 23 আমি দেখরাম, তুমার দিল লিপসায় ভরা আর তুমি গুনার মাজে বন্দি অইরইছো।" 24 তেউ সাইমনে কইলা, "আপনারা আল্লার গেছে আমার লাগি দোয়া করউক্কা, যাতে আপনারা যেতা যেতা কইছইন ইতা যানু আমার উপরে না আয়।" 25 বাদে পিতর আর হান্নানে মালিকর কালাম তবলিগ করিয়া জেরুজালেমো ফিরত যাওয়ার পথো, শমরিয়ার বউত গাউত খুশ-খবরি তবলিগ করি করি গেলা।

হজরত ফিলিফ আর রাজ খাজাঞ্চি

26 একদিন আল্লার এক ফিরিস্তায় হজরত ফিলিফরে কইলা, “উঠো,
দউকনর যে পথ জেরুজালেম থাকি গাজা টাউনর বায় গেছে হউ পথে
রওয়ানা দেও।” ই পথ আছিল মরুভুমিত। 27 তেউ ফিলিফ উঠিয়া হবায়
রওয়ানা দিলা, যাইতে যাইতে পথো ইথিওপিয়া দেশর কান্দাকি রানীর
একজন বড় রাজ খাজাঞ্চির লগে তান মুলাকাত অইলো, হি খাজাঞ্চি
আছলা না-মর্দ, আর রানীর হক্কল ধন-রত্নর জিম্মাদার। আল্লার এবাদত-
বন্দেগি করার লাগি এইন জেরুজালেমো আইছলা। 28 বাদে বাড়িত যাওয়ার
বালা পথো তান নিজর ঘোড়ার গাড়িত বইয়া ইশায়া নবীর কিতাব তিলাওত
করাত আছলা। 29 অউ সময় পাক রুহে ফিলিফরে কইলা, “অউ গাড়ির
কান্দাত যাও, আর এন লগে লগ ধরো।” 30 তেউ ফিলিফে দৌড়িয়া অউ
গাড়ির কান্দাত গিয়া হুনলা, এইন ইশায়া নবীর কিতাব তিলাওত করবা;
ফিলিফে তানরে জিকাইলা, “আপনে যেতা তিলাওত করবা ইতার মানি
বুজরা নি?” 31 হেইন কইলা, “কেউ বুজাইয়া না দিলে আমি কেমনে বুজমু?”
অউ তাইন ফিলিফরে গাড়িত উঠিয়া তান কান্দাত বওয়ার লাগি মিনত
করলা। 32 হেইন কিতাবর যে আয়াত তিলাওত করাত আছলা, ইতা অইলো,

জবো করার লাগি মেড়ারে যেলা নেইন,
মারার নিয়তে তানরে অউলা নেওয়া অইলো,
রুমা কাটরার ছামনে মেড়ার বাইচ্চা যেলা নিরাই রয়,
অউলা তাইনও জবান খুললা না।
33 তাইন বেইজ্জত অইলা,
তানরে বে-ইনছাফ করা অইলো।
তান ওয়ারিশর কথা খেগিয়ে কইতো পারব?
তান জানরে দুনিয়া থাকি কাড়িয়া নেওয়া অইছিল।

34 হউ খাজাঞ্চিয়ে ফিলিফরে কইলা, “কউক্কা ছাইন, নবীয়ে কার
বেয়াপারে ইতা কইছইন? নিজর বেয়াপারে না আর কেউরর?” 35 ফিলিফে
জবান খুলিয়া পাক কালামর অউ আয়াত থাকি লইয়া ইছার খুশ-খবরি পর্যন্ত
তান গেছে তবলিগ করলা। 36-37 পথো যাইতে যাইতে তারা পানিআলা এক
জাগাত আইয়া পৌছলা, তেউ হি খাজাঞ্চিয়ে কইলা, “অউ দেখউক্কা অনো
পানি আছে, তে আমি তৌবার গোছল করতে কুনু বাধা আছে নি?” 38 কইয়া
তাইন ঘোড়ার গাড়ি উবা করার হুকুম দিলা, ফিলিফ আর হউ না-মর্দ
খাজাঞ্চি দুইও জন পানিত লামলা, আর ফিলিফে তানরে তৌবার গোছল
করাইলা। 39 তারা যেবলা পানি থাকি উঠিয়া আইলা, অউ সময় মাবুদর রুহে
আখতাউ ফিলিফরে আওড়ে নিলাগি। হি না-মর্দে আর ফিলিফরে দেখলা
না, তেউ তাইন ফুর্তি করি করি তান নিজর পথে গেলাগি। 40 অইলে
ফিলিফরে আসদুদ টাউনো দেখা মিলুলো; তাইন গাউয়ে গাউয়ে খুশ-খবরি
তবলিগ করি করি হেশে কৈছরিয়া টাউনো গেলা।

জালিম শৌলর দিল বদলানি

9 1-2 ই সময়ও শৌলে আল-মসীর উম্মত অকলরে কাতল করতা করি
ডর দেখানিত রইছইন। আর দামেস্ক শহরর ইহুদির মছিদাইন্তো
দেওয়ার লাগি তাইন পরধান ইমামর গেছ থাকি চিঠি চাইলা, যতো
বেটাইন-বেটিন ইছার পথে চলইন, তারারে বান্দিয়া জেরুজালেমো আনতা
অউ খেমতা পাওয়ার লাগি চিঠি চাইলা। 3 পথো যাইতে যাইতে যেবলা
দামেস্ক টাউনর কান্দাত আইলা, তেউ আখতাউ আছমান থাকি তান চাইরো
গালাবায় ফর অইয়া চমকাইয়া উঠলো। 4 অউ তাইন মাটিত পড়ি গেলা আর
গাইবি আওয়াজ হুনলা, কে যানু তানরে কর, “শৌল, শৌল, কেনে আমারে
জুলুম কররায়?” 5 শৌলে জিকাইলা, “মালিক, আপনে কে?” তাইন কইলা,
“আমি ইছা, যেনরে তুমি জুলুম কররায়। 6 তুমি অখন উঠিয়া শহরো যাও,
তুমি কিতা করতায় তুমারে জানাইল অইবো।” 7 অইলে যেরা শৌলর লগে
যাওয়াত আছলা তারা চমকি গেলা, তারা ই আওয়াজ ঠিকউ হুনছিলা,
অইলে কেউররে দেখলা না। 8 বাদে শৌল মাটি থাকি উঠলা, আর চউখ
মেলিয়া হারলে কুন্তাউ দেখলা না; তান লগর মানষে তানরে আতো ধরিয়া
দামেস্কো লইয়া গেলা। 9 শৌলে তিন দিন ধরি চউখে কুন্তাউ দেখলা না আর
কুনুজাত খানা-পিনাও খাইলা না।
10 দামেস্ক শহরো অননিয় নামে একজন মুমিন আছলা, 11 মাবুদে তানরে
দরশন দিয়া কইলা, “অননিয়!” তাইন জুয়াপ দিলা, “মালিক, অউনু আমি।”
মাবুদে তানরে কইলা, “সুজা নামর যে সড়ক আছে, তুমি হউ সড়কে যাও,
গিয়া হনর এহুদার বাড়িত তার্ষ শহরর শৌল নামর একজন মানষর তালাশ
করো। 12 হুনো হে দোয়া করের, আর হে দরশন পাইছে, অননিয় নামর
একজন মানুষ আইয়া তার শরিল আতাইয়া দিবো, তেউ হে হিরবার চউখে
দেখব।” 13 অননিয়য় কইলা, “মালিক, আমি বউত মানষর গেছে ই মানুষগুর
খাইছলত হুনছি, হে জেরুজালেমো তুমার পাক বন্দা অকলর উপরে বউত
জুলুম করছে। 14 আর অউ জাগাতও যতো মানষে তুমার পথে চলে, এরারে
বান্দিয়া নেওয়ার খেমতা হে বড় ইমাম অকলর গেছ থাকি পাইছে।”
15 অইলে মালিকে তানরে কইলা, “তুমি যাও, কারন অ-ইহুদি অকল, তারার
রাজা অকল, আর বনি ইছরাইলর গেছে আমার নাম তবলিগর লাগি আমি
তারে পছন্দ করছি। 16 আমি তারে দেখাইমু, আমার নামর লাগি তারে কতো
জালা-যন্ত্রনা সইয্য করা লাগবো।” 17 তেউ অননিয় বার অইয়া হউ বাড়িত
গিয়া হামাইলা, আর শৌলর গতরো আত দিয়া কইলা, “ভাই শৌল, অনো
আওয়ার পথো যেইন তুমারে দরশন দিছইন তাইন হজরত ইছা, তাইন
আমারে পাঠাইছইন, যাতে তুমি হিরবার চউখে দেখতায় পাও আর পাক
রুহে কামিল অও।” 18 আর লগে লগেউ তান চউখ থাকি মাছর-ফইরর
লাখান কিতা পড়ি গেল, তাইন দেখতা পারলা আর উঠিয়া পানিত গিয়া
তৌবার গোছল করলা; 19 খাওয়া-দাওয়ার বাদে শরিলো হিরবার বল
পাইলা।
আর তাইন কিছুদিন দামেস্কর উম্মত অকলর লগে রইলা। 20 শৌলে আর
দেরি করলা না, তাইন জাগায় জাগায় মছিদাইন্তো গিয়া তবলিগ করাত
লাগলা, হজরত ইছাউ আল্লার হউ খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লা। 21 যেরা তান
বয়ান হুনতো তারা হকলেউ তাইজ্জুব অইয়া মাতা-মাতি করতো, “এইন হউ
মানুষ নায় নি যেইন জেরুজালেমো ইছার উম্মত অকলরে জুলুম করতা?
আর অনোও তো অতার লাগিউ আইছইন, যেরা ইছার পথে চলে তারারে
বান্দিয়া বড় ইমাম অকলর গেছে লইয়া যাইতা?” 22 অইলে শৌল দিন দিন
আরো হিম্মত আলা অইলা, আর দামেস্কর ইহুদি অকলরে লা-জুয়াপ
বানাইতা লাগলা, তাইন পরমান দেখাইলা, অউ ইছাউ হি আল-মসী।
23 এর বউত বাদে ইহুদি অকলে তানরে মারার লাগি সলা-পরামিশ করলা,
24 আর শৌলে ই খবর পাইলা। তারা তানরে মারার লাগি শহরো হামানি
বারনির হক্কল দুয়ারো দিনে-রাইতে চকিদার বওয়াইলা। 25 একদিন রাইত
উম্মত অকলে শৌলরে এক টুকরির ভিতরে হারাইয়া, বাউন্ডরি ওয়ালর
খিড়কিবায় পার করি বারে লামাইয়া দিলা।

হজরত শৌল জেরুজালেমো আইলা

26 বাদে তাইন জেরুজালেমো আইয়া উম্মত অকলর লগে শরিক অইতা
চাইলা; অইলে হক্কলে তানরে ডরাইলো, তাইন যেন হাছাউ ইমান আনছইন
তারা বিশ্বাস করলা না। 27 তেউ বার্নাবাছে তানরে আতো ধরিয়া সাহাবি
অকলর গেছে লইয়া গেলা, আর দামেস্ক যাওয়ার পথো কিলা তাইন আল-
মসীর দিদার পাইলা, আর কিলা মালিকে তান লগে বাতচিত করলা,
দামেস্কো কিলা তাইন সাওস করি ইছার নামে তবলিগ করছইন হকলতা
এরারে জানাইলা। 28 বাদে শৌল জেরুজালেমো এরার লগে লগে রইতা,
তাইন জেরুজালেমর হকল জাগাত ঘুরিয়া ফিরিয়া সাওস করি ইছার নামে
তবলিগ করতা। 29 তাইন ইউনানি ভাষায় মাতরা ইহুদি অকলর লগে দীনি
বাতচিত আর তর্ক করতা; ইহুদি অকলে তানরে জানে মারিলতা চাইলা।
30 মুমিন অকলে ই খবর হুনিয়া তানরে কৈছরিয়া শহরো লইয়া গেলা, হন
থাকি তানরে তার্ষ শহরো পাঠাই দিলা। 31 হি সময় এহুদিয়া, গালিল আর
শমরিয়া এলাকার জমাত অকল শান্তির মাজে তৈয়ার অইলো, ই জমাত
অকল মাবুদর ডরে আর পাক রুহর ইশারায় চলি চলি বউত পরিমানে
বাড়লো।

হজরত পিতরর ছফর আর কেরামতি

32 পিতরে হক্কল জাগাত ঘুরতে ঘুরতে লুদ্দা গাউর মুমিন অকলর গেছে
আইয়া আজিলা। 33 হউ গাউত ঐনিয় নামে একজন মানুষ আছিল; হে
অর্ধং বেমারে আট বরছ ধরি বিছনাত পড়নো আছিল। 34 পিতরে তারে
দেখিয়া কইলা, “ঐনিয়, ইছা আল-মসী তুমারে ভালা করলা, উঠো, তুমার
বিছনা তুলিলাও।” আর লগে লগেউ ঐনিয় উঠিয়া উবাই গেলো। 35 তেউ
লুদ্দা গাউ আর শারোন এলাকার হকল মানষে ঐনিয়র হালত দেখিয়া
আল্লার বায় ফিরলা।
36 জাফা শহরো টাবিথা নামে একজন মুমিন বেটি আছলা, ইউনানি
ভাষায় টাবিথা নামর অর্থ দর্কা, মানি হরিনী, তাইন হকল সময় ভালা কাম
করতা আর গরিবরে সাইয্য করতা। 37 তাইন বেমার পড়িয়া মারা গেলা, আর
মানষে তানরে গোছল দেওয়াইয়া উপরর কুঠাত নিয়া থইলা। 38 জাফা শহর
লুদ্দার কাছাত আছিল গতিকে, উম্মত অকলে যেবলা হুনলা, পিতর লুদ্দাত
আছইন, অউ তারা দুইজন মানষরে তান গেছে পাঠাইয়া মিনত করলা,
“আপনে জলদি করি আমরার গেছে আউক্কা।” 39 তেউ পিতর তারার লগে
রওয়ানা দিলা, তাইন হুনো যাওয়ার বাদে তারা তানরে উপরর কুঠাত লইয়া
গেল, হকল ড়াড়ি বেটিন্তে পিতরর চাইরোবায় উবাইয়া কান্দন শুরু করলা
আর দর্কা জিতা থাকতে যেতা কাপড়-চুপড় বানাইছলা, অতা পিতররে
দেখাইলা। 40 পিতরে তারা হক্কলরে কুঠা থাকি বার করি দিয়া জানু পাড়িয়া
দোয়া করলা; বাদে মরা বেটির লাশর বায় ফিরিয়া কইলা, “টাবিথা, উঠো।”
লগে লগে দর্কায় চউখ খুললা, আর পিতররে দেখিয়া উঠিয়া বইলা।
41 পিতরে তান আতো ধরিয়া উবা করলা, বাদে হি ড়াড়ি বেটিন আর মুমিন
অকলরে ডাকিয়া দেখাইলা, দর্কা জিতা অইছইন। 42 ই খবর জাফা শহরর
হকল জাগাত উড়িগেল আর বউত মানষে আল-মসীর উপরে ইমান
আনলা। 43 পিতর বউত দিন জাফা শহরো সাইমন নামর এক চামারর
বাড়িত রইলা।

ছুবেদার কর্নিলুছ আর হজরত পিতরর দরশন

10 কৈছরিয়া শহরো কর্নিলুছ নামে একজন মানুষ, ইতালি নামর সিপাই
দলর ছুবেদার আছলা। 2 তাইন একজন পরেজগার মানুষ, তান
পরিবারর হকলেও আল্লারে ডরাইতা। তাইন গরিব অকলরে বউত
টেকা-পয়সা দান-খয়রাত আর হামেশা আল্লার গেছে দোয়া করতা।
3 একদিন অনুমান তিনটার সময় তাইন এক ছাফ দরশন পাইলা। দেখলা,
আল্লার এক ফিরিস্তায় তান গেছে আইয়া ডাকিরা, “কর্নিলুছ!” 4 কর্নিলুছে
ডরাইয়া হি ফিরিস্তার বায় চাইয়া কইলা, “মালিক, কউক্কা, হুনরাম।” ফিরিস্তায়
তানরে কইলা, “তুমার মুনাজাত আর গরিব অকলরে দানর কথা বেহেস্তো
পৌছিছে আর আল্লায় ইতা কবুল করছইন। 5 অখন তুমি জাফা শহরো মানুষ
পাঠাও, আর সাইমন উরফে পিতররে তালাশ করাই আনাও। 6 এইন দরিয়ার
পারো আরক সাইমনর বাড়িত থাকইন, হি সাইমনে চামড়ার কারবার করে।”
7 যে ফিরিস্তায় কর্নিলুছর লগে বাতচিত করছিলা, তাইন যাওয়ার বাদে

কর্নিলুছে তান বাড়ির দুইজন কামলা আর তান সাইয্যকারি একজন পরেজগার সিপাইরে ডাক দিলা। 8 তাইন এরারে হকলতা বুজাই দিয়া জাফা শহরো পাঠাইলা।

9 বাদর দিন যেবলা হউ মানুষ অকল যাইতে যাইতে জাফা শহরর কাছাত আইলা, ই সময় বেইল অনুমান দুইফর, পিতরে দোয়া করার লাগি হউ সময় ছাতো উঠছইন। 10 তান খুব ভুক লাগছিল, তেউ কুন্তা খাইতা চাইলা আর মানষে খানি তিয়ার কররা, অউ সময় ঘুমে তান উংগানি আইলো। 11 অউ হালতো তাইন দেখলা, আছমান খুলিগেছে আর খুব বড় চাদ্দরর লাখান এক চিজর চাইর কুনাত ধরিয়া দুনিয়াত লামাই দেওয়া অর; 12 আর ই চাদ্দরর মাজে দুনিয়ার হক্কল জাতর পশু, বুকে চলরা জানদার আর পাখিন আছে। 13 বাদে তাইন অউ আওয়াজ হুনলা, কে যানু তানরে কয়, পিতর, উঠো, মারিয়া খাও। 14 পিতরে কইলা, না, না, মালিক, কুনুমন্তেউ না, আমি কুনু সময়উ নাপাক আর হারাম কুন্তা খাই না। 15 তাইন হিরবার অউ আওয়াজ হুনলা, আল্লায় যেতা হালাল করছইন, ইতারে তুমি হারাম কইও না। 16 অউলা তিনবার অওয়ার বাদে হউ চাদ্দরখান আছমানো তুলিয়া নিলাগি।

17 পিতরে যে বাতুনি দরশন দেখলা, এর মানি কিতা অইতো পারে তাইন ধিয়ান কররা, অউ সময় কর্নিলুছর পাঠাইল হি মানুষ অকল সাইমনর বাড়ি তুকাইয়া পাইয়া, বাড়ির দুয়ারর ছামনে আইয়া উবাইলা। 18 তারা ডাকিয়া জিকাইলা, "সাইমন যেনরে পিতর কইয়া ডাকইন, তাইন ইখানো আছইন নি?" 19 পিতরে হউ দরশনর কথা চিন্তা কররা, অউ সময় পাক রুহে তানরে কইলা, "দেখো, তিনজন মানষে তুমারে তুকানিত আইছইন। 20 তুমি লামাত লামো আর তারার লগে রওয়ানা দেও, কুনু সন্দয় করিও না, তারারে আমিউ পাঠাইছি।" 21 তেউ পিতর লামিয়া গিয়া তারারে কইলা, "আপনারা যারে তুকাইরা আমিউ হেইন; কউক্কাছাইন, কিতাল্লাগি আইছইন?" 22 তারা কইলা, "শ-সিপাইর ছুবেদার কর্নিলুছে আল্লার ফিরিস্তার হুকুম পাইয়া আমরারে পাঠাইছইন, তাইন একজন পরেজগার মানুষ, আল্লার হুকুম মাফিক চলইন, ইহুদি অকলে তানরে খুব তাজিম করইন। ফিরিস্তায় তানরে কইছইন, যাতে আপনারে তান বাড়িত নেওয়াইয়া আপনার নছিয়ত হুনইন।" 23 অউ পিতরে তারারে ভিতরে ডাকিয়া নিয়া, তারার মেহমানদারি করলা।

বাদর দিন উঠিয়া পিতর তারার লগে রওয়ানা দিলা, আর জাফা শহরর কয়জন ইমানদারও তান লগে গেলা। 24 এর বাদর দিন তারা কৈছরিয়াত পৌছলা; অউ সময় কর্নিলুছে তান খেশ-কুটুম আর বন্ধু-বান্ধব অকলরে দলা করিয়া তারার বার চাইরা। 25 আর পিতর গিয়া যেবলা ঘরো হামাইলা, ই সময় কর্নিলুছে তান কাছাত গিয়া পাওত পড়িয়া সইজদা করলা। 26 অইলে পিতরে তানরে তুলিয়া কইলা, "উঠউক্কা, আমি নিজেও তো একজন মানুষ।" 27 বাদে কর্নিলুছর লগে মাতি মাতি ভিতরে হামাইয়া পিতরে দেখলা, বউত মানুষ দলা অইরইছে। 28 অউ তাইন কইলা, "আপনারা তো জানইন, একজন ইহুদি মানষে কুনু অ-ইহুদির কাছাত যাওয়া বা মিলা-মিশা করা আমরার শরিয়তর নাজাইজ। অইলে আল্লায় আমারে দেখাইছইন যেন, কুনু মানষরে নাপাক বা অপবিত্র কওয়া আমার লাগি নাজাইজ। 29 এরলাগি আপনারা যেবলা আমারে খবর দিছইন, তে আমি কুনু অমত না করিয়াউ আইছি। অখন আমি আপনারারে জিকাইরাম, আমারে কিতাল্লাগি আনাইছইন?"

30 কর্নিলুছে জুয়াপ দিলা, "আইজ থাকি চাইর দিন আগে অমন বালা মানি তিনটার সময় আমি আমার ঘরো দোয়া করাত আছলাম, অউ সময় চমকাইল কাপড় ফিন্দা এক বেটা মানুষ আমার ছামনে আইয়া উবাইলা, 31 তাইন কইলা, কর্নিলুছ, আল্লায় তুমার দোয়া কবুল করছইন। আর তুমার দান-খয়রাতও কবুল করছইন। 32 অখন তুমি জাফা শহরো মানুষ পাঠাও আর সাইমন উরফে পিতররে আনাও। তাইন দরিয়ার পারো সাইমন নামর এক চামড়ার কারবারির বাড়িত আছইন। 33 এরলাগি আমি জলদি করি আপনারে আনাত মানুষ পাঠাইলাম। আপনে তশরিফ আনছইন দেখিয়া খুব খুশি অইলাম। অখন আমরা হকল আল্লার ছামনে আজির আছি, আল্লায় আপনারে যেতা হুকুম করছইন, আমরা হক্কলতা জানমু।"

বিধর্মীর দিলো হজরত পিতরর নছিয়তর ফল

34 তেউ পিতরে জবান খুলিয়া কইলা, "আমি অখন হাছারর বুজলাম, আল্লার নজরো হকলউ হমান। 35 হকল জাতির মাজে যেরা তানরে ডরায় আর তান হুকুম মানিয়া চলে, তারারে তাইন কবুল করইন। 36 আপনারা তো জানইন, তাইন বনি ইছরাইলর গেছে খুশির একখান খবর জানাইছইন। হজরত ইছা আল-মসী, যেইন হকলর মালিক, তান উছিলায় শান্তি পাওয়া যায়। 37 মানষর লাগি তৌবার গোছল করা জরুর, এহিয়ায় ইখান তবলিগ করার বাদেউ গালিল থাকি আস্তা এহুদিয়া জুড়ি যেতা ঘটছিল, ইতা হকলতাউ আপনারা হুনছইন। 38 আল্লায় নাছারতর ইছারে পাক রুহ আর কুদরতে কিলা খাছ খলিফা বানাইছলা; তাইন ভালা কাম করি করি ছফর করতা, আর জিনে ধরা বেমারি অকলরে ভালা করতা, আল্লা পাক তো তান লগে আছলা। 39 তাইন ইহুদি অকলর জমিনো আর জেরুজালেমো যেতা করছিলা, আমরা ইতা হকলতার সাক্ষি; আর মানষে তানরে গাছো লটকাইয়া মারলো। 40 আল্লায় তানরে তিন দিন বাদে জিন্দা করি উঠাইলা, আর মানষেও তানরে দেখলা। 41 তা-ও হক্কলে তানে দেখার নছিব অইছে না, খালি আল্লায় যেরারে আগে পছন্দ করছিলা, হউ সাক্ষি অকলরে, মানি আমরারে দেখাইলা, আর মুর্দা থাকি তাইন জিন্দা অইয়া উঠার বাদে আমরা তান লগে খানা-পিনাও খাইছি। 42 তাইন আমরারে হুকুম দিছইন, আমরা যানু ইহুদি অকলর গেছে তবলিগ করি আর সাক্ষি দেই যেন, তানরেউ আল্লায় জিন্দা আর মুর্দা অকলর হাকিম বানাই পাঠাইছইন। 43 হকল নবীয়েও তান বেয়াপারে অউলা সাক্ষি দিছইন যেন, যেরা তান উপরে ইমান আনে, তারা হকলেউ তান নামর উছিলায় গুনার মাফি পায়।"

44 পিতরে বয়ান কররা, ই সময় যেরা তান বয়ান হুনাত আছিল, তারা হকলর উপরে আল্লাই পাক রুহ নাজিল অইলো। 45 আর পিতরর লগে অইয়া মছলমানি করাইল যেতা ইমানদার অকল আইছলা, তারা ইতা দেখিয়া চমকিয়া উঠলা, কারন অ-ইহুদি অকলর উপরেও পাক রুহ বর্ষিছইন। 46 তারা দেখলা, অউ অ-ইহুদি অকলে নানান গাইবি ভাষায় মাতিরা, আর আল্লার তারিফ কররা। 47 তেউ পিতরে কইলা, "অউ যেতা মানষে আমরার লাখান পাক রুহ হাছিল করছইন, এরা পানিত তৌবার গোছল করতে কিতা কেউ বাধা দিতো পারবো নি?" 48 বাদে তাইন এরারে ইছা আল-মসীর নামে তৌবার গোছল করার হুকুম দিলা। আর তারা পিতররে মিনত করলা, তারার গেছে কয়খান দিন রওয়ারি লাগি।

জেরুজালেমো হজরত পিতর

11 বাদে সাহাবি অকলে আর এহুদিয়া জিলার হক্কল মুমিন ভাইয়াইন্তে হুনলা, অ-ইহুদি অকলেও আল্লার কালামর উপরে ইমান আনছইন। 2 এরলাগি পিতর যেবলা জেরুজালেমো আইলা, ই সময় মছলমানি করাইল ইমানদার অকলে তানে দুষি সাইবস্তো করিয়া কইলা, 3 "আপনে তো মছলমানি না করাইল মানষর ঘরো হামাইছইন, আর তারার লগে খানাও খাইছইন।" 4 তেউ পিতরে পয়লা থাকি যেতা যেতা ঘটছিল, তারার গেছে এক এক করি বুজাইয়া কইলা, 5 "আমি জাফা শহরো দোয়া করাত আছলাম, অমন সময় পাক রুহর দরশন পাইলাম, আমি দেখলাম, আছমান থাকি বড় চাদ্দরর লাখান একখান চিজর চাইর কুনাত ধরিয়া আমার গেছে লামাইয়া দেওয়া অর। 6 আমি ধিয়ান ধরি চাইয়া চিন্তাত পড়ি গেলাম, আর দেখলাম, এর মাজে হকল জাতর পশু, পাখি, জংলি জানুয়ার আর বুকে চলরা জানদার অকল আছইন। 7 বাদে এক আওয়াজ হুনলাম, পিতর, উঠো, মারিয়া খাও। 8 আমি কইলাম, না, না মালিক, কুনুমন্তেউ না, নাপাক বা হারাম কুন্তা আমি কুনুদিন মুখো দিছি না। 9 বাদে দুছরা বার আছমান থাকি অউ আওয়াজ হুনলাম, আল্লায় যেতা হালাল করছইন, তুমি ইতারে হারাম কইও না। 10 অউলা তিনবার কওয়ার বাদে হকলতা আছমানো তুলি নেওয়া অইলো। 11 আর এর লগে লগেউ, আমি যে বাড়িত আছলাম অউ বাড়িত আইয়া তিনজন মানুষ হামাইলো, তারারে কৈছরিয়া থাকি পাঠাইল অইছিল। 12 তেউ পাক রুহে আমারে কইলা, কুনু সন্দয় না করিয়া তারার লগে অইয়া যাওয়ার লাগি। আর অউ ছয়জন ভাইও আমার লগে গেছলা। বাদে আমরা অউ অ-ইহুদির বাড়িত হামাইলাম। 13 তাইন কিলা তান বাড়িত একজন ফিরিস্তার দরশন পাইছলা ইতা আমরারে হুনাইলা। হউ ফিরিস্তায় তো তানরে কইছলা, সাইমন উরফে পিতররে আনার লাগি জাফা শহরো মানুষ পাঠাও। 14 হে তুমারে অউলা নছিয়ত করবো, যেতা মানিয়া তুমি আর তুমার পরিবারর হকলে নাজাত পাইবায়। 15 আর আমি বয়ান শুরু করার বাদে, পাক রুহ পয়লা যেলা আমরার উপরে আইছুলা, এক্কেরে অউলা তারার উপরেও আইলা। 16 অউগি আল-মসীর তালিম আমার মনো অইলো, তাইন কইছলা, এহিয়ায় তৌবার গোছল করাইছইন পানিত, আর তুমরার গোছল অইবো পাক রুহে। 17 তে ভাই অকল, ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনায় আল্লায় আমরারে যেলা দান দিছইন, হউ একই দান যেবলা তারারেও দিলা, তে আমি আরক জন কে, আল্লারে না করতাম?" 18 ইখান হুনার বাদে এহুদিয়ার ইমানদার অকলে আর কুনু আপত্তি না করিয়া, আল্লার তারিফ করা ধরলা, তারা কইলা, "তে আল্লায় অ-ইহুদি অকলরেও গুনা থাকি মন বদলাইয়া, জিন্দেগি পাওয়ার তৌফিক দিছইন।"

আন্তিয়খিয়াত পয়লা ইছায়ী উপাধি

19 স্তিফানর মউতর ঘটনার বাদে যেতা ইমানদার অকল জুলুমর লাগি ছিতরি গেছলা, তারা ফৈনিকিয়া, সাইপ্রাস আর আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত গিয়া খালি ইহুদি অকলর গেছে আল্লার কালাম তবলিগ করলা। 20 অইলে এরার মাজে কয়জন আছলা সাইপ্রাস দ্বীপ আর কুরিনি এলাকার মানুষ, এরা আন্তিয়খিয়াত গিয়া ইউনানি অকলর গেছেও হজরত ইছার খুশ-খবরি তবলিগ করলা। 21 আর আল্লায় তান কুদরতি বলে তারারে সাইয্য করলা, তেউ বউত মানুষ ইমান আনিয়া তান মুখি অইলা। 22 ই খবর জেরুজালেম জমাতর মুমিন অকলর কানো আইলো, খবর হুনিয়া তারা বার্নাবাছরে আন্তিয়খিয়াত পাঠাইলা। 23 তাইন হনো পৌছিয়া আন্তিয়খিয়াত আল্লার মেহেরবানি দেখিয়া খুব খুশি অইলা, আর মানষরে আশা দিতা থাকলা, যাতে তারা দিলে-জানে মালিকর নামে ইমানে মজবুত রইন। 24 বার্নাবাছ একজন হক মানুষ, তাইন পাক রুহ আর ইমানে কামিল আছলা। আর বউত মানুষ মালিকর মুখি ফিরিয়া আইছিল। 25 বাদে বার্নাবাছ শৌলর তালাশে তার্ষ টাউনো গেলা, 26 আর তানরে পাইয়া আন্তিয়খিয়াত লইয়া আইলা। বার্নাবাছ আর শৌল পুরা এক বরছ হুনো জমাতর লগে মিলিয়া বউত মানষরে তালিম দিলা। অউ আন্তিয়খিয়াতউ আল-মসীর উম্মত অকলরে পয়লা ইছায়ী নামে ডাকা অইলো। 27 অউ সময় কয়জন নবী জেরুজালেম থাকি আন্তিয়খিয়াত আইলা। 28 এরার মাজে আগাবুছ নামর এক নবীয়ে পাক রুহর জরিয়ায় খাড়া অইয়া কইলা, আস্তা দুনিয়াই জুড়িয়া এক বেজুইতা নিদান দেখা দিবো; বাদশা কেলাদুছর রাজত্বর কালো ইখান পুরা অইলো। 29 এরলাগি মুমিন অকলে নিয়ত করলা, এহুদিয়া জিলার ইমানদার অকলর খেজমতর লাগি, তারা যারযির খেমতা মাফিক সাইয্য পাঠাইতা। 30 আর নিয়ত মাফিক কামও তারা করলা, তারা বার্নাবাছ আর শৌলর আতানে এহুদিয়ার জমাতর মুরব্বি অকলর গেছে সাইয্য পাঠাইলা।

হজরত ইয়াকুবরে কাতল আর পিতরর খালাছ

12 হি সময় রাজা হেরোদে জমাতর কয়জন মানষরে ধরাই আনিয়া
জুলুম করলা। 2 তাইন হান্নানর ভাই ইয়াকুবরে তলোয়ার দিয়া
কাটিলিলা। 3 এরলাগি ইহুদি অকল খুশি অইছইন দেখিয়া, তাইন
খামির ছাড়া রুটির ইদর অখতো পিতররেও আটক করলা। 4 আর তানরে
জেলো হারাইলা, জেলোও পাহারা দেওয়ার লাগি চাইর জন করি, চাইর দল
সিপাইরে হুকুম দিলা। হেরোদর নিয়ত আছিল আজাদি ইদর বাদে পিতররে
মানষর ছামনে বার করি বিচার করবা। 5 পিতর জেল খানাত বন্দি রইলা,
অইলে জমাতর মানষে পিতরর লাগি দিলে-জানে আল্লার দরবারো দোয়া
করাত রইলা।
6 বিচারর লাগি যেদিন পিতররে বারে আনাইতা, এর আগর রাইত তাইন
দুইজন সিপাইর মাজখানো দুইগেছা চেইনদি বান্দা হালতে ঘুমো আছলা,
আর বারে সিপাই অকলে দুয়ারো পাহারা দিরা। 7 অমন সময় আখতাউ
মাবুদর একজন ফিরিস্তা হনো আইয়া উবাইলা, আর জেলর ভিতর ফর
অইগেল। ফিরিস্তায় পিতরর গতরো ঠেলা দিয়া তানরে হজাগ করি কইলা,
“জলদি উঠো!” তেউ পিতরর দুইও আত থাকি চেইন খুলিয়া পড়িগেল।
8 বাদে ফিরিস্তায় তানরে কইলা, “তুমার কমরো কাপড় ফিন্দো আর জুতা
পাওত দেও।” তাইন অউলা করলা। ফিরিস্তায় কইলা, “তুমার চাদ্দর গতরো
দিয়া আমার খরে খরে আও।” 9 পিতর ফিরিস্তার খরে খরে জেলখানা থাকি
বার অই আইলা, অইলে ফিরিস্তায় যেতা করলা, ইতা যেন হাছাররউ অর,
ইতা কুন্তাউ পিতরে বুজতা পারলা না, তাইন মনো করলা ইতা কুনু দরশন
দেখরা। 10 তারা পয়লা আর দুই নম্বর পারাদারর দলরে পার অইয়া যেবলা
শহরো হামাইবার লুয়ার গেইটর গেছে আইলা, গেইট নিজে নিজেউ
খুলিগেল। তারা বার অইয়া এক গল্লির হেশ গালাত আইয়া আজিলা, আর
অউ সময় ফিরিস্তা পিতরর লগ থাকি গেলাগি। 11 তেউ পিতরর হুশ অইলো
আর তাইন কইলা, “অখন আমি হাছাররউ বুজলাম যেন, মাবুদে তান
ফিরিস্তারে পাঠাইয়া, হেরোদর আত থাকি আর ইহুদি অকলর বদ খাইশ
থাকি আমারে হেফাজত করছইন।” 12 তাইন মনে মনে ইতা মাতি মাতি
মরিয়মর বাড়ির মুখা গেলা, ই মরিয়ম অইলা হান্নান উরফে মার্কুছর মা। অনো
বউত মানুষ দলা অইয়া দোয়া করাত আছলা। 13 পিতরে গেইটো ঠুকা মারার
বাদে রোদা নামর এক বান্দি বেটিয়ে গেইট খুলাত আইলো; 14 আর পিতরর
গলার সুর হুনিয়া খুশিয়ে তাই গেইট না খুলিয়া দৌড়িয়া গিয়া হকলর গেছে
কইলো, “পিতর আইয়া বারে গেইটো উবাই রইছইন।” 15 তারা ইতা হুনিয়া
হি বেটিরে কইলা, “তুমার মাথা খারাপ অইছে নি?” বেটিয়ে তারার লগে
নিয়ায় করিয়া কইলো, “না, হাছাউ পিতরর গলা হুনছি!” তেউ হকলে কইলা,
“তে এইন মনে অয় পিতরর ছুরতে কুনু ফিরিস্তা।” 16 ইবায় পিতরে গেইটো
ঠুকানিত রইলা। অউ তারা খুলিয়া পিতররে দেখিয়া তাইজ্জুব অইগেলা।
17 পিতরে আতদি ইশারা দিলা তারারে নিরাই অওয়ার লাগি, আর
জেলখানা থাকি মাবুদে কিলা তানরে বার করি আনলা, অউতা হকলতা
কইলা। বাদে তাইন কইলা, “ই খবরখান তুমরা ইয়াকুব আর বাকি
ভাইয়াইন্তরেও জানাইও।” হেশে তাইন অন থাকি বার অইয়া আরক জাগাত
গেলাগি। 18 রাইত পুয়ানির বাদে পিতর কুয়াই গেলা, ই মাত লইয়া সিপাই
অকলর মাজে উলুস্থল পড়িগেল। 19 হেরোদে তানরে তুকাইয়া না পাওয়ায়
পাহারাদার অকলরে জেরা করলা, আর তারারে জানে মারার হুকুম দিলা,
বাদে হেরোদ নিজেও এহুদিয়া ছাড়িয়া কয়দিনর লাগি কৈছরিয়াত গেলাগি।

রাজা হেরোদর লান্নতি মউত

20 হি সময় হেরোদে সোর আর সিদনর মানষর উপরে খুব গুছা আছলা।
অইলে রাজা হেরোদর দেশ থাকি তারার দেশো খানির ছামানা আইতো করি,
হিনর হকল মানষে একলগে মিলিয়া হেরোদর গেছে আইলা, তারা রাজার
হুতিবার ঘরর বেলাস্তছ নামর এক বড় গুলামরে আত করিয়া রাজার লগে
আপোস করাত আইলা। 21 আর হেরোদে এক দিন ঠিক করিয়া, হিদিন তান
রাজ লেবাছ ফিন্দিয়া সিংহাসনো বইয়া তারার ছামনে ভাষন দেওয়াত
আছলা। 22 তান কথা হুনিয়া তারা চিল্লাইয়া কইলা, “ইতা তো মানষর বুলি
নায়, কুনু দেবতার বুলি!” 23 আর লগে লগে মাবুদর এক ফিরিস্তায় তানরে
মারলা, কারন হেরোদে আল্লার ইজ্জত রাখলা না। তেউ কিরমির খুরাক
বনিয়া তান দম বার অইলো।
24 অইলে আল্লার কালাম হকলবায় আরো বেশি ছিতরিলো, আর বউত
মানষে ইমান আনলা। 25 ইবায় বার্নাবাছ আর শৌলর তবলিগ কাম শেষ
অওয়ায় তারা হান্নান উরফে মার্কুছরে লগে লইয়া জেরুজালেমো ফিরত
গেলা।

হজরত পাউলুছর পয়লা তবলিগি ছফর (১৩:১-১৫:৩৫)

হজরত বার্নাবাছ আর শৌলরে পাঠানি

13 আন্তিয়খিয়া জমাতো কয়জন নবী আর উস্তাদ আছলা, এরার নাম
বার্নাবাছ, ছামাউন উরফে কালাভাই, কুরিনি শহরর লুকিয়াছ, রাজা
হেরোদর খাতিরর মানুষ মনহেম, আর শৌল। 2 এরা যেবলা রোজা
রাখিয়া মাবুদর এবাদত করাত আছলা, অউ সময় পাক রুহে এরারে কইলা,
“বার্নাবাছ আর শৌলরে আমি যে কামর লাগি পছন্দ করছি, অউ কামর লাগি
তারারে আলগ করি দেও।” 3 তেউ এরা রোজা রাখিয়া, হউ দুইওজনর
উপরে আত থইয়া দোয়া করিয়া বিদায় দিলা।
4 অউ লাখান করি পাক রুহে বার্নাবাছ আর শৌলরে সিলুকিয়াত পাঠাই
দিলা, আর হিকান থাকি জাজো করিয়া তারা সাইপ্রাস দ্বীপো গেলা। 5 আর
ছালামিছ গিয়া হারলে তারা ইহুদি অকলর মছিদাইন্তো হামাইয়া আল্লার
কালাম তবলিগ করলা। তারার কাম করার লাগি হান্নান উরফে মার্কুছ তারার
লগে আছলা। 6 তারা আস্তা দ্বীপ ঘুরিয়া হারলে পাফোছ টাউনো আইলা,
আর হিনো বর-যীশু নামর এক ইহুদি যাদুগিরর লগে দেখা অইলো, হে
আছিল ভন্ড নবী। 7-8 তার আরক নাম আছিল ইলুমা, মানি যাদুগির। হে
অইলো হি দেশর হাকিম সের্গিয় পাউলুছর দস্ত, অইলে হি হাকিম আছলা
একজন আখলদার মানুষ, তাইন আল্লার কালাম হুনার লাগি বার্নাবাছ আর
শৌলরে খবরদি আনাইলা। ইলুমায় হাকিমরে ইমান আনতে দিতো না করি
বার্নাবাছ আর শৌলরে বাধা দিলো। 9 আর শৌল, যেনরে পাউলুছ কইয়াও
ডাকইন, তাইন পাক রুহে কামিল অইয়া ইলুমার বায় খিয়ান ধরি চাইয়া
কইলা, 10 “ও ইবলিছর বাইচ্চা, হকল মুমিনি কামর দুশমন, তোর ভিতরে
হকল লাখান ছল-চতুরি আর নাফরমানিয়ে ভরা, তুই মাবুদর ছহি পথরে
তেড়া করার ফিকির বাদ দিতে নায় নি? 11 হুন, মাবুদর আত তোর বিরুদ্ধে
লাগছে। তুই আন্দা অইযিবে, আর কয়দিন সুরুজ দেখতে নায়।” লগে
লগেউ খুয়া আর আন্দাইরে তারে গুরিলিলো, আর হে আত বাড়াইয়া
ডাইনে-বাঁউয়ে কেউররে তুকাইলো, তারে আতো ধরিয়া নেওয়ার লাগি।
12 ইতা দেখিয়া হি হাকিমে মালিকর বিষয়ে যে তালিম পাইলা, এতে তাইন
তাইজ্জুব অইয়া ইমান আনলা।

পিষিদিয়া দেশো তবলিগ

13 বাদে হজরত পাউলুছ আর তান লগর হকলে পাফোছ ছাড়িয়া জাজো
করি পামফুলিয়া দেশর পর্গা শহরো পৌছলা। আর হান্নান উরফে মার্কুছে
তারারে থইয়া জেরুজালেমো ফিরত গেলাগি। 14 বাদে তারা পর্গা থাকি
আগুয়াইয়া পিষিদিয়া দেশর আন্তিয়খিয়া শহরো পৌছলা আর জুম্মাবারে
ইহুদির মছিদো হামাইয়া বইলা। 15 মুছার শরিয়ত আর নবী অকলর কিতাব
থাকি তিলাওত করা শেষ অইলে, মজলিছর নেতা অকলে তারারে কইলা,
“ও ভাইছাব অকল, মানষরে নছিয়তর লাগি কুন্তা বয়ান করার খিয়াল
অইলে, করউক্কা।” 16 অউ পাউলুছে উবাইয়া আতদি ইশারা করি কইলা,
“ও বনি ইছরাইল অকল, আর আল্লারে ডরাওরা অ-ইহুদি অকল
আপনারা হুনউক্কা। 17 অউ ইছরাইল জাতির আল্লায় আমরার বাফ-দাদা
অকলরে পছন্দ করছলা, যেবলা তারা মিসর দেশো মুছাফিরিত আছলা, অউ
সময় তারারে মহান করছিলা, আর তান মহা কুদরতে তারারে হিকান থাকি
বার করি আনছিলা। 18 অনুমান চাল্লিশ বরছ ধরি তাইন মরুভুমির মাজে
হুরুতার মা-বাফর লাখান তারার বেয়াদবি ছবর করছলা। 19 বাদে তাইন
কেনান দেশর সাতটা জাতিরে বিনাশ করিয়া, তান নিজর বন্দা অকলরে হউ
দেশাইন্তর মালিকানা দান করলা। অউ লাখান অনুমান চাইরশো পইঞ্চাশ
বরছ গুজরি গেল। 20 হেশে শামুয়েল নবীর আমল পর্যন্ত আল্লায় কয়জন
আমির বেজিছলা। 21 অইলে মানষে একজন বাদশা চাইলো। তেউ আল্লায়
চাল্লিশ বছরর লাগি বিন-ইয়ামিন বংশর কীশর পুয়া তালুতরে বাদশা
বানাইলা। 22 বাদে আল্লায় তালুতরে হরাইয়া হজরত দাউদরে তারার বাদশা
বানাইলা। তাইন দাউদর বেয়াপারে কইলা, ‘আমি ইয়াছর পুয়া দাউদরে
পাইছি, হে আমার মনর মত মানুষ। আমার হকল মর্জি আমল করব।’
23 আল্লায় তান ওয়াদা মাফিক অউ মানষর ওয়ারিশ থাকি একজন
তরানেআলা, মানি হজরত ইছারে বনি ইছরাইল অকলর গেছে আজির
করছিলা; 24 অউ ইছা আওয়ার আগে হক্কল বনি ইছরাইলর গেছে হজরত
এহিয়ায় তবলিগ করছিলা, ‘গুনা থাকি দিল ফিরাইয়া হারি মানষে তৌবার
গোছল করা দরকার।’ 25 আর এহিয়ায় তান তবলিগ কামর আখের কালো
কইলা, ‘তুমরা কিতা মনো করো, আমি কে? আমি তো হি ওয়াদা করা আল-
মসী নায়; তাইন আমার বাদে তশরিফ আনরা। তান পাওর জুতার ফিতা
খুলার লাখও আমি নায়।’
26 “তে ও ভাইয়াইন, ইব্রাহিমর ওয়ারিশ অকল, আর আল্লারে ডরাওরা অ-
ইহুদি অকল, আমরা হক্কলর গেছেউ নাজাতর ই কালাম নাজিল অইছে।
27 জেরুজালেমর মানষে আর তারার নেতা অকলে ইছারে না চিনায়, আর
পরতেক জুম্মাবারে নবী অকলর যে বয়ান তিলাওত অয় এওতা না বুজায়,
তারা ইছারে দুষি সাইবস্তো করিয়া হউ কথা অকল পুরা করলা। 28 আর
জানে মারার লাখ কুনু দুষ না পাইলেও তারা হাকিম পিলাতর গেছে দাবি
জানাইলা, তানরে জানে মারার লাগি। 29 তান বিষয়ে আছমানি কিতাব
অকলো যেতা লেখা আছিল, ইতা হকলতা পুরা অওয়ার বাদে তারা তানরে
গাছো লটকাইল হালত থাকি, মানি সলিব থাকি লামাইয়া দাফন করলো।
30 অইলে আল্লায় তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করি তুললা। 31 আর গালিল
থাকি যেরা তান লগে জেরুজালেমো আইছলা, তারার গেছে তাইন বউত
দিন ধরি দেখা দিলা; এরাউ অখন আমরার গেছে তান বেয়াপারে সাক্ষি
দিরা। 32 আর আমরার বাফ-দাদা অকলর গেছে আল্লায় যেতা ওয়াদা
করছিলা, আমরা আপনাইন্তর গেছে হউ খুশ-খবরি জানাইরাম, 33 আল্লায়
ইছারে মুর্দা থাকি জিন্দা করিয়া তারার ওয়ারিশ অকল, মানি আমরার গেছে
তান ওয়াদা পুরা করছইন, আর ই বেয়াপারে জবুর কিতাবর দুছরা রুকুত
অউলা লেখা আছে:

তুমি আমার পুত,
আইজ থাকি আমি অইলাম
তুমার গাইবি বাফ।

34 আল্লায় যেন তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, আর তাইন যেন কুনু দিনও
ক্ষয় অইতা নায়, ই বেয়াপারে আল্লায় কইছইন:
আমি দাউদর গেছে যে পাক ওয়াদা অকল করছি,

ইতা আমি তুমরারে দান করমু।

35 তাইন জবুর শরিফর আরক আয়াতো কইছইন:
তুমি নিজর পাক বন্দারে ক্ষয় অইতে দিতায় নায়।

36 দাউদ তো হি আমলর মানষর মাজে আল্লার খিয়াল-খুশি পুরা করার বাদে
ইন্তেকাল করলা, আর তান ময়-মুরব্বি অকলর গেছে তানরে দাফন করার
বাদে ক্ষয় অইগেলা, 37 অইলে আল্লায় যেনরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন,
এইন তো ক্ষয় অইছইন না। 38 এরলাগি আমার ভাই অকল, আপনারাও
জানিয়া রাখউক্কা, অউ ইছার মাজদিয়াউ গুনা থাকি মাফি পাওয়ার কথা
আপনাইন্তর গেছে তবলিগ করা অর। 39 আপনারা মুছার শরিয়তর উছিলায়
গুনার সাজা থাকি রেহাই পাইছইন না, অইলে যেকুনু জনে ইছার উপরে
ইমান আনলে, তান উছিলায় হে গুনার সাজা থাকি রেহাই পায়। 40 এরলাগি
আপনারাও হুশিয়ার অউক্কা, যাতে নবী অকলর কিতাবো যেতা বয়ান করা
অইছে, ইতা যানু আপনাইন্তর উপরে না ঘটে:

41 তুমরা যেরা আল্লারে লইয়া ঠাট্টা করো,
তুমরা খিয়াল করো,
তুমরা চমকাইয়া উঠো আর বিনাশ অও;
কারন তুমরার আমলোউ আমি অউলা এক কাম করমু,
যে কামর কথা কেউ তুমরার গেছে কইলেও,
তুমরা কুনুমন্তেউ বিশ্বসি করতায় নায়।”

42 পাউলুছ আর বার্নাবাছ মছিদ থাকি যাওয়ার বালা মানষে তারারে মিনত
করি কইলা, বাদর জুম্মাবারেও তারা ই বেয়াপারে আরো বয়ান করার লাগি।
43 মছিদ থাকি মানুষ অকল বার অইয়া যাওয়ার বাদে, বউত ইহুদি আর ইহুদি
ধর্ম মানরা পরেজগার অকলে পাউলুছ আর বার্নাবাছর খরে খরে গেলা।
এরা পাউলুছ আর বার্নাবাছর লগে বাতচিত করলা, তারা এরারে উৎসাহ
দিলা, এরা আল্লার রহমতর উপরে কাইম রইতা করি।
44 বাদর জুম্মাবারে টাউনর মানুষ দলে দলে আল্লার কালাম হুনার লাগি
আইলা। 45 অইলে অতো মানষর ভিড় দেখিয়া ইহুদি অকলে ইংসায় ভরি
গেলা, আর পাউলুছে যেতা বয়ান করলা তারা এর নিন্দা গাইয়া তান
বিরুধিতা করলা। 46 তেউ পাউলুছ আর বার্নাবাছে সাওস করিয়া জুয়াপ
দিলা, “আল্লার কালাম পয়লা আপনাইন্তর গেছে তবলিগ করা দরকার
আছিল; অইলে আপনারা যেবলা ইতা ঠেলিয়া হরাই দিরা, আর আখেরি
জিন্দেগি কামাই করা দরকার মনো কররা না, তে আমরাও অ-ইহুদি অকলর
বায় নজর ফিরাইল্লাম। 47 কারন মাবুদে আমরারে অউলা হুকুম করছইন,

আমি তুমারে অ-ইহুদি অকলর গেছে
নুর হিসাবে বেজিছি,
যাতে তুমি দুনিয়ার হেশ সীমানা পর্যন্ত
নাজাতর উছিলা অও।”

48 অ-ইহুদি অকলে ইতা হুনিয়া খুশি অইলা আর মালিকর কালামর
তারিফ করলা; আর যতো মানষরে আল্লায় আখেরি জিন্দেগি হাছিলর লাগি
পছন্দ করি রাখছিলা, তারা ইমান আনলা। 49 মালিকর কালাম হি দেশর হকল
জাগাত পৌছি গেল। 50 অইলে ইহুদি অকলে তারার পরেজগার খান্দানি
বেটিন্তরে আর টাউনর বড় বড় মুরব্বি অকলরে উছকাইয়া দিলো তারা
পাউলুছ আর বার্নাবাছর উপরে জুলুম করাইয়া, তারার সীমানা থাকি
খেদাইয়া বার করি দিলো। 51 তেউ পাউলুছ আর বার্নাবাছে হি মানষর
বিরুদ্ধে তারার পাওর ধুইল ঝাড়িয়া ফালাইয়া ইকনিয়া টাউনো গেলাগি।
52 আর হিনর উম্মত অকল খুশিয়ে আর পাক রুহে পুরাপুর কামিল অইলা।

ইকনিয়া টাউনো তবলিগ

14 ইকনিয়া টাউনো আইয়াও অউ লাখান পাউলুছ আর বার্নাবাছ
ইহুদির মছিদো গিয়া হামাইলা, হামাইয়া তারা অমন লাখান তবলিগ
করলা, ইতা হুনিয়া বউত ইহুদি আর অ-ইহুদি অকলে ইমান
আনলা। 2 অইলে যেতা ইহুদিয়ে ইমান আনলা না, তারা অ-ইহুদি অকলরে
উছকাই দিয়া, মুমিন অকলর বায় বিগড়াইলা। 3 পাউলুছ আর বার্নাবাছ হি
টাউনো বউত দিন রইলা, তারা সাওস করিয়া মালিকর বেয়াপারে তবলিগ
করলা। আর মালিকেও তান রহমতর কালামর পক্ষে পাউলুছ আর
বার্নাবাছর মাজদি, বউত মোজেজা আর কেরামতি অকল জাইর করাইলা।
4 বাদে আস্তা টাউনর মানুষ দুই দল অইগেল, এক দল ইহুদি অকলর পক্ষে,
আরক দল সাহাবি অকলর পক্ষে। 5 অইলে ইহুদি আর অ-ইহুদি কিছু মানষে
তারার নেতা অকলর লগে মিলিয়া, বার্নাবাছ আর পাউলুছরে মাইর-ধইর
আর পাথর মারার ফন্দি করলা। 6 পাউলুছ আর বার্নাবাছে ইতা টের পাইয়া
লুকায়নিয়া দেশর লুশ্রা আর দর্বী শহরো, আর এর কান্দা-কাছাত বাগিয়া
রইলা; 7 তারা হনো ইঞ্জিলর খুশ-খবরি তবলিগ করলা।
8 লুশ্রা টাউনো একজন মানুষ বওয়াত থাকতো, তার পাওত কুনু বল
আছিল না, হে মা’র পেট থাকিউ লেংড়া, কুনু দিনও আটতো পারিছে না।
9 হে পাউলুছর বয়ান হুনাত আছিল; পাউলুছে তার বায় খিয়ান করি চাইলা,
আর ভালা অওয়ার লাগি তার ইমান আছে বুজিয়া, 10 তারে জুরে ডাকদি
কইলা, “তুমার পাওত ভরদি সিদা অইয়া উবাও!” তেউ লগে লগেউ মানুষগু
ফালদি উঠিয়া আটতো লাগল। 11 পাউলুছর ই কেরামতি দেখিয়া মানষে
লুকায়নিয়া ভাষায় চিল্লাইয়া কইলো, “দেবতা অকলে মানষর ছুরত ধরিয়া
আমরার গেছে লামিয়া আইছইন!” 12 আর মানষে বার্নাবাছর নাম দিলো
“জিউছ দেব” আর পাউলুছ বড় বয়ান কররা গতিকে, তান নাম দিলো
“হার্মিছ দেব”। 13 শহরর বাইরা মুল গেইটর কান্দাত জিউছ দেবতার মন্দিরর
বাবন ঠাকুরে বিছাল আর মালা লইয়া আইলো, কারন হি ঠাকুরে আর হক্কল
মানষে পাউলুছ আর বার্নাবাছর নিয়তে পশু বলি দিতো চাইলো। 14 অইলে
সাহাবি বার্নাবাছ আর পাউলুছে ইতা হুনিয়া বে-করার বনিয়া যারযির ফিন্নর
কাপড় ছিড়িয়া দৌড়িয়া মানষর গেছে গেলা, আর জুরে চিল্লাইয়া কইলা,
15 “ও ছাব অকল, আপনারা কেনে ইতা কররা? আমরা তো খালি
আপনাইন্তর লাখানউ দুখি-সুখি মানুষ, আমরা আপনাইন্তর গেছে অউ খুশ-
খবরি তবলিগ কররাম, যাতে ই অসার হকলতা বাদ দিয়া জিন্দা আল্লার বায়
ফিরইন, যেইন আছমান-জমিন, দরিয়া আর এরমাজে যততা আছে হক্কলতা
পয়দা করছইন। 16 আগর আমলর হকল জাতিরে তাইন যারযির ইচ্ছামতো
পথে চলতে দিছইন; 17 তা-ও তাইন হামেশা নিজরে জাইর করছইন, তাইন
আছমান থাকি মেঘ দিয়া, সময় মত ফসল দান করিয়া তান মেহেরবানি
দেখাইছইন, আপনাইন্তর পেট ভরা খানি আর দিলর আরাম যুগাইছইন।”
18 ই মাত অকল মাতার বাদেও বউত কষ্ট করিয়া এরার পশু বলি দেওয়া বন্দ
করাইলা।

নানান টাউনো তবলিগ

19 বাদে আন্তিয়খিয়া আর ইকনিয়া থাকি কয়জন ইহুদি আইয়া, পাউলুছর
বিরুদ্ধে মানষরে উছকাইয়া দিয়া তানরে পাথর মারলো, আর তাইন মরি
গেছইন মনে করিয়া, টাউনর বারে ছেছরাইয়া লইয়া গেলো। 20 অইলে মুমিন
অকল তান চাইরোবায় একলগে দলা অওয়ার বাদে, তাইন উঠিয়া টাউনো
ফিরিয়া গেলা। বাদর দিন তাইন বার্নাবাছর লগে অইয়া দর্বী শহরো গেলাগি।
21 দর্বীত গিয়া হারলে হনো খুশ-খবরি তবলিগ করিয়া পাউলুছ আর
বার্নাবাছে বউত মানষরে ইমানদার বানাইলা, বাদে তারা লুশ্রী, ইকনিয়া আর
আন্তিয়খিয়াত ফিরত গেলা; 22 হনো গিয়া তারা মুমিন অকলর ইমানি বল
বাড়াইয়া তারারে ইমানে মজবুত রওয়ার লাগি তাগিদ দিলা, তারা কইলা,
বউত দুখ-তকলিফর পথ পার অইয়া আমরা আল্লার বাদশাইত হামানি
লাগবো। 23 তারা জমাতরে চালানির লাগি পরতেক জমাতর মুরব্বি-কমিটি
বানাইলা। আর যে মালিকর উপরে তারা ইমান আনছইন, এন নামে রোজা
রাখিয়া দোয়া করিয়া অউ ইছার আতো এরারে সপিয়া দিলা। 24 বাদে
পাউলুছ আর বার্নাবাছে পিষিদিয়া দেশর ভিতরেদি পামফুলিয়া দেশো গেলা।
25 তারা পর্গা শহরো আল্লার কালাম তবলিগ করিয়া আত্তোলিয়া জাজ
ঘাটো গেলা; 26 আন্তোলিয়া থাকি জাজো উঠিয়া আন্তিয়খিয়াত ফিরত
আইলা। তারা ই ছফরো যেতা কাম অকল ইঞ্জাম করছিলা, ই কামর লাগি
তারারে অউ আন্তিয়খিয়া থাকিউ আল্লার রহমতর হেফাজতো সপি দেওয়া
অইছিল। 27 আন্তিয়খিয়াত পৌছিয়া জমাতর হকলরে একখানো দলা করলা,
আর আল্লায় তারার ই টাউনো তারার লগে রইয়া যেতা যেতা কাম অকল
করছইন, আর তাইন কিলা অ-ইহুদি অকলর মাজে ইমান আনার দুয়ার
খুলিয়া দিছইন, ই হক্কলতা জানাইলা। 28 হেশে তারা মুমিন অকলর লগে
হিকানো বউত দিন রইলা।

জেরুজালেম বৈঠকর ফয়ছালা

15 এহুদিয়া থাকি কয়জন মানুষ আন্তিয়খিয়াত আইলা আর ইমানদার
অকলরে অউ তালিম হিকানিত লাগলা, “মুছার শরিয়ত মাফিক
তুমরার মছলমানি করাইল না অইলে, কুনুমন্তেউ গুনা থাকি নাজাত
পাইতায় নায়।” 2 ইতা লইয়া হজরত পাউলুছ আর বার্নাবাছর লগে অউ
মানুষ অকলর খুব কথা কাটাকাটি অইলো। বাদে ঠিক অইলো, পাউলুছ আর
বার্নাবাছ আন্তিয়খিয়ার কয়জন ইমানদাররে লগে লইয়া জেরুজালেমো
যাইবা, গিয়া তারা সাহাবি আর জমাতর মুরব্বি অকলর লগে ই বিষয়ে
বাতচিত করবা। 3 আন্তিয়খিয়ার জমাতে তারার যাওয়ার বন্দোবস্ত করি
দিলা, ফৈনিকিয়া আর শমরিয়া এলাকার ভিতরেদি যাইতে যাইতে পাউলুছ
আর বার্নাবাছে মানষরে জানাইলা অ-ইহুদি অকল কিলা আল্লার বায়
ফিরের, ইতা হুনিয়া তারা খুব খুশি অইলা। 4 পাউলুছ আর বার্নাবাছ
জেরুজালেমো আইয়া পৌছার বাদে জমাতর মানষে, সাহাবি আর মুরব্বি
অকলেও তারারে মায়ার নজরে কবুল করলা। আর তারার উছিলায় আল্লায়
যেতা কাম করছইন, ইতা হকলর গেছে জানাইলা। 5 অউ সময় ফরিশি দলর
কয়জন ইমানদারে উবাইয়া কইলা, “অ-ইহুদি অকলর মছলমানি করানি
জরুর, আর তারা যানু হজরত মুছার শরিয়তও আমল করে, এরলাগি
তারারে হুকুম দেওয়া অউক।”
6 তেউ ই বিষয়র ফয়ছালা করার লাগি সাহাবি অকল আর জমাতর মুরব্বি
অকল এক জাগাত দলা অইলা। 7 বউত বাতচিতর বাদে হজরত পিতরে
উবাইয়া কইলা, “ভাইয়াইন অকল, আপনারা তো জানইন, বউত দিন আগে
আপনাইন্তর মাজ থাকিউ আল্লায় আমারে পছন্দ করি নিছইন, যাতে অ-
ইহুদি অকলেও আমার মুখ থাকি খুশ-খবরি হুনিয়া ইমান আনইন। 8 আল্লায়
তো হকলর দিলর খবর জানইন, তে তাইন আমরারে যেলাখান পাক রুহ্
দান করছইন, অ-ইহুদি অকলরেও অউলা পাক রুহ্ দান করিয়া দেখাইছইন,
তারাও নাজাত হাছিল করছে। 9 তাইন আমরার আর তারার মাজে আলাদা
কুন্তা রাখছইন না, কারন তারা ইমান আনছইন করি, তারার দিলও ছাফ
করিলিছইন। 10 তে আমরার বাফ-দাদা অকলে বা আমরাও যে ভার বইতাম
পারছি না, হি ভার অ-ইহুদি উম্মত অকলর কান্দো তুলিয়া দিয়া, কেনে
আপনারা আল্লা পাকরে পরিক্ষা কররা? 11 আমরা তো মনো করি, হজরত
ইছার মেহেরবানিয়ে আমরা যেলা গুনা থাকি মাফি পাইছি, তারাও অউলা
মাফি পাইছইন।”
12 তেউ হক্কল নিরাই অইগেলা; পাউলুছ আর বার্নাবাছর জরিয়ায় আল্লায়
অ-ইহুদির মাজে যেতা মোজেজা আর কেরামতি কাম অকল করাইছইন,

তারার মুখ থাকি অতা হুনলা। 13 তারার বয়ান শেষ অওয়ার বাদে ইয়াকুবে
কইলা, "ভাইছাব অকল, হুনউক্কা, 14 আল্লায় তান নিজর বন্দা অওয়ার লাগি
অ-ইহুদি অকল থাকি একদল মানষরে পছন্দ করি নিয়া দেখাইছইন, অ-ইহুদি
অকলর বায়ও তান খিয়াল আছে, আর অউ কথাউ সাইমন-পিতরে অখন
বয়ান করছইন। 15 ই বয়ানর লগে নবী অকলর কালামরও মিল আছে; যেলা
লেখা আছে,

16 এরবাদে আমি আইয়া দাউদর পড়ি যাওয়া ঘর
হিরবার তিয়ার করমু,
যেতা বিনাশ অইগেছে ইতা হিরবার গাথিমু,
হিরবার নয়া করিয়া বানাইমু,
17 যাতে বাকি হকল মানষে মাবুদর তালাশ করইন,
আর যতো অ-ইহুদির নাম
আমার বন্দার খাতাত লেখা আছে,
তারাও তালাশ করইন।
মাবুদেউ অউ কালাম কইরা,
18 ইতা বউত দিন আগ থাকিউ
তান মালুম আছিল।"

19 ইয়াকুবে আরো কইলা, "তে আমার ফয়ছালা অইলো, অ-ইহুদি থাকি
যেরা আল্লার পথি অর, তারারে আমরা কুনু দুখ দিতাম নায়। 20 তারার গেছে
খালি অউ হুকুমখান লেখিয়া জানাই দেই, তারা যানু দেবতার নামর হক্কল
কাম থাকি, জিনার কাম থাকি, আর গলা টিপিয়া মারা জানদারর গোস্ত
খাওয়া আর লউ খাওয়া থাকি দুরই রইন। 21 ই হুকুম অকল তারারে
জানানিখান ভালা, কারন মুছায় যেতা তালিম দিছইন, ইতা বউত জমানা
থাকি পরতেক টাউনো মানষে তবলিগ করর, আর তাইন যেতা লেখিয়া
থইয়া গেছইন, ইতা তো পরতেক জুম্মাবারে মছিদাইন্তো তিলাওত করা
অর।"

22 তেউ সাহাবি অকল, জমাতর মুরব্বি অকল, আর জমাতর হকল আম
মানষে একমত অইলা, তারার নিজর মাজ থাকি কয়জনরে পছন্দ করিয়া
পাউলুছ আর বার্নাবাছর লগে আন্তিয়খিয়াত পাঠাই দিবা। অউ তারা সিলাছ
আর এহুদা উরফে বার্শাব্বা নামর অউ দুই মুরব্বিরে পছন্দ করলা। 23 তারার
আতো অউ চিঠি লেখিয়া পাঠাইলা: "আন্তিয়খিয়া, সিরিয়া আর
কিলিকিয়ার অ-ইহুদি মুমিন ভাইয়াইন্তর গেছে, সাহাবি অকলে, জমাতর
মুরব্বি অকলে, আর মুমিন অকলে ই ছালাম জানাইরাম। 24 আমরা হুনলাম
যেন, আমরার মাজ থাকি কয়জন মানুষ গিয়া তারার জবানদি আপনারারে
অস্থির বানাইয়া পেরেশানি করার; অইলে আমরা তো তারারে ইলা কামর
কুনু হুকুম দিছি না। 25 এরলাগি আমরা হকলে একমত অইয়া কয়জনরে
পছন্দ করিয়া, আমরার মায়ার মানুষ বার্নাবাছ আর পাউলুছর লগে করি
তারারে আপনাইন্তর গেছে পাঠাইলাম, 26 বার্নাবাছ আর পাউলুছ তো
আমরার হজরত ইছা আল-মসীর নামর লাগি মরার জুকা অইগেছলা।
27 আমরা এহুদা আর সিলাছরেও পাঠাইলাম, তারা ইতা মুখে মুখেও
জানাইবা। 28 পাক রুহ আর আমরা মিলিয়া অটাউ ভালা মনো করলাম যেন,
অউ জরুরি তালিম অকল ছাড়া আর কুনু ভার আপনাইন্তর উপরে না
গছাই। 29 তে আপনারা দেবতার নামর মানা কুনু খানি, লউ, আর গলা
টিপিয়া মারা জানদারর গোস্ত খাইবা না, আর জিনার কাম থাকি দুরই রইবা;
ইতা থাকি হেফাজত রইলে আপনাইন্তর ভালাই অইবো। ইতি, আছছালামু
আলাইকুম।"

30 বাদে তারা বিদায় লইয়া আন্তিয়খিয়াত আইলা, হিনো তারা জমাতর
মানষরে একখানো দলা করি চিঠিখান সমজাই দিলা। 31 মানষে চিঠিখান
পড়িয়া ই শান্তির নছিয়ত হুনিয়া খুশি অইলা। 32 এহুদা আর সিলাছ, এরা
দুইওজন নবী আছলা, এরা হিনর মুমিন অকলরে বউত লাখান ওয়াজ-
নছিয়ত করিয়া উৎসাহ দিলা আর তারার ইমানি বল মজবুত করলা।
33-34 হনো বাক্কা কয়দিন রওয়ার বাদে, যেরা তারারে পাঠাইছলা এরার গেছে
হিরবার ফিরত আইতা করি, আন্তিয়খিয়ার মুমিন অকলরে ছালাম জানাইয়া
বিদায় লইলা। 35 অইলে পাউলুছ আর বার্নাবাছ আন্তিয়খিয়াত রইগেলা,
তারা হিনো আরো বউতর লগে মালিকর কালামর তালিম আর খুশ-খবরি
তবলিগ করাত রইলা।

হজরত পাউলুছর দুয়ারা তবলিগি ছফর (১৫:৩৬-১৮:২৩)

পাউলুছ আর বার্নাবাছর অমিল

36 কয়দিন বাদে পাউলুছে বার্নাবাছরে কইলা, "আমরা যেতা জাগাইন্তো
আগে মালিকর কালাম তবলিগ করছলাম, আও, হউ জাগাইন্তো হিরবার
গিয়া দেখা করি। দেখিয়া আই ভাইয়াইন্তর হাল-হকিকত কিতা।" 37 তেউ
বার্নাবাছর খিয়াল অইলো, হান্নান উরফে মার্কুছরে লগে লইয়া যাইতা;
38 অইলে পাউলুছে এনরে লগে নেওয়া ভালা মনো করলা না, কারন মার্কুছে
আগে পামফুলিয়াত তারারে ফালাইয়া গেছুলাগি, তারার লগে কাম করা বাদ
দিলাইছলা। 39 এরলাগি পাউলুছ আর বার্নাবাছর মাজে মত্তর অমিল
অইগেল এরদায় তারা যারযির পথে আলগ অইগেলা। বার্নাবাছে মার্কুছরে
লইয়া জাজো করি সাইপ্রাস দ্বীপো গেলা; 40 আর পাউলুছে সিলাছরে পছন্দ
করিয়া, আন্তিয়খিয়ার মুমিন অকলর জরিয়ায় মাবুদর রহমতর আতো সপা
অইয়া রওয়ানা দিলা। 41 তাইন সিরিয়া আর কিলিকিয়ার মাজেদি রওয়ানা
করিয়া পথে পথে জমাত অকলরে আরো মজবুত করলা।

দর্বী আর লুশ্রা টাউনো হজরত পাউলুছ

16 হজরত পাউলুছ পয়লা দর্বী আর বাদে লুশ্রা টাউনো গিয়া
আজিলা। লুশ্রাত তিমথি নামে একজন উম্মত আছলা, তান মা
ইমানদার, মা তো ইহুদি জাতর, অইলে বাফ ইউনানি জাতর।
2 লুশ্রা আর ইকনিয়া টাউনর হকল ইমানদারে তিমথির বউত তারিফ করতা।
3 পাউলুছে তিমথিরে লগে নিতা করি খিয়াল করলা; তাইন তিমথিরে
মছলমানি করাইলা, কারন হি জাগাইন্তর ইহুদি অকলে জানতা তিমথির বাফ
অইলা ইউনানি জাতর মানুষ। 4 জেরুজালেম জমাতর সাহাবি আর মুরব্বি
অকলে যেতা হুকুম দিছলা, তারা টাউনে টাউনে ছফর করি করি ইতা মুমিন
অকলর আতো সমজাইলা আর মানার তাগিদ দিলা। 5 অউলা জমাতর
মুমিন অকলর ইমান মজবুত অইলো, আর দিনে দিনে তারার পরিমান আরো
বাড়িলো।

মাকিদনিয়াত হজরত পাউলুছ

6 পাক রুহে হজরত পাউলুছ আর তান লগর হকলরে আছিয়া দেশো
কালাম তবলিগ করতে মানা করলা, তেউ তারা ফরুগিয়া আর গালাতিয়া
দেশর ভিতরেদি পার অইয়া গেলা। 7 গিয়া মুশিয়ার সীমানাত আইয়া হারলে
বিথুনিয়া দেশো যাইতা চাইলা, অইলে ইছার রুহে তারারে হিকানো যাইতে
দিলা না, 8 এরদায় তারা মুশিয়া দেশ ফালাইয়া তরোয়াছ টাউনো গেলাগি।
9 রাইতর বালা পাউলুছে গাইবি এক দরশন পাইলা; তাইন দেখলা,
মাকিদনিয়া দেশর এক বেটায় উবাইয়া তানরে মিনত করি কইরা,
"মাকিদনিয়াত পার অইয়া আইয়া আমরারে সাইয্য করউক্কা।" 10 তাইন ই
আলামত দেখার বাদেউ আমরা মাকিদনিয়াত যাওয়ার লাগি তিয়ার
অইলাম, আমরা বুজলাম, মাকিদনিয়ার মানষর গেছে খুশ-খবরি তবলিগ
করার লাগি আল্লায় আমরারে পাঠাইরা।
11 অউ আমরা তরোয়াছ ছাড়িয়া জাজো করি সুজা সামথ্রাকী দ্বীপো
গেলাম, হিন থাকি বাদর দিন নিয়াপলি টাউনো গিয়া আজিলাম।
12 নিয়াপলি থাকি আমরা ফিলিপি টাউনো গেলাম। ইটা অইলো
মাকিদনিয়ার হকল থাকি বড় টাউন, ইনো রোমান রাজার মানুষ বসত
করতা। আমরা কয়দিন অনো রইলাম। 13 এক জুম্মাবারে আমরা টাউনর
বাইরা গাংগর পারো গেলাম, মনো করলাম, হিকানো ইহুদি ধর্মর দোয়া করার
কুনু জাগা আছে। হিনো গিয়া আমরা বেটিন্তর এক দল দেখিয়া তারার লগে
মাতো বইলাম। 14 আর এরার মাজে থুয়াতিরা টাউনর লুদিয়া নামর অ-ইহুদি
আল্লারাইয়া এক বেটি মানুষ আছলা, এইন বাইংগনি রংগর খান্দানি কাপড়র
কারবার করতা। তাইন আমিরার বয়ান হুনাত আছলা, আর মাবুদে তান
দিলর দুয়ার খুলিয়া দিলাইলা, যাতে তাইন পাউলুছর বয়ান দিল দিয়া
হুনইন। 15 তাইন আর তান ঘরর হকলে তৌবার গোছল করিয়া হারলে
তাইন মিনত করি কইলা, "আপনারা যুদি আমারে মালিকর উপরে ইমানদার
মনো করইন, তে আমার বাড়ি খানো আইয়া রউক্কা।" কইয়া তাইন জুরে
জাতিয়া আমরারে তান বাড়িত নিলাগি।

জেল খানাত আটক আর গাইবি খালাছ পাওয়া

16 একদিন আমরা যেবলা হউ দোয়া করার জাগাত যাওয়াত আছলাম,
অউ সময় জিন্নাত সাথকি এক বান্দি বেটি আখতাউ আমরার ছামনে
আইলো। তাই ভাইগ্য গনিয়া তাইর গিরস্ত অকলরে বউত লাভ করাইতো।
17 তাই আমরার খরে খরে আইয়া চিল্লাইয়া কইলো, "ই মানুষ গুইন
উপরআলার সেবক, এরা তুমরারে তরানির পথ দেখাই দিরা।" 18 তাই বউত
দিন ধরি ইতা করছিল, একদিন পাউলুছে বিরক্ত অইয়া তাইর বায় মুখ
ফিরাইয়া হউ জিনরে কইলা, "আমি ইছা আল-মসীর নামে তুমারে ই হুকুম
দিরাম, তুমি ই বেটির গেছ থাকি বার অইয়া যাওগি!" আর লগে লগেউ হি
জিন বার অইয়া গেলগি।
19 অইলে তাইর মুনিব অকলে তারার লাভ ফুড়াইগেল দেখিয়া, পাউলুছ
আর সিলাছরে ধরিয়া টানিয়া সদরো লইয়া গেলা। 20 বাদে হাকিম অকলর
গেছে সমজাই দিয়া কইলা, "ই মানুষ গুইন্তে আমরার টাউনো আইয়া বেথায়া
গন্ডগোল বাড়াই দিছে। এরা তো ইহুদি আর আমরা অইলাম রোমান মানুষ।
21 এরা অউ জাতর কায়দা-কানুনর কথা মানষরে হিকাইরা, যেতা করা
আমরার লাগি বে-আইনি।" 22 আর হিনর আরো মানুষ একলগে দল বান্দিয়া
পাউলুছ আর সিলাছর বিরুধিতা করলো, তেউ হাকিম অকলে এরার
কাপড়-চুপড় খুলিয়া ছিংলাদি মারার হুকুম দিলা। 23 আর খুব ভালাটিকে
ছিংলাদি মারিয়া তারারে জেলো হারাই থইয়া, জেলর অফিসাররে হুকুম
দিলা কড়াকড়ি পাহারা দেওয়ার লাগি। 24 জেলর অফিসারে ই হুকুম পাইয়া
হারি তারারে জেলর ভিতরর কুঠাত হারাই থইলা, আর তারার পাওত ডান্ডা-
বেড়ি লাগাইলা।
25 আধা রাইতকুর বালা পাউলুছ আর সিলাছে আল্লার হামদ-গজল
গাইতে গাইতে দোয়া করাত আছলা, জেলর কয়দি অকলে কান পাতিয়া
তারার গজল হুনলা। 26 অউ সময় আখতাউ বড় এক ভৈছাল অইলো,
আস্তা জেলখানার ভীত কাপিয়া উঠলো। জেলর হকল দুয়ার আর কয়দি
অকলর শিকল খুলিগেল। 27 তেউ জেলর অফিসারর ঘুম ভাংলো আর
জেলর হকল দুয়ীর খুলা দেখিয়া তান তলোয়ার বার করিয়া নিজে নিজে খুন
অইযিতা চাইলা, তাইন মনো করলা, হকল কয়দি বাগিয়া গেছইনগি। 28 অউ
পাউলুছে দেখিয়া চিল্লাইয়া কইলা, "দম লও, দম লও, নিজর খেতি করিও
না, আমরা হকলউ ইখানো রইছি।" 29 তেউ অফিসারে একজনরে বাত্তি
আনার হুকুম দিয়া, তাইন দৌড়াইয়া গিয়া ভিতরে হামাইলা, আর ডরর চুটে
কাপি কাপি পাউলুছ আর সিলাছর পাওত পড়লা; 30 বাদে পাউলুছ আর

সিলাছরে বারে আনিয়া জিকাইলা, “ছাব অকল, আমি কিতা করলে জানে বাচতাম পারমু?” 31 তারা জুয়াপ দিলা, “হজরত ইছার উপরে ইমান আনউক্কা, তেউ আপনে আর আপনার বাড়ির হকল জানে বাচবা।” 32 পাউলুছ আর সিলাছে জেলর অফিসার আর তান বাড়ির হকলরে মালিকর কালাম হুনাইলা। 33 আর হউ রাইতউ তাইন পাউলুছ আর সিলাছরে লইয়া গিয়া তারার শরিলর কাটা-চিরা ধইয়া দিলা, বাদে তাইন আর তান বাড়ির হকলে লগে লগে তৌবার গোছল করলা। 34 আর তারারে তান নিজর ঘরো নিয়া খানা খাইতে দিলা। বাড়ির হকলে মিলি আল্লার উপরে ইমান আনিয়া বউত খুশি অইলা।

35 বাদর দিন বিয়ানে হাকিম অকলে পুলিশ পাঠাইয়া জানাইলা, ই কয়দি অকলরে ছাড়ি দেও। 36 তেউ জেলর অফিসার ছাবে পাউলুছরে জানাইলা, “হাকিম অকলে হুকুম দিছইন আপনারারে ছাড়ি দিবার লাগি, তে আপনারা বার অইয়া আউক্কা আর ছই-ছালামতে তশরিফ নেউক্কা।” 37 পাউলুছে তারারে কইলা, “আমরা রোমান মানুষ, আমরার কুনু বিচার না করিয়া হকলর ছামনে ছিংলাদি মারছইন আর জেলো হারাইছইন। অখন হাকিম অকলে আমরারে লুকাইয়া ছাড়ি দিতা চাইরা? ইতা অইতো নায়, তারা নিজে আইয়া আমরারে বার করি নেউক্কা।” 38 পুলিশে গিয়া হাকিম অকলরে অউ কথা জানাইলা, হাকিম অকলে পাউলুছ আর সিলাছরে রোমান মানুষ হুনিয়া ডরাইগেলা। 39 তারা পাউলুছ আর সিলাছর গেছে আইয়া মাফ চাইলা, আর তারারে বারে নিয়া টাউন থাকি হরি যাওয়ার লাগি মিনত করলা। 40 তেউ তারা জেলখানা থাকি বার অইয়া আইয়া বিবি লুদিয়ার বাড়িত হামাইলা। হিকানো মুমিন অকলর লগে দেখা-সাক্ষাত করিয়া তারারে উৎসাহ দিলা, বাদে হন থাকি রওয়ানা অইলা।

থিষলনিকি আর বিরয়া টাউনো ছফর

17 হজরত পাউলুছ আর সিলাছ আমফিপুলি আর আপল্লোনিয়া টাউনর মাজেদি গিয়া থিষলনিকিত আইলা। হিনো ইহুদি অকলর একখান মছিদ আছিল; 2 পাউলুছ তান নিয়ম মতোউ হি মছিদো গেলা, আর লাগা লাগা তিন জুম্মাবারে মানষরে পাক কালাম থাকি বুজাইলা। 3 তাইন বুজাইলা আর পরমানও দেখাইলা, তকলিফ সইয্য করা আর মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠা আল-মসীর লাগি জরুর আছিল। তাইন কইলা, অউ যে ইছার কথা আমি আপনারারে বুজাইরাম, এইনউ আল-মসী। 4 ইতা হুনিয়া এরার মাজ থাকি কয়জনে ইমান আনিয়া পাউলুছ আর সিলাছর লগে শরিক অইলা। বউত আল্লারাইয়া ইউনানি বেটাইন আর খান্দানি বেটিনও তারার লগে শরিক অইলা। 5 অইলে ইহুদি অকলে ইংসা করিয়া বাজারি গুন্ডাইন আনিয়া দল বানাইলো আর টাউনর মাজে গোলমাল লাগাই দিলো। তারা জাছুনর বাড়িত হামলা করিয়া পাউলুছ আর সিলাছরে তুকাইয়া মানষর ছামনে আনতো চাইলো। 6 অইলে এরারে না পাইয়া তারা জাছুন আর আরো কয়জন মুমিনরে টানিয়া ছেছরাইয়া টাউনর সর্দার অকলর গেছে লইয়া গেল, আর চিল্লাই চিল্লাই কইলো, “অউ বেটাইন্তে আস্তা দুনিয়ারে লন্ডভন্ড করিয়া অখন অনোও আইছে। 7 আর অউ জাছুনে তার নিজর বাড়িত এরারে মেহমানদারি করছে; এরা হকলে আমরার বাদশা কৈছরর হুকুম না মানিয়া কইরা, তাইন ছাড়া ইছা নামে আরক জন বাদশা আছইন।” 8 অউ লাখান মাত মাতিয়া তারা সর্দার অকলরে আর আম মানষরেও উছলাইয়া দিলো। 9 সর্দার অকলে জাছুন আর তান লগর হক্কলর জামানত লইয়া জামিনে ছাড়ি দিলা।

10 রাইত অওয়ার বাদে মুমিন অকলে জলদি করি পাউলুছ আর সিলাছরে বিরয়াত পাঠাই দিলা। হিকানো গিয়া হারলে তারা ইহুদির মছিদো আইলা। 11 থিষলনিকির ইহুদি অকল থাকি বিরয়া টাউনর ইহুদি অকল বউত খুলা-মেলা আছলা। তারা আল্লার কালাম হুনিয়া খুব গরজি অইয়া কবুল করলা, আর পাউলুছে যেতা তালিম দিরা ইতা হাছা কি না দেখার লাগি তারা পরতেক দিন আছমানি কিতাব খুলিয়া মিলাইতা। 12 তারার মাজ থাকি বউত ইহুদিয়ে, আর ইউনানি থাকিও বউত খান্দানি বেটাইন-বেটিন্তে ইছার উপরে ইমান আনলা। 13 অইলে থিষলনিকির ইহুদি অকলে যেবলা হুনলো, পাউলুছে বিরয়াত আইয়াও তবলিগ করছে, অউ তারাও বিরয়াত আইয়া হিনর মানষরে উছলাইয়া গোলমাল লাগাইলো। 14 ইতা হুনিয়াউ মুমিন অকলে পাউলুছরে দরিয়ার পারো পাঠাই দিলা, অইলে সিলাছ আর তিমথি বিরয়াতউ রইলা। 15 পাউলুছরে লইয়া যেরা রওয়ানা অইছিল, তারা তানরে লইয়া আথিনিয়াত গেলা। গিয়া হারলে পাউলুছে তারারে কইলা, সিলাছ আর তিমথিরে খুব জলদি করি তান গেছে পাঠানির লাগি, কইয়া তারারে বিদায় দিলাইলা।

আথিনিয়া টাউনো তবলিগ

16 আথিনিয়াত আইয়া হজরত পাউলুছে যেবলা সিলাছ আর তিমথির লাগি বার চাইরা, অউ সময় তাইন দেখলা হি টাউনর মাজে মুর্তিয়ে ভরা, দেখিয়া তান মনর মাজে খুব কষ্ট পাইলা। 17 অউ তাইন ইহুদি মছিদো গিয়া ইহুদি আর আল্লারাইয়া ইউনানি অকলরে, আর পরতিদিন বাজারো গিয়াও যেরার লগে দেখা অইতো, তারার লগেও হজরত ইছার বেয়াপারে বাতচিত করতা। 18 তেউ ইফিকুরী আর স্তোয়িকী মতবাদর কয়জন পন্ডিতে তান লগে তর্ক লাগাইলা, তারা কয়জনে কইলা, “ই বক-বক কররায় কিতা হিকাইতো চায়?” আর কেউ কেউ কইলো, “মনে কয় হে কুনু বিদেশি দেবতাইন্তর কথা জানাইতো চার।” কারন পাউলুছে হজরত ইছা আর মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়ার খুশ-খবরির কথা তবলিগ করছিলা। 19 বাদে তারা পাউলুছরে আনিয়া আরেয়-পাগর মজলিছো নিয়া আজির করলা, আর তানরে জিকাইলা, “অউ যেতা নয়া শিক্ষা আপনে কইরা, ইতা কিতা আমরারেও হুনাইবা নি? 20 আপনে তো কিছু আজগুবি মাত মাতিরা, তে আমরা জানতাম চাইরাম এর আসল মানিখান কিতা।” 21 আথিনিয়া টাউনর মানষে আর হিনো রওরা মুছাফির অকলেও খালি নয়া নয়া বেয়াপারর মাত মাতিয়া বা হুনিয়া তারার দিন কাটাইতা।

22 তেউ হজরত পাউলুছে আরেয়-পাগর মজলিছর মাজখানো উবাইয়া কইলা, “ও আথিনিয়ার মানুষ অকল, আমি দেখরাম, আপনারা হকল কামোউ খুব দেবতা ভজইন। 23 আমি যেবলা পাখানিত গেছলাম, অউ সময় আপনাইন্তর পুজার হকলতা ঘুরিয়া দেখলাম, আমি দেখলাম এক পাথরর মাজে লেখা আছে, ‘অচিনা দেবতার নামে।’ তে হুনউক্কা, আপনারা না-চিনিয়া যেন পুজা কররা, আমি তান কথাউ আপনাইন্তর গেছে তবলিগ কররাম। 24 আল্লা পাক, যেইন ই দুনিয়া আর এর মাজর হকলতা পয়দা করছইন, তাইন বেহেস্ত আর দুনিয়ার মালিক, তাইন তো মানষর বানাইল কুনু মন্দিরো বসত করইন না। 25 তান কুনু অভাব নাই গতিকে মানষর গেছ থাকি কুনুতা নেয়ারও গরজ নাই, তাইনউ তো হক্কল মানষর জান, দম, আর হকলতা দান করইন। 26 তাইন একজন মানুষ থাকি হক্কল জাতর মানুষ পয়দা করছইন, আস্তা দুনিয়াই জুড়ি বসত করার লাগি। তারা কুন আমলো কুনানো বসত করবা ইটাও তাইন ফয়ছালা করি দিছইন। 27 আল্লায় ই কাম করছইন যাতে মানষে তানরে তালাশ করইন, আর তুকাই তুকাই তান দিদার পাইন। অথচ তাইন আমরা কেউরর গেছু থাকি দুরই নায়। 28 আপনাইন্তর কয়জন কবিয়েও কইছইন, ‘তান কুদরতেউ আমরার জিন্দেগি, গতি আর ঠাই।’ আর, ‘আমরাও তান ওয়ারিশ।’

29 “আর আমরা যেবলা আল্লার ওয়ারিশ, তে আল্লার ছুরতরে মানষর খিয়াল-মর্জিয়ে বানাইল সোনা-রুপা বা পাথরর মুর্তি মনো করা আমরার লাগি উচিত নায়। 30 আগর জমানার মানষে ইতা জানতা না গতিকে আল্লায় ইতারে কছুর মনো করছইন না, অইলে অখন তাইন হকল জাগার হক্কল মানষরে মন বদলাইয়া তৌবা করার লাগি হুকুম দিরা। 31 তাইন তো অউলা এক দিনও ঠিক করছইন, যেদিন তান পছন্দর হক্কানি মানষর আতানে দীন-দুনিয়ার হক বিচার করাইবা। ইটারে একিন করার লাগি তাইন হউ মানষরে মুর্দা থাকি জিন্দা করিয়া এর পরমানও দেখাইছইন।”

32 মুর্দা অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবা ইখান হুনিয়া কেউ কেউ আসা-আসি করলো, আর কেউ কেউ কইলো, “আপনার ই বেয়াপার খান আমরা আরকবার হুনমু।” 33 অউ লাখান করি পাউলুছে হি মজলিছ থাকি উঠিয়া গেলাগি। 34 অইলে কেউ কেউ তান লগে একমত অইলা আর ইমানও আনলা। এরার মাজে দিয়নুসিয় নামে আরেয়-পাগর একজন মেম্বার, দামারিস নামর একজন বেটি মানুষ আর আরো কয়জনে ইমান আনলা।

করিন্থ টাউনো হজরত পাউলুছ

18 বাদে হজরত পাউলুছ আথিনিয়া ছাড়িয়া করিন্থ টাউনো আইলা। 2 হিনো আইয়া হারলে আকিল নামর একজন ইহুদির লগে তান দেখা অইলো। এন বাড়ি পন্ত দেশো, রোমান বাদশা কেলাদুছে ইহুদি অকলরে রোম থাকি হরি যাওয়ার হুকুম দিছলা গতিকে, আকিলে তান বউ ফিছকিলারে লগে লইয়া থুড়া কয়দিন আগে ইতালি থাকি করিন্থত আইছলা। পাউলুছ তারার কান্দাত গেলা। 3 তাইনও তারার লাখান তাম্বু বানানির কাম করতা গতিকে তাইন তারার লগে রইয়া অউ কামো লাগলা। 4 পরতেক জুম্মাবারে পাউলুছ ইহুদি মছিদো গিয়া ইছার বেয়াপারে বাতচিত করতা, তাইন ইউনানি আর ইহুদি অকলরে ইমান আনার লাগি তাগিদ দিতা।

5 হজরত সিলাছ আর তিমথি মাকিদনিয়া থাকি আইয়া হারলে, পাউলুছে খালি আল্লার কালামর তবলিগ করতা। তাইন ইহুদি অকলরে বুজাইতা, হজরত ইছাউ অইলা আল-মসী মানি আল্লার খাছ পছন্দ করা জন। 6 অইলে ইহুদি অকলে যেবলা পাউলুছর বিরুধিতা আর বদনাম গাওয়াত লাগলা, ই সময় তাইন নিজর লেবাছর ধুইল ঝাড়িয়া ফালাইয়া কইলা, “আপনাইন্তর লউর দায় আপনাইন্তর মাথাতউ রউক। আমি আমার দায়িত্ব থাকি খালাছ পাইলাম। অখন থাকি অ-ইহুদি অকলর মুখা পথ ধরলাম।” 7 কইয়া হারি হন থাকি তিতিয়-ইউছতুছ নামর একজন আল্লারাইয়া মানষর বাড়িত গেলা। এন বাড়ি আছিল মছিদর লগে। 8 মছিদর মুতল্লি কিরিস্পো ছাব আর তান বাড়ির হকলে মালিকর উপরে ইমান আনলা। আর পাউলুছর বয়ান হুনিয়া করিন্থিয় অকলর মাজে বউতে ইমান আনিয়া তৌবার গোছল করলা। 9 রাইতর বালা মাবুদে পাউলুছরে দরশন দিয়া কইলা, “ডরাইও না, তবলিগ চালাইয়া যাও, মুখ বন্দ করিও না। 10 আমি তুমার লগে লগে আছি, কেউ তুমারে হামলা করিয়া তুমার খেতি করতো নায়। কারন ই টাউনো আমার বউত প্রজা আছইন।” 11 অউ পাউলুছ দেড় বরছ ধরি হনো রইয়া মানষরে আল্লার কালাম তালিম দিলা।

12 বাদে গালিওন যেবলা গ্রীস দেশর হাকিম আছলা, অউ সময় ইহুদি অকল একলগে মিলিয়া পাউলুছরে ধরিয়া বিচার করানির লাগি রাজ দরবারো নিয়া কইলা, 13 “অউ বেটায় আমরার শরিয়তর হুকুমর উল্টা তালিম দিয়া কর, আমরাও অউলা আল্লার এবাদত করতাম।” 14 অইলে পাউলুছে যেবলা জবানবন্দি দিতা চাইলা, অউ সময় গালিওনে ইহুদি অকলরে কইলা, “ও ইহুদি অকল, ইটা যুদি কুনু অইন্যায় বা দুষর কাম অইতো তে তুমরার নালিশ আমি হুনলাম অনে। 15 অইলে ইটা যেবলা কুনু খাছ বুলি বা নাম বা তুমরার শরিয়তর ফিরকা, তে ইতা বিষয়-আসয় তুমরাউ ফয়ছালা করিলাও, ইতা মাতর লাগি আমি বিচার করতাম চাই না।” 16 কইয়া হারি তাইন আদালত থাকি ইতারে বার করি দিলাইলা। 17 তেউ মানষে ইহুদি মছিদর খাদিম সোছিনরে ধরিয়া আদালতর ছামনে মাইর-ধইর করলা। অইলে গালিওনে ইমুখা ফিরিয়াউ চাইলা না।

তবলিগি ছফর হেশে হিরবার আন্তিয়খিয়াত

18 পাউলুছ আরো বউত দিন করিন্থত রওয়ার বাদে, মুমিন অকলর গেছ
থাকি বিদায় লইয়া সিরিয়া দেশো যাইতা করি কিংক্রিয়া নামর জাজ ঘাটো
আইলা, আকিল আর ফিছকিলাও তান লগে আইলা। পাউলুছর এক মান্নত
আছিল করি অনো আইয়া তান মাথার চুল কামাইয়া জাজো উঠলা। 19 বাদে
ইফিছ টাউনো আইয়া পাউলুছে হি দুইও জনরে অনো থইয়া, তাইন মছিদো
হামাইয়া ইহুদি অকলর লগে হজরত ইছার বেয়াপারে বাতচিত করলা।
20 ইহুদি অকলে তানরে কয়দিন তারার গেছে রওয়ার লাগি মিনত করলেও,
তাইন রাজি অইলা না। 21 তাইন এরার গেছ থাকি বিদায় লইয়া কইলা,
“ইনশাল্লা, আমি হিরবার আইমু।” কইয়া তাইন ইফিছ থাকি জাজো করি
রওয়ানা অইগেলা।
22 আর কৈছরিয়াত আইয়া হারলে জাজ থাকি লামিয়া জেরুজালেমো
গেলা, গিয়া জমাতর মানষর লগে মুলাকাত করিয়া হন থাকি আন্তিয়খিয়াত
আইলা। 23 আন্তিয়খিয়াত কয়দিন কাটানির বাদে হিকান থাকি রওয়ানা
দিয়া, গালাতিয়া আর ফরুগিয়া দেশর জাগায় জাগায় ঘুরিয়া মুমিন অকলর
ইমানি বল মজবুত করলা।

হজরত আপল্লছর তবলিগ কাম

24 এর মাজে আপল্লছ নামর একজন ইহুদি ইফিছ টাউনো আইলা। তান
বাড়ি আলেকজান্দ্রিয়া টাউনো, তাইন সুন্দর করি ওয়াজ করইন, আর
আছমানি কিতাবও খুব ভালা বুজইন। 25 মালিকর তরিকার ইলিমও তান
আছিল, তাইন রুহে গরম অইয়া হজরত ইছার বেয়াপারে ছহি-শুদ্ধ ওয়াজ-
নছিয়ত করতা আর তালিম দিতা। অইলে তাইন খালি হজরত এহিয়ার
তরিকার তৌবার গোছল ছাড়া আর কুনু তৌবার গোছলর কথা জানতা না।
26 তাইন খুব হিম্মত করিয়া মছিদো গিয়া ওয়াজ করতা। ফিছকিলা আর
আকিলে তান ওয়াজ হুনিয়া তানরে তারার বাড়িত দাওত দিলা, আর
আল্লার রাস্তা আরো ভালা করি বুজাইয়া দিলা। 27 বাদে আপল্লছ যেবলা
গ্রীস দেশো যাইতা চাইলা, ই সময় ইমানদার অকলে তানরে উৎসাহ দিলা,
আর তানরে কবুল করতা করি উম্মত অকলর গেছে চিঠিও দিলা। তেউ
তাইন গিয়া গ্রীসো আজির অইলা, আর আল্লার রহমতে যেরা ইমান
আনছিলা তারার বউত ফায়দা অইলো। 28 আর হজরত ইছাউ যেন আল-
মসী, অউ কথা তো তাইন পাক কিতাব থাকি পরমান দেখাইয়া, মানষর
ছামনে হিম্মত করি ইহুদি অকলরে এক্কেরে লা-জুয়াপ বানাইলা।

হজরত পাউলুছর তিন নম্বর ছফর (১৯:১-২১:১৪)

ইফিছ টাউনো হজরত পাউলুছ

19 আপল্লছ যেবলা করিন্থত আছলা, অউ সময় হজরত পাউলুছ
আছিয়া দেশর মাজেদি ইফিছ টাউনো আইলা। হিকানো কয়জন
উম্মতর লগে দেখা অওয়ায়, 2 তাইন এরারে জিকাইলা, “আপনারা
ইমান আনার সময় কিতা পাক রুহ হাছিল করছলা নি?” তারা জুয়াপ দিলা,
“পাক রুহ আরকতা কিতা, ইতা তো আমরা হুনছিউ না।” 3 পাউলুছে
তারারে কইলা, “তে আপনারা কুন তরিকায় তৌবার গোছল করছলা?” তারা
কইলা, “এহিয়া নবীর তরিকায়।” 4 অউ তাইন কইলা, “গুনা থাকি মন
বদলাইলে যে গোছল করাইল অয়, অটাউ অইলো হজরত এহিয়ার তরিকার
গোছল, অইলে এহিয়ায় তো তালিম দিছলা, তান বাদে যেইন তশরিফ
আনরা, মানি হজরত ইছার উপরেও ইমান আনা লাগবো।” 5 ই নছিয়ত
হুনার বাদে তারা হজরত ইছার নামে তৌবার গোছল করলা। 6 বাদে
পাউলুছে তারার উপরে আত রাখলে তারা পাক রুহ পাইলা, তেউ এরা
নানান গাইবি ভাষায় মাতিলা আর পীরাকি মাত মাতা ধরলা। 7 এরা হকলে
মিলিয়া অনুমান বারো জন আছলা।
8 বাদে তাইন ইহুদির মছিদো গিয়া একলাগারে তিন মাস হিম্মত করিয়া
তবলিগ করলা, আল্লার বাদশাইর বেয়াপারে যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া তারারে
বুজাইলা। 9 এরার মাজে কয়জনর দিল না-হুমার অওয়ায় তারা ইমান
আনলা না, তারা হকলর গেছে ইছার তরিকার গিবত গাইতা। তেউ
পাউলুছে এরার গেছ থাকি হরিয়া উম্মত অকলরে আলগাইয়া তান লগে
রাখলা, আর পরতেক দিন তুরান্ন নামর এক উস্তাদর টংগিত গিয়া তারারে
তালিম দিলা। 10 অউলা দুই বছর গুজরার বাদে আছিয়া দেশর ইহুদি আর
ইউনানি, হক্কলর কানোউ মাবুদর কালাম পৌছি গেল।
11 আল্লায় হজরত পাউলুছর আতানে আচানক কেরামতি কাম জাইর
করাইলা। 12 হেশে অউলাও অইলো যেন, তান গতরর কাপড় বা গামছা
খানও কুনু বেমারি মানষর কাছাত নিলেউ বেমার ভালা অইযিতো, আর
জিন-ভুতেও বেমারি ছাড়িয়া বাগিতা। 13 এরমাজে কয়জন ঘুরিয়া পাখাইয়া
খাওরা ইহুদি তাবজাতি মোল্লায়ও হজরত ইছার নাম লইয়া জিন-ভুত
ছাড়াইতো চাইলো, তারা অউলা কইতো, “পাউলুছে যেন নামে তবলিগ
করইন, হউ ইছার দোয়াই দিয়া, আমি তুমরারে বার অইয়া যাওয়ার হুকুম
দিরাম।” 14 এরার মাজে স্কিবা নামর একজন ইহুদি পরধান ইমামর সাত
পুয়ায়ও অউলা করতো। 15 তেউ একদিন ভুতে তারারে জুয়াপ দিলো,
“আমি ইছারেও চিনি, পাউলুছরেও চিনি, অইলে তুমরা কে?” 16 কইয়াউ যে
বেটারে ভুতে ধরছিল হি বেটায় তারার উপরে ফাল দিয়া পড়িয়া মাইর-ধইর
করিয়া তারা সাতো জনরে আরাইলো। মাইরে তারার শরিল ছিড়িয়া-বিড়িয়া
জখম অইগেল, তারা লেমটা অইয়া ই বাড়ি থাকি বাগিলা। 17 ই খবর যেবলা
ইফিছর ইহুদি আর ইউনানি অকলে জানলা, তে তারা হক্কলে ডরাইগেলা,
আর চাইরোবায় হজরত ইছার নামর মহিমা জাইর অইলো। 18 যেরা হজরত
ইছার উপরে ইমান আনছিল, এরা বউতে আইয়া হারি খুলা-মেলা করি
তারার বাদ কামর কথা স্বীকার আর জাইর করলা। 19 আর যেরা যাদু-টুনার
কাম করতো, তারার মাজেও বউতে তারার যাদু-টুনার বইয়াইন আনিয়া দলা
করি হকলর ছামনে জালাইলিলা। ই বইয়াইন্তর দাম হিসাব করিয়া দেখা গেল
পইঞ্চাশ আজার রুপার দিনার। 20 অউ লাখান করি মালিকর কালাম বউত
বাড়িলো আর মানষর মাজে খুব কাম করলো।
21 ইতা ঘটার বাদে পাউলুছে মনে মনে নিয়ত করলা, তাইন মাকিদনিয়া
আর গ্রীস অইয়া জেরুজালেমো যাইতাগি, তাইন কইলা, “জেরুজালেম
যাওয়ার বাদে আমি রোম টাউনোও যাওয়া জরুর।” 22 বাদে তাইন তিমথি
আর ইরাস্তাছ নামর তান দুইও খাদিমরে মাকিদনিয়াত পাঠাইয়া, নিজে
আরো কয়দিন আছিয়া দেশো রইলা।
23 অউ সময় ইছার তরিকার বিষয় লইয়া বউত গন্ডগোল লাগল। 24 কারন
দিমিত্রি নামে একজন বানিয়ায় আর্তেমিছ দেবীর মন্দিরর নমুনায় রুপাদি হুরু
হুরু মন্দির বানাইতো, আরো বউত বানিয়ায়ও অউ কাম করিয়া বউত লাভ
করতো। 25 হে অউ বানিয়া অকলরে আর তারার লগি অকলরেও একখানো
দলা করিয়া কইলো, “ভাই অকল, তুমরা তো জানরায়, ই কারবার থাকি
আমরা ভালা লাভ পাইরাম। 26 অইলে তুমরা দেখরায় আর হুনরায়ও,
পাউলুছ নামর অউ বেটায় খালি আমরার ইফিছোউ নায়, কইতে গেলে
আস্তা আছিয়া জুড়ি বউত মানষরে কইছে আর একিন করাইছে, আতর
বানাইল দেব-দেবী অকল বুলে কুনু দেবতাউ নায়। 27 এরলাগি অখন ডর
করের, খালি আমরার কারবাররউ বদনাম অইবো ইলা নায়, অইলে মহাদেবী
আর্তেমিছর মন্দিরও বেকামা অইযিবো, আর আছিয়া দেশর হক্কল মানষে
আর হারা দুনিয়াইয়ে মিলিয়া যেন পুজা করে, তাইনও নিজর ইজ্জত
আরাইবা।”
28 ইতা হুনিয়া তারা গুছায় আগুইন অইয়া জুরে জুরে চিল্লাইয়া কইলা,
“ইফিছিয়ার আর্তেমিছ দেবী, জিন্দাবাদ!” 29 লগে লগে আস্তা টাউনো
গন্ডগোল লাগিগেল; মানষে মাকিদনিয়ার গউছ আর আরিস্তাকুছ নামর
পাউলুছর লগর দুইজনরে ধরিয়া, একলগে পাল বান্দিয়া দৌড়াইয়া
থেডিয়ামো লইয়া গেলা। 30 হজরত পাউলুছ অউ ভিড়র ছামনে যাইতা
চাইলা, অইলে মুমিন অকলে তানরে আটকাইল্লা। 31 আছিয়া দেশর সরকারি
অফিসারর মাজে কয়জন আছলা পাউলুছর দুস্ত, এরা খবরিয়াদি তানরে
জানাইলা, তাইন হি ভিড়র ছামনে গিয়া নিজর মছিবত ডাকিয়া আনতা না।
32 ভিড়র মাজে মানষে খুব চিল্লা-চিল্লি আর গেইনজাম লাগাইলা। বেশির
ভাগ মানষে জানতাউ না ইনো কিতা অইছে, তারা একজনে এক লাখান,
আরক জনে আরক লাখান মাতিলা। 33 তেউ কয়জন ইহুদিয়ে ছিকন্দর
নামর একজনরে ছামনে ঠেলিয়া দিলো ভাষন দিবার লাগি। তাইন আতদি
ইশারা দিলা, যাতে মানুষ নিরাই অইয়া তান বখতিতা হুনইন। 34 অইলে
মানষে যেবলা বুজলা, এইনও ইহুদি, তেউ তারা আরো জুরে জুরে অনুমান
দুই ঘন্টা ধরি চিল্লাইয়া কইলা, “ইফিছিয়ার আর্তেমিছ দেবী, জিন্দাবাদ!”
35 হেশে টাউনর চেয়ারম্যানে মানষরে নিরাই করাইয়া কইলা, “ও ইফিছিয়া
অকল, কউক্কা ছাইন, কুন মানুষগুয়ে না জানে যেন, ই ইফিছ টাউন অইলো
মহান আর্তেমিছ দেবীর মন্দির আর আছমান থাকি তান যেতা মুর্তি লামাত
পড়ছে এর রইক্ষা করনেআলা? 36 আর ই হাছা কথা কেউ যেবলা খন্ডাইতো
পারতো নায়, তে বেবুতার লাখান কুনু কাম না করিয়া তুমরা নিরাই অও।
37 অউ মানষে তো আমরার মন্দিরো চুরিও করছে না, আমরার দেবীর কুনু
বদনামও করের না, তা-ও তুমরা এরারে ধরিয়া আনছো। 38 তে হুনো,
দিমিত্রি আর তার লগর বানিয়া অকলর যুদি কুনু নালিশ থাকে, তে আদালত
তো খুলা আছে, হাকিম অকলও আছইন, তারা হনো গিয়া যারযির মামলা-
মকদ্দমা করউক। 39 অইলে তুমরার আর কুনু দাবি-দাওয়া থাকলে ইতা নিয়ম
মাফিক মজলিছো বইয়া মিট-মাট করা অইবো। 40 আসলে আইজকুর ই
গেইনজাম লাগানির লাগি আমরার উপরেউ দুষ পড়তো পারে, ই গন্ডগোল
লাগানির কুনু কারন দেখাইতাম পারতাম নায়।” 41 অখান কইয়া তাইন
মজলিছ ভাংগি দিলা।

মাকিদনিয়া আর গ্রীস দেশো দুয়ারা ছফর

20 গেইনজাম শেষ অওয়ার বাদে হজরত পাউলুছে মুমিন অকলরে
খবরদি আনাইলা, তারা আইয়া হারলে তাইন তারারে উৎসাহ দিয়া,
ছহি-ছালামতে বিদায় লইয়া মাকিদনিয়াত যাইতা করি রওয়ানা
অইলা। 2 মাকিদনিয়ার মাজেদি যাইতে যাইতে মুমিন অকলরে বউত উৎসাহ
দিয়া, গ্রীস দেশো আইয়া আজিলা। 3 অনো আইয়া তিন মাস রওয়ার বাদে
যেবলা জাজো করি সিরিয়া দেশো যাইতা চাইলা, অউ সময় ইহুদি অকলে
তান বিপক্ষে কু-মতলব করের হুনিয়া, তাইন মাকিদনিয়ার মাজেদি যাইতা
করি নিয়ত করলা। 4 আর বিরুয়া টাউনর পুরছর পুয়া ছুপাতছ, থিষলনিকির
আরিস্তাকুছ আর সিকুন্দছ, দর্বী শহরর গউছ, তিমথি, আর আছিয়া দেশর
তুখিক আর তফিম, এরা হক্কল পাউলুছর লগে গেলা। 5 এরা আগে অইয়া
তরোয়াছ টাউনো গিয়া আমরার লাগি বার চাওয়াত আছলা। 6 বাদে খামির
ছাড়া রুটির ইদ শেষ অইগেলে আমরা জাজো করি ফিলিপি থাকি রওয়ানা
দিয়া, পাচ দিন বাদে তরোয়াছ আইয়া তারার লগে মিললাম, অনো সাতদিন
রইলাম।

হজরত পাউলুছে এক মুর্দারে জিন্দা করা

7 হাপ্তার পয়লা দিন ইছার মেজবানি খাওয়ার লাগি আমরা একখানো দলা
অইলে, পাউলুছ বাদর দিন যাইতাগি করি মাজ রাইত পর্যন্ত মুমিন অকলর
গেছে ওয়াজ করলা। 8 আমরা উপরর তালার যে ঘরো বইছলাম হিকানো
বউত বাত্তি আছিল। 9 আর উতুখ নামর এক জুয়ান পুয়া খিড়কির উপরে

বওয়াত আছিল, পাউলুছে বউত সময় ধরি ওয়াজ করায় হে হুনি হুনি ঘুমাই গেছিল, আখতাউ হে তিন তালা থাকি লামাত পড়িগেল। তেউ মানষে তারে মরা হালতে তুললা। 10 পাউলুছ লামাত লামিয়া পুয়ার উপরে কাইত অইয়া আইঞ্জা করি ধরিয়া কইলা, “তুমরা উলইস্তল করিও না, তার ভিতরে তো জান আছে।” 11 বাদে তাইন হিরবার উপরর তালাত গিয়া মেজবানি খাইলা, খাইয়া হারলে ফজর পর্যন্ত বাতচিত করিয়া বিদায় লইলা। 12 এর মাজে অউ পুয়ারে মানষে জিতা হালতে বাড়িত নিয়া যার পর নাই খুশি অইলা।

13 আমরা আগে গিয়া জাজো করি আসোস ঘাটর বায় রওয়ানা অইলাম, মনো করলাম পাউলুছরে হন থাকি তুলমু। কারন তাইন খিয়াল করছলা আটিয়া হিকানো গিয়া উঠতা। 14 আসোস আইয়া তাইন আমরার লগে মিলার বাদে, আমরা তানরে জাজো তুলিয়া মিতুলীনীত আইলাম। 15 বাদর দিন আমরা জাজ খুলিয়া হিকান থাকি রওয়ানা অইয়া খিওস দ্বীপর কান্দাত আইলাম; এর বাদর দিন আমরা সামোস দ্বীপো রইলাম, তার বাদর দিন গিয়া আমরা মিলীতা ঘাটো ভিড়িলাম। 16 আছিয়া দেশো পাউলুছে দেরি করার খিয়াল না অওয়ায় তাইন মনে মনে ঠিক করছলা, ইফিছো না হামাইয়া এর গালাবায় যাইবাগি, তাইন জলদি করি জেরুজালেমো গিয়া হারি পঞ্চাইশা ইদ হনো আদায় করতা চাইলা।

ইফিছ জমাতো আখেরি বয়ান

17 মিলীতা থাকি পাউলুছে খবরিয়া পাঠাইয়া ইফিছর জমাতর মুরব্বি অকলরে আনাইলা। 18 তারা আইয়া পৌছার বাদে পাউলুছে কইলা, “আপনারা তো জানইন, আছিয়া দেশো আইয়া হারলে আমি পয়লা দিন থাকিউ কিলা আপনাইন্তর লগে সময় কাটাইছি। 19 ইহুদি অকলর বউত জাতর কু-পরামিশ থাকি, তারার পাতাইল ফন্দির মাজেও আমি পুরাপুর নরম দিলে, চউখর পানি ফালাইয়া মাবুদর গুলামি করছি। 20 আপনারার ফায়দা অইবো ইলা কুনু তালিমউ না লুকাইয়া পুরাপুর জানাইছি, খুলা-মেলা মজলিছো আর ঘরো ঘরো গিয়া তালিম দিতেও না করছি না। 21 ইহুদি আর ইউনানির গেছে তবলিগ করিয়া বুজাইছি, তারার গুনার মন বদলাইয়া আল্লার পথি অইতা, আর আমরার মালিক হজরত ইছার উপরে ইমান আনতা। 22 আর অখন পাক রুহর হুকুমবন্দি অইয়া আমি জেরুজালেমো যাইরাম, হিকানো আমার কুন দশা অইবো, জানি না। 23 খালি অউ খবরখান জানি, পাক রুহে হক্কল টাউনো আমারে অউ কথা জানাইরা, তকলিফ আর জেল খাটা আমার লাগি বার চার। 24 অইলেও আমার নিজর জানর পরোয়া করি না, আমার জানরে অতো মুল্যবান মনো করি না। আমি ইরাদা করা পথর হেশ ঠিকানা পর্যন্ত দৌড়াইতাম চাইরাম। আল্লার রহমতর খুশ-খবরির তবলিগ আর খেজমতর অউ যে ভার হজরত ইছার গেছ থাকি পাইছি, এর ইঞ্জাম দিতাম চাইরাম। 25 অখন আমি এওখানও জানি, আপনারা যেরার মাজে আমি আল্লার বাদশাইর কথা তবলিগ কররাম, অউ আপনাইন্তর লগেও আর কুনু দিন দেখা অইতো নায়। 26 এরলাগি আমি আইজ আপনাইন্তর গেছে অউ জবানবন্দি দিরাম, হক্কলর লউর দায় থাকি আমি খালাছ। 27 আমি আল্লা পাকর হকল লাখান মর্জির কথা আপনাইন্তর গেছে বয়ান করতে খরেদি গেছি না। 28 আপনারা যারযির বেয়াপারে হুশিয়ার অউক্কা। পাক রুহে আপনারারে যেরার চালকদার বানাইছইন, তারার বেয়াপারে হুশিয়ার অউক্কা। আল্লায় তান নিজর জনরেদি যেরারে খরিদ করছইন, হি জমাতরে পুরাপুর দেখা-হুনা করউক্কা, যেলা রাখালে তার মেড়ার পালর দেখা-হুনা করে, ইমাম অইয়া আপনারাও অউলা করউক্কা। 29 আমি জানি, আমি যাওয়ার বাদে তুমরার মাজে পাগলা বাঘর ছুরতর মানুষ আইয়া হামাইবা, তারা নির্দয় অইয়া পালর বউত খেতি করবা। 30 আর আপিনাইন্তর নিজর মাজ থাকিও কেউ কেউ মুমিন অকলরে তার খরে নেওয়ার লাগি, হাছা তালিমরে মিছা কইয়া নয়া তালিম বার করবো। 31 এরলাগি আপনারা হজাগ রউক্কা, আর মনো রাখবা, আমি তিন বরছ ধরিয়া রাইত দিন চউখর পানি ফালাইয়া আপনারারে হুশিয়ার করতে দম লইছি না। 32 অখন আল্লা আর তান রহমতর কালামর জিম্মায় আমি আপনারারে সপিলাম। আল্লার ই কালামে আপনারারে গড়িয়া তুলব আর তান পাক বন্দা অকলর লাগি ওয়াদা করা বেহেস্তি মঞ্জিলো পৌঁছাই দিবো। 33 আমি তো কেউরর সোনা-রুপা বা কাপড়-চুপড়র বায় লালছ করছি না। 34 আপনারা নিজেউ তো জানইন, আমার আর আমার লগি অকলর অভাব মিটানির লাগি আমি দুইও আতে কাম করছি। 35 আমি হকল লাখান কামর মাজে নমুনা দেখাইছি, অউ লাখান কাম করিয়া দুর্বল অকলরে সাইয্য করা জরুর। হজরত ইছার তালিমরে মনো রাখো, তাইন নিজে বাতাইছইন, নেওয়ার চাইতে দেওয়া ধইন্য।”

36 অখান কইয়া হারলে, পাউলুছে আটু গাড়িয়া হকলর লগে দোয়া করলা। 37 বাদে জমাতর হকলে মিলিয়া খুব কান্দন কান্দিলা, আর পাউলুছরে আইঞ্জা করি ধরিয়া হুংগা দিলা। 38 খাছ করি পাউলুছর অউ কথার লাগি বেশি কান্দিলা, তাইন কইছলা, তান মুখ তারা আর দেখতা নায়। বাদে তারা তান লগে অইয়া গিয়া জাজো তুলিয়া দিলা।

জেরুজালেমো আখেরি ছফর

21 ইফিছর জমাতর মুরব্বি অকলর গেছ থাকি বিদায় লইয়া, জাজ খুলিয়া হারি আমরা সুজা পথে কোস নামর দ্বীপো আইলাম, বাদর দিন আমরা রোদস দ্বীপো আইলাম, হন থাকি পাতারা নামর টাউনো গেলাম। 2 হনো গিয়া হারলে ফৈনিকিয়াত যাওরা একখান জাজ পাইলাম, আমরা হউ জাজে রওয়ানা দিলাম। 3 আর যেবলা সাইপ্রাস দ্বীপ দেখলাম, অউ সময় দ্বীপর ডাইন গালাবায় গিয়া আমরা সিরিয়া দেশর সোর টাউনো আইয়া লামলাম। হিকানো জাজর মাল-ছামানা লামাই দিলো।

4 হনর মুমিন অকলরে তুকাইয়া হারি আমরা সাত দিন তারার গেছে রইলাম; তারা পাক রুহর মারফতে পাউলুছরে মিনত করলা, তাইন যানু জেরুজালেমো না যাইন। 5 ইনো কয়দিন কাটানির বাদে আমরী হিরবার রওয়ানা অইলাম, তেউ তারা হক্কলে বউ-বাইচ্চা লইয়া টাউনর বারে আইয়া আমরারে আগুয়াই দিলা। বাদে দরিয়ার পারো আমরা আটু গাড়িয়া দোয়া করলাম। 6 দোয়া বাদে যারযির পথে বিদায় লইয়া আমরা জাজো উঠলাম, আর তারা নিজর বাড়িত গেলাগি।

7 সোর থাকি রওয়ানা অইয়া আমরা জাজর ছফর শেষ করিয়া তলিমায়িত আজিলাম, হনর মুমিন অকলরে ভালা-বুরা জিকানির বাদে আমরা তারার লগে একদিন রইলাম। 8 বাদর দিন আমরী বিদায় লইয়া কৈছরিয়াত আইলাম, আর তবলিগ কামর বুজুর্গ ফিলিফর বাড়িত গেলাম। এইন তো জেরুজালেমর হউ সাতু খাদিমদারর একজন। 9 তান চাইরজন আবিয়াতি পুড়িন আছলা, এরা নবীর লাখান ওহী কইতা। 10 বাক্কা কয়দিন হনো রওয়ার বাদে আগাবুছ নামর একজন নবীয়ে এহুদিয়া থাকি তশরিফ আনলা। 11 তাইন আইয়া হারি পাউলুছর কমরর তাগা খুলিলিলা, আর ইটাদি নিজর আত-পাও বান্দিয়া কইলা, “পাক রুহে অউলা কইরা, জেরুজালেমর ইহুদি অকলে অউ কমরর তাগা আলারে অউলা বানবা, আর অ-ইহুদি অকলর আতো সপিয়া দিবা।” 12 ইতা হুনিয়া হিনর মানষে আর আমরাও পাউলুছরে বউত মিনত করলাম, তাইন যানু জেরুজালেমো যাওয়া বাদ দিলাইন। 13 পাউলুছে কইলা, “তুমরা ইতা কিতা লাগাইলায়? কান্দিয়া আমার মন ভাংগি দিরায় কেনে? হজরত ইছার লাগি আমি জেরুজালেমো খালি বন্দি অওয়াউ নায়, মরতেও তিয়ার আছি।” 14 তানরে কথা হুনাইতাম না পারিয়া আমরা নিরাই অইগেলাম, আর কইলাম, “মাবুদর মর্জি কাইম অউক।”

বন্দি হালতে হজরত পাউলুছ (২১:১৫-২৮:৩১)

হজরত পাউলুছ জেরুজালেমো আটক

15 বাদে আমরা মাল-ছামানা গাইট বান্দিয়া জেরুজালেমো রওয়ানা দিলাম। 16 কৈছরিয়া টাউনর কয়জন মুমিনও আমরার লগে আইলা, আর সাইপ্রাস দ্বীপর মেনাসন নামর একজন পুরানা ইমানদারর বাড়িত আমরারে লইয়া গেলা। এন বাড়িতউ আমরা রওয়ার কথা আছিল।

17 জেরুজালেমো আওয়ার বাদে মুমিন অকলে খুশি অইয়া আমরারে কবুল করলা। 18 বাদর দিন পাউলুছে আমরারে লইয়া হজরত ইছার ভাই ইয়াকুবর লগে মুলাকাত করলা। হিকানো জমাতর মুরব্বি অকলও আইলা। 19 পাউলুছে এরারে ভালা-বুরা জিকাইয়া হারলে, তান তবলিগর মাজদি আল্লায় কিলান অ-ইহুদি অকলর মাজে দীনি কাম হাছিল করছইন, ইতা হকলতা এক এক করি তারার গেছে বয়ান করলা। 20 ইতা হুনিয়া মুরব্বি অকলে আল্লার তারিফ করলা আর তানরে কইলা, “ভাই, তুমি তো দেখরায়, আজার আজার ইহুদিয়ে হজরত ইছার উপরে ইমান আনছইন, আর তারা হকলেউ হজরত মুছার শরিয়তরে আমল করার খিয়াল আছে। 21 অইলে তারা অউ খবরও পাইছইন, অ-ইহুদি অকলর লগে যেতা ইহুদি অকল থাকইন, তারারে তুমি তালিম দিছো মুছার শরিয়ত বাদ দিলাইতা করি, তারা যানু হুরুতাইন্তর মছলমানি করানি বাদ দিলাইন আর ইহুদি অকলর রেওয়াজও না মানইন। 22 তে কিতা করা যায়? তারা তো নিচয় হুনবা তুমি আইছো। 23 অখন আমরা তুমারে যেলা কই, তুমি অউলা করিলাও। আমরার মাজে চাইরজন বেটাইন আছইন, তারা একখান মান্নত করছইন; 24 তুমি তারারে লগে লইয়া যাও, তারার লগে গিয়া তুমি আর তারার পাক-ছাফ অওয়ার খরচ আর মাথার চুল কামানির পয়সাও দিলাও। তেউ হকলে জানবা, তুমার নামে তারা যেতা খবর পাইছইন, ইতা কুন্তাউ নায়, আসলে তুমি নিজেও মুছার শরিয়ত আর রেওয়াজ মানরায়। 25 অইলে যেতা অ-ইহুদি অকলে ইমান আনছইন, তারারে আমরার অউ ফয়ছালা লেখিয়া জানাই দিছি, দেবতার নামে নিয়ত করা খানি খাইতা না, লউ খাইতা না আর গলা টিপিয়া মারা কুনু জানদারর গোস্ত খাইতা না, কুনু জাতর জিনার কামো যাইতা না।” 26 তেউ পাউলুছে হউ মানুষ অকলরে লগে লইয়া গিয়া, তারার লগে নিজরেও পাক-ছাফ করলা। বাদর দিন বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইলা, আর তারার পাক-ছাফ অওয়ার লাগি পশু কুরবানি কুনদিন দেওয়া অইবো, এও তারিখ জানাই দিলা।

27 পাক-ছাফ অওয়ার নিয়মর হি সাত দিন শেষ না অইতেউ, আছিয়া দেশর কয়জন ইহুদিয়ে পাউলুছরে বায়তুল-মুকাদ্দছো দেখিয়া, মানষরে উছকাই দিয়া তানে ধরলা। 28 তারা চিল্লাইয়া কইলা, “ও বনি ইছরাইল অকল, আগুয়াও! আস্তা দুনিয়ার মানষর গেছে যেগুয়ে আমরার জাতির, আমরার শরিয়তর আর বায়তুল-মুকাদ্দছর বিপক্ষে তালিম দিয়া ঘুরে, অগু হউ বেটা! হে ইউনানি অকলরে অনো হারাইয়া ই পাক জাগাখানরেও নাপাক বানাইছে।” 29 এর আগে তো ইফিছর তফিমরে পাউলুছর লগে টাউনো চক্করো দেখিয়া তারা মনে মনে সন্দয় করছইন, পাউলুছে তানরে বায়তুল-মুকাদ্দছোও হারাইছইন। 30 তেউ আস্তা টাউনর মানুষ গরম অইগেলা, আর একলগে দৌড়িয়া আইয়া পাউলুছরে ধরিয়া বায়তুল-মুকাদ্দছ থাকি টানিয়া বারে আনলা, আর লগে লগেউ এর দুয়ার অকল বন্দ করিল্লা। 31 তারা পাউলুছরে মারিলিতা চাইলা, অইলে অউ সময় রোমান সিপাই অকলর পরধানর গেছে খবর গেল, আস্তা জেরুজালেমর মাজে উলইস্তল লাগিগেছে। 32 লগে লগেউ তাইন ছুবেদার অকল আর সিপাই দল লইয়া দৌড়িয়া তারার গেছে আইলা। মানষে সিপাই আর সিপাইর পরধানরে দেখিয়া পাউলুছরে মাইর-ধইর করা বন্দ করলা। 33 তেউ হি অফিসারে আইয়া পাউলুছরে আটক করিয়া দুইগেছা শিকলদি বান্দার হুকুম দিলা, বাদে জিকাইলা, “ই মানুষগু কে, হে কিতা দুষ করছে?” 34 গন্ডগোলর মাজে

চিল্লাইয়া কেউ এক লাখান, কেউ কেউ আরক লাখান কইলো। অইলে তাইন ভালামন্তে কুন্তা সমজিতা না পারিয়া পাউলুছরে নিয়া কেন্টনমেন্টো হারাইয়া থওয়ার হুকুম দিলা। 35 পাউলুছ ছিড়ির মুখো যাইতেউ মানষর আত থাকি বাচানির লাগি, সিপাই অকলে তানরে উচা করিয়া বইয়া নিলাগি। 36 মানষে খরে অইয়া মিছিল দিতা লাগলা, "অগুরে মারিলাও!"

37 সিপাই অকলে তানরে কেন্টনমেন্টো হারাই দিতা চাইরা, অউ সময় তাইন পরধান অফিসাররে ইউনানি ভাষায় ছওয়াল করলা, "আমি আপনার গেছে কুন্তা মাততাম পারমু নি?" অফিসারে কইলা, "তুমি কিতা ইউনানি ভাষা জানো নি? 38 তে তুমি কিতা হউ মিসরী বেটা নি, যেগুয়ে কয়দিন আগে লাড়াই করিয়া, চাইর আজার সন্ত্রাসীরে লগে লইয়া মরুভুমিত গেছিল?" 39 পাউলুছে জুয়াপ দিলা, "ছাব, আমি একজন ইহুদি, কিলিকিয়ার তার্ষ শহরর মানুষ, আমি যেতা মনেকয় ইতা টাউনর মানুষ নায়। আমি আপনারে মিনত কররাম, দয়া করি মানষর গেছে আমারে মাতার সুযোগ খান দেউক্কা।" 40 তাইন সুযোগ দেওয়ার বাদে পাউলুছে ছিড়ির উপরে উবাইয়া, মানষরে নিরাই অওয়ার লাগি আতদি ইশারা দিলা, তারা নিরাই অইয়া হারলে তাইন ইবরানি ভাষায় কওয়াত লাগলা।

জেরুজালেমো হজরত পাউলুছর জবানবন্দি

22 পাউলুছে কইলা, "ও বাবা অকল, ভাই অকল, আমি অখন আমার নিজর জবানবন্দি দিরাম, আপনারা হুনউক্কা।" 2 তাইন ইব্রানি ভাষায় মাতরা দেখিয়া মানুষ এক্কেরে নিরাই অইগেলা। অউ তাইন কইলা,

3 "আমি একজন ইহুদি। কিলিকিয়ার তার্ষ শহরো আমার জনম অইছে; অইলে অউ জেরুজালেম টাউনো আইয়া আমি মানুষ অইছি, আল্লামা গমলীয়েলর পাওর কান্দাত বইয়া আমি আমরার ময়-মুরব্বি অকলর শরিয়ত আর কায়দা-কানুনর ষোলআনা তালিম পাইছি। আর আইজ আপনারা যেলা আল্লাওয়ালাগিরি দেখাইরা, আমি নিজেও আগে অউলা আল্লাওয়ালা আছলাম। 4 আমি ইছার পথি অকলরে জান-পরান সপিয়া জুলুম আর কাতল করতাম, বেটাইন-বেটিনরে বান্দিয়া নিয়া জেল খানাত হারাইতাম। 5 ইতা তো পরধান ইমাম ছাব আর দেশর ফতোয়া কমিটির হক্কল ময়-মুরব্বি অকলেও ভালা করি জানইন। আমি তারার গেছ থাকি চিঠি লইয়া, দামেস্ক শহরর আমরার ভাইয়াইনরে দিবার লাগি রওয়ানা অইছলাম। হনো যেরা ইছার তরিকাত আইছলা, তারারে বন্দি করিয়া জেরুজালেমো আনিয়া সাজা দেওয়ার লাগি হনো যাওয়াত আছলাম। 6 যাইতে যাইতে দামেস্কর কান্দাত গিয়া হারলে বেইল দুইফর অইগেল, আখতাউ আমার চাইরো গালাবায় আছমানি ফর চমকাইয়া উঠলো। 7 আমি মাটিত পড়ি গেলাম আর হুনলাম, আমারে কেউ ডাকিয়া কইরা, শৌল, শৌল, তুমি আমারে কেনে তকলিফ দিরায়? 8 আমি জিকাইলাম, হুজুর আপনে কে? তাইন কইলা, আমি নাছারতর ইছা, যেনরে তুমি তকলিফ দিরায়। 9 যেরা আমার লগে আছিল তারা হকলেউ ই ফর অইছে করি দেখলা, অইলে যেইন আমার লগে বাতচিত করছিলা, তান বুলি তারা হুনলা না। 10 বাদে আমি কইলাম, মালিক, তে আমি কিতা করতাম? তাইন কইলা, উঠো, দামেস্কো রওয়ানা দেও, তুমার যেতা যেতা করার গরজ আছে, ইতা তুমারে হনো জানাইল অইবো। 11 আর হি চমকানিয়ে আমার চউখ আন্দা অইগেছিল গতিকে, আমার লগি অকলে আমার আতো ধরিয়া দামেস্কর বায় লইয়া রওয়ানা দিলা।

12 "হনো অননিয় নামর একজন মানুষ আছলা, তাইন হজরত মুছার শরিয়ত মাফিক খুব পরেজগার মানুষ। হিকানর হকল ইহুদির গেছে তাইন খুব ইজ্জতি জন। 13 তাইন আইয়া আমার কাছাত উবাইয়া কইলা, ভাই শৌল, তুমার দেখার তাক্কত ফিরত আউক। আর লগে লগেউ আমি তানরে দেখলাম। 14 অউ তাইন কইলা, আমরার বাফ-দাদা অকলর আল্লায় তুমারে পছন্দ করছইন, তুমি যানু তান মর্জি জানতায় পারো, আর হউ মাছুম বন্দা হজরত ইছারেও দেখতায় পারো, আর তান জবানর বুলিও হুনতায় পারো। 15 তুমি তান সাক্ষি অইবায়, যেতা যেতা দেখছো আর হুনছো ইতা হক্কলতা তামাম দুনিয়ারে জানাইবায়। 16 অখন আর দেরি কররায় কেনে? উঠো, তানে ডাকো, আর তৌবার গোছল করিয়া তুমার হকল গুনা ধইয়া ফালাও।

17 "বাদে আমি জেরুজালেমো ফিরত আইয়া হারলে একদিন বায়তুল-মুকাদ্দছর ভিতরে দোয়া করাত আছলাম, অউ সময় উংগানির হালতো আখতাউ তান দরশন পাইলাম। 18 আমি দেখলাম, তাইন আমারে কইরা, জলদি করি উঠো, অখনউ জেরুজালেম ছাড়িয়া বারও, কারন আমার বেয়াপারে তুমার মুখর কুনু সাক্ষি ইনর মানষে হুনতো নায়। 19 আমি কইলাম, মালিক, ই হকল মানষেউ তো জানইন, যেরা তুমার উপরে ইমান আনতা, এরারে জেলো হারানি আর মাইর-ধইর করার লাগি, আমি হক্কল মছিদাইন্তো যাইতাম; 20 তুমার সাক্ষি স্তিফানরে যেবলা মারা অইছিল, হি সময় আমি নিজে হিকানো উবাইয়া সায় দেওয়াত আছলাম, আর যেরা তানরে মারছিল, আমি তারার কাপড়-চুপড় পারা দিছলাম। 21 তেউ মালিকে আমারে কইলা, তুমি রওয়ানা দেও, আমি দুরইর ভিন জাতি অকলর গেছে তুমারে বেজিমু।"

22 মানষে অতো সময় ধরি পাউলুছর বয়ান হুনাত আছলা, বাদে অ-ইহুদির নাম হুনিয়াউ তারা চিল্লাইয়া কইলা, "অগুরে দুনিয়া থাকি হরাই দেও, ইগু বাচিয়া রওয়ার জুকা নায়!" 23 মানষে যেবলা চিল্লানি ধরলা আর কাপড়-চুপড় ফালাইয়া, আছমানো ধুইল উড়ানিত লাগলা, 24 অউ সময় পরধান অফিসারে পাউলুছরে কেন্টনমেন্টো লইয়া যাওয়ার হুকুম দিলা, আর কইলা, "এরে চাবুক মারিয়া জেরা করো, কেনে মানষে তার বিরুদ্ধে ইলা চিল্লা-চিল্লি করের।" 25 পাউলুছরে যেবলা চাবুক মারার লাগি বান্দিলা, ই সময় শ-সিপাইর এক ছুবেদার হিকানো উবাত আছলা, তেউ পাউলুছে তানরে কইলা, "অখনও যারে দুষি সাইবস্তো করা অইছে না, ইলা একজন রোমান মানষরে চাবুক মারা আপনাইন্তর লাগি ঠিক অর নি?" 26 ইখান হুনিয়া হি ছুবেদারে পরধান অফিসাররে গিয়া কইলা, "স্যার, আপনে ইতা কিতা করাত লাগছইন? ই বেটা তো রোমান মানুষ।" 27 তেউ তাইন পাউলুছর ধারো গিয়া জিকাইলা, "কওছাইন, তুমি রোমান নি?" পাউলুছে কইলা, "জিঅয়।" 28 অফিসারে কইলা, "আমি বউত টেকা-পয়সা খরচ করিয়া রোমান সিটিজেন অওয়ার সুযোগ লইছি।" পাউলুছে কইলা, "আমি জনম সুত্রেউ রোমান।" 29 ইখান হুনিয়াউ যে সিপাইয়ে তানরে জেরা করাত যাওয়াত আছলা, লগে লগেউ তারা হন থনে হরিয়া গেলাগি। আর তাইন রোমান মানুষ অইলেও তানরে বান্দিছলা করি পরধান অফিসারেও ডরাইগেলা।

30 অইলে বাদর দিন হিরবার পাউলুছরে জিকাইতা চাইলা, কিতার লাগি ইহুদি অকলে তানরে দুষ দিরা, তেউ পরধান অফিসারে পাউলুছর বান্দ খুলি দিলা, বড় ইমাম অকল আর ফতোয়া কমিটির হকলরে একখানো দলা অওয়ার হুকুম দিলা। বাদে পাউলুছরে লামাইয়া তারার ছামনে আজির করলা।

23 পাউলুছে ফতোয়া কমিটির মানষর বায় ধিয়ান ধরি চাইয়া কইলা, "ও ভাইছাব অকল, আমি তো অখন পর্যন্ত আমার বিবেক পরিস্কার রাখিয়া, আল্লার বন্দা হিসাবে দায়িত্ব আদায় কররাম।" 2 ইখান হুনিয়া পরধান ইমাম অননিয়য়, পাউলুছর গালাত যেরা উবাত আছিল, তারারে কইলা, "অগুর মুখো চড় মারো।" 3 তেউ পাউলুছে তানরে কইলা, "ও ভন্ড, আল্লায় তুমারেও চড় মারবা। তুমি শরিয়তর আইনে আমার বিচার করাত বইয়া, শরিয়তর বরখেলাফ করিয়া আমারে চড় মারার হুকুম দিরায়?" 4 যেরা পাউলুছর কান্দাত উবাইছিল, তারা তানরে কইলো, "তুমি আল্লার ঘরর পরধান ইমাম ছাবরে বেইজ্জত কররায় নি?" 5 পাউলুছে কইলা, "ভাই অকল, আমি তো জানি না এইন পরধান ইমাম করি। আরনায় ইলা কইলাম না অনে, আল্লার কালামো তো লেখা আছে, তুমার নিজর জাতির মুরব্বিরে কুনু গালি দিও না।"

6 পাউলুছে যেবলা বুজলা হি মজলিছর কিছু মানুষ সিদ্দেকিয়া মজহবর আর কিছু অইলা ফরিশি মজহবর, অউ তাইন মজলিছর মাজে জুরে জুরে কইলা, "ও ভাই অকল, আমি একজন ফরিশি আর ফরিশির আওলাদ। মুর্দা অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবা, অউ মাতর লাগি অখন আমার বিচার করা অর।" 7 তাইন ইখান কওয়ার লগে লগেউ ফরিশি আর সিদ্দেকিয়া অকলর মাজে কাইজ্জা লাগি গেল, মজলিছর মাজে দুই দল অইগেলা। 8 কারন সিদ্দেকিয়া অকলর একিন অইলো, মুর্দা অকল আর জিন্দা অইতা নায়, ফিরিস্তা বা রুহ ইতা কুনুতা নাই। অইলে ফরিশি অকলে একিন করইন ইতা হকলতাউ আছইন। 9 ই গন্ডগোল বউত বড় অইগেল, তেউ ফরিশি দলর কয়জন মৌলানায় উবাইয়া তর্কা-তর্কি করি কইলা, "আমরা তো ই মানষর কুনু দুষ দেখরাম না। কুনু রুহ বা ফিরিস্তায় তো তার লগে ইলা বাতচিত করতা পারইন।" 10 অউ লাখান করি বেথায়া গন্ডগোল লাগলো, এরদায় পরধান অফিসারে ডরাইগেলা, মানষে পাউলুছরে টুকরা টুকরা করি ছিড়িলাইবা, অউ তাইন সিপাই অকলরে হুকুম দিলা, তারা লামিয়া গিয়া পাউলুছরে মানষর গেছ থাকি হরাইয়া নিয়া কেন্টনমেন্টো হারাইলা।

11 বাদে রাইতর বালা মালিক ইছায় পাউলুছর গেছে উবাইয়া কইলা, "হিম্মত করো, আমার নামে জেরুজালেমো যেলা সাক্ষি দিছো, রোম টাউনোও অউলা সাক্ষি দিতে অইবো।"

হজরত পাউলুছরে মারার ষড়যন্ত্র

12 বাদর দিন ফজরর অখতো ইহুদি অকলে এক দাগাবাজি করলা, তারা কছম খাইয়া কইলা, পাউলুছরে মারার আগ পর্যন্ত তারা দানা-পানি কুন্তা মুখো দিতা নায়। 13 চাল্লিশ জনরও বেশি মানুষ একখানো অইয়া ই দাগাবাজির কছম খাইলা। 14 তারা বড় ইমাম আর মুরব্বি অকলর গেছে গিয়া কইলা, "আমরা কড়াকড়ি কছম খাইছি, পাউলুছরে না মারা পর্যন্ত দানা-পানি কুন্তা মুখো দিতাম নায়। 15 অখন আপনারা আর ফতোয়া কমিটির হকলে পরধান অফিসারর গেছে অউ আবদার করউক্কা যেন, আপনারা আরো ভালাটিকে ই বিচারর তদন্ত করতা চাইরা, অউ উছিলায় হে আপনাইন্তর গেছে আওয়ার আগেউ, পথর মাজে আমরা তারে মারিলিমু।"

16 অইলে পাউলুছর ভাগনায় তারার ই দাগাবাজির খবর হুনিয়া, কেন্টনমেন্টো গিয়া পাউলুছরে ইতা জানাইলা। 17 তেউ পাউলুছে শ-সিপাইর একজন ছুবেদাররে আনাইয়া কইলা, "অউ পুয়াগুরে পরধান অফিসার ছাবর গেছে লইয়া যাউক্কা, হে তানরে কিতা কইতো আইছে।" 18 অউ হি ছুবেদারে তারে লইয়া পরধান অফিসারর গেছে গিয়া কইলা, "বন্দি পাউলুছে আমারে আনাইয়া কইলা, অউ পুয়াগুরে আপনার গেছে লইয়া আইতাম, হে আপনার গেছে কিতা কইতো চার।" 19 পরধান অফিসারে তার আতো ধরিয়া এক গালাবায় লইয়া গিয়া কইলা, "তুমি আমারে কিতা কইতায় চাইরায়?" 20 হে কইলো, "ইহুদি অকলে নিয়ত করছইন, তারা আপনার গেছে অউ আবদার করবা, পাউলুছর বিচার আরো ভালাটিকে তদন্ত করার লাগি আপনে যানু ছামনর কাইল তানরে দেশর ফতোয়া কমিটির ছামনে আজির করাইন। 21 আপনে তারার কথায় রাজি অইন না যানু, এরা চাল্লিশ জনরও বেশি মানষে লুকাইয়া পাউলুছর লাগি বার চাইরা, তারা কছম খাইছে, তানরে না মারা পর্যন্ত দানা-পানি কুন্তা মুখো দিতো নায়। তারা অখন তিয়ার অইয়া পথো বইছে, খালি আপনার রাজি অওয়ার বার চাইরা।" 22 পরধান অফিসারে তারে অউ হুকুম দিয়া বিদায় দিলা, "তুমি আমার গেছে ই খবর কইছো করি কেউররে হুনাইও না।"

হজরত পাউলুছরে কৈছরিয়াত পাঠানি

23 বাদে তাইন শ-সিপাইর দুইজন ছুবেদাররে আনাইয়া কইলা, "দুইশো জন সিপাই, সত্তইর জন ঘোড়াআলা সিপাই, আর দুইশো জন ছুলফি আলা সিপাই আইজ রাইত নয়টাত কৈছরিয়াত যাওয়ার লাগি তিয়ার করো।

24 আর পাউলুছর লাগিও ঘোড়ার বন্দোবস্ত করো, তারে যানু নিরাপদে
দেশর পরধান হাকিম ফিলিক্সর গেছে পৌছাইল অয়।” 25 কইয়া, তাইন অউ
চিঠি লেখলা,
26 “মাননীয় পরধান হাকিম ছাব, আমি কেলাদুছ লুছিয়াছ, আপনারে
ছালাম জানাইরাম। 27 ইহুদি অকলে অউ মানুষগুরে ধরিয়া জানে মারিলিতা
চাইছলা, আমি হুনলাম হে একজন রোমান মানুষ, হুনিয়া আমার সিপাই
অকল লইয়া গিয়া তারে বাচাইলাম। 28 বাদে আমি হুনতাম চাইলাম মানষে
তার কিতা দুষ পাইছইন, এরদায় তারে নিয়া তারার মজলিছো আজির
করলাম। 29 তেউ আমি বুজলাম, তারার শরিয়তর কুনু ফতোয়ার লাগি এর
উপরে দুষ দিরা, অইলে জেলো হারানি বা জানে মরির জুকা কুনু নালিশ
পাইছি না। 30 আর আমি হুনলাম, তার বিরুদ্ধে দাগাবাজি করা অর, তেউ
জলদি করি তারে আপনার গেছে পাঠাই দিলাম। তার বিরুদ্ধে যেরা নালিশ
দিছে, তারারেও কইছি, তারার কুনু নালিশ থাকলে আপনার গেছে গিয়া
হুনাইতা।”
31 সিপাই অকলে পরধান অফিসারর হুকুম মাফিক পাউলুছরে লইয়া
রাইতর বালা আন্তিপাত্রি টাউনো গেলা। 32 বাদর দিন ঘোড়াআলা সিপাই
অকলর লগে পাউলুছরে বিদায় দিয়া বাকি সিপাই অকল কেন্টনমেন্টো
ঘুরিয়া আইলা। 33 ঘোড়াআলা সিপাই অকলে চিঠি আর পাউলুছরে লইয়া
কৈছরিয়াত পৌছিয়া হারলে দেশর পরধান হাকিমর আতো সমজাই দিলা।
34 তাইন ই চিঠি পড়িয়া পাউলুছরে জিকাইলা, “তুমি কুন দেশর মানুষ?”
পাউলুছ কিলিকিয়ার মানুষ ইখান হুনিয়া তাইন কইলা, 35 “তুমারে যেরা
দুষের তারা ইখানো আইয়া হারলে, আমি তুমার জবানবন্দি হুনমু।” বাদে
তাইন হুকুম দিলা, পাউলুছরে নিয়া রাজা হেরোদর বাড়ির জেলো হারানির
লাগি।

আদালতো হজরত পাউলুছ

24 পাচ দিন বাদে পরধান ইমাম অননিয়য় কয়জন ইহুদি মুরব্বি আর
তর্তুল্ল নামর একজন উকিলরে লইয়া কৈছরিয়াত গেলা, গিয়া
পরধান হাকিমর আদালতো হজরত পাউলুছর বিরুদ্ধে নালিশ
দাখিল করলা। 2 পাউলুছরে আনিয়া আদালতো আজির করা অইলো। বাদে
উকিল তর্তুল্লয় অউ নালিশ গাইলা,
“মাননীয় হাকিম ছাব, আপনার শাসনো রইয়া আমরা বউত দিন থাকি বড়
শান্তিয়ে আছি। আপনে আপনার আখল-হেকমত দিয়া ই জাতির বউত
ভালাই কররা। 3 এরলাগি আমরা হামেশা হকল জাগাত আপনার গুনগান
গাই। 4 আমরা আপনার মুল্যবান সময় নষ্ট করতাম চাইরাম না, মেহেরবানি
করিয়া হুনলে, আমরার নালিশ খান দুই-চাইর কথায় কইলিমু। 5 ছাব, আমরা
দেখছি, অউ মানুষগু বড় এক আপদ অইয়া আজিছে। হে নাছারা নামর এক
বিধর্মী দলর উস্তাদ। হামেশা খালি হাংগামা লাগায়, দুনিয়ার হকল ইহুদির
মাজে দলাদলি লাগানিউ তার কাম। 6-7 হে আমরার বায়তুল-মুকাদ্দছরেও
নাপাক বানাইতো চাইছিল, এরদায় আমরা তারে আটক করছি। 8 আর অউ
যেতা নালিশ দিলাম, আপনে নিজে তারে জেরা করলেউ ইতা হকলতা বার
অইযিবো।” 9 উকিলর লগে অইয়া ইহুদি অকলেও ইতা হক্কলতা হাছা কইয়া
সায় দিলা।
10 তেউ পরধান হাকিম ছাবে পাউলুছরে ইশারা দিলা, পাউলুছে কইলা,
“ছাব, আপনে বউত বরছ ধরি ই ইহুদি জাতির বিচার করিয়া আইরা, ইটা
হুনিয়া আমি খুব খুশি অইয়া আমার জবানবন্দি দিরাম। 11 আপনে তালাশ
করলেউ জানিলিবা, অখনও বারো দিন অইছে না, আমি এবাদত করার
লাগি জেরুজালেমো গেছলাম। 12 অউ যেরা আমার বেয়াপারে নালিশ
দিরা, তারা কেউ আমারে বায়তুল-মুকাদ্দছো কুনু মানষর লগে হাংগামা
করাত দেখছইন না। টাউনর কুনুখানো বা কুনু মছিদোও মানষরে উছকাইয়া
দেওয়াত আমারে পাইছইন না। 13 অখন তারা আমার যেতা দুষ দেখাইরা,
ইতার কুনু পরমানও তারা দিতা পারুতা নায়। 14 অইলে আমি আপনার গেছে
স্বীকার কররাম, এরা যেকটারে বিধর্মী দল কইরা, হউ ইছা আল-মসীর
তরিকায় আমি আমার ময়-মুরব্বি অকলর আল্লার এবাদত করি। তৌরাত
কিতাবর বাতাইল হকল হুকুম-আহকাম আর তামাম নবী অকলর কিতাবরে
আমি একিন করি। 15 আর এরা যেলান একিন করইন, আমিও অউলা
আল্লার উপরে একিন করি, পরেজগার বা গুনাগার হকলরেউ মরার বাদে
হিরবার জিন্দা করা অইবো। 16 এরদায় আমি আল্লার গেছে আর মানষর
গেছেও হামেশা আমার বিবেক পরিস্কার রাখতাম চাই। 17 বউত বরছ বাদে
আমি জেরুজালেমো গেছলাম, কুরবানি দিতাম আর আমার নিজর জাতির
গরিব অকলরে দান-খয়রাত বিলাইতাম করি। 18 তে আমি পাক-ছাফ অইয়া
যেবলা বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইলাম, অউ সময় তারা আমারে দেখছইন।
আমার গেছে কুনু ভিড়ও অইছে না, বা কুনু গন্ডগোলও অইছে না। 19 খালি
আছিয়া দেশর কয়জন ইহুদি হনো আছলা। আমার উপরে কুনু নালিশ
থাকলে হউ ইহুদি অকলে আপনার গেছে আইয়া নালিশ দিতা আছিল।
20 আরনায় অনো যেরা আইছইন এরাউ কউক্কা, আমি যেবলা ফতোয়া
কমিটির ছামনে উবাইছলাম, অউ সময় তারা আমার কিতা দুষ পাইছলা?
21 কুন্তাউ না, খালি একখান মাত আমি জুরে জুরে মাতিছলাম যেন, মুর্দা
অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠার মুছলা লইয়া আইজ আপনাইন্তর ছামনে
আমার বিচার করা অর।”
22 হাকিম ফিলিক্সে হজরত ইছার তরিকার বেয়াপারে খুব ভালা করি
জানতা, এরদায় তাইন বিচার বন্দ করিয়া কইলা, “সিপাইর পরধান অফিসার
লুছিয়াছ আইয়া হারলে আমি তুমরার বিচারর ফয়ছালা করমু।” 23 তাইন শ-
সিপাইর ছুবেদাররে হুকুম দিলা, “পাউলুছরে আটক রাখো, অইলে তারে
মায়ার নজরে রাখিও, তার খেশ-কুটুমে তার খেজমত করাত আইলে বাধা
দিও না।”
24 কয়দিন বাদে ফিলিক্সে তান ইহুদি বউ দ্রুষিল্লারে লগে লইয়া আইয়া
পাউলুছরে খবরদি আনাইলা, আর পাউলুছর মুখ থাকি ইছা আল-মসীর
উপরে ইমান আনার বয়ানি হুনলা। 25 পাউলুছে যেবলা হক পথে চলা,
নিজরে দমাইয়া রাখা, আর হাশরর বিচারর কথা বয়ান করলা, ফিলিক্সে ইতা
হুনিয়া ডরাইগেলা। ডরাইয়া কইলা, “তুমি অখন যাওগি, সময় সুযোগ
অইলে আমি তুমারে খবরদি আনাইমু।” 26 তান মনে মনে আছিল, পাউলুছে
তানরে কিছু ঘুষ দিবা, এরলাগি তাইন বারে বারে পাউলুছরে আনাইয়া গফ
করতা। 27 দুই বরছ পারনির বাদে পর্কিয় ফিস্তছ আইয়া ফিলিক্সর গদিত
বইলা। ফিলিক্সে ইহুদি অকলরে খুশি করতা করি পাউলুছরে জেলো থইয়া
গেলাগি।

আদালতো হজরত পাউলুছর আপিল

25 ই দেশো আওয়ার তিন দিন বাদে ফিস্তছ কৈছরিয়া থাকি
জেরুজালেমো গেলা। 2 অউ সময় বড় ইমাম আর ইহুদি নেতা
অকলে তান গেছে আইয়া পাউলুছর বেয়াপারে নালিশ দিলা। তারা
ফিস্তছর গেছে খুব মিনত-কাজ্জি করি কইলা, 3 তাইন যানু মেহেরবানি করি
পাউলুছরে জেরুজালেমো আনাইন। তারার মতলব আছিল, পাউলুছরে
আনার সময় পথর মাজে লুকাইয়া রইয়া মারিলিতা। 4 হাকিম ফিস্তছে
তারারে কইলা, “পাউলুছরে তো কৈছরিয়াত আটক রাখা অইছে, আর
আমিও খুব তাগদা করি হিকানো যাইরাম। 5 তে তুমরার মাজ থাকি বুজদার
কয়জন আমার লগে আইও, হে কুনু দুষ করলে এর নালিশ দিবায়।”
6 ফিস্তছ তারার লগে আট-দশ দিন রইয়া হারলে কৈছরিয়াত গেলাগি।
গিয়া বাদর দিন তাইন আদালতো বইয়া, পাউলুছরে তান ছামনে আজির
করার হুকুম দিলা। 7 যেতা ইহুদি অকল জেরুজালেম থাকি আইছলা,
পাউলুছ হিনো আজির অওয়ার বাদে তারা তানরে চাইরোবায় বেরিয়া
উবাইয়া খুব দুষা-দুষি করলা, অইলে ইতার কুনু পরমান দিতা পারলা না।
8 অউ পাউলুছে নিজর জবানবন্দি দিলা, “আমি তো ইহুদি অকলর শরিয়ত,
বায়তুল-মুকাদ্দছ, বা রোমান বাদশা কৈছরর বিরুদ্ধে কুনু দুষ করছি না।”
9 অইলে ফিস্তছে ইহুদি অকলরে খুশি করার খিয়াল অওয়ায় তাইন
পাউলুছরে জিকাইলা, “অউ মামলার বিচার আমি জেরুজালেমো করতাম
চাইরাম, তুমি হিকানো যাইতে রাজি আছো নি?” 10 পাউলুছে জুয়াপ দিলা,
“আমি তো রোমান আদালতর ছামনে আজির অইছি, আর অউ
আদালতোউ আমার বিচার অওয়াখান জরুর। আপনে নিজেও ভালা করি
জানইন, আমি ইহুদি অকলর লগে কুনু অইন্যায় করছি না। 11 তা-ও আমার
কুনু কছুর অইলে, মউতর সাজা পাওয়ার জুকা কুনু দুষ পাইলে, আমি মরতে
রাজি আছি। অইলে এরা আমার বিরুদ্ধে যেতা দুষ দিরা, ইতা যুদি হাছা না
অয়, তে আমারে তারার আতো ছাড়ি দেওয়ার এখতিয়ার কেউরর নাই।
এরদায় আমি বাদশা কৈছরর গেছে আপিল কররাম।” 12 ইখান হুনিয়া
ফিস্তছে তান উজির-নাজিরর লগে পরামিশ করি কইলা, “তুমি যেবলা
বাদশার গেছে আপিল করলায়, তে বাদশার গেছেউ যাইবায়।”

রাজা আগ্রিপ্পর গেছে হজরত পাউলুছর জবানবন্দি

13 কয়দিন বাদে ইহুদি অকলর রাজা আগ্রিপ্প আর তান বইন রানী
বর্ণীকীয়ে, নয়া হাকিম ফিস্তছরে ছালাম জানানির লাগি কৈছরিয়াত আইলা।
14 তারা ইখানো কয়দিন রইবা গতিকে, ফিস্তছে পাউলুছর মামলার কথা
রাজারে জানাইলা। তাইন কইলা, “ফিলিক্সে একজন মানষরে জেলো থইয়া
গেছইন। 15 আমি যেবলা জেরুজালেমো গেছলাম, অউ সময় হনর বড়
ইমাম আর ইহুদি মুরব্বি অকলে অউ বেটার বিরুদ্ধে নালিশ দিয়া তার সাজা
চাইছইন। 16 আমি তারারে কইছলাম, যার বিরুদ্ধে নালিশ দেওয়া অয়, আর
যেরা ই নালিশ দেইন, হি বাদি-বিবাদির মুখামুখি জবানবন্দি আর জেরা না
অইলে, আসামিরে কুনু সাজা দেওয়ার এখতিয়ার রোমান আইনো নাই।
17 তেউ তারা হকল অনো আইয়া হারলে, আমি বাদর দিনউ আদালতো
বইয়া হউ আসামিরে ছামনে আনার হুকুম দিলাম। 18 যেরা তার বিরুদ্ধে
নালিশ দিছলা তারার জবানবন্দি হুনলাম, অইলে আমি যেলা অনুমান
করছলাম, ইলা কুনু নালিশ তারা দিছইন না। 19 খালি তারার নিজর ধর্মর
কথা, আর ইছা নামর কুনু একজন মরা মানষর কথা, পাউলুছে এনরে জিন্দা
কইয়া দাবি করের, অতা লইয়া তারা আদালতো নালিশ দিছে। 20 আর ইতা
কিলা তালাশ করতাম, ইখান মালুম না অওয়ায় আমি তারে জিকাইলাম, হে
জেরুজালেমো গিয়া ই মামলার ফয়ছালা করতে রাজি আছে নি। 21 হে
রাজি না অইয়া, আপিল করিয়া বাদশার রায়র লাগি বার চাওয়ায়, আমি
তারে বাদশা কৈছরর গেছে পাঠানির আগ পর্যন্ত আটক রাখার হুকুম দিছি।”
22 অউ রাজা আগ্রিপ্পে ফিস্তছরে কইলা, “আমি নিজে তার জবানবন্দি
হুনতাম চাই।” ফিস্তছে জুয়াপ দিলা, “তে কাইল হুনবানে।”
23 বাদর দিন রাজা আগ্রিপ্প আর রানী বর্ণীকী বউত ধুমধাম করি আইলা,
তাইন সিপাইর পরধান অফিসার অকল, টাউনর গইন্য-মাইন্য মানষরে লইয়া
আদালতো হামাইলা। ফিস্তছে হুকুম দিয়া পাউলুছরেও অনো আনাইলা।
24 বাদে ফিস্তছে কইলা, “মহান রাজা আগ্রিপ্প, আর আদালতো আজির
গইন্য-মাইন্য ছাব অকল, আপনারা হকলে অউ বেচাড়ারে দেখরা। হকল
ইহুদিয়ে মিলিয়া জেরুজালেম আর কৈছরিয়াত আমার গেছে তার বিচার
চাইয়া মিছিল দিয়া কইছইন, তারে খতম করো। 25 অইলে আমি দেখলাম,
মউতর সাজা দেওয়ার জুকা কুনু দুষ তার নাই। তা-ও হে নিজে বাদশার
গেছে আপিল করায়, আমি তারে তান গেছে পাঠানির খিয়াল করছি।
26 অইলে মহান বাদশার গেছে লেখতাম, ইলা কুনু দুষ পাইরাম না গতিকে,
আমি শ্রদ্ধেয় রাজা আগ্রিপ্প আর আপনারা হকলর ছামনে তারে আজির
করছি। আপনারা জেরা করলে লেখার জুকা কুন্তা পাইমু করি মনো কররাম।

27 কারন আমি মনো করি, কুনু বন্দিরে চালান দেওয়ার বালা তার দুষ অকল
জানানিখান জরুর।”

রাজার ছামনে হজরত পাউলুছর জবানবন্দি

26 ইখান হুনিয়া রাজা আগ্রিপ্পে পাউলুছরে কইলা, “তুমার জবানবন্দি
কওয়ার লাগি অনুমতি দিলাম।” তেউ পাউলুছে আত জুড় করিয়া
নিজর জবানবন্দি কইলা, 2 “মাননীয় রাজা নামদার, ইহুদি অকলে
আমার বিরুদ্ধে যেতা নালিশ দিছইন, ইতা বেয়াপারে আইজ আপনার গেছে
আমার জবানবন্দি হুনানির সুযোগ পাইয়া, আমি নিজরে ভাইগ্যমান মনো
করলাম। 3 খাছ করি, ইহুদি অকলর হকল লাখান চাল-চলন আর তারার
ফিতনা অকল আপনার জানা আছে। এরদায় আরজ কররাম, মেহেরবানি
করি আপনে আমার মাত খানাইন হুনবা।
4 “হুরুমান থনেউ নিজর এলাকাত আমার চাল-চলন কিলা আছিল, বাদে
জেরুজালেমো আইয়া কিলাখান চলছি, ইতা তো তামাম ইহুদি অকলে
জানইন। 5 তারা তো বউত দিন ধরি আমারে চিনইন গতিকে, তারা খিয়াল
করলে ই সাক্ষি দিতা পারবা, আমরার ধর্মর মাজে ফরিশি নামর যে মৌলবাদি
দল আছে, আমি অউ ফরিশি তরিকায় জিন্দেগি কাটাইতাম। 6 আল্লায়
আমরার ময়-মুরব্বি অকলর গেছে যেতা ওয়াদা করছিলা, হউ ওয়াদায় আমি
ভরসা করি, এরলাগি আইজ আমার বিচার অর। 7 আমরার বারো খান্দানর
মানষে রাইত দিন দিলে-জানে এবাদতি করিয়া, হউ ওয়াদার ফল দেখার
আশাত আছইন। রাজা নামদার, হউ আশার লাগিউ ইহুদি অকলে আমারে
দুষিরা। 8 আল্লায় মুর্দারে জিন্দা করিয়া তুলইন, ইখান কেনে আপনারা বিশ্বাস
করতা পারইন না?
9 “আমি তো মনো করতাম, নাছারতর ইছা নামর বিরুদ্ধে, হকল নমুনার
কাম করা আমার লাগি ফরজ। 10 আর জেরুজালেমো আমি অলা করছিও।
বড় ইমাম অকলর অনুমতি লইয়া ইছার উম্মত অকলরে আমি জেলো
হারাইতাম। তারারে কাতল করার বালা আমি তারার বিরুদ্ধে ভোট দিতাম।
11 আমি হকল মছিদাইন্তো গিয়া বারে বারে তারারে সাজা দিতাম। ইছার
তরিকা থাকি তারারে ফিরাইয়া, ইছার নামে লানত দিতা করি তারার উপরে
জুর-জুলুম করতাম। এরার উপরে আমার অতো গুছা আছিল যেন, এরারে
জুলুম করার লাগি আমি বারা দেশর টাউনোও যাইতাম।
12 “অউলা একবার বড় ইমাম অকলর গেছ থাকি খেমতা আর হুকুমজারি
লইয়া আমি দামেস্কো যাওয়াত আছলাম। 13 আর রাজা নামদার, অউ সময়
বেইল দুইফর অইগেছে। আখতাউ দেখলাম, আমার আর আমার লগর
হকলর চাইরোবায় সুরুজ থাকি আরো বেশি ফরআলা এক রুশনি, আছমান
থনে জলি উঠলো। 14 অউ আমরা হকল মাটিত পড়ি গেলাম আর আমি
হুনলাম, ইবরানি ভাষায় কেউ আমারে কইরা, শৌল, শৌল, তুমি কেনে
আমার উপরে জুলুম কররায়? চুকা ফাইজনো লাথ মারিয়া নিজর খেতি
কররায় না নি? 15 তেউ আমি জিকাইলাম, মুনিব, আপনে কে? মুনিবে জুয়াপ
দিলা, আমি ইছা, যেনরে তুমি জুলুম কররায়। 16 অখন উঠো, পাওত ভরদি
উবাও। তুমি অখন যেতা দেখছো আর যেতা তুমারে দেখাইমু, ইতা
হকলতার সাক্ষি আর খেজমতগার বানানির খিয়ালে, আমি নিজে তুমারে
দেখা দিলাম। 17 আমি তুমারে অ-ইহুদি অকলর গেছে পাঠাইয়ার, তারার
আর তুমার নিজর জাতির আত থাকি আমি তুমারে বাচাইমু। 18 তুমি তারার
চউখ খুলিয়া দিবায়, তারা যানু আন্দাইর থাকি নুরর বায়, শয়তানর দখল
থাকি আল্লার বায় ফিরিয়া আইন, আমার উপরে ইমান আনিয়া গুনার মাফি
পাইয়া, পরেজগার বন্দা অকলর মাজে তারাও দাখিল অইন।
19 “মাননীয় রাজা নামদার, বেহেস্তি ই দরশনরে আমি ফালাইতাম পারলাম
না। 20 এরদায় পয়লা দামেস্কর মানষর গেছে, বাদে জেরুজালেমো, এহুদিয়া
জিলার হকল জাগাত আর অ-ইহুদি অকলর গেছেও তবলিগ করলাম।
তারারে কইলাম, তৌবা করিয়া আল্লার বায় ফিরো, আর অউ লাখান আমল
করো, যেতা দেখিয়া পরমান মিলে তুমরা হাছারর তৌবা করছো। 21 অউ
কারনে ইহুদি অকলে বায়তুল-মুকাদ্দছো ধরিয়া আমারে মারিলিতা চাইছইন।
22 অইলে আল্লার সাইয্যয় আমি অখন পর্যন্ত টিকিয়া আছি, আর হুক্ক-বড়
হকলর ছামনে উবাইয়া সাক্ষিও দিরাম। হজরত মুছায় আর তামাম নবী
অকলে যেতা ঘটিবো করি বাতাইয়া গেছইন, ইতার বারা আমি কুন্তাউ
কইরাম না। 23 এরা কইছইন, আল-মসীয়ে তকলিফ সইয্য করবা, তাইনউ
পয়লা মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠিয়া হারি তান নিজর জাতি, আর অ-ইহুদি
অকলর গেছেও নুরর তরিকার কথা তবলিগ করবা।”
24 পাউলুছে যেবলা অউ লাখান জবানবন্দি দিরা, আখতাউ ফিস্তছে
তানরে জুরে ধামকি মারি কইলা, “পাউলুছ, তুমি তো পাগল অইগেছো। তুমি
বউত লেখা-পড়া করছো, অউ লেখা-পড়ায় তুমারে পাগল বানাইলিছে।”
25 পাউলুছে জুয়াপ দিলা, “জি-না, হাকিম ছাব, আমি পাগল নায়। আমি
তো হক আর যুক্তির মাত মাতরাম। 26 রাজা নামদারে তো ইতা হক্কলতাউ
জানইন, আর আমি হিম্মত করিয়া তান ছামনে খুলা-মেলা মাতিরাম। আমি
পুরাপুর জানি, ইতা হক্কলতাউ রাজা নামদারর মালুম আছে, ইতা তো কুনু
আন্দারির মাজে লুকাইয়া ঘটছে না।
27 “তে মাননীয় রাজা নামদার, আপনে কিতা নবী অকলরে একিন করইন
নি? আমি তো জানি, আপনেও করইন।” 28 অউ আগ্রিপ্পে কইলা, “তুমি
কিতা অতো জলদি আমারেও আল-মসীর তরিকাত নিতায়গি চাইরায় নি?”
29 পাউলুছে কইলা, “আমি আল্লার গেছে অউ দোয়া কররাম, জলদি
অউক বা দেরিয়ে অউক, খালি আপনে নায়, যতো মানষে আমার আইজকুর
ই জবানবন্দি হুনরা, এরা হক্কলউ আমার লাখান বনিযাউক্কা। খালি অউ
শিকল বাদ দিয়া।”
30 তেউ রাজা, দেশর পরধান হাকিম, রানী বর্ণীকী আর তারার লগে
আদালতর হকল মানুষ উবাই গেলা। 31 বাদে তারা বারনির পথে একে-
অইন্যয় কইলা, “ই বেচাড়ায় তো মউতর সাজা বা জেল খাটার জুকা কুন্তাউ
করছে না।” 32 রাজা আগ্রিপ্পে ফিস্তছরে কইলা, “হে যুদি বাদশার গেছে
আপিল না করতো, তে তারে অখন খালাছ দেওয়া গেলো অনে।”

হজরত পাউলুছ রোম টাউনর মুখা রওয়ানা

27 হাকিমর ফয়ছালা মাফিক জাজো করিয়া আমরারে ইতালি দেশো
পাঠানির সময় আইলে, পাউলুছ আর আরো কয়জন কয়দিরে
যুলিয় নামর একজন শ-সিপাইর ছুবেদারর আতো সমজাই দিলা।
যুলিয় আছিলা বাদশা কৈছরর আপন সিপাই দলর একজন ছুবেদার। 2 বাদে
আমরা আদ্রামুত্তীয় ঘাটর অউলা এক জাজো অইয়া রওয়ানা দিলাম,
যেখান আছিয়া দেশর বউত জাজ ঘাটো যাওয়ার লাগি জুইত করা অইছে।
আর মাকিদনিয়া দেশর থিষলনিকি টাউনর আরিস্তাকুছ অমিরার লগে
আছলা। 3 বাদর দিন আমরার জাজ গিয়া সিদনো ভিড়লো। ছুবেদার যুলিয়য়
পাউলুছর লগে খুব ভালা বেবহার করলা। তাইন তান দুস্ত অকলর গেছে
গিয়া, নিজর জরুরি গরজ কুলানির ইজাজত দিলা। 4 বাদে হি জাগা থাকি
হিরবার জাজ ছাড়লো, আর আমরার উল্টামুখা বাতাস দেওয়ায়, আমরা
সাইপ্রাস দ্বীপর যেবায় বাতাস আছিল না হবায়দি গেলাম। 5 গিয়া কিলিকিয়া
আর পামফুলিয়ার ছামনর সাগর পার অইয়া লুকিয়া দেশর মুরা টাউনো
আইয়া আজিলাম। 6 ছুবেদারে হিকানো ইতালি দেশো যাওরা,
আলেকজান্দ্রিয়ার একখান জাজ পাইয়া, হউ জাজো করি আমরারে লইয়া
রওয়ানা দিলা। 7 আমরার জাজখান খুব আস্তে আস্তে চলিয়া বউত দিন
বাদে কষ্ট করি ক্লীদ টাউনর কান্দাত আইয়া আজিলো, অইলে বাতাসর
লাগি আমরা আর সহজে আগুয়াইতাম পারলাম না। তেউ আমরা কম
বাতাসেদি ছালমুনার কান্দাবায় গিয়া ক্রীতি দ্বীপর আওড়েদি যাওয়াত
লাগলাম। 8 আর দরিয়ার পারর কান্দাবায় কষ্ট করিয়া যাইতে যাইতে, “সুন্দর
লংগরখানা” নামর এক হুরু জাজ ঘাটো আইলাম, এর কান্দাত আছিল
লাসেয়া টাউন।
9 অউ লাখান বউত দিন গুজরি গেল, রোজার ইদর দিন শেষ অইয়া থুড়া
থুড়া শীত আইছে। ই সময় জাজে ছফর করা খুব বিপদ। তেউ পাউলুছে
জাজর মানষরে পরামিশ দিলা। 10 তাইন কইলা, “ছাব অকল, আমি দেখরাম,
ই ছফরো আমরার বউত মছিবত আর খেতি অইবো। ইতা খালি জাজ বা
মাল-ছামানার নায়, আমরার জানরও খেতি অইবো।” 11 অইলে ছুবেদারে
পাউলুছর কথা না মানিয়া, জাজর মালিক আর কেপটিনর কথা হুনলা।
12 আর ই লংগরখানাত শীতর দিনো রইতে সুবিধা অইতো নায় গতিকে,
বেশির ভাগ মানষে হিন থাকি যাওয়ার লাগি পরামিশ দিলা। তারা চাইলা
কুনুমন্তে ফিনিক্স ঘাটো পৌছিয়া শীতর দিন কাটাইতা। ই ঘাট আছিল ক্রীতি
দ্বীপো, এর উত্তর-পচ্ছিম আর দক্ষিন-পচ্ছিম দিক খুলা আছিল।

দরিয়ার তুফানে বেদিশা জাজ

13 বাদে যেবলা আস্তে আস্তে দউকনর বাতাস চালু অইলো, অউ তারা
মনো করলা, তারা যেলা আশা করছলা অলাউ অইছে। এরদায় তারা জাজর
লংগর খুলিয়া ক্রীতি দ্বীপর গালাবায় রওয়ানা দিলো। 14 অইলে থুড়া বাদেউ
হি পারো থাকি ইয়ান-কুনি নামর খুব বেজুইতা এক তুফান আইলো।
15 আমরার জাজ তুফানির মাজে পড়লো, তুফানর ঠেলা মুকাবিলা করতাম
না পারিয়া, জাজরে বাতাসর তালে তালে ভাটিয়ল দিলাম। 16 বাদে কৌদা
নামর এক হুরু দ্বীপর আওড়েদি গিয়া, জাজর লগর বারকি নাওখানরে
আমরা বউত কষ্ট করি ভাংগা থাকি বাচাইলাম। 17 মানষে নাওরে টানিয়া
নিয়া জাজর উপরে তুললা, আর জাজর তক্তাইনরে দড়ি দিয়া দড়ো করি
বান্দিলা, যাতে তুফানে না ভাংগে। বাদে ছুর্তি নামর সাগরর চরো জাজ
লাগিযিবার ডরে, পাল লামাইয়া জাজরে এমনে বাতাস ভাটিয়লে ছাড়ি
দিলাম। 18 তুফানে জাজরে অমন লাখান গড়া-গড়ি শুরু করলো, এরদায়
তারা বাদর দিন জাজর মাল-ছামানা পানিত ফালাই দিলা। 19 তিন দিনর দিন
তারা নিজর আতে জাজর সাজ-সরঞ্জামও পানিত ফালাই দিলা। 20 বউত
দিন থাকি চান্দ-সুরুজ কুন জিনিস ইতা না দেখায়, আর তুফানর জুর খুব
বেশি অওয়ায়, আমরা জানে বাচার আশা ছাড়ি দিলাম।
21 জাজর মানুষ বউত দিন ধরি উপাস রওয়ায় পাউলুছে উবাইয়া তারারে
কইলা, “ও ভাইছাব অকল, আমার কথা হুনিয়া ক্রীতি দ্বীপ থাকি
জাজখানরে না ছাড়লে, ই মছিবত আর খেতি থাকি আপনারা বাচলা অনে।
22 অইলে অখন আমি আপনারারে অউ পরামিশ দিরাম, আপনারা মনর
মাজে বল রাখউক্কা, আমরা কেউ জানে মরতাম নায়, খালি জাজখান
বিনাশ অইযিবো। 23 আমি যে আল্লার এবাদত-বন্দেগি করি, হউ আল্লার এক
ফিরিস্তায় গত রাইত আমার কান্দাত উবাইয়া কইছইন, 24 পাউলুছ, ডরাইও
না, বাদশা কৈছরর ছামনে তুমার উবানি লাগবো। আর ই জাজো করি যেরা
তুমার লগে অইয়া যাইরা, আল্লায় তুমার খাতিরে মেহেরবানি করিয়া এরা
হক্কলর জান বাচাইছইন। 25 তে ছাব অকল, আপনারা মনর মাজে বল
রাখউক্কা। আমি একিন করি, আল্লায় আমারে যেলা কইছইন, অলাউ
অইবো। 26 অইলে আমরা কুনু দ্বীপর উপরে গিয়া পড়মু।”

জাজ বুড়ি গেল

27 অউ লাখান করি আমরা আদ্রিয়া সাগরর উপরেদি যাওয়াত রইলাম,
বাদে তুফানর চৌদ্দ দিনর দিন আধা রাইতকুর বালা নাইয়া অকলে আন্দাজ
করলা, তারা পারর কান্দাত আইছইন। 28 তারা পানি মাপিয়া দেখলা খালি
আশি আত গইন আছে, থুড়া বাদে হিরবার মাপিয়া দেখলা, ষাইট আত
আছে। 29 এরদায় চরর পথিরর মাজে গিয়া জাজ ধাক্কা লাগার ডরে, তারা
জাজর খরেদি চাইরগেছা লংগর ফালাইয়া, সুরুজর ফর দেখার লাগি দোয়া
করাত বইলা। 30 নাইয়া অকলে জাজ থাকি বাগিয়া যাওয়ার মতলব করি,

ছামনর গলইর থুড়া আগে লংগর ফালানির কথা কইয়া, জাজর বারকি নাওরে দরিয়াত লামাইলা। 31 তেউ পাউলুছে ছুবেদাররে আর সিপাই অকলরে কইলা, “নাইয়া অকল জাজ থাকি বাগি গেলে আপনারা হকল মারা যাইবা।” 32 ইখান হুনিয়া সিপাই অকলে নাওর দড়ি কাটি দিলা, তেউ নাও পানিত ভাসিয়া গেলগি।

33 পতাবালা পাউলুছে হকলরে মিনত করলা কুন্তা খাওয়ার লাগি, তাইন কইলা, “আইজ চৌদ্দদিন ধরি কিতা অইবো না অইবো অউ চিন্তায় আপনারা কুন্তা খাইছইন না। 34 আমি আপনারারে মিনত কররাম, কুন্তা খাউক্কা। জীন বাচাইতে অইলে তো আপনারা খাইতে অইবো। দেখবানে, আপনাইন্তর মাথার একছা চুলরও খেতি অইতো নায়।” 35 ইখান কইয়া হারি পাউলুছে তারা হকলর ছামনে রুটি আনিয়া আল্লার শুকরিয়া জানাইয়া, রুটি ছিড়িয়া খাওয়াত লাগলা। 36 তেউ হকলে মনর মাজে বল পাইয়া খানি খাইলা। 37 ই জাজর মাজে আমরা হকলে মিলিয়া দুইশো ছিয়ত্তইর জন আছলাম। 38 হকলে পেট ভরিয়া খাওয়ার বাদে জাজর ভার কমানির লাগি হক্কল গম দরিয়াত ফালাই দিলা।

39 বিয়ান অইয়া হারলে তারা চিনলা না, ই জাগা আসলে কুন জাগা। অইলে অউলা এক বাখ দেখা গেল, ই বাখর চর বালুয়ে ভরা। দেখিয়া তারা পরামিশ করলা, পারলে জাজরে নিয়া হউ চরো তুলিলিতা। 40 তেউ তারা লংগরাইন কাটিয়া দরিয়াত ফালাই দিলা, আর কান্ডারির বৈঠার দড়িনও কাটি দিলা। বাদে বাতাস ভাটিয়লে ছামনর পাল টাংগাইয়া হউ বালুর চরর মুখা গেলাম। 41 অইলে জাজ তলে লুকাইল কুন্তাত আটকি গেল। আর ছামন গালা আটকি যাওয়ায়, খরর গলইত ঢেউর বাড়ি লাগিয়া ভাংগা ধরলো। 42 তেউ সিপাই অকলে পরামিশ করলা বন্দি অকলরে মারিলিতা, আরনায় কেউ কেউ হাতরাইয়া বাগিযিতো পারে। 43 অইলে শ-সিপাইর ছুবেদারে পাউলুছরে বাচানির খিয়ালে সিপাই অকলর ই পরামিশ মানলা না। তাইন হুকুম দিলা, যেরা হাতার জানে, তারা আগে জাজ থাকি ফালাইয়া পড়িয়া হুকনাত উঠউক। 44 আর হাতার না জানরা অকলে জাজর তক্তা বা আরো কুন্তাত ধরিয়া হুকনাত পারউক। অউ লাখান হকলে হুকনাত উঠিয়া জান বাচাইলা।

মাল্টা দ্বীপো হাফর কামড়

28 আমরা হেফাজতে পারো উঠিয়া হারলে জানলাম, ই দ্বীপর নাম অইলো মাল্টা। 2 হিনর মানষে আমরার লগে খুব ভালা-মানষি করলা, মেঘ আর শীত আছিল করি তারা আগুইন জালাইয়া আমরারে ডাকিয়া নিয়া খাতির-যতন করলা। 3 এরমাজে পাউলুছে এক আটা হুকনা লাকড়ি তুকাইয়া দলা করি আনিয়া আগুনির মাজে দেওয়ার বাদে, আগুনির তেজে এক কালনাগ বার অইয়া হারি পাউলুছর আতো কামড় মারি ধরলো। 4 কালনাগে পাউলুছর আতো কামড়দি লটকি রইছে দেখিয়া, হিনর মানষে মাতা-মাতি লাগাইলা, “ই মানুষগু নিচয় কুন খুনি, দরিয়ার আত থাকি হে বাচিগেলেও ন্যায়-দেবতায় তারে বাচতে দিলা না।” 5 অইলে পাউলুছে আত ঝাড়াদিয়া কালনাগরে আগুইনো ফালাই দিলা, আর তান কুনু খেতি অইলো না। 6 মানষে মনে মনে বার চাওয়াত আছিল, পাউলুছর গতর ফুলিযিবো, বা তাইন আখতাউ মাটিত পড়িয়া মরিযিবা। বউত সময় বার চাইয়া হারলে তান কুনু বিপদ অইছে না দেখিয়া, তারার মত বদলাইয়া কইলা, “এইন তো কুনু দেবতা।”

7 ই জাগার কান্দাত হউ দ্বীপর ফুবলিয় নামর এক খান্দানি মানষর জমিদারি আছিল। তাইন আমরারে তান বাড়িত দাওত দিলা আর তিনদিন ধরি আমরারে খুব খাতির-যতন করলা। 8 অউ সময় ফুবলিয়র বাফ তাপ আর কামড়ি বেমারে বিছনাত ফালাইল আছলা। পাউলুছে ভিতরে হামাইয়া তান কান্দাত বইয়া দোয়া করলা, তান গতরো আতাই দিয়া বেমার শিফা করলা। 9 ইতা দেখিয়া হারি হি দ্বীপর যতো বেমারি আছলা, তারাও আইয়া ভালা অইলা। 10 তারা আমরারে বউত লাখান ইজ্জত করলা, বিদায় বালা জাজ ছাড়ার আগে আমরার দরকারি হকল চিজ যুগাইয়া জাজো আনিয়া ভরিয়া দিলা।

রাজধানি রোম টাউনো হজরত পাউলুছ

11 তিন মাস বাদে আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার এক জাজো করি রওয়ানা দিলাম। ই জাজখান অউ দ্বীপো রইয়া শীতর দিন কাটাইছিল, এর ছামনর গলই খুদিয়া জোড় দেবতার মুর্তি লাগাইল আছিল। 12 বাদে আমরা সুরাকুষো আইয়া তিন দিন রইলাম। 13 হিকান থাকি রওয়ানা দিয়া ঘুরি ঘুরি ইতালির রিজিয়ত আইলাম। বাদর দিন দউকনর বাতাস ছাড়লো, তেউ দুছরা দিন আমরা পুতিয়লি জাজ ঘাটো আইলাম। 14 হিনো কয়জন মুমিনর লগে মুলাকাত অইলো, তারা মিনত-কাজ্জি করায় তারার লগে এক হাপ্তা রইলাম। অতা করি করি আমরা রোম টাউনো আইয়া আজিলাম। 15 রোমর মুমিন অকলে আমরা আওয়ার খবর হুনছলা, তারা আমরার লগে মুলাকাত করতা করি কুনু কুনু জনে আপ্পিয়র বাজার, কেউ কেউ তিন-সরাইখানার গাউ পর্যন্ত আগুয়াই আইলা। এরারে দেখিয়া পাউলুছে আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা, আর দিলর মাজে বউত বল পাইলা।

16 আমরা রোমো আওয়ার বাদে পাউলুছে তান নিজর পছন্দ মাফিক রইবার অনুমতি পাইলা। খালি একজন সিপাইয়ে তানে পারা দিতো।

বন্দি হালতে রোম টাউনো তবলিগ

17 তিনদিন বাদে পাউলুছে ইহুদি অকলর বড় বড় মুরব্বিরে দলা করিয়া একখানো করাইলা। তারা দলা অইয়া হারলে তাইন কইলা, “ও ভাইছাব অকল, যুদিও আমি নিজর জাতর বা ময়-মুরব্বির বাতাইল নিয়ম-কানুনর উল্টা কুন্তাউ করছি না, তা-ও জেরুজালেম থাকি আমারে আটক করিয়া, রোমান অকলর আতো সমজাইল অইছে। 18 রোমান অকলে আমারে জেরা করিয়া মউতর সাজা দেওয়ার জুকা কুনু দুষ না পাওয়ায়, আমারে খালাছ দিলাইতা চাইছলা। 19 অইলে ইহুদি অকলে বাধা দেওয়ায় নিরুপায় অইয়া আমি বাদশার গেছে আপিল করছি। তা-ও আমি আমার নিজর জাতর উপরে কুনু লাখান দুষ দিতাম চাইছি না। 20 তে ছাব অকল, তামাম বনি ইছরাইলর দিলর মাজে যে আশা আছে, হউ আশার লাগিউ আমারে ই শিকল ফিন্দাইল অইছে, এরলাগিউ আমি আপনাইন্তর লগে মুলাকাত আর বাতচিত করতাম চাইরাম।” 21 তারা কইলা, “আমরা তো আপনার বেয়াপারে এহুদিয়া থাকি কুনু চিঠি পাইছি না। আর যেতা ইহুদি ভাইয়াইন হন থাকি আইছইন, তারাও আপনার নামে কুনু নালিশ দিছইন না, বা বুরা কুন্তা কইছইনও না। 22 অইলে আমরা আপনার মুখ থাকি মতামত হুনতাম চাইরাম। কারন আমরা জানি, হকল জাগার মানষেউ ই তরিকার বিপক্ষে মাতইন।”

23 পাউলুছর লগে হিরবার মুলাকাত করার লাগি এক তারিখ ঠিক করলা। হউ দিন তারার লগে আরো বউত মানুষ পাউলুছর ঘরো আইলা। পাউলুছে ফজর থাকি হাইঞ্জা পর্যন্ত হারাদিন আল্লার বাদশাইর কথা তারার গেছে ভাংগিয়া বয়ান করলা। হজরত মুছার তৌরাত কিতাব আর নবী অকলর কিতাবর আয়াত দেখাইয়া, ইছার বেয়াপারে তারার দিলো একিন জন্মাইতা চাইলা। 24 তান বয়ান হুনিয়া কুনু কুনু জনে ইমান আনলা, আর কুনু কুনু জনে ইতা একিন করলা না। 25 বয়ান হুনার বাদে তারার মাজে মতর অমিল অইগেল, তারা হিকান থাকি বিদায় অইতা চাইলা। যাওয়ার আগে পাউলুছে তারারে খালি অউ নছিয়তখান করলা, “পাক রুহে হজরত ইশায়া নবীর জরিয়ায় আপনাইন্তর বাফ-দাদা অকলরে অউ কথাখান ঠিকউ কইছলা,

26 অউ মানুষ অকলর কাছাত গিয়া কও,
তুমরা কানে হুনলেও কুন্তা বুজতায় নায়,
চউখে দেখলেও কুন্তা চিনতায় নায়।
27 কারন ইতা মানষর দিল অসাড় অইগেছে,
তারার কানো তালা লাগিগেছে,
তারা যারযির চউখ মুজি বইরইছে।
যাতে চউখে না দেখে,
কানে না হুনে,
দিল দিয়া না বুজে,
কিযানু তারা তৌবা করিয়া,
আমার বায় ফিরিযাইন,
আর আমি তারার শিফা করিলাই।

28-29 এরলাগি আপনারাও জানিয়া রাখউক্কা, অখন থাকি আল্লাই নাজাতর খুশ-খবরি অ-ইহুদি অকলর গেছে জানাইল অইবো, তারা ইতা খুশ অইয়া হুনবা।”

30 হজরত পাউলুছ পুরা দুই বরছ ধরি তান নিজর ভাড়া করা বাসাত রইলা। আর যতো মানুষ তানি গেছে আইতা তারারে কবুল করিয়া, 31 পুরাপুর হিম্মত করি আল্লার বাদশাইর কথা তবলিগ করতা। আর মালিক ইছা আল-মসীর বেয়াপারে বিনা বাধায় খুলা-মেলা তালিম দিতা॥

আল-রোমান

পরিচিতি

আছমানি কিতাব পবিত্র ইঞ্জিল শরিফর পয়লা হিস্যা মানি, পয়লা পাচ ছিপারার মাজে হজরত ইছা আল-মসীর জনম, তান কাম-কাজ, তালিম, তান মউত, মউতর বাদর জিন্দেগির বয়ানি। তান সাহাবি অকলর কাম-কাজ, আর হউ জমানার জমাত অকলর কিছু ইতিহাস।

আর ইঞ্জিল শরিফর দুছরা হিস্যা অইলো, চিঠির আকারে লেখা বাদর ২১ ছিপারা। অখনাইন পড়লে আমরা বুজতাম পারমু, হউ আমলর ইছায়ী জমাত অকলর হাল-হকিকত, চাল-চলন, তারার ইমান আর দুনিয়াবি আচার-বেবহার কিলাখান আছিল। অউ আল-রোমান ছিপারা অইলো, ই হিস্যার হকল পয়লা ছিপারা, ইখান বউত মুল্যবান।

অউ ছিপারার লেখক হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছ (রাঃ)। হজরত ইছায় দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৫ বছর বাদে অউ ছিপারা লেখছইন। ইখান লেখার আগে তাইন কুনুদিন রোম টাউনো গেছইন না। অখন তান খিয়াল অইলো, নানান দেশো তবলিগ করি করি, রোম টাউনো যাইতা, বাদে অন থাকি স্পেন দেশো যাইবা। এরলাগি রোম টাউনর ইছায়ী উম্মত অকলরে তান ছফরর কথা জানাইরা। এরলগে বউত জরুরি তালিম আর নছিয়ত জানাইরা।

ই ছিপারার ১-৮ রুকুর মাজে তান তালিমর খুব গুরুত্বপুর্ন নছিয়ত আছে, খাছ করি হজরত ইছার উপরে ইমান আনলে মানুষ কেমনে আল্লার দরবারো বে-কছুর খালাছ হিসাবে গইন্য অয়, আর আল্লার দেওয়া পাক রুহ পাইয়া হারি কিলা পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটায়, যেলা ১:১৭ আয়াতো লেখা আছে, “ইমানর বলেউ বে-কছুর খালাছ অওয়া জনর জান বাচিবো।”

৯-১১ রুকুত লেখা আছে, হজরত মুছা (আঃ) অর শরিয়তর হুকুম-আহকাম পুরাপুর মানতে অপারগ অওয়ায় বনি ইছরাইল জাতি আল্লার নাফরমান বনিগেছে, আর অউ শরিয়তর উপরে ভরসা করায় তারা হজরত ইছার খুশ-খবরিরেও এলামি করছে। আসলে অউ খুশ-খবরির উপরে ইমান আনলেউ হেশ-মেশ তারার জান বাচিব।

বাদে ১২-১৬ রুকুত আছে, আল্লার দরবারো কবুল কুরবানি হিসাবে কিলা নিজরে সপি দেওয়া যায়, আর জমাতর মানষর লাগি বাস্তব জিন্দেগির চাল-চলনর তালিম, দেশর রাজা বা সরকারর লগে মুমিন অকলর সম্পর্ক কিলাখান অইবো, অতা নানান বেয়াপারে যুক্তি-তর্কর নমুনায় অউ ছিপারা লেখা অইছে।

এরমাজে আছে,

(ক) আল্লার দরবারো মানুষ কিলা বে-কছুর খালাছ অইন
(খ) শরিয়তে অপারগ অইলেও বনি ইছরাইলর হেশ রক্ষা ইমানে
(গ) ইছায়ী মুমিন অকলর চাল-চলন

আল্লার দরবারো মানুষ কিলা বে-কছুর খালাছ অইন (১:১-৮:৩৯)

মানষর জান বাচানির খুশ-খবরি

1 আমি পাউলুছ তো হজরত ইছা আল-মসীর গুলাম। রোমান বাদশাইর রাজধানি রোম টাউনর মুমিন অকলর গেছে অউ ছহিফা খান লেখরাম। আল্লা পাকে আমারে পছন্দ করিয়া আনছইন আল-মসীর সাহাবি অওয়ার লাগি আর তান বাতাইল খুশ-খবরি তবলিগ করার লাগি। 2 আল্লায় তান নবী অকলর মাজদি পাক কিতাবর মাজে অউ খুশ-খবরির কথা আগেউ ওয়াদা করছইন। 3-4 অউ খুশ-খবরি অইলো তান খাছ মায়ার জন ইছা আল-মসীর বেয়াপারে। তাইনউ আমরার মালিক। রক্ত-মাংসর ছিলছিলায় তাইন অইলা হজরত দাউদ নবীর আওলাদ, আর আল্লাই পাক রুহুর কুদরতিয়ে মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া ইবনুল্লা হিসাবে জাইর অইছইন। 5 তান নাম উজিলা করার লাগি, তান মাজদিউ আমরা আল্লার নিয়ামত আর সাহাবি পদ পাইছি, যাতে হকল জাতির মানষে ইমান আনিয়া আল্লার বাইধ্য অইয়া চলে। 6 অউ মানষর মাজে তুমরাও আছো। আল্লায় তো তুমরারে দাওত করিয়া আনছইন, ইছা আল-মসীর আপন জন অওয়ার লাগি।

7 তে অউ রোম টাউনো আল্লার যতো মায়ার বন্দা অকল আছইন, আল্লায় তান পাক বন্দা অওয়ার লাগি যেরারে দাওত করিয়া আনছইন, তুমরা হকলর গেছে আমি অউ চিঠি খান লেখরাম। আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে তুমরারে রহমত আর শান্তি দান করউক্কা।

8 আমি পয়লাউ কইরাম, তুমরার মজবুত ইমানর কথা আস্তা দুনিয়াইর মাজে রটিগেছে করি, আমি ইছা আল-মসীর নামে আমার আল্লারি শুকরিয়া আদায় কররাম। 9 আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লার বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করিয়া, আমি দিলে-জানে আল্লার এবাদত কররাম। এক আল্লাউ সাক্ষি আছইন, আমি পরতেক বার মুনাজাতর সময় তুমরার কথা ইয়াদ করি। 10 আমি হামেশা অউ কথা মাগিরাম, অতদিন বাদে অইলেও আল্লার মর্জিয়ে যেকুনু মন্তে আমি যানু তুমরার গেছে আইতাম পারি। 11 আমি তুমরার লগে দেখা করতাম চাইরাম, যাতে রুহানি কুনু নিয়ামত দিয়া তুমরারে বলবান করতাম পারি। 12 মানি, আমার ইমান দেখিয়া তুমরা হকলে আর তুমরার ইমান দেখিয়া আমি নিজেও উৎসাহ পাই।

13 ও ভাইয়াইন হুনো, আমি বউত বার তুমরার গেছে আইতাম চাইছি, অইলে বার বার বাধা আইছে। নানান জাগাত গিয়া ভিন জাতির গেছে তবলিগ করিয়া যেলা ফল পাইছি, তুমরার গেছেও অলা ফল দেখার আশায় আইতাম চাইরাম। 14 ভদ্র ইউনানি জাতি বা অভদ্র বর্বর জাতি, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, হকলর লাগিউ তো আমার এক হমান দায়-ভার আছে। 15 এরলাগি তুমরা যেরা রোম টাউনো বসত কররায়, আমি আমার সাইধ্য মাফিক তুমরারি গেছেও খুশ-খবরি তবলিগ করার লাগি খিয়ালি।

16 কারন হজরত ইছা আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করতে আমি কুনু শরম মনো করি না, অউ খুশ-খবরি হুনিয়া যেরা ইমান আনে, তারার জান বাচানির লাগি ইটা অইলো আল্লাই বল। পয়লা বনি ইছরাইলর লাগি যেরা এক আল্লা মানইন, বাদে বে-দীন ভিন জাতি অকলর লাগি। 17 অউ খুশ-খবরির মাজেউ তো বাতাইল অইছে, আল্লায় কিলা মানষরে বে-কছুর খালাছ হিসাবে কবুল করইন। খালি ইমানর মাজদিউ মানষরে আউয়াল থাকি আখের পর্যন্ত বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অয়। যেলা কিতাবো লেখা আছে, “ইমানর বলেউ বে-কছুর খালাছ অওয়া জনর জান বাচিবো।”

হকল মানুষউ নাফরমান

18 মানষে নিজর নাফরমানি দিয়া আল্লাই হকরে লুকাইয়া রাখে। তারার নাফরমানি আর আল্লার বায় ডর-খফ না থাকায় আছিমান থাকি তারার উপরে গজব নাজিল অয়। 19 আল্লার বেয়াপারে যতখান বুজার তাক্কত আছে ইতা মানষর গেছে পরিস্কার, আল্লায় নিজেউ তো ইতা জাইর করছইন। 20 তান যেতা গুনাগুন মানষর আ-দেখা, মানি তান চিরকালিন খেমতা আর আল্লাই স্বভাব, ইতা দুনিয়া পয়দা অওয়ার আগ থাকিউ পরিস্কার ফুটিয়া উঠছে। তান পয়দা করা জিনিস দেখলেউ মানষে ইতা বুজতো পারে। এরলাগিউ তানরে চিনিনা কইয়া কুনু মানষে ভানা দেখানির উপায় নাই। 21 আল্লার বেয়াপারে অততা জানার বাদেও মানষে তানরে

আল্লা ভাবিয়া তান এবাদত-বন্দেগি আর শুকুর-গুজারি না করায়, তারার বিচার-বিবেক অসার অইগেছে আর বেআখল মন আন্দাইর অইগেছে। 22 যুদিও তারা নিজরে আখলদার মনো করইন, আসলে তারা বেআখল। 23 তারা চিরকালিন জিন্দা আল্লার এবাদত বাদ দিয়া অস্থায়ী মানুষ, পশু-পাখি, আর বুকে চলরা জানদারর মুর্তি বানাইয়া অতার পুজা করছে, আল্লার পাওনা গৌরব-মহিমা অতারে দিছে।

24 এরলাগি আল্লা পাকেও তারার দিলর বদ খাইশ মাফিক, তারারে নফরতি কামর আতো ছাড়ি দিছইন, অতার দায় তারা একে-অইন্যর লগে বদমাইশি-বেইজ্জতি করের। 25 তারা আল্লার হকরে বাদ দিয়া মিছারে পছন্দ করছে। পয়দা কররা আল্লারে বাদ দিয়া, তান পয়দা করা জিনিসর পুজা করছে। অইলে যুগে যুগে চিরকাল হকল তারিফ একমাত্র পয়দা কররা আল্লারউ। আমিন।

26 মানষে অলাখান নফরতি কাম করের দেখিয়া, আল্লায়ও তারারে অউ বদ খাইশর আতো সপি দিছইন। অতার বেটিন্তেও জামাইর লগে মিলা-মিশা বাদ দিয়া অইন্য বেটিন্তর লগে খবিছি কাম করছে। 27 অউলা বেটাইন্তেও বেটিন্তর লগে মিলা-মিশা বাদ দিয়া অইন্য বেটার লগে মিলা-মিশার লাগি পাগল অইগেছে, বেটাইন্তে বেটাইন্তর লগে খবিছি কাম করছে। এরলাগি তারা পরতেকর জিন্দেগিত যারযির বদ কামর সাজা পাইরা। 28 মানষে তার দিল থাকি আল্লা পাকরে মানের না দেখিয়া, আল্লায়ও তারারে অলা বদ খাইশর খবিছি দিলর আতো ছাড়ি দিছইন, এরলাগি তারা অতা করাত রয়। 29 তারা হকল নমুনার নাফরমানি, বদ কাম, লোভ-লালছ, ইংসা-নিন্দা, খুন-খারাপি, মারা-মারি, ছল-চতুরি আর কানা-কানি করার লাগি উস্তাদ। 30 তারা মানষর গিবত গায়, আর আল্লারে ঘিন্নায়। তারা বদ-মিজাজি, অহংকারি, বড়াই-বেটাগিরি আর নয়া নয়া নাফরমানির ধান্দায় থাকে। তারা মা-বাফরও অবাইধ্য। 31 নেকি-বদি বুজার আখল নাই, ওয়াদা খেলাফ কারি, পাষান, ইতার দিলো কুনু দয়া-মায়া নাই। 32 তারা তো আল্লার ই বিচাররর কথা ভালা করিউ জানে, যেরা ইলাখান কাম করে, তারার সাজা অইবো মউত। ইখান জানিয়াও, তারা খালি নিজে ইতা করে না, বাকি যেরা ইলা কাম করে, তারার পক্ষেও সায় দেয়।

মানষর গুনার বিচার

2 এরলাগিউ কইরাম, ও মানুষ জাতি, তুমি তো অইন্য জনরে দুষি সাইবস্তো কররায়, ইতা বিচার তুমি হিকলায় কিলা? তুমার জুয়াপ দিবার কুনু পথ আছে নি? কারন তুমি নিজে যে অপরাধ কররায়, অউ একই অপরাধে তুমি আরক জনরে দুষি কইরায়। তে ই দুষ তুমার উপরেও পড়ের না নি? 2 আমরা তো জানি, যেরা ইলাখান অপরাধ করে, আল্লায় হক ইনছাফ মাফিক তারার পাওনা সাজা দিবা। 3 ও মানুষ জাতি, যে কাম তুমি নিজেও করো, অউ একই কামর লাগি তুমি আরক জনরে দুষি সাইবস্তো করো, তে কেমনে বুজলায়, তুমি আল্লার সাজা থাকি রেহাই পাইলিবায়? 4 তুমি তো আল্লা পাকর অশেষ মেহেরবানি, তান ধৈর্য-শক্তি আর ছবরগারিরে এলামি কররায়। তান মেহেরবানিয়ে তুমারে খালি তৌবা করার পথে টানিয়া নেয়, ইখান ফাউরিলিছো নি?

5 অইলে তুমার পাষান দিল আর তৌবা না করার মনোভাবর লাগি, তুমার উপরে আল্লার গজব দলা করি থইরায়, আল্লায় যেদিন গজব জাইর করবা, হক বিচার করবা, হউ দিনর লাগি সাজা দলা কররায়। 6 তাইন পরতেক মানষরে যারযির কামর ফল দিবা। 7 যেরা ধৈর্য ধরিয়া নেক কামর মাজদি আল্লাই তারিফ, ইজ্জত, আর ক্ষয়হীন জিন্দেগি তালাশ করে, আল্লায় তারারেউ আখেরি জিন্দেগি দান করবা। 8 অইলে যেরা নিজর খাইশর বশে চলে, আল্লাই হকর বিরুদ্ধে রয়, নাফরমানির পক্ষে থাকে, তারার উপরে আল্লাই দুখ-মছিবত, গজব আর লানত আইবো। 9 পরতেক নাফরমানর উপরে ইতা আইবো, পয়লা বনি ইছরাইলর উপরে, বাদে ভিন জাতির উপরে। 10 অইলে যেরা নেক কাম করে, তারা পরতেকে তারিফ, ইজ্জত আর শান্তি পাইবো। পয়লা বনি ইছরাইলে বাদে ভিন জাতিয়ে পাইবা। 11 আল্লার দরবারো তো পক্ষপাতির কুনু কারবার নাই, হকলউ হমান।

12 শরিয়তর বাইরে রইয়া যেতা মানষে গুনা করছে, তারা বিনাশও অইবা শরিয়ত ছাড়া, আর শরিয়তর ভিতরে রইয়া যেরা গুনা করে, অউ শরিয়ত মাফিকউ তারার বিচার অইবো। 13 যেতা মানষে শরিয়তর বয়ান খালি হুনে, আল্লার নজরো তো তারা বে-কছুর নায়, অইলে যেরা শরিয়ত আমল করে, তারাউ খালি বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য অইবা। 14 ভিন জাতি অকলে আল্লাই কুনু শরিয়ত না পাইলেও, তারা যেবলা এমনেউ শরিয়ত মাফিক চলইন, অউ সময় তারার বিবেকউ শরিয়ত বনিয়ায়। 15 এতে দেখা যায়, শরিয়ত মাফিক যেতা করা জরুর, ইতা তারার দিলর বিবেকর মাজে লেখা আছে। তারার বিবেকে তারার কামর সাক্ষি দেয়, কুনু কুনু সময় তারার বিবেকে তারারে দুষি সাইবস্তো করে, আর কুনু কুনু সময় তারার পক্ষেও সায় দেয়। 16 তে আল্লায় যেদিন ইছা আল-মসীর মাজদি হকল মানষর লুকাইল আমলর বিচার করবা, হউ দিনউ ইতা জাইর অইবো। আর আমি অখন যে খুশ-খবরি তবলিগ করিয়ার, অউ মাফিকউ বিচার অইবো।

বনি ইছরাইল আর শরিয়ত

17 তুমি যেবলা নিজর পরিচয় দিরায় বনি ইছরাইল কইয়া, তুমি হজরত মুছার শরিয়তর উপরে ভরসা কররায় আর আল্লার মায়ার বন্দা কইয়া বড়াই দেখাইরায়। 18 তে আল্লায় তুমার গেছ থাকি কিতা আশা করইন, তুমি কিতা করতায়, ইখান তো তুমি জানোউ, শরিয়ত থাকি তুমি ইতার তালিম পাইছো। 19 তুমি মনে মনে কইরায়, আমি তো আন্দারে পথ দেখাইয়ার, আন্দারিত যেতা আছইন, ইতার গেছে আমি নুরর রুশনি। 20 বেআখলরে হেদায়ত করিয়ার, হুরুতাইনরে তালিম দিয়ার। তুমি বুজরায়, শরিয়তর ভিতরে হক আর আখল-বুদ্ধি আছে। 21 ইতা খুব ভালা কথা, অইলে তুমি যেবলা অইন্য মানষরে হিকাইরায়, তে নিজেও ইতা হিকো না কেনে? তুমি মানষরে কইরায়, চুরি করিও না, অইলে তুমি নিজেউ চুরি কররায় না নি? 22 মানষরে কইরায়, জিনা করিও না, অইলে তুমি নিজে কুনু জিনা কররায় না নি? তুমি তো দেব-দেবীর মুর্তিরে ঘিন্নাইরায়, হিরবার নিজেউ মুর্তির মন্দিররে লুট-তরাজ কররায় না নি? 23 যে শরিয়ত লইয়া তুমি বড়াই কররায়, ই শরিয়তর উল্টা চলিয়া তুমি নিজেউ আল্লারে অসম্মান কররায় না নি? 24 আল্লার কালামো আছে, "তুমরার চাল-চলন দেখিয়া ভিন জাতি অকলে আল্লার নামরে বেইজ্জত করের।"

25 হুনো, তুমি যুদি শরিয়ত মানিয়া চলো, তে মছলমানি কাম করানির দাম আছে, আর শরিয়ত মাফিক না চললে, মছলমানি কাম করাইলেও যেতা, না করাইলেও অতা। আল্লার নজরো তুমি মছলমানি না করাইল বে-দীনর লাখান। 26 অখন মছলমানি না করাইয়াও যুদি কেউ শরিয়ত মানিয়া চলে, তে আল্লায় তারে মছলমানি করাইল কইয়া সমজিতা নায় নি? 27 আর মছলমানি না করাইল মানষে যেবলা শরিয়ত মানিয়া চলে, তে লিখিত শরিয়ত পাইয়া আর মছলমানি করাইয়াও যুদি তুমি এর উল্টা চলো, তাইলে হউ মছলমানি না করাইল বেটায় তুমারে দুষিতো নায় নি?

28 বিষয়টা বুজরায় নি? খালি নামে বনি ইছরাইল অইলেউ কেউ আসল বনি ইছরাইল নায়। শরিলর অংগ কাটিয়া মছলমানি করাইলেও তো, আসল মছলমানি অয় না। 29 অইলে মন থাকি যেরা বনি ইছরাইল, তারাউ আসল বনি ইছরাইল। ইতা কুনু লিখিত আইন কানুনর বেয়াপার নায়, দিলর ভিতরর রুহানি বেয়াপার। দিলর মছলমানিউ অইলো আসল মছলমানি। জগতর মানষে এরার তারিফ না করলেও, আল্লায় তারিফ করইন।

3 তে ইলাখান বেয়াপার অইলে, বনি ইছরাইল অওয়ায় বাড়তি কুনু লাভ আছে নি? মছলমানি কাম করানিত কুনু ফায়দা আছে নি? 2 নিচ্চয় আছে। বউত নমুনার ফায়দা আছে। পয়লা ফায়দা: আল্লা পাকে তান হক্কল কালাম নাজিল করছইন বনি ইছরাইলর গেছে। 3 অবইশ্য তারার কুনু কুনু জনে বেইমানি করছে, এতে কিতা অইছে? তারা বেইমানি করলেও আল্লা পাকে কুনু তারার লাখান বেইমানি করবা নি? 4 নাউজুবিল্লা! হকল মানষে মিছা মাতলেও আল্লা তো হামেশা হক থাকইন। পবিত্র জবুর শরিফো আছে:

এরবাদেও পরমান মিলবো তুমার জবান সঠিক,
তুমার পক্ষে রায় যাইবো।

5 দুনিয়াবি মানষে কইতো পারে, আমরার না-হক কামে যেবলা আরো পরিস্কার বুজা যায় আল্লা পাক কতো হক, তে আমরার না-হকে তান গৌরব অওয়ার বাদেও তাইন আমরারে সাজা দিলে ইতা তান অইন্যায়? নাউজুবিল্লা। 6 আল্লায় যুদি হক ইনছাফ না করইন, তে তাইন কিলা আস্তা জগতর বিচার করবা? 7 তারা কইন, "আমার মিছা মাতর মাজদিউ বুজা যায়, আল্লা পাক হক-ইনছাফকারি। আর আমার মিছা মাতে যেবলা আল্লার গৌরব-তারিফ অয়, তে তাইন আমারে গুনাগার সাইবস্তো করইন কেনে?" 8 ইখান খুব সুন্দর যুক্তি। এরলাগি আমরা কইতাম নি, "আও, আমরা নাফরমানি করাত রই, যাতে অউ নাফরমানির মাজদি ভালা ফল মিলে?" কুনু কুনু মানষে আমরার বদনাম গাইয়া কইন, আমরাও বুলে অলা তালিম দেই। ইতায় তারার পাওনা সাজা পাইবা।

আল্লার দরবারো হকল মানুষউ দুষি

9 অখন আমরা কিতা কইতাম? বনি ইছরাইল হিসাবে আমরার হালত কিতা ভিন জাতি থাকি ভালা নি? নিচ্চয় না। আগেউ আমরা কইছি, বনি ইছরাইল আর ভিন জাতি হকলউ গুনার গুলাম। 10 আল্লার কালামো আছে,

বে-কছুর বলতে কেউ নাই, একজনও নাই;
11 আখলদার একজনও নাই,
কেউ আল্লার তালাশ করে না।
12 হকল মানুষ বে-পথি অইগেছে,
হকল একলগে নাফরমান অইগেছে,
নেক কাম করে ইলা কেউ নাই, একজনও নাই।
13 তারার মুখ তো পচা লাশর খুলা কয়বরর লাখান,
তারার জিবে ছল-চতুরি মাতে,
আর ঠোটর তলে আছে, হাফর বিষ।
14 তারার গলার মাজে বদদোয়া আর তিত্তা মাত-কথায় ভরা,
15 খুন-খারাপির লাগি তারার পাও আগুয়াইল,
16 তারার পথো খালি বিনাশ আর আহাজারি।
17 শান্তির পথ তারা চিনে না,
18 তারার দিল থাকি আল্লার ডর-খফ হরিগেছে।

19 আমরা জানি, হজরত মুছার শরিয়ত তারার লাগিউ, যেরার গেছে অউ শরিয়ত দেওয়া অইছে। যাতে খালি ভিন জাতি নায়, শরিয়ত পাওরা বনি ইছরাইলও, মানি আস্তা জগতর কেউ কুন্তা মাতিবার সুযোগ নাই, সবউ আল্লার বিচারর দাড়ো পড়ে। 20 কারন শরিয়ত আমল করলেউ, আল্লায় মানষরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করিলিবা, ইলা কুন্তা নায়। অইলে শরিয়তর মাজদিউ মানুষ গুনার বেয়াপারে হুশিয়ার অয়।

মানুষ কিলা বে-কছুর হিসাবে গইন্য অইন

21 অখন তো আল্লা পাকে পথ বাতাই দিছইন, শরিয়ত ছাড়াও তাইন কিলা
মানষরে বে-কছুর খালাছ হিসাবে গইন্য করইন। আগে তাইন তৌরাত শরিফ
আর নবী অকলর কিতাবো অউ বেয়াপারে ইশারা দিছইন। 22 অউ পথ
অইলো, হজরত ইছা আল-মসীর উপরে যেরা ইমান আনে, অউ ইমানর
মাজদিউ আল্লায় তারারে বে-কছুর কইয়া গইন্য করইন। ই বেয়াপারে বনি
ইছরাইল অউক বা ভিন জাতি অউক হকলউ এক হমান। 23 কারন, হকলেউ
গুনা করছে, আল্লার শান-তজল্লিত হামানির সামর্থ কেউরর নাই। 24 অইলে
ইছা আল-মসীয়ে মানষরে গুনার আত থাকি বাচানির বেবস্তা করছইন,
তাইন আল্লার রহমতর দান হিসাবে মানষরে বে-কছুর কইয়া গইন্য করার পথ
করছইন। 25 যেরা তান উপরে ইমান আনে, আল-মসীয়ে তারার লাগি নিজর
লউরে কফরার কুরবানি দিয়া আল্লা পাকরে খুশি করছইন। অউ নমুনায়
আল্লায় দেখাইছইন, যুদিও তান নিজর ছবরগীরির লাগি মানষর পুরানা
গুনার সাজা দিতে দেরি করলা, তেবউ তাইন হক-ইনছাফকারি। 26 আর
অখন তাইন ইতা দেখাইছইন, যাতে পরমান অয়, তাইন নিজে হক-
ইনছাফকারি আর যেরা আল-মসীর উপরে ইমান আনইন, তারারে বে-কছুর
খালাছ কইয়া গইন্য করইন।
27 এরবাদেও মানষে বড়াই দেখানির কুন্তা আছে নি? না, কুন্তাউ নাই।
কেনে নাই? মানষে শরিয়ত মানে করি তার বড়াই করার কুন্তা নাই নি? না,
আসল কথা অইলো, ইমানর মাজে বড়াই করার জাগা নাই। 28 আমরা জানি,
আল্লায় মানষরে তার ইমানর লাগিউ বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করইন,
শরিয়ত মানার লাগি নায়।
29 তে আল্লা খালি বনি ইছরাইলর নি, ভিন জাতির লাগিও নায় নি?
নিচ্চয়, তাইন ভিন জাতিরও আল্লা। 30 কারন আল্লা তো একজনউ। তাইন
বনি ইছরাইলরে যেলা ইমানর মাজদি বে-কছুর কইয়া গইন্য করইন, অলা
ভিন জাতি অকলরেও করবা। 31 অখন কওছাইন, ইমানর লাগি আমরা
শরিয়ত বাতিল কররাম নি? না, মোটেউ না! বরং আমরা শরিয়তরে মজবুত
করিয়ার।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) থাকি তালিম

4 তে আমরার খান্দানর মুল বাফ হজরত ইব্রাহিমর জিন্দেগির
বেয়াপারে কিতা কইতাম? তাইন কিতা পাইলা? 2 শরিয়ত মানার
লাগিউ যুদি তানরে বে-কছুর কইয়া গনা অয়, তে তাইন নিজর বড়াই
দেখাইতা পারইন, অইলে আল্লার দরবারো তো নায়। 3 কারন আল্লার
কালামো আছে, "ইব্রাহিমে আল্লার উপরে ইমান আনায়, আল্লায় তানরে বে-
কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করলা।" 4 কামলায় কাম করিয়া যে বেতন পায়,
ইকটা কুনু দান নায়, ইকটা তার পাওনা মজুরি। 5 অইলে কুনু মানষে যুদি
নিজর আমলর উপরে ভরসা না করিয়া, খালি তান উপরে ইমান আনে,
যেইন গুনাগাররে বে-কছুর কইয়া গইন্য করইন, তে তার ইমানর লাগি হে
খালাছ পায়। 6 আর নিজ আমল ছাড়া আল্লা পাকে যারে বে-কছুর কইয়া
গইন্য করছইন, হজরত দাউদেও তারে নেক-কপালি কইছইন। পবিত্র জবুর
শরিফো তাইন কইরা,

7 নেক-কপালি তারাউ, যেরার নাফরমানিরে মাফ করা অইছে,
মাবুদ মউলায় যেরার গুনারে আর হিসাবো ধরতা নায়।
8 নেক-কপালি হউ জন, যার গুনারে আল্লায় তার আমল-নমা থাকি কাটি
দিছইন।

9 তে নেক-কপালি খালি তারারেউ কওয়া অইছে নি, যেরার মছলমানি কাম
করাইল অইছে? মছলমানি না করাইল মানষরেও কওয়া অইছে না নি? অয়,
তারারেও নেক-কপালি কওয়া অইছে। কারন আল্লার কালামো পাইছি,
হজরত ইব্রাহিমর ইমানর লাগিউ, আল্লায় তানরে বে-কছুর খালাছ কইয়া
গইন্য করলা। 10 কুন সময় করলা? মছলমানি করানির আগে, না বাদে?
নিচ্চয়, মছলমানি করানির আগেউ অইছলা। 11 মছলমানি কাম করানির
আগেউ আল্লায় তানরে ইমানর লাগি বে-কছুর কইয়া গইন্য করছলা, আর
মছলমানি কাম করানি আছিল এর পরমান বা নিশানা। এ থাকি বুজা যায়,
মছলমানি না দিলেও, খালি ইমানর লাগি যেরারে বে-কছুর খালাছ কইয়া
ধরা অয়, তারার মুল বাফ অইলা হজরত ইব্রাহিম। 12 মছলমানি করানির
আগে হজরত ইব্রাহিমর ইমান যেলাখান আছিল, মছলমানি করাইয়া যতো
মানষে অউ ইমানে চলে, তারারও মুল বাফ অইলা অউ ইব্রাহিম।

ইমানর বলেউ আল্লাই ওয়াদা পুরন

13 আল্লা পাকে ওয়াদা করছলা, হজরত ইব্রাহিম আর তান খান্দানরে ই
দুনিয়ার দখলদারি দিবা। শরিয়ত মানার লাগি ই ওয়াদা করা অইছে না, বরং
ইব্রাহিমর ইমানর লাগিউ তানরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করিয়া অউ
ওয়াদা করছলা। 14 শরিয়ত মানিয়া কেউ যুদি দখলদারি পাইলায়, তে তো
ইমান বেকামা বনিয়ায় আর আল্লার ওয়াদারও কুনু দাম রয় না। 15 শরিয়তে
তো আল্লার গজব লামায়। আসল কথা অইলো, যেখানো শরিয়ত নাই, ইনো
শরিয়ত ভংগর কথাও নাই।
16 এরলাগি ই ওয়াদা খালি মানষর ইমানর মাজদি পুরা করা অয়, যাতে
ইটা আল্লার রহমতর দান হিসাবে রয়। তে ইব্রাহিমর খান্দানর গেছে যে
ওয়াদা করা অইছে, ইখান নিচ্চয় পুরা করা অইবো। খালি শরিয়ত মানরা
অকলর লাগিউ পুরন করা অইতো নায়, যেরা ইব্রাহিমর ইমানর লগে শরিক,
তারার লাগিও ই ওয়াদা পুরা করা অয়। 17 আল্লার কালামো যেলা লেখা
আছে, "আমি তুমারে বউত জাতির মুল বাফ বানাইলাম।" অউ হিসাবে
আল্লার নজরো ইব্রাহিম অইলা আমরা হকলর মুল বাফ। যেইন মরারে
জিন্দেগি দেইন আর যেতা অওয়ার নায়, অতা অওয়াইতা পারইন, হউ
আল্লার উপরে তাইন ইমান আনছলা।
18 অউ ইব্রাহিমে যেবলা আওলাদ পাওয়ার কুনু আশা করার কথা নায়,
হউ সময়ও তাইন আল্লার উপরে ভরসা করিয়া ইমানে মজবুত রইছইন।
আল্লায় তানরে কইছলা, "তুমার খান্দানরে আমি আছমানর তেরার লাখান
বেহিসাব করমু।" আর অউ কথার উপরে তাইন ইমান আনলা। 19 একশো
বছর বয়সর ইব্রাহিমে যুদিও বুজছিলা, হুরুতা জনম দেওয়ার খেমতা আর
তান নাই, তান বিবি ছয়িরারও হুরুতা অওয়ার বয়স শেষ অইগেছে, তেবউ
তান ইমান মজবুত আছিল। 20 আল্লার ওয়াদার বেয়াপারে তান মনো কুনু
সন্দয় আইছে না, বরং তাইন ইমানে আরো মজবুত অইয়া আল্লার তারিফ
করলা। 21 ইব্রাহিমে পুরাপুর একিন করলা, আল্লায় যে ওয়াদা করছইন, ইতা
পুরা করার খেমতাও তান আছে। 22 অউ কারনেউ তান ইমানর লাগি তানরে
বে-কছুর কইয়া গইন্য করা অইছিল। 23 "বে-কছুর কইয়া গইন্য করা অইছিল,"
ইখান খালি ইব্রাহিমর লাগি লেখা অইছে না, 24 আমরার লাগিও লেখা
অইছে। ইমানর লাগিউ আল্লায় আমরারে বে-কছুর কইয়া গইন্য করবা, কারন
যে আল্লায় আমরার মালিক ইছারে মুর্দা থাকি জিন্দা করছলা, আমরা তান
উপরেউ ইমান আনছি। 25 আমরার গুনার কফরা হিসাবে অউ ইছারে
মউতর আতো তুলি দেওয়া অইছিল, আর আমরারে বে-কছুর খালাছ কইয়া
গইন্য করার লাগি তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করা অইছিল।

বে-কছুর খালাছ বনিয়া খুশি করা

5 ইমানর মাজদি আমরারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অইছে,
গতিকে মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় আল্লা পাক আর আমরার
মাজে সু-সম্পর্ক বওয়াল অইছে। 2 অউ যে রহমতর তলে আমরা
আছি, আল-মসীয়ে আমরারে ই জাগাত আনিয়া পৌছাইছইন। এরলাগি
আল্লার মহিমা পাওয়ার আশায় আমরার মন অখন নিচ্চিত খুশিয়ে ভরি
গেছে। 3 খালি ইখান নায়, আমরা দুখ-কষ্টর মাজেও খুশি-বাসি কররাম।
কারন দুখ-কষ্টয় ছবর আনে, 4 ছবরে মেওয়া ফলে, অউ মেওয়ায় আশা-
ভরসা আনে, 5 আর অউ আশা-ভরসা বেকামা যায় না। কারন আল্লায়
আমরারে যে পাক রুহ দিছইন, ই পাক রুহে আমরার দিলর মাজে আল্লাই
মহব্বত জন্মায়।
6 আমরা তো কমজুর-লাছার আছুলাম, সঠিক সময়ে আমরার লাখান
গুনাগাররে বাচানির লাগি, আল-মসীয়ে নিজর জান কুরবানি দিলা। 7 কুনু
পরেজগার মানষর লাগি সাধারনত কেউ জান দিলাইতো চায় না, তা-ও খুব
ভালা জনর লাগি আখতা কেউ দিলেও দিলাইতো পারে। 8 অইলে আমরা
গুনাগার হালতেউ আল-মসীয়ে আমরার লাগি নিজর জান কুরবানি
দিছইন। অখান থাকি পরমান মিলে, আল্লায় আমরারে কতো মায়া করইন।
9 আর আল-মসীর কুরবানির উছিলায় যেবলা বে-কছুর খালাছ কইয়া
গইন্য অইছি, তে অখন আল-মসীর মাজদি আমরা আল্লার সাজা থাকিও
রেহাই পাইমু, ইটা তো ষোলআনা নিচ্চিত। 10 আমরা আগে আল্লার দুশমন
আছলাম, হউ সময় তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লার মউতর উছিলায়, তান
লগে আমরার মিলন অইছে। তে তো আল-মসীর জিন্দা অইয়া উঠার
মাজদি অখন আরো বেশি নিচ্চিত, আমরা নাজাত পাইমু। 11 খালি ইখান
নায়, যার উছিলায় অউ মিলন অইছে, আমরার মালিক অউ ইছা আল-
মসীর মাজদি অখন আল্লার নামে খুশি-বাসিও কররাম।

হজরত আদম (আঃ) আর আল-মসীর তুলনা

12 একজন মানষর মাজদি দুনিয়াইত গুনা আইয়া হামাইছিল, আর অউ
গুনার মাজদি মউতও আইছিল। বাদে হকল মানষেউ গুনা করছে, এরলাগি
হকলর লাগিউ মউত আইয়া আজিছে। 13 হজরত মুছার শরিয়ত নাজিলর
আগেও দুনিয়াইত গুনা আছিল। অইলে শরিয়ত আছিল না গতিকে গুনারে
হিসাবো ধরা অইতো না। 14 তা-ও বাবা আদম থাকি মুছা নবীর আমল পর্যন্ত
যেরা আদমর লাখান সরাসরি আল্লার হুকুমরে ভাংগিছে না, তারার উপরেও
মউতে বেটাগিরি করছে।
তে কুনু কুনু কারনে বাবা আদমর লগে, বাদে তশরিফ আনা অউ আল-
মসীরও মিল আছিল। 15 অইলে বাবা আদমর নাফরমানি আর আল্লার
রহমতর দানর মাজে বউত তফাত আছে। হউ একজনর নাফরমানির দায়
বউতর লাগি মউত আইলো আর আরক জন, মানি ইছা আল-মসীর
মেহেরবানির মাজদি যে রহমতি দান আইলো, আল্লার ই রহমত আরো বউত
বেশি বাড়ি গেল। 16 আর একজন মানষর গুনায় যেলা ফল দেখা গেল,
আল্লার রহমতর দান তো ইলাখান নায়। খালি একজন মানষর গুনার লাগি
বউত মানষরে দুষি সাইবস্তো করা অইছে। অইলে বউত বেশি পরিমানে গুনা
করার বাদেও আল্লার অউ রহমতে বউত জনরে বে-কছুর খালাছ কইয়া
গইন্য করা অইছে। 17 একজন মানষর গুনার লাগি যেবলা মউতে আমরার
উপরে বেটাগিরি করছে, তে দুছরা আরক জন, মানি ইছা আল-মসীর মাজদি
আমরা যেরা আল্লার রহমতে বে-কছুর খালাছ হিসাবে গইন্য অইছি,
আমরাও অলা কতো বেশি নিচ্চিত অইয়া আল্লাই জিন্দেগি পাইয়া হকলতার
উপরে রাজত্ব করমু।
18 আসল কথা অইলো, একজন মানষর গুনার লাগি যেলা হকল মানষরে
দুষি সাইবস্তো করা অইছে, অউলা একটা নেক কামর মাজদি হকল মানষরে
বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য অওয়ার সুযোগ দেওয়া অইছে। অউ সুযোগর
ফল অইলো আখেরি জিন্দেগি। 19 যেমন ধরো, একজন মানষর অবাইধ্যতার
লাগি বউত মানুষ গুনাগার অইছইন। অউলা একজন মানষর বাইধ্যতার
লাগি বউত মানষরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অইছে। 20 এরমাজে

শরিয়তর হুকুম-আহকামও নাজিল অইগেল, যাতে ই নাফরমানির হিসাবর পরিমান আরো বাড়ি যায়। অইলে নাফরমানি যেনো বাড়িলো, ইনো আল্লার রহমত আরো বউত বাড়িগেল। 21 ই রহমত বাড়িলো, যাতে মউতর মাজদি আগে গুনায় যেলা বেটাগিরি করছিল, অখন বে-কছুর খালাছ অওয়ার মাজদি আল্লার রহমতে অউলা রাজত্ব করে। আর অতার ফল হিসাবে আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় আখেরি জিন্দেগি পাই।

গুনার জিন্দেগি শেষ, নয়া জিন্দেগির শুরু

6 তে অখন আমরা অলা কইতাম নি, আমরার উপরে যাতে আল্লার রহমত আরো বাড়ে, এরলাগি আমরা আরো গুনা করাত রই? 2 নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! গুনার বাবতে আমরা তো মরি গেছি, তে ই মুর্দা হালতে অখন আর কেমনে গুনার কামো রইতাম? 3 আইচ্ছা, আমরা যতো জনে আল-মসীর নামে তৌবার গোছল করছি, আমরা তো তান মউতর লগেও শরিক অইছি। 4 অউ গোছলর কালো আমরারে তো আল-মসীর লগে কয়বর দেওয়া অইছে। আর গাইবি বাফ আল্লায় তান মহা কুদরতে আল-মসীরে যেলা কয়বর থাকি জিন্দা করি তুলছইন, ঠিক অউলা আমরাও যানু নয়া জিন্দেগিয়ে দিন কাটাই। 5 আর আমরা যেবলা আল-মসীর মউতো শরিক অইছি, তে তাইন যেলা মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠছইন, অলা আমরাও তান জিন্দা অওয়ার লগে শরিক রইমু। 6 আমরা ইখান জানি, আমরার শরিলর বদ খাইশরে বেকামা করার নিয়তে আমরার পুরান “আমি” রে আল-মসীর লগে সলিবর উপরে মারিয়া ফালাইল অইছে, যাতে আমরা আর গুনার গুলাম না রই। 7 কারন যার মউত অইযায়, হে তো গুনার কবজা থাকি খালাছ পাইলিছে। 8 তে আল-মসীর লগে যেবলা আমরার মরন অইছে, অখন আমরার ইমান অইলো, তান লগে জিন্দেগিও পাইমু।

9 আমরা জানি, আল-মসী মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠিছইন করি তান আর মউত অইতো নায়। মউতর কুনু খেমতা তান উপরে নাই। 10 আসলে তান যে মউত অইছে, ইতা তো গুনার খেমতা বিনাশ করার লাগি খালি একবারউ অইছে। আর অখন তান যে জিন্দেগি আছে, ইটা তো আল্লার মহিমার লাগি জিন্দা আছইন। 11 ঠিক অউলা, তুমরাও মনো করিও, গুনার খেমতার বেয়াপারে তুমরার মরন অইগেছে, অখন খালি ইছা আল-মসীর নামে আল্লার মহিমার লাগি জিন্দা আছো।

12 এরলাগি মউতর জুকা তুমরার ই শরিলর উপরে গুনারে কুনু লাখান বেটাগিরি করতে দিও না, শরিলরে বদ খাইশর আতো সপি দিও না। 13 শরিলর কুনু অংগরে বদ কামর আতিয়ার বানাইও না। বরং নিজরে মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়া জন মনো করিয়া পুরাপুরি আল্লার আতো সপি দেও, শরিলর হকল অংগরে নেক কামর আতিয়ার হিসাবে আল্লার নামে বিলাই দেও। 14 তুমরা তো গুনার গুলাম নায়, শরিয়তর আওতায়ও নায়, খালি আল্লার রহমতর তলে আছো।

15 তে অখন কিতা করতাম? শরিয়তর আওতা থাকি ছাড়া পাইয়া, আল্লার রহমতর আওতায় আছি করি, আমরা খালি গুনা করতাম নি? নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! 16 তুমরা বুজো না নি, তুমরা যেবলা নিজরে কেউরর আতো সপি দিয়া তার হুকুম মাফিক চলো, তে এমনেউ তো তার গুলাম বনিযাও। অলাখান তুমরা হয়তো গুনার গুলাম বনিয়া মরবায়, আরনায় আল্লার গুলাম বনিয়া নেক কাম করবায়। 17 আল্লা পাকর শুকুর, আগে যুদিও তুমরা গুনার গুলাম আছলায়, তা-ও ইছায়ী তরিকার তালিম পাইয়া হারি, দিলে-জানে ইতার আশিক অইছো। 18 গুনার গুলামি থাকি ছাড়া পাইয়া, নেক কামর গুলাম অইছো।

19 ভাইয়াইনরে, তুমরার আখলর কমজুরি দেখিয়া আমি তুমরার লগে মানুষ বুলিয়ে মাতিরাম, আগে যেলা তুমরার শরিলর অংগরে নাপাকি আর বদ খাইশর গুলাম বানাইছলায়, অখনও ঠিক অউলা, পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটানির লাগি, যারযির অংগরে নেক কামর গুলামিত সপি দেও।

20 তুমরা যেবলা গুনার গুলাম আছলায়, ই সময় তো নেক কামর দায়-দায়িত্ব থাকি আজাদ আছলায়। 21 আগর বদ কাম-কাজর কথা মনো অইলে অখন তুমরার শরম লাগে, তে কওছাইন, ইতা কামে তুমরার কিতা লাভ অইতো? ইতার হেশ ফল তো মরন। 22 অইলে অখন তুমরা গুনার গুলামি থাকি আজাদ অইয়া, আল্লার পথর গুলাম বনিয়া পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটাইরায়, এর হেশ ফল তো আখেরি জিন্দেগি। 23 আসলে গুনার মজুরি অইলো মউত, অইলে আল্লার রহমতর দান অইলোগি আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় আখেরি জিন্দেগি।

শরিয়তর গুলামি থাকি খালাছ

7 তে ও ভাই অকল, হজরত মুছার শরিয়তর বিষয় তো তুমরার জানাউ আছে। তা-ও তুমরা বুজো না নি, শরিয়তর দাবি-দাওয়া মানষর উপরে বওয়াল থাকে, খালি জিন্দা থাকা পর্যন্ত। 2 যেলা, জামাই যতদিন জিতা আছে, অতদিন তার বউ তার আওতায় বান্দা রয়, আর জামাইর মউতর বাদে তার বউ ই বান্দন থাকি খালাছ পায়। 3 আর জামাই জিতা থাকতে বউ যুদি দুছরা বেটার গেছে হাংগা বয়, তাইরে তো জিনাকুর হিসাবে গনা অয়। অইলে জামাইর মউতর বাদে তাই জামাইর বান্দন থাকি আইন মাফিক খালাছ পায়, এরবাদে তাই অইন্য জনর গেছে বিয়া বইলে জিনাকুর নায়।

4 ভাইয়াইনরে, ঠিক অউ লাখানউ, আল-মসীর শরিলর মউতর মাজদি শরিয়তর বান্দন থাকি তুমরার মউত অইগেছে করি, অখন তুমরা অইন্য জনর বান্দনো যাইতায় পারো, আর অউ অইন্য জন অইলা, মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়া হউ ইছা আল-মসী, যাতে আমরার জিন্দেগিত আল্লার নামে নেক পথর ফল ধরে। 5 আগে যেবলা আমরা শরিলর মর্জিয়ে চলতাম, অউ সময় শরিয়তে আমরার মাজর গুনার বদ খাইশরে খুচাইয়া হজাগ করতো, অউ কারনে আমরার শরিলর অংগ অকলে মউতর পথি গুনার ফল ধরতো। 6 তে আগে আমরা যে শরিয়তর বান্দনো আছলাম, ইতা থাকি আমরার মউত অইগেছে, অখন আমরা ই শরিয়তর বান্দন থাকি খালাছ পাইছি। এরলাগি আমরা আর হি লিখিত শরিয়তর গুলাম নায়, খালি আল্লাই পাক রুহে নয়া জিন্দেগির গুলামি করি।

শরিয়তে গুনারে হজাগ করে

7 অখন আমরা অলা কইতাম পারি নি, শরিয়তেউ গুনা করায়? নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! আসল কথা অইলো, শরিয়ত না থাকলে তো আমি বুজতাম পারলাম না অনে, গুনা কি জিনিস। শরিয়তে যুদি না কইতো, লোভ-লালছ করিও না, তে লালছ করলে কিতা অয়, ইতা আমরা বুজলাম না অনে। 8 আর অউ হুকুমর সুযোগ বুজিয়া আমার ভিতরে গুনা হামাইয়া, হকল নমুনার লোভ-লালছ জনম দিছে। শরিয়ত না থাকলে তো গুনাও মরার লাখান চুপচাপ রয়। 9 আমার জিন্দেগিত শরিয়তরে ভালামন্তে চিনার আগে আমি তো জিতা আছলাম, অইলে অউ হুকুম জানার লগে লগেউ গুনা হজাগ অইলো, আর আমার মউত অইলো। 10 বুজরায় নি, যে শরিয়তে আমি জিন্দেগি পাওয়ার কথা, হউ শরিয়তে আমার লাগি মরন লইয়া আইলো। 11 শরিয়তর অউ হুকুমর সুযোগ পাইয়া গুনায় আমারে টগিলো, অউ হুকুমর বলেউ গুনায় আমার জান কাড়িয়া নিলো।

12 অইলে ইখান তো হাছা, মুছা নবীর দেওয়া শরিয়ত পবিত্র, এর হুকুম-আহকামও পবিত্র, ইতা সঠিক আর ভালা জিনিস। 13 তে অউ ভালা জিনিসেউ কিতা আমার মরন আনলো নি? নাউজুবিল্লা, মোটেউ নায়! বরং গুনায়উ ইতা করছে, হে ভালা জিনিস দিয়া আমারে মারিয়া হারি পরমান দেখাইলো, গুনা তো গুনা। আর অউ হুকুম-আহকামেউ বুজা যায়, গুনা অইলো মস্ত বড় জঘইন্য।

দিলর লগে শরিলর লাড়াই

14 আমরা তো জানি, শরিয়ত অইলোগি রুহানি জগতর, অইলে আমি অইলাম রক্ত-মাংসর জগতর, আমি শরিলর মর্জির বান্দনো থাকায় গুনার গুলাম অইছি। 15 আমি নিজেউ তো বুজি না, আমি কিতা কাম করি। আসলে আমি যেতা করতাম চাই, ইতা না করিয়া, যেতারে ঘিন্নাই অতাউ করি। 16 আর যেতা করতাম চাই না, অলা গুনার কাম যেবলা করি, তে আমি এমনেউ স্বীকার করিয়ার, শরিয়ত আসলেও ভালা জিনিস। 17 ইতা থাকি বুজা যায়, আমি নিজে ইলা করিয়ার না, অইলে আমার মাজে যে গুনায় বসত করে, হে-উ আমারে দিয়া ইতা করায়। 18 আর আমি তো বুজিয়ার, আমার লউর মাজে, মানি শরিলর খাইশর মাজে ভালা কুনু জিনিসউ নাই। আমি নেক কাম করার খিয়াল থাকলেও, আমার সামর্থয় কুলায় না। 19 কারন আমি যেতা নেক কাম করতাম চাই, ইতা করতাম পারি না, অইলে যে বদ কাম করতাম চাই না, অতাউ করি। 20 তে যেতা করতাম চাই না, অতাউ যেবলা করি, এর মানি অইলো ইতা আমি করি না, বরং যে গুনায় আমার মাজে বসত করে, হে-উ ইতা করায়।

21 অখন আমার নিজর ভিতরেউ দেখিয়ার, একটা বদ রিপুয়ে কাম করের, আমি নেক কাম করাত লাগলে, বদ কাম এমনেউ আইয়া আজি যায়। 22 আসলে আমার দিলর খাইছলত মাফিক আমি আল্লাই হুকুম-আহকামে খুশি অই। 23 অইলে আমার শরিলর অংগর মাজে দুছরা আরক খাইছলতে কাম করের, আমার দিলে নেক কামরে পছন্দ করলেও, অউ বদ খাইছলতে আমার দিলর লগে যুদ্ধ করিয়া, আমারে তার গুলামিত বান্দিয়া রাখে। 24 আমার বড় বদ নছিব! আমার শরিলর অউ বদ খাইছলত, যেগিয়ে আমারে মউতর পথে টানে, তার আত থাকি কে আমারে বাচাইবো? 25 আল্লার শুকুর, আমরার মালিক ইছা আল-মসীয়ে তার আত থাকি আমারে বাচাইছইন! অখন নিশ্চিত বুজা যায়, দিলর দিক থাকি আমি আল্লাই শরিয়তর গুলামি করি, অইলে শরিলর মর্জির দিক থাকি আমি গুনার খাইছলতর গুলামি করি।

আল্লাই পাক রুহ পাওয়ার ফল

8 তে অউ তালিম থাকি আমরা বুজি, ইছা আল-মসীর যেরা আপন জন বনি গেছইন, অখন তারারে আর দুষি সাইবস্তো করা অইতো নায়। 2 গুনা আর মউতর আত থাকি আমারে খালাছ করা অইছে, জিন্দেগি দেওরা রুহে ইছা আল-মসীর উছিলায় খালাছ করছইন। 3 রক্ত-মাংসর শরিলর বদ খাইশর লাগি শরিয়তে আমরারে বাচাইতো পারছে না, আর শরিয়তে যেতা করতো পারছে না, আল্লায় তো নিজেউ ইতা করছইন। তাইন তান নিজর খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে আমরার লাখান গুনাগার মানষর ছুরতে পাঠাইলা, গুনার খেমতারে বিনাশ করার লাগি। আর অউ মায়ার জনর জান কুরবানির মাজদি গুনার বিচার করিয়া তার খেমতারে বাতিল করি দিলা। 4 তাইন আমরার পক্ষ লইয়া ইতা করলা, আমরা যেরা রক্ত-মাংসর শরিলর খাইশে না চলিয়া রুহর বশে চলি, অউ আমরার লাগি শরিয়তর দাবি-দাওয়া আদায় করলা।

5 শরিলর বদ খাইশর আওতায় যেতা মানুষ চলইন, তারার মনও বদ খাইশর বায় খিয়ালি থাকে, আর যেরা পাক রুহর আওতায়, তারার মন তো পাক রুহর খুশি মাফিক চলতে খিয়ালি রয়। 6 শরিলর বদ খাইশ যে কামর খিয়ালি, ইতার ফল অইলো মরন, অইলে পাক রুহর খিয়ালে চলার ফল অইলো জিন্দেগি আর শান্তি। 7 যে জনর মন শরিলর বদ খাইশর বায় খিয়ালি, ই মন তো আল্লার দুশমন, হে আল্লাই শরিয়ত মানতে রাজি নায়,

মানতো পারেও না। 8 এরলাগিউ যেতা মানুষ শরিলর বদ খাইশর আওতায় চলইন, তারা আল্লারে খুশি করতা পারইন না।
9 অইলে তুমরার দিলো যেবলা আল্লার রুহ্ বসত করইন, তে তুমরা তো শরিলর বদ খাইশর আওতায় নায়, বরং পাক রুহর আওতায়। আসল কথা অইলো, আল-মসীর রুহ্ যার মাজে নাই, হে আল-মসীর নায়। 10 আর হাছাউ যুদি আল-মসী তুমরার মাজে থাকইন, তে গুনার ফল হিসাবে তুমরার শরিল মরার পথি অইলেও, পাক রুহর ফল হিসাবে তুমরা তো জিন্দা। আল্লায় তো তুমরারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করছইন। 11 আর হউ ইছারে যেইন মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, অউ আল্লার রুহ্ যেবলা তুমরার দিলো বসত করইন, তে তান অউ রুহর বলে মউতর আওতায় থাকা তুমরার শরিলরেও জিন্দেগি দান করবা।
12 এরলাগি ও ভাই অকল, শরিলর বদ খাইশর গেছে আমরা আর ঠেকাত নায়, অউ বদ খাইশর অধীনে চলারও জরুর নায়। 13 অখন শরিলর বদ খাইশর আওতায় চললে তো তুমরা চিরকালর লাগি মরবায়, অইলে পাক রুহর বলে শরিলর হকল নাফরমানিরে বিনাশ করিল্লে চিরকাল জিন্দা রইবায়। 14 কারন আল্লার রুহর বলে যেরা চলে, তারাউ আল্লার আওলাদ। 15 তুমরা তো গুলামির রুহ্ পাইছো না, তে আর ডরাইতায় কেনে? তুমরা খালি হউ আল্লার রুহ্ পাইছো, যেইন তুমরারে আওলাদ অওয়ার এখতিয়ার দিছইন। এরলাগিউ আল্লা পাকরে আমরা রুহানি আব্বা, পবিত্র বাবা কইয়া ডাকি। 16 আমরার দিলর মাজর আল্লাই পাক রুহেও অলা সাক্ষি দিয়া কইরা, আমরা আল্লার আওলাদ। 17 আমরা যেবলা আওলাদ, তে আমরা মৌরসি বাট পাইমু। আল-মসীয়ে আল্লার গেছ থাকি মৌরসি বাট পাইবা, আর তান লগে আমরাও পাইমু। খালি আমরা তান লগে দুখ-কষ্ট সইয্য করলে, তান লগে গৌরব-মহিমারও ভাগ পাইমু।

আমরা কুন লাখান বাট পাইমু

18 ভাইয়াইনরে, আমরা বাদে যে মহিমা পাইমু, ইতার তুলনায় অখনকুর ই দুখ-কষ্ট কুন্তাউ নায়, ইতা তো আমি জানি। 19 হউ সময় আইলে দেখা যাইবো কে কে তান আসল আওলাদ, এরারে দেখার লাগিউ আল্লার পয়দা করা হকলতায় জানে-পরানে বার চাইরা। 20 কারন তান পয়দা করা হকলতাউ অখন অসার অইগেছে। ইতা কুনু নিজে নিজে অসার অইগেছে নি? না, বরং আল্লায়উ তারারে হউ পথে ছাড়ি দিছইন। অইলে এরলগে তাইন অউ আশাও দিছইন, 21 একদিন ইতা হকলতা বিনাশর আত থাকি খালাছ অইয়া, আল্লার আওলাদ অকলর স্বাধীনতা আর গৌরবর ভাগি অইতো পারবো। 22 অখন পর্যন্ত দেখিয়ার, হুরুতা পয়দার কালো মা'য় যেলা বুক ফাটাইয়া চিল্লাইন, তান পয়দা করা হকলতায়উ অলা আহাজারি করি চিল্লাইরা। 23 খালি ইখান নায়, আমরাও হউ যে মহিমা বাদে পাইমু, এর পয়লা কিস্তি হিসাবে আল্লাই পাক রুহরে অখন পাইছি, পাইয়া বাকি কিস্তির লাগি আমরাও অলা চিল্লাইয়ার। আর হউ কিস্তি পাওয়ার দিনর লাগি বার চাইয়ার, যে দিন আমরারে আল্লার আওলাদ হিসাবে জাইর করা অইবো, মানি যে দিন আমরার শরিলরে বিনাশর আত থাকি খালাছ করা অইবো। 24 আমরা খালাছ অওয়ার অউ আশা পাইছি, ইমান আনার কালো। তে যেতা জিনিস মানষে দেখিলায়, ইতা দেখার লাগি হে আর আশা করে না, যেতা দেখা অইগেছে, ইতারে দেখার আশা আর কেনে করতো? 25 অইলে না দেখা জিনিসরে দেখার লাগি আমরা ধৈর্য ধরিয়া বার চাই।
26 ইতা ছাড়া আমরার কমজুরির সময় তো পাক রুহে আমরারে সাইয্য করইন। দোয়া করার কালো আমরা কিতা চাইতাম, ইতা তো আমরা জানি না। অইলে মুখদি যেতা কওয়ার সাইধ্য নাই, দিলর কান্দনর লগে পাক রুহে নিজেউ আমরার পক্ষ অইয়া, ইতার লাগি মিনতি করইন। 27 কারন যেইন মানষর দিলর তালাশ করইন, তাইন তো পাক রুহর কথাও বুজইন। পাক রুহে আল্লার মর্জি মাফিক তান পাক বন্দা অকলর লাগি মিনতি করইন।
28 আমরা জানি, আল্লারে যেরা মহব্বত করইন, মানি আল্লায় তান নিজর মর্জি মাফিক যেরারে দাওত দিছইন, তারার ভালাইর লাগি হকলতায় একলগে কাম করের। 29 আল্লায় যেরারে আগ থাকিউ তান নিজর লাগি পছন্দ করি রাখছিলা, তারারে তান খাছ মায়ার জন ইছার লাখান অওয়ার লাগিউ পছন্দ করছিলা, যাতে অউ ইছা ইবনুল্লাউ, এরা হকলর বড় ভাই অইন। 30 তাইন আগে যেরারে পছন্দ করছিলা, তারারেউ দাওত দিলা। আর যেরারে দাওত দিলা, তারারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করলা, আর যেরারে বে-কছুর গইন্য করলা, তারারে তান নিজর গৌরব-মহিমাও দান করলা।

আল্লার মহব্বতর বল-শক্তি

31 অখন ইতা বেয়াপারে আমরা কিতা কইতাম? স্বয়ং আল্লা পাক যেবলা আমরার পক্ষে, তে আমরার বিপক্ষে খেগু লাগতো? 32 আমরা হকলরে বাচানির লাগি, আল্লায় যেবলা তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে বিলাই দিতেও নারাজ অইলা না, তানরে মউতর আতো সপি দিলা, তে অউ মায়ার জনর লগে হকলতাউ আমরারে দান করতা নায় নি? 33 আর আল্লায় তান নিজর লাগি যেরারে পছন্দ করছইন, এরার বিরুদ্ধে নালিশ দিবার সাইধ্য কার? আল্লায় নিজেউ তারারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করছইন। 34 তে তারারে খেগুয়ে দুষিতো? যেরার লাগি হউ ইছা আল-মসীর মউত অইছে, মউতর বাদে জিন্দা করিও তুলা অইছে, তাইন অখন আল্লা পাকর ডাইন গালার তখতো বইয়া, আমরার লাগি মিনত-কাজ্জি করাত আছইন।
35 এরলাগি ইলা কুনু জিনিস আছে নি, যেতায় আমরারে আল-মসীর মহব্বত থাকি আলগ করতো? জুলুম-নির্যাতন, জালা-যন্ত্রনা, মনর কষ্ট, খাওয়া-ফিন্দার অভাব, বিপদ-আপদ বা দুশমনর তলোয়ার? 36 পবিত্র জবুর শরিফো আছে,

তুমার নামর লাগি
আমরারে হর-হামেশা খুন করা অর।
মানষর চখুত আমরা অইলাম বলির পাঠা।

37 না, ইলা কুন্তাউ নাই। কারন যে ইছায় আমরারে অতো মহব্বত করছইন, তান বলে আমরা ইতা হকলতাতউ পুরাপুর জয়ী অইয়ার। 38 তে আমি ইখান ভালামন্তেউ জানি, জিন্দেগি বা মউত, ফিরিস্তা বা ইবলিছর কুনু চেলা, অখন বা ভবিষ্যতর কুনুতায়উ, কুনু লাখান শক্তিয়েউ, 39 আছমানর বা পাতালর বা পয়দা অওয়া কুনু জিনিসেউ আমরারে আল্লার মহব্বত থাকি আলগ করতো পারতো নায়। তান অউ মহব্বত তো আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় পাইছি।

শরিয়তে অপারগ অইলেও বনি ইছরাইলর হেশ রক্ষা ইমানে (৯:১-১১:৩৬)

আল্লার পছন্দ আর অপছন্দ

9 আমি আল-মসীরে সাক্ষি রাখিয়া, এক্কেরে হাছা কথা কইরাম, আমার বিবেকেও পাক রুহর লগে অইয়া অউ সাক্ষি দের। 2 বনি ইছরাইলর লাগি আমার বড় আফছুছ আর সীমাহীন কষ্ট লাগের। 3 হায়রে হায়, আমি লান্নতির কাতারো গিয়া আল-মসীর গেছ থাকি হরাইল অইয়াও যুদি, আমার জাতির ভাইয়াইন বনি ইছরাইলরে বাচাইতাম পারতাম। 4 আল্লায় তো বনি ইছরাইলরে তান নিজর আওলাদর এখতিয়ার দিছইন, তান শান-তজল্লি দেখাইছইন, তান লগে মিলনর উছিলা অকল কাইম করছইন, শরিয়ত নাজিল করছইন, তান এবাদত-বন্দেগির সুযোগ করি দিছইন আর বউত লাখান ওয়াদাও করছইন। 5 হজরত ইব্রাহিম, ইছহাক আর ইয়াকুব নবী আছলা বনি ইছরাইলর মুল মুরব্বি। বাদে ইছা আল-মসীও তো রক্ত-মাংসর বায় থাকি এরার খান্দানেউ জনম লইছইন, এইন হকলতার উপরআলা, যুগে যুগে চিরকাল তান তারিফ অউক। আমিন।
6 হুনো, আল্লার ওয়াদা অকল অখন যেন বেকামা অইগেছে, ইলা কুন্তা নায়। কারন বনি ইছরাইলর মাজে জনম অইলো করিউ, এরা হকল তো আসল বনি ইছরাইল নায়। 7 হজরত ইব্রাহিমর খান্দান করিউ তারা যেন তান আসল আওলাদ, ইলা কুন্তা নায়। বরং কিতাবো লেখা আছে, "তুমার পুয়া ইছহাকর খান্দানরেউ তুমার খান্দান কইয়া গনা অইবো।" 8 মানি ইছরাইল জাতির মাজে জনম অইছে গতিকেউ মনো করিও না, তুমরা আল্লার আওলাদ বনিগেছো। খালি আল্লার ওয়াদা মাফিক যেরা আওলাদ বনছে, তারারেউ ইব্রাহিমর খান্দান হিসাবে গইন্য করা অইবো।
9 বুজরায় নি, আল্লায় তো হজরত ইব্রাহিমর গেছে অউ ওয়াদা করছলা, "ছামনর বছর অউ চান্দো আমি ফিরিয়া আইমু, অউ সময় তুমার বিবি ছায়রার কুলো এক পুয়া থাকবো।" 10 আর অউ পুয়া অইলা, আমরার পুর্ব-পুরুষ হজরত ইছহাক। খালি ইখান নায়, অউ ইছহাকর বিবি রেবেকার পেটর জুড়র পুয়াইন একই বাফর আওলাদ অইলেও, 11-12 এরা মা'র পেটো থাকা হালতে যেবলা ভালা-বুরা কিচ্ছু করছইন না, হউ সময় আল্লায় রেবেকারে কইছলা, "তুমার বড় পুয়া তো ছুরু পুয়ার গুলাম অইবো।" অন থাকি বুজা যায়, আল্লায় তান মুনশা পুরা করার খিয়ালে মানষরে পছন্দ করইন, কেউরর আমলর বায় না চাইয়া, তান নিজর পছন্দ মাফিক বাছিয়া নেইন।
13 এরলাগিউ পাক কিতাবো লেখা আছে, "আমি তো ইয়াকুবরে মহব্বত করছি, অইলে তার ভাই ঈষ'রে হরাইয়া রাখছি।"
14 তে অখন আমরা কইতাম নি, আল্লায়ও অবিচার করইন? নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! 15 আল্লায় হজরত মুছারে কইছলা, "আমি যারে খুশি দয়া করমু, আর যারে খুশি রহম করমু।" 16 অন থাকি বুজা যায়, রহমত তো কেউরর চেষ্টায় বা ইচ্ছায় মিলে না, খালি আল্লার মেহেরবানি থাকিউ মিলে।
17 আছমানি কিতাবর আয়াতো আছে, আল্লায় ফেরাউনরে কইছলা, "আমি তুমারে বাদশা বানাইছি, যাতে তুমার মাজদি হকলে আমার লিলা-খেলা দেখিয়া, হারা দুনিয়াইত আমার নাম জাইর অয়।" 18 তে দেখা যায়, আল্লায় তান নিজর খুশি মাফিক কেউররে দয়া করইন, আর কেউরর দিলরে পাষান বানাইন।

আল্লার গজব আর রহমত

19 অখন তুমরা আমারে জিকাইতায় পারো, "আল্লার মর্জির বাইরা যেবলা কেউ কুন্তা করতো পারে না, তে আল্লায় কেনে মানষর দুষ-তিরুটি গনইন?"
20 ই ছওয়ালর সুজা জুয়াপ অইলো, আল্লার উপরে মাতার তুমি কে? কেউ যুদি কুনু জিনিস বানায়, তে তার বানাইল জিনিসে জিকাইতো পারবো নি, আমারে কেনে ইলা বানাইলায়? 21 এক মাটি থাকি কুমারে নানান জাতর জিনিস বানাইতো পারে না নি? ইতার কুনুটা ইজ্জতি কামো আর কুনুটা সাধারন কামো লাগে।
22 ঠিক অলাখান, আল্লায় তান লান্নত আর কুদরতি খেমতা দেখাইতা চাইছলা, আর যেরার উপরে ই লান্নত ঢালিতা চাইছলা, এরার পাওনা আছিল খালি বিনাশি গজব, তা-ও তাইন বউত বড় ছবর করিয়া তারার ইতা সইয্য করলা। 23 তাইন ইতা সইয্য করলা, কারন আরকবার নিজর কুদরতি শান-তজল্লির কথা জানাইতা চাইলা। আর যেরারে দয়া করছইন, এরারে তাইন আগে থাকিউ জুইত করিয়া রাখছিলা, তান শান-তজল্লি দেখানির খিয়ালে। 24 আসলে আমরাউ অইলাম হউ দয়ার জন। আমরারে তাইন খালি বনি ইছরাইলর মাজ থাকিউ দাওত দিয়া আনছইন না, অইন্য জাতির

মাজ থাকিও তো আনছইন। 25 হজরত হোছিয়া নবীর ছহিফাত আল্লায় কইছইন,

যেতা মানুষ আমার প্রজা নায়,
তারারেও আমার নিজর প্রজা বানাইমু।
আর যেরা আমার মায়ার মানুষ আছিল না,
তারারেও মায়ার মানুষ কইয়া ডাকমু।
26 যে জমিনো কওয়া অইছিল,
তুমরা আমার প্রজা নায়,
হউ জমিনোউ তারারে
জিন্দা আল্লার আওলাদ কওয়া অইবো।

27 অইলে বনি ইছরাইলর বেয়াপারে হজরত ইশায়া নবীয়ে কইছলা,

গনার বালা যুদিও তারা দরিয়ার চরর বালুর লাখান বেহিসাব,
তেবউ তারার মাজর খুব হুরু এক অংশয় খালাছ পাইবা।
28 মাবুদ মউলায় জগতর পাওনা যে সাজা জুইত করছইন,
অউ ষোলআনা সাজা খুব জলদিউ দিবা।

29 হজরত ইশায়া নবীয়ে আরো বাতাইছইন, “আল্লা রাব্বুল আলামিনে যুদি আমরার লাগি কিছু মানষরে জিন্দা না রাখতা, তে আমরার দশা তো লান্নতি ছাদুম আর আমুরা টাউনর লাখান অইলো অনে।”

বনি ইছরাইল বে-পথি অওয়ার কারন

30 তে আমরা অউ কথাউ কইমু, ভিন জাতি অকলে যুদিও আল্লার পরেজগার বন্দা অওয়ার চেষ্টা করছে না, তেবউ ইমান আনার মাজদি তারা আল্লার দরবারো পরেজগার বনিগেছে। 31 আর বনি ইছরাইলে খালি শরিয়ত মানিয়া পরেজগার বনতো চাইছিল, অইলে শরিয়ত মানতো পারছে না। 32 আইচ্ছা, তারা কেনে পারছে না? তারা ইমানর উপরে ভরসা না করিয়া, খালি কাম-কাজর আমলর উপরে ভরসা করছে, এরলাগি পারছে না। মানষে যে পাথরো উষ্টা খাইন, তারাও অউ পাথরো উষ্টা খাইছইন। 33 ই বেয়াপারে আছমানি কিতাবো লেখা আছে,

হুনো, আমি জেরুজালেমো অলা এক পাথর বওয়াইছি,
যে পাথরো মানষে উষ্টা খাইয়া পড়বো।
অইলে যে জনে তান উপরে ইমান আনবো,
হে কুনুমন্তেউ শরমিন্দা অইতো নায়।

10 তে ও ভাই অকল, বনি ইছরাইলর লাগি আমার দিলর অউ ফরিয়াদ আছে, আমি আল্লার দরবারো দোয়া করিয়ার, তারা যানু নাজাত পাইন। 2 তারার বেয়াপারে আমি অখানউ কইরাম, তারার মনর মাজে আল্লার এশকি আছে, অইলে তারা জানে না, আল্লার দরবারো কেমনে পরেজগার বনা যায়। 3 আল্লার দরবারো বে-কছুর খালাছ অওয়ার পথ না জানায়, তারা ই পথরে মানছেও না, তারা খালি শরিয়ত আমল করিয়া পরেজগার বনতো চায়। 4 অউ শরিয়তর হকল দাবি-দাওয়া আল-মসীয়ে তো আদায় করিলছইন, এরলাগি তান উপরে যেরা ইমান আনে, আল্লার দরবারো তারারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অয়।

আল্লাই নাজাতর বেবস্তা হকলর লাগি

5 শরিয়ত আমল করিয়া আল্লার দরবারো পরেজগার অওয়ার বেয়াপারে, হজরত মুছায় তৌরাত কিতাবো লেখছইন, “যেরা শরিয়ত মানতো চায়, তারা পুরাপুর মানলে বাচিবো।” 6 আর ইমানর বলে মানুষ কিলা আল্লার দরবারো পরেজগার বনে ই বেয়াপারে আল্লার কালামো লেখা আছে, “মনে মনে কইও না, কে গিয়া আছমানো উঠিতো?” এর মানি অইলো, হনো উঠিয়া আল-মসীরে লামাইয়া আনতো। 7 বা ইখানও কইও না, “কে গিয়া পাতালো লামতো?” এর মানি অইলো, হনো লামিয়া আল-মসীরে কয়বর থাকি তুলিয়া আনতো। 8 না ইলা কুন্তা নায়, কারন লেখা আছে, “আসলে আল্লার কালাম তো তুমার খুব ধারো আছে, ইতা তুমার মুখো আর তুমার দিলো আছে।” আর আমরা যেতা তবলিগ করাম, ইতাউ তো হউ কালাম। 9 অখন তুমি যুদি মুখে স্বীকার করো হজরত ইছাউ মালিক, আর দিলে একিন করো, আল্লায় তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, তে তুমি আখের পাইবায়। 10 কারন দিলে ইমান আনলে আল্লায় মানষরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করইন, আর মুখে স্বীকার করলে আল্লায় নাজাত দান করইন। 11 আল্লার কালামে বাতায়, “যে জনে তান উপরে ইমান আনবো, হে কুনুমন্তেউ শরমিন্দা অইতো নায়।” 12 বনি ইছরাইল অউক বা ভিন জাতি অউক, এরার মাজে কুনু তফাত নাই, কারন হকলর মালিক তো একজন। যে মানষে আল্লার নাম লয়, আল্লায় তারে বউত মেহেরবানি করইন। 13 আল্লার কালামে তো কয়, “যেকুনু মানষে মাবুদর নামে ডাকিলে, হে নাজাত হাছিল করবো।”
14 অইলে যান উপরে তারা ইমানউ আনছে না, তানরে কিলা ডাকিবো? আর যান বেয়াপারে তারা হুনছেউ না, তান উপরে ইমান আনবো কিলা? তবলিগ করবা না থাকলে, তারা হুনবো কিলা? 15 আর তবলিগো কেউ না পাঠাইলে, তারা কিলা তবলিগো যাইবো? যেলা আল্লার কালামো বাতাইল অইছে, “থইন্য তারার পাও খানাইন, যেরা আটি আটি খুশ-খবরি তবলিগ করইন।” 16 অইলে হকল মানষে তো ই খুশ-খবরিরে কানো ঠাই দেয় না। হজরত ইশায়া নবীয়ে কইছইন, “ও মাবুদ, আমরার তবলিগ হুনিয়া কে ইমান আনছে?” 17 তে দেখা যার, আল্লার কালিম হুনলে ইমান আয়, অউ কালাম অইলো, আল-মসীর বেয়াপারে তবলিগ।
18 অইলে আমি কইরাম, বনি ইছরাইল অকলে ই কালাম হুনছে না নি? নিচ্চয় হুনছে। পাক কালামে কয়,

তারার আওয়াজ তো
হারা দুনিয়াইত ছিতরি গেছে,
ছিতরি গেছে তারার মাত-কথা,
দুনিয়ার এক মাথা থাকি আরক মাথা পর্যন্ত।

19 আমি হিরবার কইরাম, বনি ইছরাইলে হউ কালাম বুজছইন না নি? নিচ্চয় বুজছইন, আল্লায় তো হজরত মুছা নবীর মাজদি তারারে কইছইন,

যেটা জাতি নাই ইলা জাতি দিয়া ইংসা করাইমু,
আম্মক জাতি দিয়া তারার গুছা তুলাইমু।

20 বাদে ইশায়া নবীয়ে খুব সাওস করিয়া ই আয়াতো কইছইন,

আমারে যেরা তালাশ করছে না,
তারাউ আমারে পাইছে।
আমার গেছে যেরা কুন্তা চাইছে না,
তারারে আমি দিদার দিছি।

21 অইলে বনি ইছরাইলর বেয়াপারে তাইন কইরা,

আমি আত বাড়াইয়া ডাকিরাম,
হারা দিন ধরি দুইও আতে ডাকিরাম,
নাফরমান আর পাষান এক জাতিরে ডাকিরাম।

বে-পথি বনি ইছরাইলেও হেশ-মেশ নাজাত পাইবা

11 এরলাগি আমি অখন জিকাইরাম, আল্লায় কুনু তান আপন বন্দা বনি ইছরাইলর লগ ছাড়ি দিছইন নি? নিচ্চয় না! কারন আমি নিজেও তো একজন বনি ইছরাইল আর হজরত ইব্রাহিমর বংশধর, বিন-ইয়ামিন খান্দানর মানুষ। 2 আল্লায় পয়লা থাকি তান যে প্রজারে পছন্দ করিয়া আলগ করছিলা, তাইন তো এরার লগ ছাড়ছইন না। হজরত ইলিয়াছ নবীর বেয়াপারে আল্লার কালামো কিতা আছে, ইতা তুমরা জানো না নি? তাইন তো বনি ইছরাইলর বিরুদ্ধে আল্লার দরবারো অউ নালিশ দিছলা, 3 “ও মাবুদ, ইতায় তুমার নবী অকলরে কাতল করছে, তুমার কুরবানি খানাইনও ভাংগিলিছে। খালি আমিউ বাচিয়া রইছি, অখন তারা আমার জান খানও নিতাগি চাইরা।” 4 তেউ আল্লায় তানরে কিতা জুয়াপ দিছলা মনো আছে নি? তাইন কইছলা, “ও ইলিয়াছ, আমি তো সাত আজার মানষরে আমার নিজর লাগি আলগ করিয়া রাখছি, এরা তো ই বাআল দেবতারে পরনাম করছে না।”
5 ঠিক অলাখান, আল্লায় রহম করিয়া বনি ইছরাইলর একটা অংশরে অখনও আলগ করি রাখছইন। 6 আর আল্লায় যেবলা রহম করিয়া এরারে আলগ করছইন, তে ইটা কুনু নেক আমলর ফল নায়। আমলর ফল অইলে তো আর রহমত কওয়া অইলো না অনে। 7 তে বুজা যায়, বনি ইছরাইলে শরিয়ত আমল করিয়া যেতা পাইতা চাইছলা, ইতা তারা পাইছইন না। খালি আল্লার পছন্দ করা জনে পাইছইন। অইলে বাকি হকলর দিল পাষান বনিগেছে। 8 যেলা আল্লার কালামে কইছে,

আল্লায় তারার দিলরে বেউশি ঘুমো ফালাইছইন,
তারার চউখ থাকতেও দেখে না,
কান থাকলেও হুনে না।
আইজ পর্যন্ত অউ হালতো আছে।

9 অলা হজরত দাউদ নবীয়েও কইরা,

তারার ধুমধাম করি খাওয়া-দাওয়াউ
শিকারর জাল আর ফান্দ বনিযাউক।
ইতা তারার বিপদর কারন অউক,
বদ কামর সাজা বনিযাউক।
10 তারার চউখ আন্দা অইযাউক যাতে না দেখে,
তুমি তারার কমররে হামেশা গুজা করি রাখিও।

11 তে বনি ইছরাইল অকল চিরকালর লাগি অউ বিপদর ফান্দো রইবো নি? নিচ্চয় না। বরং তারার নাফরমানিয়ে ভিন জাতি অকলর লাগি নাজাতর দুয়ার খুলিগেল। আল্লায় চাইলা, ইতা দেখিয়া তারার দিলো যানু জালা পয়দা অয়, কারন ভিন জাতিয়ে নাজাত পাইলিরা। 12 অখান থাকি বুজা যায়, তারার নাফরমানির লাগি জগতর মানষর বউত ফায়দা অইছে, আর তারার খেতিয়ে যেবলা ভিন জাতির লাভ অইলো, তে তারা যেবলা আল্লার নাজাতর দাওত কবুল করবা, অউ সময় ভিন জাতি অকলে আরো কতো বেশি রহম পাইবা।

ভিন জাতি অকলর নাজাত

13 ও ভিন জাতি অকল, আমি তুমরারে কইরাম, হুনো, তুমরার গেছেউ
আমারে সাহাবি হিসাবে পাঠাইল অইছে করি, আমি আমার কামরে খুব দাম
দিরাম। 14 কারন, অউ কাম দেখাইয়া আমার নিজর জাতি বনি ইছরাইলর
দিলো কুনু জালা পয়দা করতাম পারি, আর অউ জালায় তারার মাজর কিছু
মানষর জীন বাচাইতাম পারি। 15 তারা দুরই হরি যাওয়ায় যেবলা জগতর
মানষর লগে আল্লার মিলন অইলো, তে তারারে যেবলা হিরবার ঠাই দিবা
হউ সময় কুন হালত অইবো? ইতা মরা মানুষ জিতা অওয়ার লাখান নায় নি?
16 ধরো, আল্লার নামে বিলানির রুটির মুল খাই যুদি পবিত্র অয়, তে তো
বানাইল রুটিও পবিত্র। গাছর মুল জড় পবিত্র অইলে, এর ডালপালাও
নিচ্চয় পবিত্র। ঠিক অলা, বনি ইছরাইলর মুল বাফ হজরত ইব্রাহিম যেবলা
পবিত্র, তে বনি ইছরাইলও পবিত্র।
17 আর মনে করো, গাছর কিছু ডালপালা কাটা অইলো, বাদে অউ কাটা
জাগাত তুমার লাখান জংলি জয়তুন গাছর কিছু ডাল কলম দিয়া জুড়া
দেওয়া অইলো, তে তুমি নিচ্চয় মুল গাছ থাকিউ রস পাইরায়। 18 অখন
তুমিও নিজরে হউ কাটিয়া ফালাইল ডাল থাকি বড় মনো করিও না, ইয়াদ
রাখিও, তুমি মুল গাছরে টিকাই রাখছো না, বরং মুল গাছেউ তুমারে
টিকাইয়া রাখছে।
19 তুমি ইখান কইতায় পারো, "আমারে জুড়া দিবার লাগিউ তো আগর
ডালপালাইন কাটা অইছিল।" 20 ইখান ঠিক আছে, অইলে ইমান না আনার
কারনেউ তো তারারে কাটিয়া ফালাইল অইছে, আর ইমান আনায় তুমারে
হুনো লাগাইল অইছে। তে তুমিও বেটাগিরি না দেখাইয়া আল্লারে ডরাও।
21 মনো রাখিও, আল্লায় যেবলা মুল ডালপালারেউ রেহাই দিছইন না, তে
তুমি কলমর ডালরে কুনু রেহাই দিবা নি?
22 এরলাগিউ চিন্তা করিয়া দেখো, আল্লা পাক কতো দয়াল আর কতো
পাষান। যেরা বে-পথে ফাটি গেছইন তারার লাগি তাইন পাষান, আর তুমার
বায় তাইন দয়ালু, যুদি তুমি তান দয়ার মাজে রও, না রইলে তুমারেও অলা
কাটিয়া ফালাই দিবা। 23 আর হউ বনি ইছরাইলেও যুদি হিরবার ইমান
আনইন, তে তারারেও তাইন মুল গাছর লগে জুড়া দিবা, আল্লায় তো ইলা
জুড়া দিতা পারইন। 24 আসলে তো তুমি আছলায় জংলি জয়তুন গাছর
ডাল, তুমারে যেবলা হন থাকি কাটিয়া আনিয়া মালিকানা বাগানর জয়তুন
গাছর লগে আচানক হালতে জুড়া লাগাইল অইছে। তে চিন্তা করো, যেরা
অউ গাছর আসল ডাল, তারারে মুল গাছর লগে লাগানি কতো সুজা।

আল্লার দয়া হকলর উপরে

25 ও ভাই অকল, তুমরা যাতে নিজে নিজে আখলদার না বনো, এরলাগি
একটা বাতুনি বেয়াপার আমি তুমরারে হিকাই দেই। হুনো, ভিন জাতি
অকলর নাজাত পাওয়ার সংখ্যা পুরা না অওয়া পর্যন্ত বউত বনি ইছরাইলর
দিল পাষান হালতে রইবো। 26 হেশে অলাউ হকল বনি ইছরাইলে নাজাত
হাছিল করবা, যেলা আছমানি কিতাবো আছে,

তরানেআলায় তশরিফ আনবা
জেরুজালেমর ছিয়ন পাড় থাকি,
তাইন ইয়াকুব নবীর খান্দান থাকি
নাফরমানি খেদাই দিবা।
27 আমি অলাউ তারার গুনারে হরাইলিমু
ইটা তো আমার দেওয়া ওয়াদা।

28 হুনো, তুমরার ভালাইর লাগি খুশ-খবরির বেয়াপারে তারা তো অখন
আল্লার দুশমন, অইলে আল্লাই পছন্দর বেয়াপারে বাফ-দাদার ছিলছিলায়
তারা অইলা আল্লার মহব্বতর মানুষ। 29 কারন আল্লায় তান রহমতর দান-
দক্ষিনা আর তান দাওতর কথা কুনুমন্তেউ মত বদলাইন না। 30 যেলা তুমরাও
এক সময় নাফরমান আছলায়, অইলে অখন বনি ইছরাইলে নাফরমানি
করায় তুমরা তান মেহেরবানি পাইছো, 31 ঠিক অউ লাখান, তুমরা
মেহেরবানি পাওয়ায় তারা অখন নাফরমানি করের, যাতে তারাও অলা
মেহেরবানি পাইন। 32 আর আল্লার মুনশা অইলো, তাইন যাতে হকলর বায়
মেহেরবানি দেখাইতা পারইন, অতার লাগি হকলরেউ নাফরমানির মাজে
বন্দি করছইন।
33 বুজরায় নি, আল্লার ভান্ডার কতো বড়! তান আখল-হেকমত কতো
গইন! তান বিবেক-বিচার বুজার অসাইধ্য, তান কাম-কাজ অকল তালাশ
করি বুজা যায় না। 34 যেলা কিতাবো আছে,

কারন মাবুদর মন চিনার সাইধ্য কার আছে?
তানরে পরামিশ দিবার লাখ কে আছে?
35 কে আগে আল্লারে কুন্তা দিলাইতো পারছে,
যে কারনে তাইন তার গেছে দেনাদার আছইন?

36 আসলে হকলতাউ তো তান গেছ থাকি, তান মাজদিউ আয়, তান নিজর
লাগি পয়দা করছইন। যুগে যুগে চিরকাল তান তারিফ অউক। আমিন।

ইছায়ী মুমিন অকলর চাল-চলন (১২:১-১৬:২৭)

আল্লার নামে জিন্দা কুরবানি

12 এরলাগি ও ভাই অকল, আল্লায় তুমরারে অলা মেহেরবানি করায়,
আমি তুমরারে খাছ মিনতি করিয়ার, তুমরা যারযির শরিলরে আল্লার
আতো সপি দেও, ইলা জিন্দা পবিত্র কুরবানি আল্লার দরবারো
কবুল অয়, অকটাউ অইবো তুমরার ছহি-শুদ্ধ এবাদত। 2 আর অউ খারাপ
জমানার তালো পড়িও না, বরং নিজর দিলর ভাব বদলাইয়া নয়া মানুষ
অও। তেউ তুমরা আল্লার মর্জি বুজবায়। তান মর্জি তো ভালা আর পুরাপুর
নিখুত, অলা করলে তাইন খুশি অইন।
3 তালিম দিবার লাগি আল্লায় আমারে যে খাছ নিয়ামত দিছইন, অউ
নিয়ামতর বলে আমি তুমরা পরতেক জনরে কইরাম, নিজরে যতখান বড়
মনো করা উচিত, এর চাইতে বেশি মনো করিও না। আল্লায় যারে যতখান
ইমানি বল দিছইন, হে যানু নিজরে এর থাকি বেশি কুন্তা মনো না করে।
4 খিয়াল রাখিও, আমরা ইকলর শরিলো বউত অংগ আছে, হকল অংগয়
তো এক লাখান কাম করে না। 5 ঠিক অউ লাখান, মুমিন হিসাবে আমরা
বউত জন অইলেও, আল-মসীর লগে শরিক অইয়া খালি এক শরিল অইছি।
একই শরিলর অংগ গতিকে আমরার একে-অইন্যে মিল আছে। 6 আল্লার
রহমতে আমরা নানান জনে নানান লাখান নিয়ামত পাইছি, অউ নিয়ামত
যুদি গাইবি ওহী জানানির বেয়াপারে অয়, তে আমরার ইমান মাফিক অলি-
আউলিয়ার লাখান ওহী কইতে থাকি। 7 কেউ যুদি খেজমত করার নিয়ামত
পায়, তে খেজমত করউক। আর তালিম দিবার নিয়ামত যে পাইছে, হে
তালিম দেউক। 8 উৎসাহ দিবার নিয়ামত যে পাইছে, হে মানষরে উৎসাহ
দেউক। দান করার নিয়ামত যে পাইছে, হে খালিছ নিয়তে দান করউক।
মুরব্বিয়ানা করার নিয়ামত যে পাইছে, হে দিলে-জানে হকলতা চালাউক।
মানষরে সাইয্য করার নিয়ামত যে পাইছে, হে খুশি মনে সাইয্য করউক।

মুমিনি চাল-চলন

9 মায়া-মহব্বতর মাজে কুনু খাদ মিশাইও না। খারাপিরে ঘিন্নাও, ভালাইর
আশিক অও। 10 একে-অইন্যরে আপন ভাইর লাখান দিলে-জানে মায়া
করো, নিজ থাকি অইন্যরে বেশি দাম দেও। 11 খেজমত কামো দুর্বল অইও
না, রুহরে গরম রাখো, মালিকর গুলামি করাত রও। 12 ছামনর পুরুস্কারর
আশায় হামেশা খুশি-বাসি করো, দুখ-মছিবতো ছবর করো, হর-হামেশা
মুনাজাত করাত রও। 13 আল্লার পাক বন্দা অকলর অভাবো সাইয্য করো।
মেহমানদারি করতে খিয়ালি অও।
14 তুমরার উপরে যেরা জুলুম করে, তারার লাগি নেক দোয়া করিও,
বদদোয়া দিও না। 15 যেরা খুশি-বাসি করের, তারার লগে খুশি করো, যেরা
কান্দের তারার লগে অইয়া কান্দো। 16 তুমরা একে-অইন্যে ভাই ভাই অইয়া
রও। বড়লোকি ভাব না দেখাইয়া, সাধারন মানষর লগে মিলি-মিশি চলো।
নিজর পন্ডিতি দেখাইও না। 17 খারাপির বদলা হিসাবে কেউরর খারাপি
করিও না, হকল মানষে যেতারে ভালা মনো করইন, তুমরা চিন্তা-ভাবনা
করিয়া অতাউ করো। 18 তুমরার তরফ থাকি যতখান সম্ভব হকল মানষর
লগে শান্তিয়ে বসত করো।
19 ও মায়ার ভাই অকল, তুমরা কেউরর বদলা লইও না, ইতা আল্লার
আতো ছাড়ি দেও, বদলা দেওয়া তান কাম। আল্লার কালামো আছে,
"নাফরমানির সাজা দিবার এখতিয়ার খালি আমারউ আছে, যার যেলা
পাওনা আমি তারে অলা বদলা দিমু, ইখান আমি মাবুদে কইরাম।" 20 বরং
কিতাবে কয়, "তুমার দুশমনর পেটো ভুক লাগলে, তারে খানি দেও। পিয়াছে
ধরলে তারে পানি দেও। অলা করলে তো তুমি তার মাথার উপরে জালাইল
আংরার টুকরি থইলায়।"
21 খারাপির গেছে কুনুমন্তেউ আরিও না, বরং ভালারে দিয়া খারাপিরে
আরাও।

রাজার হুকুম মানিয়া চলো

13 পরতেক মানষে দেশর রাজারে মানিয়া চলউক, কারন আল্লার মর্জি
ছাড়া কেউ রাজত্ব পায় না, রাজা অকলরে তো আল্লায়উ গদিত
বওয়াইন। 2 এরলাগি যে মানষে দেশর রাজার দুশমনি করে, হে
আসলে আল্লাই হুকুমর দুশমনি করে। ইলা কাম যেতায় করইন, তারা তো
নিজর উপরে গজব ডাকিয়া আনইন। 3 আর ভালা কাম কররা জনে তো
রাজারে ডরানির কুন্তা নাই, অইলে কু-কাম কররা জনর লাগি কঠিন বিপদ।
তে তুমরা কিতা নির্ভয়ে রইতায় চাও নি? তাইলে ভালা পথে আটো, তেউ
রাজায় তুমরার তারিফ করবা। 4 রাজায় তো তুমরার ভালাইর লাগিউ
আল্লার খাদিম হিসাবে কাম করইন। অইলে তুমরা যেরা কু-কাম করো,
তুমরার লাগি বিপদ আছে। তাইন খামোখা কেউররে মারইন না, অইলে কু-
কাম কররারে আল্লার খাদিম হিসাবে ঠিকউ সাজা দেইন। 5 তে খালি সাজার
ডরে নায়, বরং যারযির বিবেকর বিচারেও রাজার হুকুম মানা জরুর।
6 অতার লাগিউ তো তুমরা খাজনা দেও, কারন খাজনা তুলিয়া খরচ
করার মাজদি তারা আল্লার খেজমত কররা। 7 অখন যার যেলা পাওনা,
তারে অলা দেও। যেনরে খাজনা দিবার কথা, এনরে খাজনা দেও; যেনরে
মাশুল দিবার কথা, এনরে মাশুল দেও; যেনরে ইজ্জত করার কথা, এনে
ইজ্জত করো; যেনরে তাজিম করার কথা, এনে তাজিম করো।

একে-অইন্যে মায়া করো

8 খালি মায়ার রিন ছাড়া দুছরা কুনু বেয়াপারে কেউরর গেছে রিনি অইও
না। জানো নি, যে মানষে অইন্য জনরে মায়া করে, হে তো শরিয়তর হুকুম-
আহকাম ষোলআনা আদায় করছে। 9 যেলা শরিয়তর হুকুম আছে, "জিনা
করিও না, খুন করিও না, চুরি করিও না, লোভ-লালছ করিও না," বা ই
লাখান আরো যতো হুকুম আছে, ই হকল হুকুমরে একখানো করি কওয়া
অইছে, "তুমার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া করো।" 10 আর মায়া
থাকলে কেউ আরি-ফরির খেতি করতো পারে না, এরলাগি মায়া করলে
পুরাপুর শরিয়তউ মানা অইযায়।
11 তে ভাই অকল, অখনকুর জমানার হালত তো তুমরা জানোউ,
এরলাগি বুজি-হুনি চলো। তুমরা ঘুম থাকি হুজাগ অওয়ার সময় অইগেছে,
কারন আমরা যে সময় ইমান আনছিলাম, হউ হালত থাকিও আমরার
নাজাত অখন আরো ধারো আইচ্ছে। 12 রাইত পুয়াইয়া হারি বিয়ান অইযার;
অখন জলদি আও, আমরা আন্দারির বদ কাম ছাড়িয়া নুরর লেবাছ লাগাই,
আল্লাই আতিয়ার ফিন্দিলাই। 13 হৈ-হুল্লা করি মদ খাইয়া টাল অওয়া, জিনা-
বদমাইশি বা মনগড়া চলা, ইংসা আর কাইজ্জা-ফসাদ বাদ দিয়া, আও, আমরা
দিনর ফরে চলরা মানুষর লাখান চলি। 14 ফিন্নর লেবাছর লাখান তুমরা
মালিক ইছা আল-মসীরে পুরাপুর ফিন্দিলাও। শরিলর বদ খাইশ মিটানির
চিন্তা এক্কেরে বাদ দেও।

ইমানে কমজুর ভাইরে মায়া করো

14 তুমরার মাজর যে ভাই ইমানে কমজুর, তারেও আপন হিসাবে
সমজো, তার পছন্দ-অপছন্দ লইয়া তর্কা-তর্কি করিও না। 2 বুজরায়
নি, একজনে মনো করে, হে হকল জাতর খানি খাইতো পারবো,
অইলে কমজুর ইমানদার জনে খালি নিরামিষ খায়। 3 তে মাছ-মাংস খাওরা
জনে অউ নিরামিষ খাওরা জনরে যানু না ছিড়ায়। আর নিরামিষ খাওরায়ও
যানু মাছ-মাংস খাওরারে না দুষে, কারন আল্লায় তো দুইও জনরেউ নিজর
কইয়া কবুল করছইন। 4 আর তুমারে খেগিয়ে খেমতা দিলো, আরক বেটার
গুলামর বিচার করতায়? হে ঠিক পথে আছে, না ভুল পথে আছে ইখান তো
তার মুনিবে বুজবা। আসলে তো হে ঠিক পথেউ রইবো, মালিকেউ তারে
ঠিক পথে রাখতা পারবা।
5 কুনু কুনু মানষে মনো করইন, সাধারন দিন থাকি কুনু খাছ দিনর ফজিলত
বেশি। আর কেউ কেউ হকল দিনরেউ এক লাখান মনো করে। তে ই
বেয়াপারে কে কিতা করতো না করতো, ইতা যানু তার দিল থাকি পুরাপুর
সায় দেয়। 6 যে মানষে কুনু খাছ দিনরে মানে, হে তো মালিক ইছারে খুশি
করার নিয়তেউ ইতা মানে। যে জনে হকল জাতর খানি খায়, হে-ও তো
মালিকরে খুশি করার নিয়তেউ খায়, হে আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া
খায়, আর যে জনে হকলতা খায় না, হে-ও মালিকরে খুশি করার নিয়তে খায়
না, হে-ও আল্লার শুকরিয়া আদায় করে। 7 আমরার মাজর কুনু বন্দাউ নিজর
লাগি নিজে জিন্দা রয় না, আর নিজর লাগি মরেও না। 8 কারন আমরা
যেবলা জিন্দা রই, খালি মালিকর লাগিউ জিন্দা রই, আর যেবলা মরন অয়,
খালি মালিকর লাগিউ মরন অয়। তে আমরা জিন্দা রইলেও যেতা, মরলেও
অতা, আমরা তো মালিক ইছারউ। 9 মালিক আল-মসীও তো মারা গেছলা
আর হিরবার জিন্দা অইয়া উঠছইন, যাতে তাইন জিন্দা আর মুর্দা দুইও
দলরউ মালিক বনইন। 10 তে তুমি কেনে তুমার ভাইর খুত তুকাইরায়? তারে
কেনে ছিড়াইরায়? আল্লার বিচারর ছামনে তো আমরা হকলউ উবাইমু।
11 যেলা আল্লার কালামো আছে,

মাবুদে কইরা, আমার নামর কছম খাইয়া কইয়ার,
হকলেউ আমার ছামনে আইয়া সইজদা করবো,
পরতেক মুখেউ স্বীকার করবো, আমিউ আল্লা।

12 অনো দেখা যায়, আল্লার দরবারো আমরা পরতেকেউ যারযির কামর
হিসাব দিতে অইবো। 13 তে আও, অখন থাকি আমরা একে-অইন্যর খুত
ধরা বন্দ করি, আর নিয়ত করি, ইলা কুনু কাম করতাম নায়, যে কামে আরক
ভাইর ইমানর খেতি অইবো, বা তারে গুনার পথে নিবো।
14 মালিক ইছার উম্মত অওয়ায় আমি ভালামন্তেউ জানি আর বুজি,
এমনে তো কুনু জিনিসউ নাজাইজ নায়, অইলে কেউ যুদি ইতারে নাজাইজ
মনো করে, তে তার লাগিউ ইতা নাজাইজ। 15 যুদি তুমার কুনু খানির লাগি
আরক ভাইয়ে মনো দুখ পায়, তে তো তুমি তারে মহব্বত কররায় না। যে
ভাইরে বাচানির লাগি আল-মসীয়ে মউত কবুল করলা, কুনু খানির লাগি ই
ভাইর সর্বনাশ করিও না। 16 তুমি যেতারে পছন্দ করো, ইতার লাগি দুছরা
জনে যানু তুমারে না নিন্দায়। 17 আল্লার বাদশাই তো খালি খানা-পিনার
লাগি নায়, বরং আল্লাই পাক রুহে দেওয়া পরেজগারি, শান্তি আর খুশি-
বাসির বেয়াপার। 18 অউ নমুনায় যেরা আল-মসীর খেজমত করে, এরার
উপরে আল্লা খুশি থাকইন, আর মানষেও ভালা পাইন।
19 এরলাগি আও, আমরা অলা কাম করি, যে কামে শান্তি কাইম অয়, যে
কামে একে-অইন্যরে গড়িয়া তুলতাম পারি। 20 আর কুনু লাখান খানির লাগি
আল্লার কামরে বিনাশ না করি, খানির জুকা হকলতাউ তো হালাল। অইলে
তুমি কুনু এক বিশেষ খানি খাওয়ায় যুদি দুছরা মানষর ইমানো কষ্ট লাগে, তে
ইতা খাওয়া তুমার লাগি জাইজ নায়। 21 বিশেষ কুনু গোস্ত বা শরাব খাওয়া,
যে কামে তুমার ভাইয়ে মনো দুখ পায়, ইমানে বাধা পায়, ইলা কুনু কাম করা
তুমার লাগি ঠিক নায়। 22 তুমার দিলর একিনরে, খালি তুমি আর তুমার
আল্লার মাজে রাখো। নেক-কপালি তো হউ জন, যে জনে ভালা মনো
করিয়া কুনু কাম করিয়া হারলে, তার মনো খুতখুতি আয় না। 23 অইলে মনো
খুতখুতি লইয়া যুদি হে কুন্তা খায়, তে তো হে দুষি। কারন হে যেতা খাইছে,
ইতা তার বিবেকর অপছন্দ, আর বিবেকর উল্টা কামউ অইলো গুনা।

মানষর ভালাই করার চেষ্টা করো

15 এরলাগি আমরা যেরার ইমান মজবুত আছে, আমরা খালি নিজর
খুশির বায় না চাইয়া, আমরার কমজুর মতোসক্কি মনা ইমানদার
ভাইয়াইনরেও যানু সইয্য করি। 2 অতা ভাইয়াইন্তরে গড়িয়া তুলার
নিয়তে, পরতেকেউ তারার ভালাইর লাগি তারার মনর পছন্দরে যানু খুশ
রাখি। 3 আল-মসীয়েও তো তান নিজরে খুশি করছইন না, বরং পবিত্র জবুর
শরিফো আছে, "ও মাবুদ, তুমারে যেরা বেইজ্জত করছে, তারার অউ হকল
বেইজ্জতি আমার উপরেউ আইছে।" 4 তে আগর আছমানি কিতাবো যততা
লেখা অইছে, ইতা তো আমরারেউ তালিম দিবার লাগি লেখা অইছে, যাতে
অতা দেখিয়া আমরার ছবর আর সান্তনা আয়, আর আশা-ভরসা পাই।
5 অখন ছবর আর সান্তনা দেওরা আল্লায় ইছা আল-মসীর পথে চলার
লাগি, তুমরা হকলর মন এক করউক্কা। 6 তেউ তুমরা এক মনে আর এক
মুখে, আমরার মালিক ইছা আল-মসীর গাইবি বাপ আল্লার তারিফ করতায়
পারবায়।

হকলর লাগি আল-মসীর তশরিফ

7 এরলাগিউ ও ভাই অকল, আল-মসীয়ে যেলা তুমরারে আপন করছিলা,
তুমরাও অলা একে-অইন্যরে আপন করিলাও, যাতে আল্লার গৌরব অয়।
8 মনো রাখিও, আল্লায় বনি ইছরাইলর মুল মুরব্বি অকলর লগে যতো
ওয়াদা করছলা, অতার হকিকতি পরমান করার লাগি আল-মসী আইয়া বনি
ইছরাইলর খেজমতগার অইলা। 9 আর ভিন জাতির গেছেও আইলা, যাতে
এরাও আল্লার রহমত দেখিয়া তান তারিফ করে। ই বেয়াপারে জবুর শরিফো
আগেউ কওয়া অইছে,

এরলাগিউ আমি ভিন জাতি অকলর মাজে তুমার তারিফ করমু
তারার মাজে তুমার গুনগান গাইমু।

10 আর তৌরাত শরিফো কওয়া অইছে,

ও দুনিয়ার হকল জাতির মানুষ,
আল্লার আপন প্রজা বনি ইছরাইলর লগে মিলিয়া,
তুমরাও তান তারিফ করো।

11 হিরবার জবুর শরিফো কওয়া অইছে,

দুনিয়ার হকল জাতিয়ে মাবুদর তারিফ করো,
হকল মানষে তান গুনগান গাও।

12 আর হজরত ইশায়া নবীয়ে লেখছইন,

যেইন বাদশা দাউদ বিন-ইয়াসর খান্দানর মুল খুটি,
হকল জাতির উপরে বাদশাই করার লাগি এইন আইবা,
তান উপরেউ থাকবো হকল মানষর আশা-ভরসা।

13 তে দিলর মাজে আশা দেওরা আল্লায় ইমানর বলে, তুমরারে হকল লাখান
খুশি-বাসি আর শান্তির মাজে হাবু-ডুবু খাওয়াউক্কা। তেউ আল্লাই পাক রুহর
কুদরতিয়ে তুমরার আশা-ভরসা বাইয়া পড়বো।

হজরত পাউলুছর তবলিগ কামর নিয়ম-সুত্র

14 ও ভাই অকল, তুমরার বেয়াপারে আমি পুরাপুর বুজরাম, তুমরার দিল
খান নেক নিয়তে ভরা আর ছহি-শুদ্ধ ইমানি আখুল আছে, যাতে একে-
অইন্যরে পরামিশ দিতায় পারো। 15 তা-ও কয়েকটা বেয়াপারে আমি তুমরারে
মনো করাই দিরাম, আল্লায় আমারে অউ নিয়ামত দিছইন করি, আমি সাওস
করি তুমরার গেছে লেখিয়ার, 16 ইছা আল-মসীর খাদিম হিসাবে আল্লায়
আমারে তুমরার লাখান ভিন জাতি অকলর গেছে পাঠাইছইন। এরলাগিউ
তান দেওয়া খুশ-খবরি তবলিগর মাজদি আমি ইমামতির কাম করিয়ার,
যাতে অউ ভিন জাতি অকল আল্লার পাক রুহে পবিত্র অইয়া তান দরবারো
কবুল অওয়ার জুকা কুরবানি অইন।
17 আল্লা পাকর লাগি আমি যে খেজমত করিয়ার, অউ কামর কারনে ইছা
আল-মসীর মাজদি আমার বড়াই দেখানির এখতিয়ার আছে। 18 আল-
মসীয়ে আমার মাজদি যে কাম হাছিল কররা, এর বাইরে কুন্তা মাতিবার
সাওস আমার নাই। তাইন আমার মুখর কথা, আমার কাম-কাজ,
19 কেরামতি-মোজেজা আর আল্লাই পাক রুহর কুদরতি বলে ভিন জাতি
অকলরেদি আল্লার গুলামি করাইছইন। এরলাগিউ আমি আল-মসীর খুশ-
খবরিরে জেরুজালেম থাকি ইলুরিকা পর্যন্ত হকল জাগার মাজে পুরাপুর
তবলিগ করছি। 20 তে যে জাগাত কুনুদিন আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগ
করা অইছে না, হউ জাগাত তবলিগ করাউ আমার জিন্দেগির মুল কাম
মনো করি। আমি চাই না আরক জনর গাড়া খুটির উপরে ভর করিয়া ঘর
বানাইতাম। 21 যেলা আল্লার কালামো আছে,

তান কথা যেরার গেছে জানাইল অইছে না

অখন তারা ইতা দেখবা,
তান বেয়াপারে আগে যেরা হুনছইন না
তারা অখন বুজবা।

হজরত পাউলুছ রোম টাউনো যাওয়ার খিয়াল

22 তে অউ কারনে আমি বউত বার তুমরার গেছে যাওয়ার পথে বাধা
পাইছি। 23 অইন্য জাগাত আমার কাম শেষ না অওয়ায় যাওয়া বন্দ
অইগেছে, অইলে অখন তো ইতা জাগাত আমার তবলিগ কাম শেষ, কুনু
জাগাউ বাদ রইছে না। আসলে বউত বছর ধরিউ আমার খিয়াল আছিল
তুমরার গেছে যাইতাম, 24 এরলাগি অখন স্পেন দেশো যাওয়ার কালো
আমি তুমরার গেছে যাইতাম চাইরাম। আমি আশা কররাম, হনো যাওয়ার
সময় তুমরার লগে দেখা অইবো, আর খুশি-বাসি করিয়া কয়খান দিন তুমরার
লগে কাটাইমু। বাদে স্পেনো যাওয়ার লাগি তুমরাউ আমার বেবস্তা করিয়া
দিবায়। 25 অইলে অখন আমি আল্লার পাক বন্দা অকলর মাজে রিলিফ
বাটিবার লাগি জেরুজালেম টাউনো যাইরাম। 26 হিনো অভাব-অনটনর
মাজে আল্লার যে বন্দা অকল আছইন, তারার গেছে বাটিয়া দিবার লাগি
মাকিদনিয়া আর গ্রীস দেশর জমাত অকলে কিছু সাইয্য তুলছইন। 27 তারা
খুব খুশি অইয়া ইতা তুলছইন। জানো নি, ই জমাতর ভাই-বইন অকল
জেরুজালেম টাউনর আল্লার পাক বন্দা অকলর গেছে রিনি আছইন। কারন
আল্লাই বাতুনি নিয়ামতর বাট যেবলা বনি ইছরাইলর মাজদি ভিন জাতিয়ে
পাইছইন, তে ভিন জাতির লাগিও জরুর অইলো, বনি ইছরাইলরে দুনিয়াবি
বেয়াপারে সায়-সাইয্য করা। 28 আমার অউ রিলিফ বাটাত গিয়া হারি আমি
যেবলা নিচ্চিত অইমু, ইতা পুরাপুর তারার আতো পৌছি গেছে, অউ সময়
আমি তুমরার গেছে আইয়া স্পেন দেশো যাইমু। 29 আমি বুজিয়ার, আমি
যেবলা তুমরার গেছে আইমু, অউ সময় আল-মসীর ষোলআনা রহম-
নিয়ামত লইয়া আইমু।
30 ও ভাই অকল, আল্লার পাক রুহর মহব্বতে আর আমরার মালিক ইছা
আল-মসীর নামে আমি তুমরারে খাছ মিনতি করিয়ার, আমার লগে অইয়া
তুমরাও আমার লাগি আল্লার দরবারো দোয়া-মুনাজাতর জিহাদ চালাও।
31 দোয়া করিও, এহুদিয়া জিলাত ইছায়ী তরিকার বিরুধি মানষর আত থাকি
আমি যানু রেহাই পাই, আর আমার আনা ই রিলিফ খানাইন যানু
জেরুজালেম টাউনো আল্লার পাক বন্দা অকলে সমজইন। 32 তেউ আমি
খুশি মনে তুমরার গেছে যাইতাম পারমু, তুমরার লগে আরাম-আয়েশ করমু,
ইনশাল্লা। 33 শান্তি দেওরা আল্লা পাক তুমরার লগে লগে রউক্কা। আমিন।

মুমিন অকলরে ছালাম জানানি

16 তে অখন আমরার বইন ফৈবি বিবিরে পাঠাইরাম, তাইন অইলা
কিংক্রিয়া টাউনর ইছায়ী জমাতর খাদিম, তান বেয়াপারে কইয়ার,
2 আল্লার বন্দা অকলরে যেলা আপন করা জরুর, মালিক ইছার
নামে এনরেও অলা আপন মনো করিও। তাইন তো আমারে আর আরো
বউত মানষরে সাইয্য করছইন, এরলাগি যেকুনু বেয়াপারে সাইয্য চাইলে,
তুমরা তানরে সাইয্য করিও।
3 আমার লগে অইয়া আল-মসীর লাগি যেরা কাম করছইন, অউ
ফিছকিলা আর আকিলরে আমার ছালাম জানাইও। 4 আমার জান বাচানির
লাগি, তারা নিজরে মউতর আতো সপি দিছলা। খালি আমি নায়, ভিন
জাতির মাজর হকল জমাতউ তারার গেছে রিনি। 5 অখন তারার বাড়ির
জমাতো আইয়া যেরা শরিক অইন, এরা হকলরেউ আমার ছালাম জানাইও।
তুরস্কর আছিয়া এলাকাত হকল পয়লা যেইন আল-মসীরে কবুল করছলা,
হউ আপিনিতুছ ভাইরে ছালাম জানাইও, এইন আমার মায়ার মানুষ। 6 আর
হউ মরিয়ম বিবিরেও ছালাম জানাইও, যেইন তুমরার লাগি বউত মেনত
করছইন। 7 আমার নিজর জাতির মানুষ আন্দ্রনিকুছ আর জুনিয়ারেও ছালাম
জানাইও, এরা তো আমার লগে অইয়া জেল খাটিছইন। আল-মসীর সাহাবি
অকলর গেছে এরা খুব ইজ্জতি জন, এরা আমার আগে ইমান আনছইন।
8 আমার মায়ার মুমিন ভাই আমফিলুছরে ছালাম জানাইও। 9 আমরার
লগর তবলিগকারি উরবান ভাইরে, আর আমার মায়ার দুস্ত স্তাখিছরেও
ছালাম কইও। 10 আল-মসীর পরিক্ষাত পাশ করা সিপাই আপিলিছ ভাইরেও
ছালাম দিও। ভাই আরিস্তাবুলর বাড়ির হক্কলরে ছালাম জানাইও। 11 আমার
জাতির ভাই হেরোদুনরে ছালাম দিও। মরহুম নাকিছুছর বাড়ির যেরা মালিক
ইছার উম্মত অইছইন, তারারেও ছালাম জানাইও।
12 তুরফানা আর তুরফাছা বিবিরেও ছালাম দিও। অউ বেটিন্তে মালিক
ইছার লাগি বড় মেনত কররা। মায়ার বইন ফার্ছিয়ারেও ছালাম কইও,
মালিকর লাগি তাইনও বউত মেনত করছইন। 13 মালিক ইছার পছন্দর মানুষ
রউফ ভাইরে ছালাম দিও, তান আম্মারেও ছালাম কইও, ই বেটি তো
আমারও মা। 14 ছিংকিরাত, ফিলিগুন, হার্মিছ, ফাতরুব, হের্মাছ আর তারার
লগে যতো ইমানদার বন্দা আছইন, এরা হকলরে ছালাম জানাইও। 15 ভাই
ফিলাগি, জুলিয়া বিবি, নিরিয়াছ আর তান বইনরে, আর অলিম্পাছরে
ছালাম কইও, আল্লার যতো বন্দা তারার লগে আছইন এরা হকলরে ছালাম
দিও। 16 হুনো, তুমরা একে-অইন্যে পবিত্র গলাগলি করিও। আল-মসীর
হকল জমাতর ভাই-বনিন্তে তুমরারে ছালাম জানাইরা।

হজরত পাউলুছর (রাঃ) বিদায়ি নছিয়ত

17 ও ভাই অকল, তুমরারে মিনত করি কইরাম, আগে যেতা তালিম
পাইছো, অউ তালিমর উল্টা তালিম দিয়া যেগুইন্তে দলাদলি আর বাধা-
বিঘ্নর জনম দেইন, অতার বায় নজর রাখিও, তুমরা ইতার গেছ থাকি হরিয়া
রইও। 18 কারন ইতায় আমরার মালিক আল-মসীর গুলামি না করিয়া,
তারার পেটর গুলামি করে। মিঠা-মিঠা মাত মাতিয়া আর তেল মালিশ করিয়া
সরল-সুজা মানষরে বে-পথি বানায়। 19 আর তুমরা যেন আল্লার হুকুম
মাফিক চলরায়, ইতা তো হকলেউ জানে, ই খবর হুনিয়া আমিও খুব খুশি
অইছি। তে আমি চাইরাম, তুমরা নেক পথে কামিল অও, বদ পথ থাকি
বাচিয়া রও। 20 শান্তি দেওরা আল্লায় ইবলিছ-শয়তানরে খুব জলদি করি
তুমরার পাওর তলে ফালাই পিষাইবা।
আমরার মালিক ইছা আল-মসীর রহম-নিয়ামত তুমরার উপরে জারি
রউক।
21 আমার লগে খুশ-খবরি তবলিগ করইন যে তিমথি ভাই, এইন তুমরারে
ছালাম জানাইরা। আমার জাতি ভাই লুকিয়াছ, জাছুন আর ছুপাতছেও
তুমরারে ছালাম কইরা।
22 হজরত পাউলুছর বুলি হুনিয়া আমি তর্তিউছ মহরিরে লেখরাম, মালিক
ইছার নামে আমিও তুমরারে ছালাম জানাইরাম।
23-24 আমি পাউলুছ আর জমাতর হকলরে যেইন মেহমানদারি করইন, হউ
গউছ ভাইয়ে তুমরারে ছালাম জানাইরা। অউ টাউনর সরকারি কেশিয়ার
ইরাস্তাছ ভাইয়ে আর মুমিন ভাই কুয়াতুছে তুমরারে ছালাম জানাইরা।
25 আল-হামদুলিল্লা, আমি পাউলুছে ইছা আল-মসীর বেয়াপারে যে খুশ-
খবরি তবলিগ করি, আল্লা পাকর খেমতা আছে অউ খুশ-খবরির উছিলায়
তুমরারে ইমানে থির রাখা। মনো রাখিও, বউত জমানা ধরি আল্লায় তান ই
বাতুনি মুনশার কথা লুকাই রাখছিলা, 26 অইলে অখন ইতা দুনিয়ার হকল
জাতির গেছে জাইর অর। চিরকালিন জিন্দা আল্লার হুকুমে, আগর জমানার
নবী অকলে যেতা লেখিয়া রাখছিলা, অতা জাইর অর, যাতে তারা আল-
মসীর উপরে ইমান আনিয়া আল্লা পাকর বাইধ্য অইন। এরলাগি অউ খুশ-
খবরি অখন তবলিগ করা অর। 27 তাইনউ একমাত্র আল্লা, তাইনউ
আখলদার, যুগে যুগে চিরকাল ইছা আল-মসীর মাজদি তান তারিফ অউক।
আমিন॥

১-করিন্থিয়া

পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ ছিপারা আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ) চিঠির আকারে লেখছইন। ইখান অইলো করিন্থ জমাতর গেছে তান লেখা পয়লা ছহিফা। অনুমান করা অয়, হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার ২০ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

রোমান বাদশাইর ভিতরে গ্রীস দেশর রাজধানি করিন্থ আছিল কায়-কারবারর লাগি নামি-দামি এক টাউন। ই টাউনো বউত বেশ্যা-বাজি সহ নানান নমুনার জিনার কাম আছিল।

সাহাবি হজরত পাউলুছে দুছরা বার তবলিগি ছফরর কালো পয়লাউ অউ টাউনো তশরিফ আনছিলা (সাহাবি নামা ১৮ রুকু দেখউক্কা)। তাইন করিন্থ টাউন থাকি ফিরিয়া আওয়ার তিন বছর বাদে যেবলা ইফিছ টাউনো তবলিগ করাত আইলা, অউ সময় করিন্থ জমাতর মুরব্বি অকলে খবর দিলা, জমাতর মাজে নানান নমুনার গন্ডগোল আর ভুল তালিমে ভরি গেছে।

জমাতর এবাদত-বন্দেগির মাজে এরা গাইবি ভাষায় মাতারে বউত দাম দিরা। তেউ হজরত পাউলুছে তারারে পরামিশ দিলা পীরাকি মাত মাতার লাগি। অউ দুইও নিয়ামতউ আল্লাই পাক রুহর দান, তা-ও পীরাকি মাত মাতারে তাইন বেশি দাম দিছইন, কারন অউ মাতে মানষে আল্লাই মুনশা, হেদায়ত আর হুশিয়ারি পায়।

আরো খবর পাইলা, ইমানদার অকলর মাজে খুব বেশি দলাদলি, জিনার কাম, মামলা-মকদ্দমা, বিশৃংখলা, মদ খাওয়া, আর ভন্ডামি চলের। তাইন অউ জঘইন্য কাম-কাজরে, হজরত মুছা (আঃ) অর জমানার নাফরমান বনি ইছরাইলর লগে তুলনা করছইন (১০ রুকু দেখউক্কা)। তারারে তৌবা করার পরামিশ দিয়া অউ মুল্যবান চিঠি লেখছইন, যাতে ইমানদার অকলে গুনার কাম ছাড়িয়া, আল্লার উর-খফে পাক-পবিত্র জিন্দেগির পথে ফিরিয়া আইন, আর তারা পবিত্র মহব্বতর আশিক অইন। মহব্বতউ অইলো হকল থাকি বড় ধন।

এরমাজে আছে,

(ক) ছালাম জানানি
(খ) আল্লার জমাতর দায়-দায়িত্ব
(গ) মানষর যৌবন আর পরিবারর তালিম
(ঘ) ইছায়ী মুমিন আর দেব-দেবীর পুজা
(ঙ) জমাতো আল্লার এবাদত-বন্দেগি
(চ) মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠা
(ছ) বিদায়ি পরামিশ আর দোয়া

ছালাম জানানি

1 আমি পাউলুছ, আল্লা পাকর মর্জিয়ে আল্লাই দাওত পাইয়া হজরত
ইছা আল-মসীর একজন সাহাবি অইছি। আমি আর আমার মুমিন ভাই
সোছিনে, 2 করিন্থ টাউনর আল্লার জমাতর মানষর গেছে, মানি
তুমরার গেছে লেখরাম। হজরত ইছা আল-মসীর তরিকা কবুল করায়
আল্লায় তুমরারে পাক-পবিত্র করছইন আর তান আপন বন্দা অইবার লাগি
দাওত দিছইন। তুমরার গেছে আর অইন্যান্য জাগার যতো মানষে আমরার
হজরত ইছা আল-মসীরে মালিক কইয়া মানইন, তারা হকলর গেছে আমরা
অউ চিঠি খান লেখরাম। তাইন তারারও মালিক, আমরারও মালিক।
3 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে
তুমরারে রহমত আর শান্তি দান করউক্কা।

4 আমি হামেশা তুমরার লাগি আমার আল্লার দরবারো শুকরিয়া আদায়
করি, কারন ইছা আল-মসীর তরিকা কবুল করায় তুমরা আল্লার রহমতর
তলে আইছো। 5 অউ রহমত অইলো, হজরত ইছা আল-মসীর লগে শরিক
অইয়া তুমরা হকল নমুনায় মাত-কথা মাতা আর আখল-ইলিমে ধনি অইছো।
6 অখন দেখা যার, আল-মসীর বেয়াপারে আমরা যেতা তালিম দিছলাম,
ইতা তুমরার দিলো গাথিয়া রাখছো। 7 আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে দুছরা
বার তশরিফ আনার লাগি তুমরা বার চাইরায়, এরমাজে আল্লার দেওয়া
বাতুনি খেমতার যেকুনু নিয়ামত পাইতে তুমরার অভাব অর না। 8 আমি
জানি, আমরার হজরত ইছা আল-মসীয়ে তুমরারে আখের পর্যন্ত ইমানে
মজবুত রাখবা, যাতে তাইন আইবার আগ পর্যন্ত তুমরা পুরাপুর নিখুত
রইবায়। 9 আল্লা পাক তো হক আর খাটি, তাইন যেলা কইন অলা অয়।
তাইন তুমরারে দাওত দিছইন, তুমরা যানু তান খাছ মায়ার জন ইছা ইবনুল্লার
লগে খাতির-সম্পর্ক রাখো, এইনউ আল-মসী, আমরার মালিক।

আল্লার জমাতর দায়-দায়িত্ব (১:১০-৪:২১)

জমাতর মাজে দলাদলি

10 তে ভাই অকল, হজরত ইছা আল-মসীর অইয়া আমি তুমরারে জুড়
আতে মিনত করিয়ার, তুমরা হকল এক অও। তুমরার মাজে কুনু দলাদলি না
রউক, এক মন আর এক মত অও। 11 হুনো, কুলুয়া বিবির বাড়ির মানষর
গেছ থাকি জানলাম, তুমরার মাজে কাইজ্জা-ফসাদ চলের। 12 আমি হুনলাম,
তুমরার মাজে কেউ কয়, "আমি পাউলুছর দলর," কেউ কয়, "আমি
আপল্লছুর দলর," কেউ কয়, "আমি পিতরর দলর," আর কেউ কয়, "আমি
আল-মসীর দলর।"
13 তে কওছাইন, আল-মসীরে কিতা বাটা-বাটি করা অইগেছে নি? আমি
পাউলুছরে তুমরার লাগি সলিবো লটকাইয়া মারা অইছে নি? তুমরা কিতা
আমার নামে তৌবার গোছল করছো নি? 14 আমি আল্লার দরবারো শুকরিয়া
জানাই, খালি কিরিস্পো আর গউছ ছাড়া, দুছরা কুনু মানষরে আমি তৌবার
গোছল করাইছি না। 15 যাতে কেউ কইতো না পারে, তুমরা আমার নামে
তৌবার গোছল করছো। 16 আস্তিফান ভাইর পরিবারর মানষরেও আমি
তৌবার গোছল করাইছি, এছাড়া আর কুনু মানষরে গোছল করাইছি করিয়া
আমার মনো অর না। 17 আল-মসীয়ে তো আমারে তৌবার গোছল করানির
লাগি পাঠাইছইন না, খালি খুশ-খবরি তবলিগর লাগিউ পাঠাইছইন। আর
অউ খুশ-খবরিও কুনু আখলদারি পন্ডিতি ভাব-ভংগিয়ে তবলিগ করাত
পাঠাইছইন না, যাতে সলিবর উপরে আল-মসীর কুরবানি অওয়া বেকামা না
বনে।

আল-মসীউ আল্লাই আখল আর বল

18 যারা গজবি পথেদি দৌড়ার, আল-মসীর সলিবর উপরর কুরবানি
তারার গেছে তো খালি বেআখলি মনো অয়, অইলে আমরা যাঁরা নাজাতর
পথে দৌড়াইরাম, আমরার গেছে ইতা অইলো আল্লাই বল। 19 আছমানি
কিতাবো লেখা আছে, "আমি আখলদার অকলর আখলরে বেকামা করমু,
আর বুদ্ধিমান অকলর বুদ্ধিরে বিফল করমু।"

20 তে অউ আখলদার অকল কুয়াই? আলিম অকলউ বা কুয়াই? আর
অউ জমানাত তর্ক করার খেমতা যার আছে, হে অখন কুয়াই? দুনিয়াবি
আখল তো খালি বেআখলি, ইতা আল্লায়উ দেখাইরা। 21 আল্লায় তান
নিজর আখল দিয়া ফয়ছালা করছইন, যাতে দুনিয়ায় যানু তার আখল দিয়া
তানরে চিনতো না পারে। এরলাগি বেআখলির অউ খুশ-খবরি তবলিগর
মাজদি আল্লায় মুমিন অকলর জান বাচাইতা চাইলা। 22 ইহুদি অকলে খালি
কেরামতি কাম দেখতা চাইন, ইউনানি অকলে আখলর তালাশ করইন,
23 অইলে আমরা তবলিগ করি সলিবর উপরে কুরবানি অওয়া আল-মসীর
কথা। ইতা অইলো বনি ইছরাইলর গেছে একটা বে-দীনি কাম আর ভিন
জাতি অকলে মনো করইন বেআখলি কাম। 24 অইলে বনি ইছরাইল অউক্কা
বা ইউনানি অউক্কা, আল্লার দাওতি বন্দা অকলর গেছে অউ আল-মসীউ
অইলা আল্লাই আখল আর আল্লাই বল। 25 আল্লাই বেআখলি মানষর
আখল থাকি বউত বড় আখলদার, আর আল্লাই কমজুরি মানষর শক্তি থাকি
বউত সবল।
26 ভাই অকল, চিন্তা করি দেখো, তুমরারে যেবলা দাওত দেওয়া অইছিল,
হি সময় তুমরা কিলাখান আছলায়। তুমরার মাজর বউত জনউ মানষর চখুত
আখলদার, খেমতাবান বা নামি-দামি বংশর আছলায় না। 27 অইলে দুনিয়ায়
যেতারে বেআখলি কইয়া মনো করে আল্লায় অতারেউ পছন্দ করছইন, যাতে
দুনিয়ার আখলদার অকলে শরম পাইন। আর দুনিয়ায় যেতারে কমজুর মনো
করে, আল্লায় অতারে পছন্দ করছইন, যাতে দুনিয়ার বলবান হকলতা
শরমিন্দা অইন। 28 দুনিয়ার মানষে যেতারে খুব তুচ্ছ মনো করে, দুনিয়ার
বুকুত যেতার কুনু দাম নাই, আল্লায় অতারেউ পছন্দ করছইন, যাতে দুনিয়ার
চখুত যেতা নামি-দামি, ইতা বে-দামি অইযায়। 29 তাইন ইতারে পছন্দ
করছইন, যাতে দুনিয়ার কুনু মানষে তান ছামনে বড়াই দেখানির সুযোগ না
পাইন। 30 আর তুমরা যেরা ইছা আল-মসীর আপন জন বনছো, ইতা তো
আল্লা থাকিউ অইছে। আল-মসীউ অইলা আমরার গেছে আল্লার দেওয়া
আখল, পাক-পরেজগারি, পবিত্রতা আর আজাদির খুটি। 31 এরলাগি
আছমানি কিতাবো লেখা আছে, “যে মানষে বড়াই করে, হে মাবুদরে লইয়াউ
বড়াই করউক।”

2 ভাই অকল, আল্লার দেওয়া খুশ-খবরি তুমরার গেছে তবলিগ করাত
গিয়া আমি তো সুন্দর সুন্দর ভাষায় মাতিছি না, বা বড় কুনু আলিম-
উলামার লাখান বয়ান করছি না। 2 আমি মনে মনে ঠিক করছলাম,
তুমরার লগে থাকার কালো আমি খালি অউ ইছা আল-মসীর বিষয়ে মাতিমু,
যে ইছারে সলিবর উপরে লটকাইয়া মারা অইছে, ইতা ছাড়া আর কুন্তা
মাততাম নায়। 3 আমি যেবলা তুমরার লগে রইতাম, অউ সময় নিজরে
কমজুর মনো করতাম আর ডরাইয়া কাপিতাম। 4 আমার তবলিগ আর
আমারি বয়ানর মাজে মানষর মন জয় করার মতো কুনু আখল-হেকমত আর
যুক্তি আছিল না, খালি আল্লাই পাক রুহ আর কুদরতি বল দেখা গেছিল।
5 আমি চাইলাম, তুমরার ইমান মানষর আখল-ইলিমর উপরে ভরসা না
করিয়া, খালি আল্লাই বলর উপরে ভরসা করে।

আল্লাই পাক রুহর দেওয়া আখল

6 তা-ও যেরা ইমানে কামিল, তারার গেছে আমরা আখলর মাত মাতি।
অইলে অউ আখল তো ই জগতর নায় বা জগতর নেতা অকলর লাখানও
নায়, তারা তো বরবাদ অওয়ার পথি। 7 আসলে আমরা খালি আল্লাই
আখল-হেকমতর বাতুনি গোপন বেয়াপারে মাতি। অউ বাতুনি বেয়াপার তো
দুনিয়া পয়দা করার আগেউ আল্লায় তান নিজর মর্জিয়ে ঠিক করিয়া
রাখছইন, যাতে আমরা তান গৌরবর ভাগি অই। 8 অইলে অউ জগতর
নেতা অকলে ইতা বুজরা না। ইতা বুজলে তারা, হউ গৌরবর ধন আমরার
মালিক ইছারে সলিবর উপরে লটকাইয়া মারলো না অনে।
9 অইলে আমরা জানি, আল্লার কালামে কয়,

যারা আল্লারে মহব্বত করইন,
তারার লাগি তাইন যেতা রাখছইন,
ইতা কেউ চউখে দেখছে না, কানেও হুনছে না,
দিলর মাজে কুনুদিন চিন্তাও করছে না।

10 ইতা অখন তান পাক রুহর মাজদি আমরার গেছে জাইর করছইন। পাক
রুহর অজানা কুন্তাউ নাই, তাইন আল্লার হকল বাতুনি বেয়াপারও জানইন।
11 মানষর মাজে অলা কেউ আছে নি, যেরা একজনে আরক জনর মনর
খবর জানইন? খালি নিজর রুহেউ তার মনর খবর জানে। ঠিক অউ লাখান,
আল্লার পাক রুহ ছাড়া দুছরা কেউ তান গাইবি বেয়াপার জানে না। 12 আর
আমরা তো দুনিয়াবি রুহ পাইছি না, বরং আল্লার তরফ থাকি তান রুহ
পাইছি, এরলাগি তান দেওয়া নিয়ামত অকল আমরা চিনি। 13 আর অউ
নিয়ামতর বেয়াপারেউ আমরা কই, ইতা কওয়ার সময় আমরা মানষর আখল
বেবহার করি না, খালি পাক রুহর মাজদি তালিম পাইয়া কই। রুহানি
হকিকতরে জাইর করার লাগি, আমরা রুহানি মাত মাতি। 14 যে মানুষ রুহানি
মনোভাবর নায়, আল্লাই পাক রুহর মাজদি যেতা মিলে হে ইতারে কবুল করে
না, কারন তার গেছে ইতা বেকামা। ইতা বেয়াপার হে বুজেও না, কারন ইতা
রুহানি জগতর বেয়াপার, খালি রুহদি যাচাই করা যায়। 15 যে জনর মাজে
পাক রুহ আছে, হে হক্কলতা যাচাই করিয়া দেখে, তারে কেউ যাচাই করতো
পারে না। 16 যেলা আল্লার কালামো আছে,

মাবুদর মন খেগিয়ে বুজতো পারছে,
তানরে পরামিশ দিবার সাইধ্য কার?

অইলে আল-মসীর মন আমরার দিলো থাকায়, আমরা ইতা বুজরাম।

তবলিগ কাম অইলো আল্লাই খেজমত

3 ভাই অকল, রুহানিক জনর লগে যেলাখান মাতা উচিত, আমি
তুমরার লগে ইলা মাততাম পারছি না। বরং দুনিয়াবি মানষর লগে
যেলা মাতা উচিত, তুমরার লগে অলাউ মাতিছি। তুমরা তো ইছায়ী
তরিকাত এক্কেরে হুরুতাইন্তর লাখান, এরলাগিউ অউলা মাতিলাম।
2 পয়লা আমি তুমরারে শক্ত খানি না দিয়া খালি দুধ খাবাইছলাম, হি সময়
শক্ত খানি খাওয়ার জুকা আছলায় না, আর অতো দিন বাদেও তুমরা ই
বেয়াপারে হুরুতা রইছো। 3 কারন তুমরা অখনও দুনিয়াবি রক্ত-মাংসে
চলরায়। তুমরার মাজে অখনও ইংসা, কাইজ্জা-ফসাদ লাগাইলউ আছে। তে
তুমরা রক্ত-মাংসর বশে রইছো না নি? 4 তুমরার মাজে কেউ যেবলা কয়, হে
পাউলুছর দলর, কেউ কয় আপল্লছর দলর, তে তুমরা দুনিয়াবি মানষর
লাখান নায় নি?
5 আপল্লছ কে? আর পাউলুছউ বা কে? আমরা তো সামাইন্য
খেজমতকারি, আমরার মাজদি তুমরা ইমানর পথে আইছো। আল্লায়উ
আমরারে যারযির ই দায়িত্ব দিছইন। 6 আমি বিচ লাগাইছি, আপল্লছে পানি
দিছইন, আর আল্লায় ইতারে বড় করছইন। 7 এরলাগি যেইন বিচ লাগাইন
আর যেইন পানি দেইন, এরা আসলে কুন্তাউ নায়, অইলে যেইন ইতারে বড়
করি তুলইন, তাইনউ হক্কলতা। 8 বিচ লাগাওরা আর পানি দেওরার একই
উদ্দেশ্য। এরা পরতেকে যারযির মেনত মাফিক কামর ফল পাইবা। 9 অইলে
আমরা দুইও জনেউ আল্লার কাম করিয়ার।
তুমরা আল্লারউ খেত, তান বানাইল বিল্ডিং। 10 আল্লার গেছ থাকি যে খাছ
রহমত আমি পাইছি, অউ রহমতর বলেউ আমি আখলদার রাজ-মেস্তরির
লাখান ইয়ান খুটি গাড়ছি। আর অউ খুটির উপরে অইন্য জনে বিল্ডিং
বানাইরা। অইলে কে কিলা বানাইরা, ই বেয়াপারে তারা হুশিয়ার অউক।
11 যে ইয়ান খুটি আগেউ গাড়া অইগেছে, মালিক ইছা আল-মসীউ অইলা
হউ খুটি, ইকটা বাদ দিয়া আর কুনু নয়া খুটি কেউ গাড়তো পারতো নায়।
12 অখন ই খুটির উপরে সোনা, রুপা, দামি পাথর, লাকড়ি আর ছন দিয়া
কেউ যুদি ঘর বানায়, 13 তে কে কিলা বানাইছইন, ইতা ভালা করি দেখা
যাইবো। রোজ হাশরর দিন ইতা জাইর অইবো, হউ দিন অগ্নি-পরিক্ষার
মাজদি ইতা খুলা-মেলা অইবো। 14 যেইন যেতা বানাইছইন, ইতা যুদি টিকিয়া
রয়, তে এইন পুরুস্কার পাইবা। 15 অইলে ইতা জলি গেলে পুরুস্কার থাকি
বাদ পড়বো, তা-ও তার নিজর জান বাচিবো। তারে দেখলে বুজা যাইবো, হে
আগুইনর মাজদি পাড়ি দিয়া আইছে।
16 তুমরা জানো না নি, তুমরা অইলায় আল্লার কাবা ঘর, তুমরার মাজে
তান পাক রুহ বসত করইন? 17 কেউ যুদি আল্লার কাবা ঘর বিনাশ করে, তে
আল্লায়ও তারে বিনাশ করবা। কারন তান থাকার ঘর অইলো পবিত্র, আর
তুমরাউ অইলায় হউ ঘর।
18 তুমরা কেউ নিজরে ফাকি দিও না। তুমরার মাজর কেউ যুদি দুনিয়ার
আখল-ইলিমে নিজরে আখলদার মনো করে, তে হে বেআখল বনউক যাতে
আসল আখলদার অইতো পারে। 19 কারন ই জগতর আখল-বুদ্ধি, আল্লার
নজরো খালি বেআখলি। আছমানি কিতাবো আছে, “আল্লায় আখলদার
অকলরে তারার চালাকিত ধরইন।” 20 আরক আয়াতো আছে, “আখলদার
অকলর হকল চিন্তাউ বেকামা, ইতা তো মাবুদে জানইন।” 21 এরলাগি
আমার কথা অইলো, হক্কলতাউ তো তুমরার, তে তুমরা কুনু মানষরে লইয়া
বড়াই করিও না। 22 পাউলুছ, আপল্লছ, পিতর, ই দুনিয়া, জিন্দেগি, মউত,
বর্তমান, ভবিষ্যত, হক্কলতাউ তুমরার। 23 তুমরা অইলায় আল-মসীর, আর
আল-মসী অইলা আল্লার।

আল-মসীর সাহাবির জিন্দেগির নমুনা

4 আমরারে দেখিয়া মানষে বুজউক, আমরা আল-মসীর খাদিম, আল্লাই
বাতুনি ভান্ডারর খাজাঞ্চি। 2 আর যেরার উপরে ভান্ডারর খাজাঞ্চির
ভার দেওয়া অয়, তারা তো পরমান দেখানি লাগবো, তারা হক-
হালাল। 3 তে আমি হক-হালাল কি না ই বিচার তুমরা করো বা আদালতেউ
করউক, এতে আমার কুন্তা যায় আয় না। আমি তো আমার নিজর বিচারউ
করি না। 4 আমার মন সাদা অইলেও পরমান করা যার না আমি নির্দুষ। তে
মালিক ইছায়উ আমার বিচার করবা। 5 এরলাগি সঠিক সময়র আগে পর্যন্ত,
মানি মালিক ইছা হিরবার না আওয়া পর্যন্ত তুমরা কুনু বিচার করিও না।
আন্দাইরো যেতা লুকাইল আছে, তাইন আইয়া ইতারে ফরো আনবা আর
মানষর দিলর গোপন নিয়ত অকল জাইর করবা। হউ সময় আল্লার গেছ
থাকি হুকলে যারযির পাওনা তারিফ পাইবা।
6 ভাই অকল, তুমরার ভালাইর লাগি আমি আমার নিজর আর আপল্লছর
উদাহরন দিয়া তুমরারে কইলাম, যাতে তুমরা আমরার গেছ থাকি অউ
তালিম নেও, আছমানি কিতাবো যেতা লেখা আছে, ইতার বারে যাওয়া ঠিক
নায়। তে তুমরা একজনরে থইয়া আরেক জনরে লইয়া বড়াই করিও না।
7 কেউ যানু মনো না করে তুমি আলাদা কুন্তা বনিগেছো। তুমার নিজর এমন
কুন ধন আছে, যেতা তুমি আল্লার গেছ থাকি লিল্লা পাইছো না? আর ইতা
যুদি লিল্লা পাইয়া থাকো, তে লিল্লা পাইছো না কইয়া বেটাগিরি কররায়
কেনে?
8 তুমরারে দেখিয়া তো মনো অর, তুমরা আগেউ হক্কলতা পাইয়া ধনি
অইগেছো, আমরারে বাদ দিয়াউ তুমরা বাদশা বনিগেছো! তুমরা হাছারর
বাদশা অইলে ভালাউ অইতো, আমরাও তুমরার লগে বাদশা অইতাম
পারতাম। 9 যুদ্ধ-বন্দি অকলরে মারিলিবার নিয়তে, যুদ্ধর বিজয় মিছিলর
খরর কাতারো যারারে রাখা অয়, আমার মনো অয় আল্লায় আমরার লাখান
সাহাবি অকলরেও অলা হকলর খরে রাখছইন। আমরা আস্তা জগতর গেছে,

হকল মানষর গেছে, আর ফিরিস্তা অকলর গেছেও তামশার নায়ক বনিগেছি। 10 আমরা তো আল-মসীর লাগি বেআখল অইছি, আর তুমরা বুলে আল-মসীর নামে আখলদার বনিগেছো। আমরা কমজুর, তুমরা বলবানি, তুমরা বুলে ইজ্জতি বনিগেছো, আমরার তো কুনু ইজ্জত নাই। 11 আমরা অখনও পেটর ভুকে, পানির পিয়াছে, কাপড়-চুপড়র অভাবে কষ্ট করিয়ার, বাড়ি-ঘর নাই করি বৈতলর লাখান রইয়ার আর মাইর-ধইর খাইয়ার। 12 হামেশা নিজর আতে মেনত করি খাইয়ার। মানষর গাইল-মন্দ হুনিয়াও, তারার ভালাই চাইয়ার, জুলুম-নির্যাতন, হুমকি-ধামকিরে ছবর করিয়ার। 13 বদনাম-গিবত সইয্য করি করি, নরম সুরে তারারে বুজাইয়ার। অখন পর্যন্ত আমরা আস্তা জগতর খাছরার লাখান, হকলতার গেছেউ জইঞ্জাল বনিগেছি।

14 হুনো, তুমরারে শরম দেওয়ার নিয়তে ইতা লেখরাম না, খালি আমার মায়ার আওলাদ হিসাবে হুশিয়ার করার লাগি লেখরাম। 15 মনো রাখিও, আল-মসীর বেয়াপারে তালিম দেওয়ার লাগি তুমরার আজার আজার উস্তাদ থাকতা পারইন, অইলে তুমরার বাফ তো অতো জন নায়। খুশ-খবরি তবলিগর মাজদি ইছায়ী জিন্দেগিত একমাত্র আমিউ অইলাম তুমরার বাফ। 16 অখন আমি তুমরারে মিনত করিয়া কইয়ার, আমি যেলা চলি, তুমরাও অলা চলো। 17 অউ নিয়তে আমি তিমথিরে তুমরার গেছে পাঠাইলাম, মালিকর নামে এইন তো আমার মায়ার হক-হালাল পুত। মালিক ইছা আল-মসীরে আমি কিলা মানিয়া চলিয়ার, আর হকল জাগীর হকল জমাতো কিলা তালিম দিয়ার, ইতা তাইন মনো করাই দিবা।

18 তুমরার মাজর কেউ কেউ মনো করের, আমি আর তুমরার গেছে আইতাম নায়, এরলাগি তারা বড়াই-বেটাগিরি দেখাইরা। 19 ইনশাল্লা আমি খুব জলদিউ আইমু। যেতায় বড়াই-বেটাগিরি দেখাইরা, তারার মাত হুনাত নীয়, খালি তারার মুল খেমতা দেখাত আইমু। 20 আল্লার বাদশাই তো মাত-কথার বেয়াপার নায়, ইতা অইলো কুদরতি খেমতার বেয়াপার। 21 তুমরার ইচ্ছা কিতা? আমি তুমরার গেছে কিতা লইয়া আইতাম? ছিংলা লইয়া নি, না মায়া-মমতা আর নরম মিজাজ?

মানষর যৌবন আর পরিবারর তালিম (৫:১-৭:৪০)

নাফরমান খবিছ অকলর বিচার

5 আমি হুনরাম, তুমরার মাজে যেলাখান জঘইন্য জিনার কাম চলের, ইলা কাম বিধর্মী অকলেও করে না। তুমরার মাজর এক জনে নিজর হাতন মারেও বউর লাখান রাখছে। 2 এরবাদেও তুমরা বড়াই করো কিলা? ইতার লাগি তুমরা ফানা মাংগা জরুর নায় নি? আর যেগিয়ে ইতা করছে, তারে জমাত থাকি বার করি দেওয়া উচিত না নি? 3 আমি স-শরিলে তুমরার মাজে না থাকলেও রুহে তো তুমরার লগে আছি, এরলাগি যেগিয়ে ইতা করছে, ছামনে থাকা বিচারির লাখান আমিও আগেউ তার বিচার করিয়া রাখছি। 4 আমার বিচার অইলো, তুমরা মালিক ইছার নামে এক জাগাত দলা অও, অউ সময় আমিও রুহে তুমরার লগে রইমু আর মালিক ইছার বল-শক্তিও আমরার লগে থাকবো। 5 আর অউ নাফরমানর শরিলরে বিনাশ করার লাগি শয়তানর আতো দিলাইতে অইবো, যাতে মালিক ইছা আইবার কালো তার রুহে নাজাত পায়।

6 ভাইয়াইনরে, বড়াই করা তুমরার লাগি ঠিক নায়। জানো না নি, ময়দার খাইর বড় গামলারেও থুড়া খামিরে ফুলাইলায়? 7 তে তুমরার দিল থাকিও হউ পুরান খামিরর ভাব ফালাই দেও, যাতে খামির ছাড়া ময়দার খাই বনো, আর আসলেউ তো তুমরা খামির ছাড়া জন। আজাদি ইদর কুরবানির মেড়ার বাইচ্চার লাখানি আমরার লাগি আল-মসীরেও কুরবানি দেওয়া অইছে। জানো তো, হউ ইদো হকল লাখান খামির রাখা হারাম। 8 এরলাগি আও, আমরাও হউ পুরান খামির, মানি ইংসা আর খারাপিরে বাদ দিলাই, এর বদলা খামির ছাড়া রুটি, মানি হক আর সাদা দিলে ইদ আদায় করি।

9 আমি আগে তুমরারে লেখছলাম, তুমরা নাফরমান খবিছ অকলর লগে সং ধরিও না। 10 আমি কইরাম না, ই জগতর খবিছ মানুষ, লোভী, দখলবাজ আর দেব-দেবীর পুজা কররার সংগো এক্কেরে ছাড়ি দিতায়। ইলা অইলে তো তুমরা জগতর বারে আরো কুনুখানো যাইতেগি অইবো। 11 অইলে আমি খালি অখান কইতাম চাইরাম, কেউ যুদি নিজরে মুমিন কইয়া দাবি করে, আর হে জিনাকুর, লোভী, দেব-দেবীর পুজারি, গিবত গাওরা, মদখুর, বা চুর-ডাকাইত অয়, তে তার সং ধরিও না, তার লগে খানা-পিনাও খাইও না।

12-13 হুনো, আমার অলা ঠেকা পড়ছে নি, ইছার তরিকার বাইরর মানষর বিচার করতাম? ইতার বিচার আল্লায়উ করবা। অইলে তরিকার ভিতরর মানষর বিচার করা তুমরার কাম না নি? তৌরাত কিতাবো আছে, "হউ নাফরমানরে তুমরার সমাজ থাকি বার করি দেও।"

মামলা-মকদ্দমার বেয়াপারে হুশিয়ার

6 তুমরা কেউরর যুদি কুনু ইমানদার ভাইর বিপক্ষে নালিশ থাকে, তে আল্লার পাক বন্দা অকলর গেছে না গিয়া, হে কুন সাওসে বাইরা মানষর গেছে বিচার চায়? 2 তুমরা জানো না নি, অউ পাক বন্দা অকলেউ আস্তা জগতর বিচার করবা? আর আস্তা জগতর বিচার করতে পারলে অউ মামুলি বেয়াপারর ফয়ছালা করতায় পারো না নি? 3 তুমরা জানো না নি, আমরা ফিরিস্তা অকলরও বিচার করমু? তে দুনিয়ার বেয়াপার তো কুন্তাউ নায়! 4 তুমরার যেবলা অউ লাখান বিচার-আচারর জরুর অয়, অউ সময় জমাতর বাইরা মানষরে কেনে বিচারর সালিশ বানাও? 5 আমি তো তুমরারে শরম দেওয়ার লাগিউ লেখরাম, তুমরার মাজে ইলা আখলদার সালিশ একজনও নাই নি, যেইন তুমরার নিজর মাজর গন্ডগোল মিট-মাট করতা পারইন? 6 আমি দেখরাম, বিচারর মজলিছো বইয়াও তুমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কাইজ্জা কররায়। তা-ও আবার অ-ইমানদারর ছামনে! 7 আসলে তুমরা ভাইয়ে ভাইয়ে অউ যেলা বিচার সালিশ চালাইরায়, ইতায় তো তুমরার নিজরউ খেতি অর। তুমরা ইতা সইয্য করো না কেনে বা নিজে নিজে টগা খাও না কেনে? 8 বরং তুমরা নিজেউ তো অইন্যায় কররায়, মানষরে টগিরায়, আর ইতা নিজর ভাইর লগেউ কররায়!

9 আসলে তুমরা জানো না নি, আল্লার বাদশাইত নাফরমান খবিছ অকলর কুনু ঠাই নাই। তে তুমরার ভুল চিন্তা দুর অউক, যেতা মানষর স্বভাব খারাপ, যেতায় জিনা করইন, মুর্তিপুজা করইন, গাটুয়া নাচাইন, সমকামি, 10 চুরি, লোভ-লালছি, মদখুর, গিবত গাওরা আর দখলবাজ, ইতা মানষে তো আল্লার বাদশাইত ঠাই পাইতা নায়। 11 তুমরার মাজর কুনু কুনু জনও আগে অলা আছলায়, অইলে মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় আর আমরার আল্লার রুহে তুমরারে ধইয়া ছাফ করছে, তুমরারে পবিত্র করা অইছে আর বে-কছুর খালাছি কইয়া গইন্য করা অইছে।

হকল নমুনার জিনা থাকি হুশিয়ার

12 কুনু কুনু মানষে কইন, "আমার লাগি কুন্তাউ হারাম নায়, হক্কলতাউ জাইজ।" অইলে হক্কলতা যেন মানষর লাগি উপকারি, ইলা চিন্তা ঠিক নায়। আমার লাগি হক্কলতা জাইজ অইলেও, আমি কুন্তার গুলাম অইতাম নায়। 13 কেউ কেউ কইন, "পেটর লাগি খানি আর খানির লাগি পেট দেওয়া অইছে।" খুব সুন্দর কথা, অইলে আল্লায় তো ই দুইওতাউ বিনাশ করিলিবা। মনো রাখিও, শরিল তো জিনা করার লাগি নায় বরং মালিক ইছার লাগিউ, আর মালিক ইছা শরিলর লাগি। 14 আল্লায় তান কুদরতি বলে মালিক ইছারে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, আর অউ বলে আমরারেও জিন্দা করবা। 15 তুমরা জানো না নি, তুমরার শরিল অইলো আল-মসীর শরিলর অংগ? তে আল-মসীর শরিলরে আমি বদমাইশ বেটির শরিলর লগে মিলাইতাম নি? নাউজুবিল্লা, কুনুমন্তেউ না! 16 তুমরা বুজো না নি, যে বেটায় বদমাইশ বেটির লগে মিলা-মিশা করে, তার শরিল তো অউ বেটির লগে একখানো মিলিযায়। যেলা পবিত্র তৌরাত শরিফো লেখা আছে, "তারা দুইওজন এক শরিল অইবা।" 17 অইলে যে জন মালিক ইছার লগে মিলিযায়, হে তান লগে রুহেও এক অইযায়।

18 ভাইয়াইনরে, তুমরা হকল জাতর জিনা থাকি জান বাচাও। মানষে বাদ-বাকি যতো গুনা করে, ইতা শরিলর বারে করে, অইলে যেগিয়ে জিনা করে, হে তার নিজর শরিলর বিরুদ্ধে গুনা করে। 19 তুমরা বুজো না নি, তুমরার শরিল অইলো আল্লাই পাক রুহর কাবা ঘর, অউ রুহরে তুমরা আল্লার গেছ থাকি পাইছো, এইন তুমরার দিলো বসত করইন। তুমার শরিল তো তুমার নিজর সম্পদ নায়। 20 বউত দাম দিয়া তুমারে খরিদ করা অইছে। এরলাগি তুমার শরিলরে আল্লার গৌরবর কামো লাগাও।

বিয়া-শাদির বেয়াপারে তালিম

7 ভাইয়াইনরে, তুমরা যেতা ফতোয়া জানার লাগি আমার গেছে লেখছো, অখন অউ বেয়াপারে কইরাম। তুমরার কথা ঠিক আছে, মানষর লাগি ভালা কাম অইলো বিয়া-শাদি না করা। 2 অইলে সমাজর হালত দেখিয়া আমি কইরাম, জিনা থাকি বাচিবার লাগি পরতেক বেটাইন্তর বউ থাকলে ভালা, আর পরতেক বেটিন্তরও জামাই থাকলে ভালা। 3 হকল জামাইয়ে তার বউর পাওনা হক আদায় করউক, আর বউয়েও অলা জামাইর পাওনা আদায় করউক। 4 বউর শরিল তো তাইর নিজর নায়, তাইর জামাইর। অলাখান জামাইর শরিলও তার নিজর নায়, তার বউর। 5 জামাই-বউয়ে একে-অইন্যরে নিরাশ করিও না, খালি খাছ কুনু দোয়া-মুনাজাতর লাগি দুইওজনে পরামিশ করিয়া কিছু সময় আলাদা রইতায় পারো। বাদে হিরবার মিলিযিও, যাতে শরিলর খাইশর লাগি শয়তানে তুমরারে গুনার পথে টানার সুযোগ না পায়। 6 তে ই বেয়াপারে আমি তুমরারে কুনু হুকুম দিরাম না, খালি ইজাজত দিরাম। 7 তা-ও আমার মনর আশা অইলো, হকল মানুষ আমার লাখান আবিয়াতি রউক! অইলে আল্লার গেছ থাকি তো একো মানষে একো নমুনার রহম-নিয়ামত পাইছইন।

8 তে ড়াড়ি বেটিন্তরে আর বউ মরা বেটাইন্তরে আমি পরামিশ দিরাম, তারা যুদি আমার লাখান রইতা পারইন, তে ভালা। 9 অইলে নিজরে সামলাইতে না পারলে তারা বিয়া-শাদি করউক। কারন শরিলর খাইশে জলিয়া-পুড়িয়া মরা থাকি বিয়া-শাদি করাউ ভালা।

10 আর জামাই-বউরে আমি অউ হুকুম দিরাম, বউয়ে যানু তাইর জামাই ছাড়িয়া না যায়। ই হুকুম খালি আমি দিরাম না, স্বয়ং মালিকেউ দিরা। 11 আর যুদি তাই হরিয়া যায়গি, তে দুছরা বিয়া না বউক, বরং জামাইর গেছে ফিরিয়া আউক। অলা কুনু জামাইয়েও তার বউরে তালাক না দেউক।

12 অখন যেতা কইরাম, ইতা তো সরাসরি মালিকর হুকুম নায়, তান পক্ষে আমি কইরাম, কুনু মুমিন ভাইর বউ যুদি ইছায়ী তরিকার না অইন আর তাইন জামাইর লগে সংসার করতা চাইন, তে জামাইয়ে তানরে তালাক না দেউক। 13 অউ লাখান কুনু বেটি মানষর জামাইও যুদি ইছায়ী তরিকার না অইন, আর জামাই তান লগে রইতা চাইন, তে বউয়ে ই জামাইরে তালাক না দেউক। 14 কারন অউ বউর উছিলায় আল্লায় তাইর জামাইরে পাক-পবিত্র করছইন আর অউ জামাইর উছিলায় তার বউরেও পাক-পবিত্র করছইন। ইলা না অইলে তুমরার হুরুতাইন তো নাপাক অইলো অনে। আসলে তো আল্লায় অখন তারারেও পাক-পবিত্র মনো করইন। 15 অইলে ইছায়ী তরিকার বাইরা হউ বউ বা জামাই যুদি এমনেউ আলগ অইযিতা চাইন, তে অইতা পারবা। ইলা হালতে হউ মুমিন ভাই বা বইন বিয়ার কুনু বান্দনর মাজে থাকইন না। বুজরায় নি, আমরা শান্তিয়ে রওয়ার লাগি আল্লায়উ আমরারে দাওত দিছইন। 16 ও বউ অকল, তুমি কিলা বুজলায়, তুমার জামাইর জান

তুমি বাচাইতায় পারতায় নায়? ও জামাই অকল, তুমিউ বা কিলা বুজলায়, তুমার বউর জান তুমি বাচাইতায় পারতায় নায়?
17 যাই অউক, মালিক ইছায় যারে যেলা রাখছইন, আল্লায় যারে যেলা দাওত দিছইন, হে অলা চলউক। হকল ইছায়ী জমাতরে আমি অউ একই হুকুম দিয়ার। 18 যেলা, মছলমানি কাম করাইল কুনু মানষে ইছায়ী তরিকা কবুল করলে হে তার অউ মছলমানিরে অস্বীকার না করউক, আর মছলমানি না করাইল কুনু মানষে ইছায়ী তরিকা কবুল করলে, হে মছলমানি না করউক। 19 মছলমানি কাম করানি বা না করানি হইটা কুনু বড় বেয়াপার নায়, আল্লার হুকুম-আহকাম মানাউ অইলো আসল কথা। 20 আল্লায় যারে যে হালতে দাওত দিছইন, হে অউ হালতেউ থাকউক। 21 ইছায়ী তরিকাত আইবার কালো তুমি গুলাম আছুলায় নি? তে ইতার লাগি বেজার অইও না, আর স্বাধীন অইতে পারলে স্বাধীন অও। 22 গুলামি করা হালতে মালিক ইছায় যারে দাওত করি আনছইন, হে তো তান দরবারো স্বাধীন অইগেছে। আর স্বাধীন হালত থাকি যারে দাওত করি আনছইন, হে তো আল-মসীর গুলাম বনিগেছে। 23 ভাইয়াইনরে, তুমরারে বউত দামদি খরিদ করা অইছে, এরলাগি মানষর গুলাম বনিও না। 24 আল্লায় যারে যে হালতে দাওত দিছইন, আল্লার দরবারো হে অলাউ রউক।
25 অখন আমি আবিয়াতি পুড়িন্তর মুছলার বেয়াপারে কইরাম। ই বেয়াপারে মালিকর গেছ থাকি আমি সরাসরি কুনু হুকুম পাইছি না, অইলে আল্লার রহমতে হক-হালাল রইয়া আমি আমার মতামত জানাইরাম। 26 অউ আখেরি জমানাত যেলা মছিবত আইয়া আজিছে, আমার মনে অর তুমরা যেইন যেলা আছো, অলাউ রও। 27 তুমার যুদি বউ থাকে, তে তাইরে তালাক দিও না, আর বউ না থাকলে বিয়া-শাদি করাতও লাগিও না। 28 অইলে বিয়া করলে কুনু গুনা অইতো নায়, আর কুনু আবিয়াতি পুড়ি বিয়া বইলে তাইরও গুনা অইতো নায়। খালি জগতো তারার কষ্ট বাড়িবো, অউ কষ্ট থাকি আমি তুমরারে বাচাইতাম চাইরাম।
29 ভাই অকল, আমি কইতাম চাইরাম, মালিক ইছায় খুব জলদি তশরিফ আনরা, বেশি দেরি নায়। এরলাগি অখন থাকি অউলা মনো করিও, যেরার বউ-বাইচ্চা আছে, মনো করিও বউ-বাইচ্চা নাই। 30 যেরা দুখ-মছিবতো আছইন, তারা মনে করউক্কা কুনু দুখ-মছিবত নাই, যেরা খুশি-বাসি কররা, তারা মনে করউক্কা কুনু খুশি-বাসি নাই, আর যারা খরিদ-বিকি করের, তারাও মনে করউক্কা, ইতা মালির উপরে তারার কুনু দাবি-দাওয়া নাই। 31 যেরা জগত-সংসার লইয়া ব্যস্ত, তারার ভাব যানু পুরাপুর সংসারি না অয়, কারন ভবর বাজার তো সাংগো অইযার।
32 আমি চাইরাম, তুমরারে হকল নমুনার চিন্তা-ভাবনা থাকি হরাই রাখতাম। কারন আবিয়াতি বেটাইন্তে চিন্তা করইন মালিকর বেয়াপারে, কিলা মালিক-মউলারে খুশি রাখা যায়। 33 অইলে বিয়াতি মানষে চিন্তা করইন সংসারর বেয়াপারে, কিলা ঘরর বউ-বাইচ্চারে খুশি রাখা যায়, 34 এরলাগি তারার মন দু-টানাত পড়ি যায়। অউলা আবিয়াতি বেটি আর পুড়িন্তে চিন্তা করইন মালিকর বেয়াপারে, কিলা মালিক-মউলারে খুশি রাখা যায়, যাতে তারার শরিল আর মন পাক-পবিত্র থাকে। অইলে বিয়াতি বেটিন্তে চিন্তা করইন সংসারর বেয়াপারে, কিলা জামাইরে খুশি রাখা যায়। 35 বুজরায় নি, অউ তালিম অকল তো তুমরার ভালাইর লাগি কইরাম। আমি তুমরার গলাত কুনু ফাস লাগাইতাম চাইরাম না, খালি কইতাম চাইরাম, তুমরা নেক পথে চলো আর দিলে-জানে মালিক-মউলার আশিক অও।
36 কুনু মানষে যুদি মনো করে, হে তার আবিয়াতি পুড়ির দায়-দায়িত্ব আদায় করের না, পুড়ির বিয়ার বয়স পার অইযার করি, হে পুড়িরে বিয়া দেওয়া জরুর মনো করে, তে তার খুশি মাফিক পুড়িরে বিয়া দেউক। এতে কুনু গুনা অইতো নায়। 37 অইলে যে মানষর মন থির আছে, যার মনো কুনু অশান্তি নাই, হে তার নিজর মনরে সামলাইয়া কাম করে, ই মানষে যুদি মনে করে তার পুড়ির বিয়া-শাদি জরুর নায়, তে হে ঠিক কামউ করের। 38 অখন বুজা যার, যে জনে তার পুড়িরে বিয়া-শাদি দেয়, হে নেক কাম করে আর যে জনে তার পুড়িরে আবিয়াতি হালতে রাখে, হে আরো বেশি নেক কাম করে।
39 জামাই যতদিন জিন্দা থাকইন, অতদিন বউ জামাইর বান্দনো থাকইন। অইলে জামাই মারা গেলে বউয়ে খালাছ পাইন, আর নিজর পছন্দ মাফিক ইছায়ী তরিকার যেকুনু জনর গেছে বিয়া বইতা পারইন। 40 তা-ও আমি মনো করি, তাইন ড়াড়ি হালতে রইলেউ আরো ভালা। আমি বুজরাম, আমি অউ হক্কলতা আল্লাই রুহর বলে কইরাম।

ইছায়ী মুমিন আর দেব-দেবীর পুজা (৮:১-১১:১)

দেবতার নামর পসাদ খাওয়া

8 হুনো, অখন আমি দেবতার নামে বিলাই দেওয়া পসাদর মুছলার কথা কইরাম। আমরা তো জানি, আমরা হকলরউ আখল-বুদ্ধি আছে। অইলে আখলে বড়াই বাড়ে, আর মহব্বতে মানুষ গড়ে। 2 কেউ যুদি নিজরে শিয়ান মনো করে, তে যতখান শিয়ান অওয়া জরুর, অতখান তো অইছে না। 3 অইলে যে জনে আল্লারে মহব্বত করে, আল্লা পাকে তো তারে চিনইন। 4 তে দেবতার নামে বিলাই দেওয়া পসাদর বেয়াপারে কইরাম, আমরা জানি, দেবতা বলতে ই জগতো কুন্তাউ নাই, এক আল্লা ছাড়া দুছরা কুন্তাউ নাই। 5 আছমানো বা জমিনো যেকুনু জাগাত, দেব-দেবী নামে যুদি কুন্তা থাকিয়া থাকে, তে বউত দেবতা আর বউত মুনিব আছইন। 6 অইলে আমরার জানা মতে খালি এক আল্লা আছইন, তাইনউ আমরার গাইবি বাফ। তান আতে হক্কলতা পয়দা অইছে, তান লাগিউ আমরা বাচিয়া আছি। ঠিক অউলা আমরার মালিকও খালি একজন, তান নাম ইছা আল-মসী। তান উছিলায় হক্কলতা পয়দা অইছে, আমরা খালি তান লাগিউ টিকিয়া আছি। 7 ইতা বুজার আখল তো হকল মানষর নাই। কুনু কুনু জনে আগে দেবতারে ভজনা করতো, এরলাগি তারা অখন দেবতার নামে বিলাই দেওয়া পসাদ খাইলে, তারার বিবেকর কমজুরিয়ে তারে কলংকি বানায়। 8 আসলে কুনু নমুনার খানির বলেউ আমরা আল্লার দরবারো কবুল অই না। খানি না খাইলেও আমরার ইমানর খেতি অয় না, আর খাইলেও কুনু লাভ অয় না।
9 অইলে হুশিয়ার রইও, তুমরার অউ স্বাধীনতা কুনুমন্তেউ যানু কমজুর ইমানদারর লাগি গুনার কারন না অয়। 10 তুমার তো আখল-বিবেক আছে, অইলে যার বিবেক কমজুর, হে যুদি তুমারে দেবতার মন্দিরো বইয়া পসাদ খাওয়াত দেখে, তে হে-ও অউ পসাদ খাইতো নায় নি? 11 আর অউ কমজুর ভাইরে বাচানির লাগিউ তো আল-মসীয়ে জান কুরবানি দিছলা, অখন তুমার অউ আখলে তার ইমানর সর্বনাশ অর। 12 অলাখান তুমরা যেবলা তুমরার মুমিন ভাইয়াইন্তর লগে গুনার কাম করো, তারার কমজুর বিবেকরে দুখ দেও, অউ সময় তুমরা আল-মসীর বিরুদ্ধেউ গুনা করো। 13 এরলাগি আমি কইরাম, খানা-পিনার কারনে যুদি আমার ভাইর ইমানর খেতি অয়, তে তারে গুনা থাকি বাচানির লাগি আমি গোস্ত খাওয়াও এক্কেরে বাদ দিলাইমু।

সাহাবি অকলর অধিকার

9 ভাইয়াইনরে, আমি কিতা স্বাধীন নায় নি? আমি কুনু সাহাবি নায় নি? আমি কুনু আমরার মালিক ইছারে দেখছি না নি? মালিকর লাগি আমি যে তবলিগ কাম করছি, ইতার ফল তুমরা নায় নি? 2 অইন্য কেউ আমারে সাহাবি কইয়া না মানলেও তুমরা তো মানবায়, আমার সাহাবি কামর সীল-চাপ্পড় তুমরাউ, কারন আমার মাজদি তুমরা তান উম্মত অইছো।
3 তে আমার সাহাবি পদ লইয়া যেরা সন্দয় করইন, তারা আমার অউ জুয়াপ হুনউক্কা। 4 আমি আর সাহাবি বার্নাবাছে কিতা খানা-পিনার বেতন পাইবার অধিকার নাই নি? 5 মুমিন কুনু বইনরে শাদি করার অধিকার আমরার নাই নি? অইন্য সাহাবি অকলে, মালিক ইছার ভাইয়াইন্তে আর সাহাবি পিতরে যেলা যারযির বিবিরে লইয়া ছফরো যাইন, আমরাও অলা পারি না নি? 6 খালি আমি আর বার্নাবাছেউ নিজর আতে কামাই করিয়া খাইতাম নি? 7 নিজর গাট্টির টেকা ভাংগিয়া কেউ সিপাইর চাকরি করে নি? যে গিরস্তে ফলর বাগান করে, হে ইতার ফল খায় না নি? যে রাখালে পশুপাল রাখে, হে ইতার দুধ খায় না নি? 8 আমি তো খালি মানুষ আখলে মাতিয়ার না, মুছা নবীর শরিয়তেও অলা কইছে। 9 শরিয়তো আছে, "ধান মাড়া দেওয়ার সময় গরুর মুখো হুফি লাগাইও না।" তে আল্লায় খালি গরুর কথাউ চিন্তা করইন নি? 10 তাইন আসলে আমরার কথাউ কইছইন, ইখান হাছা নায় নি? নিচ্চয়, ইতা আমরার লাগিউ লেখা অইছিল, কারন যেইন খেত করইন আর যেইন ধান মাড়া দেইন, ফসলর বাট পাওয়ার আশায়উ তারার ইতা করা উচিত। 11 তে আমরা যেলা তুমরার মাজে রুহানিক বিচি রুইছি, অউলা যুদি তুমরার গেছ থাকি দুনিয়াবি খানি-পানি যুগাই, তে বেশি কুন্তা নিরাম নি? 12 আর অউ বেয়াপারে যুদি তুমরার উপরে অইন্য মানষর দাবি খাটে, তে আমরা আরো বেশি দাবি খাটাইতাম পারি না নি? অইলে আমরা ইলা দাবি না খাটাইয়া সইয্য করিয়ার, যাতে আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ কামো আমরা কেউরর পথর কাটা না অই।
13 তুমরা জানো না নি, পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছো যেরা কাম করইন, তারা অখান থাকিউ খানা-পিনা পাইন, আর কুরবানি খানাত যেরা কাম করইন, তারা অউ কুরবানির মাল থাকি বাট পাইন। 14 ঠিক অলাখান মালিক ইছার হুকুম আছে, যারা খুশ-খবরি তবলিগ করইন, তারা যানু অউ কামর উছিলায় খাওয়া-ফিন্দা পাইন।
15 অইলে আমি তো এর কুন্তাউ নিছি না। আর অখন তুমরারেও ইতা লেখিয়ার না, আমার লাগি অতার বেবস্তা করতায় করি। অখন আমার অউ বড়াইরে যুদি কেউ বেকামা বানাইলায়, তে আমার মরি যাওয়াউ ভালা। 16 আমি যে খুশ-খবরি তবলিগ করিয়ার, এতে আমার বড়াই দেখানির কুন্তা নায়, ইতা আমার লাগি ফরজ। তবলিগ না করলে আমার উপরে লানত পড়উক! 17 অইলে আমি যুদি খুশি মনে তবলিগ করি, তে তো আমার পুরুস্কার আছে, আর যুদি নিজর খুশিয়ে না-ও করি, তে মালিকর দেওয়া জিম্মাদার হিসাবে তো করিয়ার। 18 অখন আমার ই কামর পুরুস্কার কিতা? ই পুরুস্কার অইলো, খুশ-খবরি তবলিগ করিয়া হারি পাওনা বেতন নেই না, বিনা পয়সায় তবলিগ করাউ আমার বেতন।
19 আমি যুদিও কুনু বেটার গুলাম নায়, তেবউ বইত মানষর জান বাচানির লাগি নিজরে হকলর গুলাম বানাইয়া রাখছি। 20 ইহুদি অকলর মন জয় করার লাগি ইহুদি সমাজো আমি ইহুদির লাখান অইছি। আমি তো মুছা নবীর শরিয়তর অধীনে নায়, অইলে যারা তান শরিয়ত মানে, তারারে জয় করার লাগি আমি তারার লাখান অইছি। 21 আর যারা শরিয়তর বাইরা, তারারে জয় করার লাগি আমি শরিয়তর বাইরা মানষর লাখান অইছি। আসলে আমি আল্লার দেওয়া শরিয়তর বারে নায়, আল-মসীর শরিয়তর অধীনে আছি। 22 যেরা কমজুর, তারার গেছে আমি কমজুরর লাখান অইছি, তারারেও জয় করার লাগি। বেয়াপার অইলো, যেকুনু মন্তে কিছু মানষর জান বাচানির লাগি আমি হকল সমাজর মন যুগাই চলিয়ার। 23 খালি খুশ-খবরির লাগিউ আমি ইতা করিয়ার, যাতে এর রহমতর ভাগি অই।
24 তুমরা জানো না নি, দৌড়র খেলাত উঠিয়া হকলেউ দৌড়ায়, অইলে পুরুস্কার খালি একজনেউ পায়। অখন তুমরাও অউলা দৌড়াও যাতে পুরুস্কার পাও। 25 দৌড়র খেলাত দৌড়াইয়া হারি মানষে অলা এক মালা পায়, যে মালা বাদে নষ্ট অইযায়, আর অউ মালা পাওয়ার লাগি এরা বউত কঠিন নিয়ম-কানুনও মানে। অইলে আমরা তো আসল অক্ষয় মালা পাওয়ার লাগি ইতা কররমি। 26 এরলাগি উদ্দেশ্য ছাড়া আমি দৌড়াইরাম না। যেতা বেটাইন্তে বাতাসর লগে কিলাকিলি করইন, আমি তো ইতার লাখান নায়। 27 বরং আমি নিজর শরিলরে কষ্ট দিয়া গুলামর লাখান রাখছি, যাতে

অইন্যর গেছে খুশ-খবরি তবলিগ করিয়া হারি, পুরুস্কার থাকি নিজে বাদ না পড়ি।

বনি ইছরাইলর ইতিহাস থাকি হুশিয়ারি

10 ভাই অকল, আমি চাইরাম, মরুভুমির মাজে আমরার ময়-মুরব্বি অকলর ঘটনা তুমরার মনো রউক। এরা হকল তো গাইবি মেঘর খুটির তলে রইতা, হকলে পাওয়ে আটিয়া নীল দরিয়া পার অইয়া গেছলা। 2 হকলেউ হউ মেঘর খুটি আর নীল দরিয়ার মাজে হজরত মুছার তরিকায় পাক গোছল করছলা। 3 তারা আল্লার দেওয়া একই লাখান গাইবি খানি খাইছইন, 4 একই লাখান গাইবি পানিও খাইছইন, হকলে অলা এক কুদরতি পাথর থাকি পানি খাইতা, যে পাথর তারার লগে লগে রইতো, অউ পাথরউ অইলা আল-মসী। 5 তা-ও এরা বেশির ভাগ মানষর উপরে আল্লা পাক খুশি আছলা না। এরলাগিউ তারার লাশ মরুভুমির মাজে পড়ি রইলো।

6 ইতা ঘটনা অইলো আমরার তালিমর লাগি এক ইতিহাস, যাতে অতা দেখিয়া আমরা হুশিয়ার অই আর তারার লাখান কু-পথর আশিক না অই। 7 তারার মাজে কেউ কেউ যেলা মুর্তিপুজা করছিল, তুমরা ইলা করিও না। তৌরাত শরিফো আছে, “হকল মানুষ খানিত বইলা, বাদে তারা খাওয়া-দাওয়া করিয়া হারি, হৈ-হুল্লা করি নাচ-গান, ফুর্তি-আমোদ করাত লাগলা।” 8 আরকবার তারার মাজর বউত জনে জিনা করায়, একই দিনে তেইশ আজার মানুষ মারা গেছলা। তে আমরা যানু অলাখান জিনা থাকি বাচিয়া রই। 9 তারার মাজর বউতে মালিক-মউলারে পরিক্ষা করাত লাগিয়া হাফর কামড় খাইয়া মরছইন। আমরা যানু তানরে ইলা পরিক্ষা না করি। 10 তারার মাজর বউতে না-খুশ অইয়া বকা-জকা করায়, আল্লার গজবর ফিরিস্তায় তারারে বিনাশ করছইন। এরলাগি তুমরা ইলা করিও না।

11 তারার উপরে ইতা ঘটিছিল নিশানা হিসাবে, যাতে অতা দেখিয়া আমরা হুশিয়ার অই। আমরা যেরা অউ আখেরি জমানার মানুষ, অউ লেখা পড়িয়া আমরা যানু সাবধানে রই। 12 এরলাগি কুনু মানষে যুদি মনো করে, হে মজবুত আছে, তে হে হুশিয়ার রউক যাতে তার ইমান না আলে। 13 মানষর জিন্দেগিত যেলাখান পরিক্ষা আয়, অতার বাইরা নয়া কুনু পরিক্ষা তো তুমরার উপরে অর না। আল্লা পাক তো হক-হালাল, তাইন তুমরারে সইয্যর অতিরিক্ত কুনু পরিক্ষাত ফালাইতা নায়, বরং পরিক্ষা থাকি বাচিবার পথও বাতাই দিবা, যাতে তুমরা ইতা সইয্য করতায় পারো।

14 ও মায়ার দুস্ত অকল, এরলাগি আমি তুমরারে কইরাম, দেব-দেবীর পুজা থাকি জান বাচাও। 15 তুমরারে আখলদার জানিয়াউ আমি কইরাম, আমি যেতা কইরাম তুমরা ইতা যাচাই-বাচাই করিয়া দেখো। 16 আল-মসীর মেজবানির সময়, শুকরিয়া আদায় করিয়া পিয়ালা থাকি আমরা যে শরবত খাই, ইতার মাজদি আমরা আল-মসীর লউর লগে শরিক অই না নি? আর যে রুটি ছিড়িয়া খাই, ই খানির মাজদি তান শরিলর লগে শরিক অই না নি? 17 আমরা হকলে যেবলা এক রুটি বাটিয়া খাই, তে বুজা যায়, আমরা বউত জন অইলেও আমরা খালি এক শরিল।

18 হুনো, বনি ইছরাইলর হালত চিন্তা করো, তারার যেতা মানষে কুরবানির গোস্ত খাইন, তারা হউ কুরবানি খানার হকল কামোও শরিক অইযাইন না নি? 19 আর আমি কুনু কইরাম নি, দেবতার নামর প্রসাদরে হিসাবো ধরা যায়, বা অউ দেবতারে হিসাবো ধরা যায়? 20 না, মোটেউ না। তা-ও বিধর্মী অকলে যতো নমুনার বলি দেইন, ইতা দেও-দানব, ভুত-পেরতর নামেউ দেইন, আল্লার নামে নায়। তে আমি চাই না, অউ ভুত-পেরতর লগে তুমরার কুনু খাতির-দুস্তি রউক। 21 হুনো, মালিক ইছার মেজবানি আর ভুত-পেরতর মেজবানি, ই দুইও কামো শরিক অওয়া তুমরার লাগি ঠিক নায়। মালিকর পিয়ালা আর ভুতর পিয়ালা, দুইওতা থাকি একলগে খাওয়া ঠিক নায়। 22 তে আমরা কিতা করিয়ার, আমরা মালিক ইছার দিলো আগুইন লাগাইতাম নি? তান লগে লাড়াই করিয়া জিততাম পারমু নি?

খানা-পিনার বেয়াপারে হুশিয়ারি

23 মনো অর নি, আমি তো আগে কইছি, কুনু কুনু জনে কইন, “আমার লাগি কুন্তাউ হারাম নায়, হক্কলতাউ জাইজ।” অইলে হক্কলতা যেন মানষর লাগি উপকারি, ইলা চিন্তা তো ঠিক নায়। যুদিও এরা কইন, হক্কলতাউ হালাল, অইলে হকলতায় তো মানষর ইমান বাড়ায় না। 24 তে কুনু জনেউ নিজর স্বার্থ লইয়া পাগল অইও না, বরং অইন্যর ভালাই করার চেষ্টা করো। 25 বাজার-আটো যেকুনু গোস্ত বিকি অইলে ইতা খাইও, নিজর বিবেকরে শান্তি রাখার লাগি কুনু সন্দয় করিও না। 26 পবিত্র জবুর শরিফে তো কয়, “ই জগত আর জগতর হক্কলতাউ মাবুদর।”

27 এরলাগি আমরার তরিকার বাইরর কুনু মানষে যুদি তুমরারে দাওত দেইন, আর তুমরা যাইতায় চাও, তে বিবেকরে ঠান্ডা রাখার লাগি কুনু সন্দয় না করিয়া যেতা ছামনে দেইন অতাউ খাইও। 28 অইলে কেউ যুদি তুমরারে জানাই দেয়, ই খানি কুনু দেবতার নামর পসাদ, তে যে জনে ইখান কইছে, তার ভালাইর লাগি আর বিবেকর আরামর লাগি ইতা খাইও না। 29 আমি তো তুমরার বিবেকর কথা কইরাম না, হউ দুছরা মানষর বিবেকর কথা কইরাম। কারন অইন্য মানষর বিবেক-বিচারে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতাত কেনে নাক গলাইতো? 30 আমি যুদি আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া খানা-পিনা খাই, তে যে খানির লাগি শুকরিয়া আদায় করলাম, অউ খানির লাগি আর বদনাম অইতো কেনে?

31 এরলাগি তুমরা খানা-পিনা করো বা যেতাউ করো না কেনে, হকলতাউ আল্লার গৌরবর নিয়তে করিও। 32 বনি ইছরাইল বা ভিন জাতি, বা আল্লার জমাতর কুনু মানষর পথর কাটা বনিও না। 33 আমি যেলা হকল নমুনার মানষরে হকল বেয়াপারে খুশ রাখার চেষ্টা করি, তুমরাও অউলা করিও। আমি তো নিজর স্বার্থর চিন্তা করি না, সব মানষর ভালাইর চেষ্টা করি, যাতে তারা নাজাত হাছিল করইন।

11 তে আমি যেলা আল-মসীর লাখান চলিয়ার, তুমরাও অউলা আমার লাখান চলো।

জমাতো আল্লার এবাদত-বন্দেগি (১১:২-১৪:৪০)

নিয়ম মানিয়া এবাদত করো

2 ও ভাই অকল, তুমরা আমার দেওয়া তালিম মনো রাখিয়া চলরায়, আর হকল বেয়াপারেউ আমারে ইয়াদ রাখরায়, এরলাগি আমি তুমরার তারিফ করিয়ার। 3 তে আমি চাইরাম, তুমরা অখান বুজো, আল-মসীউ অইলা হকল বেটাইন্তর মাথা, বেটাইন অইলা বেটিন্তর মাথা, আর আল্লা পাক অইলা আল-মসীর মাথা। 4 এবাদত-বন্দেগির সময় যে বেটায় মাথা গুরিয়া দোয়া-মুনাজাত করে, বা পীরাকি মাতে, হে তো তার মাথারে অসম্মান করে। 5 অলাখান যে বেটিয়ে মাথা না গুরিয়া দোয়া-মুনাজাত করে, বা পীরাকি মাতে, অউ বেটিয়েও তাইর মাথার অসম্মান করে, তাই মাথা কামাইল বেটিন্তর লাখান বনিযায়। 6 কুনু বেটিয়ে যুদি মাথা না গুরে, তে তাইর চুল কামাইলাউক। অইলে বেটিন্তর চুল কামানি শরমর বিষয় মনো অইলে, তাইর মাথা গুরিয়া রাখউক। 7 এবাদত-বন্দেগির সময় মাথা গুরিয়া রাখা বেটাইন্তর লাগি ঠিক নায়, আল্লায় তো বেটাইন্তরে তান নিজর ছুরতে পয়দা করছইন আর বেটাইন্তর মাজদিউ আল্লার মহিমা জাইর অয়, অইলে বেটিন্তর মাজদি বেটাইন্তর মহিমা জাইর অয়। 8 পয়লা বেটা মানুষ বাবা আদম তো বেটি থাকি পয়দা অইছইন না, অইলে পয়লা বেটি মানুষ মাই হাওয়া নিচ্চয় বেটা থাকিউ পয়দা অইছইন। 9 আর বেটিন্তর লাগি বেটাইন পয়দা অইছইন না, বরং বেটাইন্তর লাগিউ বেটিন পয়দা অইছইন। 10 অউ তালিম মাফিক ফিরিস্তা অকলর কথা খিয়াল রাখিয়া, তাবেদারি মানার নিশানা হিসাবে হকল বেটিন্তে মাথা গুরিয়া রাখা জরুর। 11 তা-ও মালিক ইছার তরিকার বেটি মানষে ঘরর বেটার উপরে ভরসা করইন, আর বেটায়ও অলা বেটির উপরে ভরসা করইন। 12 কারন, পয়লা বেটা আদম থাকি যুদিও পয়লা বেটি মাই হাওয়া পয়দা, তা-ও বেটিন থাকিউ হিরবার বেটাইন্তর জনম অয়। আসলে হক্কলতাউ তো আল্লার পয়দা।

13 তুমরা নিজেউ বিচার করি দেখো, মাথাত কাপড় না দিয়া কুনু বেটিয়ে দোয়া-মুনাজাত করা ঠিক নি? 14 আর সমাজর হাল-চাল থাকিউ তো বুজা যায়, বেটাইন্তর মাথাত লাম্বা চুল রাখা শরমর বেয়াপার, 15 অইলে বেটিন্তে লাম্বা চুল রাখলে তারার সুনাম বাড়ে না নি? নিজরে গুরিয়া রাখার লাগিউ তো তারা ই লাম্বা চুল পাইছইন। 16 তে ইতা লইয়া কেউ তর্ক-বিতর্ক করলে, আমার পরিস্কার জুয়াপ অইলো, ইতা ছাড়া দুছরা কুনু নিয়ম আমরার মাজে নাই আর আল্লার জমাতর মাজেও নাই।

ইছা আল-মসীর মেজবানির বেয়াপারে

17 অখন আমি যে বেয়াপারে পরামিশ দিতাম চাইরাম, ই বেয়াপারে তো তুমরা মোটেউ তারিফ পাওয়ার জুকা নায়। তুমরা জমাতো যেলা শরিক অও, ইতায় তুমরার কুনু ফায়দা অয় না, বরং খেতি অয়। 18 আমি হুনিয়ার, তুমরা যেবলা জমাতো শরিক অও, অউ সময় তুমরার মাজে দলাদলি থাকে, আর ইতা কিছু আমি বিশ্বাসও করি। 19 আসলে তো তুমরার মাজে মতর অমিল থাকবোউ, যাতে তুমরার মাজর খাটি নিখুত মানষর পরিচয় মিলে। 20 হুনো, তুমরা যেবলা একখানো মিলিয়া এবাদত-বন্দেগি করো, অউ সময় তো আল-মসীর মেজবানির নিয়তে খানি বিলানি অয় না। 21 কারন তুমরা একজনে আরক জনর বায় খিয়াল না করিয়াউ খানি খাইলাও। তুমরার একজনর পেটো ভুক থাকে, আর আরক জন খাইয়া টাল অইয়ায়। 22 খানা-পিনা খাইবার লাগি তুমরার কুনু ঘর-বাড়ি নাই নি? তুমরা ইচ্ছা করিয়া আল্লার জমাতরে এলামি কররায় নি? আর যেরার খানির কুন্তা নাই, তারারে শরম দিরায় নি? অখন আমি আর কিতা কইতাম? তুমরার তারিফ করতাম নি? নাউজুবিল্লা!

23 আসলে আমি মালিক ইছার গেছ থাকি যে তালিম পাইছি, অউ তালিমউ আমি তুমরারে দিছি। মালিক ইছারে যে রাইত দুশমনর আতো ধরাই দেওয়া অইছিল, হউ রাইত তাইন খানির রুটি আতো লইলা, 24 আর আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা, বাদে অউ রুটি টুকরাইয়া কইলা, “ইতা তো আমার শরিল, অউ শরিল তুমরার লাগি বিলাই দেওয়া অর, তে আমারে মনো রাখার লাগি অউলা করিও।” 25 অলা খাওয়ার বাদে তাইন শরবতর পিয়ালা লইয়া কইলা, “আমার লউর জরিয়ায় আল্লার লগে মিলনর যে নয়া উছিলা কাইম অইবো, অউ পিয়ালা অইলো এর নিশানা। তুমরা অউ পিয়ালা থাকি খাওয়ার সময় আমারে ইয়াদ করার লাগি হামেশা অলা করিও।” 26 তে তুমরা যতবার অউ রুটি খাইবায় আর অউ পিয়ালার শরবত খাইবায়, মালিক ইছা হিরবার না আওয়া পর্যন্ত অতবারউ তান মউতর কথা এলান কররায়।

27 এরলাগি খাম-খেয়ালি করিয়া কেউ যুদি ই রুটি খায় আর পিয়ালার শরবত খায়, তে হে মালিক ইছার শরিল আর লউর বিরুদ্ধে গুনা করিয়া দুষি বনিযায়। 28 অউ রুটি খাইবার আগে আর পিয়ালার শরবত খাইবার আগে, মানষে নিজরে যাচাই করি দেখউক। 29 কারন ইতা খাওয়ার সময় হে যুদি মালিক ইছার শরিলর বেয়াপারে না বুজে, তে ইতা খাইয়া হে নিজর উপরে গজব ডাকিয়া আনে। 30 অতার লাগিউ তুমরার মাজর বউত মানুষ কমজুর আর বেমারি আছইন, এমনকি কেউ কেউ মরছইন। 31 আমরা নিজর বিচার নিজে করিল্লে, মালিকর আতর বিচার থাকি রেহাই পাইমু। 32 অইলে মালিকে

যেবলা আমরার বিচার করইন, অউ সময় তাইন আমরারে শাস্ন করইন, যাতে দুনিয়ার হকলর লগে আখেরাতর দিন আমরারে দুষি সাইবস্তো করা না অয়।
33 এরলাগি ও ভাই অকল, তুমরা যেবলা মেজবানি খাওয়ার লাগি একখানো দলা অও, অউ সময় একে-অইন্যর বায় খিয়াল করিও।
34 একজনর যুদি পেটো ভুক লাগি যায়, তে হে বাড়ি থাকি খাইয়া আউক, যাতে তুমরা একখানো অওয়ায় কুনু সাজা না পাও। তে আমি যেবলা তুমরার গেছে আইমু, অউ সময় বাদ-বাকি বেয়াপারে নছিয়ত করমু।

আল্লাই পাক রুহর নানান লাখান নিয়ামত

12 ও ভাই অকল, আমি চাইরাম আল্লাই পাক রুহর দান-নিয়ামতর বেয়াপারে তুমরার কুন্তাউ অজানা না রউক। 2 তুমরার জানা আছে, আগে যেবলা তুমরা আল্লার এবাদত করতায় না, হউ সময় তুমরারে অলাখান দেব-দেবীর বায় টানিয়া নেওয়া অইতো, যেতায় কুন্তা মাতিতো পারে না। 3 অইলে আমি তুমরারে জানাইরাম, আল্লার রুহর বলে মাতিলে কুনু মানষে ইখান কয় না, "ইছার উপরে লান্নত পড়উক।" আর আল্লাই পাক রুহর বল ছাড়া কেউ কইতোও পারে না, "হজরত ইছাউ মালিক।"
4 অউ একই পাক রুহর নানান নমুনার দান-নিয়ামত আছে। 5 আমরা নানান নিয়মে একই মালিকর খেজমত করি। 6 আমরা পরতেক জনরে নানান নমুনার কাম-কাজ দেওয়া অইছে, অইলে আল্লা পাক তো একজনউ, তাইন নানান উপায়ে আমরার মাজে কাম করইন। 7 হকলর ফায়দার লাগি অউ পাক রুহ একো জনর মাজে একো নমুনায় জাইর অইন। 8 অউ পাক রুহর বলে কুনু কুনু জনরে জ্ঞান-বুদ্ধির মাত মাতা, আর কেউররে আখলদারি মাত মাতার নিয়ামত দেওয়া অয়। 9 একজনে অউ রুহর বলে গাইবি ভরসা পাইন, আর অউ রুহর বলে দুছরা জনে বেমারিরে ভালা করার খেমতা পাইন, 10 কেউ কেউ কেরামতি কাম করার খেমতা, কেউ কেউ পীরাকি মাতার খেমতা, কেউ কেউ বাদ-ভালা রুহ অকল আর জিন-ভুতরে চিনার খেমতা, কেউ কেউ নানান নমুনার গাইবি ভাষায় মাতার খেমতা আর কেউ কেউ ইতার মানি বুজাইয়া দিবার খেমতা পাইন। 11 ইতা হকল কাম তো অউ একই পাক রুহে করইন। অউ দান-নিয়ামত অকল তান নিজর খুশি মাফিক পরতেক মুমিনরে বাটিয়া দেইন।

এক শরিলর মাজে বউত অংগ

12 ও ভাইয়াইন অকল, এক শরিলর যেলা বউত অংগ থাকে, অলা বউত অংগ মিলিয়া এক শরিল অয়, আল-মসীও তো ঠিক অলাখান। 13 আমরা বনি ইছরাইল অই বা ভিন জাতি অই, আজাদ বা গুলাম অই, অউ একই পাক রুহে হকলর তরিকাবন্দি অইছে এক শরিল অওয়ার লাগি। হকলেউ তো অউ একই পাক রুহ পাইছি।
14 কুনু মানষর শরিলরে খালি এক অংগ দিয়া বানাইল অইছে না, বরং বউত অংগ জুড়া দেওয়া অইছে। 15 অখন পাওয়ে যুদি কয়, "আমার নাম তো আত নায়, তে আমি শরিলর অংগও নায়," এরলাগি পাও যেন শরিলর অংগ নায়, ইখান তো ঠিক নায়। 16 অউলা কানে যুদি কয়, "আমার নাম তো চউখ নায়, তে আমি শরিলর অংগও নায়," এরলাগি কান যেন শরিলর অংগ নায়, ইখান তো ঠিক নায়। 17 মানষর আস্তা শরিলউ যুদি চউখ অইযিতো, তে হুনবার খেমতা কই পাইলো অনে? আর যুদি সারা শরিলউ কান অইযিতো, তে ঘেরান হুংগিবার খেমতা কই রইলো অনে? 18 তে আল্লায় তান নিজর খিয়াল-খুশি মাফিক শরিলর নানান অংগরে এক এক করি হাজাইছইন। 19 হকল অংগ যুদি এক লাখান অইযিতো, তাইলে শরিলর কুন হালত অইলো অনে? 20 শরিলো বউত অংগ আছে, তা-ও শরিল তো একটাউ।
21 চউখে আতরে কইতো পারে না, "তুমারে আমার দরকার নাই," আর মাথায় দুইও পাওরে কইতো পারে না, "তুমরারে আমার দরকার নাই।"
22 আসলে শরিলর যে অংগরে কমজুর মনো অয়, অগুইনউ বেশি দরকারি।
23 শরিলর যে শরমর অংগরে আমরা হুরু-মুরু মনো করি, ইটারে আমরা বেশি দাম দেই, মানি যে অংগরে বারে দেখানি যায় না, ইতারে আমরা ইজ্জত করিয়া গুরিয়া রাখি। 24 অইলে যে অংগরে বারে দেখানি যায়, ইতারে গুরিয়া রাখার দরকার অয় না। আসলে আল্লায় অউ হুরু-মুরু আর কমজুর অংগরে বেশি ইজ্জত দিয়া, হকল অংগরে জুড়া লাগাইয়া এক শরিল বানাইছইন, 25 যাতে শরিল ভাগা-ভাগি না অয়, বরং এক অংগয় আরক অংগরে নিজর লাখান মনো করে। 26 শরিলর এক অংগর যুদি কষ্ট অয়, তে সারা শরিলে কষ্ট পায়, আর এক অংগে ইজ্জত পাইলে, আস্তা শরিলে খুশি-বাসি করে।
27 তে তুমরাউ অইলায় আল-মসীর শরিল, তুমরা একো জন অউ শরিলর একো অংগ। 28 জানো নি, আল্লায় তো জমাতর ভিতরে পয়লা সাহাবি, বাদে পীরাকি মাত মাতরা, বাদে উস্তাদ অকল বওয়াল করছইন। এরবাদে বওয়াল করছইন যেরা কেরামতি কাম কররা, বেমার ভালা কররা, সাইয্য-সহায়তা কররা, ইছায়ী জমাতরে চালাওরা আর নানান গাইবি ভাষায় মাতরা জন। 29 তে এরা হকলেউ কুনু সাহাবি পদ পাইছইন নি? হকলেউ পীরাকি মাতইন নি? হকলউ উস্তাদ নি? আর হকলে কুনু কেরামতি কাম করার খেমতা পাইছইন নি? 30 হকলে কুনু বেমার শিফা করতা পারইন নি? হকলেউ গাইবি ভাষায় মাতইন নি? হকলেউ ইতার মানি বুজাইয়া দিতা পারইন নি? নিচ্চয় না। 31 তা-ও আমি কইরাম, তুমরা হকল থাকি দামি নিয়ামত অকল পাওয়ার লাগি আশিক অও।
আর খিয়াল করো, অখন আমি তুমরারে আরো ভালা একখান পথ দেখাইরাম।

মহব্বতউ অইলো হকল থাকি বড় ধন

13 আমি যুদি জগতর মানুষ বা আছমানি ফিরিস্তার গাইবি ভাষায় মাতি, আর আমার ভিতরে কুনু মহব্বত না থাকে, তে তো আমি জুরে জুরে বাজাইল পিতুলর ঘন্টি বা ঝন ঝন করা করতালর লাখান অইগেছি। 2 আমার যুদি পীরাকি মাতিবার খেমতা থাকে, হকল বাতুনি বেয়াপার বুজি, হকল নমুনার আখল-বুদ্ধিয়ে কামিল অই, আর আমার ইমানি বলদি উচা পাড়োরেও এক জাগা থাকি আরক জাগাত হরাইলিতাম পারি, অইলে আমার দিলো কুনু মহব্বত না থাকে, তে আল্লার নজরো আমি কুন্তাউ নায়। 3 আমার হকল ধন-ছামানা যুদি গরিব-দুখিরে বিলাই দেই, এমনকি আমার শরিলরেও যুদি জালানির লাগি দান করিলাই, আর আমার ভিতরে যুদি মহব্বত না থাকে, তে কুনু ফায়দা নাই।
4 মহব্বত হকল সময় ছবর করে, দয়া-মায়া করে, ইংসা করে না, বড়াই করে না, অহংকার করে না, 5 বাদ বেবহার করে না, নিজর স্বার্থর চেষ্টা করে না, রাগ-গুছা করে না, কেউ কুনু খেতি করলে মনো রাখে না, 6 নাফরমানিত খুশি অয় না, বরং হকিকতিয়ে খুশি করে। 7 মহব্বতে হক্কলতা সইয্য করে, হকলতা বিশ্বাস করে, হকল বেয়াপারে মনর মাজে আশা যুগায় আর হকল বেয়াপারে ছবর করিয়া ধৈর্য ধরে।
8 হুনো, হকল পীরাকি মাত একদিন ফুড়াইযিবো, নানান ভাষাও শেষ অইযিবো আর আখলদারর আখলও ফুড়াইযিবো, অইলে মহব্বত কুনু সময় ফুড়ায় না। 9 তে অখন আমরা তো কুনুতাউ ষোলআনা জানি না, পীরাকি মাতও ষোলআনা কইতাম পারি না। 10 অইলে আমরা জানি, ষোলআনা অওয়ার সময় যেবলা আইবো, অউ সময় ভাংগা-চুরা হকলতা ফুড়াইযিবো।
11 আমি যেবলা হুরু আছলাম, অউ সময় হুরুতার লাখান মাতিতাম, হুরুতার লাখান চিন্তা-ভাবনা করতাম, আর হুরুতার লাখান বিচার-বিবেচনা করতাম। অইলে অখন তো বড় অইগেছি, এরলাগি হুরুতার লাখান আচার-বেবহার বাদ দিলাইছি। 12 অখন তো আমরা জাপসা আয়নার মাজে হকলতা পরিস্কার দেখরাম না, বাদে হউ ষোলআনা অওয়ার সময় আইলে আমরা হকলতা ছামনা-ছামনি দেখমু। অখন আমি হক্কলতা পুরাপুর জানি না, হউ সময় আইলে আমি হকলতা পুরাপুর জানমু, আল্লায় আমারে যেলা পুরাপুর চিনইন, অলা আমিও হকলতা জানমু।
13 বুজরায় নি, ইমান, আশা, আর মহব্বত, অউ তিনো ধন হর-হামেশা রইবো, ইতার মাজে মহব্বতউ হকল থাকি বড়।

পীরাকি মাত আর গাইবি ভাষায় মাতর তফাত

14 এরলাগি ও ভাই অকল, তুমরাও মহব্বতর লাগি আশিক অও, পাক রুহুর দেওয়া দান-নিয়ামতর লাগি খিয়ালি অও, খাছ করি পীরাকি মাতিবার খেমতা পাইতে খিয়ালি অও। 2 কারন যে মানষে গাইবি কুনু ভাষায় মাতে, হে ইতা মানষর লগে মাতের না, আল্লার লগেউ মাতের। তাঁর মাতর ভাষা কুনু মানষে বুজে না, হে খালি পাক রুহুর বলে বাতুনি বুলি কয়। 3 অইলে যেইন পীরাকি মাতইন, এইন মানষর গেছেউ মাতইন, এন মাতে মানষর জিন্দেগিরে গড়িয়া তুলে, মানষর দিলো আশা আর সান্তনা যুগায়। 4 তে যে জনে গাইবি ভাষায় মাতে, হে খালি নিজরে গড়িয়া তুলে, অইলে যেইন পীরাকি মাতইন, এইন তো আল্লার জমাতরে গড়িয়া তুলইন।
5 এরলাগি আমি চাইরাম, তুমরা হকলেউ গাইবি ভাষায় মাতো, অইলে আরো বেশি চাইরাম, তুমরা হকলে পীরাকি মাত মাতো। মনো রাখিও, কুনু মানষে যুদি গাইবি ভাষায় মাতে, আর মাতর বাদে জমাতর মানষরে গড়িয়া তুলার লাগি দুছরা কেউ ইতার মানি বুজাইয়া না দেয়, তে হউ যেইন পীরাকি মাতইন এইনউ বড়।
6 ভাইয়াইনরে, আমি যুদি তুমরার গেছে আইয়া খালি গাইবি কুনু ভাষায় মাতি, অইলে এর মাজদি আল্লার বাতুনি মুনশার কথা, আখল-হেকমতর কথা, পীরাকি কুনু মাত বা কিতাবি নছিয়ত না জানাই, তে আমারেদি তুমরার কুনু ফায়দা অইবো নি? 7 মনে করো, বাশি, সারিন্দা, আর যেতা বাইদ্য-বাজনার ভিতরে কুনু জান নাই, ইতা যুদি গানর সঠিক সুর-তাল না মানিয়া বাজে, তে অউ বাজনাত কিতা বাজের, মানষে ইতা কেমনে বুজবো?
8 যুদ্ধত যাওয়ার লাগি ফৌজি শিংগায় যুদি পরিস্কার আওয়াজ না দেয়, তে কুনু সিপাই রেডি অইবো নি? 9 অলাখান তুমি যেবলা অজানা ভাষায় মাতো, তে তুমি কিতা কইরায়, তারা কেমনে বুজবো? তুমার ই মাত খালি বাতাসর লগে মাতরায় নি? 10 ই দুনিয়াত নানান জাতর বুলি আছে, ইতা কুনুটাউ মানি ছাড়া নায়। 11 আর আমি যুদি অউ বুলি না বুজি, তে যে জনে মাতিরা, তান গেছে তো আমি বিদেশি মনিষর লাখান, আর তাইনও আমার গেছে বিদেশি। 12 ইখান তো তুমরার বেলায়ও ঠিক। তুমরা যেবলা পাক রুহুর দেওয়া দান-নিয়ামতর লাগি খিয়ালি অইরায়, তে যে নিয়ামত দিয়া জমাতরে গড়িয়া তুলা যায়, অউ নিয়ামত পাওয়ার লাগিউ বেশি চেষ্টা করিও।
13 এরলাগি যে মানষে গাইবি ভাষায় মাতে, হে আল্লার গেছে মাংগউক, যাতে ইতার মানি বুজাইয়া দিতো পারে। 14 আমি যুদি গাইবি ভাষায় দোয়া করি, তে আসলে আমার রুহে দোয়া করের, আমার নিজর মনে কুন্তা করের না। 15 অখন আমি কিতা করতাম? আমি রুহ দিয়া দোয়া করতাম, আর বুদ্ধি দিয়াও করতাম। আমি রুহ দিয়া গীত-গজল গাইমু, বুদ্ধি দিয়াও গীত-গজল গাইমু। 16 আর তুমি যুদি খালি রুহ দিয়া শুকরিয়া আদায় করো, তে মজলিছর মানষে কিলা আমিন কইতো? তারা তো বুজেরউ না তুমি কিতা কইরায়, তারা তো অচিনা জনর লাখান রইলা। 17 তুমি হয়তো ঠিক ভাবেউ শুকরিয়া আদায় কররায়, অইলে অউ মানষরে তো গড়িয়া তুলা অর না।
18 আমি আল্লা পাকর শুকরিয়া আদায় করি, কারন আমি গাইবি ভাষায় তুমরার চাইতে বউত বেশি মাতি। 19 তা-ও জমাতর মাহফিলর মাজে গাইবি

ভাষায় আজার আজার কথার বদলা, মানষর তালিমর লাগি আমি আখল খাটাইয়া খালি পাচখান কথা কইমু।
20 ভাইয়াইনরে, তুমরার আখল-বুদ্ধি হুরুতার লাখান না অইয়া বয়স্ক মানষর লাখান অউক। অইলে ইংসা-নিন্দার বেয়াপারে তুমরার মন মাছুম বাইচ্চার লাখান অউক। 21 আছমানি কিতাবো আছে,

অচিনা ভাষায় মাতরা মানুষদি,
বিদেশি মানষর মুখদি,
আমি অউ জাতির লগে মাতিমু।
তা-ও আমার মাত তারা হুনতো নায়,
ইখান আমি মাবুদে কইরাম।

22 তে বুজা যায়, গাইবি ভাষায় মাতা ইমানদার অকলর লাগি কুনু নিশানা নায়, বরং অ-ইমানদার অকলর লাগি ইতা একটা নিশানা। আর পীরাকি মাত মাতা অ-ইমানদারর লাগি কুনু নিশানা নায়, অইলে ইমানদারর লাগি তো ইতা একটা নিশানা।
23 জমাতর হকল মানুষ এক জাগাত মিলার বাদে, হকলে যুদি একলগে গাইবি ভাষায় মাতে, আর অউ সময় জমাতর বাইরর বা অ-ইমানদার কুনু মানুষ ইনো আয়, তে তারা তুমরারে পাগল কইবা না নি? 24 আর হকলে যুদি পীরাকি মাতইন, অমন সময় কুনু অ-ইমানদার আইয়া ইনো হামায়, তে অউ হকলর মাতর মাজদি হে নিজর গুনার হালত বুজিলিবো, অউ মাত হুনায় তার নিজর বিচার নিজে করবো। 25 তার মনর লুকাইল বিষয় খুলা-মেলা অইবো, তেউ হে সইজদাত পড়িয়া আল্লার গৌরব-তারিফ করিয়া কইবো, "আপনারার মাজে নিচ্চয় আল্লা পাক আজির আছইন।"

ইছায়ী জমাতর নিয়ম-কানুন মানা

26 ভাইয়াইনরে, কিতা অইতো? তুমরা যেবলা এক জাগাত জমাতো দলা অও, অউ সময় কেউ গীত-গজল গাইন, কেউ নছিয়ত করইন, কেউ বাতুনি বেয়াপারে কইন, কেউ গাইবি ভাষায় মাতইন, আর কেউ ইতার মানি বুজাইয়া দেইন। তে যেইন যেতাউ করইন না কেনে, ইতা যানু জমাতরে গড়িয়া তুলার নিয়তে অয়। 27 কেউ যুদি গাইবি ভাষায় কুন্তা মাতে, তে একোজন করি দুই-তিন জনে মাতউক আর একজনে ইতার মানি বুজাইয়া দেউক। 28 মানি বুজাই দিবার কেউ না থাকলে, তারা জমাতো চুপচাপ থাকউক, খালি নিজে নিজে আল্লার লগে মাতউক। 29 আর পীরাকি মাতরা অকলে অলা দুই-তিন জনে মাতউক আর বাকি হকলে যাচাই-বাচাই করউক। 30 অইলে জমাতো যেরা বওয়াত আছইন, তারা কেউরর গেছে যুদি কুনু ওহী বা বাতুনি খবর নাজিল অয়, তে যেইন বয়ান করা, তাইন নিরাই অইযাউক্কা। 31 অলাখান তুমরা হকলেউ এক এক করি পীরাকি মাতিও, যাতে হুনরা অকলে তালিম আর উৎসাহ পায়। 32 পীরাকি মাতরার রুহ তো তারার নিজর বশে থাকে, 33 আল্লা পাকে নিচ্চয় গোলমাল পছন্দ করইন না, বরং শান্তি পছন্দ করইন।
34 আল্লার পাক বন্দা অকলর হকল জমাতর নিয়ম-কানুন অইলো, জমাতর মাজে বেটি মানুষ নিরাই রওয়া উচিত, গফ-সফ করা তারার লাগি ঠিক নায়। শরিয়তর নিয়ম মাফিক তারা অধীনতা মানউক। 35 তারা কুনু তালিম জানার খিয়ালি অইলে বাড়িত গিয়া নিজর জামাইর গেছ থাকি জানউক। কারন জমাতর মাজে বেটিন্তে গফ-সফ করা শরম।
36 আইচ্ছা কওছাইন, আল্লার কালাম কুনু তুমরার গেছ থাকি বার অইছে নি? খালি তুমরার গেছেউ আইছে নি? 37 মনো রাখিও, কুনু মানষে যুদি নিজরে পীর-দরবেশ বা বাতুনি খেমতাআলা মনো করে, তে হে ইখান বুজিলাউক, আমি তুমরার গেছে যেতা লেখলাম, ইতা হক্কলতাউ মালিক ইছার হুকুম। 38 আর কেউ ইতা না মানলে, তারেও মাইন্য করা অইতো নায়।
39 এরলাগি ও ভাই অকল, তুমরা পীরাকি মাত মাতিবার লাগি খিয়ালি অও, আর গাইবি ভাষায় মাতিতেও বাধা দিও না। 40 তা-ও জমাতর হকল কামউ পুরাপুর আদব-কায়দা আর নিয়ম-কানুন মানিয়া করা জরুর।

মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠা (১৫:১-৫৮)

ইছা আল-মসী মুর্দা থাকি জিন্দা অইছইন

15 ও মুমিন ভাই অকল, আমি আগে যে খুশ-খবরি তবলিগ করছিলাম, হউ কথা অখন ইয়াদ করাই দিরাম। তুমরা তো ইতা কবুল করছলায় আর ইমানে টিকিয়াও রইছো। 2 আমি যে কালাম তবলিগ করছি, ইতা যুদি তুমরা মজবুত করি ধরিয়া রাখো, তে অউ খুশ-খবরির মাজদি নাজাত পাইরায়, আর না পাইলে তুমরার ইমান আনাউ বেকামা। 3 আসলে আমি নিজে যে তালিম পাইছি, অউ তালিমরে খুব জরুরি মনো করিয়া তুমরারেও জানাইছি। আল্লার কালাম মাফিক অমিরার গুনার মাফির লাগি আল-মসীয়ে নিজর জান কুরবানি দিছইন। 4 তানরে দাফন করা অইছিল, আর আল্লার কালাম মাফিক মউতর তিন দিনর দিন তাইন মুর্দা থাকি জিন্দা অইছইন। 5 জিন্দা অওয়ার বাদে তাইন পয়লা সাহাবি পিতরেরে, বাদে তান হউ বারোজন সাহাবিরে দেখা দিছইন। 6 এরবাদে তাইন একলগে পাচশোরও বেশি মুমিন ভাইরে দেখা দিছইন। এরার মাজে কেউ কেউ মারা গেলেও, অখনও বেশির ভাগ জিন্দা আছইন। 7 এরবাদে তান ভাই ইয়াকুবরে, বাদে হকল সাহাবিরে দেখা দিছইন। 8 আর আমি তো হকলর হেশর ঝুলি-ঝাড়া পুত, অউ আমারেও তাইন দেখা দিছইন। 9 সাহাবি অকলর মাজে আমিউ হকল থাকি নগইন্য, আমি তো সাহাবি কইয়া পরিচয় দিবার লাখ নায়, আগে আমি আল্লার জমাতর উপরে জুলুম করতাম।
10 অইলে অখন আমি যেলা অইছি, ইতা আল্লার রহমতেউ অইছি। আমার উপরে তান ই রহমত বেকামা গেছে না, আমি অইন্য সাহাবি অকল থাকি বেশি মেনত করছি। ই মেনত তো আমি নিজে নিজে করতাম পারছি না, বরং আল্লার রহমতেউ ইতা করাইছে। 11 এরলাগি আমি বা অইন্য কুনু সাহাবিয়ে যেইনউ তবলিগ করি না কেনে, আমরা অউ একই বেয়াপারেউ তবলিগ করিয়ার, ইতা হুনিয়া তুমরাও ইমান আনছো।

আমরা মরন বাদে জিন্দা অইমু

12 তে আল-মসীরে মুর্দা থাকি জিন্দা করা অইছে কইয়া যেবলা তবলিগ করা অয়, তাইলে তুমরার মাজর কেউ কেউ কেমনে কয়, মানুষ মরিগেলে আর জিন্দা অইতা নায়? 13 মরন বাদে জিন্দা অইয়া উঠতে না পারলে তো, আল-মসীও জিন্দা অইছইন না। 14 আর আল-মসী জিন্দা অইয়া না উঠলে তো আমরার তবলিগও বেকামা আর তুমরার ইমান আনাও বেকামা।
15 এমনকি অখানও বুজা যার যেন, আল্লার বেয়াপারে আমরা যেতা তবলিগ করিয়ার ইতা মিছা, কারন আমরার তবলিগ অইলো, আল্লায় আল-মসীরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন। অইলে মুর্দা অকলরে যুদি জিন্দা করা না অয়, তে তো তাইন আল-মসীরেও জিন্দা করছইন না। 16 আর মুর্দা অকল যুদি জিন্দা অইয়া না উঠইন, তে তো আল-মসীও জিন্দা অইয়া উঠছইন না। 17 আল-মসীরে যুদি জিন্দা করা না অইয়াউ থাকে, তে তো তুমরার ইমান বেকামা, আর তুমরা অখনও গুনার মাজে হাবু-ডুবু খাইরায়। 18 তাইলে আল-মসীর তরিকার যেরার মউত অইগেছে, তারাও তো বিনাশ অইগেছইন। 19 আল-মসীর উপরে আমরার যে আশা, ই আশা যুদি খালি অউ দুনিয়াবি জিন্দেগির লাগি অয়, তে তো হকল থাকি আমরারউ বেশি বদ নছিব।
20 অইলে আসল কথা অইলো, আল-মসীরে তো হাছাউ মুর্দা থাকি জিন্দা করা অইছে। তাইনউ পয়লা ফসল, মুর্দা থাকি যতো জনরে জিন্দা করা অইবো, এরার মাজে তানরেউ পয়লা জিন্দা করা অইছে। 21 বুজরায় নি, একজন মানষর মাজদি যেলা মউত আইছে, অলা জিন্দা অইয়া উঠাও একজন মানষর মাজদি আইছে। 22 বাবা আদমর আওলাদ হিসাবে হকল মানষর যেলা মরন অয়, আল-মসীর উম্মত হিসাবে অউলা হকলরে জিন্দা করা অইবো। 23 অইলে এর মাজে কথা আছে, আল্লায় তান মর্জি মাফিক ধাপে ধাপে হকলতা করাইবা। খেতো থাকি পয়লা তুলা ফসলর লাখান পয়লা ধাপো আল-মসীরে জিন্দা করা অইছে, বাদে তাইন দুছরা বার তশরিফ আনার কালো তান উম্মত অকলরেও জিন্দা করা অইবো। 24 এরবাদে কিয়ামতর কালো আল-মসীয়ে দুনিয়াবি হকল শাসন, অধিকার আর খেমতারে বিনাশ করিয়া গাইবি বাফ আল্লার আতো বাদশাই সমজাইবা। 25 কারন, আল্লায় যতো সময় পর্যন্ত আল-মসীর হকল দুশমনরে তান পাওর তলাত না ফালাইন, অতো সময় পর্যন্ত তাইন বাদশাই করতে অইবো। 26 আর শেষ দুশমন মউতরেও তাইন বিনাশ করবা। 27 পবিত্র জবুর শরিফো আছে, "তাইন হক্কলতারেউ আল-মসীর পাওর তলাত রাখছইন।" তে বুজা যায়, হক্কলতারে আল-মসীর অধীনে রাখার মানি অইলো, আল্লায় তান নিজরে বাদ রাখিয়া অইন্য হকলতারেউ আল-মসীর তলে রাখছইন। 28 আর হক্কলতা তান অধীনে আইয়া হারলে, হক্কলতারে লইয়া অউ খাছ মায়ার জন ইবনুল্লাও আল্লা পাকর অধীন অইবা। যাতে যেইন হকলতা তান অধীনে রাখছিলা, হউ আল্লা পাকউ হক্কলতার উপরআলা অইন।
29 আইচ্ছা ধরো, মুর্দা অকলর লাগি যেরা তৌবার গোছল করের, মুর্দা অকলরে যুদি কুনুদিনউ জিন্দা করা না অয়, তে এরার ফায়দা কিতা? 30 আর আমরা সাহাবি অকলও কেনে ঘন্টায় ঘন্টায় বিপদর মুখামুখি অইয়ার? 31 অয়, ভাই অকল, আমি তো পরতেক দিনউ মউতর মুখামুখি অইয়ার! আমরার মালিক ইছা আল-মসীর নামে তুমরারে লইয়া যে বড়াই দেখাই, অউ বড়াইর লাগিউ আমি তুমরারে ইতা জানাইরাম। 32 ইফিছ টাউনো জংলি জানুয়ার পালর লগে আমি যে লাড়াই করছি, ইতা যুদি খালি দুনিয়াবি নিয়তে করিয়া থাকি, তে আমার কুনু লাভ অইছে নি? মুর্দা অকলরে যুদি জিন্দা করা না অয়, তে আও, অলা কই, "আও, খাও-দাও ফুর্তি করো, কাইল তো নিচ্চিত মরন অইবো।" 33 ভাইয়াইনরে, তুমরা ভুল করিও না, অলা এক ছিল্লেখ আছে, "কু-সংগিয়ে ভালা মানষরেও নাটাইলায়।"
34 এরলাগি তুমরা বদ নিশা থাকি হজাগ অও, আর গুনা করিও না। তুমরার মাজর কেউ কেউ তো স্বয়ং আল্লারেউ চিনে না, ইতা বড় শরমর বেয়াপার।
35 কুনু কুনু মানষে জিকাইতো পারে, "মুর্দা অকল কেমনে জিন্দা অইবা? তারার শরিলর গঠন কিলাখান অইবো?" 36 হায়রে বেআখল! তুমার নিজর খেতর মাজে যে বিচি বাইন করো, ই বিচি না মরলে তো চেরা উঠে না। 37 আর তুমার বাইন করা বিচি থাকি যে চেরা বারয়, তুমি তো ই চেরা বাইন করো না, তুমি খালি বিচি বাইন করো ধান বা অইন্য কুনু ফসলর, অগু মরিয়াউ চেরা বারয়। 38 বাদে আল্লায় তান মর্জি মাফিক ইতার ছুরত-আকার গঠন করইন। তাইন পরতেক বিছরেউ তার জাত মাফিক চেরার ছুরত-আকার দেইন। 39 বুজো না নি, হকল জানদারর গোস্ত তো এক সমান নায়। মানষর গোস্ত এক লাখান, পশুর এক লাখান, পাখির এক লাখান আর মাছর আরক লাখান। 40 অউলা আছমানোও বউত নমুনার শরিল আছে, দুনিয়াতও বউত শরিল আছে, তা-ও বেহেস্তি শরিলর তেজ এক লাখান, আর দুনিয়াবি শরিলর তেজ আরক লাখান। 41 সুরজর তেজ এক লাখান, চান্দর তেজ আরক লাখান আর তেরার তেজ দুছরা লাখান। এমনকি এক তেরা থাকি আরক তেরার তেজও আলাদা।
42 মরন বাদে জিন্দা অইয়া উঠাও অউ লাখান। লাশ মাটি দিয়া হারলে পচিযায়, অইলে অউ লাশরে যেবলা জিন্দা করা অইবো, ইটা আর পচতো নায়। 43 অসম্মানি হালতে মাটি দেওয়া অয়, সম্মানি হালতে তুলা অইবো। মাটি দেওয়া অয় দুর্বল হালতে, আর তুলা অইবো বলবান হালতে। 44 মাটি

দেওয়া অয় রক্ত-মাংসর শরিল, অইলে তুলা অইবো রুহানিক শরিল। রক্ত-মাংসর শরিল যেবলা আছে, তে তো রুহানিক শরিলও আছে। 45 যেলা বাবা আদমর বেয়াপারে পবিত্র তৌরাত শরিফো আছে, "অউ পয়লা আদম জিন্দা জানদার অইলা।" তে শেষ আদম, যেইন আল-মসী, তাইন কিতা অইলা? তাইন তো অইলা জিন্দেগি দেওরা রুহ। 46 অইলে রুহানিক যে শরিল, ইখান তো পয়লা অয় না, পয়লা অয় রক্ত-মাংসর শরিল, বাদে অয় রুহানিক শরিল। 47 যেলা পয়লা আদম মাটি থাকি আইলা, বাদে দুছরা আদম, আল-মসী আইলা বেহেস্ত থাকি। 48 জগতর মানুষ অইলা অউ মাটির বানাইল মানষর লাখান, আর বেহেস্তি মানুষ অইলা হউ বেহেস্তি জন আল-মসীর লাখান। 49 তে বাবা আদমর লাখান আমরা যেলা মাটির কায়ার ছুরত পাইছি, ঠিক অউলা হউ বেহেস্তি জনর লাখান বেহেস্তি ছুরতও পাইমু।
50 ভাইয়াইনরে আমি তুমরারে কইরাম, রক্ত-মাংসর কুনু শরিল আল্লার বাদশাইর অধিকার পায় না। যেতার বিনাশ আছে, ইতা কুনুমন্তেউ চিরস্থায়ী বনে না। 51 তে আমি তুমরারে একটা বাতুনি কথা জানাইরাম, জানো নি, আমরা হকলর তো মউত অইতো নায়, অইলে হকলরউ ছুরত বদলিযিবো। 52 কিয়ামতর কালো এক মুহুর্তর মাজে, চখুর পলকে, শিংগাত ফু দেওয়ার লগে লগেউ আমরা বদলিযিমু। অউ শিংগা বাজিয়া হারলে, হকল মুর্দা অলা ছুরতে জিন্দা অইবা, যেতা কুনুদিন বিনাশ অইতো নায়, আর আমরাও হউ ছুরতে বদলিযিমু। 53 এরলাগি যে শরিল বিনাশ অইযায়, ইতায় অলা ছুরত পাইতে অইবো, যেতা কুনুদিন পচিতো নায়, আর যেতা মরিযিবো, ইতায় অলা ছুরত পাইতে অইবো, যেতা কুনু দিন মরতো নায়। 54 আর যে শরিল পচিযায়, ই শরিলে যেবলা চিরস্থায়ী ছুরত পাইবো, যে শরিলর মউত অয়, ইতায় যেবলা চিরকালিন জিন্দেগি পাইবো, হউ সময় আল্লার কালামর অউ লেখা ফলিবো,

মউতর বিনাশ অইয়া জয় আইছে।
55 ও মউত, তোর জয় কুয়াই?
মউতরে, তোর বিষ-দাত কুয়াই?

56 মউতর বিষ-দাত অইলো গুনা, আর গুনারে খেমতা যুগায় মুছা নবীর শরিয়ত। 57 অইলে আল্লা পাকর শুকরিয়া আদায় করি, আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় তাইন আমরারে জয় দান করইন।
58 তে, ও আমার মায়ার ভাইয়াইন, তুমরা ইমানে মজবুত অও, যাতে কুন্তায় তুমরারে আলাইতো না পারে। মালিকর খেজমতর লাগি নিজরে হর-হামেশা পুরাপুর বিলাই দেও, তুমরা তো জানো, তান লাগি মেনত করলে ই মেনত কুনুমন্তেউ বেকামা যায় না।

বিদায়ি পরামিশ আর দোয়া (১৬:১-২৪)

রিলিফ চান্দা তুলার বেয়াপারে

16 ও ভাই অকল, আল্লার পাক বন্দা অকলরে সাইয্যর লাগি চান্দা তুলার বেয়াপারে আমি অখন কইরাম। গালাতিয়া দেশর ইছায়ী জমাত অকলরে আমি যেলা হুকুম দিছি, তুমরাও অউলা করো।
2 তুমরা পরতেক জনে যারযির তৌফিক অনুযায়ী হাপ্তার পয়লা দিন কিছু টেকা-পয়সা দলা করো, যাতে আমি যেবলা আইমু, অউ সময় কুনু চান্দা তুলা না লাগে। 3 আমি আইয়া হারলে তুমরার দলা করা অউ দান-খয়রাত জেরুজালেমো লইয়া যাওয়ার লাগি, তুমরা যেরারে পছন্দ করবায়, আমি চিঠি দিয়া তারারে পাঠাইমু। 4 আর তুমরা যুদি মনো করো আমিও যাওয়া জরুর, তে তারা আমার লগে অইয়া যাইবা।

হজরত পাউলুছে করিন্থ ছফরর নিয়ত

5 আমার খিয়াল অইলো মাকিদনিয়া অইয়া আইতাম, এরলাগি আমি মাকিদনিয়া দেশর ভিতরেদি তুমরার গেছে আইমু। 6 আইয়া হয়তো থুড়া কয়দিন তুমরার গেছে রইমু বা আস্তা শীতকাল তুমরার গেছেউ কাটাইমু, যাতে আমি যেনোউ যাই না কেনে তুমরাউ আমারে অউ ছফরর লাগি হকলতা জুইত-জাইত করিয়া দিবায়। 7 পথর কুটমর লাখান আমি খালি পথেদি যাওয়ার কালো তুমরার লগে দেখা করতাম চাই না, আমি চাইরাম, আল্লার মর্জি অইলে বাক্কা কয়দিন তুমরার লগে থাকমু। 8 অইলে পঞ্চাইশা ইদ পর্যন্ত আমি অউ ইফিছ টাউনোউ রইমু, 9 কারন আমার ছামনে অউলা বড় একটা সুযোগ আছে, ই সুযোগে বড় ভালা ফল মিলে। তা-ও বউত মানষে ইতার বিরুধিতা কররা।
10 খিয়াল রাখিও, তিমথি ভাই তুমরার অনো আইলে তাইন যানু শান্তিয়ে-নির্ভয়ে রইতা পারইন। জানো তো, আমি যেলা মালিকর খেজমত করিয়ার, তাইনও ঠিক অউলা কররা। 11 এরলাগি কেউ যানু তানরে এলামি না করে। বাদে তাইন যেলা আমার গেছে আইতা পারইন, অউলা শান্তি মতো তানরে আগুয়াইয়া দিও। আমি তো তান লাগি বার চাইয়ার, আশা করি ভাইয়াইন্তর লগে তাইনও আইবা।
12 আর আপল্লছ ভাইর বেয়াপারে কইরাম, তানরে বউত মিনত করছলাম, ভাইয়াইন্তর লগে অইয়া অখন তুমরার গেছে যাইতা, তা-ও কুনুমন্তেউ রাজি অইলা না। তে সময়-সুযোগ অইলে বাদে যাইবানে।

বিদায়ি ছালাম

13 ভাইয়াইনরে, তুমরা হকল হুশিয়ার অও, ইমানে মজবুত অও, সাওসি ভাব দেখাও আর বলবান অও। 14 তুমরা যততাউ করো, মহব্বতর সহিত করিও।
15 আর তুমরার তো জানা আছে, আস্তা গ্রীস দেশর মাজে আস্তিফান ভাইর পরিবারউ অইলা পয়লা ইমানদার। আল্লার পাক বন্দা অকলর খেজমতর লাগি তারা নিজরে সপি দিছইন। 16 এরলাগি মিনত করিয়ার, ইলাখান মানষরে তুমরা ইজ্জতর সহিত ভজিও, আরো যতো জনে অলা খেজমত করইন, আল্লার নামে মেনত করইন, তারারেও অলা ভজিও।
17 অউ আস্তিফান ভাই, ফাতুনাত ভাই আর আকিক ভাই আইছইন দেখিয়া আমি খুব খুশি অইছি, এরা আওয়ায় তুমরার অভাব পুরন অইছে। 18 এরা আমার আর তুমরার দিলো আরাম দিছইন। তুমরা অউ লাখান মানষরে খাছ ইজ্জত করিও।
19 তুরস্কর আছিয়া দেশর জমাতর মানষে তুমরারে ছালাম জানাইরা। আকিল আর ফিছকিলা, আর তারার ঘরর জমাতর মানষে মালিকর মহব্বতর সহিত তুমরারে ছালাম জানাইরা। 20 হকল মুমিন ভাইয়াইন্তে তুমরারে ছালাম জানাইরা। তুমরা একে-অইন্যে পবিত্র গলাগলি করিও।
21 আমি পাউলুছে নিজর আতে অউ ছালামর কথা লেখলাম। 22 মালিক ইছারে যুদি কেউ মহব্বত না করে, তে তার উপরে লানত পড়উক। মারানা থা! মানি, ও আমরার মালিক, তশরিফ আনউক্কা! 23 মালিক ইছার রহমত তুমরার উপরে জারি রউক। 24 তুমরা হকলর লাগি আমার ইছায়ী মহব্বত রইলো। আমিন॥

২-করিন্থিয়া

পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ ছিপারা আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ) চিঠির আকারে লেখছইন। ইখান অইলো করিন্থ জমাতর গেছে তান লেখা দুছরা ছহিফা। অনুমান করা অয়, হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার ২১ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

করিন্থ জমাতর লগে যেবলা হজরত পাউলুছর সম্পর্ক ভালা আছিল না, অউ সময় তাইন জমাতর গেছে ই চিঠি লেখছিলা। পাউলুছর সাহাবি পদ লইয়া করিন্থ জমাতর কয়জন মানষে খুব বিরুধিতা করছিল। অউ ছিপারার মাজে তাইন ইতার জুয়াপ দিছইন।

হজরত পাউলুছর লেখা অউ ছহিফার মাজদি তানরে আরো ভালা করি চিনা যায়। লেখকে তান মনর কথা, আল্লাই খুশ-খবরি তবলিগর বেয়াপারে তান উৎসাহ, দুখ-মছিবতর কথা, আর পয়লা ইছায়ী জমাতর মাজে টেকা-পয়সার অভাবর সময় একে-অইন্যে কিলা সাইয্য করছইন, ইতা অউ ছিপারার মাজে লেখছইন। ই ছিপারার মাজে উল্লেখ করা আছিয়া দেশ অখনকুর তুরস্ক দেশর ভিতরে, আর মাকিদনিয়া অখনকুর গ্রীস দেশর ভিতরে। হউ সময় ইতা স্বাধীন দেশ আছিল।

এরমাজে আছে,

(ক) ভুমিকা
(খ) করিন্থ জমাতর লগে হজরত পাউলুছর সম্পর্ক
(গ) এহুদিয়ার ইছায়ী ইমানদার অকলর লাগি দান
(ঘ) সাহাবি হিসাবে হজরত পাউলুছর অধিকার

ভুমিকা (১:১-১১)

ছালাম জানানি

1 আমি পাউলুছ, আল্লা পাকর মর্জি মাফিক হজরত ইছা আল-মসীর
একজন সাহাবি। করিন্থ টাউনর ইছায়ী জমাত আর আস্তা গ্রীস দেশর
মাজে আল্লার যতো পাক বন্দা অকল বসত করইন, এরার গেছে আমি
আর আমরার মুমিন ভাই তিমথিয়ে অউ ছহিফা খান লেখরাম।
2 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর মালিক ইছা আল-মসীয়ে
আপনারা হকলর উপরে রহমত আর শান্তি নাজিল করউক্কা।

বুজ দেওয়ার মালিক আল্লা

3 আমরার মালিক ইছা আল-মসীর গাইবি বাফ আল্লা পাকর তারিফ
অউক। তাইনউ রহমানুর রহিম আল্লা, হক্কলর দিলর বুজ দেওরা আল্লা।
4 হকল জাত দুখ-মছিবতর সময় তাইন আমরারে বুজ দেইন, যাতে তান গেছ
থাকি বুজ পাইয়া, অইন্যর দুখ-মছিবতর সময় আমরাও তারারে বুজ দিতাম
পারি। 5 আল-মসীর লাখান আমরা যেলা বউত দুখ-মছিবত সইয্য করিয়ার,
অউলা তান উছিলায় বউত বুজ-শান্তিও পাইয়ার। 6 আমরা যে দুখ-মছিবত
সইয্য করি, ইতা তো তুমরার মনর সান্তনা আর নাজাতর লাগিউ করি।
তুমরারে বুজ দেওয়ার নিয়তেউ আল্লায় আমরারে বুজ দেইন। তুমরা যেবলা
আমরার লাখান দুখ-মছিবতো পড়বায়, অউ সময় আমরার দেওয়া বুজ
মাফিক তুমরার কষ্টরে সইয্য করতে সাইয্য করবো। 7 তুমরার উপরে আমরার
মজবুত একিন আছে, তুমরা যেলা আমরার দুখ-মছিবতো শরিক আছো,
অউলা আল্লার দেওয়া বুজ-সান্তনার মাজেও শরিক আছো।
8 তুরস্কর আছিয়া দেশো আমরা যে মছিবতো পড়ছলাম, অতা তুমরারে
জানাইতাম চাই। হিনো থাকতে আমরার উপরে যে আজাব আইছিল, অউ
আজাব অলা মারাত্মক আছিল, এরলাগি আমরা জানর মায়া ছাড়ি
দিছলাম। 9 মনো করছলাম, আমরা নিশ্চিত মারা যাইমু। তে আমরার ই
হালত অইছিল, যাতে আমরা নিজর উপরে ভরসা না করিয়া, যে আল্লায়
মুর্দারে জিন্দা করি তুলইন, অউ আল্লার উপরে ভরসা করি। 10 এক বেজুইতা
মউতর আত থাকি তাইন আমরারে বাচাইছইন, আর অখনও বাচাইরা।
আমরা তান উপরে ভরসা করতাম পারি, তাইন হামেশাউ আমরারে
অলাখান বাচাইবা। 11 তুমরাও দোয়া-মুনাজাত করিয়া আমরারে সাইয্য
কররায়, এরলাগি বউত জনর দোয়ার খাতিরে আমরা যে রহম পাইছি,
অতার ফল দেখিয়া বউতে আল্লার শুকরিয়া আদায় করবা।

করিন্থ জমাতর লগে হজরত পাউলুছর সম্পর্ক (১:১২-৭:১৬)

হজরত পাউলুছর ছফরর দেরি

12 আমরা যেতা লইয়া গৌরব করিয়ার, আমরার বিবেকেও অলা কয়,
আল্লার দেওয়া পবিত্র আর সরল মন লইয়া হকল মানষর মাজে জিন্দেগি
কাটাইছি, খাছ করি তুমরার মাজেউ কাটাইছি। ই জিন্দেগি আমরা দুনিয়াবি
আখল-হেকমতে নায়, খালি আল্লার রহমতর বলে কাটাইছি। 13 আমরা তো
তুমরার গেছে লুকাই-চাপাই কুনুতা লেখিয়ার না, তুমরা যে লেখা পড়রায়
আর বুজরায়, খালি অউ বেয়াপারেউ লেখিয়ার। আর আশা করিয়ার, তুমরা
হামেশাউ অলা বুজাত রইবায়। 14 আসলে আমরার বেয়াপারে তুমরা থুড়া
কিছু জানিয়াউ, আমরারে লইয়া যেলা বড়াই কররায়, মালিক ইছায় তশরিফ
আনার সময় তুমরারে লইয়া আমরাও অলা বড়াই করমু।
15 আর অউ কথার উপরে ভরসা করিয়া আমি খুব খিয়ালি অইছলাম,
আমি আওয়া-যাওয়ার পথো দুইও বার তুমরার গেছে যাইমু, গেলে তুমরা
দুইও বারউ রহম-নিয়ামত পাইবায়। 16 আমি মনো করছলাম, মাকিদনিয়াত
যাওয়ার পথে তুমরার লগে দেখা করমু আর হন থাকি হিরবার তুমরার গেছে
আইমু, যাতে এহুদিয়া জিলাত যাওয়ার কালো তুমরা আমারে আগুয়াইয়া
দেও। 17 অইলে আমি না আওয়ায় তুমরা মনো কররায় নি, আমি ইতা ঢং
করছলাম? জগতর মানষে যেলা একবার কয় "অয়, অয়" আরকবার কয় "না,
না", আমিও অলা নি?
18 আল্লা পাক তো হক আর খাটি, ইখান যেলা হাছা, অউলা এওখানও
হাছা, তুমরার গেছে আমরার জবান একবার "অয়" আর আরকবার "না" অয়
না। 19 আমি, সিলাছ, আর ভাই তিমথিয়ে তুমরার গেছে যার কথা তবলিগ
করছি, হউ ইছা আল-মসীউ অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তাইন
একবার "অয়" আর একবার "না" নায়, তাইন তো হকল সময়উ "অয়।"
20 আল্লা পাকর হকল ওয়াদাউ তো আল-মসীর মাজদি পুরা অয়। এরলাগি
মুনাজাতর সময় আল্লার গৌরবর লাগি আল-মসীর নামর উছিলায় আমরা
"আমিন" মানি "অয়" কই। 21 আর আল-মসীর লাগি আমরারে আর তুমরারে
যেইন মজবুত করি টিকাই রাখছইন, তান নাম আল্লা। তাইনউ আমরারে
খেলাফতি দিছইন। 22 তান নিজর ধন হিসাবে আমরারে সীল-চাপ্পড় মারিয়া
রাখছইন, আর তাইন যেতা আমরারে দিবার ওয়াদা করছইন, ইতার পয়লা
কিস্তি হিসাবে আমরার দিলর মাজে আল্লাই পাক রুহ দান করছইন।
23 আমি আল্লারে সাক্ষি রাখিয়া আমার জিন্দেগির কছম খাইয়া কইরাম,
তুমরার বায় দয়া-মায়া থাকায় তুমরারে বাচানির খিয়ালে আমি করিন্থ
টাউনো যাওয়া বন্দ রাখছি। 24 আমরা নিজরে তুমরার ইমানর মালিক মনো
কররাম না, বরং তুমরারে খুশি-বাসিয়ে রাখার লাগি তুমরার লগে রইয়া কাম
কররাম। কারন তুমরা ইমানে মজবুত আছো।
2 এরলাগি মনে মনে ঠিক করলাম, তুমরার মনো দুখ দেওয়ার লাগি
আমি আর তুমরার গেছে যাইতাম নায়। 2 কারন আমি তুমরারে দুখ

দিলে আমারে খুশি করবো কে? আর আমি যারারে দুখ দিমু, অউ তুমরা ছাড়া আমারে খুশি করার আর তো কেউ নাই। 3 আমার ইলা লেখার কারন অইলো, আমি যেবলা যাইমু, অউ সময় যেরা আমারে খুশি করার কথা, তারার গেছু থাকি যানু কুনু দুখ না পাই। তুমরার উপরে আমার ই বিশ্বাস আছে, আমি যেতাত খুশি অইমু, তুমরাও ইতাত খুশি অইবায়। 4 আমার মনো বড় দুখ লইয়া, চখুর পানি ফালাইয়া আগে তুমরার গেছে লেখছলাম। আসলে আমি তুমরারে দুখ দেওয়ার লাগি লেখছি না, বরং তুমরার লাগি আমার যে কতো মহব্বত, অখান জানানির লাগিউ লেখছি।

অপরাধিরে মাফ করা

5 আমারে যুদি কেউ দুখ দিয়া থাকে, তে হে খালি আমারে নায়, থুড়া অইলেও তুমরা হকলরেউ দুখ দিছে। 6 তুমরা বেশির ভাগ জনে মিলিয়া তারে যে সাজা দিছো, অতাউ তার লাগি যথেষ্ট। 7 অখন তুমরা তারে মাফ করি দিলাও, তারে বুজ দেও, যাতে বেশি দুখে হে কাতর না অয়। 8 এরলাগি খাছ করি তুমরারে কইরাম, তুমরা যেন তারে মায়া করো, ইতা পরমান করি দেখাও। 9 আমি পরিক্ষা করি দেখতাম চাইছলাম, তুমরা হকল বেয়াপারে বাইধ্য আছো কি না, এরলাগিউ আমি তুমরার গেছে লেখছি। 10 তুমরা যুদি কুনু বেয়াপারে কেউররে মাফ করি দিলাও, তে আমিও তারে মাফ করি দেই। আর হাছাউ যুদি আমি কুন্তা মাফ করিয়া থাকি, তে আল-মসীর ছামনে তুমরার লাগিউ করিয়ার, 11 যাতে শয়তানে আমরারে ধুকা দিতো না পারে। তার কু-মতলবর কথা তো আমরার অজানা নায়।

আল-মসীরে চিনাউ তো ঘেরানর লাখান

12 আমি তরোয়াছ টাউনো আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করাত গিয়া দেখলাম, হনো কাম করার লাগি মালিকে আমারে একটা সুযোগ করি দিছইন। 13 অইলে আমার ইমানদার ভাই তীতাছরে হনো না পাওয়ায় আমার মনো খুব অশান্তি আছিল। এরলাগি তরোয়াছ টাউনর মানষর গেছ থাকি বিদায় লইয়া মাকিদনিয়াত গেলামগি।

14 অইলে আমরা আল্লার শুকরিয়া জানাই, তাইন আমরারে হামেশা আল-মসীর বিজয়র মহা ফুর্তির মিছিলর লগে চালাইরা। আল-মসীরে চিনা তো এক ঘেরানর লাখান। আল্লায় তান জয়-যাত্রায় অউ ঘেরান আমরার মাজদি হকল জাগাত ছিতরাই দেইন। 15 যেরা নাজাত হাছিল কররা আর যেরা বিনাশ অইরা, অউ দুইও দলর লাগি আমরা অইলাম আল-মসীর এক ঘেরান, অউ ঘেরানরে আল-মসীয়ে আল্লার দরবারো কুরবানির লাখান সপিয়া দিরা। 16 যেরা বিনাশ অইযার, তারার গেছে আমরার ঘেরান অইলো মরার গন্দ, যার ফল অইলো নিচ্চিত মরন। আর যেরা নাজাত হাছিল কররা, তারার গেছে আমরা অইলাম জিন্দেগির ঘেরান, এর ফল অইলো আখেরাতর জিন্দেগি। ই অতো বড় নেক কাম করার লাখ কুন জন? 17 নিজর লাভর লাগি যেলা বউত জনে আল্লার কালাম লইয়া ব্যবসা করে, আমরা তো ইতার লাখান নায়। আমরা বরং আল্লার পাঠাইল জন হিসাবে সরল মনে আল-মসীর নামে আল্লারে আজির-নাজির রাখিয়া তবলিগ করিয়ার।

আল্লার লগে মিলনর নয়া এক উছিলার খাদিম

3 তুমরা কিতা মনো করো, আমরা ইতা কইয়া হিরবার আমরার নিজর সুনাম গাওয়াত লাগছি নি? কুনু কুনু মানষর যেলা অইন্যর গেছ থাকি সনদ নেওয়া লাগে, আমরাও অলাখান তুমরার গেছে বা তুমরা থাকি সনদ পাওয়া লাগবো নি? না, মোটেউ না। 2 তুমরার নাম তো আমিরার দিলর মাজে লেখা আছে, তুমরাউ অইলায় আমরার সনদ। আর অউ সনদর কথা তো হকলেউ জানে আর হকলেউ পড়ে। 3 ইখান তো পরিস্কার বুজা যায়, আল-মসীর লেখা সনদ অইলায় তুমরাউ, তুমরাউ আমরার মেনতর ফল। ই সনদ তো কুনু কালি-কলম দিয়া লেখা অইছে না, খালি আল্লার পাক রুহ দিয়া লেখা অইছে। ইখান তো তুর পাড়ো পাওয়া শরিয়তর লাখান কুনু পাথরর উপরে লেখা নায়, বরং মানষর দিলর মাজেউ লেখা অইছে।

4 অউ বেয়াপারে আল-মসীর উছিলায় আল্লার দরবারো আমরার পুরাপুর নিচ্চয়তা আছে, 5 তা-ও আমরা যে নিজর গুনে হকলতা করিলতাম পারমু, ইলা কুনু কথা নায়। ই খেজমতি গুন তো খালি আল্লার গেছ থাকিউ পাই। 6 আল্লার লগে মিলনর নয়া উছিলার কথা জানানির লাগি, তাইনউ আমরারে ই খেজমতি গুন দান করছইন। ই উছিলা তো অক্ষরে অক্ষরে শরিয়ত মানার বেয়াপার নায়, বরং পাক রুহর পরিচালনায় দিলর ইমান-আকিদার বেয়াপার। কারন অক্ষরে মউত, আর রুহে জিন্দেগি।

7 পাথরর উপরে লেখা শরিয়তি যে খেজমতে মরন আয়, অউ শরিয়ত নাজিলর সময় তো আল্লার মহিমা জাইর অইছিল। অউ সময় হজরত মুছার চেহারাও আল্লার মহিমায় নুরানি অইগেছিল। তান মুখর নুরানি ছুরত যুদিও আস্তে আস্তে কমি যাওয়া ধরছিল, তেবউ বনি ইছরাইল অকলে তান চেহারা বায় চাওয়ার তাক্কত অইছে না। 8 অউ শরিয়তর খেজমতি ফল যুদি অতো মহিমা আলা অয়, তে পাক রুহর খেজমতি ফল কতো বেশি মহিমা আলা! 9 অউ যে অক্ষরি শরিয়তে মানষরে দুষি সাইবস্তো করে, তার খেজমতি কাম যুদি অতো মহিমা আলা অয়, তে যে খেজমতে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করে, ই খেজমত তো আরো কতো বেশি মহিমা আলা! 10 বুজরায় নি, আগে যেতা মহিমা আলা আছিল, অখন ইতার কুনু মহিমা নাই কইলেউ চলে, তার তুলনায় অখনকুর নয়া খেজমতর মহিমা বউত বেশি। 11 যে নুরানির তেজ কমা ধরছিল, ইতা যেবলা অতো মহিমা আলা, তে যেতা চিরকাল রইবো, ইতা তো আরো কতো বেশি মহিমা আলা!

12 আমরার মনো অলাখান আশা আছে গতিকেউ আমরা খুলা-খুলি মাতি। 13 আমরা তো হজরত মুছার লাখান নায়, তাইন পর্দা দিয়া তান মুখ গুরিয়া থইছলা, যাতে তান মুখর কমি যাওয়া নুরানি ছুরত বনি ইছরাইলে না দেখইন। 14 অইলে তারার দিল পাষান অইগেছিল। আর অখনও তৌরাত শরিফো লেখা, আল্লার লগে মিলনর হউ পুরানা উছিলার কথা তিলাওত করলে, তারার দিলর মাজে পর্দা থাকে। খালি ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনলে অউ পর্দা হরি যায়। 15 আর অখন পর্যন্ত হজরত মুছার তৌরাত শরিফ তিলাওত করার সময় বনি ইছরাইল অকলর দিল পর্দা দিয়া গুরা থাকে। 16 তারার মাজে কেউ যেবলা মালিকর উপরে ইমান আনে, অউ সময় হউ পর্দা হরি যায়। 17 অউ মালিক অইলা পাক রুহ, আর মালিকর রুহ যেনো আছে, অনোউ স্বাধীনতা আছে। 18 আয়নার ছামনে যেলা পর্দা ছাড়া মুখ সরাসরি দেখা যায়, অউলা আমরা হকলউ আল-মসীর নুরানি মহিমা দেখি দেখি আরো বেশি মহিমা আলা বনিয়া তান লাখান মহিমা আলা অইরাম। আমরার মালিক ইছা, মানি পাক রুহর কুদরতি বলেউ ইলা অর।

মাটির বাসনো রাখা ধন

4 অউ কারনে, আল্লায় মেহেরবানি করিয়া অউ নয়া খেজমতি কামর দায়িত্ব আমরার আতো দিছইন করি, আমরা নিরাশ অই না। 2 তবলিগ কামো মানষে লুকাইয়া যেতা বে-হায়ামি করইন, ইতা আমরা মোটেউ করি না। আমরা কুনু কামো ছল-চতুরি করি না, আল্লার কালামো ভেজাল মিশাই না। বরং হক কথারে খুলা-মেলা কইয়া হকল মানষর গেছে আর আল্লার দরবারো আমরারে যোইগ্য হিসাবে পরমান করি। 3 আমরার খুশ-খবরি যুদি লুকাইল থাকে, তে লানতি পথে যেরা যাইরা, তারার গেছেউ লুকাইল থাকে। 4 অউ জগতর দেবতা ইবলিছে অ-ইমানদার অকলর দিলরে আন্দা বানাইলিছে, যাতে তারা খুশ-খবরির নুর না দেখে। অউ খুশ-খবরির মাজদি আল-মসীর গৌরব জাইর অইছে, আর অউ আল-মসীউ অইলা আল্লার অবিকল ছুরত। 5 আমরা তো নিজর বেয়াপারে তবলিগ কররাম না, খালি ইছা আল-মসীরে তবলিগ কররাম, তাইনউ মালিক, তান লাগিউ আমরা তুমরার গুলাম বনছি। 6 আমরা ইতা তবলিগ কররাম, কারন যে আল্লায় কইছইন, “আন্দাইর থাকি ফর অউক,” হউ আল্লা পাকে তান নুর আমরার দিলো জালাইছইন, যাতে আল-মসীর চেহারার মাজে আল্লার নুরর মহিমা জাইর অয়।

7 আল্লাই অউ নুরর ধন তো মাটির বাসনো রাখা অইছে, অউ বাসন অইলাম আমরাউ। মাটির বাসনো রাখা অইছে, যাতে মানষে বুজতো পারে অউ কুদরতি মহাশক্তি আমরার নিজর গেছ থাকি আইছে না, বরং আল্লার গেছ থাকিউ আইছে। 8 হকল বায় থাকি আমরার উপরে বউত লাখান চাপ আইলেও, আমরা চুরমার অইছি না। আমরা বেদিশা লাগলেও পুরাপুর নিরাশ অইছি না। 9 আমরার উপরে জুলুম করা অইলেও আল্লায় তো আমরার লগ ছাড়ছইন না। মাটিত ফালাইয়া আছাড়লেও আমরা বিনাশ অইছি না। 10 হামেশা মালিক ইছার মউতর দুখ-কষ্টর নিশানা আমরার শরিলো লইয়া ঘুরিয়ার, যাতে আমরার শরিলর মাজে তান জিন্দেগিও দেখা যায়। 11 আর আমরা যতো সময় বাচিয়া আছি, মালিক ইছার লাগি আমরারে তো হর-হামেশাউ মউতর আতো তুলি দেওয়া অর, যাতে অউ মউতর অধীন শরিলো তান জিন্দেগি জাইর অয়। 12 অউ নমুনায় আমরার মাজে কাম করের মউতে, আর তুমরার মাজে কাম করের জিন্দেগিয়ে।

13 পবিত্র জবুর শরিফো আছে, “আমি ইমান আনছি গতিকেউ কইলাম।” অউ একই ইমানর ভাগি অইয়া আমরাও অলা কই। 14 কারন আমরা জানি, যে আল্লায় মালিক ইছারে জিন্দা করছলা, হউ আল্লায় তান লগে আমরারেও জিন্দা করবা, আর আমরার লগে করি তুমরারেও তান ছামনে আজির করবা। 15 ইতা হকলতা তুমরার ভালাইর লাগিউ অইছে, যাতে মানষর উপরে আল্লার যে রহমত নাজিল অইছে, হউ রহমতর খাতিরে বউতে আরো বেশি করি আল্লার শুকরিয়া আদায় করে আর আল্লার গৌরব অয়।

ইমানে জিন্দেগি কাটানি

16 এরলাগি আমরা নিরাশ অই না। যুদিও আমরার রক্ত-মাংসর শরিল ক্ষয় অইযার, তেবউ আমরার রুহ দিন দিন তাজা অইয়া উঠের। 17 অখন আমরা যে কয়দিনর লাগি সামাইন্য কষ্ট করিয়ার, ই কষ্টর বদলা আমরা চিরকালর লাগি অফুরন্ত শান-মহিমা লাভ করমু। 18 চউখদি যেতা দেখা যায়, আমরা তো ইতার বায় চাইরাম না, বরং যেতা দেখা যায় না, অতার বায় চাইরাম। চউখে যেতা দেখা যায়, ইতা তো থুড়া কয়দিনর, অইলে যেতা দেখা যায় না, ইতা চিরকালর।

5 আমরা জানি, আমরা ই দুনিয়াবি যে ডেরা-ঘরো বসত করি, মানি যে কমজুর শরিল লইয়া আছি, ইখান যুদি বিনাশও অইযায়, তেবউ আল্লার দেওয়া একখান ঘর আমরার আছে। ই ঘর কুনু মানষর আতর বানাইল নায়, ইখান তো হামেশা বেহেস্তো আছে। 2 অউ ডেরা-ঘরো বসত করা হালতে আমরা লাম্বা করি দম ফালাইয়ার আর দিলে-জানে আশা করিয়ার, যাতে বেহেস্তি হউ নয়া ঘরর মাজে আমরারে গুরা অয়। 3 তা-ও কথা অইলো, অউ ডেরা-ঘর ভাংগার বাদে আমরারে যানু লেমটা দেখা না যায়। 4 অউ ডেরা-ঘরো রইয়া ভার-বোঝা বইতে বইতে আমরা আহাজারি করিয়ার। এরবাদেও আমরা রক্ত-মাংসর ই ডেরা-ঘর ছাড়তাম চাই না, তা-ও ভালা ঘরর লাগি বার চাইরাম, যাতে অখনকুর অউ মউতর অধীন ডেরা-ঘর ফালাইয়া, চিরকাল জিন্দা থাকার জুকা ঘর পাই। 5 অতার লাগিউ আল্লায় আমরারে জুইত করছইন আর ইতার বায়নামা হিসাবে আমরারে পাক রুহ দান করছইন।

6 এরদায় আমরার সাওসর কুনু কমতি নাই। আমরা তো বুজিলিছি, যতদিন অউ রক্ত-মাংসর শরিল লইয়া বসত করমু, অতদিন আমরা মালিকর

গেছ থাকি হরাইল রইমু। 7 আমরা তো চখুর দেখা কুন্তার ভরসায় চলি না,
খালি ইমানর বলেউ চলি। 8 আসলে আমরার ভিতর ভরা সাওস আছে,
আর আমরা রক্ত-মাংসর শরিলো রওয়া থাকি মালিকর লগে বসত করা
খানউ ভালা মনো করি। 9 এরলাগি আমরা শরিলর মাজে থাকি বা না থাকি,
আমরার নিয়ত অইলো মালিকরে খুশি করা। 10 কারন আল-মসীর
আদালতো আমরা হকলেউ উবানি লাগবো, যাতে দুনিয়াবি অউ শরিলে
আমরা যতো নমুনার বাদ-ভালা কাম করছি, অউ কামর বদলা পাই।

আল্লার লগে মিলনর খুশ-খবরি তবলিগ

11 আমরা তো আল্লা পাকরে ডরাইয়া চলি, এরলাগি মানষরে বুজানির
চেষ্টা কররাম। আমরার বেয়াপার তো আল্লার দরবারো পরিস্কার, আশা করি
তুমরার গেছেও অলা পরিস্কার আছি। 12 ইখান কইয়া আমরা হিরবার নিজর
তারিফ গাইরাম না, বরং আমরারে লইয়া তুমরার বড়াইর কারন জানাইরাম।
তে যেতা মানষে ভিতর না দেখিয়া, খালি মানষর বার গালা লইয়া বড়াই
করে, তুমরা তারারে একটা জুয়াপ দিতায় পারো। 13 আমরা যুদি পাগল অই,
তে আল্লার পাগল অইছি, আর যুদি মাথা ভালা থাকে, তে তুমরার লাগিউ
ভালা আছে। 14 আল-মসীর মহব্বতে আমরারে পুশ মানাইয়া চালায়। আমরা
নিচ্চিত বুজছি, হকলর তরফ থাকি একজনর মউত অইছিল, এরলাগি
হকলরউ মউত অইছে। 15 তাইন হকলর লাগি মারা গেছলা, যাতে যেরা
জিন্দা আছইন, তারা যানু আর নিজর লাগি না বাচইন। বরং তারার লাগি
যেইন মারা গেছলা আর হিরবার জিন্দা অইছলা, তান লাগিউ তারা বাচইন।
16 এরলাগি অখন থাকি আমরা আর মানষর বাইরর ছুরত দেখিয়া বিচার
করি না। আমরা তো আগে আল-মসীরে অলাখান মনো করছলাম, অইলে
অখন আর ইলা করি না। 17 কেউ যুদি আল-মসীর তরিকা কবুল করে, তে হে
নয়া পয়দা অইলো। তার পুরান হকলতা ফুছিয়া হারি এক্কেরে নয়া বনিগেল।
18 ইতা তো আল্লা থাকিউ অয়। তাইন আল-মসীর উছিলায় তান লগে
আমরার মিলন ঘটাইছইন, আর আমরারে অউ খেজমতর দায়িত্ব দিছইন,
বাদ-বাকি হকল মানষরে তান লগে মিলাই দিতাম। 19 এর মানি অইলো,
আল্লায় মানষর গুনার বায় না চাইয়া, আল-মসীর উছিলায় তান লগে
মানষর মিলন ঘটাইছইন। আর অউ মিলনর খুশ-খবরি তবলিগর দায়িত্ব
আমরারে দিছইন।
20 এরলাগিউ আমরা আল-মসীর নাইব হিসাবে তান পক্ষে মাতিরাম।
আসলে আল্লায়উ আমরার মাজদি মানষরে মিনতি কররা। আর আল-মসীর
পক্ষে আমরাও মিনত কররাম, তুমরা আল্লার লগে মিলিত অও। 21 হজরত
ইছা আল-মসীয়ে তো কুনু গুনা-নাফরমানি করছইন না। অইলে আমরা
হকলর গুনার সাজা আল্লায় তান কান্দো তুলি দিলা, যাতে তান উপরে
ইমান আনার মাজদি আল্লাই পবিত্রতায় আমরা পরেজগার হিসাবে কবুল
অই।

6 আল্লার খাদিম হিসাবে আমরা অউ মিনত করিয়ার, তুমরা যেবলা
আল্লার রহমত পাইছো, তে ইকটারে বিফল অইতে দিও না। 2 পাক
কালামো আল্লায় বাতাইছইন,

আমি সঠিক সময়ে তুমার আরজি হুনছি,
নাজাত পাওয়ার দিন তুমারে সাইয্য করছি।

হুনো, অখনউ সঠিক সময়, অখনউ নাজাত পাওয়ার দিন।

হজরত পাউলুছর খেজমত কামর হালত

3 আল-মসীর নামে আমরা যে তবলিগ করি, অউ তবলিগর বদনাম না
অওয়ার লাগি আমরা ইলা কুনু কাম করি না, যে কামে মানষর মনো বাধা
আয়। 4 বরং হকল বেয়াপারে আমরা পরমান দেখাইরাম, আমরা আল্লার
খেজমতকারি। বউত দুখ-কষ্ট, জুলুম-মছিবত, আর বিপদ-আপদ সইয্য
করিয়া ইতার পরমান দিরাম। 5 আমরারে বউত বার মাইর-ধইর করা অইছে,
বউত বার জেলো হারানি অইছে, বউত দাংগা-হাংগামা আমরার উপরেদি
গেছে, বউত মেনত করছি, না ঘুমাইয়া রাইত কাটাইছি আর উপাস-খাপাস
রইছি। 6 ইতা ছাড়া আমরার পাক-পরেজগার জিন্দেগি, আখল-বুদ্ধি,
ছবরগারি, দয়া-মায়া, দিলর পাক রুহ, খাটি মহব্বত, 7 হক কথা কওয়া আর
আল্লার কুদরতি বল, দুইও আতে পরেজগারির আতিয়ার বেবহার করিয়ার।
8 মানষে আমরারে দাম দেউক বা না দেউক, আমরার সুনাম গাউক বা
বদনাম গাউক, ইতায় আমরার যায় আয় না। মানষে কইরা, আমরা বুলে টগ,
আসলে তো আমরা হক পথে চলি। 9 মানষে কইন, আমরারে চিনইন না,
তেবউ হকলে আমরারে চিনে। আমরা মরার লাখ অইগেলেও বাচিয়া আছি।
আমরারে মাইর-ধইর করা অর, অইলে জানে মারা অর না। 10 বউত দুখর
মাজেও আমরা হামেশা খুশি-বাসি আছি। আমরা নিজে গরিব অইয়াও
বউতরে ধনি বানাইছি। আমরার তো কুন্তাউ নাই, তেবউ হক্কলতার মালিক।
অউ লাখান আমরা পরমান করছি, আমরা আল্লার খেজমতকারি।
11 ও করিন্থ জমাতর মুমিন ভাই অকল, তুমরার গেছে তো খুলা-মেলাউ
মাতিছি, তুমরার লাগি আমরার মন উজাড় করি দিছি। 12 আমরার দিল
তুমরার লাগি খুলিয়া রাখছি, অইলে তুমরার দিল আমরার লাগি বন্দ করি
থইছো। 13 তে আমার আওলাদ হিসাবে তুমরারে কইরাম, আমরা যেলা
তুমরার লাগি দিল খুলিয়া রাখছি, তুমরাও অলা আমরার লাগি তুমরার দিল
খান খুলিয়া দেও।

বিধর্মীর লগে কুটুমিতা করিও না

14 তুমরা বিধর্মী মানষর লগে খেশি-কুটুমিতা করিও না। পরেজগারর লগে
নাফরমানর মিল কুয়াই? আল্লার নুরর লগে আন্দারির কুনু খাতির আছে নি?
15 ইবলিছর লগে আল-মসীর কুনু খাতির আছে নি? মুমিনর লগে বিধর্মী
শরিক অইবো কিলা? 16 জানো তো, পাক কালামো আল্লায় কইরা,

আমি তারার ভিতরে বসত করমু,
তারার লগেউ চলা-ফিরা করমু।
আমি অইমু তারার আল্লা,
তারা অইবা আমার প্রজা।

তে আমরাউ অইলাম জিন্দা আল্লার বসত খানা। আল্লার কাবা ঘরর ভিতরে
মুর্তির কুনু জাগা আছে নি? 17 পাক কালামো আরো বাতাইছইন,

এরলাগি তুমরা বিধর্মীর গেছ থাকি হরো,
তারার গেছ থাকি আলগ রও,
নাপাক কুনু জিনিস ছইও না,
তেউ আমি তুমরারে কবুল করমু।
18 আমি অইমু তুমরার গাইবি বাফ,
তুমরা অইবায় আমার আওলাদ,
ইখান আমি আল্লা রাব্বুল আলামিনে কইরাম।

7 ও মায়ার ভাই অকল, অউ ওয়াদা অকল তো আমরার লাগিউ করা
অইছে, তে আও আমরা শরিলর আর দিলর নাপাকি দুর করিয়া
নিজরে পাক-ছাফ করি, আর আল্লার ডর-খফে পুরাপুর পাক-পবিত্র
জিন্দেগির পথে চলি।

তৌবা করার বাদে খুশি-বাসি

2 ভাই অকল, আমরা তো কুনু মানষর লগে অইন্যায় করছি না, কেউরর
খেতিও করছি না আর কেউররে টগাইছিও না। এরলাগি আমরারে তুমরার
দিলর মাজে ঠাই দেও। 3 তুমরারে দুষিবার লাগি ইখান কইরাম না। আমি
আগেউ কইছি, তুমরা তো আমরার জানর জান কইলজার টুকরা, আমরা
মরলেও একলগে মরমু, বাচলেও একলগে বাচমু। 4 তুমরার উপরে আমি খুব
ভরসা করি, তুমরারে লইয়া বড়াই করি। এরলাগি অতো দুখ-মছিবতর মাজে
রইয়াও আমরি জানো শান্তি আছিল, আমার মন খুশি-বাসিয়ে ভরা।
5 হুনো, অউ মাকিদনিয়াত আইয়াও আমরার শরিলো কুনু সুখ পাইছি না,
হকল বায় থাকিউ আমরা কষ্ট পাইছি, বাইরে আছিল গন্ডগোল আর জানর
ভিতরে আছিল ডর-খফ। 6 অইলে আল্লা পাক, যেইন দুখি জনরে বুজ
দেইন, তাইন আমরারে বুজ দিবার লাগি তীতাছ ভাইরে অনো আনাইলা।
7 খালি ইখান নায়, তীতাছ ভাইয়ে তুমরার গেছ থাকি যে বুজ পাইছলা, অউ
বুজে তাইন আমরারেও বুজ দিলা। তাইন তুমরার মনর এশকি, তুমরার
কান্দা-কাটির কথা জানাইলা, আমার বেয়াপারে তুমরা বুলে খুব আগ্রহী।
অউ হকলতা হুনিয়া আমি খুব খুশি অইছি।
8 ভাইয়াইনরে, আমার আগর চিঠির মাজে যুদিও তুমরারে দুখ দিছলাম,
তেবউ আমার মনো কুনু কষ্ট নাই। আমি যেবলা বুজলাম, অউ চিঠিয়ে
তুমরার মনর মাজে খুড়া কয়দিন দুখ দিছে, অউ সময় আমিও কিছু দুখ
পাইছলাম, 9 অইলে অখন আমি খুশি। তুমরারে দুখ দেওয়ায় খুশি অইছি না,
বরং দুখ পাইয়া তুমরা তৌবা করছো দেখিয়া খুশি অইছি। অউ দুখ পাইছলায়
তুমরা আল্লার মর্জিয়ে, যাতে আমরার দারা তুমরার কুনু খেতি নী অয়।
10 আল্লার দেওয়া মনর কষ্টয় মানষে তৌবা করইন, আর জান বাচাইন। তে
অউ কষ্টয় তো দুখ নাই। অইলে দুনিয়াবি মনর কষ্টয় মানষর মরন আনে।
11 তুমরা বুজরায় নি, আল্লার দেওয়া মনর কষ্টয় তুমরার কতো ভালাই
করছে, তুমরারে নাফরমানি থাকি বাচাইছে, গুনার বায় তুমরার ঘিন্না
জন্মাইছে, মনে মনে কতো ডর ডরাইছো, আল্লার বায় কতো আগুয়াইছো,
নাফরমানি কামর বিচার করছো। অউ বেয়াপারে তুমরা হকল মন্তেউ পরমান
দিছো, তুমরা নিখুত। 12 আমি যুদিও অউ চিঠি লেখছিলাম, অইলে যে
মানষে অইন্যায় করছে বা যার উপরে অইন্যায় করা অইছে তার লাগি নায়,
বরং আল্লার দরবারো যাতে তুমরার অউ হালত খান জাইর অয় যেন, তুমরা
হাছাউ আমরারে মহব্বত করো, অতার লাগিউ লেখছি। 13 এরলাগি আমরা
বুজও পাইছি।
অউ বুজ পাইয়া আর ভাই তীতাছর খুশি দেখিয়া আমরা আরো বেশি খুশি
অইছি, কারন তুমরা হকলর গেছ থাকি তাইন খুব আরাম পাইছইন।
14 আসলে আমি তুমরারে লইয়া তান গেছে বড়াই করছলাম, এতে কুনু
শরমিন্দাও অইছি না। তুমরার গেছে আমরার বাতাইল হকল কথা যেলা হাছা
আছিল, অউলা তুমরারে লইয়া আমরার বড়াই করাখানও তান গেছে হাছা
পরমান অইছে। 15 তুমরা হকলে যেলা তান নছিয়ত মানছো, মনর ডর-খফে
কাপি কাপি তানরে কবুল করছো, অখান মনো অওয়ায় তুমরার বায় তান
মায়া খুব বেশি বাড়িছে। 16 আর আমিও খুব খুশি, তুমরার উপরে আমি
অখন পুরাপুর ভরসা করতাম পারি।

এহুদিয়ার ইছায়ী ইমানদার অকলর লাগি দান (৮:১-৯:১৫)

মাকিদনিয়া দেশর জমাত অকলর দান-খয়রাত

8 ভাই অকল, আমি তুমরারে জানাইরাম মাকিদনিয়া দেশর জমাত
অকলে আল্লার গেছ থাকি কতো নিয়ামত পাইছইন। 2 যদিও বউত
দুখ-মছিবত দিয়া তারারে পরিক্ষা করা অইছিল, তারা খুব গরিব
হালতে আছলা, তেবউ তারার মনর মাজে বউত ফুর্তি আছিল, তারা খুলা
আতে আল্লার নামে দান-খয়রাত করছইন। 3 আমি তারার পক্ষে কইরাম,
তারা খুশি অইয়া নিজর তৌফিক মাফিক, এমনকি তৌফিক থাকি আরো
বেশিও দান করছইন। 4 আর খুব খিয়ালি অইয়া আমরারে মিনত করছিলা,
যাতে আল্লার যে বন্দা অকল অভাবর মাজে আছইন, এরারে অভাব থাকি
বাচানির লাগি তারা শরিক অইতা পারইন। 5 আমরা যতখান আশা
করছলাম, তারা এর চাইতেও বেশি দান করছইন। খালি ইখান নায়, তারা
পয়লা নিজরে মালিক ইছার আতো সপিছইন, বাদে আল্লার মর্জিয়ে আমরার
গেছেও সপা অইছইন। 6 ইতা দেখিয়া আমরা তীতাছ ভাইরে খুব মিনত
করছলাম, দান-খয়রাত করার যে কাম তাইন তুমরার মাজে চালু করছইন,
ইতা যানু শেষও করইন। 7 তুমরা যেলা হকল বেয়াপারেউ আগুয়াইল
আছো, তুমরার সবল ইমান, কথাবার্তা, আখল-হেকমত, মনর এশকি, আর
আমরার বায় যেলা খুব মায়া-মহব্বত আছে, ঠিক অউ লাখান দান-খয়রাত
করার নেক আমলও যানু তুমরার মাজে বাইয়া পড়ে।
8 ইতা লেখিয়া আমি তুমরারে কুনু হুকুম দিরাম না, খালি পরিক্ষা করি
দেখরাম, এরলাগি অইন্য মুমিন অকলর নেক কামর এশকির কথা
জানাইরাম। দেখি, তুমরার মহব্বত কতখান নিখুত। 9 আমরার মালিক ইছা
আল-মসীর রহম-নিয়ামতর কথা তো তুমরা জানোউ, তাইন তো আল্লাই
ধনে ধনি আছলা, অইলে তুমরার লাগি গরিব বনলা, যাতে তাইন গরিব
বনার কারনে তুমরা ধনি অইতায় পারো। 10 তে আমি তুমরারে পরামিশ
দিরাম, ইতা মানিলে তুমরার ভালাই অইবো, তুমরা খুব খুশি অইয়া গত বছর
দান-খয়রাত তুলাত লাগছিলায়, 11 অখন অউ কাম শেষ করো। মনর যে
এশকি লইয়া তুমরা ই কাম শুরু করছিলায়, অউলা এশকিয়ে যারযির
তৌফিক মাফিক দান-খয়রাত দিয়া ইতা শেষ করো। 12 দান-খয়রাত দিবার
নিয়ত করলে, আল্লায় তো নিয়ত মাফিক কবুল করইন, তে তৌফিক থাকলে
দেও, না থাকলে নাই।
13 ভাইয়াইনরে, আমি চাইরাম না, অইন্য মানষে আরাম করউক আর
তুমরা কষ্ট করো, বরং তুমরা হকলর হালত এক লাখান অউক, অখানউ
আশা কররাম। 14 তুমরার যেতা ধন-দৌলত অখন বাড়তি আছে, অতায়
তারার অভাব মিটাউক, আর তারার যেবলা বেশি অইবো, অউ সময় তারাও
তুমরার অভাব মিটাইবা। অলাখান হকলর হালত একই লাখান অউক।
15 যেলা তৌরাত শরিফো আছে, "যেইন বেশি তুকাইছলা তানও বেশি অইছে
না, আর যেইন থুড়া তুকাইছলা তানও কম অইছে না।"

দান-খয়রাত বাটিবার কালো হুশিয়ারি

16 হুনো, আমি আল্লার শুকরিয়া আদায় করি, আমার মনর মাজে তুমরার
বায় যেলা খিয়াল আছে, আল্লায় অউ একই লাখান খিয়াল দান করছইন
ভাই তীতাছর মাজেও। 17 তাইন আমরার অনুরোধ মানিয়া তুমরার গেছে
যাইরা, আর আসল কথা অইলো তাইন নিজেউ খুশি অইয়া যাইরা। 18 তান
লগে করি আমরা হউ ভাইরেও পাঠাইয়ার, খুশ-খবরি তবলিগর লাগি হকল
জমাতেউ ই ভাইর তারিফ করইন। 19 জমাতর মানষে খালি তান তারিফ
করছে না, আমরার লগে অইয়া দান-খয়রাত লইয়া যাইবার লাগি তারাউ
তানরে পছন্দ করছে। তে মালিক ইছার গৌরবর লাগি, আর অইন্য মুমিন
অকলরে সাইয্য করার লাগি, আমরা অউ দান-খয়রাত নিবার বেবস্তা করছি।
20 আমরা খুব হুশিয়ার অইয়া চলিয়ার, যাতে বড় আকারর অউ রিলিফ
বিলানির বাদে কেউ আমরার বদনাম করার সুযোগ না পায়। 21 মনো রাখিও,
আমরা খালি মালিক ইছার গেছে নায়, মানষর ছামনেও হক-হালালি রওয়ার
চেষ্টা করিয়ার।
22 আর এরার লগে করি আমরা আরক ভাইরে পাঠাইরাম, এনরে আমরা
বউত বার বউত লাখান পরিক্ষা করিয়া দেখছি, তান খুব এশকি আছে।
অখন দেখরাম, তাইন তুমরারে খুব বিশ্বাস করইন, এরলাগি তুমরার বায় তান
এশকি আরো বাড়ছে। 23 অখন তীতাছ ভাইর বেয়াপারে আমি কইরাম,
এইন তো আমার লগে রইন, আর তুমরার লাগি কাম করইন। বাদ-বাকি
হকল ভাইয়াইন্তর বেয়াপারে কইরাম, হকল জমাতর মানষে পছন্দ করিয়া
তারারে পাঠাইরা, তারার মাজদি আল-মসীর গৌরব অয়। 24 এরলাগি
কইরাম, তুমরার ভিতরর মহব্বত, আর তুমরারে লইয়া আমরা যে বড়াই-
বেটাগিরি দেখাই, ইতার পরমান দেখাইও। তেউ হকল জমাতর মানষে
বুজবা, তুমরা কে।

দান-খয়রাতর বেয়াপারে নছিয়ত

9 ভাইয়াইনরে, আল্লার পাক বন্দা অকলরে সাইয্যর লাগি দান-খয়রাত
তুলার যে কাম চলের, ইতা বেয়াপারে তো তুমরারে কুন্তা লেখার
জরুর নায়। 2 অউ বেয়াপারে তুমরার মনর খিয়াল তো আমার জানা
আছে। মাকিদনিয়ার মানষর গেছে আমি তুমরার সুনাম গাইয়া কইরাম, গ্রীস
দেশর মানুষ মানি তুমরা, গত বছর থাকিউ দান-খয়রাত লইয়া জুইত আছো।
তুমরার ই এশকি দেখিয়া, মাকিদনিয়ার বউত মানুষ হজাগ অইছইন।
3 এরলাগি আমি অউ ভাইয়াইনরে পাঠাইরাম, যাতে তুমরারে লইয়া আমরা
যে বড়াই দেখাই, তারা গিয়া নিজর চউখে ইতা দেখিয়া পরমান পাইন। তে
আমি যেলা বড়াই করছি তুমরাও অলাখান জুইত রইও। 4 আরনায় আমার
লগে অইয়া মাকিদনিয়ার কুনু ভাইয়াইন গিয়া যদি দেখইন তুমরা জুইত নায়,
তে তুমরার উপরে অতো বউ ভরসা করায়, আমরা শরম পাইমু আর তুমরাও
শরমিন্দা অইবায়। 5 এরলাগি অউ মুমিন অকলরে অনুরোধ করলাম, তারা
যানু আমার আগে তুমরার গেছে যাইন। রিলিফ কামর লাগি দান-খয়রাত
দিবার যে ওয়াদা করছিলায়, তারা গিয়া অগুইন জুইত করাত সাইয্য করবা।
তে তুমরার গেছ থাকি জুর-জবরদস্তি করিয়া কুন্তা আদায় করা অইতো নায়,
খালি মনর খুশিয়ে দেওয়া দান-খয়রাত নেওয়া অইব।
6 খিয়াল রাখিও, যে গিরস্তে থুড়া করি জালা বাইন দেয়, হে থুড়া ফসল
দাইবো, আর যে গিরস্তে বেশ করি জালা বাইন দেয়, হে বেশ করি ফসল
দাইবো। 7 তে তুমরাও অলা পরতেকে যারযির নিয়ত মাফিক দান-খয়রাত
দেও। মনর মাজে কষ্ট লইয়া বা দেওয়া লাগবো করি দিও না। কারন দিলর
খুশিয়ে দান করলে, আল্লায় মায়া করইন। 8 আল্লায় তুমরারে হকল লাখান
রহম-বরকত দিতা পারইন। ই খেমতা তান আছে, যাতে তুমরার দরকারি
হকলতা হামেশা তুমরার গেছে থাকে, আর নেক কামর লাগি খুলা আতে
ইতা বিলাইতায় পারো। 9 যেলা পবিত্র জবুর শরিফো আছে,

হে তো খুলা আতে বিলাই দিছে,
গরিব অকলরে দান করছে,
তার পরেজগারি চিরকাল স্থায়ী।

10 মনো রাখিও, গিরস্তর লাগি যেইন বিচ যুগাইয়া দেইন, আর খাইবার লাগি
যেইন দানা-পানি যুগাইয়া দেইন, তাইন তুমরারেও বিচ যুগাই দিবা, ইতাত
বরকত দিবা, তুমরার নেক কামর ফসল বউত বাড়াই দিবা। 11 অউ লাখান
তুমরা হকলমন্তে ধনি অইবায়, আর খুলা আতে দান-খয়রাত বিলাইবায়,
তেউ আমরার মাজদি আল্লার শুকুর-গুজার আদায় অইবো।
12 অউ রিলিফ কামে খালি আল্লার বন্দা অকলর অভাবো সাইয্য অইতো
নায়, বরং বউত জনর তরফ থাকি আল্লার শুকুর-গুজারও বাইয়া পড়ের।
13 তুমরা আল-মসীর খুশ-খবরির উপযুক্ত অউ খেজমত করছো দেখিয়া,
তারা আল্লার শুকুর-গুজার আদায় করবা। তুমরা দুইও আতে দান-খয়রাত
বিলানিয়ে, মাকিদনিয়ার মানষে আর বাকি হকলেউ আল্লার গৌরব করবা।
14 তুমরা দান-খয়রাত দেওয়ায় আল্লার গেছ থাকি অউ যে আচানক নিয়ামত
পাইছো, অতা দেখিয়া তারা তুমরার লাগি দিলে-জানে দোয়া করবা।
15 আল্লার যে দানর কথা মুখদি কইয়া ফুড়ানির সাইধ্য নাই, হউ দানর লাগি
তান তারিফ অউক।

সাহাবি হিসাবে হজরত পাউলুছর অধিকার (১০:১-১৩:১৪)

আল্লার খেজমতো হজরত পাউলুছ

10 ও মুমিন ভাইয়াইন, আল-মসীর নরম আর দয়ালু ভাবর কথা ইয়াদ
করিয়া, আমি পাউলুছে তুমরারে মিনত করিয়ার, মানষে কইন, আমি
যেবলা তুমরার লগে রই, অউ সময় আমি বুলে ডরাই ডরাই থাকি,
আর হরিয়া গিয়া হারলে সাওসি অইয়াই। 2 তে যেরা মনো করে, আমরা
দুনিয়াবি মানষর লাখান জিন্দেগি কাটাইয়ার, তারার লগে যতখান সাওস
দেখানি দরকার, আমি চাইরাম, আমি আওয়ার বাদে যানু অতখান সাওস
দেখানি না লাগে। 3 আমরা যুদিও রক্ত-মাংসর মানুষ, অইলে আমরা যে
লাড়াই কররাম, ইতা তো কুনু রক্ত-মাংসর লাড়াই নায়। 4 দুনিয়াবি সিপাইয়ে
যেতা অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া লাড়াই করইন, আমরা তো ইতা দিয়া লাড়াই করি না,
আল্লাই বলে আমরার অস্ত্র-শস্ত্রয় পাড়র উপরর বাংকারও ভাংগিলতো
পারে। 5 আমরার অস্ত্রদি মানষর বানোয়াট যুক্তি বিনাশ করি, আর আল্লারে
চিনার পথে যতো লাখান বাধা-বিঘ্নয় দিলরে আটকাইয়া রাখে, ইতারেও
বিনাশ করি। মানষর মনর হকল কু-চিন্তারে খেদাইয়া হারি আল-মসীর তলে
আনি। 6 তে তুমরা যেবলা ষোলআনা বাইধ্য অইয়া তান তলে আইবায়, হউ
সময় যেতা অবাইধ্য রইবা, ইতারে সাজা দিবার লাগি আমরা জুইত অইমু।
7 তুমরা তো খালি আমরার বাইরর ছুরত দেখছো। কুনু মানষে যুদি নিজরে
আল-মসীর উম্মত মনো করে, তে তার চিন্তা করা জরুর, হে যান উম্মত,
আমরাও তো তান উম্মত। 8 আসলে মালিক ইছায় আমরারে যে অধিকার
দিছইন, ই বেয়াপারে আমি কিছু বড়াই দেখাইলেও তো শরমিন্দা অইতাম
নায়। কারন ই অধিকারর উদ্দেশ্য অইলো, তুমরারে গড়িয়া তুলা, কুনু খেতি
করা নায়। 9 আমার ই লেখা পড়িয়া মনো করিও না, আমি চিঠি দিয়া
তুমরারে ডর দেখাইরাম। 10 কুনু কুনু মানষে মাতইন, "তান লেখা চিঠিন্তে
দিলো ডেক্কা মারে, ইতা শক্তিশালি চিঠি, অইলে তাইন কান্দাত আইলে
দেখা যায়, তাইন কমজুর আর ওয়াজ-নছিয়তও মোটেউ গরম নায়।"
11 অতা মানষরে জানানির লাগি কইরাম, আমরা দুরই থাকি চিঠির মাজদি
যেতা লেখরাম, ছামনে আইলে ঠিক অলাউ করমু।
12 তুমরার মাজর কুনু কুনু জনে তার নিজর তারিফ গায়। তারার লগে তো
আমরার তুলনা চলে না, বা তারার দলর সদইস্য অইতেও সাওস করি না।
তারা তো নিজে নিজে যেতা ভালা মনো করইন, অতার লগেউ তারার
তুলনা করইন, অতাদিউ বিচার করইন, বুজরায় নি, ইতা কতো বড় আম্মক!
13 হুনো, আমরার যতখান বড়াই করা উচিত, এর বেশি করতাম নায়, বরং
আল্লায় আমরার কামর যে সীমানা ঠিক করি দিছইন, আমরা এর ভিতরে

রইয়াউ বড়াই করমু, ই সীমানার ভিতরে তুমরাও আছো। 14 এরলাগি আমরা যেবলা তুমরার গেছে গেছলাম, অউ সময় সীমার বারা তো গেছি না। তুমরার গেছে তো হকল পয়লা আমরাউ আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগ করাত গেছলাম। 15 এছাড়া পরর কাম লইয়া আমরা গৌরব করিয়ার না, ইতা করলে সীমার বারা অইলো অনে। আমরা আশা করিয়ার, তুমরার ইমানি বল বাড়ার লগে লগে তুমরার মাজে আরো বউত কাম করতাম পারমু। 16 হউ সময় তুমরার গেছ থাকি আরো দুরর দেশাইন্তো গিয়া খুশ-খবরি তবলিগ করতাম পারমু। তেউ কুনু মানষে কইতো পারতো নায়, পরর কাম লইয়া আমরা বড়াই করিয়ার। 17 অইলে আল্লার কালামো আছে, "যে মানষে বড়াই করে, হে মালিক-মউলারে লইয়া বড়াই করউক।" 18 কারন নিজর সুনাম নিজে গাইলেউ পরমান অয় না হে ভালা মানুষ, বরং মালিক-মউলায় যার সুনাম গাইন, হে-উ ভালা হিসাবে পরমান অয়।

ভন্ড সাহাবি থাকি হুশিয়ার

11 ও মুমিন ভাই অকল, আমি চাইরাম, আমার থুড়া বেআখলি তুমরা সইয্য করো, আর হাছাউ তুমরা আমারে সইয্য কররায়ও। 2 আল্লাই এশকির জালায় আমার দিলো তুমরার লাগি এক জালা পয়দা অইছে। তে আমি একজন নশার লগে তুমরার বিয়ার মাত-কথা ঠিক করি রাখছি, এন নাম আল-মসী। আমি চাইরাম, সতী কইন্না হিসাবে তুমরারে তান আতো সমজাই দিতাম। 3 অইলে আমি ডরাইয়ার, হউ হাফে যেলা কু-বুদ্ধি দিয়া বিবি হাওয়ারে বে-পথে নিছিলগি, অলাখান তুমরারেও আল-মসীর গেছ থাকি হরাইলিতো পারে, হে তুমরার দিলর খাটি ভাব আর মনর নিশানা আলাইলিবো। 4 কারন আমরা যে ইছার বেয়াপারে তবলিগ করছি, অইন্য জনে যেবলা তানরে ছাড়া দুছরা কুনু ইছার কথা তবলিগ করে, তুমরা ইতা মানরায়। আর তুমরা যে পাক রুহ পাইছো, অউ পাক রুহ ছাড়া দুছরা কুনু রুহ পাইলে, বা যে খুশ-খবরি তুমরা মানরায়, ই খুশ-খবরি ছাড়া দুছরা কুনু খুশ-খবরি হুনলে, খুব খুশি অইয়াউ মানিলিরায়। 5 অইলে আমি মনো করি না, হউ নাম-ডাকি সাহাবি দল থাকি আমি কুনুমন্তেউ হুরু। 6 আমি যুদিও খুব মিঠা মিঠা সুরে ওয়াজ করতাম পারি না, তেবউ আমার তো আখল-বুদ্ধির কমতি নায়, ইতা তো আমি হকল নমুনায় হকল হালতে তুমরারে দেখাইছি।

7 তুমরার উন্নতি দেখানির লাগি আমি বিনা বেতনে আল্লার দেওয়া খুশ-খবরি তবলিগ করিয়া নিজরে নিচা করছি, ইতা কুনু পাপ করছি নি? 8 তুমরার খেজমতর লাগি আমি অইন্য জমাত অকলর গেছ থাকি সাইয্য আনছি, কইতে গেলে তারারে লুটিয়া আনছি। 9 তুমরার গেছে রওয়ার কালো আমি যেবলা অভাবো পড়লাম, হউ সময়ও আমি কেউরর বোঝা অইছি না। কারন মাকিদনিয়া থাকি যেতা ভাইয়াইন আইছলা, তারা আমারে সাইয্য করছইন। তে কুনু হালতেউ আমি তুমরার বোঝা অইছি না, অইতামও নায়। 10 আল-মসীর যে হকিকতি আমার ভিতুরে আছে অউ হকর বলেউ আমি কইরাম, আস্তা গ্রীস দেশর কুনু জাগাতউ আমার ই বেটাগিরি কেউ বন্দ করতো পারতো নায়। 11 আমি ইলা মাতার কারন কিতা? আমি তুমরারে মায়া করি না নি? এক আল্লায়উ জানইন, আমি তুমরারে কতো মায়া করি।

12 নিজর বড়াই-বেটাগিরি দেখাইয়া যেগুইন আমরার হমানি অইতা চাইন, ইতায় যানু ই সুযোগ না পাইন, অতার লাগি আমি যেখান করাত আছি, ইখান করাত রইমুউ। 13 আসলে তো ইতা অইলা ভন্ড সাহাবি আর টগ কামলাইন। তারা নিজরে আল-মসীর সাহাবি দেখাইতো করি নিজর ছুরত বদলিলায়। 14 এতে তাইজ্জুব অওয়ার কুন্তা নায়, ইবলিছেও তো নিজরে নুরর ফিরিস্তা দেখানির লাগি তার ছুরত বদলায়। 15 এরলাগি যেগুইন্তে ইবলিছর খেজমত করইন, তারাও যুদি নিজর ছুরত বদলাইয়া দেখাইন তারা নেক কাম কররা, তে তাইজ্জুব অওয়ার কিতা আছে? তারার কামর ফল তারা আখেরাতো পাইবো।

সাহাবি কামর লাগি হজরত পাউলুছর জুলুম-কষ্ট

16 আমি আরকবার কইরাম, আমারে যানু কেউ পাগল মনো না করে। আর যুদি ইলা মনো করিলাও, তে আমারে এক পাগল হিসাবেউ সমজিলাও, যাতে আমিও থুড়া বড়াই করার সুযোগ পাই। 17 আমি অখন যেতা কইরাম, ইতা মালিক ইছার হুকুমে কইরাম না, খালি নিজর বড়াই দেখানিত গিয়া পাগলামি কররাম। 18 বউত জনে যেবলা দুনিয়াবি বিষয় লইয়া বড়াই দেখাইরা, তে আমি কেনে দেখাইতাম না? 19 তুমরা তো বেশি আখলদার, এরলাগি বেআখল অকলরে খুশ দিলে সইয্য করো। 20 খালি ইখান নায়, কেউ যুদি তুমরারে নিজর গুলাম বানাইয়া রাখে, তুমরারে তার শিকার বানাইলায়, ফান্দো ফালায়, তুমরার উপরে উস্তাদি করে বা তুমরার গালো চড় মারে, তা-ও তো তুমরা খুশি অইয়া সইয্য কররায়। 21 অইলে আমি খুব শরমিন্দা অইয়া স্বীকার করিয়ার, ইতা বেয়াপারে তুমরার গেছে আমরা বড় কমজুর আছলাম, ইলা নেতাগিরি করতাম পারছি না।

অইন্য মানষে যেতা লইয়া বড়াই করার সাওস পায়, আমারও সাওস আছে ইতা বেয়াপারে বড়াই দেখানির, আমি খালি পাগলর লাখান ইতা মাতিরাম। 22 যেতায় বড়াই-বেটাগিরি দেখাইন, তারা কিতা ইবরানি জাতির নি? আমিও তো তারার লাখান। তারা বনি ইছরাইল জাতির নি? আমিও অলা। তারা হজরত ইব্রাহিমর আওলাদ নি? আমিও তো। 23 তারা আল-মসীর খেজমতকারি নি? আমি আরো বড় খেজমতকারি। মনো রাখিও, আমি পাগলর লাখান মাতিরাম। আমি আল-মসীর খেজমতো লাগিয়া তারা থাকি বউত বেশি মেনত করছি। বউত বার জেল খাটছি, বউত বার মাইর-ধইর খাইছি, আর বউত বার মউতর মুকাবিলা অইছি। 24 ইহুদি অকলে আমারে পাচ বার দুররা মারছইন, পরতেক বার উনু চাল্লিশটা করি দুররা খাইছি। 25 তিনবার আমারে ছিংলাদি মারা অইছে। একবার আমারে পাত্থর মারা অইছে। তিনবার আমার জাজ ডুবি গেছিল, আর এক দিন এক রাইত দরিয়ার পানিত ভাসাইল আছলাম। 26 আমি বউত দেশ ছফর করছি। বান-পানির আতো, চুর-ডাকাইতর আতো, নিজর জাতির আতো আর ভিন জাতির আতো আমি মছিবতো পড়ছি। এছাড়া টাউনো, মরুভুমিত, দরিয়াত, আর ভন্ড মুমিন অকলর আতোও আমি মছিবতো পড়ছি। 27 অউ দুখ-মছিবতর মাজেও জানে-পরানে মেনত করছি, বউত রাইত উজাগরি করছি, খানি-পানির লাগি কষ্ট পাইছি, বউত উপাস-খাপাস রইছি, শীত আর কাপড়-চুপড়র অভাবেও কষ্ট পাইছি। 28 ইতা ছাড়াও আল-মসীর জমাত অকলর লাগি আমি পরতেক দিন চিন্তা করি। 29 কেউ কমজুর অইলে আমি নিজেও তার কমজুরির ভাগি অই না নি? কুনু কু-সংগির তালো পড়িয়া কেউ গুনার পথে গেলেগি, আমি অশান্তি করি না নি?

30 আমি যুদি বড়াই দেখাইতাম চাই, তে অউ কমজুরি লইয়াউ বড়াই করমু। 31 আমরার আল্লা পাক আর মালিক ইছা আল-মসীর গাইবি বাফ, যেইন হামেশা গৌরব পাওয়ার লাখ, তাইন নিজেউ জানইন, আমি কুন্তাউ মিছা মাতরাম না। 32 দামেস্কর বাদশা আরিতার হাকিম ছাবে আমারে ধরার লাগি দামেস্ক টাউনো পারা দেওয়ার হুকুম দিছলা। 33 অইলে টাউনর বাউন্ডরির ওয়ালর মাজে যে খিড়কি আছিল, মুমিন ভাইয়াইন্তে এক টুকরিত করি অউ খিড়কি বায়দি আমারে মাটিত লামাই দিছলা, অউ নমুনায় আমি তান আত থাকি বাগিছি।

হজরত পাউলুছর খাছ দরশন

12 তে আমার আরো কিছু বড়াই করা দরকার, ই বড়াইয়ে কুনু ফায়দা নাই, অইলে মালিক ইছায় যে দরশন দেখাইছইন আর যেতা জানাইছইন, ইতা অখন কইরাম। 2 হজরত ইছার একজন খাদিমরে আমি চিনি, অখন থাকি চৌদ্দ বছর আগে মেরাজ শরিফর লাগি তানরে বেহেস্তো তুলিয়া নেওয়া অইছিল। তাইন জান্নাতুল-ফেরদৌছো গেলা, ই সময় তাইন স-শরিলে গেছইন কি না জানি না, খালি আল্লায়উ জানইন। 3 তে এনরে আমি চিনি, অইলে তানে স-শরিলে নেওয়া অইছে কি না আমি জানি না, খালি আল্লা পাকে জানইন। 4 মেরাজ শরিফো নিয়া হারলে তান লগে বউত বাতচিত করা অইছে, ইতা বাতচিত মানষরে হুনানি ঠিক নায়। 5 অউলা মানষরে লইয়া আমি বড়াই করমু। আমার নিজরে লইয়া কুনু বড়াই নায়, খালি আমার কমজুরির লাগি বড়াই করমু। 6 অউ বড়াই দেখাইতে চাইলেও, আমি কুনু বেআখলি করতাম নায়, খালি হাছা মাত মাতিমু। তা-ও আমি বড়াই দেখানি বাদ দিলাইলাম, কিযানু আমার কাম-কাজ দেখিয়া বা আমার মুখর জবানবন্দি হুনিয়া, মানষে অখন আমারে যতখান মনো করইন, এর চাইতে বেশি মনো করিলাইন।

7 আল্লায় আমারে অতো বাতুনি বেয়াপার জানানিয়ে আমার দিলো যানু অহংকার না আয়, অউ নিয়তে তাইন আমার শরিলো একটা রিপু দিলা, আমারে কষ্ট দিবার লাগি, অউ রিপু অইলো ইবলিছর চেলা। 8 মালিক ইছার দরবারো আমি তিন বার আরজ করছলাম, অউ রিপুগু আমার গেছ থাকি হরাইয়া নিতাগি। 9 অইলে তাইন জুয়াপ দিলা, "আমার রহমতউ তুমার বউততা, আমার বল-শক্তি মিলে খালি কমজুর হালতে।" এরলাগি আমার কমজুরির বেয়াপারে আমি খুশি মনেউ বড়াই করমু, যাতে আল-মসীর অউ বল-শক্তি আমার মাজে বসত করে। 10 তে আল-মসীর নামর লাগি নানান লাখান কমজুরি, বেইজ্জতি, অভাব-অনটন, জুলুম-মছিবত, আর বে-ফানাত পড়লেও আমি খুশি অই। কারন কমজুর হালতেউ আমি বলবান অই।

করিন্থ জমাতর লাগি চিন্তা-ভাবনা

11 আমি পাগল অইছি ঠিকউ, অইলে তুমরাউ আমারে পাগল অইতে বাইধ্য করছো। তুমরার উচিত আছিল আমার তারিফ করা। আমি যুদিও খুব সাধারন মানুষ, তেবউ তুমরার হউ নাম-ডাকি সাহাবি দল থাকি কুনুমন্তেউ হুরু নায়। 12 আমি নিজরে একজন হক সাহাবি হিসাবে পরমান করছি, বউত সইয্য করিয়া তুমরার মাজে নানান নমুনার কেরামতি কাম, কুদরতি নিশানা আর মোজেজা দেখাইছি। 13 আইচ্ছা কওছাইন, অইন্য জমাত অকল থাকি তুমরা কুনুমন্তে হুরু নি? অয়, খালি একটা বেয়াপারে হুরু আছো, ইতা অইলো, আমি তুমরার গেছে বোঝা অইছি না। ই ভুলর লাগি আমারে মাফি দেও।

14 হুনো, আমি তুমরার গেছে যাওয়ার লাগি অউ তিন নম্বর বার জুইত অইলাম, তে আমি কুনু বোঝা অইতাম নায়, তুমরার গেছে কুনু ধন-ছামানা চাইরাম না, খালি তুমরারে চাইরাম। মা-বাফর লাগি ধন-ছামানা জমানি তো আওলাদর ফরজ নায়, বরং মা-বাফর উচিত অইলো আওলাদর লাগি ধন জমানি। 15 তে আমি খুব খুশি অইয়াউ তুমরার লাগি আমার হকলতা খরচ করমু, আমার নিজরেও বিলাই দিমু। আমি যেবলা তুমরারে বেশ করি মায়া-মহব্বত করিয়ার, তে তুমরা কেনে আমারে কম মায়া কররায়?

16 যাই অউক, আমি তুমরার উপরে বোঝা অইছি না, আরনায় কেউ কইলিতো পারে, আমি চালাকি করিয়া তুমরারে ধুকা দিছি। 17 আর তুমরার গেছে আমি যেরারে পাঠাইছলাম, এরারেদি তুমরারে টগাইছি নি? 18 তীতাছ ভাইরে আমি মিনত করলাম তুমরার গেছে যাওয়ার লাগি, তান লগে হউ ভাইরেও পাঠাইলাম। তে অউ তীতাছে তুমরারে টগিছইন নি? আমি আর তীতাছ, আমরা দুইওজনে তো একই রুহে আর একই নিয়তে কাম করি। 19 আইচ্ছা, তুমরা মনো কররায় নি, অউ চিঠি লেখিয়া আমরা নিজর দুষ কাটাইরাম? না, ইখান ঠিক নায়, ও দুস্ত অকল, আমরা আল-মসীর খাদিম হিসাবে আল্লা পাকরে আজির-নাজির রাখিয়া লেখরাম, তুমরারে গড়িয়া তুলার নিয়তেউ ইতা কইরাম। 20 আসলে আমার খুব ডর করের, আমি যেবলা তুমরার গেছে আইমু, আইয়া হারি তুমরারে যেলা দেখতাম চাইরাম, তুমরা যুদি ইলাখান জুইত না অও, আর তুমরাও আমার যে রুপ দেখতায় চাও না, আমি যুদি হউ রুপ দেখানি লাগে। বা আইয়া দেখি তুমরার মাজে

কাইজ্জা-ফসাদ, ইংসা-নিন্দা, রাগ-গুছা, দলাদলি, পরর বদনাম গাওয়া, গিবত গাওয়া, বড়াই-বেটাগিরি আর গোলমাল আছে। 21 আমার ভিতরে ডর করের, আমি আরকবার যেবলা তুমরার গেছে আইমু, অউ সময় আমার আল্লায় নি তুমরার ছামনে আমারে শরমিন্দা বানাইলাইন, যেতা মানষে গুনা করছইন, যেতায় নাপাকি কাম, জিনা, আর বদমাইশি করিয়া তৌবা করছে না, অতারে দেখিয়া নি আমি মনর মাজে কষ্ট পাই।

করিন্থ জমাতরে আখেরি হুশিয়ারি

13 ভাইয়াইনরে, আমি অউ তিন নম্বর বার তুমরার গেছে আইরাম। জানো তো, আল্লার কালামো আছে, “দুই বা তিন জন মানষে একই লাখান সাক্ষি দিলে অউ বেয়াপার হাছা পরমান অয়।” 2 তে আমি যেবলা দুছরা বার তুমরার গেছে গেছলাম, হউ ছফরর আগে যেরা গুনা-কছুরি করছিল, আমি তারারে আর বাদ্-বাকি হকলরে হুশিয়ার করি দিছলাম। আর অখন আমি নিজে আজির না অইলেও তারারে অলা হুশিয়ার করি দিরাম, আমি আরকবার আইলে তারা কেউ রেহাই পাইতা নায়। 3 তুমরা বুলে পরমান চাইরায়, আমার মুখ দিয়া আল-মসীয়ে মাতিরা নি। আসলে আল-মসী তো তুমরার বেয়াপারে কুনুমন্তেউ কমজুর নায়, তান নিজর বল-শক্তি তুমরার মাজে আজির আছে। 4 যুদিও তানরে কমজুর হালতে সলিবর উপরে লটকাইয়া জানে মারা অইছিল, তা-ও আল্লার কুদরতি বলে তাইন অখন জিন্দা আছইন। আর আমরাও অলা তান লাখান কমজুর আছি, অইলে তান লগে জিন্দা রওয়ায় আল্লাই কুদরতি বলে তুমরার গেছে আইয়া মুকাবিলা অইমু।

5 তুমরা নিজরে যাচাই করি দেখো, আল-মসীর উপরে হাছারর ইমান আছে নি? তুমরা বুজো না নি, ইছা আল-মসী তুমরার দিলো আছইন। খিয়াল রাখিও, যাচাই করাত গিয়া যানু তুমরার মাজে ভেজাল না মিলে। 6 আর আমি আশা করি তুমরা বুজবায়, আমরা তো খাটি হিসাবে পরমান অইগেছি। 7 আমরা আল্লার দরবারো মুনাজাত কররাম, তুমরা হকল লাখান বদ কাম থাকি বাচিয়া রও। আমরা নিজর পরেজগারির পরমান দেখানির লাগি ইখান কইরাম না। আর মানষে আমরারে পরেজগার মনো না করলেও, তুমরা হামেশা নেক কাম করাত রও। 8 আমরার খেমতা অইলো হকর পক্ষে, না-হকর পক্ষে আমরার কুনু বল নাই। 9 তে আমরা যেবলা কমজুর আর তুমরা বলবান, ইতা দেখলে আমরা খুশি। আমরা দোয়া করিয়ার, তুমরা তৌবা করিয়া হারি পুরাপুর খাটি অও। 10 এরলাগি আমি তুমরার গেছ থাকি দুরই রইয়া ইতা লেখরাম, যাতে তুমরার ছামনে আইয়া হারলে মালিক ইছার দেওয়া খেমতা খাটাইয়া কটু বেবহার করা না লাগে। মালিকে আমারে ই খেমতা দিছইন তুমরারে গড়িয়া তুলার লাগি, খেতি করার লাগি নায়।

বিদায়ি ছালাম আর দোয়া

11 ও ভাই অকল, হেশ-মেশ কইরাম, তুমরা খুশি-বাসি করো, নিজরে কামিল বানাও, একে-অইন্যরে নছিয়ত করো, একই মনোভাবে রও, শান্তিয়ে বসত করো। তেউ শান্তির আর মহব্বতর আল্লাও তুমরার লগে লগে রইবা।
12 তুমরা একে-অইন্যে পবিত্র গলাগলি করিও। 13 আল্লার হকল পাক বন্দায় তুমরারে ছালাম জানাইরা।
14 মালিক ইছা আল-মসীর রহমত, আল্লা পাকর মহব্বত, আর পাক রুহর খাতির-যতন তুমরা হকলর দিলো রউক। আমিন॥

আল-গালাতিয়া

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ) চিঠির আকারে অউ ছিপারা লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ১৬ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে। হজরত পাউলুছ বর্তমান তুরস্ক দেশর গালাতিয়া এলাকাত গিয়া তবলিগ করলা, খালি হজরত ইছার উপরে ইমান আনলেউ নাজাত মিলে। অইলে তাইন হন থাকি যাওয়ার বাদে কয়জন ইহুদি মৌলানা আইয়া কইলা, খালি ইমান আনলেউ নাজাত মিলে না, এরলগে ইহুদি ধর্ম মাফিক মুছা নবীর শরিয়তও মানতে অইবো। তারার অউ ভন্ডামি তালিম থাকি বাচানির লাগি তাইন অউ পয়গাম লেখলা।

তাইন বুজাইরা, আল্লার ওয়াদা করা আল-মসীর উপরে ইমান আনলেউ নাজাত পাওয়া যায়, নাজাতর লাগি মুছার শরিয়ত আমল করার জরুর নায়। অইলে নাজাতর ফল অইলো শরিয়তর হুকুম-আহকাম মাফিক চলা।

অউ জমানার ইহুদি আর অইন্য জাতির মাজে কুনু বনি-বনা আছিল না। ইহুদি অকলে মনে করতা খালি তারাউ আল্লার মায়ার জাতি, তারা ছাড়া বাদ-বাকি হকল মানুষউ বে-দীন আর নাফরমান। অইলে হজরত পাউলুছে কইরা, না, ইহুদি বা অইন্য জাতি এরা হকলউ নাফরমান, কুনু মানষরউ তাক্কত নাই ষোলআনা শরিয়ত আমল করা, এরলাগি হকলউ লান্নতি বনিগেছে। তে ইছা আল-মসী ছাড়া বাচার কুনু পথ নাই।

এরমাজে আছে,

(ক) আল্লাই খুশ-খবরি খালি একটাউ
(খ) হজরত পাউলুছ কিলা সাহাবি অইলা
(গ) শরিয়ত না রহমত?
(ঘ) মুমিন অকলর স্বাধীনতা
(ঙ) একে-অইন্যর আছান করো

আল্লাই খুশ-খবরি খালি একটাউ

1 আমি পাউলুছ, ইছা আল-মসীর একজন সাহাবি। আমি কুনু মানষর হুকুম-পরামিশে বা কুনু মানষর উছিলায় সাহাবি অইছি না। খালি ইছা আল-মসী আর আমরার গাইবি বাফ আল্লা, যেইন আল-মসীরে মুর্দা থাকি জিন্দা করি তুলছইন, এরার গেছ থাকিউ খেলাফতি পাইছি। 2 আমি আর আমার লগর হকল মুমিন ভাইয়াইন্তে মিলিয়া, গালাতিয়া দেশর ইছায়ী জমাত অকলর গেছে অউ ছহিফা খান লেখরাম।
3 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর ইছা আল-মসীয়ে তুমরারে রহমত আর শান্তি দান করউক্কা। 4 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকর মুনশায়, হউ ইছায় আমরার গুনার মাফির লাগি নিজর পবিত্র জান কুরবানি দিছইন, যাতে অউ খারাপ জমানার আত থাকি আমরারে বাচাইতা পারইন। 5 আল্লা পাকর তারিফ হর-হামেশা জারি রউক। আমিন।

6 আমি বড় তাইজ্জুব অইগেছি, আল-মসীর রহমে যেইন ডাকিয়া আনিয়া তুমরারে নিজর বন্দা বানাইছইন, তানে ছাড়িয়া তুমরা কিলা অতো জলদি আরক নমুনার খুশ-খবরির বায় ফিরিগেলায়। 7 আসলে তো ইটা কুনু খুশ-খবরিউ নায়। অইলে কয়জন মানুষ আছে, যেতায় তুমরার ইমান লইয়া খেইড় খেলাইরা, তারা আল-মসীর খুশ-খবরিরে উল্টা-পাল্টা করিলতা চাইরা। 8 হুনো, আমরা যে খুশ-খবরি তুমরার গেছে তবলিগ করছি, অউ খুশ-খবরি ছাড়া দুছরা কুনু খুশ-খবরি যুদি তুমরার গেছে তবলিগ করা অয়, ইতা যুদি আমরা নিজেউ করি, বা আছমানি কুনু ফিরিস্তায় আইয়া করইন, তে অগুর উপরে লান্নত পড়উক। 9 আমি আগে যেমনে কইছি, অখন হিরবার অউলা কইরাম, আগর যে খুশ-খবরি তুমরা মানছো, ইতা ছাড়া দুছরা কুনু খুশ-খবরি কেউ তুমরার গেছে তবলিগ করলে, অগুর উপরে লান্নত পড়উক।
10 ইতা করিয়া আমি কার গেছ থাকি তারিফ পাইতাম চাইয়ার, কুনু মানষর গেছ থাকি না আল্লার গেছ থাকি? আমি কুনু মানষরে খুশ করার চেষ্টা করিয়ার নি? আমি যুদি অখনও মানষরে খুশ করার চেষ্টা করতাম, তে আমি আল-মসীর খাদিম অইলাম না অনে।

হজরত পাউলুছ কিলা সাহাবি অইলা

11 ও ভাইছাব অকল, আপনারা জানিয়া রাখউক্কা, আমি যে খুশ-খবরি তবলিগ করছি, ইতা তো কুনু মানষর বানাইল মতবাদ নায়। 12 আমি ইতা কুনু মানষর গেছ থাকি পাইছি না, কেউ আমারে ইতা হিকাইছেও না। খালি ইছা আল-মসীয়ে নিজে আমার গেছে ইতা জাইর করছইন।
13 আমি আগে যেবলা ইহুদি ধর্ম মানতাম, হউ সময় আমার চাল-চলন কিলা আছিল ইতা তো তুমরা হুনছো। আমি আল্লার জমাত অকলরে কত বেশি জুলুম করতাম, আর ইতারে বিনাশ করার চেষ্টাত আছলাম, এওতা তুমরা জানো। 14 আমার বাফ-দাদার গেছ থাকি পাওয়া শরা-রছুমত মানাতও আমি খুব খিয়ালি আছলাম। এরদায় আমার বয়সি ইহুদি অকলর মাজে আল্লা-বিল্লা করাত আমি বউত আগুয়াইল আছলাম। 15 অইলে আল্লায় তো আমার মা'র পেটো থাকতেউ আমারে পছন্দ করছইন, তাইনউ নিজর রহমতে আমারে দাওত দিছইন। তান মুনশা আছিল, 16 আমি তান খাছ মায়ার জনর দিদার পাইয়া, অইন্যান্য জাতির গেছে খুশ-খবরি তবলিগ করি। তে অউ দিদার পাইয়াও আমি কুনু আদম জাতর লগে পরামিশ করছি না। 17 আর আমার আগর কুনু সাহাবির লগে মুলাকাত করার লাগি আমি জেরুজালেম টাউন খানৌও গেছি না। বরং আমি আরব দেশো গেছলামগি, গিয়া ঘুরি-ফিরি হিরবার দামেস্ক টাউনো আইছি।
18 এর তিন বরছ বাদে সাহাবি পিতরর লগে মুলাকাত করার নিয়তে জেরুজালেম গেছলাম, গিয়া তান অনো পনরো দিন আছলাম। 19 অউ সময় হজরত ইছার ভাই সাহাবি ইয়াকুব ছাড়া, দুছরা কুনু সাহাবির লগে আমার দেখা অইছে না। 20 এক আল্লা সাক্ষি আছইন, আমি অউ যেতা লেখলাম, এর একটা হরফও মিছা নায়। মনো রাখবা, অউ খুশ-খবরি তো কুনু মানষর গেছ থাকি পাইছি না, খালি ইছা আল-মসীয়ে নিজে আমার গেছে জাইর করছইন।
21 বাদে আমি সিরিয়া আর কিলিকিয়া দেশর বউত জাগাত গেছলাম। 22 অউ সময় এহুদিয়া জিলার ইছায়ী জমাত অকলেও আমারে চিনতা না। 23 তারা খালি অউ খবর হুনছিলা, "আগে যে বেটায় আমরার উপরে জুলুম করতো, আর ইছার নামরে দুনিয়া থাকি তুড়িলিতো চাইছিল, অখন হউ বেটায় আল-মসীর ইমানর খুশ-খবরি তবলিগ করের।" 24 আমি ইমান আনিয়া বদলি যাওয়ায়, তারা আল্লার শুকুর-তারিফ করতা।

জমাতে হজরত পাউলুছরে কবুল করলা

2 চৌদ্দ বরছ বাদে বার্নাবাছর লগে অইয়া আমি হিরবার জেরুজালেম গেলাম, অউ সময় তীতাছরেও লগে নিলাম। 2 আল্লাই হুকুমে আমি হনো গেলাম। গিয়া হনর ভাইয়াইনরে কইলাম, অইন্যান্য জাতির গেছে আমি কুন খুশ-খবরি তবলিগ করি। অইলে জমাতর মুরব্বি অকলরে ইতা নিরালায় কইলাম, আমার চিন্তা আছিল, আমার অতো দৌড়র কাম যাতে বেকামা না যায়। 3 আমার লগর ভাই তীতাছ অ-ইহুদি অইলেও, তান মছলমানি কাম করানির লাগি এরা কুনু চাপ দিছে না। 4 আসলে ইমানদার দলর ভিতরে কয়জন মুনাফিক হামানিয়ে অলা অইলো। ইছা আল-মসীর উম্মত বনায় আমরা যে স্বাধীনতা পাইছি, অতার খুত ধরার লাগিউ এরা হামাইছিল, যাতে আমরারে মুছার শরিয়তর গুলামিত রাখতো পারে।
5 অইলে আমরা এক পলকর লাগিও তারার গুলামি মানলাম না, যাতে খুশ-খবরির হকিকতি তুমরার গেছে কাইম রয়।
6 আর জমাতর নাম-ডাকি জন অকলর লগে আমি মাতিলাম, এরা যেইনউ অইন না কেনে, ইতায় আমার কুন্তাউ যায় আয় না, আল্লায় তো মুখ চাইয়া মছলমানি করইন না। এরা তো আমারে নয়া কুন্তা দিছইন না, 7 বরং তারা বুজিলিলা, ইহুদি সমাজর গেছে খুশ-খবরি তবলিগো পিতররে যেলা দায়িত্ব দেওয়া অইছিল, অউ লাখান অইন্যান্য জাতির গেছে তবলিগর

দায়িত্ব আমারে দেওয়া অইছে। 8 তারা অখান দেখলা, ইহুদি অকলর গেছে সাহাবি-কামো পিতররে যেইন চালাইছইন, হউ আল্লায়উ অইন্যান্য জাতির মাজে সাহাবি-কামো আমারে চালাইছইন। 9 অখান দেখিয়া জমাতর গইন্য-মাইন্য মুরব্বি, মানি ইয়াকুব, পিতর আর হান্নানে বুজিলিলা, আল্লার তরফ থনে আমি খাছ রহমত পাইছি। তেউ তারাও আমরার লগে একমত আছইন অখান দেখাইতা করি, আমার আর বার্নাবাছর লগে তারার আত মিলাইলা। আর অউ মাতে রাজি অইলা, আমরা তবলিগ করমু অইন্যান্য জাতির গেছে, অইলে তারা তবলিগ করবা ইহুদি সমাজর গেছে। 10 তারা খালি একখান আবদার করলা, আমরা যানু জমাতর গরিব অকলর বায় খিয়াল রাখি। আসলে আমারও অলা করার খুব ইচ্ছা আছিল।

হজরত পাউলুছ আর পিতরে অমিল

11 বাদে পিতর আন্তিয়খিয়া টাউনো আইলা। এরমাজে তাইন এক বড় অইন্যায় করায় আমি তান মুখর ছামনেউ আপত্তি জানাইলাম। 12 অউ সময় ইহুদি থাকি মুমিন অওয়া একদল মানষে ফতোয়া দিতা, অইন্যান্য জাতি থাকি যেরা ইছার উম্মত অয়, তারার মছলমানি কাম করানি জরুর। অউ ফতোয়া দলর কিছু মানুষ সাহাবি ইয়াকুবর গেছ থাকি আইবার আগে পিতরে অইন্য জাতির লগে মিলা-মিশা করি খানা-দানা খাইতা। ইটা তো খুব ভালা। অইলে এরা আওয়ায় এরার ডরে তাইন অউ ভালা কাম বন্দ করিল্লা। অকটাউ বড় অইন্যায়। 13 আন্তিয়খিয়ার আরো বউত ইহুদি মুমিনেও পিতরর লগে অউ ভন্ডামিত সামিল অইলা। হেশ-মেশ বার্নাবাছিও তারার লগে ভুল পথে পাও দিলাইলা।

14 অইলে আমি যেবলা দেখলাম, খুশ-খবরির হকিকতর লগে তারার কাম-কাজ মিলের না, অউ হকলর ছামনে পিতররে কইলাম, “আপনে ইহুদি অইয়াও যুদি ইহুদি নিয়ম বাদ দিয়া অইন্য জাতির লাখান চলইন, তে অইন্য জাতিরে কেনে অখন ইহুদি নিয়ম মানার তাগিদ দিরা? 15 আপনে-আমি দুইওজনউ তো ইহুদি, নাফরমান অ-ইহুদি কুলো জন্মিছি না। 16 এরবাদেও তো আমরা জানি, মুছার শরিয়ত আমল করলেও আল্লায় মানষরে দীনদার কইয়া কবুল করইন না, খালি ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনলেউ দীনদার কইয়া কবুল করইন। এরদায়উ আমরা তান উপরে ইমান আনছি, যাতে শরিয়তর আমলে নায়, অইলে আল-মসীর উপরে ইমান আনায় আমরারে দীনদার কইয়া কবুল করইন। কারন শরিয়ত আমল করলেও কুনু মানষরে দীনদার কইয়া গনা অইতো নায়।”

17 অইলে অখন আমরা আল-মসীর তরিকায় দীনদার বনতাম চাইরাম করি, ইহুদি শরার নিয়ম-কানুন বাদ দিলাইছি। এতে যুদি কুনু কুনু জনে আমরারে নাফরমান কইন, তে কিতা বুজা যায়, আল-মসীয়ে কুনু গুনার খেজমত করইন নি? নাউজুবিল্লা, নিচয় না। 18 আমি নিজে যেতা বাদ দিলাইছি, অতা যুদি হিরবার করি, তে তো নিজেউ নিজরে দুষি পরমান করিয়ার। 19 শরিয়তর নিয়মে শরিয়তর আতোউ আমার মউত অইগেছে, যাতে আল্লার তারিফর লাগি আমি জিন্দা রই। 20 তে ধরিলাও, আমারে আল-মসীর লগে গাছো লটকাইয়া কাতল করা অইছে। আমি আর জিন্দা নায়, আমার কায়ার মাজে আল-মসীউ জিন্দা আছইন। অউ কায়ায় অখন যে জিন্দেগি কাটাইরাম, ইটা আল্লার খাছ মায়ার জনর উপরে ইমানর বলে কাটাইরাম। তাইন আমারে মহব্বত করিয়া, আমারে তরানির লাগি নিজর জান কুরবানি দিছইন। 21 আল্লা পাকর ই রহমত আমি বিফল অইতে দিতাম নায়। শরিয়ত আমল করিয়া যুদি মানুষ দীনদার বনিযিতো, তে আল-মসী খামোখা কুরবানি অইলা নি?

শরিয়ত না রহমত?

3 ও বেআখল গালাতি অকল, তুমরারে খেগিয়ে যাদু করছে? তুমরার গেছে তো খুলা-মেলা আর ছাফ-ছফা তবলিগ করা অইছে, ইছা আল-মসীরে গাছো লটকাইয়া কাতল করা অইছিল। 2 তে অখন আমি খালি অউ কথাখান জানতাম চাইরাম, তুমরা যে পাক রুহ পাইছো, ইটা কিতা মুছার শরিয়ত আমল করিয়া পাইছো নি? না খুশ-খবরি হুনিয়া ইমান আনায় পাইছো? 3 তুমরা কুনু অলা বেআখল নি? পাক রুহর বলে নয়া জিন্দেগি শুরু করিয়া, অখন নিজর বলে কামিয়াব অইতায় চাইরায়? 4 তে খামোখা অতো দুখ-কষ্ট করলায় নি? আমি আশা করি তুমরার ই কষ্ট মোটেউ বেহুদা গেছে না। 5 আইচ্ছা, আল্লায় তো তুমরারে পাক রুহ দান করছইন, আর তুমরার মাজে বউত কেরামতি কামও করছইন। তে কওছাইন, তান শরিয়ত মানায় তাইন ইতা করলা নি? না খুশ-খবরি হুনিয়া তুমরা ইমান আনায় ইতা করছইন?

6 ইব্রাহিম নবীর বেয়াপার খান দেখো, আল্লার কালামো আছে, “ইব্রাহিমে আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায়, আল্লায় তানরে দীনদার কইয়া কবুল করলা।” 7 এরদায় তুমরাও সমজিলাও, যেরা ইমান আনে, তারাউ ইব্রাহিমর আসল আওলাদ। 8 আছমানি কিতাবো আগেউ বাতাইল অইছে, আল্লার উপরে ইমান আনলেউ তো তাইন অইন্যান্য জাতিরে দীনদার কইয়া কবুল করইন। ইব্রাহিমর গেছে অউ আয়াতর খুশ-খবরি আগেউ জানাইল অইছিল, “তুমার উছিলায় দুনিয়ার তামাম জাতিয়ে বরকত পাইবা।” 9 তে বুজা যায়, আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায় ইব্রাহিমে যেলা বরকত পাইছইন, তান বাদে যেরা ইমান আনবা তারাও অলা বরকত পাইবা।

10 আছমানি কিতাবে কয়, “যে মানষে শরিয়তর কিতাবো লেখা তামাম হুকুম-আহকাম আমল না করে, হে লান্নতি।” অন থাকি বুজা যায়, যেরা শরিয়ত মানার উপরে ভরসা করে, তারা হকলর উপরেউ ই লান্নত আছে। 11 আল্লার কালামে বাতায়, “দীনদার কইয়া যারে কবুল করা অয়, হে তার ইমানর জরিয়ায় জিন্দেগি পাইবো।” এরদায় বুজা যায়, শরিয়তর হুকুম-আহকাম মানলেও আল্লায় কেউররে দীনদার কইয়া কবুল করইন না।

12 অইলে শরিয়তে কয়, “শরিয়তর হুকুম-আহকাম মাফিক যে মানুষ চলে, হে শরিয়তর মাজদিউ জিন্দেগি কাটাইবো।” তে তো বুজা যায়, শরিয়তে ইমানর উপরে ভরসা করে না। 13 শরিয়তর বরখেলাফ করায় আমরার উপরে যে লান্নত আছিল, অউ লান্নত আল-মসীয়ে তান নিজর কান্দো নিয়া আমরারে আজাদ করছইন। আল্লার কালামো তো আছে, “গাছো লটকাইয়া যারে কাতল করা অয়, হে লান্নতি।” 14 আল্লায় ইব্রাহিম নবীরে যে বরকত দান করছইন, ইছা আল-মসীর জরিয়ায় অউ বরকত যাতে অইন্য জাতি অকলেও পাইন, আর আমরাও যাতে ইমানর মাজদি ওয়াদা করা হউ পাক রুহ পাই, অতার দায়উ আল-মসীয়ে ই লান্নত নিজর কান্দো নিছইন।

শরিয়ত আর ওয়াদা

15 ও ভাই অকল, আমি দুনিয়াবি কথাদি বুজাই দিরাম। দুই পক্ষ মানষর মাজে যেবলা কুনু চুক্তি পাকা-পুক্ত অইযায়, অউ চুক্তি এক পক্ষয় আর বাতিল করতো পারে না, বা এর মাজে নয়া কুন্তা লাগাইতোও পারে না। 16 তে ইব্রাহিম নবী আর তান আওলাদর লগে আল্লায় যে ওয়াদা করছলা, আল্লার কালামো তো কওয়া অইছে না, “আওলাদ অকলর লগে” মানি বউত আওলাদর লগে। বরং কওয়া অইছে খালি “তুমার আওলাদর লগে” মানি এক আওলাদর লগে, আর অউ আওলাদউ অইলা আল-মসী। 17 আমি কইতাম চাইরাম, আল্লায় ইব্রাহিমর আমলো ওয়াদার মাজদি যে নিয়ম বওয়াল করছলা, এর চাইরশো তিশ বরছ বাদে শরিয়ত দেওয়া অইছিল। অউ শরিয়ত আওয়ায় আগর হউ ওয়াদার নিয়ম তো বাতিল করতো পারে না। তে তো তান ওয়াদা জারি রইলো। 18 আর আল্লার বরকত পাওয়া যুদি শরিয়ত আমলর উপরে নির্ভর করতো, তে ওয়াদার উপরে নির্ভর রইলো না অনে। অইলে আল্লায় ওয়াদার মাজদিউ ইব্রাহিমরে বরকত দান করছলা।

19 তে কইবা, শরিয়ত কেনে দেওয়া অইছিল? মানষে গুনার কাম না ছাড়ায়, আল্লার তরফ থাকি ওয়াদার লগে শরিয়তও সামিল করছলা। আর ইব্রাহিমর যে আওলাদর বেয়াপারে আল্লায় ওয়াদা করছলা, অউ জনে তশরিফ না আনা পর্যন্ত ই শরিয়ত বওয়াল আছিল। আল্লার ফিরিস্তার জরিয়ায় মুছা নবীর গেছে ই শরিয়ত নাজিল অইছিল। অউ মুছাউ আছলা আল্লা আর মানষর মাজে শাফায়াতকারি, মানি মাজর মানুষ। 20 অইলে খালি একপক্ষ থাকলে তো মাজর মানষর জরুর আছিল না; আর আল্লা তো একজনউ। তাইন ইব্রাহিমর লগে ওয়াদার কালো কুনু মাজর জন লাগছে না।

21 তে শরিয়ত কুনু আল্লার ওয়াদা অকলর উল্টা নি? নিচয় না। আল্লায় যুদি অউ লাখান শরিয়ত দান করতা, যেতায় আখেরি জিন্দেগি মিলে, তে শরিয়ত মানিয়াউ মানুষ আল্লার দরবারো কবুল অইগেলোনে। 22 অইলে আছমানি কিতাবে বাতায়, তামাম মানুষউ গুনার কবজায় বন্দি, তারা যানু ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনিয়া, ইমানর জরিয়ায় ওয়াদা করা হউ বরকত পাইন।

23 ইমান আওয়ার আগে শরিয়তে আমরারে পারা দিছিল। ইমান জাইর না অওয়া পর্যন্ত অউ শরিয়তেউ আমরারে বান্দিয়া রাখছিল। 24 এরদায় বুজা যায়, আল-মসীর গেছে পৌছানির আগে অউ শরিয়তেউ অতদিন আমরারে চালাইছে, যাতে ইমানর জরিয়ায় আমরারে দীনদার কইয়া কবুল করা অয়। 25 অইলে অখন ইমান কাইম অওয়ায়, আমরা আর চালকদার শরিয়তর তলুয়া নায়।

আল্লার নুরর আওলাদ

26 ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনায় তুমরা হক্কল অখন আল্লার আওলাদ বনিগেছো। 27 তুমরা যারা আল-মসীর তরিকা কবুল করছো, তুমরা তো ফিন্নর নয়া কাপড়র লাখান আল-মসীর ভিতরে হামাইগেছো। 28 ইহুদি আর অ-ইহুদি, গুলাম আর আজাদ, বেটিন আর বেটাইন্তর মাজে অখন কুনু তফাত নাই। ইছা আল-মসীর লগে মিশি যাওয়ায় তুমরা হকলউ তো এক অইগেছো। 29 তুমরা যেবলা আল-মসীর জন অইগেছো, তে তো ইব্রাহিমর আওলাদও অইছো, আর আল্লায় ইব্রাহিমরে যেতা দিবা করি ওয়াদা করছলা, তুমরাও অতার ভাগি বনিগেছো।

4 আসিলে আমি বুজাইতাম চাইরাম, বাফর হকল ধন-ছামানাত আওলাদর এখতিয়ার থাকলেও, হে যতদিন নাবালিক রয় অতদিন আওলাদ আর গুলামর মাজে কুনু তফাত মিলে না। 2 তার বাফে যে সময়র কথা অছিয়ত করি যাইন, অতদিন হে তার মুরব্বি বা জিম্মাদারর আওতায় রইতে অয়। 3 অউ লাখান আমরাও যেবলা নাবালিক আছলাম, হউ সময় দুনিয়ার নানান চাল-চলনর গুলাম আছলাম। 4 অইলে সময় পুরা অইয়া হারলে, আল্লায় তান খাছ মায়ার জনরে বেজিলা। তাইন একজন নেক আওরতর পেটো জনম লইয়া, শরিয়তর হুকুম-আহকাম মাফিক জিন্দেগি কাটাইলা। 5 যাতে শরিয়তর আওতায় থাকা মানষরে আজাদ করতা পারইন, আর আমরারেও আল্লার আওলাদ বনার এখতিয়ার দেইন। 6 এরদায় তুমরা আল্লার আওলাদ বনিযাওয়ায় তুমরার দিলো বসত করার লাগি, আল্লায় তান খাছ মায়ার জনর রুহরে বেজিছইন। তুমরার দিলর অউ রুহে তো আল্লা পাকরে আব্বা কইয়া ডাকইন। 7 গতিকেউ তুমরা গুলাম রইছো না, আওলাদ বনিগেছো; আর আওলাদরে আল্লায় যেতা দেওয়ার ওয়াদা করছিলা, অখন তুমরা এওতার মালিকানাও পাইছো।

ইমানে মজবুত আর খাটি অও

8 আগে তুমরা যেবলা আল্লা পাকরে চিনতায় না, হউ সময় তুমরা যেতার গুলামি করতায়, ইগুইন তো আসলে কুনু দেবতাউ নায়। 9 অইলে অখন

তো আল্লারে চিনছো; আসলে আল্লায়উ তান নিজর পরিচয় দিছইন। তে তুমরা কিলা হিরবার দুনিয়াবি হউ কমজুর আর বাতিল চাল-চলনর বায় ফিরিযিরায়? আরকবরি অতার গুলাম বনতায় চাইরায় নি? 10 তুমরা হিরবার অমুক আর তমুক দিন, মাস, রিতু আর বছররে মানরায়। 11 এরদায় আমার ডর করের, তুমরার তলে আমার অতো মেনত নি মাটি অইযায়।

12 ও ভাই অকল, আমি তুমরারে মিনত করিয়ার, আমি যেলা তুমরার লাখান অইগেছি, তুমরাও অলা আমার লাখান অও। তুমরা তো অতদিন আমার কুনু খেতি করছো না। 13 তুমরার জানা আছে, আমার শরিলো বেমার অওয়ায়, আমি তুমরার গেছে পয়লা বার খুশ-খবরি তবলিগর সুযোগ পাইছলাম। 14 আমার বেমারর দায় তুমরার কষ্ট অইলেও, তুমরা তো ঘিন বা এলা করিয়া আমারে ফালাইছো না। বরং আল্লার কুনু ফিরিস্তা বা ইছা আল-মসীরে যেলাখান কবুল করতায়, অউ লাখান আমারেও কবুল করছো। 15 অইলে অখন তুমরার দিলর হি এশকি গেল কুয়াই? আমি তো তুমরার বেয়াপারে অখানউ কইতাম পারি, হউ সময় পারিলে তুমরা নিজর কইলজা খুলিয়া আমারে দিলাইলায় অনে। 16 তে তুমরার গেছে হক কথা মাতায়, আমি অখন দুশমন অইগেলাম নি?

17 হুনো, অউ যেগুইন্তে তুমরার খুজ-খবর লইরা, অগুইন তো বদ নিয়তে আইরা। তারা চাইন, তুমরারে আমার বায় থনে ফিরাইয়া, তারার আশিক বানাইতা। 18 ভালা নিয়তে অলা করলে ফায়দা অইলো অনে। অইলে আমি যেবলা তুমরার ছামনে আই, খালি অউ সময় নায়, নেক নিয়তে হর-হামেশা খুজ-খবর লওয়া ভালা। 19 ও আমার পিয়ারা আওলাদ অকল, তুমরা যতদিন আল-মসীর লাখান না বনছো, অতদিন আমি হিরবার তুমরার লাগি হুরুতা পয়দার বিষর লাখান ছটফট কররাম। 20 আমার মনে চার, অউ পয়গাম লেখা বাদ দিয়া অখনউ আমি নিজে তুমরার গেছে আইয়া, ঠান্ডা মাথায় বাতচিত করতাম। তে তুমরারে লইয়া কিতা করতাম কুন্তা বুজরাম না।

বিবি ছায়রা আর বান্দি হাজেরা থাকি তালিম

21 তুমরা যেরা মুছার শরিয়তর গুলামি করতায় চাও, তুমরা কওছাইন, শরিয়তে যেতা কয় ইতা তুমরার কানো হামায় না নি? 22 আল্লার কালামে বাতায়, ইব্রাহিম নবীর দুই পুয়া আছলা, পয়লা পুয়া বান্দি বেটি হাজেরার তরফা আর দুছরা পুয়া আসল স্বাধীন বিবি ছায়রার তরফা। 23 বান্দি বেটির তরফা পুয়ার জনম অইছিল দুনিয়ার নিয়মে, অইলে আসল স্বাধীন বিবির পুয়ার জনম অইছিল আল্লা পাকর ওয়াদায় কুদরতি বলে।

24 ই মাতর মানি অইলো, অউ দুই বেটি অইলা দুইটা নিয়ম। এক নিয়ম তুর পাড় থনে আইছে, ইটায় তার খেজমত কররা মানষরে গুলামির পথে টানে; এইন অইলা বান্দি হাজেরা। 25 অউ হাজেরা মানি আরব দেশর তুর পাড়। আর হাজেরা অইলা অউ জগতর জেরুজালেম টাউনর এক নমুনা, জেরুজালেম টাউনে তো তার পুয়া-পুড়িনরে লইয়া বান্দি বনছে। 26 অইলে আছমানি যে জেরুজালেম, এইন তো স্বাধীন; এইনউ আমরার মা। 27 আছমানি কিতাবে কয়, “ও নিআওলাদি বেটি, যার কুনু হুরুতা অইছে না, তুমি খুশির গজল গাও। হুরুতা পয়দার বিষে যারে ধরছে না, তুমি গলা ফাটাইয়া জুরে জুরে গজল গাও। জামাইর ঘরর বউর চাইতেও, যার কেউ নাই তাইর বউত বেশি আওলাদ অইবা।”

28 ভাই অকল, এরদায়উ তুমরার জনম অইছে আল্লার ওয়াদার ইছহাকর লাখান। 29 অইলে হউ সময় দুনিয়ার নিয়মে যার জনম অইছিল, হে জুলুম করতো অউ জনরে, যেইন জনম লইছইন আল্লার পাক রুহর বলে; আর অখনও অউলা জুলুম অর। 30 এরদায় দেখো, আল্লার কালামে কয়, “বান্দিরে আর তাইর পুয়ারে বাড়ি থনে খেদাই দেও; বান্দির তরফা পুয়ায় কুনুমন্তেউ আসল বিবির পুয়ার লগে, ধন-ছামানার বাট পাইতো নায়।” 31 তে ও ভাই অকল, অউ আয়াতে বুজা যায়, আমরা বান্দির আওলাদ নায়, আমরা তো আসল স্বাধীন বিবির ঘরর আওলাদ।

মুমিন অকলর স্বাধীনতা

5 ও মুমিন অকল, আল-মসীয়ে আমরারে স্বাধীন করছইন, স্বাধীন হালতে রওয়ার লাগি। এরদায় তুমরার স্বাধীনতারে ধরিয়া রাখো, গুলামির লাগাম আর ফিন্দিও না।

2 হুনো, আমি পাউলুছে তুমরারে কইরাম, তুমরা যুদি অখনও মছলমানি কাম করাও, তে আল-মসীর কুনু দামউ তো তুমরার গেছে নাই। 3 আমি হকলর গেছে হিরবার অখান কইরাম, যে জনরে মছলমানি করাইল অয়, তার উপরে ফরজ অইযায় শরিয়তর তামাম হুকুম-আহকাম মানা। 4 তুমরা যারা শরিয়ত আমল করিয়া দীনদার বনতায় চাইরায়, তুমরা তো আল-মসীর গেছ থনে আলগ অইগেছো, আল্লার রহমত থনে হরিগেছো। 5 অইলে আমরারে দীনদার কইয়া কবুল করা অইবো, ইমানে অউ নিচয়তা পাইয়া পাক রুহর বলে আমরা বার চাইরাম। 6 ইছা আল-মসীর উম্মত বনিয়া হারলে মছলমানি কাম করাইলেও যেতা, না করাইলেও অতা। বরং মহব্বতর মাজদি যে ইমান জাইর অয়, অউ ইমানউ অইলো আসল।

7 তুমরা তো ভালা পথে চলাত আছলায়; তে অউ হক পথে চলতে তুমরারে খেগিয়ে বাধা দিল? 8 হুনো, তুমরা অখন যে মতবাদ মানরায়, যে আল্লায় তুমরারে পছন্দ করি আনছইন, ই মতবাদ তো তান বাতাইল পথ নায়। 9 জানো নি, এক ফুটা চেনায় এক বালতি দুধরে বরবাদ করিলায়। 10 তে তুমরার বেয়াপারে আমি মালিকর দরবারো অউ ভরসা করি, তুমরা দুছরা কুনু মতবাদো যাইতায় নায়। অইলে যেগিয়ে তুমরারে ছাতার, হে যে-উ অয় না কেনে, তার পাওনা সাজা হে পাইবো।

11 ও ভাই অকল, আমি যুদি অখনও অখান কই, মানষে মছলমানি কাম করানি জরুর, তে আমার উপরে কেনে অখনও জুলুম অর? তে দুখ-কষ্টর সলিবর উপরে আল-মসীর মউতর কথা হুনলে যেতায় মুখ লুকাইন, তারার মুখ লুকানি তো বন্দ অইগেলো অনে। 12 এরদায় আমি চাইরাম, তুমরার দিলো যেতায় গন্ডগোল লাগাইছইন, অগুইন্তে তারার আস্তা নফছ কাটিয়া ফালাই দেউক।

গুনার গুলামি ছাড়ো, পাক রুহে খাটি অও

13 ও ভাই অকল, আল্লায় তুমরারে পছন্দ করিয়া আনছইন আজাদ অওয়ার লাগি। অইলে আজাদ বনিয়া তুমরার দিলর গুনার খাইশ পুরানিত লাগিও না, বরং দিলর মহব্বতে একে-অইন্যর খেজমত করো। 14 কারন আস্তা শরিয়তরেউ একখানো করিয়া কওয়া অইছে, “তুমার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া করিও।” 15 অইলে তুমরা যুদি একে-অইন্যে কাইজ্জা-ফসাদ আর রেশা-রেশি করো, তে হুশিয়ার অইযাও! ইতা করলে তো তুমরা একে-অইন্যরে বিনাশ করিলিবায়।

16 হুনো, আমি তুমরারে কইরাম, পাক রুহর বলে জিন্দেগি কাটাও, তেউ দিলর অউ খাইশ মিটানির খিয়াল অইতো নায়। 17 অউ খাইশে যেতা কয়, ইতা তো পাক রুহর বিপক্ষে, আর পাক রুহে যেতা কইন ইতা বদ খাইশর বিপক্ষে। বদ খাইশ আর পাক রুহ এরা একে-অইন্যর বিরুধি, এরদায় নেক কামর নিয়ত করিয়াও তুমরা ইতা পুরা করো না। 18 আর তুমরা যুদি পাক রুহর বলে জিন্দেগি কাটাও, তে তুমরা শরিয়তর গুলাম নায়।

19 দিলর বদ খাইশর কাম-কাজ তো খুলা-মেলাউ চিনা যায়, ইতা অইলোগি জিনা, নাপাকি, বদমাইশি, 20 দেবতা পুজা, যাদু-টুনা, দুশমনি, কাইজ্জা-ফসাদ, লোভ-লালছ, গুছা, নিজ-মতলবি, অমিল, দলাদলি, 21 ইংসা, মাতলামি, হৈ-হুল্লা করি বজ্জাতি করা, আর অউ নমুনার আরো বউত কাম। তে আমি আগে যেলা হুশিয়ার করছলাম, অখন হিরবার অউলা কইরাম, দিলর অউ বদ খাইশর গুলামি যেরা করে, আল্লার বাদশাইত তারার কুনু ঠাই নাই।

22 অইলে পাক রুহে চলা জিন্দেগির ফল অইলো মহব্বত, খুশি-বাসি, শান্তি, ছবর করা, দয়ালু ভাব, ভালা-মানষি করা, হক-হালালি রওয়া, 23 নরম অওয়া আর নিজরে সামলাইয়া রাখা। অউ নেক কামর বিরুধি কুনুজাত আইন নাই। 24 আর ইছা আল-মসীর আপন উম্মতে তো, যারযির রিপুরে, দিলর হকল বদ খাইশ সুদ্ধা ইছা আল-মসীর সলিবো কয়বর দিলাইছে। 25 অখন আমরা যুদি একিন করি পাক রুহর জরিয়ায় নয়া জিন্দেগি পাইছি, তে আও, আমরা পাক রুহর জিম্মায় জিন্দেগি কাটাই। 26 আমরা বেহুদা বড়াই-বেটাগিরি বাদ দেই, একে-অইন্যরে ছাতানি আর ইংসা-ইংসি এক্কেরে ছাড়ি দেই।

একে-অইন্যর আছান করো

6 ও ভাই অকল, জমাতর কেউ যুদি আখতা কুনু গুনার ফান্দো পড়িযায়, তে তুমরা যেরা পাক রুহে জিন্দেগি কাটাইরায়, তুমরা তারে তুলিয়া আনিও। আর খুব নরম দিলে ই কাম করিও, নিজর বেয়াপারেও হুশিয়ার রইও, যাতে নিজেও ফান্দো না পড়ো। 2 তুমরা একে-অইন্যর ভার বও, তেউ আল-মসীর নিয়ম পুরাপুর মানা অইবো। 3 কুন্তা না বনিয়াও যে মানষে নিজর বড়াই-বাহাদুরি দেখায়, হে তো নিজেউ নিজরে টগায়। 4 তে পরতেক মানষে যারযির আমল-খাইছলত পরিক্ষা করউক। তেউ অইন্যর লগে নিজর তুলনা না করিয়া, তার নিজর কামর লাগি বড়াই করতো পারবো। 5 পরতেক জনেউ নিজর গাইট নিজে বও।

6 হুনো, যে জনরে আল্লার কালাম হিকাইল অয়, হে তার উস্তাদর ভালাইর লাগি খেজমত করউক।

7 ভাই অকল, তুমরা বে-পথি বনিও না, আল্লার লগে তো ঠাট্টা-মশকরা চলে না। যেইন যেলা খেত করবায়, এইন অলা ফসল পাইবায়। 8 দিলর অউ বদ খাইশরে খুশ করার লাগি খেত করলে, ই খেত থাকি গজব মিলবো। অইলে পাক রুহরে খুশ রাখার লাগি খেত করলে, ই পাক রুহ থাকি আখেরি জিন্দেগি মিলবো। 9 নেক কাম করাত লাগিয়া আমরা যানু নিরাশ না অই। হামেশা লাগিয়া রইলে ঠিক সময়ে এর ফসল পাইমু। 10 সুযোগ পাইলেউ আমরা যানু হকল মানষর, খাছ করি আল্লার পরিবারর মানষর আছান করি।

আখেরি নছিয়ত

11 দেখরায় নি, কত মোটা মোটা হরফে আমি নিজর আতে তুমরার গেছে লেখছি! 12 যেগুইন্তে তারার নিজর ভালা-মানষি জাইর করতো চায়, অতায় তুমরারে মছলমানি কাম করানির লাগি তাগিদ দের। আল-মসীর সলিবর লাগি যাতে তারার উপরে কুনু জুলুম না অয়, জুলুম থাকি বাচার লাগি তারা ইতা করের। 13 হুনো, মছলমানি কাম যেতায় করাইছইন, অতায়ও তো শরিয়তর বরখেলাফ করইন। অইলে এরবাদেও তারা তুমরারে মছলমানি করাইতো চায়, যাতে তারা বড়াই করিয়া কইতো পারে তুমরাও তারার দলো আছো। 14 অইলে আমি কইরাম, খালি ইছা আল-মসীর সলিব ছাড়া দুছরা কুনু বেয়াপারেউ আমি বড়াই করি না। অউ সলিবর মাজদিউ ই দুনিয়া আমার গেছে মরিগেছে, আর আমিও দুনিয়ার চখুত মরিগেছি। 15 এরদায় মছলমানি কাম করাইলেও যেতা, না করাইলেও অতা। আল-মসীর জরিয়ায় হিরবার নয়া পয়দা অওয়াউ অইলো আসল বেয়াপার। 16 আর অউ ইমানে যেরা জিন্দেগি কাটায়, মানি খাটি আল্লার বন্দারে, তাইন রহম আর শান্তি দান করউক্কা।

17 হেশ-মেশ কইরাম, হজরত ইছার লাগি মাইর খাইয়া কত নমুনার জখম আমার নিজর শরিলো লইয়া চক্কর দিয়ার। তে আমারে কেউ দুখ দিও না।

18 ভাই অকল, আমরার মুনিব ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার দিলো কাইম রউক। আমিন॥

আল-ইফিছিয়া

পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ ছিপারা আল্লার হুকুমে লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছ (রাঃ)। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৭ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে। আল্লার কালাম তবলিগ করায় তাইন অউ সময় জেল খানাত বন্দি আছলা।

ইফিছ টাউনো বসত কররা হজরত ইছার উম্মতরে উৎসাহ দিবার লাগি তাইন চিঠির আকারে অউ ছহিফা লেখছইন। তাইন আগে অউ টাউনো তিন বছর রইয়া জমাত তিয়ার করছইন। অন থাকি বিদায় বালা তাইন কইছলা, “মনো রাখবা, আমি তিন বরছ ধরিয়া রাইত-দিন চউখর পানি ফালাইয়া আপনারারে হুশিয়ার করতে দম লইছি না।” (সাহাবি নামা ২০:৩১)

অউ ছহিফার মুল বয়ান অইলো, আল্লা পাকর বাতুনি মুনশা জাইর অওয়া। লেখকে কইরা, আল্লার ওয়াদা করা আল-মসীর মাজদি হউ বাতুনি মুনশা অখন জাইর অইছে। আল-মসীয়ে তশরিফ আনার আগে খালি বনি ইছরাইল জাতি আছিল আল্লার খাছ প্রজা, অইলে তাইন আইয়া হারি দুনিয়ার তামাম জাতির লগে আল্লা পাকর মিলন ঘটাইছইন। তান নিজর জান কুরবানি দিয়া হকলরে এক সমান অধিকার পাওয়ার পথ করি দিছইন। অউ ছহিফার মাজে পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটানি আর ইবলিছর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথাও জানাইল অইছে।

এরমাজে আছে,

(ক) ছালাম, দোয়া আর শুকরিয়া
(খ) হজরত ইছার উছিলায় আল্লার নয়া প্রজা
(গ) আল্লার নুরে নয়া জিন্দেগি কাটাও
(ঘ) আল্লাই আতিয়ারদি ইবলিছর লগে যুদ্ধ করো

1 আমি পাউলুছ, আল্লা পাকর মর্জি মাফিক হজরত ইছা আল-মসীর
একজন সাহাবি। ইফিছ টাউনর মাজে আল-মসীর তরিকার পাক বন্দা
আর মুমিন অকলর গেছে আমি পাউলুছে অউ ছহিফা খান লেখরাম।
2 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে আপনারা
হকলর উপরে রহমত আর শান্তি নাজিল করউক্কা।

হজরত ইছা আল-মসীর মাজেউ রহমত

3 আল্লা পাকর তারিফ অউক, তাইনউ ইছা আল-মসীর আল্লা আর তান
গাইবি বাফ, আর অউ হজরত ইছাউ আমরার মালিক। আল্লা পাকে তো
আল-মসীর উছিলায় আছমানর পরতেক নমুনার রুহানি রহমত আমরারে
দান করছইন। 4 আল্লা পাকর দরবারো আমরী যাতে পাক-পবিত্র আর নিখুত
অইতাম পারি, অউ খিয়ালে তাইন ই দুনিয়া পয়দার আগেউ, নিজর মায়া-
মহব্বতে আল-মসীর উছিলায় আমরারে পছন্দ করছইন। 5 আল্লায় তান
নিজর মর্জি আর নিজর খুশিয়ে আগেউ ঠিক করিয়া রাখছইন, যাতে ইছা
আল-মসীর উছিলায় আমরারে তান আপন আওলাদ হিসাবে কবুল করবা।
6 আল্লায় ইতা করছইন, যাতে তান খাছ মায়ার জন ইছার উছিলায় আমরারে
যতো পরিমানে রহমত আর মহিমা দান করছইন, অতায় তান তারিফ অয়।
7 আল-মসীর পবিত্র কুরবানির উছিলায় তান লউর বদলা আমরা গুনার
সাজা থাকি খালাছ পাইছি, আমরা অউ মাফি পাইছি, ইতা তো আল্লা পাকর
খাছ রহমত। 8 অউ রহমত তো আল্লায় তান খাছ আখল-হেকমতে আমরার
উপরে ঢালিয়া দিছইন। 9 তাইন আগে থাকি যেলাখান খিয়াল করছলা,
আল-মসীর মাজদি যেতা করার নিয়ত করছিলা, অউ খিয়াল-খুশির হক্কল
বাতুনি বেয়াপার তাইন আমরারে জানাইছইন। 10 তাইন তো আগেউ অখান
ঠিক করিয়া রাখছিলা, যাতে সময় পুরা অইয়া হারলে, তান আপন মর্জি
মাফিক আছমান-জমিনর হক্কলতারে একখানো করিয়া, আল-মসীর
আওতায় আনবা। 11 আল্লায় তান নিজর আখল-ইনছাফ দিয়া নিজর মর্জি
মাফিক হকল কাম করইন। তান মুনশা মাফিক তাইন আগেউ যেতা ঠিক
করিয়া রাখছিলা, হউ মুনশা মাফিক তাইন আমরারেও পছন্দ করছইন আল-
মসীর উছিলায় তান খাছ বন্দা অওয়ার লাগি। 12 এরলাগি আমরা যেরা
আগ থাকিউ আল-মসীর উপরে ভরসা করতাম, অউ আমরার মাজদিউ
যাতে আল্লার গৌরব-মহিমার তারিফ অয়, অউ খিয়ালেউ তাইন আমরারে
পছন্দ করছইন।
13 আর আপনারাও আল্লার হক কালাম, মানি নাজাতর খুশ-খবরি পাইয়া
আল-মসীর উপরে ইমান আনছইন। আল-মসীর উম্মত অওয়ায় আল্লা পাকে
তান ওয়াদা করা পাক রুহ দিয়া আপনাইন্তরে সীল-চাপ্পড় মারছইন। 14 তে
যেতা মানষরে আল্লা পাকে তান নিজর সম্পদ কইয়া ডাকিছইন, এরারে
তাইন একটা অধিকার দিবার ওয়াদা করছইন। এরলাগি যতদিন পর্যন্ত এরা
পুরাপুর খালাছ না অইছইন, অতদিন পর্যন্ত অউ অধিকারর পয়লা কিস্তি
হিসাবে এরারে পাক রুহ দান করছইন। আর অউ হক্কলতার মাজদি আল্লার
গৌরব-মহিমার তারিফ অইবো।

হজরত পাউলুছর শুকরিয়া আর মুনাজাত

15 তে হজরত ইছার উপরে আপনারা ইমান আনছইন আর আল্লার হকল
বন্দারেউ আপনারা মায়া-মহব্বত কররা, অউ খবর আমি যেবলা হুনলাম,
16 হুনার বাদ থাকিউ, আমি আপনারার লাগি আল্লার দরবারো শুকরিয়া
আদায় করা কুনু সময়ও বন্দ করছি না। আমি যেবলা মুনাজাত করি, ই সময়
আপনাইন্তর কথা ফাউরি না। 17 আমি আল্লার দরবারো আরজ করি,
আমরার মালিক ইছা আল-মসীর আল্লায়, জালাল আর শান আলা গাইবি
বাফে আপনাইন্তরে রুহানি আখল আর বুজার খেমতা দেউক্কা। তেউ
আপনারা আরো ভালামন্তে তানরে চিনবা। 18 আমি আরো মুনাজাত
করিয়ার, আপনারার দিলর চউখ খুলি যাউক, তেউ আল্লাই দাওত পাইয়া
আপনারার দিলর মাজে যে এশকি পয়দা অইছে অতা আরো ভালামন্তে
বুজবা। এরলগে এওখানও বুজতা পারবা, আল্লার দরবারো তান পাক বন্দা
অকল কতো বড় সম্পত্তি। 19 আর আমরা যেরা তান উপরে ইমান আনছি,
আমরার দিলর মাজে কতো বড় শক্তিয়ে কাম করের। ই শক্তি অইলো, তান
কুদরতর মহাশক্তি। 20 অউ শক্তির বলেউ তাইন আল-মসীরে মরা থাকি
জিন্দা করছইন, আর বেহেস্তর আরশে-আজিমো তান ডাইনর তখতো নিয়া
বওয়াইছইন। 21 আছমানর হক্কল নমুনার খেমতা, শাসন, শক্তি, আর বাহাদুরি
যারার আতো আছে, এরা হকলরেউ তাইন আল-মসীর তলে রাখছইন।
আর যারে যে নামেউ ডাকা অয় না কেনে, ইতা ই জগতর অউক বা আখেরি
জগতর অউক, হক্কল নামর উপরে ইছা আল-মসীর নাম। 22 আল্লায়
হক্কলতারেউ আল-মসীর আওতায় রাখছইন। মানষর মাথা যেলা তার
শরিলর বাদশা, আল-মসীরে অলা জমাতর মাথা, মানি বাদশা হিসাবে
বওয়াল করছইন। 23 আর ই জমাত অইলোগি আল-মসীর শরিল। যেইন
আছমান-জমিনর হক্কলতারে ষোলআনা পুরাপুর করছইন, অউ আল-মসীয়ে
জমাতরে পুরাপুর করইন।

মরা জিন্দেগি থাকি জিতা অওয়া

2 তুমরা তো গুনা আর নাফরমানির মাজে মরা আছলায়। 2 জগতর
ভাবর মাজে পড়িয়া তুমরাও এক সময় হউ নাফরমানি আর গুনার
পথে চলা-ফিরা করতায়। যে বদ রুহ আছমানর হকল থাকি শক্তিআলা
রাজা, হউ বদ রুহে নাফরমান অকলর ভিতরে কাম করে, আর তুমরাও হউ
বদ রুহর মুরিদ আছলায়। 3 আমরা হকলেউ এক সময় গুনার স্বভাবর গুলাম
বনিয়া, অতা নাফরমান মানষর লাখান জিন্দেগি কাটাইতাম। অউ বদ স্বভাব
থাকি যে বদ খাইশ আমরার দিলো আইতো, আমরা অলা কাম করতাম।
আর অউ কাম-কাজর লাগি হতা মানষর লাখান আমরাও আল্লার গজবর
লাখ আছলাম।
4 অইলে আল্লা পাক তো রহমতর ভান্ডার; তাইন আমরারে খুব বেশি
মায়া-মহব্বত করইন। 5 এরলাগিউ নাফরমানি করিয়া আমরা যেবলা মরা
জিন্দেগির মাজে হাবু-ডুবু খাইছলাম, হউ সময় আল-মসীর লগে তাইন
আমরারে জিন্দা করলা। আল্লার রহমতে তুমরা রেহাই পাইছো। 6 আমরা

আল-মসীর লগে আছি, এরলাগি আল্লায় আমরারে আল-মসীর লগে জিন্দা করিয়া, তান লগে করি বেহেস্তর ভিতরে বওয়াইছইন। 7 তাইন ইতা করছইন, যাতে তান মহা-মুল্যবান রহমত অকল যুগে যুগে চিরকাল দেখাইতা পারইন। আল-মসীর উছিলায় তাইন আমরারে যে দয়া করছইন, অউ দয়ার মাজদি তান ই রহমতর কথা জাইর অইছে। 8 আল্লার রহমতে ইমান আনায় তুমরা নাজাত পাইছো। ইতা তুমরার নিজর কুনু আমলর ফল নায়, খালি আল্লার দেওয়া দান। 9 ইতা তো কুনু নেক কামর বদলা নায়, যাতে কেউ কুনু লাখান বড়াই করতো না পারে। 10 আমরা তো আল্লা পাকর আতর পয়দা। তাইন আল-মসীর উম্মত হিসাবে আমরারে হিরবার নয়া করি পয়দা করছইন, যাতে আমরা নেক কাম করি। অউ নেক কাম তাইন আগে থাকিউ ঠিক করিয়া রাখছিলা যাতে আমরা অলা জিন্দেগি কাটাই।

হজরত ইছার হকল উম্মত এক

11 জন্মগত ভাবে তুমরা অইলায় বিধর্মী জাতির মানুষ। মানষর আত দিয়া যারারে শরিলো মছলমানি করাইল অইছে, এরা কইরা, তুমরা বুলে মছলমানি করাইছো না। 12 তে মনো রাখিও, আগে তো তুমরা আল-মসীর গেছ থাকি হরাইল আছলায়; তুমরা আছলায় আল্লার পছন্দ করা বনি ইছরাইলর বাইরর মানুষ। আল্লায় বনি ইছরাইলর লগে মিলনর যতো লাখান উছিলার ওয়াদা করছইন, ইতার লগে তুমরার তো কুনু সম্পর্ক আছিল না। তুমরার কুনু আশাও আছিল না; তুমরা আছলায় ই দুনিয়াত আল্লা ছাড়া জাতি। 13 এক কথায়, তুমরা আল্লা থাকি দুরই আছলায়। অইলে অখন ইছা আল-মসীর উম্মত অওয়ায়, তান কুরবানির লউর উছিলায় তুমরারে আল্লার ধারো আনা অইছে।

14 তাইনউ আমরার শান্তি। ইছরাইল জাতি আর ভিন জাতি, হক্কলরে তাইন এক করছইন। ই দুইও জাতির মাজে দুশমনির যে ওয়াল আছিল, ই ওয়ালরে তাইন ভাংগিয়া চুরমার করছইন। 15 আর সলিবর উপরে নিজর কায়ারে কুরবানি দিয়া, তাইন মুছা নবীর শরিয়তর হকল হুকুম-আহকাম আর আইন-কানুনর খেমতারে বাতিল করছইন। তান ইলা করার কারন অইলো, তাইন চাইলা, অউ দুইওতা দিয়া তান নিজর নয়া এক জাতি পয়দা করতা, যাতে অউ জাতির মাজদি ই দুইও দলর মাজে শান্তি অয়। 16 আর তাইন চাইলা, সলিবর উপরে তান নিজর জান কুরবানির উছিলায়, অউ দুইও দলরে তাইন একখানো করিয়া আল্লার লগে মিলন ঘটাইতা। এরলাগি অউ দুইও দলর মাজে দুশমনির যে ভাব আছিল, ই দুশমনিরে তাইন এক্কেবারে মিটাই দিছইন। 17 তুমরা এক সময় আল্লা থাকি দুরই আছলায়, আর বনি ইছরাইল অকল কাছাত আছলা, অখন তাইন আইয়া অউ দুইও দলর গেছেউ শান্তির খুশ-খবরি তবলিগ করছইন। 18 এরফলে তান উছিলায় আমরা দুইও দল পাক রুহর মাজদি, আমরার বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর দরবারো আজির অইতাম পারি।

19 এরলাগিউ তুমরা অখন বাইরর মানুষ নায়, ভিন জাতিও নায়। বরং আল্লার খাছ বন্দা অকলর লগে তুমরাও আল্লার বাদশাই আর তান পরিবারর সদইস্য বনিগেছো। 20 সাহাবি আর নবী অকল অইলা তান ঘরর খুটি, আর হজরত ইছা আল-মসী অইলা মুল ইয়ান খুটি। অউ খুটির উপরেউ তুমরারে গড়া অইছে। 21 আল-মসীর লগে জুড়া লাগায়, আস্তা ঘরর হকল অংশ একলগে মিলিয়া একখান পবিত্র ঘর তিয়ার অইছে। 22 তুমরাও আইয়া তান লগে জুড়া লাগছো, মানি তান উম্মত অইছো, এরলাগি তুমরারেও একলগে গড়িয়া তুলা অর, যাতে পাক রুহর মাজদি ই ঘরর মাজে আল্লার বসত খানা অয়।

ভিন জাতির লাগি হজরত পাউলুছ

3 অউ কারনে আমি পাউলুছে আল্লার দরবারো দোয়া করিয়ার। আর তুমরা যারা ভিন জাতি, তুমরারে ইছা আল-মসীর তরিকার দাওত দেওয়ার লাগিউ আমি অখন জেলো বন্দি অইছি। 2 তুমরা নিচয় হুনছো, আল্লায় আমারে অউ খাছ দায়িত্ব দিছইন, তান রহমতরে আমি তুমরার আতো পৌছাই দিতাম। 3 আল্লায় তান নিজর বাতুনি মুনশা ওহীর মাজদি আমারে জানাইছইন, আর অউ বেয়াপার খান আমি তুমরার গেছে সংক্ষেপে লেখলাম। 4 ইখান পড়লে তুমরা বুজবায়, আল-মসীর বেয়াপারে অউ বাতুনি বিষয় বুজার খেমতা আমার আছে। 5 ই বাতুনি বেয়াপার খান সাহাবি আর নবী অকলর গেছে যেলা পাক রুহর মাজদি অখন জাইর অর, আগর জমানার কুনু মানষর গেছেউ ইলা জাইর অইছে না। 6 আর ই বাতুনি বেয়াপার অইলো, ইঞ্জিলর খুশ-খবরির মাজদি ভিন জাতি অকলও ইছা আল-মসীর লগে এক অইয়া, বনি ইছরাইলর লগে আল্লাই অধিকারো শরিক অয়, হকল এক শরিলর অংশ অয়, একই ওয়াদার দোয়ার ভাগি অয়। 7 আল্লায় তান মহা কুদরতর বলে আমারে রহমত দান করছইন, আর যেলা রহমত পাইছি, অলা খুশ-খবরি তবলিগর দায়িত্ব আদায় কররাম।

8 আল্লার হক্কল বন্দার মাজে আমা থাকি হুরু আর কেউ নাই, তা-ও আল-মসীর যে ধনর কথা ষোলআনা বুজা যায় না, অউ মুল্যবান ধনর খুশ-খবরি ভিন জাতির গেছে তবলিগর দায়িত্ব আমার উপরে দিছইন, ইটাউ আল্লার রহমত। 9 আর তান বাতুনি মুনশা কিলা কামো লাগাইল যায়, ইখান জাইর করার ভারও তাইন আমার উপরে দিছইন। যেইন আছমান-জমিন হক্কলতা পয়দা করছইন, হউ আল্লায় অতদিন ধরিয়া ইতা বাতুনি রাখছিলা। 10 তাইন ইতা বাতুনি রাখার কারন অইলো, আছমানর হকল রাজা আর খেমতাআলা হকলর গেছে, আল্লার নানান নমুনার আখল-হেকমত আল-মসীর জমাতর মাজদি অখন খুলা-মেলা অয়। 11 তান নিজর চিরকালর মুনশা মাফিক ইতা অইছে, আর অউ মুনশা-মর্জি আমরার মালিক ইছা আল-মসীর মাজদি পুরা করছইন। 12 তান লগে শরিক অইয়া ইমানর বলে, বুকুত সাওস রাখিয়া আল্লার ছামনে আমরা আজির অওয়ার এখতিয়ার পাইছি। 13 এরলাগি আমি তুমরারে মিনত করিয়ার, আমি দুখ-মছিবত সইয্য করিয়ার দেখিয়া তুমরা নিরাশ অইও না। ইতা তো তুমরার লাগিউ সইয্য করিয়ার, এরলাগি গৌরব করো।

মুমিন অকলর লাগি মুনাজাত

14-15 তে আছমান-জমিনর হকল জানদাররে যেইন পয়দা করছইন, আমি আট গাড়িয়া হউ বাতুনি বাফর ছামনে মুনাজাতো বইছি। 16 আমি দোয়া করি, আল্লায় যানু তান অশেষ কুদরতর বলে তুমরারে অমন বল-শক্তি দেইন, যাতে পাক রুহর মাজদি তুমরার দিল মজবুত অয়, 17 আর ইমানর উছিলায় আল-মসীয়ে তুমরার দিল পুরাপুর দখল করইন। আমি দোয়া করি, তুমরা যানু ইছা আল-মসীর মহব্বতর মাজে পুরাপুর ডুব দিয়া থির রও। 18 তেউ হকল পাক বন্দা অকলর লগে তুমরাও বুজবায়, আল-মসীর মহব্বতর কুনু কুল-কিনার নাই, কুনু শেষ-সীমা নাই। 19 অউ যে মহব্বত পুরাপুর বুজার অসাইধ্য, আমি দোয়া করিয়ার, ই মহব্বতরে যানু তুমরা চিনো, চিনিয়া হারি তুমরাও আল্লাই হকল নমুনার গুনাগুন হাছিল করিয়া পুরাপুর কামিল অও।

20 আসলে আল্লার যে কুদরতি বলে আমরার দিলর মাজে কাম করে, হউ বলর উছিলায় আমরার চিন্তা-ভাবনা বা চাওয়া-পাওয়া থাকি আরো বউত বেশি কাম তাইন করতা পারইন। 21 হজরত ইছা আল-মসীর মাজদিয়া আর জমাতর মাজদিয়াও যুগ যুগ ধরি হর-হামেশা আল্লা পাকর তারিফ অউক। আমিন।

এক রইয়াও নানান কাম

4 আমার মালিক আল-মসীর লাগি আমি জেলো বন্দি আছি। অউ বন্দি হালতে আমি তুমরারে মিনত করিয়ার, যে কামর লাগি আল্লায় তুমরারে দাওত দিছইন, তুমরা এর উপযুক্ত অইয়া চলো। 2 তুমরার আচার-বেবহার যানু পুরাপুর মিঠা আর নরম অয়। পরতেকে ছবর করো আর দিলো মহব্বত রাখিয়া একে-অইন্যরে সইয্য করো। 3 আল-মসীর যে শান্তিয়ে আমরারে একখানো জুড়া লাগাইছে, হউ শান্তির বলে পাক রুহর দেওয়া একতা রক্ষার লাগি দিলে-জানে চেষ্টা করো। 4 আল্লায় তুমরারে তান পথে দাওত দিছইন করিয়া তুমরার মাজে খালি একখান আশা আছে, খালি এক শরিল আর একজন পাক রুহ আছইন। 5 এক ইমান, এক তরিকাবন্দি আর একজন মালিক আছইন। 6 হকলর আল্লা খালি একজন, মানি বেহেস্তি বাফ একজনউ আছইন। তাইনউ হকলর উপরে, হকলর মাজে, হকলর দিলো আছইন।

7 অইলে আল-মসীয়ে যেলা ঠিক করিয়া রাখছইন, হউ মাফিক আমরা পরতেকে খাছ রহমত পাইছি। 8 এরলাগি জবুর শরিফো লেখা আছে,

তাইন গিয়া যেবলা বেহেস্তো উঠিলা,
অউ সময় বন্দি অকলরে বান্দিয়া টানিয়া নিলা,
আর তান মানষরে বউত দান দিলা।

9 তে বেহেস্তো গিয়া উঠিলা, ই আয়াত থাকি বুজা যায় না নি, আগে তাইন দুনিয়ার তলে লামছিলা। 10 আর যেইন লামছিলা, তাইন হকলতা পুরন করার লাগি, আছমান থাকি আরো উপরে গিয়া উঠিছইন। 11 তাইন মানষরে অউ দান দিছইন, কয়জনরে সাহাবি, কয়জনরে নবী, কয়জনরে খুশ-খবরির তবলিগ, কয়জনরে জমাতর ইমাম আর উস্তাদ হিসাবে বওয়াল করছইন। 12 তাইন ইলা করার কারন অইলো, আল্লার পাক বন্দা অকলে যানু তান এবাদত-বন্দেগি করার লাগি জুইত অয়, আর অউ নমুনায় আল-মসীর শরিল, জমাত হিসাবে গড়িয়া উঠে। 13 তান খিয়াল অইলো, আমরা হকলে যানু আল্লার খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লার উপরে ইমান আনিয়া, তানরে ভালা করি চিনিয়া একখানো অই। আর আল-মসী যেলা হকল লাখান গুনে পুরাপুর ভরা, আমরাও অলা হকল গুনে পুরাপুর অইয়া কামিল অই। 14 তেউ আমরা আর হুরুতার লাখান রইতাম নায়। মানষে শয়তানি আখল খাটাইয়া বে-পথে নিবার লাগি মানষরে যে ভুল তালিম দেয়, অউ ভুল তালিমে যানু আমরারে পানির আউলা-জাউলা ঢেউর লাখান দু-দিলা না বানায়। 15 বরং আমরার দিলর মহব্বতে হক মাত মাতিমু, হকল নমুনায় বড় অইয়া আল-মসীর লাখান অইমু। তাইনউ তো আস্তা শরিলর মাথা। 16 আস্তা শরিল অমলা বানাইল অইছে, যাতে শরিলর হকল অংগ যারযির জাগাত রইয়া মুল কায়ার লগে জুড়া লাগাইল রয়। পরতেক অংগ যেবলা ঠিক-ঠাক কাম করে, অউ সময় আস্তা শরিলউ মাথার বলে বাড়িয়া উঠে, আর মহব্বতর মাজদি নিজরে গড়িয়া তুলে।

পুরান জিন্দেগি বদলাও, নয়া অও

17 এরলাগি আমি আমার মালিকর নামে তুমরারে হুশিয়ার করি দিয়ার, ভিন ধর্মর মানষে যেলা বাজে চিন্তা করিয়া জিন্দেগি কাটাইন, তুমরা আর ইলা জিন্দেগি কাটাইও না। 18 তারার দিল তো আন্দাইরর মাজে পড়ি রইছে। ইতার দিল গোমরা, এরলাগিউ তারা আল্লার বেয়াপারে কুন্তা চিনে না, কুন্তা চিনতো চায়ও না, এরলাগি আল্লার দেওয়া জিন্দেগি থাকি তারা বউত দুরই। 19 তারার বিবেক অসাড় অইগেছে, অতার দায় হর-হামেশা নাপাকি কামর ধান্দা করে, তারা নিজর জিন্দেগিরে লাগাম ছাড়া বদ খাইশর আতো ছাড়ি দিছে।

20 অইলে তুমরা তো আল-মসীর বেয়াপারে ইলাখান তালিম পাইছো না। 21 তুমরা নিচ্চয় তান বেয়াপারে হুনছো, হুনিয়া তান লগে শরিক অইয়া, তান মাজে যে হক আছে, অউ হকর তালিম পাইছো। 22 তান তালিম অইলো, ফিন্নর পুরান কাপড় মানষে যেবলা এক্কেরে ফালাই দেয়, অউ লাখান তুমরার

ভিতরর পুরান “আমি”রে এক্কেবারে ফালাই দেও, কারন অউ “আমি”র বদ খাইশে মানষর জিন্দেগিরে বরবাদ করিলায়। 23 এর বদলা আল্লা পাকরে সুযোগ দেও, তাইন তুমরার দিলরে নয়া হালতে গড়িয়া তুলউক্কা, 24 তান দেওয়া নয়া “আমি”রে নয়া কাপড়র লাখান ফিন্দো। অউ নয়া “আমি”রে আসল হক-পরেজগারি আর পাক-পবিত্র করিয়া আল্লার ছুরতে গড়া অইছে।

25 এরলাগি তুমরা মিছা মাতা বাদ দেও, একে-অইন্যে হাছা মাতো, কারন আমরা হকলউ একে-অইন্যে মিশিয়া আছি। 26 রাগ-গুছা করলেও ই রাগর লাগি গুনা করিও না, সুরুজ ডুবার আগেউ গুছার কথা ফাউরিলাও, 27 ইবলিছ-শয়তানরে কুনু সুযোগ দিও না। 28 চুরে তার চুরি করা বাদ দেউক, নিজর আতে হালাল পথে মেনত করিয়া খানা খাউক, যাতে তার খাওয়া-ফিন্দার বাদেও গরিব-দুখিরে দিবার লাগি কিছু জমা রয়।

29 তুমরার মুখদি যানু বাদ কথা না বারয়, বরং আরক জনর উপকারি তালিমর লাগি ভালা মীত মাতিও, যাতে ইতা হুনিয়া হুনরা জনর ভালাই অয়। 30 তুমরা আল্লার পাক রুহরে দুখ দিও না, আখেরি নাজাতর আগ পর্যন্ত অউ রুহ দিয়াউ আল্লায় তুমরারে সীল-চাপ্পড় মারিয়া থইছইন। 31 হকল নমুনার বিরক্তি ভাব, মিজাজ দেখানি, রাগ-গুছা, চিল্লাইয়া কাইজ্জা করা, গালা-গালি, আর হকল নমুনার ইংসা-নিন্দা তুমরার গেছ থাকি হরাইলাও। 32 বরং তুমরা একে-অইন্যে দয়া করো, অইন্যর দুখে দুখি অও, আল-মসীর মাজদি আল্লায় যেলা তুমরারে মাফ করছইন, তুমরাও অলা একে-অইন্যরে মাফ করো।

আল্লার নুরে নয়া জিন্দেগি কাটাও

5 তুমরা তো আল্লার মায়ার আওলাদ, তে পুত যেলা বাফর লাখান অয়, তুমরাও অলা অও। 2 আল-মসীয়ে যেলা আমরারে মহব্বত করছইন, তুমরাও অলা মায়া-মহব্বতর পথে চলো। তাইন আমরারে বাচাইতা করি নিজর জানরে খুশবয়দার কুরবানি হিসাবে আল্লার নামে বিলাই দিছইন।

3 কুনু নমুনার জিনা, নাপাকি আর লোভ-লালছর কথা তুমরার মাজে যানু না হুনা যায়, কারন ইতা কাম আল্লার পাক বন্দার লাগি ঠিক নায়। 4 আর বেহায়া-বেইজ্জতির যেকুনু মাত-কথা, আচার-বেবহার বা খবিছি ঠাট্টা-মশকরা যানু তুমরার মাজে না অয়, ইতায় তুমরারে মানায় না। ইতার বদলা আল্লার শুকুর-গুজার করো। 5 তুমরা তো জানোউ, জিনাকুর, নাপাক আর লালছি মানষে, আল্লা পাক আর আল-মসীর বাদশাইর মাজে কুনু জাগা পাইতো নায়। ইতায় তো এক লাখান মুর্তিপুজা কররা। 6 হুশিয়ার রইও, মিছা মাত মাতিয়া কেউ যানু তুমরারে বে-পথে না নেয়, আল্লার নাফরমান বনিয়া যেরা ইতা বদ কাম করে, তারার উপরে আল্লার গজব লামে। 7 তুমরা ইলাখান মানষর লগে মিশিও না, 8 কারন তুমরা আগে আন্দারির মাজে থাকলেও অখন তো আল-মসীর উম্মত বনিয়া নুরর পথো আইছো। এরলাগি আল্লার নুরে কামিল জনে যেলা জিন্দেগি কাটানি উচিত, তুমরা অউলা চলো। 9 আর নুরে চলার ফল অইলো, পরেজগারি, সততা, হকল নমুনার নেক কাম। 10 এরলাগি যে কামে মালিক খুশি অইন, তুমরা যাচাই করিয়া অউ কাম করো। 11 আন্দাইর জগতর বেফায়দা কামর লগে কুনু নমুনার সম্পর্ক রাখিও না, বরং তুমরা অতার দুষ দেখাই দেও। 12 মানষে লুকাইয়া যেতা কাম করইন, ইতা বেয়াপারে কুন্তা মাতাও শরম। 13 নুরর মাজদি দুষ দেখাইয়া দিলাইলে ইতা জাইরা অইযায়, 14 কারন অউ নুরেউ হকলতা জাইর করে। এরলাগি ছিল্লেখ আছে,

ও ঘুমর মানুষ, হজাগ অও,
মরা থাকি জিতা অও,
তেউ আল-মসীর নুরে,
নুরানি করিবা তুমারে।

15 তুমরা চিন্তা-ভাবনা করি দেখো, তুমরার চাল-চলন কিলাখান। বেআখলর লাখান না চলিয়া, আখলদারর লাখান চলো। 16 নেক কাম করার যে সুযোগ তুমরার আতো আছে, ইতা ষোলআনা কামো লাগাও, জানো তো অখনকুর জমানা খারাপ। 17 এরলাগিউ কইরাম, তুমরা বেআখল বনিও না, বরং মালিকর মর্জিরে বুজো। 18 মদর নিশায় টাল অইও না, ইতায় জিন্দেগি নষ্ট করিলায়। বরং পুরীপুর পাক রুহর বশে রও, 19 তুমরা হামদ, কাওয়ালি আর পবিত্র জবুর শরিফর গজল গাইয়া একে-অইন্যে বাতচিত করো; তুমরার দিলর ভিতরে মালিকর নামে গজল গাও। 20 হামেশা হকল বেয়াপারে আমরার মালিক ইছা আল-মসীর নামে বেহেস্তি বাফ আল্লার শুকরিয়া আদায় করো।

জামাই-বউর বেয়াপারে তালিম

21 আল-মসীর ইজ্জত আর ডরে তুমরা একে-অইন্যরে দিল থাকি মাইন্য করো। 22 তুমরা যেরা বউ অইছো, তুমরা যেলা মালিক ইছারে মাইন্য করো, অউ লাখান যারযির জামাইরে মাইন্য করো। 23 কারন আল-মসী যেলা জমাতর, মানি তান শরিলর মাথা, জামাইও অলা বউর মাথা। আসলে আল-মসীউ অউ আস্তা শরিলর তরানেআলা। 24 আর জমাত যেলা আল-মসীর জিম্মায় আছে, অউলা বউ অকলও হকল বেয়াপারে জামাইর জিম্মায় রওয়া উচিত।

25 তুমরা যেরা জামাই অইছো, হুনো, আল-মসীয়ে যেলা জমাতরে মহব্বত করছইন, ঠিক অলাখান তুমরাও যারযির বউরে মহব্বত করিও। তাইন তো জমাতর লাগি তান নিজর জান কুরবানি দিছইন। 26 তান খিয়াল অইলো, তাইন জমাতরে পবিত্র করার লাগি, তান কালামর মাজদি মানষরে তরিকার গোছল করাইয়া, 27 নুরর মহিমায় নিজর ছামনে আজির করা। অউ সময় জমাতর মাজে কুনু কলংকর দাগ, খুত বা ইলা কুন্তাউ রইতো নায়, ইতা পাক-পবিত্র আর নিখুত অইবো। 28 এরলাগি জামাইয়ে তার নিজর শরিলরে যেলা মায়া করে, ঠিক তার বউরেও অউলা মায়া করা ফরজ। নিজর বউরে মায়া করার মানি অইলো, নিজর শরিলরে মায়া করা। 29 কেউ তো কুনু সময় তার নিজর শরিলরে ঘিন্নায় না, হকলেউ যারযির শরিলর ভরন-পোষন করে। এক্কেরে অউ লাখান, আল-মসীয়েও তান জমাতর ভরন-পোষন যুগাইন। 30 কারন আমরা তান শরিলর অংগ। 31 আল্লার কালামো লেখা আছে, “এরলাগিউ বেটাইন্তে মা-বাফরে ছাড়িয়া বউর লগে থাকবা, তারা দুইওজন এক শরিল অইবা।” 32 ইখান অইলো বউত বড় বাতুনি বেয়াপার, আসলে আমি তো আল-মসী আর তান জমাতর বেয়াপারে কইরাম। 33 যাই অউক, তুমরা হকলেউ যারযির বউরে নিজর লাখান মায়া করিও, আর বউ অকলেও যারযির জামাইরে ইজ্জত করা জরুর।

মা-বাফ আর আওলাদর বেয়াপারে তালিম

6 ও আওলাদ অকল, মালিকর মর্জি মাফিক তুমরার মা-বাফর কথামতো চলিও, আর অলা চলাটাউ তো উচিত। 2 আল্লার কালামর পয়লা হুকুম, যে হুকুমর লগে পুরুস্কারর ওয়াদা আছে, ইটা অইলো, “তুমার মা-বাফরে ইজ্জত করিও। 3 তেউ তুমার ভালাই অইবো, আর ই দুনিয়াত তুমার হায়াতি বাড়িবো।” 4 তে তুমরা যেরা হুরুতার বাফ অইছো, তুমরাও নিজর আওলাদরে ছাতাইও না, বরং মালিকর তালিম আর শৃংখলার মাজদি তারারে মানুষ বানাও।

গুলাম আর মুনিবর লাগি তালিম

5 তুমরা যেরা গুলাম, তুমরা আল-মসীর যেলা বাইধ্য, অউলা ডর আর তাজিমে দিলে-জানে তুমরার জগতর মুনিব অকলর বাইধ্য রইও। 6 খালি মানষরে খুশি করার নিয়তে মুনিবর ছামনে বাইধ্য রইও না, বরং আল-মসীর গুলাম হিসাবে দিলে-জানে আল্লার মর্জি মাফিক চলরায় করিয়া তুমরার মুনিবর বাইধ্য রইও। 7 তুমরা ইখান মনো করিও না যে, তুমরা মানষর খেজমত কররায়, বরং আছমানি মালিকর খেজমত কররায় মনো করিয়া, জগতর মুনিবর খেজমতো খিয়ালি অও। 8 মনো রাখিও, মালিকর গেছ থাকি পরতেক মানষে যারযির নেক কামর পুরুস্কার পাইবো, হে গুলাম অউক বা আজাদ অউক।

9 তুমরা যেরা মুনিব, তুমরাও তুমরার গুলাম অকলর লগে অউলা ভালা বেবহার করো। তারারে ডর দেখানি বাদ দেও, কারন তুমরা তো জানো, তারা বা তুমরা হকলরউ মালিক একজন, তাইন বেহেস্তো আছইন; তান নজরো হকলউ সমান।

আল্লাই আতিয়ারদি ইবলিছর লগে যুদ্ধ করো

10 হেশ-মেশ কইরাম, তুমরা আছমানি মালিকর লগে মিলিয়া রইয়া তান কুদরতি বলে বলআলা অও। 11 যুদ্ধর লাগি আল্লার দেওয়া হকল নমুনার আতিয়ার লাগাও, তেউ ইবলিছর হকল ছল-চতুরির বিরুদ্ধে মজবুত অইয়া উবাইতায় পারবায়। 12 আমরার অউ যুদ্ধ তো কুনু মানষর লগে নায়, ইতা অইলো আন্দাইর জগতর হকল রাজা আর তার খেমতাআলা অকলর বিরুদ্ধে, আন্দাইর জগতর শক্তিআলা বদ রুহ অকলর বিরুদ্ধে, আর আছমানর ইবলিছ-শয়তান দলর বিরুদ্ধে। 13 তে অউ যুদ্ধর লাগি তুমরা আল্লার দেওয়া হকল নমুনার আতিয়ার ফিন্দিলাও, যাতে ইবলিছে যেবলা হামলা করবো অউ সময় মজবুত অইয়া উবাইতায় পারো, আর হেশ-মেশ থির রইতায় পারো। 14 এরলাগি আল্লাই হকিকতির বেল্ট কমরো বান্দো, আর বুক বাচানির লাগি পরেজগারির আমল দিয়া বুক গুরিয়া রাখো, 15 সিপাই অকলর লাখান দুইও পাওয়ো জুতা লাগাও, যাতে শান্তির খুশ-খবরি তবলিগর লাগি জুইত থাকতায় পারো। 16 আর সিপাই অকলে নিজরে বাচানির লাগি যে ঢালা বেবহার করে, অউলা হকল সময় তুমরা ইমানর ঢালা আতো লও, অউ ঢালা দিয়া ইবলিছর হকল জালাইল তীর নিভাইতায় পারবায়। 17 মাথারে বাচানির লাগি আল্লার দেওয়া নাজাত সিপাইর কেপর লাখান ফিন্দিলাও। আর পাক রুহর তলোয়ার মানি, আল্লার কালামরে মজবুত করি ধরো।

18 পাক রুহর বলে দিলে-জানে হর-হামেশা মুনাজাত করো। এরলাগি হজাগ রইয়া হকল পাক বন্দা অকলর লাগি সব সময় মুনাজাত করাত রইও। 19 আমার লাগিও দোয়া করিও, আমি কথা মাতার বালী যানু আল্লায় আমার মুখর বুলি যুগাই দেইন, যাতে তবলিগ করার সময় আমি সাওস খাটাইয়া খুশ-খবরির আসল বাতুনি ভেদ মানষরে বুজাইতাম পারি। 20 অউ খুশ-খবরি তবলিগর লাগি লুয়ার চেইনদি বান্দা হালতেও আমি আল-মসীর নাইব হিসাবে কাম কররাম। তে জেলর মাজে রইয়া যেলাখান সাওস খাটাইয়া তবলিগ করা জরুর, দোয়া করিও, আমি যাতে অলা করতাম পারি।

বিদায়ি দোয়া

21 আমার হাল-হকিকত কিলাখান আর আমার দিন-কাল কিলা যার, ইতা আমার মায়ার দুস্ত তুখিক ভাইর গেছ থাকি হুনবায়। এইন আমরার মালিকর হক-হালাল খেজমতকারি। 22 আমি তানরে তুমরার গেছে পাঠাইলাম, তুমরা তান মুখ থাকি আমরার খবরা-খবর হুনবায়, তাইন গিয়া তুমরারে উৎসাহ দিবা।

23 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে, মুমিন ভাই অকলরে শান্তি আর ইমানি মায়া-মহব্বতে রাখউক্কা। 24 আমরার হজরত

ইছা আল-মসীর লাগি যারার দিলো খাটি মহব্বত আছে, এরা হকলর উপরে
আল্লার রহমত নাজিল অউক। আমিন॥

আল-ফিলিপিয়া

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ ছিপারা চিঠির আকারে লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ)। অনুমান করা অয়, হজরত ইছা বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার বাদে ৩১-৩৩ বছরর মাজে ইখান লেখা অইছে। অউ সময় হজরত পাউলুছ রোম টাউনো বাদশা কৈছরর রাজবাড়ির জেল খানাত বন্দি আছলা।

অউ ছিপারা লেখার কয় বছর আগে তাইন ফিলিপি টাউনো আইছলা হজরত ইছার খুশ-খবরি তবলিগ করার লাগি, আইয়া তাইন জমাত কাইম করলা, ইতা অইলো ইউরোপ মহাদেশর হকল পয়লা জমাত (সাহাবি নামা ১৬ রুকু দেখউক্কা)।

ইমান আনার বাদে অউ ফিলিপি জমাতর মানুষ খুব গরিব আর জুলুম-মছিবতর মাজে রইলেও, তারা অইন্য মুমিন অকলরে আর হজরত পাউলুছরে টেকা-পয়সা দিয়া সাইয্য করায়, তাইন খুশি অইয়া এরারে ধইন্যবাদ জানাইছইন। তারার ইমানর ফল দেখিয়া তাইন পরামিশ দিরা, তারা যানু হামেশা আল্লাই খুশি-বাসিত রইয়া আল-মসীর লাখান ত্যাগি আর নিস্বার্থ জিন্দেগি কাটাইন।

এরমাজে আছে,

(ক) ছালাম, শুকরিয়া আর খুশি-বাসির কথা
(খ) হজরত পাউলুছর নিজর হালত
(গ) হজরত ইছার ত্যাগর নমুনা
(ঘ) দুইজন উস্তাদরে পাঠানি
(ঙ) দাঁদির মুছলা বাদ দিয়া আল্লার রুহে এবাদত করো
(চ) দান-খয়রাতর লাগি ধইন্যবাদ

1 আমি পাউলুছ আর তিমথি অইলাম হজরত ইছা আল-মসীর গুলাম। অউ ফিলিপি টাউনো বসত কররা, যে পাক বন্দা অকলে হজরত ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনছইন এরারে, এরার উস্তাদ অকলরে আর খাদিমদার অকলর গেছে লেখরাম।
2 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীর রহমত আর শান্তি তুমরার উপরে নাজিল অউক।

ফিলিপি জমাতর লাগি মুনাজাত

3 তুমরার কথা যতবারউ আমার ইয়াদ অয়, অতবারউ আমি আমার আল্লার শুকরিয়া আদায় করি। 4 আমি যেবলা তুমরার লাগি দোয়া করি, আমার মনো খুব খুশি লইয়া দোয়া করি। 5 হজরত ইছা আল-মসীর তবলিগ কামর লাগি তো তুমরা পয়লা থাকি অখন পর্যন্ত আমারে সাইয্য কররায়। 6 আমি একিন করি, যে আল্লায় তুমরার দিলর মাজে অউ নেক কাম শুরু করছইন, আল-মসীয়ে দুছরা বার তশরিফ আনা পর্যন্ত, অউ আল্লায় ই কাম পুরা করবা।
7 তুমরা তো আমার মায়ার মানুষ, এরলাগি তুমরার বেয়াপারে আমার মনর ভাব অলা অওয়া উচিত। আমি জেলো বন্দি হালতে বা খুশ-খবরির হক কথা যেনোউ তবলিগ করি না কেনে, তুমরাও আমার লগর রহমতর ভাগি। 8 এক আল্লায় জানইন, আল-মসীর মহব্বতে আমি তুমরার লাগি কত আশিক।
9 আমি দোয়া করি, তুমরার মহব্বত যানু কামিল বিবেক আর আখলে দিন দিন বাড়ে। 10 যাতে তুমরা আখল কাটাইয়া ভালা ভালা বেয়াপার অকল চিনবায়, আর আল-মসীয়ে দুছরা বার তশরিফ আনার আগ পর্যন্ত, 11 তান বলে তুমরা নেক কাম-কাজ করিয়া খাটি পথে নিখুত অইয়া রইবায়। তেউ আল্লা পাকর গৌরব আর তারিফ জাইর অইবো।

হজরত পাউলুছর নিজর হালত

12 ও আমার ভাই অকল, আমি চাইরাম তুমরাও জানো, আমার উপরে যেতা যেতা ঘটিছে, ইতার লাগি আসলে খুশ-খবরি তবলিগর কাম আরো বাড়িগেছে। 13 এরলাগি অনর রাজবাড়ির সিপাই অকলে আর বাদ-বাকি মানষেও জানিলিছইন, আমি তো খালি আল-মসীর লাগিউ জেল খাটিয়ার। 14 আর আমি জেলো হামানিয়ে আমরার বউত ভাইয়াইন্তে মালিকর উপরে আরো বেশ করি ভরসা করা হিকছইন, তারা ডর-ভয় ফাউরিয়া আল্লার কালাম তবলিগর লাগি আরো সাওসি অইছইন।
15 এরার মাজে কেউ কেউ ইংসা আর দলাদলির নিয়তে আল-মসীর তবলিগ করের, অইলে কেউ কেউ ভালা নিয়তে করের। 16 এরার দিলর মহব্বতেউ আল-মসীর তবলিগ করের। তারা জানইন, খুশ-খবরির পক্ষে মাতার লাগিউ আমারে আটক করা অইছে। 17 অইলে যেরা নিজর ফায়দা কামানির লাগি আল-মসীর তবলিগ করে, এরা তো ভালা নিয়তে কাম করে না। তারা চায়, আমি জেলো বন্দি রই আর আমার কষ্ট বাড়উক। 18 অইলে ইতায় কিতা আয় যায়? আসল কথা অইলো, যেমনেউ অয় না কেনে, আল-মসীর নাম তো তবলিগ অর। ইতা ধুকাবাজির নিয়তে অউক বা ছহি নিয়তেউ অউক। আর অতা দেখিয়াউ আমি খুশি।
আমার ই খুশি কুনুদিন ফুড়াইতো নায়। 19 আমি তো জানি, আমার উপরে যেতা ঘটিছে, ইতার হেশ ফল অইলো, আমি নিস্তার পাইমু। তুমরার দোয়া আর ইছা আল-মসীর রুহর বলে ইতা অইবো। 20 আমার খুব মজবুত একিন আছে, আমি কুনুমন্তেউ শরম পাইতাম নায়। আমি পুরাপুর সাওস করিয়া আগে যেলা আল-মসীর গৌরব জাইর করছি, আমি মরি বা বাচি অখনও অলা জাইর অইবো। 21 কারন আমার লাগি জিন্দেগি অইলা আল-মসী আর মরন অইলো লাভ। 22 অইলে আমি যুদি বাচিয়া রই, তে আমার জিন্দেগিত খুব ভালা কাম করার সুযোগ অইবো। এরলাগি আমি বুজরাম না, আমি কুন পথ লইতাম। 23 দুইও পথেউ আমারে টানের। আমার ইচ্ছা অইলো, আমি মরিয়া হারি আল-মসীর লগে রইতাম, অখানউ আমার লাগি ভালা। 24 অইলে তুমরার লাগি আমার বাচিয়া রওয়াখান আরো জরুরি। 25 আর অউ মনোবলে আমি ভালা করি জানি, আমি বাচমু আর তুমরার লগে রইমু, যাতে তুমরার ইমান আরো মজবুত অইয়া তুমরার খুশি বাড়ে। 26 আমি তুমরার মাজে হিরবার আইয়া হারলে, আমারে লইয়া তুমরা ইছা আল-মসীর নামে খুব খুশি করবায়।

ইছা আল-মসীর তরিকার জিন্দেগি

27 আসল বেয়াপার অইলো, তুমরা যারযির জিন্দেগিরে অউ নমুনায় কাটাও, যে জিন্দেগি আল-মসীর খুশ-খবরির লাখ। তেউ আমি নিজে আইয়া দেখি বা দুরই থাকি হুনি, আমি বুজমু, তুমরা দিলে-জানে মিলিয়া মজবুত আছো। আর খুশ-খবরির মাজদি যে ইমান পয়দা অয়, অউ ইমানর লাগি হকলে মিলিয়া এক দিলে মেনত কররায়। 28 যেতায় তুমরার বিরুধিতা করইন, কুনু বেয়াপারেউ তুমরা ইতারে ডরাইও না। তেউ পরমান অইযিবো, তারা বিনাশর পথে যাইরাগি আর তুমরা রেহাই পাইরায়। ই রেহাই খালি আল্লার গেছ থাকিউ মিলে। 29 আল-মসীর উপরে ইমান আনছো ইটা যেলা রহমত, তান লাগি জুলুম-মছিবত সইয্য করার সুযোগ পাইছো ইটাও তুমরার লাগি রহমত। 30 তুমরা আগে আমারে যেলা কষ্ট করাত দেখছো আর অখনও যেতা কষ্টর কথা হুনরায়, তুমরাও তো অউ লাখান কষ্টর মাজে পড়িগেছো।

হজরত ইছার ত্যাগর নমুনা

2 আল-মসীর উপরে ইমান আনলে যেবলা ভরসা মিলে, তান মহব্বতে যেবলা শান্তি মিলে, তুমরার লগে যেবলা পাক রুহর ভালা সম্পর্ক আছে, আর তুমরার দিলো যেবলা মায়া-মমতা আছে, 2 তে তুমরা আমার ভিতরর খুশিখান পুরাইলাও। তুমরা হকল এক মনে চলো, দিলে-জানে এক অও, আর একে-অইন্যরে মহব্বত করো। 3 নিজর লাভর আশা বা বেটাগিরি দেখানির লাগি কুন্তা করিও না, বরং নতো অইয়া নিজর চাইতে

অইন্যরে বেশি দাম দেও। 4 খালি নিজর স্বার্থর চিন্তা করিও না, পরর কথাও চিন্তা করিও। 5 হজরত ইছা আল-মসীর মন যেলাখান আছিল, তুমরার মনও অলাখান বানাইলাও। 6 তাইন আসলে আল্লাই ছুরতে রইলেও, আল্লাই সিংহাসন ধরিয়া রাখার লাগি লালছি আছলা না। 7 বরং গুলাম বনিয়া মানুষ হিসাবে জনম লইয়া নিজরে হুরু বানাইলা। 8 তাইন মানুষ ছুরতে রইয়া মউত পর্যন্ত, দুখ-কষ্টর সলিবর উপরর মউত পর্যন্ত বাইধ্য রইয়া নিজরে নতো করলা। 9 এরলাগিউ আল্লায় তানরে আরশে-আজিমো উঠাইলা আর অলা ইজ্জতি এক নাম দিলা, যে নাম হকল থাকি সেরা। 10 যাতে অউ নামর গুনে আছমান-জমিন আর পাতালর তামাম জানদার ইছার ছামনে নতো অইন, 11 আর গাইবি বাফ আল্লা পাকর গৌরবর লাগি স্বীকার করইন, ইছা আল-মসীউ মালিক।

মুমিন অকল নুরর লাখান

12 ও আমার মায়ার ভাই অকল, তুমরা তো হামেশাউ আমার হুকুম মানিয়া আইরায়। তে আমি ছামনে থাকলে যেলা মানো, অখন আমার অফিরখেও অলা তুমরার দিলর ডর-খফে নেক আমল করো। অউ আমলর মাজদি দেখাও, তুমরা গুনা থাকি নাজাত পাইলিছো। 13 বুজরায় নি, আল্লায় তুমরার দিলর মাজে অলা এক ভাব দান করছইন, ইতা আমল করলে তাইন খুশি অইন, অউ আমল করার নিয়ত আর তাক্কতও তাইন তুমরারে দিছইন।
14 তুমরা কুনুজাত তর্কা-তর্কি বা কাইজ্জা-ফসাদ না করিয়া হকল কাম করো। 15-16 যাতে ষোলআনা পরেজগার আর নিখুত বনো, আর ই জমানার খবিছ নাফরমান সমাজর মাজেও তুমরা আল্লার আওলাদ হিসাবে রও। অতা মানষর ছামনে আল্লার পাক কালাম তবলিগ করিয়া, অউ দুনিয়াতউ তুমরা আছমানর চান-সুরুজর লাখান চকচকা বনিযাও। তেউ আল-মসী যেবলা দুছরা বার তশরিফ আনবা, হউ দিন আমি বুক ফুলাইয়া কইতাম পারমু, আমার অউ মেনত আর আটনি-খাটনি বেকামা গেছে না। 17 হুনো, যে ইমানর কুরবানির মাজদি তুমরা আল্লার এবাদত কররায়, এর উপরে যুদি আমার নিজর লউরে কুরবানি হিসাবে ঢালি দেওয়া অয়, তা-ও আমি খুশ আছি, তুমরারে লইয়া খুশি কররাম। 18 ঠিক তুমরাও অলা খুশি অও, আমার লগে খুশি করো।

দুইজন উস্তাদরে পাঠানি

19 আমি আশা করি, হজরত ইছার মর্জি অইলে আমি তিমথিরে খুব জলদি করি তুমরার গেছে পাঠাইমু, তেউ তুমরার হালত জানিয়া আমি শান্তি অইমু। 20 তিমথির লাখান ইলা আর কেউ আমার গেছে নাই, যেইন তুমরার লাগি চিন্তা করইন। 21 বাকি হকলেউ ইছা আল-মসীর বেয়াপারে চিন্তা না করিয়া, তারা যারযির ধান্দায় আছইন। 22 অইলে তিমথির বেয়াপার তো তুমরা জানো, পুতে যেলা নিজর বাফর লগে কাম করে, তাইনও অলা আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগর লাগি আমার লগে মেনত করছইন। 23 এরলাগিউ আমি আশা করিয়ার, আমার দশা কিতা অইবো, অখান জানার বাদেউ আমি তানরে পাঠাইতাম। 24 অইলে আমি মালিকর উপরে ভরসা করি কইয়ার, আমি নিজেও খুব জলদি করি আইতাম পারমু।
25 আর আমি মনো করিয়ার, উছাইদরে তুমরার গেছে পাঠানি খান খুব জরুর। আমার খেজমত করার লাগি তুমরা তানরে আমার গেছে পাঠাইছলায়। আমরা একলগে তবলিগ করি, ইছা আল-মসীর লাগি জিহাদ করি। এইন আমার ইমানদার ভাই। 26 তাইনও তুমরার লগে দেখা করতা চাইরা, তুমরা তান বেমারর খবর হুনায়, তাইন পেরেশানিত পড়িগেছইন, এরলাগি আমি তানরে পাঠাইয়ার। 27 আসলে তাইন খুব বেমার আছলা, বেমারে তান না-বাচার হালত অইগেছিল। অইলে আল্লায় তানরে রহম করছইন। খালি তানরে নায়, তাইন বাচি যাওয়ায় আল্লায় আমারেও বউত বড় রহম করছইন, যাতে আমি এক কষ্টর উপরে আর কুনু কষ্ট না পাই।
28 এরলাগি আমি খুব খিয়ালি অইয়া তানরে পাঠাইয়ার, যাতে তানরে পাইয়া তুমরাও খুশি অও, আর আমার মনর চিন্তাও হরি যায়। 29 তে আল্লার বন্দা হিসাবে পুরাপুর খুশি অইয়া তানরে কবুল করিও, আর এরার লাখান মানষরে ইজ্জত করিও। 30 আল-মসীর তবলিগ করাত গিয়া তাইন মরার পথি অইগেছলা। আমার ছামনে না থাকায় তুমরা যে কাম করতায় পারছো না, অউ কামর লাগি তাইন নিজর জান দিতেও রাজি আছলা।

দাদির মুছলা বাদ দিয়া আল্লার রুহে এবাদত করো

3 ও আমার ভাই অকল, হেশ-মেশ কইরাম, মালিকর নামে খুশি করো। এক বেয়াপার লইয়া বারে বারে লেখতে আমার কুনু কষ্ট অর না, তুমরারে বাচানির লাগিউ আমি ইতা কররাম। 2 হুনো, হউ কুকুর পাল থাকি, মানি নাফরমান দলর দাদির মুছলা থাকি হুশিয়ার রইও। ইতায় তো তারার শরিলর কাটা-চিরার উপরেউ ভরসা করে। 3 আসলে আমরাউ অইলাম খাটি মছলমানি করাইল মানুষ, আমরা তো ইছা আল-মসীর নামে গৌরব করি, আল্লার রুহর বলে তান এবাদত করি, শরিলি কুনু এবাদতর উপরে ভরসা করি না।
4 আসলে কেউ যুদি মনো করে, নিজর শরিলি এবাদতর উপরে ভরসা করার যুক্তি আছে, তে হে বুজিলাউক, তার চাইতে আমার আরো বেশি যুক্তি আছে। আমিও ইতার উপরে ভরসা করতাম পারলাম অনে। 5 জন্মর আট দিনর দিনউ আমার মছলমানি কাম করাইল অইছিল। আমি একজন খাটি ইবরানি, আমার জনম অইছে তো বনি ইছরাইলর বিন-ইয়ামিন গুষ্টিত। হজরত মুছা নবীর শরিয়তর বেয়াপারে আমি তো ফরিশি জমাতর। 6 শরিয়ত মানার বেয়াপারে কুনু মানষে আমার খুত বার করতো পারছে না। ধর্মর বেয়াপারে আমি খুব কড়া, আল-মসীর জমাতর উপরেও আমি জুলুম করতাম।
7 অইলে অউ আমল করায় আমার যতো ফায়দা অইছিল, অখন আল-মসীর লাগি আমি ইতারে খেতি মনো করি। 8 আসলে আমি যার লাগি ই খেতি স্বীকার করিয়ার, এইনউ আমার মালিক ইছা আল-মসী। তানরে জানার মাজেউ হকল থাকি বড় ফায়দা, তান তুলনায় বাদ-বাকি হক্কলতারেউ আমি খেতি মনো করি। আমি যাতে আল-মসীরে পাই, আর আমারে যাতে আল-মসীর লগে একখানো মিলাইল দেখা যায়, অউ নিয়তেউ আমি ইতা হক্কলতারে ময়লার লাখান হরাইয়া ফালাইছি। 9 তে শরিয়ত মানায় আমি যে পরেজগার বনিগেছি, ইখান নায়, আল-মসীর উপরে ইমান আনায়উ আল্লায় আমারে পরেজগার হিসাবে কবুল করছইন। ই পরেজগারি খালি আল্লা থাকিউ মিলে, ইটা তো ইমানর উপরে নির্ভর করে। আল-মসীর লগে মিলার বাদেউ আমার অউ হালত অইছে। 10 তে আমি আল-মসীরে চিনতাম চাই, যে কুদরতি বলে তানরে মরা থাকি জিন্দা করা অইছিল, অউ বলরেও চিনতাম চাই। আমি তান দুখ-মছিবতর ভাগি অইতাম চাই, তাইন যেলা নিজর জান কুরবানি দিছলা, আমিও অউ মউতো শরিক অইতাম চাই। 11 আর যেকুনু লাখান মরন থাকি জিন্দা অওয়াতও শরিক রই।

আখেরাতর পথে চলো

12 তে আমি যেতা পাইতাম চাইরাম, ইতা যে অখনউ পাইলিছি, বা পুরাপুর কামিয়াব অইগেছি ইলা কুন্তা নায়। হজরত ইছা আল-মসীয়ে যে নিয়তে আমারে বন্দি করছইন, অউ নিয়ত পুরা করার লাগিউ আমি দৌড়াইরাম। 13 ভাই অকল, আমি মনো কররাম না, আমি ইতার লাগাল পাইলিছি। অইলে খরর হকলতা ফালাইয়া আমি দিলে-জানে ছামনেদি দৌড়াইয়ার। 14 দৌড়াই দৌড়াই চেষ্টা করিয়ার, ইছা আল-মসীর জরিয়ায় আল্লা পাকর যে বেহেস্তি দাওত আছে, পুরুস্কার হিসাবে অউ দাওতো হামাইতাম পারি।
15 এরলাগি কইরাম, আমরা যারা হজরত ইছার পথে বউত আগুয়াই গেছি, আমরার নিয়তও অলাখান অওয়া জরুর। আর তুমরার যুদি অইন্য কুনু নিয়ত থাকে, তে আল্লায়উ পথ বাতাই দিবানে। 16 যাই অউক, আমরা যতখান আগুয়াইছি, অউ লাখান জিন্দেগিও কাটানি উচিত।
17 ভাই অকল, তুমরা কিলান জিন্দেগি কাটাইতায়, ইতা তো আমি হিকাইছি। তুমরা আমার লাখান চলো, আর অউ লাখান যারা চলে, তারারে দেখিয়া হিকো। 18 আমি তো বউত বার তুমরারে কইছি, আর চখুর পানি ফালাইয়া অখনও কইরাম, ইলাও বউত জন আছে, যেরা আল-মসীর দুখ-কষ্টর সলিবর দুশমনর লাখান চলের। 19 তারার কপালো আছে বিনাশ। তারার পেটউ তারার আল্লা। নাফরমানি কাম লইয়া তারা বড়াই করে, খালি দুনিয়ার ধান্দায় পাগল। 20 অইলে আমরার আসুল বাড়ি তো বেহেস্তো। আমরার তরাওরা মালিক, হজরত ইছা আল-মসীয়ে হন থাকি তশরিফ আনবা। আমরা তান লাগি দিলে-জানে বার চাইরাম। 21 তাইন আইয়া আমরার অউ কমজুর কায়া বদলাইয়া, তান কায়ার লাখান খেমতাআলা নুরর কায়া দিবা। যে কুদরতি বলে তাইন হক্কলতা করতা পারইন, হউ বলেউ তাইন ইতা করবা।

4 ও আমার মায়ার ভাই অকল, আমি তুমরারে দেখতাম চাই। তুমরাউ আমার খুশি, আমার জয়র মালা। আমরার মালিকর লগে তুমরা মজবুত অইয়া লাগিয়া রও।

হজরত পাউলুছর পরামিশ

2 ও আমার বইন ছালিমা আর ছাইদা, আমি মিনত করি কইরাম, এক মালিকর খেজমতো লাগাইল আছো করি, তুমরা মিলি-মিশি এক মনে চলো। 3 ও আমার লগর আসল সংগি, আমি তুমারেও মিনত কররাম, তুমি অউ বেটিন্তরে সাইয্য করিও। আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগ কামো এরা আমার লগে বউত কষ্ট করছইন। কিলিমান আর অইন্যান্য ভাইয়াইন্তর লগেও কষ্ট করছইন। তারার নাম তো আল্লার জিন্দেগি খাতাত লেখা আছে।
4 মালিক ইছার নামে তুমরা হামেশা খুশি-বাসি করো। আমি হিরবার কইরাম, খুশি-বাসি করো। 5 তুমরার নরম বেবহার যানু হকল মানষর চখুত পড়ে। জানো তো, আমরার মালিক খুব জলদিউ আইরা। 6 কুনু বেয়াপারেউ তুমরা পেরেশান অইও না, বরং মুনাজাত করো। তুমরার যততা চাইবার আছে, আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া তান গেছে চাও। 7 তেউ আল্লার দেওয়া যে শান্তির কথা মানষে চিন্তাও করতো পারে না, ইছা আল-মসীর মাজদি অউ শান্তি আইয়া তুমরার দিল আর মনরে রইক্ষা করবো।
8 ও ভাই অকল, আমি হেশ-মেশ কইরাম, যেতা হাছা, যেতা উপযুক্ত, হক, খাটি, সুন্দর, আর ইজ্জত পাওয়ার জুকা, মানি যেতা ভালা আর যেতায় তারিফ অয়, অউ লাখান বেয়াপারে তুমরা খিয়ালি অও। 9 তুমরা আমার গেছ থাকি যে তালিম পাইছো, যেতা হুনছো, যেতা দেখছো, আর যেতা কবুল করছো অতা অখন আমল করো। তেউ শান্তি দেওরা আল্লাও তুমরার লগে লগে রইবা।

দান-খয়রাতর লাগি ধইন্যবাদ

10 মালিকে আমার খুশি আরো বাড়াই দিলা, বউত দিন বাদে তুমরা আমারে মনো কররায়। আমার লাগি তো হামেশাউ তুমরা চিন্তা করছো, অইলে ইতা দেখানির সুযোগ পাইছো না। 11 কুনু অভাবো পড়িয়া আমি ইখান কইরাম না, যেকুনু হালতেউ সন্তুষ্ট রওয়াখান আমি জানি। 12 অভাবি বা নবাবি হালতে, উপাসি পেটে বা ভরা পেটে, ধনি বা গরিবির মাজে কিলা সন্তুষ্ট রওয়া যায়, ইতা তালিম আমি পাইছি। 13 আসলে যেইন আমারে বল-

শক্তি যুগাইয়া দেইন, তান বলেউ আমি হক্কলতা করতাম পারি। 14 তা-ও
তুমরা আমার কষ্টর লগে শরিক অইয়া, খুব ভালা কাম করছো।
15 ও ফিলিপি জমাতর মুমিন অকল, তুমরা তো জানো, তুমরা পয়লা খুশ-
খবরি পাওয়ার বাদে আমি যেবলা মাকিদনিয়া দেশ থাকি গেছলামগি, অউ
সময় তুমরা ছাড়া আর কুনু জমাতেউ আমার লগে কুনুজাত লেন-দেন
করছে না। 16 আমি যেবলী থিষলনিকি টাউনো আছলীম, অউ সময় আমার
অভাবর কালো তুমরা কয়বার সাইয্য পাঠাইছো। 17 আমি তুমরার গেছ থাকি
কুনু দান-দক্ষিনা চাইরাম না, অইলে তুমরার লাগি অলা এক ফল আশা
করিরাম, যেতা তুমরার আমল-নমাত জমা রইবো।
18 আমার হকল পাওনাউ আমি পাইলিছি। আসলে আমার যতখান
জরুর, এর চাইতেও বেশি আছে। উছাইদ্ ভাইর আত থাকি তুমরার উপহার
পাইয়া অখন আমার বউত অইছে। অউ উপহার তো আল্লাই খুশবয় আলা,
আল্লার দরবারো কবুল অওয়ার জুকা কুরবানি। আল্লা পাক ইতায় খুশি
অইন। 19 আমার আল্লায় তান নিজর গৌরবর ধন হিসাবে, হজরত ইছা
আল-মসীর উছিলায় তুমরার হকল অভাব দুর করবা। 20 যুগে যুগে হর-
হামেশা আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকর তারিফ জারি রউক। আমিন।

আখেরি মুনাজাত আর ছালাম

21 হজরত ইছা আল-মসীর তরিকার আল্লার হকল বন্দারে আমার ছালাম
দিও। আমার লগর হকল ভাইয়াইন্তে তুমরারে ছালাম জানাইরা। 22 আল্লার
যতো পাক বন্দা ই জাগাত আছইন, খাছ করি বাদশা কৈছরর বাড়ির মুমিন
অকলে ছালাম জানাইরা।
23 হজরত ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার দিলো থাকউক। আমিন॥

আল-কলোছিয়া

পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ আল-কলোছিয়া ছিপারা, আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ) লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৭ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

হজরত পাউলুছ নিজে কুনু সময় অউ কলোছি টাউনো গেছইন না, অইলে আল্লার কালাম হুনিয়া অউ টাউনর বউত মানষে হজরত ইছার তরিকা কবুল করছইন। অউ খবর হুনিয়া তান মনো খুব খুশি আছিল। এরমাজে তাইন খবর পাইলা, কলোছি টাউনর কুনু কুনু উস্তাদে হজরত ইছার নামে ভুল তালিম তবলিগ কররা, তারা আসল তালিমর লগে তারার মনগড়া কিছু মতবাদ, রীতি-রেওয়াজও হিকাইরা, এরলাগি হজরত পাউলুছে মনো খুব কষ্ট পাইয়া চিঠির নমুনায় অউ ছহিফা লেখলা।

তাইন জানাইলা, গুনা থাকি নাজাত পাওয়ার লাগি হউ উস্তাদ অকলর হিকাইল তালিমর কুনু জরুর নায়। তারা হিকাইতা, ফিরিস্তা অকলর নামে এবাদত করা, মছলমানি কাম করানি, নানান নমুনার হারাম-হালাল খানির কথা। এরদায় লেখকে জানাইলা, গুনা থাকি নাজাত পাওয়ার লাগি ইতা উস্তাদর তালিমর কুনু জরুর নায়। তাইন কলোছিয়ার মুমিন অকলরে বউত উৎসাহ যুগাইছইন, হজরত ইছার উপরে ইমানে মজবুত অওয়ার লাগি।

এরমাজে আছে,

(ক) হজরত পাউলুছর ছালাম, শুকরিয়া, মুনাজাত
(খ) আল্লার মর্জি-মুনশায় আল-মসীর কাম
(গ) আল-মসীর মাজদিয়াউ আখেরি জিন্দেগি
(ঘ) আখেরি মুনাজাত আর ছালাম

হজরত পাউলুছর ছালাম, শুকরিয়া আর মুনাজাত

1 [1-2] আমি পাউলুছ, আল্লা পাকর মর্জিয়ে হজরত ইছা আল-মসীর একজন সাহাবি। কলোছি টাউনর মাজে আল-মসীর তরিকার পাক বন্দা আর মুমিন অকলর গেছে আমি আর ভাই তিমথিয়ে অউ ছহিফা খান লেখরাম। আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে তুমরার উপরে রহমত আর শান্তি নাজিল করউক্কা।

[3-4] হজরত ইছা আল-মসীর উপরে তুমরার ইমান আর আল্লার পাক বন্দা অকলরে মায়া করার কথা আমরা হুনছি। এরলাগি যেবলাউ তুমরার লাগি দোয়া করি, অউ সময় আমরার মালিক ইছা আল-মসীর গাইবি বাফ আল্লা পাকর শুকরিয়া আদায় করি। [5] তুমরা আগে যে খুশ-খবরি মানি আল্লার হক কালাম পাইছো, অউ কালাম হুনিয়াউ তুমরার মনো এক আশা জন্মিছে। অউ আশা থাকিউ তুমরার ইমান আর মায়া পয়দা অইছে। আর তুমরা আশা কররায় যে ছামান পাইতায়, ইতা তো বেহেস্তো রাখা আছে। [6] ই খুশ-খবরি দুনিয়ার হকল বায় ছিতরিয়া ভালা ফলআলা অইয়া দিন দিন বাড়ের। যে দিন থনে তুমরা অউ খুশ-খবরি আর আল্লার রহমতর বেয়াপারে পুরাপুর হুনছো, অউ দিন থনেউ ইতায় তুমরার ভিতরেও পুরাপুর কাম করের। [7] অউ খুশ-খবরির কথা তুমরা আমার লগর মায়ার ভাই আবু-ফারাছর গেছে হুনছো। তাইন তুমরার তরফ থাকি আল-মসীর একজন হক খেজমতকারি। [8] পাক রুহর বলে তুমরার দিলর মাজে যে মায়া পয়দা অইছে, অউ বেয়াপারে আবু-ফারাছে আমরারে জানাইছইন।

[9] এরলাগি তুমরার বেয়াপারে হুনার বাদ থাকিউ আমরা হামেশা তুমরার লাগি দোয়া করি। রুহানি ইলিম আর বুদ্ধি দিয়া তুমরা যানু আল্লার মুনশা পুরাপুর বুজতায় পারো। [10] আমরা আল্লার দরবারো অউ দোয়াউ কররাম, তুমরা যাতে হকল বেয়াপারে আল-মসীর মর্জি যুগাইয়া চলো আর তান উপযুক্ত উম্মতর লাখান জিন্দেগি কাটাও। হক কাম করি করি ফলবান অও, আর আল্লা পাকরে আরো ভালা করি চিনো। [11] আল্লায় তান মহা কুদরতি বলে হকল নমুনার বল দিয়া তুমরারে বলবান করউক্কা। বালা-মছিবতো পড়লেও খুশি-বাসি রইয়া ছবর করার তৌফিক দেউক্কা। [12] আর হকল সময় বেহেস্তি বফি আল্লা পাকর শুকরিয়া জানাও। আল্লার পাক বন্দা অকলে নুরর বাদশাইত যে অধিকার পাইবা, ইতার ভাগি অওয়ার লাগি তো তাইনউ তুমরারে উপযুক্ত বানাইছইন। [13] তাইনউ আমরারে আন্দাইরর বাদশাই থাকি উদ্ধার করিয়া, তান খাছ মায়ার জনর বাদশাইত আনছইন। [14] অউ মায়ার জনর উপরে ইমান আনায় আমরা রেহাই পাইছি, মানি গুনা থাকি মাফি পাইছি।

আল-মসীউ হক্কলতার পরধান

[15] অউ মায়ার জনউ অইলা, বাতুনি আল্লার জাহিরি ছুরত; হক্কলতা পয়দা করার আগে তাইন আছলা, আর পয়দা অওয়া হক্কলতার মাজে তাইনউ পরধান। [16] আছমান-জমিনর মাজে দেখা আর আ-দেখা যততা আছে, ইতা বাদশাই অউক বা বাহাদুরি, শাসন কিবা খেমতা অউক, হক্কলতাউ তান আতর পয়দা। ইতা তো খালি তান লাগিউ পয়দা করা অইছে। [17] হক্কলতার পয়লা তাইন আছলা আর তান মাজদিয়াউ হকলতা টিকিয়া আছে। [18] তাইনউ তান শরিলর মাথা, মানি জমাতর মাথা। তাইনউ হক্কলতার পয়লা, আর তাইনউ পয়লা মুর্দা থাকি জিন্দা অইছইন, যাতে হকল বেয়াপারে তাইনউ পরধান অইতা পারইন। [19] আল্লায় চাইলা, তান আল্লাই গুনর হক্কলতা যানু আল-মসীর মাজে থাকে। [20] আর দুনিয়াত বা বেহেস্তো যেনোউ অয় না কেনে, অউ আল-মসীর মাজদিয়া যানু হক্কলতার লগে তান মিলন অয়। তাইন চাইলা, সলিবর উপরে আল-মসীর কুরবানির লউর বদলা শান্তি কাইমর মাজদি অউ মিলন অউক।

[21] তুমরা তো এক সময় আল্লার গেছ থাকি দুরই আছলায়, আর তান বেয়াপারে তুমরার দিলো দুশমনি ভাব আছিল। ইতা তুমরার বদ কামর মাজদি জাইর অইছে। [22] অইলে আল-মসীর জান কুরবানির মাজদি আল্লায় তুমরারেও তান লগে মিলন ঘটাইছইন, যাতে তুমরারে পাক-পবিত্র, নিখুত আর নি-অপরাধি হালতে তান ছামনে আজির করতা পারইন। [23] তে আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি থাকি যে নিশ্চিত আশা তুমরা পাইছো, খালি অউ আশার উপরে ইমানে থির রইও, ইন থাকি লড়িও না। তুমরা তো জানো, ই খুশ-খবরি হারা দুনিয়াত তবলিগ করা অইছে, আমি পাউলুছও অউ খুশ-খবরি তবলিগর খাদিম অইছি।

জমাতর লাগি হজরত পাউলুছর কাম

[24] তুমরার লাগি আমি দুখ-মছিবত সইয্য করায় খুব আনন্দ পাইরাম। জানো তো, আল-মসীর শরিল মানি জমাতর লাগি তান যে দুখ-মছিবত অখনও বাকি আছে, ইতা অখন আমার শরিল দিয়া পুরা করিয়ার। [25] আল্লা পাকে তান পবিত্র কালাম তুমরার গেছে পুরাপুর তবলিগ করার ভার আমারে দিছইন, গতিকেউ আমি জমাতর একজন খেজমতকারি অইছি। [26] আল্লার কালামর যে বাতুনি বেয়াপার আগর জমানার মানষর গেছে যুগ যুগ ধরি লুকাইল আছিল, ইতা অখন তান পাক বন্দা অকলর গেছে জাইর করা অইছে। [27] আল্লায় চাইছইন, ভিন জাতি অকলর গেছেও তান বাতুনি মুনশার গৌরব যে কিতা, ইতা যেনু তান হকল বন্দা অকলে জানতা পারইন। আসলে আল-মসী তুমরার দিলো আছইন, গতিকে তুমরা গৌরব পাওয়ার আশা পাইছো। [28] আর অউ আল-মসীর বেয়াপারে আমরা তবলিগ করিয়ার, আল্লার দেওয়া আখল-হেকমত দিয়া মানষরে হুশিয়ার করিয়ার আর তালিম দিয়ার যাতে আল-মসীর তরিকাত পুরাপুর কামিল হালতে তারারে আল্লার দরবারো আজির করতাম পারি। [29] অউ নিয়তে আল্লার যে কুদরতি বল আমার মাজে কাম করের, অউ কুদরতি বলেউ আমি দিলে-জানে মেনত করিয়ার।

2 আমি তুমরারে জানাইতাম চাইরাম, আমি তো তুমরার লাগি, লাওদিকেয়া টাউনর জমাতর লাগি, আর যেরা আমারে দেখছে না তারার লাগিও কতো মেনত কররাম। [2] আমি চাইরাম, তারার দিলো ভরসা পাইয়া মহব্বতে এক অউক। আর পুরাপুর আখলে আখলদার বনিয়া নিশ্চিত অউক। তেউ আল্লার লুকাইল বাতুনি ভেদ বুজবো, মানি আল-

মসীরে তারা চিনবো। 3 আল-মসীর মাজেউ হকল আখল-হেকমত লুকাইল আছে। 4 আমি ইতা কইলাম, যাতে কেউ বানোয়াট মাত-কথা মাতিয়া তুমরারে বে-পথে নিতো না পারে। 5 আমি স-শরিলে তুমরার মাজে না থাকলেও রুহর বলে ঠিকউ তুমরার মাজে আজির আছি। তুমরার ভালা চাল-চলন আর আল-মসীর উপরে মজবুত ইমান দেখিয়া আমার খুব ভালা লাগের।

আল-মসীর মাজেউ আসল জিন্দেগি

6 ইছা আল-মসীরে তুমরা মালিক হিসাবে যেলা কবুল করছো, অউ লাখান তান লগে রইয়া জিন্দেগিও কাটাও। 7 আল-মসীর মাজে ষোলআনা ডুব দিয়া তুমরার জিন্দেগিরে গড়িয়া তুলো। তুমরা তালিম পাইয়া যে ইমান আনছো, অউ ইমানে মজবুত রও আর হামেশা আল্লা পাকর শুকরিয়া আদায় করো।

8 তুমরা হুশিয়ার রইও, কেউ যানু তুমরারে মানষর বানাইল মনগড়া তালিমদি বান্দিয়া বে-পথে টানিয়া নিতো না পারে। আল-মসীর লগে ই তালিমর কুনু মিল নাই, ইতা তো মানষর মনগড়া রছুমত আর দুনিয়াবি নানান আচরি-বেবহারর উপরে ভরসা করে। 9 আল্লার হক্কল লাখান গুনাগুন আল-মসীর কায়ার ভিতরে আছে। 10 এরলাগি আল-মসীর লগে শরিক অইয়া তুমরাও হকল গুনে কামিল অইছো, তান আসন তো হকল নমুনার শাসনকারি আর খেমতাআলা হক্কলতার উপরে।

11 আল-মসীর উপরে ইমান আনায় তো তুমরারে মছলমানি কাম করাইল অইছে। অউ মছলমানি কুনু মানষর আতে করাইল অইছে না, আল-মসীয়ে নিজেউ ইতা করছইন, মানি দিলর মাজে যে বদ খাইশ আছিল, অউ বদ খাইশরে দিল থাকি কাটিয়া ফালাইছইন। 12 তৌবার গোছলর মাজুদি আল-মসীর লগে তুমরারেও মাটি দেওয়া অইছিল, আর যেইন আল-মসীরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, হউ আল্লার কুদরতি বলে ইমানর মাজদি তুমরারেও আল-মসীর লগে জিন্দা করা অইছে। 13 তুমরার গুনা আর দিলর বদ খাইশ না হরানিয়ে মুর্দা আছলায়, অইলে আল্লায় তুমরারে আল-মসীর লগে জিন্দা করছইন। তাইন আমরার হকল গুনার মাফি দিছইন। 14 আর আমরার বদ আমল-নমার যে দলিল আছিল, অউ দলিলরে হকল জাতর দাবি-দাওয়া সুদ্দা ফুছিয়া ফালাইছইন। লাকড়িদি বানাইল যে সলিবো ইছারে কাতল করা অইছে, অউ সলিবো ই দলিলরে পেরেগ মারিয়া বাতিল করছইন। 15 আল-মসীয়ে বদ শাসনকারি আর খেমতাআলা হক্কলর খেমতারে বিনাশ করছইন। সলিবো তান নিজর জান কুরবানির মাজদি তারার উপরে জয়ী অইছইন আর হকলর ছামনে তারার মুখ নিচা করছইন।

নকল তালিমর বেয়াপারে হুশিয়ারি

16 এরলাগিউ শিন্নি-সখাত, পুজা-ফসাদ অমাবইস্যা-পুন্নিমা, ইদ্ বা জুম্মাবারর নিয়ম-কানুন লইয়া তুমরারে দুষি করার এখতিয়ার কেউরর নাই। 17 ইতা তো আছিল, ভবিষ্যতে যেতা আইবো অতার একটা নমুনা মাত্র, অইলে আসলতা তো আল-মসীর মাজেউ আছে। 18 যেরা নিজর শরিলরে কষ্ট দেওয়া আর ফিরিস্তা অকলর এবাদত করারে জরুরি মনো করে, এরা যানু তুমরারে পুরুস্কারর পথ থাকি হরাইতো না পারে। অউ নমুনার মানষে যেতা দেখছে কইয়া খামোখা বড়াই-বেটাগিরি করে, আর অতা লইয়া বড় বড় গফ মারে, আসলে এরার অন্তর তো খালি দুনিয়াবি চিন্তায় ভরা। 19 তারা তো মাথারে, মানি ইছা আল-মসীরে মজবুত করি ধরিয়া রাখে না, অউ মাথার খেমতায় আস্তা শরিলর আড্ডি-মাংস বল-শক্তি পাইয়া একখানো রয়, আর আল্লাই বলে বাড়ে।

20 আল-মসীর লগে মারা গিয়া তুমরা যেবলা দুনিয়াবি হকল চাল-চলন থাকি হুরিয়া আইছো, তে হিরবার কেনে দুনিয়াবি মানষর লাখান দুনিয়াবি নিয়ম-নীতির গুলাম অইরায়? 21-22 হুনো, যে জিনিস বেবহার করতে করতে বরবাদ অইযায়, অউ জিনিসর বেয়াপারে অলা নিয়ম আছে, ইতা ধরিও না, ছইও না, খাইও না। ইতা তো খালি মানষর মনগড়া হুকুম আর তালিম। 23 কেমনে এবাদত করা, নিজরে নিচা করা, কেমনে নিজর শরিলরে কষ্ট দেওয়া, অউ নিয়ম-নীতিয়ে অতা হিকায়। ই নিয়ম-নীতি দেখলে মনো অয়, ইতা খুব আখলর কাম, অইলে দিলর বদ খাইশরে দমন করার লাগি ইতার কুনু দামউ নাই।

আল-মসীর উম্মতর নয়া জিন্দেগি

3 হুনো, তুমরা তো আল-মসীর লগে মরা থাকি জিন্দা অইছো, আর আল-মসী তো বেহেস্তো আল্লার ডাইনর তখতো বওয়াত আছইন, এরলাগি তুমরাও অউলা বেহেস্তি বেয়াপার লইয়া আশিক অও। 2 দুনিয়াবি বেয়াপারে আশিক না বনিয়া, বেহেস্তি বেয়াপারে আশিক অও। 3 তুমরা তো মারা গেছো, তুমরার জিন্দেগি আল-মসীর লগে আল্লার দরবারো লুকাইল আছে। 4 যেইন তুমরার জিন্দেগি, হউ আল-মসী যেবলা হকলর ছামনে জাইর অইবা, অউ সময় তুমরাও তান মহিমার ভাগি অইয়া তান লগে জাইর অইবায়।

5 এরলাগি গুনার যেতা রিপু অকল তুমরার জিন্দেগিত আছে, ইতারে একদম বিনাশ করিলাও। ইতা অইলো হক্কল নমুনার জিনা, নাপাকি, বদ খাইশ, কু-চিন্তা, আর লোভ-লালছ, ই লোভ-লালছ অইলো এক লাখান মুর্তিপুজা। 6 যারা আল্লার নাফরমানি করে, অতার কারনেউ তারার উপরে আল্লার গজব লামিয়া আয়। 7 তুমরাও আগে অউ লাখান নাফরমানির মাজে জিন্দেগি কাটাইতায়। 8 অইলে অখন রাগ-গুছা, ভিতরি দুশমনি, ইংসা-নিন্দা, গালা-গালি আর খবিছি মাত-কথা তুমরার গেছ থাকি হরাইলাও। 9 একে-অইন্যে মিছা মাতিও না, কারন তুমরার জিন্দেগির পুরান "আমি"রে তার হকল আমল সুদ্দা পুরান কাপড়র লাখান ফালাই দিছো, 10 আর আল্লার দেওয়া নয়া "আমি"রে নয়া কাপড়র লাখান ফিন্দিছো। অউ নয়া "আমি" আরো নয়া অইয়া তার পয়দা কররা মালিকর লাখান বনের, যাতে অউ পয়দা কররারে তুমরা পুরাপুর চিনো। 11 অউ হালতে ইহুদি কিবা ভিন জাতি, মছলমানি কাম করাইল বা না করাইল, অশিক্ষিত বর্বর, নিচা জাতি, গুলাম বা আজাদ মানষর মাজে কুনু তফাত নাই। ইতা হকলতার মাজে আল-মসীউ পরধান, হকলর মাজেউ তাইন আছইন।

12 তে আল্লায় যারারে পছন্দ করিয়া তান নিজর লাগি আলগ করছইন, তান হউ মায়ার বন্দা হিসাবে তুমরার দিলর মায়া-মমতা, দয়া, নরম বেবহার, নরম স্বভাব আর ছবর দিয়া নিজরে হাজাও। 13 একে-অইন্যরে সইয্য করো, কেউরর বিরুদ্ধে তুমরার কুনু নালিশ থাকলে তারে মাফ করি দেও। মালিকে যেলা তুমরারে মাফ করছইন, তুমরাও অউলা একে-অইন্যে মাফ করা জরুর। 14 আর ইতা হক্কলতার লগে মায়া-মহব্বতদি নিজরে হাজাও। মহব্বতে তো হকলরে পুরাপুর একলগে বান্দিয়া রাখে। 15 আল-মসীয়ে যে শান্তি দান করইন, অউ শান্তি তুমরার দিলো রইয়া তুমরারে চালাউক। এক শরিল অইয়া শান্তির মাজে রইতায় করিউ তো তুমরারে দাওত দেওয়া অইছে। তুমরা শুকুর-গুজার করাত রও। 16 আল-মসীর কালামরে তুমরার দিলর মাজে পুরাপুর বসত করতে দেও। আল্লার দেওয়া আখল খাটাইয়া একে-অইন্যরে তালিম আর পরামিশ দেও। আল্লার শুকরিয়া আদায় করার মাজদি তান নামে হামদ, কাওয়ালি আর জবুর শরিফর গজল গাও। 17 তুমরা মুখদি যেতা মাতো আর শরিল দিয়া যততা করো, ইতা হজরত ইছার নামে করো, তান উছিলা লইয়া গাইবি বাফ আল্লা পাকর শুকরিয়া জানাও।

পরিবাররর লাগি পরামিশ

18 তুমরা যেরা বউ অইছো, তুমরা পরতেকে যারযির জামাইর হুকুম মানিয়া চলো, মালিকর বন্দা হিসাবে তো অলা চলা জরুর। 19 তুমরা যেরা জামাই অইছো, তুমরাও যারযির বউরে মহব্বত করিও, বউর লগে কটু বেবহার করিও না।

20 তুমরা যেরা পুয়া-পুড়ি, তুমরা হকল বেয়াপারে মা-বাফর বাইধ্য রইও, ইলা চললে মালিক খুশি অইন। 21 আর তুমরা যেরা বাফ অইছো, তুমরা নিজর পুয়া-পুড়িন্তর মনরে তিত্বা করিও না, যাতে তারার মন না ভাংগে।

22 তুমরা যেরা গুলাম, তুমরা হকল বেয়াপারে তুমরার জগতর মুনিব অকলর বাইধ্য রইও। তারা ছামনে রইয়া যেবলা তুমরার কাম-কাজ দেখইন, খালি অউ সময় তারারে খুশি রাখার চেষ্টা না করিয়া, বরং মালিকর ডর-খফ ভিতরে রাখিয়া খাটি দিলে তারার বাইধ্য রইও। 23 তুমরা যেতাউ করো না কেনে, ইতা মানষর লাগি নায়, বরং মালিকরে খুশি করার নিয়তে দিলে-জানে করিও। 24 মনো রাখিও, মালিকে তান বন্দা অকলর লাগি যেতা রাখছইন, ইতা তো পুরুস্কার হিসাবে তান গেছ থাকিউ তুমরা পাইবায়। তুমরা তো খালি হজরত ইছা আল-মসীর খেজমত কররায়। 25 আর যে জনে নাফরমানি করে, হে তো তার কামর ফল পাইবো। মনো রাখিও, মালিকে কেউরর মুখ চাইয়া বিচার করইন না।

4 তুমরা যেরা মুনিব, তুমরার গুলাম অকলর লগে ন্যায় আর হক ইনছাফ করিও। মনো রাখিও, বেহেস্তর মাজে তুমরারও একজন মুনিব আছইন।

আখেরি পরামিশ

2 তুমরা মন দিয়া শুকরিয়া আদায় করিয়া দোয়া করাত রইও। 3 আমরার লাগিও দোয়া করিও, যাতে আল্লায় আমরারে আল-মসীর বেয়াপারে বাতুনি হক কালাম তবলিগ করার তৌফিক দেইন। অউ বাতুনি হক কালামর লাগিউ তো আমারে বন্দি করা অইছে। 4 দোয়া করিও, মানষরে যেলা পরিস্কার করি বুজানি জরুর, আমি যানু ঠিক অউলা বুজাইতাম পারি। 5 আল-মসীর তরিকার বাইরর মানষর লগে আখল খাটাইয়া চলিও, আর তবলিগ করার হক্কল সুযোগ কামো লাগাইও। 6 তুমরার মুখর জবান হামেশা মিঠা আর রসাইল অউক, যাতে কারে কিলা জুয়াপ দিতায়, ইতা তুমরা বুজো।

আখেরি মুনাজাত আর ছালাম

7 আমরার মায়ার ভাই, বিশ্বাসি খাদিম আর মালিকর খেজমতো আমরার লগর তবলিগকারি তুখিক ভাইয়ে, আমার বিস্তারিত খবরা-খবর তুমরারে জানাইবা। 8 তান মারফতে আমরার হাল-হকিকত জানবায়, তাইন তুমরারে সাওস দিবা। এরলাগি আমি তানরে তুমরার গেছে পাঠাইলাম। 9 তুখিকর লগে আমরার মায়ার ইমানদার ভাই অনিছিমরেও পাঠাইলাম। এইন তো তুমরারউ একজন। তারা ইনর হকল খবর-আন্তর তুমরারে জানাইবা।

10 আমার লগর বন্দি ভাই আরিস্তাকুছ আর বার্নাবাছর কুটুম মার্কুছেও তুমরারে ছালাম দিছইন। অউ মার্কুছর বেয়াপারে তুমরা তো আগ থাকিউ খবর পাইছো, তাইন যুদি তুমরার গেছে যাইন, তে খুশি মনে তানরে কবুল করিও। 11 আর ইছা উরফে ইউছতুছেও তুমরারে ছালাম দিছইন। আল্লার বাদশাইর লাগি ইহুদি অকলর মাজে খালি অউ তিন জনেউ আমার লগে কাম করইন, তারা আমারে বউত সাওস দিছইন। 12 আবু-ফারাছেও তুমরারে ছালাম দিছইন, তাইন তো তুমরার আপন মানুষ আর ইছা আল-মসীর গুলাম। এইন হামেশা তুমরার লাগি দিলে-জানে মুনাজাত কররা, তুমরা যাতে কামিল অও, আর আল্লার মর্জি-মুনশা বুজিয়া মজবুত অইয়া উবাও। 13 তান বেয়াপারে আমি অউ সাক্ষি দিতাম পারি, তুমরার লাগি আর লাওদিকেয়া, হিয়রাপলি টাউনর মানষর লাগিও আবু-ফারাছে খুব মেনত করইন। 14 আমরার মায়ার কবিরাজ লুক আর ভাই দিমাছেও তুমরারে ছালাম দিছইন।

15 লাওদিকেয়ার ইমানদার ভাই অকলরে, আর নিমুফা আর তান বাড়ির
জমাতর হকলর গেছেও ছালাম জানাইও। 16 তুমরা অউ চিঠিখান পড়িয়া
হারলে লাওদিকেয়ার জমাতর মানষরে পড়ার লাগি দিও আর লাওদিকেয়া
জমাতরে দুছরা যে চিঠি দেওয়া অইছে, অউ চিঠিও তুমরা পড়িও।
17 আর্খিপাছরে অখান কইও, "মালিকর খেজমতো তুমারে যে কাম দেওয়া
অইছে, অউ কাম শেষ করার নিয়তে মন দিয়া কাম করো।"
18 আমি পাউলুছে নিজর আতে অউ ছালামর কথা লেখলাম। মনো
রাখিও, আমি জেলো বন্দি আছি। আল্লায় তুমরা হকলর উপরে রহমত
নাজিল করউক্কা। আমিন॥

১-থিষল:

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছ (রাঃ)। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ১৭ বছুর বাদে থিষলনিকি জমাতর গেছে অউ পয়লা বার চিঠির আকারে ইখান লেখা অইছে। থিষলনিকি আছিল মাকিদনিয়া দেশর রাজধানি। হজরত পাউলুছ কয়েক হাপ্তা অউ জাগাত আছলা, তান লগে আছলা তিমথি নামর এক ইমানদার। অউ টাউনো হজরত ইছার উম্মত অকলর এক জমাত অইছিল, হজরত তিমথিয়ে অউ জমাতর দেখা-হুনা করতা (সাহাবি নামা ১৭ রুকু দেখবা)।

জুলুমর লাগি হজরত পাউলুছ ই জাগা থাকি হরিয়া যাওয়ার বাদে হজরত তিমথিয়ে অউ জমাতর হাল-হকিকত তানরে জানাইছইন, জানিয়া তাইন ই ছইফা লেখছইন। ই ছিপারার ৪ রুকু ১৪ আয়াতো আছে, “হজরত ইছায় দুছরাবার তশরিফ আনলে, ইছার উপরে ইমান আনিয়া যেরার মউত অইছে, আল্লায় তারারেও ইছার লগে মিলন করিয়া তান লগে নিবা।” অতার লাগি তারারে সাওস দেওয়া অর।

এরমাজে আছে,

(ক) থিষলনিকি জমাতর ইমান
(খ) থিষলনিকি টাউনো হজরত পাউলুছর আগর ছফর
(গ) থিষলনিকির মুমিনরে হিরবার দেখার খিয়াল
(ঘ) শরিলরে পবিত্র রাখিয়া হুশিয়ার রও
(ঙ) আল-মসী দুছরাবার আইবার হাল-হকিকত
(চ) কুড়িয়ামি বাদ দিয়া নেক কাম করো

1 আমি পাউলুছ, ভাই সিলাছ আর তিমথিয়ে থিষলনিকি টাউনর জমাতর গেছে লেখরাম। তুমরা আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীর আপন জন অইছো। তুমরার উপরে রহমত আর শান্তি নাজিল অউক।

থিষলনিকি জমাতর ইমান

2 আমরা দোয়া করার বালা হামেশা তুমরার জমাতর হকলর নাম মনো করিয়া আল্লার শুকরিয়া আদায় করি। 3 ইমানর লাগি তুমরা যে কাম কররায়, মহব্বতর লাগি তুমরা যে মেনত কররায় আর হজরত ইছা আল-মসীর উপরে আশা-ভরসা করিয়া তুমরা যে ছবর কররায়, ইতা আমরার গাইবি বাফ আল্লার দরবারো দোয়া করার সময় হামেশা মনো করি।
4 ও ভাই অকল, আল্লার মায়ার বন্দা অকল, আমরা জানি, আল্লায়উ তুমরারে পছন্দ করছইন। 5 আমরার খুশ-খবরির তবলিগ কাম তো তুমরার গেছে খালি মুখর কথাউ রইছে না, বরং আল্লাই বল, পাক রুহ, আর নিশ্চিত ভরসার উপরে চালু অইছে। তুমরার ভালাইর লাগি আমরা যেবলা তুমরার লগে রইতাম, অউ সময় কিলান চলছি, ইতা তো তুমরা জানোউ। 6 তুমরা বউত জুলুম-মছিবতর মাজেও পাক রুহর দেওয়া খুশিয়ে আমরার তবলিগ কবুল করিয়া, আমরার আর মালিকর পথে চলরায়। 7 অউলা চলিয়া তুমরা মাকিদনিয়া আর গ্রীস দেশর মুমিন অকলর গেছে এক নিশানা অইগেছো। 8 মালিকর কালাম তুমরার মাজদি খালি মাকিদনিয়া আর গ্রীস দেশোউ ছিতরিছে না, বরং আল্লার উপরে তুমরার ইমানর কথা হকল জাগাতউ ছিতরিগেছে। ই বেয়াপারে আমরা কুন্তা মাত্তার জরুর নায়। 9 হকল মানষেউ তো আমরারে কইরা, তুমরা কতো আদর করিয়া আমরারে কবুল করছিলায়, তারা এওখান কইরা, তুমরা কিলা দেব-দেবীন্তর পুজা বাদ দিয়া আল্লার পথি অইয়া, জিন্দা হক আল্লার এবাদত করাত আইছো। 10 আর মুর্দা অকলর মাজ থাকি যেনরে জিন্দা করি তুলা অইছে, হউ ইছা দুনিয়াত আওয়ার বার চাইতায় পারো। তাইন অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইরা, আল্লার যে গজব আইয়া লামের, ই গজব থাকি অউ ইছায় আমরারে বাচাইবা।

থিষলনিকি টাউনো হজরত পাউলুছর আগর ছফর

2 ভাই অকল, তুমরা তো নিজেউ জানো, তুমরার গেছে আমরার যাওয়া খান বেকামা গেছে না। 2 তুমরা এওখানও জানো, এর আগে আমরা ফিলিপি টাউনো জুলুম-মছিবতো পড়ছলাম আর বেইজ্জত অইছলাম। বাদে তুমরার অনোও বউত বাধা-নিষেধ কাটাইয়া আমরা আল্লাই সাওসে সাওসি অইয়া দিলে-জানে তান খুশ-খবরি খুলা-মেলা তবলিগ করছিলাম। 3 আমরার দাওত তো কুনু ভুল তালিম থাকি নায়, কুনু বদ নিয়তেও নায় বা কুনু টগা-টগির নিয়তেও নায়। 4 খালি আল্লায় আমরারে যোইগ্য মনো করিয়া যেলা খুশ-খবরি তবলিগর দায়িত্ব দিছইন, আমরা অলাউ তবলিগ কররাম। কুনু মানষরে খুশ করার নিয়তে আমরা ইতা কইরাম না, খালি যেইন আমরার দিলরে যাচাই করিয়া দেখইন, হউ আল্লারে খুশ করার লাগিউ তবলিগ কররাম। 5 তুমরা তো জানো, আমরা কুনু সময়উ কেউরর গেছে তেল-মালিশ করিয়া কথা মাতছি না, আর কুনু লোভ-লালছো পড়িয়া ধান্দাবাজির কামও করছি না, এক আল্লাউ ইতার সাক্ষি। 6 কুনু মানষর গেছ থাকি ইজ্জত পাইতে আশা করছি না, তুমরার গেছ থাকিউ না, বা বাইরা মানষর গেছ থাকিও না। 7 আমরা ইচ্ছা করলে তো আল-মসীর সাহাবি হিসাবে তুমরার উপরে দাবি খাটাইতাম পারলাম অনে। অইলে এর বদলা, মা’য় যেলা নিজর হুরুতাইনরে যয়-যতন করইন, তুমরার লগে থাকার সময় আমরাও অলা নরম বেবহার করছি। 8 তুমরার লাগি খুব বেশি মায়া-মহব্বত অওয়ায়, খালি আল্লাই খুশ-খবরি তবলিগ নায়, আমরার নিজর জান দিতেও রাজি আছলাম। জানো তো, তুমরা অইলায় আমরার খুব মায়ার মানুষ।
9 ভাইয়াইনরে, আসলে তো আমরার মেনত আর আটনি-খাটনির কথা, নিচ্চয় তুমরার মনো আছে। আল্লাই খুশ-খবরি তবলিগর ফাকে ফাকে আমরা দিনে-রাইতে রুজি-রুজগার করছি, যাতে আমরার খরচা-পাতি তুমরা কেউরর লাগি বোঝা না অয়। 10 আর তুমরা যেরা ইমান আনছো, তুমরার লগে তো আমরার আচার-বেবহার আছিল পবিত্র, হক আর নিখুত। তুমরাউ ইতার সাক্ষি, আর আল্লা পাকও সাক্ষি আছইন। 11 তুমরা তো জানো, বাফে যেলা নিজর পরতেক আওলাদরে উৎসাহ, সান্তনা আর মজবুত পরামিশ দেইন, আমরাও তুমরা হকলরে অউলা পরামিশ দিতাম, 12 যাতে আল্লার বন্দা হিসাবে তুমরা উপযুক্ত অইয়া চলো। আল্লায় তুমরারে দাওত দিরা, তান নিজর বাদশাই আর গৌরবর ভাগি অওয়ার লাগি।
13 মনো রাখিও, আমরা হামেশা আল্লার শুকরিয়া আদায় কররাম, কারন আমরার গেছ থাকি আল্লার কালাম হুনিয়া তুমরা যেবলা ইমান আনছিলায়, হউ সময় কুনু মানষর মুখর কথা নায়, বরং আল্লার কালাম হিসাবেউ তুমরা ইতা কবুল করছিলায়, আর হাছাউ ইতা আল্লার কালাম। তুমরা যেরা ইমান আনছো, হউ কালামেউ তুমরার দিলো কাম করের। 14 ভাই অকল, হজরত ইছার তরিকায় চলরা আল্লার যতো জমাত অকল এহুদিয়া জিলাত আছে, তুমরার হাল-হকিকত তো তারার লাখানউ। কারন তারা যেলা নিজর ইহুদি জাতির আতো দুখ-মছিবত পাইছইন, তুমরাও অউলা নিজর জাতির মানষর গেছ থাকি দুখ-মছিবত পাইছো। 15 মনো রাখিও, ইহুদি অকলে হজরত ইছা আর নবী অকলরে কাতল করছিল, তারা আমরার উপরেও জুলুম করছে। তে আল্লা পাক তারার উপরে খুশি নায়, হকল মানষর লগেও তারার দুশমনি ভাব আছে। 16 তারা আমরারে নিষেধ দিরা, যাতে ভিন-ধর্মী মানষর গেছে আমরা আল্লাই নাজাতর খুশ-খবরি তবলিগ না করি। অউ লাখান তারা যারযির গুনার বোঝা বড় কররা। এরলাগি তারার উপরে আল্লার খাড়া গজব লামছে।

থিষলনিকির মুমিনরে হিরবার দেখার খিয়াল

17 ও ভাই অকল, মনর দিক থাকি না অইলেও, শরিলর দিক থাকি তো আমরা থুড়া দিনর লাগি, তুমরার গেছ থাকি হরাইল আছি। এরলাগি আমরার খুব খিয়াল আছে, যাতে তুমরার মুখ খান হিরবার দেখতাম পারি। 18 আমরা ইকলউ, খাছ করি আমি পাউলুছে বার বার চেষ্টা করছি তুমরার গেছে আইতাম। অইলে শয়তানে আমরারে আটকাইলিছে। 19 হাছাউ আমরার মালিক ইছায় যেবলা তশরিফ আনবা, অউ সময় তান ছামনে

আমরার আশা, আনন্দ আর গৌরবর জয়র মালা হিসাবে কিতা পাইমু? ইতা তো তুমরাউ নায় নি? 20 আসলে তুমরাউ আমরার গৌরব, তুমরাউ আমরার আনন্দ।

3 বাদে আমরা যেবলা আর সইয্য করতাম পারলাম না, অউ সময় আমরা নিয়ত করলাম, আমরা একলাউ আথিনিয়া টাউনো রইয়া, 2 আমরার ভাই তিমথিরে পাঠাইমু, যাতে তাইন গিয়া তুমরার ইমান মজবুত করইন আর মনর সাওস যুগাইন। তাইন তো আল-মসীর খুশ-খবরির তবলিগ কামো আল্লার খাদিম, আমরার লগর ভাই, তানরে পাঠাইলাম, 3 যাতে অউ দুখ-মছিবতর মাজেও তুমরা কেউ খরেদি না যাও। তুমরার জানা আছে, দুখ-মছিবত আমরার উপরে ঠিকউ আইবো, আর ইতা সইয্য করা লাগবো। 4 আমি আগে যেবলা তুমরার লগে আছলাম, হউ সময় তুমরারে কইছি, দুখ-মছিবত আমরার উপরে আইবোউ, আর ঠিকউ অলাখান আইছে। 5 তে আমি যেবলা আর সইয্য করতাম পারলাম না, অউ সময় তুমরার ইমানর হালত দেখার লাগি তিমথি ভাইরে পাঠাইলাম। আমার মনো উর আছিল, কিযানু শয়তানে তুমরারে লালছ দেখাইছে আর আমরার হকল মেনত বেকামা গেছৈগি।

6 অইলে তিমথি ভাই তুমরার গেছ থাকি ফিরিয়া আইয়া আমরারে জানাইছইন, তুমরার ইমান আর মায়া-মহব্বতর হালত বউত ভালা। তাইন কইছইন, তুমরা হামেশা মায়া-মহব্বতে আমরারে মনো করো, আর আমরা যেলা তুমরারে দেখতাম চাইরাম, তুমরাও অউলা আমরারে দেখার আশা কররায়। 7 ও ভাই অকল, এরলাগিউ তুমরার ইমানর মজবুতির কথা হুনিয়া, আমরার অতো দুখ-মছিবতর মাজেও দিলো শান্তি পাইছি। 8 তুমরা মালিকর উপরে ইমানে মজবুত রইলেউ, আমরার জিন্দেগি খান থইন্য। 9 তুমরারে লইয়া আল্লার দরবারো আমরা যে খুশি-বাসি করিয়ার, ইতার লাগি আমরা কিলা আল্লার শুকরিয়া জানাইতাম, জানরাম না। 10 আমরা মন দিয়া দিনে-রাইতে হামেশা দোয়া কররাম, যাতে তুমরার মুখ খান হিরবার দেখার সুযোগ পাই, আর তুমরার ইমানর বাদ-বাকি হকলতা পুরা করতাম পারি।

11 তে গাইবি বাফ আল্লায় আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে যানু, তুমরার গেছে যাওয়ার লাগি আমরারে সুযোগ দেইন। 12 আমরা যেলা তুমরার বায় মায়া-মহব্বতর মাজে ডুবি গেছি, ঠিক অউলা মালিক ইছায় তুমরারেও একে-অইন্যে, আর হকলর বায় মায়া-মহব্বতে হাবু-ডুবু খাওয়াউক্কা। 13 অউ লাখান তাইন তুমরার দিল পুরাপুর মজবুত করউক্কা, যাতে আমরার হজরত ইছায় যেবলা তান নিজর পাক বন্দা অকল লইয়া তশরিফ আনবা, অউ সময় আমরার গাইবি বাফ আল্লার নজরো তুমরা পবিত্র আর নিখুত রও।

শরিলরে পবিত্র রাখিয়া হুশিয়ার রও

4 ও ভাইয়াইন হুনো, আল্লারে খুশি করার লাগি কেমনে জিন্দেগি কাটানি লাগে, ই তালিম তো তুমরা আমরার গেছ থাকি আগেউ পাইছো আর তুমরা অলা চলরায়ও। এরবাদেও হজরত ইছার অইয়া তুমরারে মিনত করিয়ার আর হুশিয়ার করিয়ার, তুমরা যেলা চলরায়, অউলা আরো বেশ করি চলো। 2 হজরত ইছার দেওয়া এখতিয়ারে আমরা যেতা হুকুম দিছি, ইতা তো তুমরার জানা আছে।

3 আসলে আল্লায় চাইরা, তুমরা যানু পাক-পবিত্র অও, মানি হকল নমুনার জিনা থাকি হরিয়া রও। 4-5 আর যেতা মানষে আল্লারে চিনইন না, হউ ভিন-ধর্মীর লাখান শরিলর খাইশর বশে না চলিয়া, তুমরা পরতেক জনে যারযির শরিলরে পাক-পবিত্র রাখিয়া মান-সম্মানে জিনা থাকি হুশিয়ার রও। 6 ই বেয়াপারে কেউ যানু নিজর ভাইর লগে গাদ্দারি না করে। মনো রাখিও, আমরা আগেউ তুমরারে কইছি আর হুশিয়ারও করছি, ইতা নাফরমানি করলে মালিক ইছায় সাজা দিবা। 7 আল্লায় কুনু আমরারে দাওত দিছইন নি নাফরমানির পথে চলার লাগি? তাইন তো আমরারে পাক-পবিত্র অইয়া চলার লাগি কইছইন। 8 এরলাগি যেগিয়ে ই তালিম মানে না, হে খালি দুনিয়ার মানষরে মানে না ইখান নায়, হে আসলে হউ আল্লারেউ মানের না, যেইন তুমরারে পাক রুহ দান করছইন।

9 তে ভাইয়ে ভাইয়ে কিলা মায়া-মহব্বত থাকা জরুর, ই বেয়াপারে তুমরারে কুন্তা লেখার গরজ নাই, কারন আল্লায় তুমরারে হিকাইছইন, একে-অইন্যে মায়া-মহব্বত করতায়। 10 আর হাছাউ তুমরা আস্তা মাকিদনিয়া দেশর ভাই-বইনরে অউলা মায়া কররায়। অইলে আমরার খাছ অনুরোধ অইলো, তুমরার ই মহব্বত যানু দিনে দিনে আরো বাড়ে। 11 হুনো, আমরা আগে যেলা কইছি, অউ কথা মাফিক শান্তিয়ে জিন্দেগি কাটাও, পরর কামো নাক না গলাইয়া নিজে কাম করিয়া খাও। 12 তেউ বাইরা মানষর চখুত তুমরার চাল-চলন ভদ্র অইবো, আর অইন্য জনর রুজির উপরে তুমরার ভরসা করা লাগতো নায়।

আল-মসী দুছরাবার আইবার হাল-হকিকত

13 ও ভাই অকল, হুনো, মুর্দা অকলর কুন হালত অইবো, আমরা চাইরাম ইতা তুমরা জানো, যাতে মরন বাদে কিতা অইবো ইখান না জানায় যেরা নিরাশ অইযায়, তুমরার মন যানু ইলাখান না অয়। 14 হুনো, আমরা যেবলা একিন করি, হজরত ইছার মউত অইছিল অইলে তাইন জিন্দা অইয়া উঠছইন, তে এওখানও একিন করি, হজরত ইছায় দুছরাবার তশরিফ আনলে ইছার উপরে ইমান আনিয়া যেরার মউত অইছে, আল্লায় তারারেও ইছার লগে মিলন করিয়া তান লগে নিবা। 15 এরলাগি মালিকর কালাম মাফিক তুমরারে কইরাম, আমরা যেরা জিন্দা আছি আর মালিকে তশরিফ আনার আগ পর্যন্ত জিন্দা রইমু, আমরা কুনমন্তেউ হি মুর্দা অকলর আগে যাইতাম পারতাম নায়। 16 কারন আল্লাই শিংগার আওয়াজর লগে লগে, পরধান ফিরিস্তার ডাকর লগে, মালিক ইছায় জুরে হাউকদি হুকুম দিবা, তাইন নিজেউ বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইবা। আর আল-মসীর উম্মত বনিয়া যেরার মউত অইগেছে, তারাউ পয়লা জিন্দা অইয়া উঠবা। 17 এরবাদে আমরা যেরা দুনিয়াত জিন্দা থাকমু, আমরার মালিকর লগে মুলাকাত করার লাগি আমরারেও মেঘর খুটিত করি আছমানো তুলিয়া নেওয়া অইবো। অলাখান আমরা চিরকাল মালিকর লগে রইমু। 18 এরলাগি তুমরা অতা জানাইয়া এক জনে আরক জনরে উৎসাহ দেও।

5 ভাইয়াইনরে, কুন জমানাত কুন সময় কিতা ঘটিবো, ইতা তুমরার গেছে লেখার জরুর নাই। 2 তুমরা নিজেউ তো ভালা করি জানো, রাইতকুর বালা যেলা আখতাউ চুর আয়, মালিক ইছা আইবার দিনও ঠিক অলাউ আইবো। 3 ই জগতর মানষে যেবলা কইবা, “হকলতা শান্তি অইগেছে, কুনু ডর-ভয় নাই,” অউ সময়, বেটিন্তর হুরুতা অওয়ার বেদনা যেলা আখতাউ ধরে, অউলা অতা মানষর সর্বনাশ আখতাউ অইবো। তারা কুনমন্তেউ রেহাই পাইতো নায়।

4 ভাই অকল, তুমরা কুনু আন্দারির মাজে বসত কররায় নি যেন, হউ দিন আখতাউ চুরর লাখান তুমরার উপরে আইতো? 5 তুমরা হকলউ তো আল্লার নুরর আর দিনর ফরর মানুষ। আমরা তো আন্দারির বা রাইতর বালার মানুষ নায়। 6 এরলাগি আও, অইন্য মানষর লাখান আমরা না ঘুমাইয়া বরং হজাগ রই আর নিজরে সামলাইয়া রাখি। 7 জানো তো, যেরা ঘুমায়, তারা রাইতর বালায়উ ঘুমায় আর যেরা মদখুর, রাইত অইলে তারা মদ খাইয়া টাল অয়। 8 অইলে আমরা তো দিনর ফরর মানুষ, এরলাগি নিজরে সামলাইয়া রাখি। আমরার বুক বাচানির লাগি ইমান আর মহব্বত দিয়া বুক গুরি, আর মাথারে বাচানির লাগি আল্লাই নাজাতর আশারে সিপাইর কেপর লাখান মাথাত লাগাই। 9 মনো রাখিও, আল্লায় আমরারে সাজা দিবার লাগি ডাকিয়া আনছইন না, বরং আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় নাজাত পাওয়ার লাগিউ ডাকিছইন। 10 আর আল-মসীর মউত অইছে তো আমরার লাগিউ, যাতে আমরা বাচি বা মরি, তান লগেউ হামেশা জিন্দা রই। 11 এরলাগিউ তুমরা অখন যেলা কররায়, হামেশা অলা একে-অইন্যরে সাওস দেও আর গড়িয়া তুলো।

কুড়িয়ামি বাদ দিয়া নেক কাম করো

12 তে ভাইয়াইন, আমরা মিনত করিয়া কইয়ার, তুমরার লাগি যেরা আটনি-খাটনি খাটইন, মালিকর অইয়া তুমরারে চালাইন আর নছিয়ত করইন, তুমরা এরারে ইজ্জত করিও। 13 তারা যেলা খেজমত কররা, অতার বায় চাইয়া দিলর মহব্বতে তারারে খাছ ইজ্জত দিও। আর তুমরা একে-অইন্যে মিলি-মিশি রইও। 14 ও ভাই অকল, তুমরারে অউ নছিয়ত খান করিয়ার, যেতা মানুষ কুড়িয়া, তুমরা ইতারে হুশিয়ার করি দেও, ডরালোক জনরে সাওস দেও, কমজুর অকলরে সাইয্য করো, আর ধৈর্য ধরিয়া হক্কলরে সইয্য করো। 15 খিয়াল রাখিও, অইন্যায়র বদলা কেউ যানু অইন্যায় না করে। তুমরা হামেশা একে-অইন্যর, আর হকলরউ ভালাই করার চেষ্টা করিও।

16 হকল সময় খুশি-বাসি করাত রইও, 17 হামেশা দোয়া-মুনাজাত করিও 18 আর হকল হালতো আল্লার শুকরিয়া আদায় করিও। কারন আল্লা পাকর খিয়াল অইলো, হজরত ইছা আল-মসীর লগে ইমানে তুমরা অলাখান চলো। 19 পাক রুহরে দিলর ভিতর থাকি নিভাইও না। 20 আর যেরা আল্লার অলি হিসাবে বাতুনি কইন, তারার কথারে এলামি করিও না, 21 বরং হকলতা যাচাই করি দেখিয়া, ভালাখান ভিতরে হারাইও। 22 আর হকল নমুনার নাফরমানি থাকি হরিয়া রইও।

23 শান্তি দেওরা আল্লায় নিজে তুমরারে পুরাপুর পাক-পবিত্র করউক্কা, আমরার মালিক ইছা আল-মসীয়ে তশরিফ আনার কালো তুমরার আস্তা শরিল, রুহ আর দিলরে পুরাপুর নিখুত রাখউক্কা। 24 আর তাইন নিচ্চিত অলাউ করবা। জানো তো, যেইন তুমরারে দাওত করি আনছইন, তান উপরে পুরাপুর ভরসা করা যায়।

25 ও ভাইয়াইন, আমরার লাগি দোয়া করিও। 26 তুমরা একে-অইন্যে পবিত্র গলাগলি করিও। 27 আমরার মালিকর নামে আমি তুমরারে অউ হুকুম দিয়ার, অউ চিঠি খান পড়িয়া যানু হকল ভাইয়াইন্তরে হুনাইল অয়।

28 আমরার মালিক ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার লগে রউক। আমিন॥

২-থিষল:

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছ (রাঃ)। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ১৮ বছর বাদে তাইন থিষলনিকি জমাতর গেছে চিঠির আকারে অউ দুছরা ছিপারা লেখছইন।

তারার উপরে যে জায়-জুলুম চলের, অউ জুলুমর মাজে সান্তনা দিবার লাগি তারার গেছে লেখরা। আর কইরা, যেতা উস্তাদে কইন হজরত ইছায় লুকাই লুকাই দুছরা বার তশরিফ আনিয়া দুনিয়া ছাড়ি গেছইনগি, অতার ভুল তালিম থাকি জমাতরে বাচাও। আরো পরামিশ দিরা, হজরত ইছায় দুছরা বার যেবলা তশরিফ আনবা, এর থুড়া আগে দুশমন খানে-দর্জালও আইবো। এরলাগি ভুল পথ থাকি বাচিয়া ইমানর মজবুতি জরুর।

এরমাজে আছে,

(ক) মুমিনর পুরুস্কার আর বে-দীনর সাজা
(খ) খানে-দর্জাল থাকি হুশিয়ার
(গ) নাজাত পাইয়া ইমানে মজবুত রও
(ঘ) অলস-কুড়িয়ারে হুশিয়ার করো

1 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীর লগে
শরিক, থিষলনিকি টাউনর জমাতর গেছে আমি পাউলুছ, ভাই সিলাছ
আর তিমথিয়ে অউ ছহিফা খান লেখরাম।
2 গাইবি বাফ আল্লায় আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে তুমরারে রহমত আর
শান্তি দান করউক্কা।

মুমিনর পুরুস্কার আর বে-দীনর সাজা

3 ভাই অকল, আমরা হামেশা তুমরার লাগি আল্লার শুকরিয়া আদায় করা
জরুর। তুমরার ইমানি বল বউত বাড়ের আর একে-অইন্যে মায়া-মহব্বতও
বাইয়া পড়ের, এরলাগি আমরা শুকরিয়া আদায় করা দরকার। 4 আমরা তো
আল্লার জমাত অকলর ছামনে তুমরারে লইয়া বড়াই করিয়ার, কারন অতো
জুলুম-মছিবত আর দুখ-কষ্ট পাইয়াও তুমরা ছবর করছো আর ইমানে টিকিয়া
রইছো।
5 তুমরারে যাতে আল্লার বাদশাইর যোইগ্য কইয়া গনা অয়, অতার লাগিউ
তুমরা অতো দুখ-মছিবত সইয্য কররায়, ইতা অইলো আল্লার হক-ইনছাফর
পরমান, 6 তান হক-ইনছাফ অইলো, যেতায় তুমরারে কষ্ট দেইন, তাইন
ইতারে কষ্ট দিবা। 7-8 আর তুমরা যেরা অখন কষ্ট পাইরায়, আল্লায় আমরার
লগে তুমরারেও ই কষ্ট থাকি রেহাই দিবা। হজরত ইছায় যেবলা তান
শক্তিশালি ফিরিস্তা অকল লইয়া, জালাইল আগুনির কুন্ডলিত অইয়া
বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইবা, অউ সময় অউলা অইবো। যেতা মানষে
আল্লারে চিনে না আর হজরত ইছার খুশ-খবরির কথা মানে না, আল্লায়
ইতারে তারার পাওনা সাজা দিবা। 9 মালিক ইছায় যেবলা তশরিফ আনবা,
অউ সময় তারারে অমন সাজা দেওয়া অইবো, যাতে তারা তান দিদারর
আর মহা কুদরতির বারে পড়িয়া হর-হামেশা লান্নতি সাজা পাইবো। 10 হউ
দিন তান নিজর পাক বন্দা অকল, যেরা তান উপরে ইমান আনছে তারার
মাজদি, তান গৌরব মহিমা জাইর অইবো। এরার মাজে তুমরাও আছো,
কারন আমরার তবলিগ হুনিয়া তুমরা ইমান আনছো।
11 এরলাগি আমরা হামেশা তুমরার লাগি দোয়া করি, আমরার আল্লায়
যানু তুমরারে তান দাওতর জুকী মনো করইন, তান খেমতার বলে তুমরার
হকল নেক কামর আশা পুরন করইন, আর ইমান আনিয়া হারি তুমরী যেতা
কাম কররায়, ই কামও যানু তাইন পুরা করইন। 12 তেউ আমরার আল্লা আর
হজরত ইছা আল-মসীর রহমতর লাগি, তুমরার মাজদি আমরার মালিক
ইছার গৌরব জাইর অইবো, আর তান মাজদি তুমরাও গৌরবর ভাগি
অইবায়।

খানে-দর্জাল থাকি হুশিয়ার

2 ও ভাই অকল হুনো, আমরার মালিক ইছা আল-মসী তো হিরবার
আইবা, আইয়া আমরা হকলরে একখানো দলা করিয়া তান গেছে
নিবা। তে অউ বেয়াপারে তুমরারে মিনত করি কইরাম, 2 কেউ যুদি
আইয়া কয় মালিক ইছার দিন আইয়া হারছে, হে কুনু গাইবি দরশন দেখছে,
বা ওহী নাজিল অইছে, বা আমরার লেখা চিঠি মনো করিয়াও তুমরা
ডরাইয়া অস্থির অইও না। 3 কেউ যানু কুনুমন্তেউ তুমরারে টগিয়া ইমান
লুটিতো না পারে। কারন হউ দিন আওয়ার আগে বেশির ভাগ মানুষ আল্লা
পাকর বিরুদ্ধে যাইবো, তারা আল্লার গেছ থাকি দুরই হরিযিবো, আর
দোজখি জন, হউ নাফরমান খানে-দর্জাল বার অইবো। 4 বার অইয়া
“আল্লার নামে” যততা আছে, ইতা হক্কলতার বিপক্ষে আর এবাদতি করার
জুকা হক্কলতার বিপক্ষে গিয়া, হে নিজরে বড় মনো করবো। হে অলাও
করবো, আল্লার এবাদত খানাত বইয়া নিজরে আল্লা কইয়া দাবি করবো।
5 তে আমি যেবলা তুমরার গেছে রইতাম, হউ সময় আমি ই বেয়াপারে
মাততাম, ইতা তুমরার মনো অর না নি? 6 হউ নাফরমান যাতে সময় পুরা
অওয়ার আগে বার অইতো না পারে, এরলাগি কিতায় তারে আটকাইয়া
রাখছে, ইখান তো তুমরা জানোউ। 7 তুমরা এওখানও জানো, হউ
নাফরমানর লুকাইল কাম-কাজ অখনও চলের। অইলে যেইন তারে
আটকাইয়া রাখরা, তাইন হরিয়া যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারে আটকানিত
রইবা। 8 তাইন হরি গেলে হউ নাফরমান খানে-দর্জাল বার অইবো। হজরত
ইছায় মুখদি ফু দিয়া তারে বিনাশ করবা, আর তান কুদরতি মহিমায় আজির
অইয়া তার বল-শক্তিরে খতম করবা। 9 হি খানে-দর্জাল যেবলা আইবো,
তার লগে রইবো শয়তানি খেমতা। অউ শয়তানি খেমতায় হে হকল মিছা
কেরামতি আর মোজেজা কাম দেখাইবো। 10 তার হকল নমুনার বেইমানি
খাটাইয়া বেইমান মানষরে টগিবো। ইতা মানুষ বিনাশ অইযিবা, কারন জান
বাচানির লাগি তারা আল্লাই হকরে পছন্দ করছে না, আর কবুলও করছে না।
11 এরলাগি আল্লায় তারারে শক্তিশালি এক কু-ধান্দাত্ব ফালাইবা, যাতে তারা
মিছা বেয়াপাররে একিন করে। 12 এতে আল্লাই হকর উপরে ইমান না
আনিয়া যেতায় নাফরমানিরে পছন্দ করছইন, তারারে কিয়ামতর দিন দুষি
সাইবস্তো করা অইবো।

নাজাত পাইয়া ইমানে মজবুত রও

13 ও ভাই অকল, ও মালিক ইছার মায়ার জন অকল, তুমরার লাগি আমরা
হামেশা আল্লার দরবারো শুকরিয়া আদায় করা দরকার, আল্লায় তো তুমরারে
পয়লা থাকিউ বাছিয়া আলগ করছইন নাজাত পাওয়ার লাগি। পাক রুহ
দিয়া তুমরারে পবিত্র করার মাজদি, আর আল্লাই খুশ-খবরির হকর উপরে
ইমান আনিয়া তুমরা নাজাত পাইছো। 14 আমরা যে খুশ-খবরি তবলিগ
করছি, এর উছিলায় নাজাত পাওয়ার লাগি আল্লায় তুমরারে পছন্দ করছইন,
যাতে তুমরা আমরার মালিক ইছা আল-মসীর মহিমাত শরিক অও। 15 তে ও
ভাই অকল, তুমরা ইমানে থির রও আর মুখে মুখে বা চিঠির মারফতে আমরা
যে তালিম দিছি, ইতা ভালামন্তে মনো রাখিও।
16-17 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর স্বয়ং ইছা আল-মসীয়ে
তুমরার দিলো নেক উৎসাহ দান করউক্কা, হকল নমুনার নেক কাম আর মাত-
কথার মাজে থির রাখউক্কা। তাইনউ আমরারে মহব্বত করছইন, তাইন রহম
করিয়া চিরকালিন উৎসাহ আর খুশি-বাসির আশা দান করছইন।

3 ও ভাই অকল, হেশ-মেশ কইরাম, আমরার লাগি দোয়া করিও,
হজরত ইছার খুশ-খবরি তুমরার মাজে যেলা জলদি জলদি
ছিতরিছিল, অউলা যানু দিন দিন ছিতরাত রয় আর গৌরব পাওয়াত
রয়। 2 আর অউ দোয়া খানও করিও, আমরা যানু বিবেক ছাড়া নাফরমান
অকলর আত থাকি রেহাই পাই। সব মানুষ তো আর ইমানদার নায়। 3 অইলে
মালিক ইছা তো হক আর খাটি, তাইনউ তুমরারে ইমানে থির রাখবা আর
শয়তানর আত থাকি হামেশা হেফাজত করবা। 4 মালিকর উপরে ইমান
আনছো করি তুমরার উপরে আমরার ই একিন আছে, আমরা যেলা হুকুম
দিছি, তুমরা ঠিক অউ লাখান কাম কররায় আর করাত রইবায়ও। 5 মালিক
ইছায় যানু তুমরার দিলরে আল্লার মহব্বতর পথে আর আল-মসীর ছবরর
পথে চালু রাখইন।

অলস-কুড়িয়ারে হুশিয়ার করো

6 ভাই অকল, আমরার হজরত ইছা আল-মসীর নামে অউ হুকুম দিরাম,
তুমরার জমাতর কুনু ইমানদার ভাইয়ে যুদি কুড়িয়ামি করে আর আমরা যেতা
তালিম দিছি, ইতা না মানে, তে তার লগে চলা-ফিরা বাদ দিলাও। 7 হুনো,
আমরার লাখান কেমনে চলতায়, ইতা তো তুমরা জানোউ। আমরা যেবলা
তুমরার লগে রইতাম, অউ সময় তো কুনুজাত কুড়িয়ামি করছি না, 8 মাগনা
কুনু খানি খাইছি না। আমরা দিনে-রাইতে মেনত করিয়া রুজি-রুজগার
করছি, যাতে তুমরা কেউরর বোঝা না অই। 9 অইলে আমরা যেন তুমরার
গেছ থাকি সাইয্য নিবার অধিকার নাই, ইলা তো নায়, তা-ও আমরা অলা
করিয়া দেখাইছি, যাতে তুমরাও আমরার লাখান চলো। 10 তুমরার গেছে
থাকার কালো তালিম দিছলাম, কুনু জনে যুদি কাম করতো না চায়, তে হে
খানিও বাদ দিলাউক। 11 আমরা অখনও হুনরাম, তুমরার মাজে কেউ কেউ
কুড়িয়ামি করের আর কুনুজাত কাম-কাজ করের না, বরং হামেশা পরর কিচ্ছা
গাইয়া দিন কাটায়। 12 তে আমরার মালিক ইছা আল-মসীর অইয়া ইতা
মানষরে নছিয়ত আর হুকুম দিয়ার, তারা যানু শান্তি অইয়া রুজি-রুজগার
করিয়া খায়, আর নিজর খানি নিজে যুগায়।
13 ভাইয়াইনরে, নেক কামো হেরান অইও না। 14 অউ চিঠির ভাষায় লেখা
আমরার পরামিশ যুদি কেউ না মানে, তে তারে চিনিয়া রাখো, তার লগে
চলা-ফিরা বাদ দিলাও, তেউ হে শরমিন্দা অইবো। 15 অইলে খিয়াল রাখিও,
তারে দুশমন মনো করিও না, বরং ভাই হিসাবে হুশিয়ার করো।

বিদায়ি ছালাম

16 শান্তি দেওরা মালিকে তুমরারে হামেশা হকল নমুনার শান্তি দান
করউক্কা। মালিক ইছা তুমরা হকলর লগে লগে রউক্কা।
17 হুনো, ই ছালামুর কথা আমি পাউলুছে নিজর আতে লেখছি। অকটাউ
আমার পরতেক চিঠির আলামত, আমি অউ নমুনায় চিঠি লেখি। 18 তুমরা
হকলর উপরে আমরার মালিক ইছা আল-মসীর রহমত জারি রউক।
আমিন॥

১-তিমথি

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ) চিঠির আকারে অউ ছহিফা লেখছইন। অনুমান করা অয়, হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার ২৭-২৮ বছরর মাজে ইখান লেখা অইছে।

তিমথি নামে একজন জুয়ান মানুষ আছলা, তাইন হজরত পাউলুছরে (রাঃ) তবলিগ কামো সাইয্য করতা। তান মা আছলা বনি ইছরাইল জাতির আর বাফ আছলা ইউনানি জাতির। তান বাড়ি আছিল আছিয়া দেশো, ইখান অখনকুর তুরস্ক দেশর ভিতরে (সাহাবি নামা ১৬-২০ রুকু দেখবা)। লেখক হজরত পাউলুছে অউ তিমথির গেছে ই ছহিফা খান লেখছইন।

তাইন বুজাইতা চাইরা, আল্লার জমাতর মুমিন অকলর চাল-চলনর একটা মাপকাঠি আছে, জমাত চালানি আর জমাতর তালিমরও একটা নিয়ম-নীতি আছে। জমাতর লাগি জরুর অইলো, ভুল তালিম থাকি হুশিয়ার রওয়া, যোইগ্য মানষর আতো জমাত চালানির দায়িত্ব দেওয়া, আর জমাতর বেটি মানুষ, খাছ করি ড়াড়ি বেটিন্তর বেয়াপারে জমাতর দায়-দায়িত্ব বাতাইল অইছে।

অউ ছিপারার ২ রুকু ৪-৬ আয়াতো আছে, “আল্লা পাকর খিয়াল অইলো, যাতে হকল মানষে নাজাত পাইন, আর আল-মসীর তরিকার হক্কলতা ষোলআনা বুজইন। ই হকিকতি অইলো, আল্লা খালি একজন, আল্লা আর মানষর মাজে শাফায়াতকারি মাজর মানুষও খালি একজনউ আছইন, এন নাম ইছা আল-মসী, এইনও মানুষ। দুনিয়ার হকল মানষর জানর বদলা হিসাবে, তাইন নিজর জান কুরবানি দিছইন।”

এরমাজে আছে,

(ক) ভন্ড মোল্লাইন থাকি জমাতরে বাচাও
(খ) জমাত চালানির নিয়ম-কানুন
(গ) খাটি খাদিম অওয়ার পরামিশ
(ঘ) মুমিন অকলর বায় দায়-দায়িত্ব
(ঙ) চউখ রাখো আল্লার আরশর বায়

1 আমি পাউলুছ তো আমরার তরানেআলা আল্লা পাক আর আমরার
আশা-ভরসা ইজরত ইছা আল-মসীর হুকুমে তান সাহাবি অইছি।
2 মুমিন হিসাবে আমার খাছ আওলাদ, তিমথির গেছে লেখরাম।
গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর আমরার মালিক ইছা আল-মসীয়ে তুমারে
রহমত, মেহেরবানি আর শান্তি দান করউক্কা।

ভন্ড মোল্লাইন্তর বেয়াপারে হুশিয়ারি

3 ও তিমথি, আমি মাকিদনিয়া দেশো যাওয়ার বালা তুমারে কইছলাম,
অখন হিরবার মিনতি করি কইরাম, হুনো, তুমি ইফিছ টাউনোউ রও, রইয়া
অনর অলা কিছু মোল্লাইন্তরে হুকুম দেও, তারা যানু মানষরে আর ভুল
তালিম না দেয়। 4 তারারে কইও, তারা যাতে বানোয়াট কিচ্ছা আর লাম্বা
লাম্বা খান্দানর লিষ্টর বায় খিয়ালি না অইন। ইতায় তো নানান নমুনার
দলাদলির জনম দেয়, আল্লার কামর কুনু ফায়দা অয় না, আল্লাই ফায়দা
মিলে খালি ইমানর মাজদি। 5 বরং সঠিক তালিমর ফল অইলো, মায়া-
মহব্বত, ইতা তো খাটি দিল, পরিস্কার বিবেক আর হাছারর ইমান থাকি
পয়দা অয়। 6 অইলে কিছু মানষে ইতা বাদ দিয়া বানোয়াট মাত-কথার বায়
মন দিলাইছে। 7 তারা যুদিও নিজেউ নিজর মাতর মানি বুজে না, আর যে
বেয়াপার লইয়া বড় গলায় মাতের, ই বেয়াপারেও ভালামন্তে জানে না,
তেবউ তারা মুছা নবীর বাতাইল শরিয়তর উস্তাদ অইতো চায়।
8 আমরা জানি, শরিয়ত ভালা জিনিস, কেউ যুদি ঠিক মতো ইতা কামো
লাগায়। 9 আমরা তো জানি, ই শরিয়ত কুনু পরেজগার মানষর লাগি দেওয়া
অইছে না। ইখান দেওয়া অইছে, যেতায় আল্লার আইন মানইন না, আল্লারে
ডরাইন না, নাফরমানি করইন, গুনাগার, খুনি, নাপাক আর বে-দীন, মা-
বাফর খুনি, 10-11 জিনাকুর, সমকামি, বান্দি-গুলামর কারবারি, মিছা মাতরা,
মিছা সাক্ষি দেওরা, এক কথায় গুনগানে ধনি আল্লা পাকর মহান খুশ-খবরির
তালিমর বিরুধি যেতা মানুষ, অতার লাগিউ ই শরিয়ত দেওয়া অইছে। আর
অউ মহান খুশ-খবরি তবলিগর ভার তাইন আমারে দান করছইন।

মেহেরবানির লাগি শুকরিয়া

12 হজরত ইছা আল-মসী, যেইন আমরার মালিক, তাইন আমারে বল
যুগাইছইন, আমারে হক-হালাল মনো করিয়া তান কামো বওয়াল করছইন,
এরলাগি আমি তান দরবারো শুকরিয়া জানাইরাম। 13 যুদিও আমি আগে
আল-মসীর বদনাম গাইতাম, তান মানষর উপরে জুলুম করতাম, বদ-মিজাজ
দেখাইতাম। তা-ও তাইন আমারে রহমত দান করছইন, কারন হউ সময় আমি
ইমান আনছিলাম না। 14 আমরার মুনিবে আমারে কতো বড় মেহেরবানি
করছইন, ইছা আল-মসীর তরিকা কবুল করলে যে ইমান আর মহব্বত পয়দা
অয়, ইতা তো আমারে পুরাপুর দান করছইন।
15 আসলে ই কথা তো হক-খাটি আর ষোলআনা মানার লাখ, গুনাগার
অকলর জান বাচানির লাগিউ ইছা আল-মসীয়ে ই দুনিয়াত তশরিফ
আনছিলা। অউ গুনাগারর মাজে আমিউ পরধান। 16 অতার লাগিউ
আল্লায় আমারে দয়া করছইন, যাতে আমার মতো পরধান গুনাগারর মাজদি
ইছা আল-মসীয়ে তান সীমা ছাড়া ছবরগারি দেখাইতা পারইন, আর তান
উপরে ইমান আনায় যেরা আখেরি জিন্দেগি পাইবা, তারা যানু আমারে
দেখিয়া আল্লাই পথ বুজইন। 17 যেইন চিরকালিন বাদশা, যেইন নিরাকার,
একমাত্র আল্লা, যান কুনু ক্ষয় নাই, তান ইজ্জত আর গৌরব হর-হামেশা জারি
রউক। আমিন।
18 ও মায়ার পুত তিমথি, তুমার বেয়াপারে আগে যেতা বাতুনি মাত মাতা
অইছিল, অউ মাফিক আমি তুমারে মিনত করি কইরাম, তুমি ইতা মনো
রাখিয়া আল-মসীর লাগি দিলে-জানে লাড়াই করাত রও। 19 এরলগে নিজর
ইমান আর পরিস্কার বিবেকরে বাচাইও। কুনু কুনু মানষে বিবেকর বুলি না
মানিয়া, নিজর ইমানরে নষ্ট করিলিছে। 20 ই দলো আছইন, হুমিনাছ আর
ছিকন্দর। এরলাগি আমি ইতারে ইবলিছর আতো সপি দিছি, যাতে তারা
বুজতা পারইন, কুফুরি মাত মাতা ঠিক নায়।

দোয়া-মুনাজাতর নিয়ম-কানুন

2 আমি পয়লাউ জানাইরাম, পরতেক মানষর লাগি তুমরা আল্লার
দরবারো কাকুতি-মিনতি, দোয়া-মুনাজাত, ফরিয়াদ জানাও আর
শুকরিয়া আদায় করো। 2 অলাখান রাজা-বাদশা অকল আর উচা
পদর হকল অফিসারর লাগি মুনাজাত করা জরুর, যাতে আমরা আল্লার ডর-
খফ মনো রাখিয়া, হক-হালাল পথে রইয়া, নিরাপদে শান্তিয়ে জিন্দেগি
কাটাইতাম পারি। 3 ইতা তো আমরার তরানেআলা আল্লার নজরো নেক
কাম, ইতায় তাইন খুশি অইন। 4 আল্লা পাকর খিয়াল অইলো, যাতে হকল
মানষে নাজাত পাইন, আর আল-মসীর তরিকার হক্কলতা ষোলআনা
বুজইন। 5 ই হকিকতি অইলো, আল্লা খালি একজন, আল্লা আর মানষর
মাজে শাফায়াতকারি মাজর মানুষও খালি একজনউ আছইন, এন নাম ইছা
আল-মসী, এইনও মানুষ। 6 দুনিয়ার হকল মানষর জানর বদলা হিসাবে,
তাইন নিজর জান কুরবানি দিছইন। অউ বেয়াপারে তো আল্লার ঠিক করা
সময়ে সাক্ষি দেওয়া অইছে। 7 আর অউ সাক্ষি দিবার লাগি আল্লায় আমারে
তবলিগ কামো, সাহাবি পদো বওয়াল করছইন, তাইন আমারে দায়িত্ব
দিছইন, ভিন জাতির গেছে ইমান আর আল্লাই হকর উস্তাদ হিসাবে। আমি
ইতা হক মাত মাতিয়ার, মিছা কুন্তা নায়।
8 আমি চাইরাম, হকল জাগার বেটাইন্তে খালিছ নিয়তে দুইও আত তুলিয়া
মুনাজাত করউক। তারার মনর মাজে কুনুজাত রাগ-গুছা বা কাইজ্জা-ফসাদর
ভাব না রউক।

9 আমি এওখানও চাইরাম, বেটিন্তে তারার হায়া-শরম রাখিয়া সমাজর
উপযুক্ত বেশে ভদ্র কাপড়-চুপড় ফিন্দউক। তারা যানু নানান নমুনায় চুলর
বেনী বলিয়া, সোনা-রুপা আর মনি-মুক্তার গয়না লাগাইয়া আর দামি দামি
কাপড় ফিন্দিয়া নিজরে না হাজাইন। 10 বরং আল্লার পরেজগার বান্দিয়ে
যেলা নেক কামর মাজে জিন্দেগি কাটানি উচিত, তারাও অলা অইন।
11 কৃর্তার পুরাপুর বাইধ্য রইয়া, আর নিরাই-জিরাই রইয়া ইলিম কামাই
করউক্কা। 12 উস্তাদি করা আর বেটাইন্তর উপরে মুছদ্দরি করার অধিকার
আমি কুনু বেটিরে দেই না। তারা নিরাই-জিরাই রওয়া জরুর। 13 জানো তো,
হকল পয়লা আদমরে আর বাদে বিবি হাওয়ারে পয়দা করা অইছিল।
14 আদম তো ইবলিছ-শয়তানর ধুকাত পড়ছইন না, অইলে হাওয়া ইবলিছর
ধুকাত পড়িয়া আল্লার হুকুমর বরখেলাফ করছইন। 15 অখন যুদি বেটিন্তে
তারার হায়া-শরম রাখিয়া ইমান, মহব্বত আর পাক-পবিত্র অইয়া চলইন, তে
হুরুতা জনম দেওয়ার মাজদি তারা রেহাই পাইবা।

জমাতর চালকদার আর খাদিম

3 হুনো, আসল হক কথা অইলো, কেউ যুদি জমাতর চালকদার অইতা
চাইন, তে তাইন তো নেক কাম করার খিয়ালি অইছইন। 2 জমাতর
চালকদার মানষর চখুত নিখুত অইতে অইবো। তান খালি এক বউ
অইবো। তাইন নিজরে সামলাইয়া রাখবা, তান ভালা আখল-বুদ্ধি রইবো,
স্বভাব অইবো ভদ্র, আর মেহমানদারি করতে ভালা পাইবা। মানষরে তালিম
দেওয়ার খেমতা থাকতে অইবো। 3 তাইন যানু মদখুর আর বদ-মিজাজি না
অইন, বরং তান স্বভাব অইবো নরম, তাইন যানু মাইর-দাংগা করবা বা টেকা-
পয়সার লালছি না অইন। 4 তাইন যানু সঠিক ভাবে তান নিজর পরিবারর
হক্কলতা চালাইন, তান হুরুতাইন অইবা বাইধ্য আর আদব-কায়দা মানরা।
5 যে মানষে তার নিজর ঘর সামলাইতো পারে না, হে আল্লার জমাতরে
কিলা দেখা-হুনা করবো? 6 কুনু নয়া ইমানদার ভাই জমাতর চালকদার অওয়া
ঠিক নায়, ইলা অইলে তাইন হয়তো বড়াই-বেটাগিরিয়ে বাহাদুরি করবা, আর
ইবলিছর লাগি ঠিক করা সাজার ভাগি অইবা। 7 জমাতর বাইরর মানষর
গেছে তান সুনাম থাকা দরকার, যাতে আখতা কুনু বদনামর ভাগি না অইন
আর ইবলিছর ফান্দো না পড়ইন।
8 অউলা জমাতর খাদিম অকলও ইজ্জতি আর এক কথার মানুষ অওয়া
জরুরি। এরা যাতে মদখুর আর হারাম লোভ-লালছি না অইন। 9 তারা যানু
হক বিবেকে ইছায়ী ইমানর বাতুনি বেয়াপাররে মজবুত করি দিলো রাখইন।
10 এরলাগি পয়লা তারারে যাচাই করি দেখা জরুর, যাচাইত যুদি তারা
নিখুত অইন, তে জমাতর খাদিম অইতা পারবা।
11 ঠিক অলাখান বেটি মানুষও যানু ইজ্জতি অইন। এরা মানষর বদনাম না
গাইন, নিজরে সামলাইয়া রাখইন, আর হকল বেয়াপারে বিশ্বাসি অইন।
12 খাদিম ছাব খালি এক বউ আলা মানুষ অইবা। তাইন যানু ভালামন্তে
তান বউ পুয়া-পুড়িন আর সংসারর দেখা-হুনা করইন। 13 যে খাদিমে
ভালামন্তে খেজমত করইন, এইন সুনাম পাইন, আর হজরত ইছা আল-মসীর
উপরে ইমান থাকায় তান দিল সাওসে ভরা রয়।

ইছায়ী ইমানর বাতুনি বেয়াপার

14 ও তিমথি, আমি আশা কররাম খুব জলদিউ তুমার গেছে আইতাম।
অখান মনো করিয়া তুমারে ইতা লেখরাম। 15 যুদি কুনু কারনে আমার
আইতে দেরি অইযায়, তে ই লেখা পড়লে তুমি বুজবায়, আল্লার পরিবারর
মানষর চাল-চলন কিলা অইতো। ই পরিবার তো জিন্দা আল্লার জমাত,
আল্লাই হকিকতর ভীত আর ইয়ান খুটি। 16 ইছায়ী ইমানর মারিফতি কত
মহান, ইতা তো অস্বীকার করা যায় না। অউ মারিফতি অউলা জাইর
অইলো,

তাইন মানুষ ছুরতে জাইর অইলা,
পাক রুহে পরমান অইলা বে-কছুর,
ফিরিস্তা অকলে তান দরশন পাইলা।
তান বেয়াপারে হক্কল জাতির গেছে তবলিগ করা অইলো,
আস্তা দুনিয়ার মানষে তান উপরে ইমান আনলা,
গৌরব-মহিমায় তানরে উপরে তুলি নেওয়া অইলো।

ভন্ড বৈরাগির তালিম থাকি হুশিয়ার

4 ও তিমথি, আল্লাই পাক রুহে পরিস্কার করি কইরা, আখেরি জমানাত
কিছু মানুষ ইছায়ী ইমান থাকি হরিযিবো, তারা না-হক রুহ আর জিন-
ভুতর তালিমর আশিক অইবো। 2 যেতা বেইমান অকলর বিবেক-বুদ্ধি
অসাড় অইগেছে, অতার ভন্ডামির দায় অলা অইবো। 3 ইতায় মানষরে
কড়াকড়ি হুকুম দেইন বিয়া-শাদি না করার লাগি, আর কুনু কুনু খানি
খাইতেও নিষেধ করইন। অইলে আল্লায় তো ই খানি পয়দাউ করছইন, যেরা
ইমান আনছে, যেরা আল্লার হকরে জানিলিছে, তারা যাতে আল্লার শুকরিয়া
আদায় করিয়া ইতা খাইন। 4 আল্লার পয়দা করা হকল জিনিসউ ভালা।
হারাম মনো করিয়া কুনুতা বাদ দেওয়া ঠিক নায়, বরং আল্লার শুকরিয়া
আদায় করিয়া খাওয়া যায়। 5 কারন আল্লার কালাম আর ই মুনাজাতর
মাজদি ইতা পাক-পবিত্র অইযায়।

হজরত ইছার খাটি খাদিম অও

6 ও তিমথি, তুমি যুদি অউ তালিম অকল মুমিন ভাইয়াইনরে বুজাইয়া
দেও, তে ইছায়ী ইমানর যে হক আর নির্ভুল তালিম মানিয়া চলরায়, ই
বেয়াপারে তুমি পাকা-পুক্ত অইয়া আল-মসীর একজন উপযুক্ত খাদিম
অইবায়। 7 তুমি আজে-বাজে কিচ্ছা-কাহিনি থাকি হরিয়া রইও, ইতা তো
দাদি-নানির কওয়া বানাইল কিচ্ছার লাখান। এরলাগি ইতা বাদ দিয়া দিলর
ইমানি বেয়াম করাত রও। 8 শরিলর বেয়াম করলে কিছু ফায়দা অয়, অইলে
দিলর ইমানি বেয়ামে হক্কল বায় থাকি ফায়দা অয়। এরমাজে তো খালি ই
দুনিয়া নায়, আখেরাতর আশাও আছে। 9 ইতা তো পুরাপুর হক আর খাটি,
ষোলআনা কবুল করার লাখ। 10 এরলাগিউ আমরা জানে-পরানে ইমানর
মেনত করিয়ার আর খিয়ালি অইয়া কাম করিয়ার। কারন আমরা তো জিন্দা
আল্লার উপরে ভরসা করি। তাইনউ হকল মানষর তরানেআলা, খাছ করি
যেরা তান উপরে ইমান আনে।
11 তে তুমিও অউ বেয়াপারে হুকুম আর তালিম দেও। 12 তুমি জুয়ান বেটা
মনো করিয়া কেউ যানু তুমারে এলা না করে, এরলাগি মাত-কথায়, চাল-
চলনে, মহব্বতে, ইমানে আর পাক-পবিত্রতায় তুমি মুমিন অকলর গেছে
একটা নিশানা বনিযাও। 13 আর আমি আইবার আগ পর্যন্ত তুমি মুমিন
অকলরে পাক কালাম তিলাওত করা, সু-পরামিশ দেওয়া, আর তালিম
দেওয়াত লাগাইল রইও। 14 মনো রাখিও, জমাতর মুরব্বি অকলে তুমার
উপরে আত রাখিয়া, নবীর লাখান গাইবি বুলি মাতিয়া তুমারে খেলাফতি
দিছইন, তে তুমি ই নিয়ামতরে এলামি করিও না। 15 ইতা বেয়াপারে খিয়ালি
অও, নিজরে অতার মাজে পুরাপুর ডুবাইয়া রাখো, তেউ হকলর চখুত
পড়বো তুমি আগেদি আগুয়াইরায়। 16 তুমার নিজর বেয়াপারে আর তুমার
তালিমর বেয়াপারে হুশিয়ার রইও। তেউ তুমি নিজরে বাচাইবায়, আর যেরা
তুমার বয়ান হুনবো, তারারেও বাচাইতায় পারবায়।

মুমিন অকলর বায় দায়-দায়িত্ব

5 ও তিমথি, হুনো, কুনু মুরব্বি মানষর দুষ দেখানিত গিয়া কড়া ভাষায়
মাতিও না। তারার লগে নিজর বাফর লাখান বেবহার করিও। আর
জুয়ান অকলরে নিজর ভাই মনো করিয়া হেদায়ত করিও। 2 মুরব্বি
বেটিনরে নিজর মা আর পুড়িন্তরে বইন মনো করিয়া, মনর ভাব পাক-পবিত্র
রাখিয়া তারারে হেদায়ত করিও।
3 যেতা ড়াড়ি বেটিন্তর কেউ নাই, তারারে খুব যতন করি দেখা-হুনা
করিও। 4 অইলে কুনু ড়াড়ি বেটিন্তর যুদি পুয়া-পুড়িন বা নাতি-নাতনি
থাকইন, তে আল্লার ডরে এরাউ যানু পয়লা যারিযির পরিবারর দেখা-হুনা
করে। অউ নমুনায় তারার ময়-মুরব্বির মায়া-মমতার রিন শোধ করতা পারবা,
আর ইতা কামে তো আল্লা খুশি অইন। 5 যে ড়াড়ি বেটিন্তর কেউ নাই, তারা
খালি আল্লার উপরে ভরসা রাখিয়া, দিনে-রাইতে তান দরবারো মুনাজাত
আর কান্দা-কাটি করাত রইন। 6 অইলে যেতা ড়াড়ি বেটিন্তে যেমনে মনে চায়
এমনে চলইন, ইতা তো জিন্দা হালতেউ মরা। 7 অউ বেয়াপারে হুকুম দেও,
যাতে কেউ তারারে দুষি কওয়ার সুযোগ না পায়। 8 যে জনে আপন জনরে,
খাছ করি নিজর পরিবারর মানষর দেখা-হুনা করে না, হে আসলে ইছায়ী
ইমানরেউ অস্বীকার করলো। ইগু তো বিধর্মী থাকিও বাদ।
9 এরলাগি ড়াড়ি বেটিন্তর নামর লিষ্ট করার বালা আগে দেখতে অইবো, ই
বেটির বয়স ষাইট বছর অইছে নি, আর জামাইর বায় তাইন পুরাপুর হক-
হালালি আছলা নি। 10 এছাড়া নেক কামর লাগি তান সুনাম থাকতে অইবো,
অউ নেক কাম অইলো, পুয়া-পুড়িন মানুষ বানানি, মেহমানদারি করা, আল্লার
বন্দা অকলর পাও ধোয়ানি, দুখ-মছিবতি মানষরে সাইয্য করা, আর হকল
নমুনার নেক কামো শরিক অওয়া।
11 কুনু জুয়ান ড়াড়ি বেটির নাম ই লিষ্টো তুলিও না। কারন তারার যৌবনর
লাগি শরিলর গরমে যেবলা উতাল-পাতাল করইন, অউ সময় আল-মসীর
বায় তারার ডর-ভয় কমি যায়, তেউ তারা হিরবার বিয়া বইতা চাইন।
12 এরলাগি তারা আল্লার লগর আগর ওয়াদা ভংগ করইন, নিজর উপরে
গজব ডাকিয়া আনইন। 13 আর তারা বাড়িয়ে বাড়িয়ে আড্ডা মারিয়া
কুড়িয়া বনিযাইন। খালি কুড়িয়া নায়, যেতা মাত-কথা তারার লাগি জাইজ
নায়, অতা বাজে মাত-কথাও মাতইন আর পরর গিবত গাওয়াত রইন।
14 এরলাগি আমি অউ নছিয়ত করিয়ার, জুয়ান ড়াড়ি বেটিন্তে বিয়া-শাদি
করাউ ভালা, তারা হুরুতার মা অউক, নিজর সংসারর দেখা-হুনা করউক,
আর দুশমনরে কুনু লাখান বদনাম গাওয়ার সুযোগ না দেউক। 15 কয়জন
ড়াড়ি বেটিন এর মাজেউ তো বে-পথি বনিয়া শয়তানর পথে চলা-ফিরা
কররা।
16 কুনু ইছায়ী ইমানদার বেটি মানষর ঘরো যুদি ড়াড়ি বেটিন থাকইন, তে
অউ বেটিয়ে যানু এরার দেখা-হুনা করইন। এরারে দেখা-হুনার ভার জমাতর
উপরে না দেওয়া ভালা। তেউ যেতা ড়াড়ি বেটিন একদম লাছার, জমাতে
তারার দেখা-হুনা করতে সুবিধা অইবো।
17 জমাতর যে পরধান মুরব্বি অকলে জমাতরে ভালামন্তে চালাইন, খাছ
করি যেরা আল্লার কালাম তবলিগ আর তালিম দেওয়ার লাগি মেনত
করইন, তারা ডাবুল ইজ্জত পাওয়া জরুর। 18 আল্লার কালামো তো আছে,
“ধান মাড়া দেওয়ার সময় গরুর মুখো হুফি লাগাইও না।” আরক আয়াতো
আছে, “কামলায় তার বেতন পাওয়ার যোইগ্য।” 19 মনো রাখিও, দুই বা তিন
জন সাক্ষির কথা ছাড়া, জমাতর মুরব্বির বিরুদ্ধে কুনু নালিশ সমজিও না।
20 অইলে যে মুরব্বি অকলে গুনা করাতউ থাকইন, জমাতর মানষর গেছে
তারার দুষ জাইর করিও, যাতে অইন্য হকলে ডরাইন।
21 হুনো, আল্লা পাক, মালিক ইছা আল-মসী, আর আল্লার মায়ার ফিরিস্তা
অকলরে সাক্ষি রাখিয়া তুমারে অউ হুকুম দিরাম, তুমি নিরোপক্ষ রইয়া ইতা
কাম করিও, কেউররে পর বা আপন মনো করিও না। 22 চট করি কেউররে
খেলাফতি দিয়া, কুনু পদো বওয়াল করিও না। অইন্য মানষে যেবলা গুনার
কাম করে, তুমি তারার লগে শরিক অইও না, নিজরে নিখুত রাখিও।
23 আর কয়দিন বাদে বাদেউ তুমার বেমার অয়, এরলাগি তুমি খালি পানি
খাইও না, থুড়া থুড়া আংগুরর শরবতও খাইও, তেউ অজম অইবো।

24 খিয়াল রাখিও, কুনু কুনু মানষর গুনা অলা পরিস্কার দেখা যায়,
এরলাগি তার বিচার আগেউ অইযায়। আর কুনু কুনু মানষর গুনা বাদে ধরা
পড়ে। 25 অলাখান নেক কাম পরিস্কার দেখা যায়, আর কুনু নেক কাম
পরিস্কার দেখা না গেলেও, ইতা লুকাইল রয় না।
হুনো, যে গুলাম-বান্দিয়ে মুনিবর গুলামি করইন, তারা হকলেউ
6 যারযির মুনিবরে ইজ্জতি জন মনো করউক, যাতে কেউ আল্লার নামরে
বা আমরার তালিমরে খারাপ কওয়ার সুযোগ না পায়। 2 যে জনে
ইছায়ী ইমানদার কুনু মুনিবর গুলামি করইন, এইন যানু ইমানদার ভাই হিসাবে
তান মুনিবরে এলামি না করইন বরং আরো ভালা করি তান খেজমত করইন।
কারন গুলামর খেজমতে যে মুনিবে উপকার পাইরা, তাইন তো মায়ার
ইমানদার ভাই। তে অতা বেয়াপারে তুমি তালিম আর হুকুম দেও।

ভুল তালিম আর আসল ধন

3 কেউ যুদি ইতা বাদ দিয়া দুছরা কুনু তালিম দেয়, আর আমরার মালিক
ইছা আল-মসীর খাটি তালিম আর আল্লার ডর-খফর তালিমরে না মানে,
4 হে তো মিছা অহংকারি, হে কুন্তাউ বুজে না, মতভেদ করা, বেহুদা উফতামি
করা তার একটা বেমার। অতার কারনে ইংসা-নিন্দা, কাইজ্জা-ফসাদ, কু-সন্দয়
পয়দা অয়। 5 আর অসাড় বিবেক আলা মানষর মাজে হামেশা গোলমাল
লাগাইলউ থাকে। ইতা মানষর মাজে আল্লাই হক নাই। তারা ইছায়ী ইমানরে
দুনিয়াবি লাভর উপায় মনো করে।
6 আসলে মনর তুষ্টিয়ে ইছায়ী ইমান মাফিক জিন্দেগি কাটাইলে খুব বেশি
লাভ অয়। 7 আমরা দুনিয়াত আইবার কালো তো কুন্তাউ লগে লইয়া আইছি
না, আর যাওয়ার কালোও কুন্তা নিতাম পারতাম নায়। 8 এরলাগি খালি
খানি-কাপড় পাইলেউ আমরা খুশি রইমু। 9 অইলে দুনিয়াত যেরা ধনি
অইতো চায়, তারা নানান নমুনার পরিক্ষাত আর ফান্দো পড়ে, তারার মনো
খুব বদ খাইশ পয়দা অয়, যেতায় তারার জিন্দেগিরে সর্বনাশর গাতো
ফালায়। 10 কারন হকল নমুনার বদ কামর জনম অইলো টেকা-পয়সার মায়া।
কুনু কুনু জন টেকা-পয়সার লালছে ইছায়ী ইমান থাকি হরিয়া গিয়া, নিজর
উপরে বড় দুখ-মছিবত ডাকিয়া আনছে।

চউখ রাখো আল্লার আরশর বায়

11 অইলে তুমি তো আল্লার বন্দা, তুমি ইতা বদ কাম থাকি হরিয়া রও। তুমি
পাক-পরেজগীর জিন্দেগি, আল্লার ডর-খফ, ইমান, মহব্বত, ছবর, আর নরম
স্বভাবর বায় খিয়ালি অও। 12 ইমানি লাড়াই করাত রও। আখেরাতর যে
জিন্দেগির লাগি আল্লা পাকে তুমারে দাওত দিছইন, হউ জিন্দেগিরে তুমি
মজবুত করি ধরো। তুমি তো ইমানি সাক্ষি দিছলায় বউত মানষর ছামনে।
13 অখন আল্লা পাকর নামে, যেইন হক্কলতার জান দেইন, আর যেইন হাকিম
পন্তীয় পিলাতর ছামনে নিজর বেয়াপারে হক সাক্ষি দিছলা, হউ ইছা আল-
মসীর নামেও তুমারে অউ মিনতি কররাম, 14 আমরার মালিক ইছা আল-মসী
জাইর অওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি পুরাপুর নিখুত আর বদনাম ছাড়া রইয়া হুকুম
আদায় করো। 15 আর গুনগানে ধনি হউ আল্লা, যেইন একমাত্র সম্রাট,
বাদশা অকলর বাদশা আর মালিক অকলর মালিক, তাইনউ তান উপযুক্ত
সময়ে আল-মসীরে জাইর করবা। 16 খালি আল্লা পাকরেউ মউতে কবজা
করতো পারে না। তাইন অলা এক নুরর ফরো বসত করইন, হিনো কুনু আদম
জাত যাইতো পারে না। কুনু আদমে কুনুদিন তানরে দেখ্ছেও না, দেখীর
তাক্কতও নাই। ইজ্জত আর খেমতা চিরকাল খালি তানউ। আমিন।
17 হুনো, অউ দুনিয়ার ধনি অকলরে হুকুম দেও, তারা যানু বড়াই না
করইন, আর দুনিয়াবি অস্থায়ী ধনর উপরে ভরসা না করিয়া, আল্লার উপরে
ভরসা করইন। আমরার ভালাইর লাগি তাইনউ হকলতা খুলা আতে দান
করইন। 18 আর তারারে কও, তারা যানু অইন্যর ভালাই করে, নেক কাম
করাত রয়, মন খুলিয়া দান-খয়রাত করে, আর তারার ধন-দৌলতর বাট
অইন্য মানষরে দেয়। 19 তেউ তারা নিজর লাগি এমন ধন জমা করবো,
যেতা ভবিষ্যতে তারার লাগি একখান মজবুত ভীতর লাখান অইবো। এতে
হাছারর জিন্দেগিরে তারা শক্ত করি ধরিয়া রাখতো পারবো।
20 ও তিমথি, তুমার জিম্মায় যে সম্পদ দেওয়া অইছে, ই সম্পদ তুমি
ভালামন্তে হেফাজত করো। আজে-বাজে আখলর বেকামা বিদ্যার বুলির দু-
নছলা তালিম থাকি হরিয়া রও। 21 কুনু কুনু জন অতা বেকামা আখল
দেখানিত গিয়া, আসল ইমান থাকি বে-পথে গেছেগি।
আল্লা পাকে তুমরারে রহমত দান করউক্কা। আমিন॥

২-তিমথি

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ) মউতর থুড়া আগে তরিকার সাগরিদ হজরত তিমথির (রঃ) গেছে অউ ছহিফা খান চিঠির আকারে লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৩১ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

ইছা আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগ কামো বউত দুখ-কষ্ট পাইতে পাইতে মুরব্বি বয়সো তান শরিল খুব দুর্বল অইগেছিল। বিধর্মী রোমান বাদশার জেল খানাত বন্দি হালতে তাইন যেবলা নিজর গর্দান যাওয়ার লাগি বার চাইরা, অউ সময় তাইন ইখান লেখছইন। ই ছহিফার ৪ রুকু ৭-৮ আয়াতো তাইন কইছলা, "আমি তো আল-মসীর লাগি জানে-পরানে লাড়াই করছি, আমারে বাতাই দেওয়া পথর হেশ মাথা পর্যন্ত দৌড়াইছি, আমার ইমান টিকাইয়া রাখছি। তে আমার পরেজগারির পুরুস্কার তো জমা আছে, হউ হক-ইনছাফ কারি মালিকে রোজ হাশরর দিন আমারে জয়র মালা পুরুস্কার দিবা। ইতা খালি আমারে নায়, যতো মানুষ আশিক অইয়া তান লাগি বার চাইরা, তারা হকলরেউ দিবা।"

এর কয়েক বছর আগে অউ হজরত তিমথির গেছে তাইন পয়লা তিমথি নামে আরক ছহিফা লেখছিলা। আর অখন তাইন তিমথিরে মিনতি জানাইরা আগর তালিম অকুল মনো রাখার লাগি। অউ ছিপারার ২ রুকু ১৫ আয়াতো আছে, "তুমি আল্লার খুশি মাফিক নিজরে পরেজগার হালতে তান ছামনে আজির করো, অউ লাখান কামলা বনো, যে কামলায় আল্লার দরবারো শরম পাওয়ার কুনু কারন নাই। যে কামলায় সঠিক ভাবে হক কালাম তালিম দেইন, অউ লাখান অও।"

এরমাজে আছে,
(ক) রুহানি আগুইন জালাও
(খ) খাটি উম্মতর জিহাদ
(গ) আখেরি জমানার নাফরমানি
(ঘ) বন্দি পাউলুছর অছিয়ত

1 আমি পাউলুছ তো আল্লা পাকর মর্জিয়ে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি। আল-মসীর উছিলায় আল্লার ওয়াদা করা আখেরি জিন্দেগির কথা তবলিগর লাগি সাহাবি পদ পাইছি। 2 আমি আমার মায়ার আওলাদ তিমথির গেছে লেখরাম।
গাইবি বাফ আল্লায় আর আমরার মালিক ইছা আল-মসীয়ে তুমারে রহমত, মেহেরবানি আর শান্তি দান করউক্কা।

রুহানি আগুইন জালাও

3 ও তিমথি, হুনো, আমার ময়-মুরব্বিয়ে যেলা এক আল্লার এবাদত করতা, আমিও অউলা পরিস্কার বিবেকে আল্লার এবাদত করি। আমি দোয়া করার বালা দিনে-রাইতে হামেশা তুমার লাগি আল্লার শুকরিয়া আদায় করি। 4 তুমার হউ কান্দনর কথা মনো করিয়া তুমারে দেখার লাগি মনে খুব টানের, তুমারে দেখলে আমার ভিতর খুশিয়ে ভরিযিবো। 5 আমার মনো আছে, তুমার দিলখান হক ইমানে ভরা, তুমার নানি লোইছ আর তুমার আম্মা উনিকির ভিতরেও অলা হক ইমানি আছিল। আমি নিচ্চিত জানি, তুমার ভিতরেও অলা ইমান আছে। 6 এরলাগি অখন তুমারে মনো করাই দিরাম, আমি তুমার শরিলো আত রাখিয়া খেলাফতি দেওয়ায়, আল্লায় তুমারে যে খাছ নিয়ামত দান করছইন, ই আগুইন জালাইয়া তুলো। 7 আল্লায় তো আমরারে ভীতু-ডরালোকর মনোভাব দিছইন না। বরং বল-শক্তি, মায়া-মহব্বত আর নিজরে সামলানির খেমতা দান করছইন।
8 এরলাগি আমরার মালিক ইছার বেয়াপারে সাক্ষি দিতে শরমাইও না, আর তান নামর লাগি আমি যেন জেলো বন্দি আছি, আমারে লইয়াও শরমাইও না। বরং আল্লার দেওয়া বলে খুশ-খবরি তবলিগর কামো আমার লগে রইয়া দুখ-কষ্ট সইয্য করো। 9 আল্লায় আমরার জান বাচাইছইন, আর পাক-পবিত্র অইয়া জিন্দেগি কাটানির লাগি দাওত দিছইন। ইতা তো আমরার কুনু নেক কামর গুনে নায়, বরং তান মর্জি আর রহমতর গুনেউ করছইন। আমরারে ই রহমত দান করছইন তো, দুনিয়া পয়দা করার আগে হজরত ইছা আল-মসীর উছিলায়। 10 আর আল্লায় অখন অউ রহমত জাইর করছইন, আমরার তরানেআলা ইছা আল-মসীয়ে দুনিয়াত তশরিফ আনার মাজদি। আল-মসীয়ে তো মউতর খেমতারে চুরমার করছইন, তান খুশ-খবরির মাজদি চিরকালিন নুরানি জিন্দেগির পথ খুলা-মেলা করছইন।
11 অউ খুশ-খবরি তবলিগর লাগিউ তো আমারে তবলিগকারি, সাহাবি আর উস্তাদ হিসাবে বওয়াল করা অইছে। 12 এরলাগিউ আমি অলা দুখ-কষ্ট পাইয়ার, তা-ও আমি শরমিন্দা নায়। কারন আমি জানি, আমি কার উপরে ভরসা করছি। আমার পুরাপুর একিন আছে, আমি তান দরবারো যেতা জমা করছি, ইতারে হেফাজতে রাখার খেমতা তান আছে, আল-মসীয়ে দুছরা বার তশরিফ আনার দিন পর্যন্ত ইতা রইবো। 13 তে তুমি আমার মুখ থাকি যতো তালিম হুনছো, অউ হক তালিমরে জানর কবজ মনো করিয়া, আল-মসীর উপরর ইমান আর মহব্বতে ধরিয়া রাখো। 14 আল্লায় যে ছামানা হেফাজতে রাখার লাগি তুমার জিম্মায় দিছইন, আমরার দিলর মাজর আল্লাই পাক রুহর বলে তুমি ইতার হেফাজত করো।
15 তুমি তো জানো, তুরস্কর আছিয়া এলাকার হকল মানুষ আমার গেছ থাকি আলগি গেছইন, ফুগিলাছ আর হামাগিনাছও তারার লগে গেছইনগি। 16 ভাই আনিছর পরিবাররর উপরে মালিক ইছায় রহম-বরকত দেউক্কা। এইন বউত বার আমার জানো আরাম দিছইন, আমি জেলো হামাইলেও তাইন কুনু শরম মনো করছইন না। 17 তাইন অউ রোম টাউনো আইয়া বউত তালাশ করি আমারে বার করছইন। 18 আমি ইফিছ টাউনো থাকতে তাইন কিলা আমার খেজমত করছলা, ইতা তো তুমি ভালামন্তেউ জানো। মালিক ইছায় অলা করউক্কা, যাতে তান তশরিফ আনার দিন এইন মেহেরবানি পাইন।

খাটি উম্মতর জিহাদ

2 ও আমার আওলাদ তিমথি, ইছা আল-মসীর উছিলায় পাওয়া রহমতে তুমি বলবান অও। 2 আর বউত সাক্ষির ছামনে আমার মুখর যেতা তালিম হুনছো, অউ তালিমরে অলাখান হক-হালাল মানষর আতো দেও, যেরা অইন্য মানষরেও তালিম দেওয়ার উপযুক্ত। 3 তুমি ইছা আল-মসীর খাটি সিপাই অইয়া দুখ-কষ্টত শরিক অও। 4 কামান্ডাররে খুশি রাখার লাগি যুদ্ধর কালো কুনু সিপাই সংসারর মায়া-জালো হামায় না। 5 অউ লাখান খেলাত লাগিয়া কেউ যুদি নিয়ম মতো না খেলায়, তে জয়র মালা হে পায় না। 6 আর যে গিরস্তে মেনত করে, ফসলর পয়লা বাট তো হে-উ পায়, ইটাউ নিয়ম। 7 তে আমি যেতা বুজাইতাম চাইরাম, ইতা চিন্তা করি দেখো, মালিক ইছায় তুমারে ইতা হকলতা বুজার আখল দিবা।
8 ইছা আল-মসীর বেয়াপারে তুমি অখান মনো রাখিও, তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করা অইছিল, তাইন অইলা বাদশা দাউদ নবীর বংশধর, আমার কওয়া খুশ-খবরির মাজেও ইখান আছে। 9 আর অউ খুশ-খবরি তবলিগ করায়উ আমি দুখ-কষ্ট পাইয়ার। দাগি আসামির লাখান আমারে বন্দি রাখা অইছে, অইলে আল্লার কালাম তো বন্দি অইছে না। 10 আল্লায় যেরারে পছন্দ করিয়া আলগ করছইন, তারার লাগি আমি হক্কলতা সইয্য করিয়ার, যাতে আল-মসীর উছিলায় তারা নাজাত পাইন, লগে চিরকালিন গৌরব-মহিমাও পাইন।
11 অউ কথা তো একিন করার যোইগ্য,

আল-মসীর লগে যেবলা আমরার মরন অইছে,
তে আমরা জিন্দাও অইমু তান লগে।
12 আমরা ছবর করিয়া সইয্য করলে,
তান লগে বাদশাই করমু।
আর তানরে অস্বীকার করলে তো,
তাইনও আমরারে অস্বীকার করবা।
13 আমরা বেইমান অইগেলেও,
তাইন হামেশা হক-হালালি রইন।

তাইন কুনুমন্তেউ নিজরে অস্বীকার করতা পারইন না।

আজে-বাজে তর্ক থাকি হুশিয়ার

14 ও তিমথি, তুমি মুমিন অকলরে আমার অউ তালিম খান মনো করাই
দেও। আল্লার ছামনে তারারে হুশিয়ার করো, যাতে আজে-বাজে মাত লইয়া
তর্কা-তর্কি না করইন, ইতা মাতর তো কুনু দাম নাই, ইতা যেরা হুনে, তারার
সর্বনাশ অয়। 15 তুমি আল্লার খুশি মাফিক নিজরে পরেজগার হালতে তান
ছামনে আজির করো, অউ লাখান কামলা বনো, যে কামলায় আল্লার
দরবারো শরম পাওয়ার কুনু কারন নাই। যে কামলায় সঠিক ভাবে হক কালাম
তালিম দেইন, অউ লাখান অও। 16 আল্লার বিরুধি আজে-বাজে মাত থাকি
দুরই রও। ইলা মাতে আল্লার বায় মানষর ডর-খফ কমা ধরবো। 17 ইলা
আজে-বাজে তালিম তো পচা-ঘার লাখান চাইরোবায় ছিতরে। ই দলো
আছে, হুমিনাছ আর ফিলিতাছ। 18 ইগুইন তো আল্লাই হক থাকি কু-পথে
গেছইনগি। ইতায় কইন, মুমিন অকল বুলে মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া হারছইন।
অলা আজে-বাজে মাতিয়া তারা কুনু কুনু জনর ইমান নষ্ট করিলিছে।
19 তেবউ আল্লার বানাইল মজবুত ভীত উবা রইছে, এর উপরে সীল-
চাপ্পড়র লাখান অউ কথা লেখা আছে, "মালিকে জানইন, কে কে তান,"
আর "যে জনে আল-মসীরে মালিক কইয়া স্বীকার করে, হে হকল জাতর
গুনা থাকি হরাইল রউক।"
20 ও তিমথি, জমিদার বাড়িত তো খালি সোনা-রুপার জিনিস থাকে না,
লাকড়ির জিনিস আর মাটির থাল-বাসনও থাকে। এরমাজে কুনুটা সম্মানি
কামো আর কুনুটা নীচা কামো বেবহার অয়। 21 তে যেতা মানুষ অউ নীচা
কামর আসবাবর লাখান, ইতার গেছ থাকি হরিয়া আইয়া কেউ যুদি নিজরে
পাক-ছাফ করিলায়, তে হে সম্মানি জিনিস বনিযায়। তারে পবিত্র হিসাবে
আলাদা করি রাখা অইবো। হে তার মালিকর কামো লাগবো আর হকল
নমুনার নেক কামর লাগি জুইত অইবো। 22 তিমথি হুশিয়ার অও, যৌবনর বদ
খাইশ থাকি তুমার জান বাচাও, আর যেরা খাছ দিলে মালিকর নাম লয়,
তারার লগে শরিক অইয়া পরেজগারি, ইমান, মহব্বত আর শান্তির লাগি
খিয়ালি অও। 23 আজে-বাজে বেআখলি তর্কা-তর্কিত সামিল অইও না,
তুমার জানা আছে, ইতায় খালি কাইজ্জা-ফসাদ বাড়ায়। 24 মালিক ইছার
গুলামে কাইজ্জা-ফসাদ করা ঠিক নায়, এইন বরং হকলর বায় দয়াল অইতে
অইবো, এইন মানষরে তালিম দেওয়ার খেমতা আর ছবর-শক্তি থাকতে
অইবো। 25 তাইন নিজর বিরুধি মানষরেও নরম মনে বুজ দিবা। অউ আশায়
তালিম দিবা, হয়তোবা আল্লায় তারারে তৌবা করার সুযোগ দিবা, যাতে
তারা আল্লাই হকরে ভালামন্তে চিনইন। 26 তেউ তারা চেতন পাইয়া ইবলিছর
ফান্দো থাকি জান বাচাইবা, অউ ইবলিছে তার গুলাম বানানির লাগি
এরারে ধরছিল।

আখেরি জমানার নাফরমানি

3 ও তিমথি, অউ হুশিয়ারি খানাইন মনো রাখিও, আখেরি জমানাত
খুব মছিবতর দিন আইবো। 2 মানুষ স্বার্থপর অইযিবো, টেকা-পয়সার
লালছি, বড়াই-বেটাগিরি দেখানি, মানষরে এলামি করা, দুর্নাম গাওয়া,
মা-বাফর অবাইধ্য, নিমক-হারামি করবো আর আল্লার নাফরমানি করবো।
3 মায়া-মমতা কমিযিবো, কাইজ্জা-ফসাদ করলে আপোস করতো নায়। পরর
বদনাম গাইবো, নিজরে সামলাইতো পারতো নায়, মানুষ অমানুষ অইযিবো
আর হকল নমুনার নেক কামর দুশমনি করবো। 4 মানষে বেইমানি, ফুটানি
আর বেপরোয়া ভাব দেখাইবো, আল্লার আশিক না অইয়া দুনিয়াবি আরাম-
আয়েশর আশিক অইবো। 5 বাইরর ভাব-ছুরতে বুজা যাইবো খুব
আল্লাওয়ালা পাক-মুছল্লি, অইলে মুলত লেবাছধারী ভন্ড। তে তুমি ইতার
গেছ থাকি হরিয়া রইও।
6 অতার মাজর কেউ কেউ ধুকা দিয়া মানষর ঘরো হামাইয়া কম ইমানি
বেটিন্তরে কু-পথে টানে। ইতা বেটিন্তর মগজ অইলো গুনার ভান্ডার। তারা
নানান নমুনার ফুর্তি-আমোদর বশে চলে। 7 তারা হামেশা আল্লাই পথর
তালিম হুনে, অইলে কুনুদিনও আল্লাই হকিকত তারার ভিতরে হামায় না।
8 মিসরর ফেরাউনর যাদুগির-গুনিন যান্নি আর যাম্বরিয়ে যেলা মুছা নবীর
বিরুধিতা করছিলা, ঠিক অউ লাখান অগুইন্তেও আল্লাই হকর বিরুধিতা
করে। ইতার বিবেক পচি গেছে, তারার ভিতরে ইমানর বালাই নাই। 9 অইলে
তারা আর আগুয়াইতো পারতো নায়, হউ যাদুগির যান্নি আর যাম্বরির
বেআখলি যেলা হকলর গেছে ধরা পড়ছিল, ইতার বেআখলিও অলা ধরা
পড়বো।

আল্লার কালামউ মুমিনর খুরাক

10 ও তিমথি, তুমি আমার তালিম, আমার চাল-চলন, আমার উদ্দেশ্য,
ইমান, ছবরগারি, মহব্বত, আর আমার ধৈর্যর কথা পুরাপুর খিয়াল করছো।
11 আন্তিয়খিয়া, ইকনিয়া আর লুশ্রা টাউনো আমি কতো জুলুম-মছিবত
সইয্য করছি, ইতা তো তুমি জানো। অইলে মালিকে আমারে রক্ষা করছইন।
12 আসলে আল্লার ডর-খফ ভিতরে রাখিয়া, ইছায়ী ইমানদার বনিয়া যেরা
জিন্দেগি কাটাইতো চায়, তারা তো জুলুম-মছিবতো পড়বোউ। 13 অইলে
ভন্ড আর খবিছ অকল দিন দিন আরো খারাপ অইবো। তারা নিজেও বে-
পথে চলবো, আর আরক জনরেও বে-পথি বানাইবো। 14 তে তুমি যেতা
তালিম পাইছো, পাইয়া দিলে-জানে একিন করছো, এর উপরে থির থাকো,
কারন তুমি নিজে জানো, ই তালিম কার গেছ থাকি পাইছো। 15 তুমি তো
হুরুমান থনেউ আল্লার কালামর তালিম পাইছো, আর অউ কালামেউ
তুমারে ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনার উছিলায়, নাজাত হাছিলর পথ
বাতাই দিবো। 16 হুনো, আল্লার কালামর পরতেকটা হরফ আল্লার গেছ
থাকিউ আইছে। ইতা তো তালিম, হুশিয়ারি, হেদায়ত, আর হক জিন্দেগি
গড়িবার খুরাক, 17 যাতে আল্লার বন্দা অকল উপযুক্ত বনিয়া হকল নেক
কামর লাগি জুইত অইন।

বন্দি পাউলুছর অছিয়ত

4 আমি আল্লা পাকরে সাক্ষি রাখিয়া, আর যেইন তামাম জিন্দা-মুর্দার
বিচার করবা, হউ ইছা আল-মসীরে সাক্ষি রাখিয়া, দুনিয়াত তান দুছরা
বারর তশরিফ আনা আর তান বাদশাইর দোয়াই দিয়া তুমারে অউ
কড়া হুকুম দিয়ার। 2 তুমি আল্লার কালাম তবলিগ করো, সময়-অসময় কুন্তা
নাই, হামেশা তবলিগ করো, খুব বেশি ধৈর্য ধরিয়া তালিম দেও আর মানষর
অপরাধ দেখাই দেও, তারারে হুশিয়ার করো আর বুজাও। 3 আগেদি অলা
সময় আইবো, যেবলা হাছা তালিম মানষর সইয্য অইতো নায়, বরং নিজর
মনর খাইশ পুরাইতা করি তারা অলাখান উস্তাদ ধরবা, যেতায় তারার মন
যুগাইয়া মনগড়া তালিম দিবা। 4 তারা হক তালিম থাকি মুখ ফিরাইয়া,
মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনির খরে দৌড়াইবা। 5 অইলে তুমি হকল বেয়াপারে
নিজরে সামলাইয়া রাখো, দুখ-কষ্ট সইয্য করো, আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-
খবরি তবলিগ করাত রও, আল্লার দেওয়া দায়িত্ব আদায় করো।
6 আমার মউতর দিন আইয়া আজি গেছে, আমার নিজর লউরে কুরবানি
হিসাবে ঢালি দেওয়া অর। 7 আমি তো আল-মসীর লাগি জানে-পরানে
লাড়াই করছি, আমারে বাতাই দেওয়া পথর হেশ মাথা পর্যন্ত দৌড়াইছি,
আমার ইমান টিকাইয়া রাখছি। 8 তে আমার পরেজগারির পুরুস্কার তো জমা
আছে, হউ হক-ইনছাফ কারি মালিকে রোজ হাশরর দিন আমারে জয়র মালা
পুরুস্কার দিবা। ইতা খালি আমারে নায়, যতো মানুষ আশিক অইয়া তান
লাগি বার চাইরা, তারা হকলরেউ দিবা।

আদালতর মাজে সাইয্য

9 ও তিমথি, তুমি চেষ্টা চালাইয়া যতো জলদি পারো আমার গেছে আও।
10 কারন কিরিছকেন ভাই গালাতিয়া দেশো, তীতাছ ভাই দালমাতিয়া দেশো
গেছইন। আর দিমাছ ভাই দুনিয়াবি মায়ার ধান্দাত পড়িয়া, আমারে ছাড়িয়া
থিষলনিকি টাউনো গেছইনগি। 11 খালি লুক ভাই আমার গেছে আছইন।
এরলাগি মার্কুছ ভাইরে লইয়া তুমি জলদি আও, আমার কাম-কাজো তাইন
বউত সাইয্য করইন। 12 তুখিক ভাইরে আমি ইফিছো পাঠাইছি। 13 আমি
আইবার সময় তরোয়াছ টাউনর কারফুছ ভাইর গেছে, আমার একখান চাদ্দর
থইয়া আইছি, তুমি আইবার পথে অখীনতা আনিও, আর আমার কিতাব
খানাইন, খাছ করি চামড়ার উপরে লেখা কিতাব খানাইনও আনিও।
14 হুনো, তামা-পিতলর কাম করে যে ছিকন্দর, অগিয়ে আমার বউত
খেতি করছে, অইলে মালিক ইছায় তারে উপযুক্ত বদলা দিবা। 15 তে তার
বেয়াপারে তুমি হুশিয়ার রইও, হে কমর বান্দিয়া আমরার তবলিগ কামর
বিরুধিতা করছিল।
16 জানো নি, আমারে পয়লা বার যেবলা আদালতো নেওয়া অইলো,
অউ সময় কেউ আমারে সাইয্য করছে না, হকলেউ আমারে ছাড়িয়া
বাগিছে। তা-ও আল্লায় যানু তারার ই বিষয় খান হিসাবো না ধরইন। 17 খালি
মালিক ইছা আমার পক্ষে উবাইলা, তাইন আমারে বল যুগাইলা। এরলাগি
আমি ভিন জাতির ছামনে ষোলআনা খুশ-খবরি তবলিগ করার সুযোগ
পাইছি, তারা হকলে ইতা হুনছে। অউ বিচারো তারার সিংহর মুখর খুরাক
অওয়া থাকি আল্লায় আমারে বাচাইছইন। 18 অউ মালিক ইছায় হকল
নমুনার বদ কাম থাকিও আমারে হেফাজতে রাখবা আর ছহি-ছালামতে
বেহেস্তি বাদশাইত পার করবা। যুগে যুগে চিরকাল তান তারিফ অউক।
আমিন।

বিদায়ি ছালাম

19 আমরার মুমিন ভাই আকিলরে, তান বিবি ফিছকিলা আর আনিছ ভাইর
পরিবাররে আমার ছালাম জানাইও। 20 ইরাস্তাছ ভাই করিন্থ টাউনো রইছইন,
আর তফিমরে বেমার হালতে আমি মিলীতা বন্দরো থইয়া আইছি। 21 তে
তুমি খুব চেষ্টা চালাও, শীতর আগে আইবার লাগি। ভাই আবুল, বদিছ,
অলীনিছ, বইন কুলুদিয়া সহ আরো হকল ভাই-বইনে তুমারে ছালাম দিছইন।
22 মালিক ইছা তুমার লগে লগে রউক্কা। আল্লার রহমত তুমরার লগে
থাকউক। আমিন॥

আল-তীতাছ

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন হজরত ইছা আল-মসীর খাছ সাহাবি হজরত পাউলুছ (রাঃ)। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার বাদে ২৬-২৮ বছরর মাজে অউ ছিপারা লেখা অইছে। অউ সময় লেখকর মুরব্বি বয়স। তীতাছ নামে একজন জুয়ান মানুষ ভিন-ধর্ম থাকি আল-মসীর তরিকা কবুল করছিলা। সমাজর গেছে তান তেমন বেশি নাম-ডাক আছিল না। এইন হজরত পাউলুছরে ক্রীতি দ্বীপো তবলিগ কামো সাইয্য করছইন, এরলাগি তান আতো হউ জমাতর জিম্মা দেওয়া অইছে। বাদে লেখকে আল-তীতাছ নামর অউ ছহিফা তান গেছে লেখছইন।

লেখকে কইরা, ক্রীতি দ্বীপো বসত কররা নাফরমান সমাজর মাজে, হজরত ইছা আল-মসীর উম্মতর স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন কিলা অওয়া জরুর। আর জমাতর নানান নমুনার বা নানান বয়সর মানষরে কিলা তালিম দেওয়া যায়। এছাড়া, জমাতর মাজ থাকি দলাদলি, ইংসা-নিন্দা, বাজে তর্ক-বিতর্ক বাদ দিয়া, আল্লার ডর-খফে আল্লাই রহমতে জিন্দেগি কাটানির পরামিশ আছে।

এরমাজে আছে,

(ক) ছালাম আর দোয়া
(খ) ক্রীতি দ্বীপর জমাতর চালকদার নেওয়া
(গ) জমাতর নানান মানষর দায়িত্ব
(ঘ) নেক কামর পরামিশ আর হুশিয়ারি
(ঙ) বিদায়ি ছালাম

1 আমি পাউলুছ তো আল্লা পাকর গুলাম আর হজরত ইছা আল-মসীর একজন সাহাবি। আমার দায়িত্ব অইলো, আল্লার পছন্দ করা বন্দা অকলরে ইমানর পথে আনা, আর আল্লারে মানিয়া চলার মাজে যে হকিকত আছে, অউ হকিকতরে চিনাই দেওয়া। 2 আমি আল-মসীর খেজমত করিয়ার, আখেরি জিন্দেগি পাওয়ার আশায়। যে আল্লায় কুনু মিছা মাতইন না, হউ আল্লায় ই জিন্দেগি দেওয়ার ওয়াদা করছইন, দুনিয়া পয়দা অওয়ার আগেউ। 3 তাইন তান কালাম সঠিক সময়ে জাইর করছইন, আর আমরার তরানেআলা আল্লার হুকুম মাফিক ইতা তবলিগ করার ভার আমার আতো দেওয়া অইছে।

4 আমার হউ খাছ আওলাদ তীতাছর গেছে লেখরাম, আমরা দুইওজনউ একই ইমানে আল-মসীর উম্মত অইছি।

আমরার গাইবি বাফ আল্লায় আর তরানেআলা ইছা আল-মসীয়ে রহমত আর শান্তি দান করউক্কা।

ক্রীতি দ্বীপর জমাতর চালকদার নেওয়া

5 তীতাছ হুনো, আমি তুমারে অউ ক্রীতি দ্বীপো থইয়া আইছি, যাতে যেতা কাম অখনও বাকি রইছে, তুমি অতা পুরাপুর আদায় করো। আর আমি যেলা হুকুম দিছলাম, ঠিক অউলা তুমি পরতেক টাউনর জমাতর মুরব্বি অকলরে কামো বওয়াল করো। 6 মনো রাখিও, যে মুরব্বি অকল বদনাম ছাড়া নিখুত, যেরার খালি একজন বউ আছইন, যেরার পুয়া-পুড়িন ইছায়ী ইমানদার, যেরা বেপরোয়া ভাবে জিন্দেগি কাটায় না, বরং মা-বাফর বাইধ্য আছে, অউ মুরব্বিরে তুমি বওয়াল করো। 7 আল্লাই কামর জিম্মাদারি পাওয়ায় যেকুনু চালকদার যানু বদনাম ছাড়া নিখুত অইন। তাইন যানু স্বৈরাচার, বদরাগি, নিশাখুর, মারা-মারি কররা বা হারাম রুজি-রুজগারর লালছি না অইন। 8 এর বদলা তাইন যানু মেহমানদারি কররা, নেক ভাবর আশিক, হক-হালালি, আর আল্লার বাইধ্য জন অইন। তান ভালা বিচার-বুদ্ধি থাকে, আর নিজরে পুরাপুর সামলাইয়া রাখতা পারইন। 9 আল্লা পাকর যে হক কালাম তালিম পাইছইন, তাইন ইতারে মজবুত করি ধরিয়া রাখইন, আর ঠিক অউ লাখান খাটি তালিম তবলিগ করতা পারইন। এর লগে যেরা তান বিপক্ষে আছে, তারার ভুল-রেআখলিও ধরাই দেইন।

10 কারন বউত বেসামাল মানুষ আছইন, যেতায় কেউররে মানইন না, বেকামা মাত মাতইন, ছল-চতুরি করইন। যেতায় মছলমানি কাম করানির লাগি জুরা-জুরি করইন, আমি খাছ করি অতার কথাউ কইরাম। 11 ইতার মুখ বন্দ করা জরুর। ইতায় কু-পথে টেকা কামানির আশায় অলা তালিম দেইন, যে তালিম দেওয়া তারার লাগি ঠিক নায়। ই তালিম দিয়া কুনু কুনু পরিবাররে বিগড়াইলিরা। 12 এরলাগি তারার নিজর দেশর একজন পন্ডিতে কইছইন, “ক্রীতি দ্বীপর মানষে হামেশা মিছা মাতইন, ইগুইন তো জংলি জানুয়ারর লাখান, কুড়িয়া আর পেটুয়া।” 13 ইতা তো একদম হাছা, এরলাগি তুমি খুব গরম অইয়া তারার আইব দেখাইয়া দেও, যাতে তারার ইছায়ী ইমান ষোলআনা নিখুত অয়। 14 ইহুদি অকলর বানাইল কিচ্ছা-কাহিনি, আর যেতা মানুষ আল্লাই হকিকত থাকি বে-পথে গেছেগি, তারা যানু ইতার হুকুম-উপদেশ কানো না লইন।

15 যেরার দিল পাক-পবিত্র, তারার গেছে হকলতাউ পবিত্র। অইলে যেরার দিল নাপাকিয়ে ভরা, আর যেতা বেইমান, ইতার গেছে কুন্তাউ পবিত্র নায়। ইতার মন আর বিবেক হকলতাউ বরবাদ। 16 তারা মুখদি দাবি করইন আল্লারে মানইন, অইলে তারার কামর মাজদি তানরে অস্বীকার করইন। ইগুইন তো নফরতি আর অবাইধ্য। ইতারে কুনু ভালা কামো লাগাইল যায় না।

জমাতর নানান মানষর দায়িত্ব

2 তীতাছ হুনো, তুমি মানষরে অলাখান তালিম দেও, যাতে তুমার মাতর মাজে নিখুত হক তালিম থাকে। 2 জমাতর মুরব্বি বেটাইনরে কও, তারা যানু হামেশা নিজরে সামলাইয়া রাখইন, ইজ্জতি বনইন, ভালা বিচার-বিবেক খাটাইন। তারার যানু খাটি ইমান, মায়া-মহব্বত আর ছবর থাকে।

3 অলাখান মুরব্বি বেটিন্তরেও কও, তারা যানু পরেজগারির আদব-কায়দা মানিয়া চলইন আর নেকির ভাব হিকাইন। অইন্যর বদনাম গাওয়া, বা নিশাখুর বনা তারার লাগি ঠিক নায়। 4 তেউ তারা জুয়ান পুড়িন্তরে হিকাইতা পারবা, যাতে তারার জামাই আর পুয়া-পুড়িনরে মহব্বত করইন, 5 নিজরে সামলাইয়া রাখইন, সতী রইন, ভালী সংসারি অইন, দয়ালু অইন, আর জামাইর বাইধ্য থাকইন। তেউ আল্লার কালামর বদনাম করার সুযোগ কেউ পাইতো নায়।

6 অলাখান জুয়ান পুয়াইন্তরেও উপদেশ দেও, যাতে তারা নিজরে সামলাইয়া রাখইন। 7 তুমি তারার গেছে হকল নমুনার নেক কামর নিশানা অও। হক নিয়তে আর দায়-দায়িত্ব লইয়া তালিম দেও। 8 কেউ যানু তুমার জবানর কুনু দুষ না পায়। তুমার অউলা চাল-চলন দেখিয়া দুশমন অকল শরমিন্দা অইবা আর আমরার বদনাম করার কুনু খুত পাইতা নায়।

9 তুমি চাকর অকলরে কও, তারা যানু হক্কল বেয়াপারে মুনিবর বাইধ্য রইন, মুনিবর মন যুগাইয়া চলইন, তারার মুখর উপরে বেয়াদিবি মাত না মাতইন। 10 মুনিবর মাল-ছামানা চুরি না করইন, বরং নিজর হক-হালালির পরমান দেখাইয়া হারি, আমরার তরানেআলা আল্লার বেয়াপারে যে তালিম আছে, অউ তালিমরে হক্কল নমুনায় সুন্দর করি হাজাইন।

11 জানো তো, আল্লার যে রহমতর উছিলায় হকলর নাজাত মিলে, ইতা অখন দুনিয়াত জাইর অইগেছে। 12 অউ রহমতেউ আমরারে তালিম দিরা, যাতে আমরা বে-দীনি কাম-কাজ থাকি আর দুনিয়ার হকল বদ খাইশ থাকি দুরই রইয়া, ই জগতো নিজরে সামলাইয়া রাখি, আর নেক পথে রইয়া পরেজগার জিন্দেগি কাটাই। 13 এরলগে আমরার দিলর পরম আশা পুরনর লাগি বার চাই, আল্লাতালা আর তরানেআলা ইছা আল-মসীর শান-মহিমা জাইর অওয়ার খুশি-বাসি পুরনর লাগি বার চাই। 14 ইছা আল-মসীয়ে তো আমরারে বাচানির লাগি তান নিজর জান কুরবানি দিলাইছইন, যাতে হকল গুনা থাকি আমরারে খালাছ করি আনতা পারইন, আর অউ লাখান একদল মানষরে পাক-পবিত্র করইন, যেরা খালি তান নিজর অইবা, যেরা নেক কামর আশিক অইবা।

15 তুমি পুরাপুর বল খাটাইয়া অতা বেয়াপারে তালিম দেও, মানষরে নছিয়ত করো আর তারার দুষ-কছুরি দেখাইয়া দেও। তুমারে হেয় করার সুযোগ কেউররে দিও না।

নেক কামর পরামিশ আর হুশিয়ারি

3 আল্লার বন্দা অকলরে মনো করাই দেও, তারা যানু দেশর রাজা আর
সরকারি নিয়মর অধীনে রইন, তারা অবাইধ্য না অইন, মানষর হকল
নমুনার উপকার করার লাগি জুইত থাকইন। 2 তারা যানু কেউরর
বদনাম না গাইন, কাইজ্জা-ফসাদ না করইন, বরং শান্ত-শিষ্ট রইয়া হকলর লগে
নরম বেবহার করইন।
3 আমরাও আগে বেআখল আর নাফরমান আছলাম, বে-পথে চলতাম,
দুনিয়াবি আরাম-আয়েশ আর নানান নমুনার বদ খাইশর গুলাম আছলাম।
অইন্য মানষরে ইংসা করতাম, তারার খেতি করার ধান্দায় দিন কাটাইতাম।
আর নিজে ঘিন্নার যোইগ্য অইলেও একে-অইন্যরে ঘিন্নাইতাম। 4 অইলে
আমরার তরানেআলা আল্লার রহমত আর মহব্বত যেবলা জাইর অইলো,
5 অউ সময় তাইন আমরারে রেহাই দিলা। আমরার নিজর কুনু নেক কামর
লাগি রেহাই দিছইন না, খালি তান দয়া-মায়ায় দিছইন। পাক রুহে নয়া জনম
দিয়া, নয়া ভাবে পয়দা করিয়া আমরার দিলরে পরিস্কার করছইন। আর
অলাখানউ তাইন আমরারে রেহাই দিছইন। 6 আমরার তরানেআলা ইছা
আল-মসীর মাজদি তাইন খুলা আতে আমরার মাজে অউ পাক রুহ ঢালিয়া
দিছইন। 7 যাতে আখেরি জিন্দেগির আশা-ভরসা পাইয়া, আল্লাই হক্কলতার
অধিকারি অই। আল্লার রহমতে আমরারে বে-কছুর খালাছ হিসাবে কবুল
করায়উ তো আমরা ইতা পাইছি। 8 ইখান তো পুরাপুর হাছা।
আমি চাইয়ার, তুমি অউ বেয়াপারে পুরাপুর জুর দেও, যাতে আল্লার
উপরে যেরা ইমান আনছে, তারা নেক কাম করার খিয়ালি অয়। ইলা নেক
কাম করা তো হকলর লাগি ভালা আর উপকারি। 9 তা-ও বেওকুফর লাখান
তর্কা-তর্কি, জাত-বংশ লইয়া মাতা, কাইজ্জা-ফসাদ, আর শরিয়ত লইয়া কথা
কাটাকাটি করিও না। ইতায় তো কুনু ফায়দা অয় না, ইতা এক্কেরে বেকামা।
10 যে মানষে দলাদলি লাগায়, তারে পয়লা একবার, বাদে দুছরা বারও
হুশিয়ার করিও, ইতায় যুদি হে না বদলে, তে তার লগে চলা-ফিরা এক্কেরে
বাদ দিলাইও। 11 তুমি তো জানোউ, ইতা মানষর দিলর চিন্তা খুব খারাপ, হে
গুনাগার। হে এমনেউ নিজর নাফরমানির পরমান দেয়।

বিদায়ি ছালাম

12 তীতাছ হুনো, আমি আর্তিমাছ বা তুখিক ভাইরে তুমার গেছে পাঠাইমু,
এরা কেউ গেলে তুমি খাছ করি চেষ্টা করিও নিকাপলি টাউনো আইয়া
আমার লগে দেখা করার লাগি। আমি নিয়ত করছি, শীতর কয়মাস অউ
নিকাপলিত রইমু। 13 উকিল জইন ছাব আর আপল্লছ ভাইর ছফরর লাগি
যতখান পারো সাইয্য করিও, যাতে তারার কুনু অভাব না অয়। 14 আমরার
মানষরে তো হিকানি জরুর, সমাজর ভালাইর লাগি কিলা নিজরে খাটাইল
যায়। তেউ তারা মানষর জরুরি অভাব মিটাইতো পারবো, অলা তারার
নিজর জিন্দেগিও ফলআলা অইবো।
15 আমার লগর হকলে তুমারে ছালাম জানাইরা। আল-মসীর উপরে ইমান
আনায় যেরা আমরারে মায়া করইন, তারারে আমার ছালাম দিও।
আল্লার রহমত তুমরা হকলর উপরে কাইম রউক। আমিন॥

আল-ফিলিমন

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর খাছ সাহাবি হজরত পাউলুছে (রাঃ) অউ ছিপারা লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৭ বছর বাদে ইখান চিঠির আকারে লেখা অইছে।

হজরত ফিলিমন আছলা ইছা আল-মসীর একজন নামকরা উম্মত। তাইন কলোছি টাউনর ইছায়ী জমাতর এক জন। অনিছিম নামে তান এক খরিদা গুলাম আছিল। হজরত পাউলুছ (রাঃ) যেবলা জেলো বন্দি আছলা, অউ সময় অনিছিম তার মুনিব ফিলিমনর গেছ থাকি বাগিয়া কুনু ছুরতে পাউলুছর গেছে আইছিল। হজরত পাউলুছর মাজদিয়াউ অনিছিম ইছায়ী ইমানদার হিসাবে পাউলুছর একজন বিশেষ খাদিম অইছইন। তারা দুইওজনে পরামিশ করলা, অনিছিম তান মুনিব ফিলিমনর গেছে ফিরিয়া যাইবা, আর তান আগর ভুল স্বীকার করিয়া মাফ চাইবা। হজরত পাউলুছে ফিলিমনর গেছে অনুরোধ করি লেখলা, তাইন যানু তান আগর গুলামরে ফিরত নেইন আর অখন খালি গুলাম হিসাবে নায়, একজন ইছায়ী ভাই হিসাবেও সমজিয়া নেইন।

অউ ছিপারাত দেখা যায়, গুলাম আর মুনিবর মাজে কুনু ভেদাভেদ নাই, হজরত ইছার উম্মত অওয়ার বাদে হকলউ এক সমান। আর জমাতর মুরব্বি নেতা হজরত পাউলুছে সাধারন মুমিন অকলর উপরে নেতাগিরি, হুকুমদারি না করিয়া বরং নিজরে নিচা করিয়া জমাত অকল চালাইরা। তান মাজে কুনু বেটাগিরি বা বড়াই-বাহাদুরি নাই।

এরমাজে আছে,

(ক) হজরত পাউলুছর ছালাম
(খ) হজরত পাউলুছে ফিলিমনর তারিফ করলা
(গ) অনিছিমরে ফিরত নেওয়ার লাগি অনুরোধ
(ঘ) হজরত পাউলুছর শেষ কথা

হজরত পাউলুছর ছালাম

1 আমি পাউলুছ, ইছা আল-মসীর লাগি বন্দি আছি। আমি আর
আমরার ভাই তিমথিয়ে, আমরার লগর তবলিগ কররা মায়ার দুস্ত
ফিলিমনর গেছে লেখরাম। 2 বইন আফিয়া, আমরার লগে ইমানর যুদ্ধা
আর্খিপাছ আর তুমার বাড়ির জমাতর হকলরে ছালাম জানাইরাম।
3 আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে তুমরার
উপরে রহমত আর শান্তি নাজিল করউক্কা।

হজরত পাউলুছে ফিলিমনর তারিফ করলা

4 আমি হামেশা মুনাজাতর সময় তুমার কথা ইয়াদ করিয়া আল্লার শুকরিয়া
আদায় করি। 5 কারন হজরত ইছা আল-মসীর উপরে তুমার ইমান আর পাক
বন্দা অকলর বায় তুমার মহব্বতর কথা আমি হুনছি। 6 আমি দোয়া করি,
মুমিন অকলর লগে তুমার খাতির-সম্পর্ক আরো বাড়উক। তুমি তো জানো,
আল-মসীর খাতিরে আল্লায় আমরারে কতো ভালা ভালা নিয়ামত বিলাই
দিছইন। 7 ভাই, তুমার মহব্বত দেখিয়া আমি খুব খুশি অইছি আর উৎসাহ
পাইছি, তুমি তো আল্লার পাক বন্দা অকলর দিলো আরাম দিছো।

অনিছিমরে ফিরত নেওয়ার লাগি অনুরোধ

8 তুমার ই ভাব দেখিয়া আমি তুমারে একখান কথা কইতাম চাইরাম। আমি
তো আল-মসীর নামে তুমারে হুকুম দিতাম পারলাম অনে, তুমার কাম পুরা
করার লাগি। 9 অইলে মহব্বতর খাতিরে হুকুম না দিয়া তুমারে মিনত
করিয়ার। আমি পাউলুছ অউ মুরব্বি বয়সো আল-মসীর লাগি বন্দি হালতে
তুমার গেছে ই মিনতি কররাম। 10 আমার আওলাদ অনিছিমর লাগি আরজি
জানাইরাম, আমি জেলো বন্দি থাকা হালতে হে ইমান আনিয়া আমার
আওলাদ বনিগেছে। 11 এক সময় তুমার গেছে হে বেকামা আছিল, অইলে
অখন আমার আর তুমার গেছে হে বউত কামাওরা বনিগেছে।
12 যাই অউক, আমার জানর থাকি বেশি মায়ার অউ মানষরে আমি তুমার
গেছে ফিরত পাঠাইরাম। 13 আমি তারে আমার গেছে রাখতাম চাইছলাম,
যাতে খুশ-খবরির দায় বন্দি হালতে তুমার অইয়া হে আমার খেজমত করতো
পারে। 14 অইলে তুমার ইজাজত ছাড়া আমি কুন্তা করলাম না, যাতে জুর
করিয়া তুমার ভালা কাম আদায় করা না লাগে। আমি চাইরাম, তুমি নিজ
থাকিউ অউ কাম করো। 15 তুমি যাতে চিরকালর লাগি তারে ফিরিয়া পাও,
অইতো পারে অউ কারনেউ হে তুমার গেছ থাকি খুড়া দিনর লাগি হরিয়া
আছিল। 16 অইলে তুমি অখন তারে আর গুলাম হিসাবে পাইতায় নায় বরং
গুলাম থাকি বড়, মানি মায়ার ভাই হিসাবে পাইবায়। খাছ করি হে আমার খুব
মায়ার মানুষ, অখন তুমার গেছেও হে আরো মায়ার, খালি রক্ত-মাংসে নায়,
ইমানদার ভাই হিসাবে মায়ার।
17 এরদায় তুমি যুদি আমারে একই ইমানর ভাগি জানো, তে আমারে যেলা
কবুল করার কথা, তারেও অলা কবুল করিও। 18 হে যুদি তুমার কুনু খেতি
করিয়া থাকে আর তার গেছে তুমার কুনু পাওনা থাকে, তে মনো করিও, ই
পাওনা তুমি আমার গেছে পাও। 19 আমি পাউলুছে নিজর আতে লেখিয়া
জানাইরাম, তুমার পাওনা আমি দিলাইমু। আসলে আমি কইতাম চাইরাম না
যে, তুমার নিজর জানর লাগিউ তুমি আমার গেছে রিনি আছো। 20 ভাই
ফিলিমন, আল্লার ওয়াস্তে একখান কাম করো, একজন ইমানদার ভাই
হিসাবে আমার জানো আরাম দেও। 21 তুমি আমার কথা রাখবায় জানিয়াউ,
তুমার গেছে অউ চিঠি খান লেখলাম। আমি মনো করি, আমি যেতা করার
লাগি কইরাম, এরথাকি বেশি তুমি করবায়।

হজরত পাউলুছর শেষ কথা

22 হুনো, আরো একখান কথা কইরাম, তুমি আমার লাগি মেহমানর কুঠা
ঠিক করিয়া রাখিও। কারন আমি আশা কররাম, তুমরার দোয়ার উছিলায়
আমারে তুমরার গেছে ফিরত দেওয়া অইবো।
23 আবু-ফারাছে তুমারে ছালাম দিছইন, তাইন ইছা আল-মসীর লাগি
আমার লগে অইয়া বন্দি আছইন। 24 আর আমার লগর তবলিগকারি মার্কুছ,
আরিস্তাকুছ, দিমাছ আর লুকেও তুমারে ছালাম জানাইরা।
25 আমরার হজরত ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার দিলো কাইম রউক।
আমিন॥

আল-ইবরানি

পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ আল-ইবরানি ছিপারা লেখছইন, আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর একজন সাহাবিয়ে। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৩০-৩৫ বছর বাদে অউ ছিপারা লেখা অইছে। হজরত মুছা (আঃ) অর উম্মত ইহুদি ধর্মর যেতা মানষে হজরত ইছার তরিকা কবুল করছিলা, তারা নানান নমুনার বিপদো পড়লা, অউ বিপদর লাগি তারার মাজর কেউ কেউ হিরবার পুরানা ধর্মত ফিরিয়া যাইতাগি চাইছইন, এরারে উৎসাহ দিবার লাগি অউ ছিপারা লেখা অইছে।

আমরা জানি, দুনিয়ার হকল ধর্মর এবাদত খানার মাজে একটা খাছ পবিত্র জাগা বা হেরেম শরিফ থাকে, এর ভিতরে সাধারন এবাদতকারি হামানি নিষেধ। অতা থাকি আমরা বুজি, ধর্ম মানিয়া আল্লার ধারো যাইবার উপায় নাই, কুনুমন্তেউ আল্লার খাছ দিদার মিলে না। তান দিদার মিলে খালি হজরত ইছা আল-মসীর উছিলায়; যেলা ই ছিপারার ৯ রুকু ২৪ আয়াতো আছে, “আল-মসী তো মানষর আতর বানাইল কুনু পাক জাগাত হামাইছইন না, তাইন খালি আসল বেহেস্তো হামাইছইন, যাতে আমরার নাজাতর লাগি আল্লার ছামনে অখন আজির অইতা পারইন।” আর ১০ রুকু ১৯ আয়াতো আছে, “এরলাগিউ ও ভাই অকল, হজরত ইছা আল-মসীর লউর জরিয়ায়, আমরা বেহেস্তি খাছ পাক জাগাত হামানির সাওস পাইছি।”

এরমাজে আছে,

(ক) নবী আর ফিরিস্তা অকল থাকি ইছা আল-মসী মহান
(খ) আল-মসীর জরিয়ায়উ আল্লার দেওয়া আরাম
(গ) হকল কুরবানি থাকি আল-মসীর কুরবানি মহান
(ঘ) আল্লার লগে মিলনর নয়া আর চিরকালিন উছিলা
(ঙ) ইমানি বুজুর্গান আর আল-মসীর বায় চাইয়া ছামনেদি দৌড়াই

নবী আর ফিরিস্তা অকল থাকি ইছা আল-মসী মহান (১:১-২:১৮)

হজরত ইছা আল-মসীউ কলিমাতুল্লা

1 আল্লা পাকে আগর জমানাত নানান নমুনায় নবী অকলর মাজদিয়া
আমরার ময়-মুরব্বি অকলর গেছে টুকরা টুকরা করি ওহী বেজিছইন,
2 অইলে অখন আখেরি জমানাত আইয়া তাইন ওহীরে মানুষ ছুরতে
সরাসরি বেজিছইন। অউ মানুষ অইলা আল্লার খাছ মায়ার পুতর লাখান,
এন নামউ কলিমাতুল্লা, মানি আল্লার ওহী। অউ মায়ার পুত কলিমাতুল্লার
আতোউ তাইন হক্কলতার মালিকানা দিলাইছইন, এন উছিলায় আছমান-
জমিন আর হক্কলতা পয়দা অইছে। 3 এইনউ অইলা আল্লার শান-তজল্লির
নুর, তান মাজদিয়াউ আল্লা পাকে নিজরে জাইর করছইন। অউ মায়ার পুত
কলিমাতুল্লার হুকুমর বলে, তামাম জগতর হক্কলতা চলে। তাইন দুনিয়ার
মানষর গুনারে ধইয়া ছাফ করিয়া, আরশে-আজিমো আল্লার ডাইনর তখতো
তশরিফ রাখছইন।

ফিরিস্তা অকল থাকি হজরত ইছা মহান

4 ইতা দেখিয়া আমরা বুজি, আল্লায় তানরে ফিরিস্তা অকল থাকি আরো
বেশি মরতুবা আলা নাম দিছইন, আর যেলা নাম অউলা ইজ্জতও দান
করছইন। 5 আল্লায় কুনুদিন কুনু ফিরিস্তারে ইলা কথা কইছইন না,

তুমি তো আমার পুত,
আইজ আমিউ তুমার বাফর লাখান অইলাম।

বা,
আমিউ তার বাফর লাখান অইমু
আর হে অইবো আমার পুত।

6 তাইন যেবলা তান খাছ পরধান পুতরে দুনিয়াত বেজিলা, অউ সময়
ফিরিস্তা অকলরে হুকুম দিলা,

ও ফিরিস্তা অকল, তুমরা এনরে সইজদা করো।

7 আল্লায় ফিরিস্তা অকলর বেয়াপারে কইরা,

ফিরিস্তা অকলরে তাইন হাওয়ার নমুনায় পয়দা করছইন,
নিজর খাদিম অকলরে আগুনির ফুলকির লাখান বানাইছইন।

8 অইলে অউ পুতর বেয়াপারে তাইন কইরা,

ইয়া-এলাহি, তুমার তখত হর-হামেশা বওয়াল রইবো,
তুমার ইনছাফউ অইলো হক ইনছাফ,
9 তুমি নাফরমানিরে ঘিন্নাও আর দীনদারিরে ভালা পাও,
এরলাগি আল্লায়ও, তুমার আল্লায় তুমারে খেলাফতি দিছইন,
তুমারে ইজ্জতি গদি দানি করছইন,
তুমার ভাই-বিরাদর থাকিও
তুমারে বউত বেশি খুশি দিছইন।

10 আল্লায় আরো কইরা,

ও মালিক, তুমিউ পয়লা দুনিয়ার ইয়ান খুটি গাড়িছো,
আছমান অকলও তুমার আতে পয়দা করছে।
11 ইতা হক্কলতা বিনাশ অইযিবো,
অইলে তুমি তো হামেশা বওয়াল রইবায়।
ইতা কাপড়র লাখান পুরান অইযিবো,
12 তুমি ইতারে চাদ্দরর লাখান ভাইঞ্জ করিয়া থইবায়,
ফিন্দিবার কাপড়র লাখান ইতা হক্কলতা বদলাইবায়।
অইলে তুমি যেলা আছো, অউলাউ রইবায়,
তুমার হায়াতি কুনুদিনউ ফুড়াইতো নায়।

13 আর আল্লায় কুনুদিন কুনু ফিরিস্তারে ইলা কথা কইছইন না,

তুমার দুশমন অকলরে যতদিন তুমার পাওর তলাত না ফালাই,
অতো দিন তুমি আমার নিজর তখতর ডাইন গালাত বও।

14 ফিরিস্তা অকল তো খালি খেজমত কররা রুহ নায় নি? যেরা নাজাত
হাছিল করবা, তারার উপকার করার লাগিউ এরারে বেজা অইছে।

খিয়ালি অওয়ার লাগি হুশিয়ারি

2 তে অউ পুতর বেয়াপারে আমরা যততা হুনছি, ইতা খুব খিয়াল
করিয়া সমজা দরকার, আরনায় আস্তে আস্তে ই তালিম থাকি বে-পথে
যাইতামগি পারি। 2 ফিরিস্তার মারফতে বাতাইল কালাম যেবলা কাইম
রইছে, আর যেরা ই কালামর উল্টা চলছিল, এরাও তারার পাওনা সাজা
পাইছে, 3 তাইলে আল্লায় তান খাছ মেহেরবানিয়ে আমরার লাগি অখন যে
নাজাতর পথ তিয়ার করছইন, ই পথর উল্টা চললে আমরা কুনু বাচমু নি?
অউ নাজাতর কথা তো হক্কল পয়লা মালিক ইছায় নিজেউ কইছইন, আর
যেরা ইতা হুনছিল তারাও পুরাপুর ছাফ করিয়া আমরারে কইছইন, ইতা
এক্কেবারে হাছা। 4 এরার লগে আল্লায় নিজেও নানান কিছিমর কুদরতি
আলামত, কেরামতির বল-তাক্কতদি অউ নাজাতর পক্ষে সাক্ষি দিছইন। আর

নিজর মর্জিয়ে পাক রুহর দেওয়া নানান নিয়ামত বিলাই দিয়াও সাক্ষি দিছইন।

দুখ-কষ্টর মাজদি হজরত ইছা নাজাতর কান্ডারি

5 তে আমরা যে বাতুনি বাদশাইর কথা কইয়ার, ই বাদশাই তো আল্লায় কুনু
ফিরিস্তার জিম্মায় রাখছইন না। 6 বরং আল্লার কালামর মাজে একজনে
বাতাইছইন,

মানুষ আরকতা কিতা যেন তুমি তারারে ইয়াদ করো?
মানষর আওলাদউ বা কিতা যেন তারারে দেখা-হুনা করো?
7 তুমি তো মানষরে ফিরিস্তা থাকি খালি থুড়া লামাত লামাইছো,
গৌরব আর ইজ্জতর মালা তো মানষরেউ দান করছো।
তুমার পয়দা হুকলতার উপরে এরারে ইজ্জত দিছো,
8 হুকলতাউ এরার পাওর তলাত, এরার আওতায় রাখছো।

তে আল্লায় হুকলতারে এরার আওতায় আনায়, এরার খেমতার বারে
আর কুন্তাউ রইছে না। অইলে অখনও তো হুকলতারে আমরার নিজর
আওতায় দেখরাম না। 9 খালি হউ ইছারে দেখরাম, তানরে ফিরিস্তা অকল
থাকি থুড়া লামাত লামাইল অইছিল, যাতে আল্লার রহমতে দুনিয়ার তামাম
মানষর জান বাচানির লাগি, তান নিজর জান বিলাই দেইন। হাছাউ তাইন
খুব কষ্ট পাইয়া নিজর জান বিলাই দিয়া মারা গেছইন, এরলাগিউ দেখরাম,
আল্লায় তানরে অউ ইজ্জত আর গৌরবর মালা ফিন্দাইছইন।
10 আসলে হুকলতাউ তো আল্লার লাগি, তাইনউ হুকলতা পয়দা করছইন,
আর তান খিয়াল অইলো তান বউত আওলাদও তান শান-মহিমার ভাগি
অইন। এরলাগিউ তারার নাজাতর কান্ডারি অউ ইছারে দুখ-কষ্ট দিয়া
কামিল বানাইছইন, যাতে এন লগ ধরিয়া এরা তান গেছে আইন। 11 তে যে
ইছায় মানষরে পাক-ছাফ করইন আর যেরা পাক-ছাফ বনইন, এরা হুকলউ
তো এক আল্লার পরিবারর। অতার দায় ইছায় এরারে ভাই কইয়া ডাকতে
কুনু শরম পাইন না। 12 তাইন কইছইন,

আমি আমার ভাইয়াইন্তর গেছে তুমার নাম তবলিগ করমু,
সমাজর মাজে তুমার তারিফ-গজল গাইমু।

13 তাইন হিরবার কইছইন, আমি আল্লার উপরে ভরসা করমু।

আর আরকবার কইছইন,

দেখউক্কা, আমিও আছি আর হউ আওলাদ অকলও অনো আছইন,
যেরারে আল্লায় আমার আতো সপিয়া দিছইন।

14 আইচ্ছা, তে ই আওলাদ অকল তো রক্ত-মাংসর মানুষ, গতিকে ইছা
নিজেও অউলা রক্ত-মাংসর কায়ায় জনম লইলা। খালি অউ কায়ার মউতর
উছিলায়, মউতর খেমতার মালিক হউ ইবলিছরে ঘায়েল করতা পারইন,
15 আর মরনর ডরে যেরা হারা জিন্দেগি মউতর গুলামর লাখান কাটাইরা,
তারারেও আজাদ করতা পারইন। 16 তাইন তো ফিরিস্তা অকলরে সাইয্য
করইন না, খালি ইব্রাহিমর আওলাদ অকলরেউ সাইয্য কররা। 17 ই হুকলতা
পুরাপুর আদায় করার লাগি ইছারও জরুর আছিল, তাইন নিজেও অউ
ভাইয়াইন্তর লগে হকল বেয়াপারে হমানি অওয়া। হমানি অইয়া আল্লার
দরবারো নির্ভর করার জুকা, দিল-দরদি পরধান ইমাম অইতা পারইন। ইমাম
বনিয়া মানষর গুনার কফরার লাগি নিজর জান কুরবানি দেইন। 18 তাইন
নিজে পরিক্ষাত পড়িয়া দুখ-কষ্ট সইয্য করছইন, এরলাগিউ যেরা পরিক্ষাত
পড়ইন তারারেও তাইন সাইয্য করতা পারইন।

আল-মসীর জরিয়ায়উ আল্লার দেওয়া আরাম (৩:১-৪:১২)

মুছা নবী থাকি হজরত ইছা ইজ্জতি

3 এরলাগি ও আমার পাক-পরেজগার ভাই অকল, তুমরা যেরা বেহেস্তি
দাওতো শরিক অইছো, তুমরা পরতেকেউ ইছার বায় চউখ রাখো।
আল্লা পাকে তান ই খাছ খলিফারে বেজিছইন, তাইনউ তো হউ
পরধান ইমাম, ইখান আমরা মানছি। 2 হজরত মুছা যেলা আল্লার ঘর-
সংসারো নির্ভর করার জুকা আছলা, অউ লাখান ইছারেও যেইন বেজিছইন,
অউ আল্লার দরবারো তাইন আছলা নির্ভর করার জুকা। 3 তে ঘর বানাওরা
মালিকে যেলা ঘর থাকিও বেশি ইজ্জত পাইন, অউ লাখান আল্লার ঘর-
সংসারো হজরত ইছায়ও মুছা নবী থাকি বেশি ইজ্জত হাছিল করছইন।
4 হুকল ঘরাইনউ তো কুনু না কুনু মানষে বানাইছইন, অইলে যেইন হুকলতা
বানাইছইন তাইনউ আল্লা। 5 আসিলে ছামনর জমানার লাগি যেতা বাতাইল
অইবো, অতা বেয়াপার জানানির লাগি, মুছা আছলা আল্লার ঘর-সংসারর
কাম-কাজো নির্ভর করার জুকা কামলার লাখান। 6 অইলে আল-মসী তো
আল্লার ঘর-সংসারর জিম্মাদার হিসাবে নির্ভর করার জুকা পুতর লাখান
আছলা। অখন আমরাও যদি যারযির দিলর আশা আর হিম্মত রাখিয়া মউত
পর্যন্ত কাইম রই, তে দেখা যাইবো যেন, আমরাও আল্লার ঘর-সংসারর ভাগি
অইছি।

বেইমানির লাগি হুশিয়ারি

7 এরলাগিউ আল্লার পাক রুহে বাতাইছইন,

আইজ যুদি তুমরা তান আওয়াজ হুনো,
8 তে তুমরার ময়-মুরব্বির লাখান,
তুমরার নিজর দিলরে পাষান বানাইও না।
আল্লায় কইরা, তারা যেলা মরুভুমির মাজে,
আমার বিরুদ্ধে গিয়া আমারে পরিক্ষা করছলা,
তুমরা ইলা করিও না।
9 তুমরার বাফ-দাদাইন্তে চাল্লিশ বছর ধরি
আমার কুদরতি কাম দেখার বাদেও,
হনো আমারে পরিক্ষা করছইন।
10 এরলাগি আমি তারার উপরে খুব বেজার অইয়া কইলাম,
এরার দিল তো হামেশা বে-পথে চক্কর দের,
তারা তো আমার পথ চিনলো না।
11 তেউ আমি গুছা করিয়া কছম খাইয়া কইছলাম,
আমার দেওয়া হউ আরামর জাগাত,
এরা হামাইতো পারতো নায়।

12 ভাইয়াইন অকল, হুশিয়ার অও! তুমরার দিলর মাজে যানু নাফরমানি আর
বেইমানি না হামায়, ইতা হামাই গেলে জিন্দা আল্লার গেছ থাকি নিজরে দুরই
হরাইলায়। 13 ইতার বদলা যতদিনরে আইজ কইয়া ডাকা অয়, অতদিন
তুমরা একে-অইন্যরে সাওস দেও, যাতে কেউ গুনার ফান্দো পড়িয়া নিজর
দিলরে পাষান না বানায়। 14 কারন আমরা যুদি পয়লাকুর লাখান হেশ পর্যন্ত
ইমানে মজবুত রইয়া চলি, তে বুজা যাইবো আমরা আল-মসীর লগে শরিক
অইছি। 15 থুড়া আগে বাতাইল অইছে,

আইজ যুদি তুমরা তান আওয়াজ হুনো,
তে তুমরার ময়-মুরব্বির লাখান,
তুমরার নিজর দিলরে পাষান বানাইও না।

16 আইচ্ছা কওছাইন, আল্লার নিজর জবানর বুলি হুনার বাদেও খেগিয়ে
তান বিরুধিতা করছিল? এরাউ নায় নি, যেরারে মুছা নবীয়ে মিসর থাকি বার
করি আনছিলা? 17 কওছাইন, আল্লায় চাল্লিশ বছর ধরি কার উপরে বেজার
আছলা? এরার উপরেউ নায় নি, যেরা গুনা করছলা আর মরুভুমির মাজে
লাশ অইয়া পড়ছলা? 18 আল্লায় কার উপরে বেজার অইয়া কছম খাইয়া
কইছলা, "আমার দেওয়া হউ আরামর জাগাত এরা হামাইতো পারতো
নায়"? অউ এরার উপরেউ নায় নি, যেরা তান জবানর বুলি হুনিয়াও
নাফরমানি করছিল? 19 অতা থাকিউ তো আমরা বুজরাম, ইমান না আনায়
তারা আল্লার দেওয়া হউ আরামর জাগাত হামাইতো পারছে না।

আল্লার বন্দা অকলর লাগি আরাম

4 আল্লার দেওয়া আরামর জাগাত হামানির ওয়াদা অখনও আমরার
লাগি চালু আছে। এরলাগি আও, আমরা আরো হুশিয়ার অইয়া চলি,
নাইলে দেখা যাইবো হেশে তুমরা কেউ আরামর জাগা থাকি বাদ
পড়িগেছো। 2 আমরার গেছে যেলা খুশ-খবরি তবলিগ করা অইছে, বনি
ইছরাইলর গেছেও অউলা তবলিগ করা অইছিল, ই খুশ-খবরি হুনিয়া তারার
কুনু ফায়দা অইছে না, কারন তারা ইতা হুনলেও ইমান আনছে না। 3 অইলে
আমিরা তো ইমান আনছি আর আল্লার ওয়াদা করা হউ আরামর জাগাত
হামাইতাম পারিয়ার। অউ আরামর বেয়াপারে আল্লায় কইছইন,

তেউ আমি গুছা করিয়া কছম খাইয়া কইছলাম,
আমার দেওয়া হউ আরামর জাগাত,
এরা হামাইতো পারতো নায়।

যুদিও দুনিয়া পয়দা করার বাদ থাকিউ, আল্লার ই আরাম তিয়ার করা অইছে,
তা-ও তাইন অলা কইছইন। 4 অউ আরামর বেয়াপারে আরক আয়াতো
লেখা আছে, "আল্লায় ই হকল কাম শেষ করিয়া সাত নম্বর দিন আরাম
করলা, তাইন ইদিন আর কুন্তা পয়দা করলা না।" 5 অইলে তাইনউ হিরবার
কইছইন,

আমার দেওয়া হউ আরামর জাগাত,
এরা হামাইতো পারতো নায়।

6 এরলাগি অউ কথাউ ফয়ছালা অইলো যেন, কিছু মানুষ আল্লার হি
আরামর মাজে হামাইতা পারবা, অইলে পয়লা যেরার গেছে খুশ-খবরি
তবলিগ করা অইছিল, তারার নাফরমানির কারনেউ তারা আল্লার হি
আরামর মাজে হামাইতো পারছে না। 7 আল্লায় বউত দিন আগে ইতা বনি
ইছরাইলর গেছে বাতাইছলা, বাদে তান আরামর মাজে হামানির লাগি
হিরবার নয়া দিন ঠিক করিয়া অউ দিনর নাম দিলা, আইজ। হিরবার বউত
দিন বাদে তাইন দাউদ নবীর গেছে কইছইন, যেলা উপরে লেখা আছে,

আইজ যুদি তুমরা তান আওয়াজ হুনো,
তে তুমরার নিজর দিলরে পাষান বানাইও না।

8 অখান কওয়ার মানি অইলো, হজরত মুছার মউতর বাদে ইউছা নবীয়ে যুদি
তারারে হি আরামো হারাইলিতা পারতা, তে আল্লায় বাদে আরক দিনর কথা
কইলা না অনে। 9 তে বুজা যায়, আরামো হামানির পথ আল্লার বন্দা অকলর
লাগি অখনও খুলা আছে। 10 মুল কথা অইলো, আল্লায় যেলা তান হক্কল
কাম শেষ করিয়া বাদে আরাম করছলা, অউ লাখান কুনু বন্দাও তান আরামর
মাজে হামাইয়া হারলে, হে-ও তার কাম থাকি আরাম পায়। 11 তে আও,
আমরাও হি আরামর মাজে হামানির লাগি খাছ দিলে আগুয়াই, যাতে হউ
নাফরমান বনি ইছরাইলর লাখান আল্লার হুকুমর বিরুদ্ধে গিয়া, ই আরাম
থাকি বাদ না পড়ি।
12 আল্লার কালাম তো জিন্দা আর বলআলা কামলা, দুইও গালা ধারাইল
তলোয়ারর চাইতেও বেশি ধারআলা। ই কালামে ফুড় করিয়া মানষর ভিতরে
হামাইয়া দিল-রুহ, আড্ডি-গোস্তরে আলগায়, আর দিলর ভিতরর নিয়ত-
চিন্তা হক্কলতারে পরিক্ষা করিয়া দেখে। 13 আল্লার পয়দা করা কুনু
মখলুকাতউ তান গেছে লুকাইল্ নায়। তান চউখর ছামনে হক্কলতাউ খুলা-
মেলা জাইর আছে, তান গেছেউ আমরার হিসাব দিতে অইবো।

হকল কুরবানি থাকি আল-মসীর কুরবানি মহান (৪:১৩-৭:২৮)

হজরত ইছা আল-মসীউ পরধান ইমাম

14 আমরা তো অলা এক পরধান ইমাম পাইছি, যেইন তামাম আছমান পার
অইয়া হারি আল্লার আরশো তশরিফ নিছইন, তাইনউ আল্লার খাছ মায়ার
জন, ইছা ইবনুল্লা। তে আউক্কা, আমরা তান কলিমারে মজবুত করি মানি।
15 কারন আমরার পরধান ইমাম ই লাখান নায় যেন, আমরার কুনু কমজুরির
দুখে তাইন দুখি অইতা নায়, তাইনও আমরার লাখান হক্কল জাতর গুনার
পরিক্ষাত পড়ছইন, অইলে কুনুজাত গুনা করছইন না। 16 এরলাগি আউক্কা,
আমরা হিম্মত করিয়া আল্লার রহমতর তখতর কিনারো যাই, যাতে
মেহেরবানি হাছিল করতাম পারি, আর যেলাখান রহমতর গরজ আছে, অউ
লাখান রহমতও পাই।

5 মানষর পক্ষে রইয়া আল্লার এবাদতির লাগি মানষর মাজ থনেউ
পরতেক পরধান ইমামরে পছন্দ করি নেওয়া অয়। তান কাম অইলো
মানষর গুনা মাফির লাগি পশু কুরবানি দেওয়া আর হকল জাতর
লিল্লা-ছদগা বখশিয়া দেওয়া। 2 যেরা না বুজিয়া গুনা করে আর বে-পথি অয়
এরার লগে তাইন নরম বেবহার করতা পারইন, কারন তান মাজেও কমজুরি
আছে। 3 তাইন যেলা অইন্য মানষর গুনার লাগিয়া কুরবানি দেইন, অউলা
তান নিজর কমজুরি আর গুনার লাগিও কুরবানি করা ফরজ।
4 পরধান ইমাম অওয়ার ইজ্জত কেউ নিজে নিজে কামাইতো পারে না,
খালি আল্লায় যেনরে পছন্দ করইন তাইনউ ই ইজ্জত হাছিল করইন, যেলা
আল্লায় হারুন নবীরে ই ইজ্জত দিছলা। 5 ইছায়ও অউলা পরধান ইমাম
অওয়ার লাগি নিজে নিজরে বড় বানাইলা না, বরং আল্লায়উ তানরে অউ
গৌরব দান করছইন, আল্লায় বাতাইছইন,

তুমি তো আমার পুত,
আইজ আমিউ তুমার বাফর লাখান অইলাম।

6 তাইন অউলা আরক আয়াতো কইছইন,

বাদশা মালকী-সিদ্দিকর নমুনায়,
তুমিউ হর-হামেশাকুর ইমাম।

7 আল্লায় তো ইছারে মউতর আত থাকি বাচাইতা পারলা অনে, ইছা
দুনিয়াত থাকার সময় তান গেছে আহাজারি করি কান্দিয়া দোয়া-মিনতি করি
ভিক মাগিছইন, তান মাজে আল্লার ডর-খফ আর বাইধ্যতা থাকায় ইতার
জুয়াপও পাইছইন। 8 তাইন পুত অইলেও কষ্ট সইয্য করিয়া, আল্লার বাইধ্য
অইয়া রওয়া হিকিছইন, 9-10 আর অউ লাখান রইয়া তাইন যেবলা পুরাপুর
কামিল বনিগেলা, আল্লায় তানরে মালকী-সিদ্দিকর নমুনায় পরধান ইমামর
খেতাব দিলা, অউ নমুনায় তান বাইধ্য উম্মত অকলর লাগি আল্লাই
নাজাতর পথ খুলিয়া দিছইন।

ইমান থাকি না হরার লাগি হুশিয়ারি

11 মালকী-সিদ্দিকর বেয়াপারে আমরার আরো বউত বয়ান আছে, অইলে
তুমরার কানো তালা লাগাই দিছো করি তুমরারে ইতা বুজানি খুব কষ্ট।
12 অতদিনর মাজে তুমরাও উস্তাদ অইযিতায় আছিল, অইলে অখনও দেখা
যার তুমরারে আল্লার কালামর পয়লা ছবক হিকানি লাগবো। তুমরারে
অখনও হুরুতার লাখান দুধ খাওয়ানি লাগের, শক্ত খানা হজম করতায়
পাররায় না। 13 আর যেরা দুধ খায় তারা তো গেদা হুরুতা, শরিয়তর হুকুম-
আহকামর বেয়াপারে তারা কুন্তাউ বুজে না। 14 শক্ত খানা তারার লাগিউ
যেরার বয়স অইছে, তারা ভালা-বুরার তফাত বুজিয়া আখল খাটাইয়া চলে।

6 ইছার বেয়াপারে আমরা পয়লা যেতা তালিম পাইছি, আউক্কা ইতারে
পার অইয়া আমরা আরো আগেদি আগুয়াইয়া কামিল অই। হউ
পয়লাকুর তালিম হিরবার হিকার আর গরজ নাই, যেমন নাফরমানি
কাম থাকি দিলরে বদলানি, আল্লার উপরে ইমান আনা, 2 নানান নমুনার
গোছল, দোয়া নিবার সময় আতাই দেওয়া, মউতর বাদে জিন্দা অইয়া উঠা,
আর আখেরাতর বিচার। 3 ইনশাল্লা, আমরা অলাউ করমু।
4 অইলে যেরা একবার আল্লার পথ দেখিলাইছে, বেহেস্তি দানর মজা
পাইছে, পাক রুহে শরিক অইছে, 5 আল্লার রহমতর কালামর মজা বুজছে,
আর ছামনর জমানার নানান কুদরতি কাম দেখছে, 6 দেখার বাদেও কাফিরি
কাম করছে, এরার দিলরে আর বদলাইল যাইতো নায়, কারন তারা নিজে
আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে হিরবার দুখ-কষ্টর সলিবো কাতল করের,
আর হকলর ছামনে খুলা-মেলা তান গিবত গীর। 7 যে মাটিয়ে বারে বারে
মেঘর পানি অজম করিয়া গিরস্ত অকলরে হাগ-তরকারি যুগাইয়া দেয়, ই
মাটিত আল্লার রহমত নাজিল অয়। 8 অইলে যে মাটিত খালি বন-জংগল
আর কাটা-গছা ফলে, ইতা বেকামা মাটি, ই মাটিত লানত পড়ে। মানষে
ইতারে আগুইনদি জালাইন্।
9 ও মায়ার দুস্ত অকল, যুদিও আমরা ইলাখান কইরাম্, অইলে আসলে
আমরা খাছ দিলে মনো করি, তুমরার হালত এ থাকি বউত ভালা আছে,
আর তুমরার জিন্দেগিত নাজাতর ফলও দেখা যার। 10 আল্লা তো হক-
ইনছাফকারি, তুমরা তান লাগি যে মহব্বত দেখাইরায়, তান লাগি যেতা কাম-
কাজ কররায়, তান পাক বন্দা অকলর খেজমত করিয়া আইরায়, ইতা তো
তাইন ফাউরিতা নায়। 11 আমরার খুব ইচ্ছা অইলো, তুমরা পরতেক জনেউ
হেশ পর্যন্ত একই লাখান কাম করাত আগুয়াই আইবায়, যাতে তুমরার আশা
পুরা অয়। 12 অউ লাখান কামো আগুয়াইতে তুমরার আলসি নী আয়; বরং
ইমানে আর ছবরে যেরা আল্লার ওয়াদা করা বরকত হাছিল করছইন, তুমরাও
তারার লাখান অইযাও।

আল্লার ওয়াদার নিচ্চয়তা

13 হজরত ইব্রাহিমর লগে আল্লায় যেবলা ওয়াদা করছলা, ই সময় দুছরা
কুন্তার নামে তাইন কছম খাইছইন না, কারন তান থাকি বড় দুছরা কুন্তাউ
নাই, এরলাগি তাইন নিজর নামে কছম করিয়া কইছলা,

14 আমি নিচয় তুমারে বরকত নাজিল করমু,
তুমার আওলাদ বউত পরিমানে বাড়াই দিমু।

15 ইব্রাহিমে অউলা বউত লাম্বা সময় ছবর করিয়া আল্লার ওয়াদার ফল
পাইলা। 16 মানষে যেবলা কুনু কছম খায়, হে তার চাইতে দামি কেউরর নামে
কছম খায়, তেউ বুজা যায় তাঁর কছম হাছা, আর অউ কছমর লাগি হকলতা
মিট-মাট অইযায়। 17 অউলা আল্লায়ও যেরার লগে ওয়াদা করছইন, তান
ওয়াদার নিচ্চয়তার লাগিয়া তাইনও কছম খাইছইন, যাতে তান ওয়াদা রদ-
বদল অওয়ার সন্দয় না থাকে। 18 আর আল্লায় কুনু মিছা মাতা তো বউত
দুরর কথা। তে তাইন যেবলা ওয়াদার লগে কছমও করছইন, অখন আমরা
আরো কত বেশি ভরসা রাখতাম পারি। এরলাগি আও, আমরা যেরা তান
দরবারো গিয়া আশ্রয় পাইছি, পাইয়া যে আশা পয়দা আছে, আমরার ছামনর
হউ আশারে মজবুত করি ধরিয়া রই। 19 অউ আশা আমরার জানর লংগরর
লাখান, কাইম আর মজবুত। ইটায় আল্লার বেহেস্তি এবাদত খানার পর্দা পার
অইয়া খাছ পাক জাগার ভিতরে আমরারে নিয়া পৌছায়। 20 আর আমরার
পক্ষ অইয়া ইছা গিয়া আমরার আগে হি জাগাত পৌছি গেছইন। তাইন তো
মালকী-সিদ্দিকর ছিলছিলার রেওয়াজ মাফিক হর-হামেশাকুর লাগি পরধান
ইমাম অইছইন, তে অউ বেয়াপারে অখন কইরাম।

আল্লাই ইমাম মালকী-সিদ্দিকর পরিচয়

7 ই মালকী-সিদ্দিক অইলা আল্লাতালার ইমাম, শালেমর বাদশা।
ইব্রাহিমে বাদশা অকলরে যুদ্ধত আরাইয়া হারি ফিরিয়া আওয়ার বালা
অউ মালকী-সিদ্দিকর লগে তান মুলাকাত অইলে, মালকী-সিদ্দিকে
ইব্রাহিমরে দোয়া করছলা। 2 ইব্রাহিমে তাঁন হক্কলতার দশ বাটর এক বাট
এনরে দিলাইলা। মালকী-সিদ্দিক নামর মানি অইলো, পরেজগারর বাদশা।
তাইন শালেম টাউনরও বাদশা, মানি শান্তির বাদশা। 3 মালকী-সিদ্দিকর মা
নাই, বাফও নাই, তান কুনু খান্দান-নামাও নাই, তান হায়াতির শুরু বা শেষ
নাই। তে বুজা যায়, তাইন আল্লার খাছ মায়ার পুতর লাখান, হর-হামেশাকুর
ইমাম।
4 তে চিন্তা করি দেখউক্কা, এইন কত মহান, যেনরে আমরার খান্দানর মুল
বাবা ইব্রাহিমেও তান গনিমতর মালর দশ বাটর এক বাট দান করি দিছইন।
5 আর লেবি গুষ্টির মাজে যেরা ইমামতি কাম করইন, তারা শরিয়তর হুকুম
মাফিক তারার ভাইয়াইন, মানি বনি ইছরাইলর গেছ থাকি দশ বাটর এক বাট
আদায় করার এখতিয়ার পাইছইন। অউ বনি ইছরাইলও তো ইব্রাহিমর
খান্দানর মাজে জন্মিছইন। 6 অইলে হউ যে মালকী-সিদ্দিক ইব্রাহিমর
খান্দানর না অইলেও, ইব্রাহিমর গেছ থাকি দশ বাটর এক বাট নিছলা, আর
ইব্রাহিমরে দোয়াও দিছলা, যেন লগে আল্লায় নিজে ওয়াদা করছইন। 7 হুরু
অকলে বড় অকলর গেছ থাকি দোয়া পাইয়া থাকইন, এর মাজে তো সন্দয়
নাই। 8 একবায়দি যে ইমামর মউত অয়, অউ লেবি গুষ্টির ইমাম অকলে দশ
বাটর এক বাট আদায় করইন, আর আরকবায় মালকী-সিদ্দিক, কিতাবে কয়
তাইন হর-হামেশা জিন্দা আছইন, তাইনও দশ বাটর এক বাট আদায়
করছইন্। 9 হিরবার ইখানও কওয়া যায়, লেবি গুষ্টির যে ইমামে দশ বাটর
এক বাট আদায় করছইন, তাইনও ইব্রাহিমর মাজদি মালকী-সিদ্দিকরে দশ
বাটর এক বাট দিছইন, 10 কারন মালকী-সিদ্দিকে যেবলা ইব্রাহিমর লগে
মুলাকাত করলা, লেবি তো অউ সময় ইব্রাহিমর নাড়র ভিতরে আছলা।

হজরত ইছা মালকী-সিদ্দিকর ছিলছিলার ইমাম

11 লেবি গুষ্টির ইমাম ছাব অকলর কাম-কাজর উপরে নির্ভর করিয়া
আল্লায় বনি ইছরাইলরে শরিয়ত দিছলা, ই ইমামর মাজদি যুদি কামিল অওয়া
যাইতো, তে লেবি গুষ্টির পয়লা ইমাম হারুনর বদলা মালকী-সিদ্দিকর
নমুনার আরক ইমাম আওয়ার কুনু গরজ আছিল নি? 12 ইমামর ছিলছিলা
বদলাইল অইলে তো শরিয়তরেও বদলানি লাগে। 13 ই হুকল বয়ান যান
নিয়তে কররাম, এইন তো লেবি গুষ্টির নায়, আরক গুষ্টির, হি গুষ্টির কেউ
কুরবানি খানার খাদিম আছলা না। 14 আমরার মুনিব তো এহুদা গুষ্টির
মাজে পয়দা অইছইন, ই গুষ্টির কেউ ইমাম অইবা করিয়া মুছায় কুন্তা কইছইন
না। 15 মালকী-সিদ্দিকর নমুনায় যেবলা আরক জন ইমামে তশরিফ আনইন,
ই সময় তো আমরার বয়ান আরো ছাফ অইগেছে। 16 ইছা তো রক্ত-মাংসর
কুনু নিয়মে ইমাম অইছইন না, খালি তান হর-হামেশাকুর কুদরতি জিন্দেগির
বলেউ অইছইন। 17 তান বেয়াপারে পাক কালামে কয়,

মালকী-সিদ্দিকর নমুনায়,
তুমিউ হর-হামেশাকুর ইমাম।

18 তে দেখউক্কা, একবায় আগর ইমামতির হুকুম-আহকাম অকল কমজুর
আর বেকামা অইযাওয়ায় ইতারে হরাই দেওয়া অইছে, 19 মুছার শরিয়তে তো
কুন্তারেউ কামিল বানাইতো পারছে না। আর আরকবায় অউলা এক মহান
নয়া ওয়াদা জারি করা অইছে, ই ওয়াদার জরিয়ায় আমরা আল্লার আরো
কাছাত আইতাম পারমু।
20 আর আগর ইমাম অকলর বেয়াপারে তো কুনু কছম করা অইছে না,
অইলে ইছার ইমামতির বেয়াপারে আল্লায় কছম করছইন। 21 তাইন কছম
করিয়া এনরে বওয়াল করছইন, আর কইছইন,

মাবুদে কছম খাইয়া কইরা, তুমিউ হর-হামেশাকুর ইমাম,
তুমার বেয়াপারে তান মুনশা বদলাইতা নায়।

22 তে আমরা বুজরাম যেন, ইছা আল্লার লগে মানষর মিলনর আরো মহান
এক উছিলার জামিনদার অইছইন। 23 আর লেবির গুষ্টি থাকি বউত মানষে
ইমামতি করছইন, মউত অইযায় করি এরা কুনু জনউ হামেশা ইমামতি করতা
পারছইন না। 24 অইলে ইছা তো হর-হামেশা জিন্দা আছইন, এরলাগি তান
ইমামতি কুনুদিনও ফুড়াইতো নায়। 25 এরলাগিউ যেরা তান উছিলা লইয়া
আল্লার কাছাত আয়, আল্লায় তারারে পুরাপুর নাজাত দান করইন, কারন
তারার পক্ষে সুপারিশ করার লাগি তাইন হামেশা জিন্দা আছইন।
26 আসলে আমরার লাগি অউলা একজন পরধান ইমামর জরুরও
আছিল, যেইন পাক-পরেজগার, বে-গুনা, গুনাগার অকল থনে আলগ,
আর আল্লায় যেনরে আছমান অকলর উপরে তুলছইন। 27 বাকি হুকল
পরধান ইমামে পয়লা তান নিজর লাগি, বাদে তান কউমর গুনার লাগি
পরতেক দিন কুরবানি আদায় করা লাগতো। অইলে অউ ইমামর লাগি ইতার
জরুর আছিল না, কারন তাইন তান নিজরে কুরবানি দিয়া একই বারে ই কাম
আদায় করিলিছইন। 28 শরিয়তে যতো পরধান ইমাম অকলরে বওয়াল
করছে এরা হকলউ কমজুর, অইলে শরিয়তর বাদে আল্লার কছম মাফিক
যেনরে বওয়াল করা অইছে, এইনউ খাছ মায়ার পুত, হর-হামেশাকুর
ইমামতির লাগি এনরে কামিল বানাইল অইছে।

আল্লার লগে মিলনর নয়া আর চিরকালিন উছিলা (৮:১-১০:৩৯)

আল্লার লগে মিলনর নয়া উছিলা

8 আমরার বয়ানর মুল বেয়াপার অইলো, আমরার অউলা একজন
পরধান ইমাম আছইন, যেইন বেহেস্তো আরশে-আজিমো আল্লার
ডাইনর তখতো তশরিফ রাখছইন। 2 তাইন হউ আসল পাক জাগা,
মানি বেহেস্তি এবাদত খানাত এবাদতি কররা, ই এবাদত খানা তো কুনু
মানষর আতর বানাইল নায়, খালি মাবুদে নিজে বানাইছইন।
3 পশু কুরবানি আর লিল্লা-ছদগা আদায় করা অইলো পরতেক পরধান
ইমামর দায়িত্ব, এরলাগি অউ পরধান ইমামর গেছেও কুরবানির জিনিস
থাকতে অইবো। 4 তাইন যুদি অখন দুনিয়াত থাকতা তে ইমামতি করতা
পারলা না অনে, কারন শরিয়তর হুকুম মাফিক কুরবানি দিবার ইমাম তো
আছইনউ। 5 হি ইমাম অকলর কাম অইলো বেহেস্তি কামর নমুনা বা ছায়া,
যেলা মুছায় হি এবাদত খানা বানানির সময় আল্লায় মুছারে হুশিয়ার করি
কইলা, "দেখিও, অউ পাড়র উপরে তুমারে যেলা নকশা দেখাইলাম, এক্কেরে
অউ লাখান করি হকলতা বানাইও।" 6 অইলে অখন আমরা দেখরাম, ইছায়
ইমামতির যে দায়িত্ব পাইছইন, ইটা হি ইমাম অকল থাকি বউত ভালা, যেলা
আল্লার লগে মানষর মিলনর আরো ভালা এক উছিলার লাগি তাইন
জিম্মাদার অইছইন। ই উছিলা আগর উছিলা থাকি বউত ভালা; ই উছিলা
তো বউত ভালা ভালা ওয়াদার উপরে কাইম অইছে। 7 আল্লার লগে
আমরার মিলনর পয়লা উছিলা যুদি নিখুত অইতো, তে দুছরা উছিলা
কাইমর কুনু জরুর আছিল না। 8 অইলে আল্লায় তারার দুষ দেখাইছইন,
যেলা আছমানি কিতাবে কয়,

মাবুদে কইরা, হুনো, অলা এক অখত আইবো,
যেবলা আমি বনি ইছরাইল আর এহুদা গুষ্টির লাগি,
আমার লগে মিলনর এক নয়া উছিলা কাইম করমু।
9 অউ নয়া উছিলা আগর হি উছিলার লাখান নায়,
মিসর দেশ থাকি তারার ময়-মুরব্বি অকলরে,
আজাদ করি আনার বালা যে উছিলা করছলাম।
কারন তারা আমার উছিলার উপরে ঠিক রইছে না,
এরলাগি আমিও তারার লগ ছাড়ি দিছি,
ইখান মাবুদে কইরাম।
10 অইলে আমি মাবুদে এওখানও কইরাম,
ই জমানার বাদে আমি বনি ইছরাইলর লগে,
আমার নয়া অউ উছিলা কাইম করমু,
আমার শরিয়ত তারার দিলর মাজে দিমু,
তারার অন্তরর মাজে আমি লেখিয়া দিমু,
আমি তারার আল্লা অইমু,
তারা অইবা আমার প্রজা।
11 তারা হকলেউ তারার আরি-ফরিরে,
যারযির ভাই-বিরাদররে
ইলা তালিম দেওয়া লাগতো নায় বুলে, তুমরা আল্লারে চিনো।
তারা হুরু-বড় হক্কলে এমনেউ তো আমারে চিনবা,
12 কারন আমি তারার হক্কল নাফরমানি মাফ করমু,
তারার গুনারে আর কুনুদিনউ মনো রাখতাম নায়।

13 তে বুজা যায়, "নয়া উছিলা" কথা কইয়া তাইন পয়লা উছিলারে পুরান
বানাইছইন, আর যেতা অচল-পুরান অইযায়, ইতা তো জলদি করি
আরাইযায়।

দুই লাখান এবাদত খানা

9 আল্লার লগে মানষর মিলনর পয়লা উছিলার মাজে, আল্লার
এবাদতির লাগি নানান নমুনার নিয়ম-কানুন আছিল, আর দুনিয়াত
এবাদত করার লাগি একখান এবাদত খানার কথাও লেখা আছিল।
2 হউ নিয়ম মাফিক একখান এবাদত-তাম্বু বানাইল অইছিল, হি এবাদত-
তাম্বুর পয়লা কুঠাত আছিল চেরাগ দানি, পবিত্র রুটি আর ইতা রাখার
টেবুল। ই কুঠার নাম আছিল পাক জাগা। 3 দুছরা পর্দার ভিতরে খাছ পাক
জাগা নামে আরক কুঠা আছিল, ইখান অইলো হেরেম শরিফ। 4 ই কুঠার
মাজে আছিল, সোনাদি বানাইল আগর-খুশবয় জালানি টেবুল, সোনাদি
লেপা শাহাদত সন্দুক, সন্দুকর ভিতরে আছিল সোনার বৈয়ামো ভরা কুদরতি
খানি মান্না, ইমাম হারুনর লাঠি, অউ লাঠিত কুদরতি ফুল ফুটিছিল। আরো
আছিল আল্লার লগে মিলনর উছিলা লেখা হউ দুইও শাহাদত পাথর। 5 হি
সন্দুকর উপরে আছিল আল্লার জালালি দুইও কারুবী, এরার ডাখনার ছায়ার
তলর ছানিত গুনার কফরা আদায় করা অইতো। ইতা হক্কলতার খুটিনাটি
বয়ান করা অখন জরুর নায়।
6 ই হক্কলতা জুইত করার বাদে ইমাম অকলে ইমামতি কামর লাগি হামেশা
পয়লা কুঠার ভিতরে হামাইতা। 7 অইলে দুছরা কুঠাত, মানি খাছ পাক
জাগাত খালি পরধান ইমাম বছরো একবারউ হামাইতা পারতা, তাইনও
কুরবানির লউ বিনা হিনো হামাইতা পারতা না। তান নিজর গুনা আর তান
কউমর না-জানা হকল গুনার মাফির লাগি, কুরবানির লউ লইয়া হনো
হামাইতা। 8 তে পাক রুহে দেখাইয়া দিরা, ই দুনিয়ার পয়লা এবাদত খানা
যতদিন কাইম আছে, অতদিন হি খাছ পাক জাগাত হামানির পথ খুলা
অইতো নায়। 9 হি এবাদত খানা অইলো ই জমানার লাগি এক নিশানা, ই
নিশানায় আমরারে বাতাই দেয়, অউ লাখান কুরবানি আর লিল্লা-ছদগায়
এবাদতকারির বিবেকর খুতখুতি ভাব দুর করতো পারে না। 10 ইতা তো
খালি খাওয়া-দাওয়া, অজু-গোছলর বেয়াপার, হক্কলতাউ খালি জাইরা
শরিয়ত, দিলর কুন্তা নায়। ই শরিয়ত কাইম আছিল, আরো ভালা কুনু উছিলা
আইবার আগ পর্যন্ত।
11 অইলে অখন যতো ভালা ভালা বেয়াপার আইছে, আল-মসী তো অউ
নয়া তরিকার পরধান ইমাম অইছইন। তাইন আরো ইজ্জতি আরো বেশি
কামিল এবাদত খানা অইয়া আইছইন। ই এবাদত খানা কুনু মানষর আতর
বানাইল নায়, ইখান ই দুনিয়ার দুনিয়াবি কুন্তা নায়। 12 কুনু বিছাল বা ছাগলর
লউ আতো লইয়া তাইন হিনো হামাইছইন না। খালি তান নিজর জান
কুরবানির লউ দিয়া একবারউ খাছ পাক জাগাত হামাইছইন, হামাইয়া
আমরারে হর-হামেশাকুর লাগি খালাছ করছইন। 13 আগে যেরা নাপাক
বনিযিতো, তারার লাগি বিছাল বা ছাগলর লউ আর ডেকি-গরুর জালাইল
ছালি ছিটাইয়া পাক-ছাফ করা অইতো, অইলে ইতায় তো এরার শরিলর
বাইরগালা খালি পাক-ছাফ অইতো। 14 তে যেইন হর-হামেশাকুর জিন্দা রুহর
মাজদিয়া, বে-গুনা কুরবানি অইয়া তান নিজর জানরে আল্লার নামে সপিয়া
দিলাইছইন, হি আল-মসীর লউয়ে আমরার দিলরে নাপাকি কাম-কাজ থাকি
আরো কত বেশি পরিমানে পাক-ছাফ করবো, যাতে আমরা জিন্দা আল্লার
এবাদত-বন্দেগি করতাম পারি।
15 আর পয়লা উছিলা চালু থাকতে মানষে যেতা গুনা করছলা, অউ
গুনার আত থাকি খালাছ করার নিয়তে, কফরা হিসাবে আল-মসীর মউত
অইছে। আল্লায় যেরারে দাওতদি আনিয়া চিরকালিন মৌরসি সম্পদ দিবার
ওয়াদা করছইন, আল-মসী তো এরার লাগিউ নয়া উছিলার জিম্মাদার
অইছইন। অউ মৌরসি সম্পদ অখন মানষে পাইবার সুযোগ অইছে, 16 কারন
দুনিয়াবি নিয়মে মৌরসি সম্পদর কুনু অছিয়ত-নামা কামো লাগাইতে অইলে,
পয়লা অউ অছিয়ত কররার মউত অইছে করি পরমান দরকার অয়।
17 মানষর মউতর বাদে তার অছিয়ত-নামা কামো লাগে, অছিয়ত কররা
জিন্দা থাকতে ইতা কুনু কামো লাগে না।

18 ঠিক অউ লাখানউ, আল্লার লগে মিলনর পয়লা উছিলাও, মউতর লউ
ছাড়া কামো লাগাইল অইছে না। 19 হজরত মুছায় শরিয়তর তামাম হুকুম-
আহকাম বনি ইছরাইলরে জানানির বাদে, তাইন বিছাল আর ছাগলর লউর
লগে পানি মিশাইলা, বাদে লাল রং করা মেড়ার রুমা আর এছুব গাছর
ডেটাদি আল্লাই শরিয়ত কিতাবর উপরে, আর হক্কল মানষর গৈতরো ছিটাইয়া
দিলা। 20 মুছায় কইলা, "ই লউ অইলো আল্লাই মিলনর হউ উছিলার লউ,
যে উছিলা মাফিক চলার লাগি আল্লায় তুমরারে হুকুম দিছইন।" 21 অউ
নমুনায় তাইন এবাদত খানা আর এবাদতি কামর হক্কল মাল-ছামানার
উপরেও লউ ছিটাইয়া দিলা। 22 আসল কথা অইলো, মুছার শরিয়ত মাফিক
বেশির ভাগ জিনিসউ লউ দিয়া পাক-ছাফ অইতে অয়, কুরবানির লউ ছাড়া
কুনুমন্তেউ গুনার মাফি পাওয়া যায় না।

হজরত ইছাউ তামাম গুনার কফরা

23 যেতা জিনিস অকল খালি বেহেস্তি জিনিসর নিশানা, অতারে কুরবানির
পশুর লউদি পাক-ছাফ করা জরুর আছিল, অইলে যেতা জিনিস আসল
বেহেস্তি, ইতারে পাক-ছাফ করার লাগি তো আরো মহান কুরবানির জরুর।
24 আর আল-মসী তো হউ নিশানার জিনিসর লাখান, মানষর আতর
বানাইল কুনু পাক জাগাত হামাইছইন না, তাইন খালি আসল বেহেস্তো
হামাইছইন, যাতে আমরার নাজাতর লাগি আল্লার ছামনে অখন আজির
অইতা পারইন। 25 হকল পরধান ইমামে কুরবানির পশুর লউ লইয়া যেলা
পরতেক বছর খাছ পাক জাগাত হামানি লাগে, আল-মসী তো ই লাখান
বারে বারে কুরবানি অওয়ার লাগি বেহেস্তো তশরিফ নিছইন না। 26 ই লাখান
অইলে তো দুনিয়া পয়দা থাকি অখন পর্যন্ত তাইন বারে বারে কষ্ট পাইয়া
কুরবানি অইতে অইলো অনে। অইলে তাইন তো আখেরি জমানাত আইয়া
খালি একবারউ জাইর অইছইন, যাতে নিজরে কুরবানি দিয়া তামাম গুনার
কফরা অইন। 27 আল্লায় তো ঠিক করিয়া দিলাইছইন, হক্কল মানষর খালি
একবার মরন অইবো, আর মরন বাদে বিচার। 28 ঠিক অউ লাখান, বউত
মানষর গুনার বোঝা বইবার লাগি আল-মসীরেও খালি একবারউ কুরবানি
দেওয়া অইছে। তাইন দুছরা বার তশরিফ আনবা, অইলে গুনার কফরা বনার
লাগি আইতা নায়। খালি যেরা তান আশিক অইয়া বার চার, তারারে পুরাপুর
নাজাত করার লাগি দুছরা বার আইবা।

হজরত ইছার চিরকালিন কুরবানি

10 শরিয়ত অইলোগি খালি এক নিশানা, ইতায় ভবিষ্যতর নিয়ামতর
কথা বাতাই দেয়, ইটা তো আসল কুনু বেয়াপার নায়। এরলাগিউ
যেরা আল্লার এবাদত করার খিয়ালি অয়, শরিয়তর নিয়মে তারা
বছর বছর একই লাখান কুরবানি দিয়া তো কুনুমন্তেউ কামিল অইতো পারে
না। 2 শরিয়তে যুদি তারারে পুরাপুর কামিল বানাইলিতো, তে তো পশু
কুরবানি দেওয়া একবারেউ বন্দ অইগেল অনে। এবাদত কররা অকল যুদি
একবারেউ পাক-ছাফ বনিযিতো, তে এরা নিজরে আর গুনাগার মনো
করলো না অনে। 3 অইলে অউ পশু কুরবানিয়ে তারারে পরতেক বছর ইয়াদ
করাইয়া দেয় যেন, তারা আসলে গুনাগার। 4 মুলত, ছাগল বা বিছালর
লউয়ে মানষর গুনারে কুনু লাখানউ ছাফ করতো পারে না।
5 এরলাগিউ আল-মসীয়ে দুনিয়াত তশরিফ আনার কালো আল্লার
দরবারো কইছইন,

পশু কুরবানি বা দান-ছদগা তো আসলে তুমি চাও না,
অইলে আমারে একখান কায়া দিছো বিলাই দিবার লাগি।
6 জালাইল কুরবানি বা গুনার কফরার কুরবানিয়ে
তুমি তো খুশি অইছো না।
7 তৈউ আমি কইলাম, ও আল্লা,
দেখউক্কা, আমি তো অনো আইছি;
তুমার কালাম শরিফো যেলা আছে,
আমার জনম অইবো অউ জগতো,
তুমার মুনশারে কাইম করার লাগি,
আর হাছাউ আমি আইছি।

8 উপরর আয়াত অকলর মাজে আল-মসীয়ে পয়লা কইরা, "পশু কুরবানি বা
দান-ছদগা তো আসলে তুমি চাও না, জালাইল কুরবানি বা গুনার কফরার
কুরবানিয়ে তুমি তো খুশি অইছো না।" শরিয়তর হুকুম মাফিক অউ কুরবানি
অকল আদায় করা অইলেও, আল-মসীয়ে অলা কইলা। 9 বাদর আয়াতো
তাইন হিরবার কইলা, "দেখউক্কা, আমি তো অনো আইছি, তুমার মুনশারে
কাইম করার লাগি।" তে বুজা যায়, দুছরা উছিলারে কাইম করার নিয়তে,
তাইন পয়লা উছিলারে বাতিল করিলিলা। 10 এরলাগি আল্লা পাকর হউ
মুনশা মাফিক ইছা আল-মসীর কায়ারে খালি একবারউ কুরবানি দেওয়া
অইছিল, অউ কুরবানির বলে আল্লার দরবারো আমরারে পাক-ছাফ করা
অইছে।
11 পরতেক ইমাম ছাবে পরতিদিন আজির অইয়া আল্লার এবাদতি করইন
আর বারে বারে কুরবানি আদায় করইন, তা-ও অউ লাখান কুরবানিয়ে
কুনুদিনউ গুনারে ধইয়া ছাফ করতো পারে না। 12 অইলে আল-মসীয়ে তো
চিরকালর গুনার মাফির লাগি খালি একবারউ কুরবানি অইয়া, আরশে-
আজিমো আল্লার ডাইনর তখতো তশরিফ রাখছইন। 13 আর হউ সময় থাকি
তাইন বার চাইরা, যতদিন পর্যন্ত দুশমন অকলরে তান পাওর তলাত
ফালাইয়া চুরমার করা না অয়, অতো দিন বার চাইবা। 14 কারন তান অউ
একবারর কুরবানির উছিলায় যেরারে পাক-ছাফ করা অইছে, এরারে
চিরকালর লাগিউ তাইন পুরাপুর কামিল করছইন। 15 অউ বেয়াপারে আল্লার
পাক রুহেও আমরার গেছে সাক্ষি দিরা, তাইন পয়লা কইছইন,

16 আমি মাবুদে কইরাম,
ই জমানার বাদে আমি বনি ইছরাইলর লগে,
আমার নয়া অউ উছিলা কাইম করমু,
আমার শরিয়ত তারার দিলর মাজে দিমু,
তারার অন্তরর মাজে আমি লেখিয়া দিমু।

17 বাদে হিরবার কইরা,

আমি তারার নাফরমানি আর গুনারে
আর কুনুদিনউ মনো রাখতাম নায়।

18 তে বুজরায় নি, আল্লায় যেবলা গুনা আর নাফরমানিরে মাফি দিলাইন,
এরবাদে তো গুনার লাগি কুনুজাত কুরবানিরউ জরুর নাই।

ইমানে মজবুত রওয়ার পরামিশ

19 এরলাগিউ ও ভাই অকল, হজরত ইছা আল-মসীর লউর জরিয়ায়,
আমরা বেহেস্তি খাছ পাক জাগাত হামানির সাওস পাইছি। 20 আল-মসীয়ে
আমরার লাগি নয়া আর জিন্দা এক তরিকা খুলছইন, তান শরিল কুরবানির
উছিলায় আমরা যানু খাছ পাক জাগার দুয়ারর পর্দা পার অইয়া, আল্লার
ছামনে আজির অইতাম পারি। 21 তে আমরার একজন পরধান ইমামও
আছইন, আল্লার পরিবারর তামাম মানষর জিম্মা তো তান আতো দেওয়া
অইছে। 22 এরলাগি আও, ইমানর মাজদি আমরা পুরাপুর নিচ্চিত বনিয়া
খাটি দিলে আল্লার দরবারো আজির অই; কারন দুষি বিবেকর আত থাকি
আমরার দিলরে আল-মসীর লউয়ে পাক-ছাফ বানাইছে, আর পরিস্কার পানি
দিয়া আমরারে নাওয়াইল অইছে।
23 মুমিন হিসাবে আমরার দিলো যে ভরসা আছে কইয়া স্বীকার করি, আও,
অউ ভরসায় পুরাপুর মজবুত রইয়া তান তরিকায় চলি, কারন যেইন ওয়াদা
করছইন এইন তো ষোলআনা হক-হালালি। 24 আমরা একে-অইন্যর লাগি
খিয়াল করি, মহব্বত আর নেক কাম করার লাগি একে-অইন্যরে সাওস-
পরামিশ দেই। 25 কুনু কুনু জনর স্বভাব অইলো, তারা জমাতো আইয়া শরিক
অয় না, অইলে আমরা যানু অউ লাখান না অই। আল-মসীয়ে দুছরা বার
তশরিফ আনার অখত যতো ঘনাইয়া আইওর, আমরা অতো বেশি করি
একে-অইন্যরে সাওস-পরামিশ দেওয়াত রই।
26 আল্লা পাকর হক তরিকা জানার বাদেও যুদি আমরা জানিয়া-হুনিয়া
গুনা করাত রই, তে ই গুনার কফরার লাগি কুনুজাতর কুরবানি নাই।
27 আছে খালি হাশরর ময়দানো কঠিন বিচারর লাগি ডরাই ডরাই বার
চাওয়া, আর আল্লার দুশমন অকলরে জালাইয়া ছালি করার গজবর ডর।
28 কুনু জনে মুছার শরিয়তর হুকুম-আহকামর বরখেলাফ করলে, এরে কুনু
মায়া-মমতা না করিয়া দুই বা তিনজনর সাক্ষি লইয়া কাতল করিলতে অয়।
29 তে চিন্তা করি দেখউক্কা, যে জনে আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে ঘিন
করে, হে আরো কত বড় আজাবর ভাগি অইছে! যে লউর উছিলায় হে পাক-
ছাফ অইছে, আল্লাই হউ উছিলার লউরে হে এলামি করছে, আর যে পাক
রুহে রহমত বখশিয়া দেইন, হউ রুহরেও বেইজ্জত করছে। 30 আসলে আমরা
তো তানরে চিনিউ, যেইন ফরমাইছইন,

নাফমানির সাজা দেওয়া আমারউ কাম,
আমল মাফিক বদলা দিমু তামাম ইনছান।

আরক আয়াতো তাইন কইছইন,

মাবুদে তান বন্দা অকলর বিচার করবা।

31 বুজরায় নি, জিন্দা আল্লার ছামনে আজিরা দেওয়া কত বড় মছিবতর
বেয়াপার!
32 তুমরা হউ দিনর কথা ইয়াদ করো, যেবলা ইছার তরিকার নুরর পথ
পাইয়া হারি, বউত নমুনার জুলুম-মছিবতর মাজেও মজবুত রইছলায়। 33 কুনু
কুনু সময় সমাজর ছামনে বেইজ্জতি, জুলুম-টিটকারি, টাট্টা-মশকরা হুনিয়াও
তুমরা নিজে কষ্ট সইয্য করছলায়। আর কুনু কুনু সময় অইন্যর উপরে অউ
লাখান কষ্ট আইছে হুনিয়া, তারার লগে তুমরাও দুখিত অইছলায়।
34 তুমরার মাজর যেরা জেল খাটিছলা, তারার দুখে তুমরাও দুখি অইছলায়।
তুমরার ধন-ছামানা লুট-পাট করা অইলেও খুশি আছলায়, আসলে বুজতায়
পারছলায়, তুমরার লাগি আরো বউত ভালা ভালা ছামানা জমা আছে, যে
ছামানা চিরকাল রইবো।
35 তে অখন তুমরার হি মনোবল খুয়াইও না, এর মাজে তো বউত দামি
পুরুস্কার আছে। 36 তুমরা মজবুত রওয়া দরকার, যাতে আল্লায় যে পুরুস্কার
দিবা করি ওয়াদা করছইন, তান মর্জি মাফিক চলিয়া তুমরাও হউ পুরুস্কার
পাও। 37 আল্লায় তো কইছইন,

আর থুড়া কয়খান দিন বাকি আছে, যেইন তশরিফ আনার কথা,
তাইন তশরিফ আনিলিবা, বেশি দেরি করতা নায়।
38 আমার দীনদার বন্দায় ইমানর বলেউ আখের পাইবো,
অইলে কেউ খরেদি পিছলি গেলে তার উপরে আমি খুশি রইতাম নায়।

39 অইলে আমরা তো খরেদি পিছলিয়া বিনাশ অওয়ার মানুষ নায়। যেরা
ইমান আনিয়া নাজাত হাছিল করে, আমরা অইলাম হউ দলর মানুষ।

ইমানি বুজুর্গান আর আল-মসীর বায় চাইয়া ছামনেদি দৌড়াই (১১:১-১৩:২৫)

ইমানি বুজুর্গান

11 ইমান কিতা? আমরা যেতা পাইমু করি আশা করছি, ইতা অখন না
পাইলেও বাদে পাইমুউ পাইমু, অউ একিনর নামউ ইমান। অউ
ইমানর বলেউ আমরা নিশ্চিত অইয়া বুজি, অখন যেতা আমরার
চউখে দেখরাম না, ইতা আসলেও আছে। 2 অউ ইমানর বলেউ আমরার
ময়-মুরব্বি অকলে আল্লার গেছ থাকি তারিফ কামাইছ্ইন। 3 ইমানেউ আমরা
বুজরাম যেন, আল্লায় তান কালামর বলেউ আছমান-জমিনর হক্কলতা পয়দা
করছ্ইন, ইতা আমরার চখুর দেখা কুনু চিজ থাকি এমনে পয়দা অইছে না।
4 ইমানর বলে হাবিলে আল্লার নামে কাবিলর চাইতে ভালা কুরবানি
আদায় করলা। এরলাগি আল্লায় হাবিলর বেয়াপারে বাতাইলা, এইন
একজন কামিল মানুষ। তে বউত জমানা আগে হাবিলর মউত অইলেও,
ইমানর বেয়াপারে তাইন অখনও আমরার লগে মাতিরা।
5 ইমানর বলর লাগিউ ইদ্রিছ নবীর মউত অইলো না, আল্লায় তানরে
জিন্দা হালতে বেহেস্তো তুলিয়া নিলাগি, দুনিয়াত তানরে তুকাইয়া মিললো
না। ইদ্রিছরে বেহেস্তো তুলিয়া নেওয়ার আগে আল্লায় জানাইছলা, ইদ্রিছ
আমার খুশি মাফিক চলছ্ইন। 6 অইলে ইমান ছাড়া তো কেউ আল্লারে খুশি
করতো পারে না। যেকুনু মানুষ আল্লার ধারো যাইতে চাইলে, হে একিন করা
লাগবো যেন, আল্লা আছ্ইন, আর যেরা তান তালাশ করে, তাইন এরারে
পুরুস্কার দেইন।
7 ইমানর বলে নুহ নবীর জমানাত যেতা ঘটনা দেখা গেছিল না, আল্লার
হুশিয়ারি পাইয়া তাইন অতা একিন করলা, একিন করিয়া নিজর পরিবাররে
বাচানির লাগি একখান জাজ বানাইলা। তান অউ ইমানি কামর মাজদি
জগতর নাফরমানির পরমান দেখাইলা, আর আল্লার দরবারো পরেজগার
হিসাবে গইন্য অইগেলা, খালি ইমানর বলেউ ইলা অওয়া যায়।
8 ইমানর বলে ইব্রাহিম নবীয়ে আল্লার হুকুম পাইয়াউ নিজর ভিটা-মাটি
ছাড়িয়া রওয়ানা দিলা। আল্লায় তানরে যে দেশ দিতা করি ওয়াদা করছ্ইন,
হি দেশখান কুন জাগাত, ইখান না জানিয়াও তাইন রওয়ানা অইগেলা।
9 ইমানর বলে তাইন আল্লার ওয়াদা করা হউ কেনান দেশর ভিতরেও
মুছাফিরর লাখান দিন কাটাইলা। তান লগে আরো যেরা হি ওয়াদার ভাগি
আছলা, হউ ইছহাক আর ইয়াকুবর লাখান তাইনও তাম্বুয়ে তাম্বুয়ে রইয়া
জিন্দেগি কাটাইলা। 10 আসলে যে টাউন হর-হামেশা কাইম রইবো, হউ
বেহেস্তি টাউনর লাগি তাইন বার চাওয়াত আছলা, ই টাউনর নকশা-নমুনা
সহ হক্কল কারিগরি স্বয়ং আল্লার কাম।
11 ইমানর বলে ইব্রাহিমর নিআওলাদি বিবি ছায়রায় আওলাদ জনম
দেওয়ার খেমতা পাইলা, তারার হুরুতা পয়দার বয়স পার অইগেলেও
ইব্রাহিমে একিন করছলা, যেইন ই ওয়াদা করছ্ইন, এইন তো হক, এইন
নিজর ওয়াদা পুরাইবাউ পুরাইবা। 12 এরলাগি বয়সর ভারে মরার পথি অউ
এক ইব্রাহিম থাকি অতো মানুষ জনম লইলা, যেরা আছমানর তেরা আর
দরিয়ার চরর বালুর লাখান, গনিয়া ফুড়াইল যায় না।
13 মজবুত ইমানে জিন্দেগি কাটাইয়া এরা হকলর মউত অইছে, এরা কেউ
হি ওয়াদার ফল ভোগ করতা পারছ্ইন না, খালি দুরই থাকি ইতা দেখিয়া
হারি খুশি অইছ্ইন। ই দুনিয়াত তারা মুছাফিরিত আইছ্ইন, ইখান তারার
নিজর বসত খানা নায়, ইতা তো তারা মানছ্ইন। 14 আর যেরা ইখান
মানছ্ইন, তারা হকলেউ সুন্দর করি বুজাইছ্ইন যেন, তারা নিজর আপন
দেশর তালাশ কররা। 15 যে জমিন থাকি তারা বার অইয়া আইছলা, হি
জমিনর কথা খিয়াল করলে তো তারা হিরবার হনো হামানির সুযোগ পাইলা
অনে। 16 অইলে তারা তো আরো ভালা এক দেশ, মানি বেহেস্তর তালাশ
করছলা। এরলাগিউ আল্লা পাকে নিজরে তারার আল্লা কইয়া পরিচয় দিতে
কুনু শরম পাইন না, তাইনউ তারার লাগিয়া আরামর এক টাউন তিয়ার
করছ্ইন।
17 ইব্রাহিম নবী পরিক্ষাত পড়িয়া হারি ইমানর বলেউ তান পুয়া ইছহাকরে
কুরবানি দিছলা। যে ইব্রাহিমর লগে আল্লায় নিজে ওয়াদা করছ্ইন, হউ জনে
তান খাছ মায়ার পুতরে কুরবানি দিলাইতা চাইছ্ইন। 18 যে পুতর বেয়াপারে
আল্লায় বাতাইছলা, "তুমার পুয়া ইছহাকর খান্দানরেউ তুমার খান্দান কইয়া
গনা অইবো।" 19 ইব্রাহিমর দিলর অউ একিনে তাইন কুরবানি দিতে রাজি
অইছলা যেন, আল্লায় তো মুর্দারেও জিন্দা করতা পারইন। আর হাছাউ
মউতর তল থাকি ইছহাকরে ফিরত পাইলা।
20 ইমানর বলে ইছহাকে তান পুয়াইন ইয়াকুব আর ঈষ'র ভবিষ্যত
জিন্দেগির লাগি দোয়া দিছলা।
21 ইমানর বলে ইয়াকুবে মউতর অখতো ইউছুফর দুইও পুয়ারে দোয়া
দিলা, তাইন নিজর লাঠির উপরে ভরদি আল্লার এবাদতি করলা।
22 ইমানর বলে ইউছুফে মউতর অখতো কইছলা, তান নিজর জাতি বনি
ইছরাইল মিসর দেশ থাকি বার অইয়া যাইবা, তারা যাওয়ার কালো তান
আড্ডি-গুড্ডিরে বইয়া নেওয়ার হুকুম দিলা।
23 ইমানর বলেউ মুছার মা-বাফে মুছার জন্মর বাদে তিন মাস পর্যন্ত
লুকাইয়া থইলা, তারা দেখছলা, পুয়াগু খুব সুন্দর, বাদশার হুকুমেও তারা
ডরাইলা না। 24 ইমানর বলেউ মুছায়, তান বুজদার অওয়ার বাদে ফেরাউনর
পুড়ির ঘরর নাতি কইয়া পরিচয় দিতে রাজি অইলা না। 25 তাইন গুনার
মাজে রইয়া থুড়া কয়দিন সুখ কামানির চাইতে, আল্লার বন্দা অকলর লগে
মিলিয়া জুলুম-মছিবতর মাজে রওয়াউ পছন্দ করলা। 26 তাইন মিসরর হক্কল
জাক-জমকর চাইতে, আল-মসীর নামে দুর্নাম হাছিলরেউ বেশি মুল্যবান
মনো করলা, কারন তান নজর আছিল বেহেস্তি পুরুস্কারর বায়। 27 ইমানর
বলে তাইন মিসর থাকি বার অই গেলা, বাদশার গুছারেও ডরাইলা না।
নিরাকার আল্লারে দেখিলাইছ্ইন, অউলা মনো করিয়াউ তাইন ছবর করি
রইলা। 28 ইমানর বলেউ তাইন আজাদি ইদ আর লউ ছিটাইয়া দেওয়ার
নিয়ম মানলা, যাতে আজরাইল ফিরিস্তায় বনি ইছরাইলর পয়লা পুয়াইন্তরে
না ছুইন।
29 ইমানর বলেউ মানষে নীল দরিয়ার মাজেদি হুকনা মাটির পথর লাখান
আটিয়া গেলা, অইলে মিসরী অকলে ইলা যাওয়াত লাগিয়া বুড়িয়া মরলা।
30 ইমানর বলেউ বনি ইছরাইলে যিরিহো টাউনর বাউন্ডরির ওয়াল
সাতদিন চক্কর দেওয়ার বাদে এমনেউ পড়িগেল।
31 ইমানর বলেউ অউ টাউনর রাহবা নামর বদমাইশ বেটিয়ে বনি
ইছরাইলর গুইয়া অকলরে মেহমানদারি করায়, হিনর নাফরমান অকলর
লগে ই বেটি বিনাশ অইলা না।
32 আর কত জনর বয়ান কইতাম? জিদাউন, বারাক, শিমশুন, ইফতা,
দাউদ, শামুয়েল আর নবী অকলর ইমানি বলর বয়ান করাত লাগলে সময়ে
কুলাইতো নায়। 33 ইমানর বলে এরা বউত দেশ দখল করছ্ইন, হক ইনছাফ
কাইম করছ্ইন, আল্লাই ওয়াদার ফায়দা হাছিল করছ্ইন, সিংহর মুখ বন্দ
করছ্ইন, 34 আগুনির কুন্ডলির তেজ কমাইলিছ্ইন, তলোয়ারর ছামন থাকি
রেহাই পাইছ্ইন, কমজুর থাকিও বল হাছিল করছ্ইন, জিহাদর মাজে বল-
খেমতা দেখাইছ্ইন, ভিন-দেশি অকলর ফৌজরে খেদাইয়া দিছ্ইন।
35 বেটিন্তে তারা যারযির মুর্দা অকলরে হিরবার জিন্দা হালতে পাইলা।
আরো বউতে জানর মায়া ছাড়িয়া জুলুম-নির্যাতন সইয্য করিয়া মরলা,
যাতে কিয়ামতর বাদে বেহেস্তি সুখ পাইন। 36 বউতে টাট্টা-মশকরা আর
মাইর-ধইর সইয্য করছ্ইন, বউতে ডান্ডা-বেড়ি সহ জেল খাটিছ্ইন।
37 মানষে তারারে পাত্বরদি ইটাইছ্ইন, করাতদি চিরিয়া দুই টুকরা করছ্ইন,
তলোয়ারদি কাতল করছ্ইন। তারা জুলুম-মছিবত, জালা-যন্ত্রনা পাইছ্ইন,
অভাবর ঠেলায় পশুর চামড়া ফিন্দিয়া শরম লুকাইছ্ইন। 38 ই দুনিয়া তারার
জুকা আছিল না, তারা পাড়-জংগল, মরুভুমি, আর গাত-গাড়ার মাজে
রইয়া দুনিয়ার জিন্দেগি কাটাইছ্ইন।
39 ইমানর বলর লাগি এরা হক্কলে তারিফ কামাইছ্ইন, তা-ও আল্লার
ওয়াদার ফল ই দুনিয়াত পাইছ্ইন না। 40 কারন আল্লায় আমরার লাগি হউ
জমানা থাকি আরো ভালা পুরুস্কার থইছ্ইন, যাতে আমরারে বাদ দিয়া তারা
কামিল না বনইন।

আল্লায় মুমিন অকলরে শাসন করইন

12 তে আমরা দেখরাম, ইমানি তেজর বউত সাক্ষি আমরার
চাইরোবায় আছে। এরলাগি আও, আমরাও হকল জায়-জামেলা
হরাই, যে গুনায় আমরারে পেচাইয়া রাখে, অতারে হরাইয়া ফালাই,
আর দৌড়াওরা দলর লগে অইয়া ধৈর্য ধরি হেশ পর্যন্ত দৌড়াই। 2 আউক্কা,
আমরার নজর রাখি মালিক ইছার বায়, আউয়াল থাকি আখের পর্যন্ত তাইন
অইলা আমরার ইমানর মুল খুটি। তান লাগি যে খুশি রাখা অইছে, অউ
খুশির বায়দি চাইয়া, দুখ-কষ্টর সলিবর উপরর মউতরেও কবুল করলা, ই
বেইজ্জতিরে কুনু দাম দিলা না। আর অখন আরশে-আজিমো আল্লার ডাইনর
তখতো তাইন তশরিফ রাখছ্ইন। 3 তে যেইন গুনাগার মানষর অতো বড়
দুশমনিরে সইয্য করলা, তান বেয়াপারে চিন্তা করো, যাতে তুমরার দিলো কুনু
কমজুরি বা নিরাশা না আয়।
4 গুনার লগে লাড়াইত লাগিয়া তো লউ বারনির দশা তুমরার অখনও
অইছে না। 5 তুমরার গাইবি বাফ আল্লায়, তান আওলাদ হিসাবে তুমরারে যে
নছিয়ত করছ্ইন, তুমরা ইতা ফাউরিলিছো নি? কিতাবো আছে,

ও আমার পুত, মাবুদর শাসনরে এলামি করিও না,
তাইন কুনু ধামকি দিলে, বেজার অইও না।
6 কারন মাবুদে যেরারে মহব্বত করইন,
তারারেউ শাসন করইন,
যেরারে তাইন আওলাদ হিসাবে কবুল করিলাইন,
এরা পরতেক জনরে সাজা দেইন।

7 শাসন মনো করিয়া তুমরা কষ্ট স্বীকার করো। বাফে-পুতে যেলাখান সম্পর্ক,
আল্লায়ও তুমরার লগে অউলা সম্পর্ক রাখছ্ইন। ইলা কুনু পুত আছে নি,
যারে তার বাফে শাসন করইন না? 8 হক্কল পুতরেউ শাসন করা অয়। তুমরারে
যুদি শাসন করা না অয়, তে তো তুমরা ফুংগা, আসল পুত নায়। 9 জানো
তো, আমরার দুনিয়াবি বাফ অকলে আমরারে শাসন করইন, আর আমরা
তারারে ইজ্জত করি। তে যেইন আমরার আছমানি বাফ, তান গেছে গর্দনা
নোয়াইয়া চলা আমরার লাগি জরুর নায় নি, যাতে আমরা জিন্দেগি পাই?
10 আমরার দুনিয়াবি বাফ অকলে যেলা ভালা মনো করতা, অলা আমরারে
শাসন করতা, আর ইতা তো থুড়া কয়দিনর লাগি, অইলে আল্লায় তো
আমরারে শাসন কররা যাতে আমরাও তান পাক-পবিত্রতা হাছিল করি।
11 কুনু শাসনরেউ খুশির বেয়াপার মনো করা অয় না, দুখর বেয়াপারউ মনো
অয়, অইলে যেরা শাসন মানিয়া চলে, তারা বাদে দীনদারির শান্তিআলা
জিন্দেগি পায়। 12 এরলাগি তুমরার কমজুর আতরে মজবুত করো, দুর্বল
আটুরে সবল করো। 13 তুমরা সিদা পথে আটো, যাতে লেংড়া পাও আর না
কচকে, বরং ভালা অইযায়।

আল্লার গজব থাকি জান বাচাও

14 হকল মানষর লগে শান্তিয়ে বসত করা আর পাক-পাকিজা অইয়া চলার
লাগি খিয়ালি অও, ইলা না চললে কেউ মালিকর দরশন পাইতায় নায়।
15 হুশিয়ার রইও, যাতে কেউ আল্লার রহমত থাকি বাদ না পড়ো। খিয়াল
রাখিও, তুমরার মাজর কেউ যানু বিষাক্ত তিত্বা গাছর জড়র লাখান বার
অইয়া না ছাতায়, আর বউত মানষরে নাপাক না বানায়। 16 হজরত ইয়াকুবর
ভাই ঈষ'র লাখান কুনু বে-পথি নাফরমান পয়দা না অয়। ঈষে তো খালি এক
অখতর খানির লাগি, তার নিজর মৌরসি মালিকানা বেচিলাইছে। 17 তুমরার
তো জানাউ আছে, যুদিও বাদে হে চখুর পানি ফালাইয়া কান্দি কান্দি দোয়া
মাংগিছিল, অইলে তৌবা করার সুযোগ আর হে পাইছে না।
18 তুমরা নিচ্চয় ইলা কুনু পাড়র কান্দাত আইছো না, যে পাড়ো আতদি
ছওয়া যায়। হউ তুর পাড়র জালাইল আগুইন, গইন আন্দাইর, হিল-তুফান,
19 শিংগার আওয়াজ, বা জুরে জুরে মাত-কথার কুনু আওয়াজর গেছেও
আইছো না। জুরে জুরে মাতর অউ আওয়াজ যেরা হুনছিল, তারা মিনত
করি কইছিল, যাতে তারার লগে আর বাতচিত করা না অয়। 20 তারা আল্লার
অউ হুকুম সইতো পারছিল না, আল্লায় কইছলা, "যুদি কুনু পশুয়েও ই পাড়ো
ছয়, তে তারেও পাত্বর মারিয়া মারিলিতে অইবো।" 21 অউ সময় যেরা
মাবুদর দিদার দেখছিল, তারা অতো ডর ডরাইছিল যেন, স্বয়ং মুছা নবীয়ে
কইলা, "ডরর চুটে আমি কাপিরাম।"
22 অইলে তুমরা তো পবিত্র ছিয়ন পাড় আর জিন্দা আল্লার টাউনর
কাছাত আইছো, আজার আজার ফিরিস্তায় যেখানো খুশি-বাসির মাহফিল
কররা, হনো আইছো। ই টাউন অইলোগি, বেহেস্তি জেরুজালেম। 23 বেহেস্তি
খাতাত যেরার নাম লেখা অইগেছে, বড় পুয়ার লাখান যেরারে ইজ্জত
দেওয়া অইছে, এরার বানাইল জমাতর ধারো আইছো। যেইন তামাম মানষর
বিচার করইন, হউ আল্লার কাছাত আইছো। যে পরেজগার অকল পুরাপুর
কামিল অইগেছইন, এরার রুহর মজলিছো আইছো। 24 যে ইছা আল্লার লগে
মিলনর নয়া উছিলার জিম্মাদার, হউ ইছার গেছে আইছো। হাবিলর লউ
থাকি আরো মরতুবাআলা যে লউ, তুমরা ছিটাইল হউ লউর কাছাত
আইছো।
25 মুছা নবীয়ে আল্লাই হুশিয়ারির কথা দুনিয়ার মানষরে জানানির বাদে
যেরা তান হুশিয়ারিরে এলামি করছিল, এরা যেবলা রেহাই পাইছইন না, তে
যেইন বেহেস্তো থাকিয়া আমরারে হুশিয়ার কররা, তান হুশিয়ারিরে এলামি
করলে তো এক্কেবারে নিচ্চিতউ আমরা কুনু রেহাই পাইতাম নায়। এরলাগি
খিয়াল রাখিও, যেইন হউ বাতচিত করছইন, তান হুকুমরে এলামি করিও না।
26 হি আমলো আল্লা পাকর মুখর আওয়াজে হারা দুনিয়ারে কাপাইছিল,
অইলে অখন তাইন অউ ওয়াদা করছইন, "আমি দুছুরা বার খালি ই দুনিয়ারে
নায়, আছমানরেও কাপাইমু।" 27 তে "দুছুরা বার" অউ শব্দ থাকি বুজা যায়
যেন, যেতা জিনিস অকল লাড়া-চাড়া করাইল যায়, মানি যেতা পয়দা করা
অইছে, ইতারে বাদ দেওয়া অইযিবো, আর যেতারে লাড়া-চাড়া করা যায় না,
অতা কাইম রয়। 28 বুজরা নি, যে বাদশাইরে লাড়া-চাড়া করা যায় না, আমরা
তো হউ বাদশাই পাইরাম, এরলাগি আউক্কা, আমরা আল্লার দরবারো
শুকরিয়া জানাই। আল্লা পাক যে নমুনায় খুশি অইন, অউ নমুনায় আমরা
তান এবাদত করতাম পারমু, তানরে ডরাইয়া, তাজিম করিয়া এবাদত করমু।
29 কারন আমরার আল্লা তো বিনাশ কররা আগুনির লাখান।

আখেরি নছিয়ত

13 তুমরা একে-অইন্যরে আপন ভাইর লাখান হামেশা মায়া করিও।
2 মেহমানদারি করা ফাউরিও না। জানো নি, কুনু কুনু জনে না
চিনিয়া আল্লার ফিরিস্তারও মেহমানদারি করছইন। 3 জেল খানাত
যেতা মানুষ বন্দি আছইন, নিজরেও অলা বন্দি মনো করিয়া তারারে সাইয্য
করিও, আর যেরার উপরে জুলুম-মছিবত করা অর, নিজে অউ মছিবতো
পড়ছো মনো করিয়া, তারারে খিয়াল করিও।
4 হকলেউ বিয়া-শাদিরে ইজ্জত করিও। জামাই-বউর সম্পর্করে পাক-পবিত্র
রাখিও। মনো রাখিও, আল্লায় কু-নজরি, জিনাকুর আর লুচ্ছা অকলর বিচার
করবা।
5 দুনিয়াবি ধন-ছামানার লালছ থাকি হরিয়া রইও। তুমরার যেতা আছে,
অতা লইয়াউ খুশি রইও। আল্লায় বাতাইছইন,

আমি কুনুমন্তেউ তুমারে ছাড়তাম নায়,
কুনু হালতেউ তুমারে ফালাইতাম নায়।

6 এরলাগিউ আমরা হিম্মত করিয়া কইতাম পারিয়ার,

মাবুদ আমার সহায় আছইন, আমি ডরাইতাম নায়।
মানষে আমার কিতা করতো?

7 হুনো, যে বুজুর্গ অকলে তুমরারে আল্লার কালাম তালিম দিছইন, তারার
কথা ইয়াদ করিও। তারার জিন্দেগির হালতর কথা ভালামন্তে চিন্তা করিয়া,
তুমরাও তারার লাখান ইমানে মজবুত অও। 8 ইছা আল-মসী গতকাইল
যেলা আছলা, আইজও অলা আছইন, আর হর-হামেশাউ অলা রইবা।
9 নানান নমুনার নয়া নয়া তালিমে যানু তুমরারে বে-পথে না নেয়, খানা-
পিনার খুটিনাটি বিষয় না তুকাইয়া, বরং আল্লার রহমতর উপরে কাইম রও।
ইলা খুটিনাটি নিয়মর উপরে যেরা ভরসা করতো, ইতায় তো তারার কুনু
লাভ অইছে না। 10 আমরার তো একখান কুরবানি খানা আছে, ইখানর কুন্তা
খাইবার এখতিয়ার মুছা নবীর এবাদত-তাম্বুর ইমাম অকলর নাই।
11 গুনার মাফির লাগি জবো করা পশুর লউ লইয়া, বনি ইছরাইলর
পরধান ইমাম অকল এবাদত খানার খাছ পাক জাগাত হামাইন, অইলে অউ
পশুর আড্ডি-মাংস হকলতা বনি ইছরাইলর কেম্পর বারে নিয়া জালাইল
অয়। 12 অউ লাখান হজরত ইছাও জেরুজালেম টাউনর বারে গিয়া জুলুম-
কষ্ট সইয্য করিয়া মউত কবুল করলা, যাতে তান নিজর লউর উছিলায়
মানষরে গুনা থাকি পাক-ছাফ করতা পারইন। 13 অখন আউক্কা, আমরাও
তান বদনামরে নিজর কান্দো লইয়া কেম্পর বারে তান কান্দাত যাইগি।
14 কারন ই দুনিয়াত আমরার লাগি স্থায়ী কুনু টাউন নাই, আমরা খালি হউ
টাউনর তালাশ কররাম, যে টাউনর দিদার বাদে পাইমু।
15 তে অখন আমরা আল-মসীর জরিয়ায় হামেশা আল্লার দরবারো
জিকির-আজকার কুরবানি করি, মানি দুইও ঠোটে তান নামর গুনগান গাই।
16 নেক কাম করা আর অভাবি মানষরে দান-খয়রাত বিলানি ফাউরিও না,
কারন অউ লাখান কুরবানিয়ে আল্লা পাক খুশি অইন।
17 তুমরার মুরব্বি অকলর হুকুম মানিয়া তারার গেছে মাথা নোয়াইয়া রইও,
আল্লার দরবারো হিসাব দেওয়া লাগবো করি তারা হামেশা তুমরার জানর
পারাদার অইয়া কাম কররা। অখন তারা যাতে খুশি মনে ইতা করইন,
এরলাগি তুমরা বাইধ্য রইও। তারা যুদি মনো দুখ পাইয়া তুমরার লাগি কাম
করইন, তে তুমরার ভালাই অইতো নায়।
18 আমরার লাগি দোয়া করিও। আমরা তো জানি, আমরার বিবেক ছাফ-
ছফা আছে, হক্কল বেয়াপারে হক পথে চলতাম চাই। 19 আমি খাছ করি
তুমরার গেছে অউ দোয়া চাইরাম, যাতে জলদি করি আমি হিরবার তুমরার
লগে মুলাকাত করতাম পারি।

বিদায়ি ছালাম আর দোয়া

20 আল্লার লগে আমরার মিলন, হর-হামেশাকুর উছিলা,
পুরাপুর কাইম করার লাগিয়া,
আমরারি মালিক হজরত ইছা, নিজর লউ বিলাই দিয়া,
মেড়া পালর মহান রাখাল বনিছইন।
হজরত ইছার মউতর বাদে, শান্তি দেউরা আল্লা পাকে,
মুর্দা থাকি তানরে জিন্দা করিছইন।
21 হকল নেক কামর তৌফিক দেউক্কা, তান মর্জি যুগাইয়া চলার,
আর তাইন যেতা পছন্দ করইন,
দিলো অতার এশকি দেউক্কা, ইছা আল-মসীর জরিয়ায়,
এন মহিমা হর-হামেশা রউক, আমিন।

22 ভাই অকল, তুমরার গেছে মিনত কররাম, তুমরা বিরক্ত না অইয়া ই
নছিয়ত হুনো, আমি খুব শটকাটে লেখলাম। 23 হুনো, আমরার ভাই
তিমথিয়ে খালাছ পাইছইন, তাইন যুদি সময় মত আমার অনো আইন, তে
আমি তুমরার গেছে আওয়ার সময় তানে লগে লইয়া আইমু।
24 তুমরা নিজর মুরব্বি অকলরে, আর পাক বন্দা অকলরে আমার ছালাম
জানাইও। ইতালি দেশর মানষে তুমরারে ছালাম জানাইরা।
25 তুমরা হকলর উপরে আল্লার রহমত কাইম রউক। আমিন॥

আল-ইয়াকুব

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন হজরত ইছা আল-মসীর হাতন ভাই হজরত ইয়াকুব (রাঃ)। হজরত ইছা বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ১৩-১৮ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে। অউ লেখক তো বনি ইছরাইল খান্দানর মুল বাফ হউ হজরত ইয়াকুব (আঃ) নায়। আর হজরত ইছার বারোজন সাহাবির মাজর একজনর নাম আছিল জিবুদিয়ার পুয়া ইয়াকুব, এইনও অউ ছিপারার লেখক নায়। অইলে অউ লেখক তো জেরুজালেম জমাতুর বড় মুরব্বি নেতা (সাহাবি নামা ১৫ রুকু)। তাইন আল-মসীর বেয়াপারে তবলিগ করার সময় নাফরমান ইহুদি অকলর আতো পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছো শহীদ অইছলা।

অউ ছিপারা তিলাওত করলে, হজরত ইছা আল-মসীর উম্মত অকলে দুনিয়াবি জিন্দেগি কাটানির লাগি কুন লাখান ইমান-আকিদা, আমল-খাছলত করা জরুরি, অউ বেয়াপারে জানা যাইবো। এর তালিমর লগে হজরত ইছার "পাড়র উপরর তালিম" অর লগে পবিত্র ইঞ্জিল শরিফর মথি ছিপারার ৫-৭ রুকু বউত মিল আছে। অউ ছিপারার ১ রুকু ২৬ আয়াতো আছে, "যে মানষে নিজরে পরেজগার মনো করে, অইলে নিজর জিফরারে সামলায় না, হে তো তার নিজরে টগে, তার হক্কল এবাদতিউ মিছা।"

এরমাজে আছে,

(ক) আসল ইমান আর আমল
(খ) জিফরা সামলানি আর আসল আখল-হেকমত
(গ) মাইর-দরবার, গিবত, বড়াই, জুলুম না করা
(ঘ) ছবর, মুনাজাত আর হেদায়ত করা

1 আমি ইয়াকুব, আল্লা আর হজরত ইছা আল-মসীর গুলাম, দুনিয়ার
নানান দেশো ছিতরাইল বনি ইছরাইলর বারো গুষ্টির মানষরে ছালাম
জানাইরাম।

ইমান আর হেকমত

2 ও আমার ভাই অকল, তুমরা যেবলা নানান জাতর পরিক্ষার মাজে
পড়ো, ই সময় ইতা খুব খুশির বেয়াপার মনো করিও। 3 জানো তো, ইমানর
পরিক্ষায় তুমরারে থির থাকার খেমতা বাড়াই দেয়। 4 আর ই থির থাকার
খেমতারে কামো লাগাও, যাতে তুমরা কামিল আর খাটি অইয়া তুমরার কুনু
কমতি না রয়।
5 তুমরার মাজে কেউরর যুদি আখলর কমতি থাকে, তে হে যানু আল্লার
গেছে চায়, তেউ পাইব। তাইন কুনু বেজারি ভাব না আনিয়া হক্কলরেউ
বেহিসাব দান করইন, খালি আতে ফিরাইন না। 6 অইলে হে মনো কুনু সন্দয়
না রাখিয়া একিন করিয়া চাইতে অইবো। যে সন্দয় করে হে তো দরিয়ার
ঢেউর লাখান, তারে আউলা-জাউলা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়।
7 ইলাখান মানষে যানু মাবুদর গেছ থনে কুন্তা পাওয়ার আশা না করে, 8 হে
তো দু-দিলা মানুষ, তার হকল কামোউ অশান্তি।

গরিব আর ধনি

9 যে ইমানদার ভাই গরিব, তারে বড় বানাইছইন করিয়া হে নিজরে মুবারক
মনো করউক। 10 আর যে ধনি, তারে হুরু বানাইছইন করিয়া হে-ও নিজরে
মুবারক মনো করউক, কারন হে ঘাস ফুলর লাখান জরিয়া পড়িযিবো।
11 সুরুজ যেবলা উঠে, ই সময় তার তেজে ঘাস হুকাই যায়, ফুল জরিয়া
পড়িযায়, আর তার সুন্দর নষ্ট অইযায়। ধনি মানুষও অলাখান তার ব্যস্ততার
মাজে জরিয়া পড়িযিব।
12 মুবারক হউ জন, যে জন পরিক্ষার সময় মজবুত রয়। পরিক্ষাত
কামিয়াব অইলে জয়র মালা হিসাবে হে আখের পাইবো। অউ মালা তান
আশিক অকলরে দিবা করি স্বয়ং আল্লা পাকে ওয়াদা করছইন। 13 কুনু মানষে
গুনার বায় এশকি অইয়া যানু না কয়, আল্লায় আমারে গুনার পথে টানিরা।
কুনু নাফরমানির পথেউ আল্লারে টানা যায় না, তাইনও কেউররে ই পথে
নেইন না। 14 অইলে মানষর নিজর দিলেউ টানিয়া নিয়া তারে ফান্দো
ফালায়। 15 বাদে দিলর বদ নিয়ত পুরা অইলে গুনার বিচ পেটো লয়, আর
গুনা বড় অইয়া মউতর জনম দেয়।
16 ও আমার মায়ার ভাই অকল, তুমরা অউ লাখান ভুল করিও না।
17 হক্কল ভালা আর নিখুত দান তো বেহেস্ত থনে লামিয়া আয়, যেইন
আছমানি নুর অকল পয়দা করছইন, হউ আল্লার গেছ থনে আয়। অউ নুর
অকল ছেবার লাখান ডুলাডুলি করলেও, তাইন ইলা করইন না। 18 তাইন
নিজর খুশিয়ে আমরারে হক কালাম দিয়া তান বন্দা বানাইছইন, আমরা যানু
আশরাফুল-মখলুকাত, সৃষ্টির সেরা মানুষ অই।

কালাম হুনিয়া আমল করা

19 ও আমার মায়ার ভাই অকল, মনো রাখিও, তুমরা আগে হুনো বাদে
মাতো, জলদি গুছা করিও না। 20 মানষে গুছা করলে আল্লার দরবারো কুনু
ভালা কাম করতো পারে না। 21 গতিকে তুমরা হকল জাতর হারাম আর
নাফরমানি কাম বাদ দিলাও। তুমরার দিলর মাজে যে কালাম রুয়া অইছে,
নরম দিলে অউ কালাম কবুল করো। তুমরারে তরানির খেমতা ই কালামর
আছে।
22 আল্লার কালাম খালি হুনলেউ অইতো নায়, অলাখান আমলও করো।
কালাম হুনিয়া যুদি আমল না করো, তে তুমরা নিজরে টগিরায়। 23 কেউ যুদি
ই কালাম হুনিয়া আমল না করে, তে হে অউ মানষর লাখান, যে আয়নাত
নিজর চেরা দেখিয়া যায়গি, 24 বাদে হরিয়া গিয়া ফাউরিলায় তার চেরা
কিলাখান। 25 অইলে যে খাটি আইন মানষরে আজাদ করে, আর অউ
আইনর বায় নজর রাখিয়া যেরা হামেশা জিয়াইল রয়, ইতা হুনিয়া হারি
ফাউরে না, আমল করে, তারা হকল কামো মুবারক অইবো।
26 যে মানষে নিজরে পরেজগার মনো করে, অইলে নিজর জিফরারে
সামলায় না, হে তো তার নিজরে টগে, তার হক্কল এবাদতিউ মিছা।
27 এতিম অকলরে আর ড়াড়ি বেটিন্তরে বিপদর সময় সায়-সাইয্য করা,
এরলগে দুনিয়ার হকুল নাফরমানি থাকি নিজরে পাক-ছাফ রাখাউ অইলো,
আল্লার নজরো খাটি আর ছহি এবাদতি।

হকলরে এক নজরে দেখা

2 ও আমার ভাই অকল, তুমরা যেবলা আমরার কুদরতি মালিক হজরত
ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনছো, তে হকলরে এক নজরে
দেখিও। 2 ধরো, একজন মানুষ তুমরার মজলিছ খানাত সুন্দর কাপড়-
চুপড় ফিন্দিয়া আতো সোনার আংটি লাগাইয়া আইলো, আর ময়লা কাপড়
ফিন্দিয়া একজন গরিব মানুষও আইলো। 3 তুমরা যুদি সুন্দর কাপড় আলা
মানষর মুখেদি চাইয়া কও, "আপনে অউ ভালা জাগাখানো বউক্কা," আর
গরিব বেটারে কও, "ওবা, তুই হনো উবা, আরনায় আমার পাওর কান্দাত
বও," 4 তে তুমরা নিজর মাজে হার-পর কররায় না নি, আর শয়তানি নিয়তে
বিচার কররায় না নি? 5 ও আমার মায়ার ভাই অকল, হুনো। ই দুনিয়ার গরিব
মানষরে আল্লায় পছন্দ করছইন না নি ইমানে ধনি বানানির লাগি? আল্লার
আশিক মানষরে আল্লায় যে বাদশাই দেওয়ার ওয়াদা করছলা, ই বাদশাইর
মালিক অওয়ার লাগি তাইন গরিব অকলরে পছন্দ করছইন না নি? 6 অইলে
তুমরা তো ই গরিব অকলরে এলামি করছো। ধনি অকলে কিতা তুমরারে
জুলুম করে না নি? তারাউ তো তুমরারে টানিয়া-ছেছরাইয়া বিচারো লইয়া
যায়। 7 যে মহান নামর খাতিরে তুমরারে ডাকা অয়, তারা কিতা ই নামরে
লইয়া কুফুরি করের না নি?
8 পাক কিতাবো লেখা আছে, "তুমার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া
করিও," তুমরা যুদি হাছাউ আল্লার বাদশাইর অউ হুকুম আমল করো, তে
তো ভালাউ কররায়। 9 অইলে তুমরা যুদি হকলরে এক নজরে না দেখো, তে
তো গুনা কররায়, আর শরিয়তর বরখেলাফ করিয়া দুষি অইরায়। 10 কেউ
যুদি শরিয়তর হক্কল হুকুম আমল করিয়াও খালি এক হুকুম ভাংগে, তে ধরা

অইবো হে আস্তা শরিয়তউ অমাইন্য করছে। 11 কারন যেইন কইছইন, “জিনা করিও না,” তাইনউ হিরবার কইছইন, “খুন করিও না।” তে তুমি যুদি জিনা না করিয়া খুন করো, তেবউ তো শরিয়তর বরখেলাফ করছো। 12 যে আইনে মানষরে আজাদ করে, অউ আইন দিয়াউ তুমরার বিচার অইবো। গতিকে বুজি-হুনি মাত মাতো আর কাম করো। 13 মনো রাখিও, যে মানষে দয়া করছে না, বিচারর সময় তারেও দয়া করা অইতো নায়। হাশরর ময়দানো দয়াগির অকলেউ দয়া পাইব।

ইমান আর আমল

14 ও আমার ভাই অকল, কেউ যুদি কয় আমার ইমান আছে, অইলে আমল না করে, তে ফায়দা কিতা অইবো? ই ইমানে তারে বাচাইতো পারবো নি? 15 মনো করো, তুমরার কুনু ভাই বা বইনর ঘরো খানি নাই, ফিন্দার কাপড়ও নাই। 16 ই হালতে যুদি তারে কও, “তুমার ভালাই অউক, খাইয়া-ফিন্দিয়া সুখে রও,” অইলে তার নিদান হরানির লাগি কুনু উপায় না করো, তে তার কুনু ফায়দা অইলো নি? 17 অলাখান যে ইমানর লগে আমল নাই, ই ইমান তো মুর্দা। 18 মনো করো কেউ কইলো, “তুমার ইমান আছে আর আমার আমল আছে।” ঠিক আছে, তুমার আমল ছাড়া ইমান আমারে দেখাও, আর আমি তুমারে আমার আমলর মাজ দিয়া ইমান দেখাইমু। 19 তুমি একিন করছো আল্লা এক, খুব ভালা কথা। ভুতেও তো অলা একিন করে, আর আল্লার ডরে কাপে।

20 ও বেআখল, তুমারে আমি কিলা বুজাইতাম, আমল ছাড়া ইমান তো কুনু কামর নায়? 21 আমরার বাফ ইব্রাহিমে যেবলা তান পুয়া ইছহাকরে কুরবানি দেওয়ার লাগি কুরবানির জাগাত নিছলা, ই সময় কিতা তান ই কামর লাগি তানরে পরেজগার হিসাবে কবুল করা অইছে না নি? 22 তুমি তো দেখছো, তান ইমান আর আমল একলগে কাম করছিল, আর আমলর লাগিউ ইমান কামিয়াব অইলো। 23 অলাখান পাক কিতাবর আয়াত পুরা অইলো, “ইব্রাহিমে আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায়, আল্লায় তানরে দীনদার কইয়া কবুল করলা।” তান উপাধি দিলা আল্লার দুস্ত। 24 তুমরা তো দেখলায়, আমলর লাগি মানষরে পরেজগার হিসাবে কবুল করা অয়, খালি ইমানর লাগি নায়। 25 অউ লাখান হউ ছিনাল বেটি রাহবারেও তাইর আমলর লাগি পরেজগার হিসাবে কবুল করা অইছিল না নি? তাই তো হউ দুইও গুইয়ারে লুকাইয়া রাখিয়া, দুছরা পথেদি ছহি-ছালামতে বার করি দিছিল।

26 অউ হালতে আমরা বুজতাম পারি, রুহ ছাড়া কায়া মুর্দা, আমল ছাড়া ইমানও মুর্দা।

জিফরা সামলাইয়া রাখা

3 ও আমার ভাই অকল, তুমরা হকল উস্তাদ অইও না। তুমরা তো জানো, আমরা উস্তাদ গতিকে আমরার বিচার আরো কঠিন অইবো।
2 আমরা হকলউ নানান নমুনায় বে-পথি অই। কেউ যুদি জবান দিয়া কুনু গুনা না করে, তে হে কামিল মানুষ, তার আস্তা শরিলউ সামলাইতো পারবো। 3 ঘোড়ারে সামলানির লাগি মুখো লাগাম লাগাইয়া আমরা যেবায় ইচ্ছা অবায় নিতাম পারি। 4 আর কাড়ালিয়েও হুরু এক কাড়াল ধরিয়া বড় বড় জাজরে তুফানি বাতাস ঠেলিয়া, যেবায় খুশি অবায় নিতো পারে। 5 অউলা জিফরা খুব হুরু অইলেও বউত বড় বড় মাত মাতে।

আর সামাইন্য আগুইনে কিলা বড় জংগল জালাইতো পারে! 6 জিফরাও অলা এক আগুইন। আমরার শরিলর মাজে জিফরা একটা খারাপির ভান্ডার, জাহান্নামর আগুইনে জিফরারে জালায় আর জিফরায় আস্তা শরিলরে জালাইয়া কলংকি বানাইয়া, আমরার জিন্দেগিত আগুইন ধরায়। 7 মানষে যদিও হক্কল জাতর পশু-পাখি, হাফ-বিচ্ছু আর দরিয়ার বড় বড় মাছরে সামলাইছে আর অখনও সামলায়, 8 অইলেও হুরু-মুরু জিফরারে কেউ সামলাইতো পারে না। ইখান খুব চঞ্চল আর খারাপ, বেজুইতা বিষে ভরা। 9 এক জিফরা দিয়াউ আমরার গাইবি বাফ আল্লার তারিফ করি, হিরবার অউ জিফরা দিয়াউ আল্লার ছুরতে পয়দা করা মানষরে বদদোয়া দেই। 10 এক মুখ থাকিউ তারিফ আর বদদোয়া বার অইয়া আয়। ভাই অকল, ইতা তো ঠিক নায়। 11 ঝরনার মুখ থাকি একলগে মিঠা আর তিত্তা পানি বার অইয়া আয় নি? 12 ভাই অকল, আম গাছো কিতা জাম ধরে নি? আর আংগুর গাছো আম ধরে নি? অউলা তিত্তা পানির মাজে মিঠা পানি মিলে না।

দুই নমুনার আখল-হেকমত

13 তুমরার মাজে আখল-হেকমত আলা কেউ আছে নি? থাকলে হে ভালা আমল-খাইছলতে নরম অইয়া অতা দেখাউক। 14 অইলে তুমরার দিল যুদি ইংসায় তিত্তা অইয়া স্বার্থয় ভরা থাকে, তে তুমরা বড়াই করিয়া হাছারে মিছা বানাইও না। 15 ইলাখান হেকমত বেহেস্ত থনে আয় না, ইতা দুনিয়া, খারাপ নফছ, আর ইবলিছ থাকিউ আয়। 16 কারন যে জাগাত ইংসা আর স্বার্থপরি থাকে, ই জাগাত ফিতনা-ফসাদ আর হকল জাতর নাফরমানি থাকে। 17 অইলে বেহেস্ত থাকি যে হেকমত আয়, ইকটা অইল খাটি। ইকটা শান্তিয়ে ভরা, ছবরআলা আর নরম মিজাজি, দয়া আর হক কামে ভরা, তার মাজে কুন হার-পর বা ভন্ডামি নাই। 18 যারা সমাজো শান্তির বিচ ছিটায়, তারার ফল অইলো পরেজগার জিন্দেগি।

মাইর-দরবারর খুটি

4 তুমরার মাজে কুয়াই থনে মাইর-দরবার আর কাইজ্জা পয়দা অয়? তুমরার সুখর খাইশে শরিলর যে রিপুয়ে লাড়াই করে, অগু থাকিউ আয়। 2 যেতা তুমরার নায়, অতা তুমরা মনে মনে চাও, এরলাগি তুমরা খুন করো। আর লালছ করো অইলে পাও না, এরদায় তুমরা মাইর-দরবার আর কাইজ্জা করো। তুমরা তো চাও না, এরদায় পাও না। 3 আর চাইলেও পাও না, কারন তুমরা তো বদ নিয়তে চাও, যেলা তুমরার মনর খাইশ পুরা অয়।

দুনিয়ার দুস্ত আল্লার দুশমন

4 ও বেইমান অকল, তুমরা কিতা জানো না নি, দুনিয়ার লগে দুস্তির মানি আল্লার লগে দুশমনি? যে দুনিয়ার মায়ায় বুড়ি যায়, হে আল্লার দুশমন অইয়ায়। 5 “আমরার ভিতরে যে রুহ দেওয়া অইছে, ইকটায় আমরারে ইংসার বায় টানে।” পাক কিতাবর অউ তালিম কুনু এমনে বাতাইল অইছে নি? 6 অইলে ইতা থাকি আমরার উপরে আল্লার রহমত আরো বেশি। এরলাগি কিতাবর মাজে লেখা আছে, “বড়াই কররার উপরে আল্লায় আত তুলইন, অইলে নরম মানষরে রহম করইন।” 7 গতিকে তুমরা আল্লার জিম্মায় রইয়া শয়তানর মুকাবিলা করো, তেউ হে তুমরার গেছ থনে বাগিবো। 8 আল্লার বায় চাও, তেউ তাইনও তুমরার বায় চাইবা। ও গুনাগার অকল, তুমরা নিজরে পাক-ছাফ করো, ও দু’দিলা মানুষ, তুমরার দিল খাটি করো। 9 দুখে কাতর অইয়া আহাজারি করো, আসির বদলা কান্দো, খুশির বদলা মাতম করো। 10 মাবুদর দরবারো নতো অও, তেউ তাইন তুমরারে উচা করবা।

গিবত আর বিচার

11 ও ভাই অকল, তুমরা একজনে আরক জনর গিবত গাইও না। কেউ যুদি ভাইর বদনাম গায় বা তার বিচার করে, এর মানি হে শরিয়তর বদনাম করলো আর শরিয়তর বিচার করলো। তুমি যুদি শরিয়তর বিচার করো, তে তো শরিয়ত মানরায় না, উল্টা তার বিচার করাত খাড়া অইছো। 12 শরিয়ত আর বিচারর খেমতা খালি একজনর আতোউ আছে। তাইনউ বাচাইন, তাইনউ মারইন। তে আরি-ফরির বিচার কররা তুমি আরক জন কে?

ফুটানি দেখাইও না

13 হুনো, তুমরা যারা কও, আইজ বা কাইল আমরা অমুক টাউনো যাইমুগি, গিয়া হনো এক বরছ রইয়া কায়-কারবার করিয়া লাভ করমু। 14 অইলে কাইলকুর খবর তো তুমরা জানো না। তুমরার জিন্দেগিউ বা কিতা? তুমরার জিন্দেগি তো কচ্ছু পাতার পানি, থুড়া সময় থাকে, বাদে পড়িযায়। 15 এরদায় ইলা না কইয়া অলা কও, “ইনশাল্লা, আমরা হায়াতি পাইমু, আর অতা-হতা করমু।” 16 অইলে তুমরা তো বড়াই করিয়া ফুটানি দেখাইরায়। ইলাখান ফুটানি ভালা নায়।

17 কেউ যুদি জানিয়াও ভালা কাম না করে, তে হে গুনার ভাগি অইবো।

ধনি অকলরে হুশিয়ারি

5 ও ধনি অকল, হুনো, তুমরার উপরে যে মছিবত আর, ইতার লাগি তুমরা কান্দো আর আহাজারি করো। 2 তুমরার ধন-সম্পদ বিনাশ অইগেছে, তুমরার কাপড়-চুপড় উন্দুরে কাটিলিছে। 3 তুমরার সোনা-রুপাত জংগারে ধরিলিছে, ই জংগারে তুমরার বিপক্ষে সাক্ষি দিবো, আর আগুনির লাখান তুমরার গোস্ত খাইবো। ইতা তো কিয়ামতর লাগি তুমরা দলা করি থইছো। 4 হুনো, তুমরার ধান দাওরা কামলার যে বেতন আটকাইছো, অউ বেতনে অখন চিল্লাইয়া আহাজারি করের। ই কামলাইন্তর আহাজারি আল্লা রাব্বুল আলামিনর কানো গিয়া আজিছে। 5 দুনিয়ার বুকুত বিলাসিতা আর রং-তামশার মাজে তুমরা দিন কাটাইছো, দোজখর খুরাক বনার লাগি নিজরে খুব ফুলফুলা বানাইছো। 6 তুমরা নি-অপরাধিরে দুষি সাইবস্তো করিয়া খুন করছো, অইলে এরা কুনু প্রতিবাদ করছে না।

মছিবতো ছবর করা

7 গতিকে ও আমার মায়ার ভাই অকল, আমরার মালিকে তশরিফ আনার আগ পর্যন্ত তুমরা কষ্ট করিয়া থুড়া ছবর করো। তুমরা তো দেখছো, গিরস্তে ভালা ফসল পাওয়ার লাগি মেঘর আশায় কিলা ছবর করি বই রয়। 8 তুমরাও অলা ছবর করো, অস্থির অইও না, কারন মালিকে খুব জলদিউ তশরিফ আনরা। 9 ও ভাই অকল, তুমরা যাতে আল্লার নজরো দুষি না বনো, এরলাগি তুমরা খালি একজনে আরক জনর খুত তুকানিত রইও না। হুনো, বিচার করার লাগি তো আল্লা পাক আমরার ছামনে আইয়া উবাই রইছইন।

10 ও মায়ার ভাই অকল, যে নবী-রছুল অকলে মাবুদর নামে তবলিগ করছলা, তারার কষ্ট আর ছবরর কথা চিন্তা করি দেখো। 11 তারা তো কষ্ট পাইয়াও থির রইছইন, এরলাগি আমরা তারার গুনগান গাই। তুমরা তো আইয়ুব নবীর ছবরর কথা ভালা করি জানো, আর এওখান জানো, আল্লায় বাদে তানরে কিলা রহম করছলা। আল্লা তো দয়া-মায়ার সাগর।

12 ও আমার ভাই অকল, আমার আসল কথা অইলো, তুমরা কুনুজাত কছম করিও না। আছমানর নামেও না, জমিনর নামেও না, অলা কুনু নামেউ কছম করিও না। এর বদলা তুমরার অয় খান অয়, আর না খান না অউক, যাতে তুমরা বিচাররর দাড়ো না পড়ো।

মুনাজাত আর হেদায়ত করা

13 তুমরার মাজে কেউ মছিবতো থাকলে হে দোয়া করউক। কেউ সুখে থাকলে হামদ-কাওয়ালি গাউক। 14 কেউরর বেমার অইলে হে জমাতর মুরব্বি অকলরে দাওত দেউক, তারা আইয়া আল্লার নাম লইয়া তার মাথাত তেল দিয়া দোয়া করউক্কা। 15 তেউ ইমানর ছাতে দোয়া করার খাতিরে

আল্লায় ই বেমারিরে শিফা করবা। হে যুদি গুনাও করিয়া থাকে, তে তার গুনা
মাফ করা অইবো। 16 এরলাগি তুমরা একজনে আরক জনর গেছে যারযির
গুনা স্বীকার করো, আর একে-অইন্যর লাগি দোয়া করো, যাতে ভালা
অইতায় পারো। পরেজগার অকলর মুনাজাত আচানক বলআলা।
17 ইলিয়াছ নবী আমরার লাখানউ রক্তয়-মাংসয় মানুষ আছলা। তাইন
দিলে-জানে দোয়া করলা মেঘ না অওয়ার লাগি, হাছাঁউ সাড়ে তিন বরছ
কুনু মেঘ অইলো না। 18 বাদে তাইন মেঘর লাগি দোয়া করলা, তেউ মেঘ
অইলো, আর জমিনো ফসল ফলিলো।
19 ও আমার ভাই অকল, তুমরার মাজে কেউ যুদি বে-পথি অইযায়, আর
কেউ তারে ফিরাইয়া আনে, 20 তে জানিও, যে মানষে কুনু গুনাগাররে বে-
পথ থনে ফিরাইয়া আনে, হে অউ গুনাগারর জান বাচায় আর তার গুনা
বেশি অইলেও মাফি পায়॥

১-পিতর

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছার সাহাবি হজরত পিতরে (রাঃ) অউ ছহিফা রোমান বাদশাইর রাজধানি রোম টাউন থাকি লেখছইন, অউ রোম টাউনরে মুমিন অকলে নাফরমান বাবিল টাউন কইয়া ডাকিতা। তাইন নানান দেশর মাজে ছিতরিয়া থাকা ইছায়ী ইমানদার অকলর গেছে চিঠির আকারে লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৮-৩০ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

জুলুম আর দুখ-মছিবতর সময় ইমানদার অকলরে বুজ দেওয়ার লাগি তাইন ই ছহিফা লেখছইন। অউ সময় যেরা হজরত ইছার উপরে ইমান আনছলা, তারা সাধারন মানষর গেছে ঠাট্টা-মশকরার চিজ বনিগেছলা। এরলাগি হজরত পিতরে অউ ছহিফার মাজদি তারারে সাওস যুগাইছইন।

অউ ছিপারার ২ রুকু ৫ আয়াতো আছে, "তুমরা তান তরিকা কবুল করায়, তুমরারে জিন্দা পাথরর লাখান আল্লা পাক রইবার পবিত্র কাবা ঘর বানানি অর। এরলাগি আল্লাই ইমাম ছাব হিসাবে তুমরারে আলাদা করি রাখা অইছে, যাতে তুমরা অউলা রুহানি কুরবানি দেও, যেতা ইছা আল-মসীর খাতিরে আল্লায় কবুল করইন।"

এরমাজে আছে,

(ক) নাজাতর আশা আর পবিত্র অওয়ার দাওত
(খ) আল্লার ঘরর জিন্দা পাথর বনিয়া জিন্দেগি কাটাও
(গ) জামাই-বউর লাগি হুকুম
(ঘ) দুখ-কষ্টর বাদে মহা পুরুস্কার
(ঙ) গুলামির বেশে খেজমত করো

1 আল্লার পছন্দ করা যতো বন্দা অকল পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, আছিয়া আর বিথুনিয়া দেশো ছিতরিয়া ভিন-দেশি হিসাবে বসত
করা, তারার গেছে আমি আল-মসীর সাহাবি পিতরে অউ ছহিফা
খান লেখরাম। 2 গাইবি বাফ আল্লায় তান মুনশায় তুমরারে পছন্দ করছইন
আর পাক রুহে পবিত্র করছইন। এর উদ্দেশ্য অইলো, তুমরা যাতে ইছা
আল-মসীর বাইধ্য অও আর তান লউ ছিটাইয়া তুমরারে পাক-ছাফ করা
অয়।
আল্লায় তুমরারে বেশ করি রহমত আর শান্তি দান করউক্কা।

ইমানদার অকলর নাজাতর আশা

3 হউ আল্লা পাকর তারিফ অউক, যেইন আমরার মালিক ইছা আল-মসীর
মাবুদ আর গাইবি বাফ। তাইন ইছা আল-মসীরে মরা থাকি জিন্দা করিয়া,
তান মহা দয়ায় আমরারে নয়া জনম দান করছইন, এতে আমরা এক জিন্দা
আশা পাইছি। 4 মানি আমরা অলা এক ধনর আশা পাইছি, যে ধন কুনুদিন
নষ্ট অইতো নায়, হারা জীবন নয়া থাকব, এর মাজে খারাপ কুন্তা থাকিতো
নায়। নাজাতর ই ধন তুমরার লাগি বেহেস্তো রাখা অইছে। 5 তুমরা পুরাপুর
নাজাত না পাওয়া পর্যন্ত, আল্লাই শক্তিয়ে ইমানর মাজদি তুমরারে হেফাজতে
রাখা অইছে। অউ নাজাত ঠিক করা অইছে, আখেরাতর সময় জাইর
অওয়ার লাগি। 6 যুদিও কয় দিনর লাগি নানান জাত পরিক্ষার মাজদি তুমরা
অখন দুখ-কষ্ট কররায়, তা-ও অউ নাজাতর আশায় তো তুমরার মন খুশিয়ে
ভরা। 7 অউ পরিক্ষা অকল চলের, তুমরা যেন ইমানে খাটি অখান পরমান
করার লাগি। আর ইছা আল-মসীর জাইর অওয়ার সময়, তুমরা যানু তারিফ,
গৌরব আর সম্মান পাও। যে সোনা ক্ষয় অইযায়, অউ সোনারেও আগুনিত
পুড়িয়া যাচাই করা অয়। আর তুমরার ইমানর দাম তো অউ সোনার চাইতেও
বউত বেশি, এরলাগি অউ পরিক্ষা চলের। 8 যুদিও আল-মসীরে তুমরা
দেখছো না, তেবউ তুমরা তানরে মহব্বত কররায়। আর অখনও তানরে
চউখে না দেখলেও, খুশি অইয়া তানরে একিন কররায়, ই খুশি তো ভাষায়
কওয়া যায় না, ইতা খালি বেহেস্তি খুশি। 9 কারন তুমরার ইমানর আখেরি
ফল পাইরায়, ইকটা অইলো তুমরার জানর পুরাপুর নাজাত।
10 যে দোয়া তুমরার পাওয়ার কথা, ই বেয়াপারে বউত আগে নবী অকলে
বাতাইছইন। তারা অউ নাজাতর বেয়াপার জানার লাগি বউত খুজ-খবর
করছইন। 11 তারার দিলো আল-মসীর রুহে আগেউ সাক্ষি দিয়া কইছইন,
তানরে কষ্ট করতে অইবো আর বাদে তাইন মহিমা পাইবা। নবী অকলে
জানতা চাইছলা, আল-মসীর অউ রুহে কুন সময়কুর আর কুন হালতর কথা
তারারে জানাইরা। 12 অইলে আল্লায় তারারে দেখাইয়া দিছইন, তারা যেতা
বাতাইরা ইতা দিয়া তারার নিজর খেজমত না করিয়া, তুমরার খেজমত
কররা। আছমান থাকি পাঠাইল পাক রুহ দিয়া, যেরা তুমরার গেছে আল-
মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করছইন, তারা তুমরারে নবী অকলর
কথাউ জানাইছইন। ফিরিস্তা অকলেও ইতা বেয়াপার জানার লাগি খিয়ালি।

পাক-পবিত্র অওয়ার দাওত

13 এরলাগি তুমরার মনরে হজাগ করো আর নিজরে সামলাইয়া রাখো।
আল-মসী জাইর অওয়ার বাদে যে রহমত তুমরা পাইবায়, অউ রহমতি
নাজাত পাওয়ার লাগি পুরাপুর আশা লইয়া তুমরা বার চাও। 14 তুমরার
আগর অবুজ হালতর খারাপ কাম-কাজ মাফিক জিন্দেগি কাটাইও না, বরং
আল্লার হুকুম মানরা আওলাদ হিসাবে দিন কাটাও। 15 যেইন তুমরারে দাওত
দিছইন, তাইন যেলা পবিত্র, তুমরাও অউলা হকল চলা-ফিরাত পবিত্র অও।
16 পাক কিতাবো আল্লায় কইছইন, "আমি পবিত্র, এরলাগি তুমরাও পবিত্র
অও।"
17 আল্লায় পরতেক মানষর আমল-নমা দেখিয়া বিচার করইন, কেউর মুখর
বায় চাইয়া বিচার করইন না। এরলাগি তানরে যুদি তুমরা গাইবি বাফ ডাকো,
তে যতদিন তুমরা অউ দুনিয়াত মুছাফির হালতে থাকিবায়, অতদিন তুমরা
তানরে ডরাইয়া জিন্দেগি কাটাও। 18 তুমরা জানো, তুমরার বাফ-দাদা থাকি
পাওয়া বেকামা চাল-চলনর পথ থাকি, ক্ষয় অওয়ার জুকা সোনা-রুপার
লাখান কুনুতা দিয়া তুমরারে আজাদ করা অইছে না। 19 বরং তুমরারে
আজাদ করা অইছে, আল-মসীর মহা দামি লউ দিয়া, নিখুত-নিষ্কলংক
মেড়ার বাইচ্চার লউ দিয়া। 20 দুনিয়া পয়দা অওয়ার আগেউ আল্লায় তানরে
ঠিক করি রাখছইন, অইলে অউ হেশ-মেশ সময় তাইন তুমরার লাগিউ জাইর
অইছইন। 21 আল্লায় এনরে মরা থাকি জিন্দা করি তুলিয়া মহিমা দান
করছইন আর তান মাজদি তুমরা আল্লার উপরে ইমান আনছো। এরলাগিউ
তুমরার ইমান আর আশা আল্লার উপরেউ আছে।
22 অখন হক-হালালি মানিয়া, তুমরার দিলরে পাক-ছাফ করছো আর
ইমানদার ভাই অকল যেবলা তুমরার গেছে মায়ার মানুষ অইছইন, তে আমি
কইরাম, তুমরা একে-অইন্যরে দিলে-জানে মায়া করো। 23 যে বিচ নষ্ট
অইযায়, তুমরার জনম তো ইলা বিচর নায়। বরং যেতা নষ্ট অয় না, অতা
থাকিউ তুমরার নয়া জনম অইছে। অউ বিচ অইলো আল্লার চিরকালিন
জিন্দা কালাম। 24 আল্লার কালামো লেখা আছে,

হকল মানুষউ ঘাসর লাখান,
ঘাস ফুলর লাখান তারা সুন্দর;
ঘাস হুকাই যায়, ফুলও জরি যায়,
25 খালি আল্লার কালাম রয় চিরকাল।

আর অউ কালামউ অইলো খুশ-খবরি, যেতা তুমরার গেছে তবলিগ করা
অইছে।

2 এরলাগি অইন্য মানষর খেতি করার হকল জাত কু-মতলব, ছল-
চতুরি, ভন্ডামি, ইংসা, আর হকল জাত নিন্দার মাত-কথা তুমরার দিল
থাকি হুরাই দেও। 2 গেদা হুরুতাইন্তর দুধর পিয়াছর লাখান তুমরা খাটি
রুহানি দুধর খিয়ালি অও, আর অউ দুধ খাইয়া খাইয়া যানু তুমরা বড় অইয়া
নাজাত পাও। 3 মালিক ইছার মেহেরবানির মজা তো তুমরা পাইছোউ।

আল্লার ঘরর জিন্দা পাথর

4 তে তুমরা তান গেছে আও। তাইনউ অইলা আগর নবী অকলর কওয়া
হউ “জিন্দা পাথর”, যে পাথররে মানষে দাম দিছে না, অইলে আল্লার গেছে
ইকটা মহা দামি আর পছন্দর পাথর। 5 আর তুমরা তান তরিকা কবুল করায়,
তুমরারেও জিন্দা পাথরর লাখান আল্লা পাক রইবার পবিত্র কাবা ঘর বানানি
অর। এরলাগি আল্লাই ইমাম ছাব হিসাবে তুমরারে আলাদা করি রাখা
অইছে, যাতে তুমরা অউলা রুহানি কুরবানি দেও, যেতা ইছা আল-মসীর
খাতিরে আল্লায় কবুল করইন। 6 আল্লার কালামো আছে:

হুনো, আমি একটা মহা দামি পাথর পছন্দ করছি;
ইকটারে জেরুজালেমো ইয়ান খুটি হিসাবে গাড়িছি।
যে জনে তান উপরে ইমান আনে,
হে কুনুমন্তেউ শরমিন্দা অইতো নায়।

7 আর তুমরা ইমান আনায়, তুমরার গেছে হউ পাথর মহা দামি অইগেছে।
অইলে যেরা ইমান আনছে না, তারার বেলায় কিতাবর অউ কথাউ খাটে:

রাজ মেস্তইর অকলে যে পাথররে বেকামা কইয়া ফালাই দিছিল,
অকটা দিয়াউ ঘরর ইয়ান খুটি অইলো।

8 আর,

ইকটা অউলা পাথর, যে পাথরো মানষে উষ্টা খাইব,
তারার আছাড় খাইয়া পড়ার কারন অইবো।

মানষে আল্লার কালাম মানে না, গতিকেউ উষ্টা খায়। ইতা তো তারার
কপালি দশা।
9 অইলে তুমরা তো ইলা নায়, তুমরা অইলায় আল্লার পছন্দ করা খান্দান,
বাদশাই ইমামর দল, পবিত্র জাতি, তান আপন প্রজা। তাইন তুমরারে
আন্দাইর থাকি নিজর নুরর ফরো দাওত করি আনছইন, তান গুনগান করার
লাগি। 10 আগে তো তুমরা আল্লার প্রজা আছলায় না, অইলে অখন
অইছো। আগে তান মায়া-মহব্বতও পাইছো না, অখন পাইছো।

আল-মসীর নমুনায় জিন্দেগি কাটাও

11 ভাই অকল, ই দুনিয়াত তুমরা মুছাফির হিসাবে আমি তুমরারে মিনত
করি কইরাম, তুমরা শরিলর বদ খাইশ থাকি বাচিয়া রও, ইতায় তো তুমরার
রুহর বিপক্ষে যুদ্ধ করে। 12 যেরা আল্লারে চিনে না, তারার মাজে তুমরা হক
পথে চলো। তেউ তারা তুমরারে দুষি কইয়া নিন্দা করলেও, তুমরার হকল
ভালা কাম দেখিয়া কিয়ামতর দিন আল্লার গৌরব করবো।
13 তুমরা মালিক ইছার খাতিরে মানষর বানাইল শাসন-বেবস্তা মানিও।
দেশর রাজারে মানিও, এইন তো দেশর পরধান। 14 তান মন্ত্রী আর হাকিমরে
মানিও, অপরাধির সাজা আর ভালা জনরে পুরুস্কার দিবার লাগি তাইন
এরারে রাখছইন। 15 আল্লার মুনশা অইলো, তুমরা ভালা কাম করিয়া বুড়বক
মানষর বেকামা মাত-কথা বন্দ করো। 16 তুমরা নিচ্চয় স্বাধীন, তা-ও
নাফরমানিরে গুরিয়া রাখার লাগি ই স্বাধীনতা বেবহার করিও না। বরং
নিজরে আল্লার গুলাম মনো করো। 17 হকল মানষরে ইজ্জত করো, তুমরার
ইমানদার ভাই অকলরে মহব্বত করো, আল্লারে ডরাও আর দেশর রাজারে
ইজ্জত দেও।
18 আর বাড়ির গুলাম অকলরে কইরাম, তুমরা মুনিবরে ইজ্জত দেও আর
তারার কথাত রও। যে মুনিব ভালা আর দয়ালু, খালি যেন তারার কথাত
থাকতায়, ইলা কুন্তা নায়। অইলে যেরা কটু বেবহার করে, তারার কথাতও
রও। 19 অলা কেউ যুদি খামোখা দুখ-কষ্ট পায় আর আল্লারে মনো রাখিয়া
ইতা সইয্য করিলায়, তে পুরুস্কার পাইব। 20 অবইশ্য অপরাধর লাগি মাইর
খাইয়া তুমরা যুদি সইয্য করো, তে তারিফ করার কুন্তা আছে নি? অইলে
ভালা কামর লাগি তুমরা যুদি কষ্ট পাইয়াও সইয্য করিলাও, তে ইতা আল্লার
দরবারো তারিফর লাখ, 21 আল্লায় তুমরারে অতার লাগিউ দাওত দিছইন।
আল-মসীয়েও কষ্ট সইয্য করিয়া নমুনা দেখাইছইন, তে তুমরাও তান পাওর
তালে তালে চলো।

22 তাইন কুনু গুনা করছইন না,
তান মুখোঁ আছিল না কুনু ছল-চতুরি।

23 মানষে তানরে গালি দিলেও, তাইন ফিরিয়া গালি দিছইন না। কষ্টর সময়
এর বদলা লইবা কইয়া ডর-ভয়ও দেখাইছইন না, বরং যেইন হক বিচার
করইন তান আতো নিজরে সপি দিছইন। 24 তাইন নিজর শরিল দিয়া
আমরার গুনার বোঝা বইছইন গাছর টুকরার সলিবো, যাতে গুনার বাবতে
আমরা মরিয়া হারি, পাক-পরেজগারিয়ে জিন্দা রই। তান শরিলর কাটা-
চিরায় তুমরার শিফা অইছে। 25 আগে তো তুমরা বে-পথে যাওয়া মেড়ার
লাখান আছলায়, অইলে যে রাখালে তুমরার দিলর দেখা-হুনা করইন, অখন
তান গেছেউ ফিরিয়া আইছো।

জামাই-বউর লাগি হুকুম

3 অলাখান, জামাইর ঘরর হকল বউয়াইন্তরে কইরাম, তুমরা যারযির
জামাইর কথায় চলো। যুদিও কুনু কুনু জামাইয়ে আল্লার কালামরে দাম
দেয় না, তা-ও তুমরার চাল-চলনে যানু তারারে আল-মসীর বায়
টানিয়া আনে। তেউ ই বেয়াপারে তুমরার একখান কথাও মাতা লাগতো
নায়। 2 তুমরার পবিত্র জিন্দেগির হালত দেখিয়া, আর আল্লার ডর-খফে চলা
দেখিয়া তারা নিজেউ আইবো। 3 নানান নমুনায় হাজি-পাড়ি চুলর খোপা
বান্দিয়া, সোনা-রুপার গয়না লাগাইয়া, আর দামি দামি কাপড় ফিন্দিয়া
নিজরে হাজানিত রইও না। 4 বরং যে সুন্দর কুনুদিন নষ্ট অইতো নায়, হউ
নমুনায় চলা-ফিরা আর শান্তির খাইছলত দিয়া নিজর দিলরে হাজাও।
আল্লার নজরো অতাউ তো মহা দামি। 5 ঠিক অলাখান আগর জমানার
আল্লাওয়ালা বেটিন্তে, আল্লার উপরে ভরসা করিয়া জামাইর বাইধ্য রইয়া
নিজরে হাজাইতা। 6 হজরত ইব্রাহিমর বিবি ছায়রাও তান জামাইর বাইধ্য
আছলা আর তানরে মুনিব কইয়া ডাকিতা। তুমরাও মানষরে না ডরাইয়া যুদি
নেক কাম করো, তে অকটাউ পরমান অইবো, তুমরা বিবি ছায়রার যোইগ্য
আওলাদ।
7 আর জামাই অকলরেও কইরাম, তুমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইয়া বউর লগে
চলো। তারাও তো তুমরার লগর কমজুর মানুষ আর আল্লার রহমতর দান
হিসাবে তারাও তুমরার লগে জিন্দেগি পাইব। এরলাগি তারারে ইজ্জত দেও,
যাতে আল্লার দরবারো তুমরার মুনাজাত বেকামা না যায়।

নেক কামর লাগি দুখ-কষ্ট করো

8 হেশে হকলরে কইরাম, তুমরা হকল এক-দিলা অও, একে-অইন্যর দুখে
দুখি অও, ভাইয়াইন্তরে মায়া করো, দয়ালু আর নরম দিলর মানুষ অও।
9 অইন্যায়র বদলা অইন্যায় করিও না, কেউ গালি দিলে ফিরিয়া গালি দিও
না। বরং তারার লাগি দোয়া চাইও, অলা চলার লাগিউ আল্লায় তুমরারে
দাওত দিছইন, ইলা করলে তুমরা রহমত পাইবায়। 10 যেলা জবুর শরিফো
আছে,

যে জনে সুখি জিন্দেগি কাটাইতো চায়
আর সুদিন দেখার আশা করে,
হে বাদ কথা থাকি তার জিফরারে,
ছল-চতুরি থাকি ঠোটরে সামলাউক।
11 বাদ কাম থাকি ফিরিয়া ভালা কাম করউক,
শান্তির আশিক অইয়া এর খরে খরে রউক।
12 পরেজগারর উপরে তো মাবুদর নজর,
তারার দোয়া হুনার লাগি তান কান খাড়া,
অইলে বাদ কাম কররার উপরে,
মালিক-মউলার বদ নজর।

13 তুমরা যুদি ভালা ভালা কামর আশিক অও, তে কে তুমরার খেতি করব?
14 পরেজগারির পথে চলার লাগি যুদিও তুমরার কষ্ট অয়, তা-ও তুমরা
মুবারক। আর তুমরারে যেতায় ডর দেখাইন ইতারে ডরাইও না, অস্থির অইও
না, 15 বরং আল-মসীরে নিজর দিলো মালিক হিসাবে কবুল করো। তুমরার
আশা-ভরসা যুদি কেউ জানতো চায়, তে তার জুয়াপ দিবার লাগি হামেশা
জুইত রইও। 16 অইলে ই জুয়াপ নরম সুরে দিও। তুমরার দিল ছাফ রাখিও,
ইছায়ী উম্মত হিসাবে যেরা তুমরার ভালা চাল-চলনর নিন্দা করে, তারা যানু
শরমিন্দা অয়। 17 বদ কাম করিয়া কষ্ট পাওয়া থাকি তো, আল্লার মর্জি অইলে
নেক কাম করিয়া কষ্ট পাওয়া বউত ভালা।
18 মনো রাখিও, আমরার গুনার মাফির লাগি আল-মসীয়েও একবার কষ্ট
করছইন, নাফরমানরে বাচানির লাগি হউ পরেজগার জনে জান দিছইন,
আমরারে আল্লার দরবারো পৌছানির লাগি। শরিলে তানরে মারা অইছিল,
অইলে রুহে জিন্দা করা অইছে। 19 আর রুহে তাইন বন্দি রুহ অকলর গেছে
গিয়া তবলিগ করছইন। 20 অউ রুহ অকল তো নুহ নবীর জমানার অবাইধ্য
মানষর রুহ। তান জাজ বানানির সময়, আল্লার লাম্বা ছবরগারির কালো এরা
অবাইধ্য রইছইন, অউ জাজো উঠিয়া খালি আটজন মানষে গজবি পানি
থাকি জান বাচাইছিল। 21 ই পানি অইলো আল-মসীর নামে তরিকাবন্দির
একটা নিশানা, যেতায় অখন তুমরার জান বাচে। তরিকাবন্দিয়ে তুমরার
শরিলর ময়লা ছাফ অয় না, খালি আল্লার দরবারো ছাফ দিলর সায় দেয়।
হজরত ইছা আল-মসী মরা থাকি জিন্দা অইয়া উঠায় তুমরার জান বাচে,
22 তাইন বেহেস্তো গেছইন আর আল্লা পাকর ডাইন গালার তখতো বওয়াত
আছইন। আছমানর ফিরিস্তা অকল, খেমতার মালিক অকল আর রাজা
অকল তান অধীনে আছইন।

আল্লাই ধনর খাজাঞ্চি অইয়া খেজমত করো

4 আল-মসীয়ে নিজর শরিলো কষ্ট সইয্য করছইন করি, তুমরার দিলর
ভাবরেও অলাখান করো। শরিলো যার কষ্ট অইছে, হে তো গুনার
জালো বন্দি রইছে না। 2 এরলাগি হে যতদিন দুনিয়াত আছে, অতদিন
বদ খাইশে না চলিয়া খালি আল্লাই মুনশায় জিন্দেগি কাটায়। 3 আল্লারে যেরা
চিনে না, তারার লাখান তুমরাও আগে জিনা-বদমাইশি, মউজ-ফুর্তি,
মাতলামি, হৈ-হুল্লা আর জঘইন্য মুর্তিপুজা করিয়া দিন কাটাইতায়। 4 অইলে
অখন তুমরা তারার লগে অইয়া অলাখান বেসামাল নাফরমানি কররায় না
দেখিয়া, তারা তাইজ্জুব বনিয়া তুমরার নিন্দা গাইরা। 5 তা-ও যেইন জিন্দা
আর মুর্দা অকলর বিচারর লাগি জুইত আছইন, তারা তান গেছেউ হিসাব-

নিকাশ দিতে অইবো। 6 এরলাগিউ মুর্দা অকলর গেছেও খুশ-খবরি তবলিগ
করা অইছিল, যাতে মানুষ হিসাবে তারার শরিলি বিচার অইলেও, রুহানি
জগতো তারা আল্লার লাখান জিন্দা রইন।
7 অখন তো হক্কলতার হেশ সময় আইচ্ছে। এরলাগি তুমরার মনরে ঠিক
করো, নিজরে সামলাইয়া রাখো, যাতে মুনাজাতো কামিয়াব অও। 8 আসল
কথা অইলো, তুমরা একে-অইন্যরে দিল থাকি মহব্বত করো, কারন মায়া-
মহব্বতে বউত গুনা গুরিয়া রাখে। 9 কুনুজাত বিতিশনা না দেখাইয়া, তুমরা
একে-অইন্যর মেহমানদারি করো।
10 আল্লার গেছ থাকি যেইন যেলাখান নিয়ামত পাইছো, অউ ধনর খাটি
খাজাঞ্চি হিসাবে ইতারে একে-অইন্যর খেজমতো লাগাও। 11 কেউ যুদি
তবলিগ করইন, তে অউ লাখান করউক্কা যাতে বুজা যায়, ইতা আল্লাই
বুলি। আর যেইন খেজমত করইন, এইন আল্লার দেওয়া বল-শক্তিয়ে
খেজমত করউক্কা, যাতে হক্কলতাতউ আল-মসীর উছিলায় আল্লার তারিফ
অয়। তারিফ আর কুদরতি খেমতা হর-হামেশা তানউ। আমিন।

ইছায়ী ইমানদার হিসাবে কষ্টভোগ

12 ভাই অকল, তুমরা অখন জীবন-মরন পরিক্ষাত পড়িয়া তাইজ্জুব অইও
না, মনো করিও না ইতা আচানক কুন্তা ঘটের। 13 বরং তুমরা আল-মসীর
কষ্টর ভাগি অইরায় করি খুশি করো, যাতে তান মহিমা জাইর অওয়ার সময়ও
তুমরা আমোদ-ফুর্তিয়ে খুশি-বাসি করতায় পারো। 14 আল-মসীর নামর লাগি
তুমরা যুদি বেইজ্জত অও, তে তুমরা নেক-কপালি। কারন আল্লার
মহিমাআলা পাক রুহ তুমরার উপরে আছে। 15 তুমরার মাজর কেউ যানু
চুরি, খুন বা কুনুজাত অপরাধি হিসাবে, এমনকি পরর কামে নাক গলাইয়া
কষ্ট না করউক। 16 অইলে কেউ যুদি ইছায়ী ইমানদার হিসাবে দুখ-কষ্ট করে,
তে হে শরমিন্দা না অউক, বরং ইছায়ী পরিচয়র লাগি আল্লার তারিফ
করউক। 17 বিচারর সময় আইচ্ছে, আর আল্লার পছন্দ করা বন্দা
অকলরেদিউ বিচার শুরু অইবো। ইতা যুদি আমরার মাজ থাকিউ শুরু অয়,
তে যেরা আল্লার খুশ-খবরি মানছে না, তারার দশা কিলান অইবো?
18 আল্লার কালামো আছে,

আল্লারাইয়া মানষর জানর ছদমা অইলে,
গুনাগার আর বে-দীনে মুখ লুকাইবো কুয়াই?

19 অইলে আল্লার মর্জিয়ে যেরা দুখ-কষ্ট করের, তারা নেক কাম করি করি
নিজর জানরে হউ হক-হালাল পয়দা কররার আতো সপি দেউক।

গুলামির বেশে খেজমত করো

5 অখন জমাতর মুরব্বি অকলরে কইরাম, আমিও তো একজন মুরব্বি,
আমি নিজর চউখে আল-মসীর দুখ-কষ্ট দেখছি, আর তান যে মহিমা
জাইর অইবো, অউ মহিমাতও শরিক অইমু। আমি মিনত করি কইরাম,
2 আল্লাই যে মেড়ার পাল তুমরার আওতায় আছইন, এরার রাখালি করো।
তারার ইমামতি করো, করা লাগবো করি না করিয়া বা দুনিয়াবি লাভর
আশায় না করিয়া, খুশ দিলে করো। আল্লায় তো অলা ইমামতিউ আশা
করইন। 3 তুমরার আওতায় যেরা আছে, এরার উপরে মুছদ্দরি করিও না,
বরং পালর রাখালি করিয়া তারার গেছে নমুনা বনো। 4 তেউ হউ পরধান
রাখাল ইছায় যেবলা দুনিয়াত হিরবার তশরিফ আনবা, অউ সময় তুমরা
পুরুস্কার হিসাবে অলা এক জয়র মালা পাইবায় যেতা কুনুদিন বিনাশ অইতো
নায়। 5 অউ লাখান জুয়ান অকলেও তুমরার মুরব্বিরে মানিয়া চলো।
গুলামির বেশে হকলেউ একে-অইন্যর খেজমত করো, যেলা আল্লার
কালামো আছে,

আল্লায় অহংকারির বিরুদ্ধে থাকইন,
নরম দিলর মানষরে রহম করইন।

6 এরলাগি আল্লার খেমতার ছামনে তুমরা নতো অও, তেউ সময় মত
আল্লায় তুমরারে উচা করবা। 7 আল্লায় তো তুমরারে লইয়াউ চিন্তা করইন,
এরলাগি হকল চিন্তা-ভাবনার ভার তান উপরে দিলাও।
8 তুমরা নিজরে সামলাইয়া রাখো আর হুশিয়ার অও। কারন তুমরার
দুশমন ইবলিছে গর্জন কররা বাঘর লাখান, তুমরারে খাইলিতো করি খাপ
ধরিয়া ঘুরের। 9 এরলাগি ইমানে মজবুত রইয়া তার মুকাবিলা করো। তুমরা
তো জানো, দুনিয়ার হকল জাগাত তুমরার ইমানদার ভাইয়াইন্তে একই
লাখান দুখ-কষ্ট করের।
10 রহমানুর রহিম আল্লা পাকে তুমরারে দাওত দিছইন আল-মসীর লগে
অইয়া তান চিরস্থায়ী মহিমার ভাগি অওয়ার লাগি। থুড়া কয়দিন দুখ-কষ্ট
করিয়া হারলে, তাইন নিজেউ তুমরারে ঠিক-ঠাক করবা আর থির রাখবা,
তুমরারে বলবান করিয়া মজবুত খুটির উপরে খাড়া করাইবা। 11 তান রাজ-
খেমতা হর-হামেশা জারি রউক। আমিন।

শেষ কথা

12 অউ চিঠিখান আমি সিলাছ মহরির ছাবরেদি খুব কম কথায় তুমরার
গেছে লেখাইছি, আমি তানরে হক-হালাল ভাই মনো করি। আমি চাইরাম
আল্লার খাছ রহমতর অউ সাক্ষি হুনিয়া তুমরার সাওস বাড়উক, আর তুমরা
অনো থির অইয়া রও।
13 আল্লায় তুমরার লগে যেরারে পছন্দ করছইন, হউ বাবিল টাউনর মুমিন
অকলে তুমরারে ছালাম জানাইরা, আর আমার ধর্মর পুয়া মার্কুছেও তুমরারে
ছালাম জানাইরা। 14 তুমরা একে-অইন্যে মহব্বতে গলাগলি করিও। তুমরা
যেরা আল-মসীর আপন জন অইছো, তুমরার উপরে শান্তি নাজিল অউক।
আমিন॥

২-পিতর

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হকল ইছায়ী ইমানদার অকলর গেছে, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পিতরে (রাঃ) খুব মছিবতর হালতে তান শহিদ অওয়ার থুড়া আগে ই ছহিফা চিঠির আকারে লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৩২ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

ই ছহিফা লেখার মুল উদ্দেশ্য অইলো, ভন্ড উস্তাদ অকলর ভুল তালিমর মাজদি যে কু-কাম শুরু অইছিল, এর বিরুধিতা করা। তাইন ই ছহিফার মাজে বাতাইছইন, আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীরে পুরাপুর চিনলে, ইতা থাকি বাঁচা যায়। অউ ভন্ড উস্তাদ অকলে কইতা, হজরত ইছা দুছরা বার দুনিয়াত আওয়ার কুনু নিচ্চয়তা নাই। অইলে লেখকে কইরা, হজরত ইছায় তশরিফ আনতে দেরি করা তো আল্লার ছবরগারির নিশানা, আসলে তাইন আইবাউ আইবা, আইয়া হকলতার বিচার করবা আর অখনকুর হকলতা বিনাশ অইবো। তে অউ উস্তাদ অকলর তালিম থাকি হুশিয়ার রইয়া, পরেজগার হিসাবে জিন্দেগি কাটানির লাগি পরামিশ দিছইন।

এরমাজে আছে,

(ক) ছালাম জানানি
(খ) মুমিন অকলরে দাওত আর পছন্দ করা
(গ) আল-মসীর গৌরব আর নবী অকলর বুলি
(ঘ) ভন্ড উস্তাদ
(ঙ) হজরত ইছার ফিরিয়া আওয়ার বেয়াপারে

ছালাম জানানি

1 আমি সাইমন-পিতর, হজরত ইছা আল-মসীর একজন গুলাম আর সাহাবি। তুমরা যেরা আমরার লাখান, আমরার আল্লা আর তরানেআলা ইছা আল-মসীর পাক-পরেজগারিয়ে একই লাখান মহা দামি ইমান হাছিল করছো, আমি তুমরার গেছে লেখরাম। 2 আল্লা পাক আর আমরার মালিক হজরত ইছারে পুরাপুর চিনার মাজদি, তুমরার উপরে বেশ করি রহমত আর শান্তি নাজিল অউক।

মুমিন অকলরে দাওত আর পছন্দ করা

3 যেইন তান নিজর মহিমা আর গুনে আমরারে দাওত দিছইন, তানরে পুরাপুর চিনার মাজদি তান কুদরতে আমরা অলা নিয়ামত পাইছি, যাতে আমরা পরেজগার বনিয়া জিন্দেগি কাটাই। 4 তান মহিমা আর গুনে আমরার লগে মহা দামি আর বউত বড় বড় ওয়াদা করছইন, যাতে তুমরা দুনিয়াবি হকল বদ খাইশ থাকি বাচিয়া আল্লাই গুনর ভাগি অও।
5 এরদায় তুমরা খুব খিয়ালি অইয়া, ইমানর লগে নেক খাইছলত, নেক খাইছলতর লগে আল-মসীরে চিনার আখল, 6 ই আখলর লগে নিজরে সামলানি, সামলানির লগে ধৈর্য আর ধৈর্যর লগে পরেজগারি,
7 পরেজগারির লগে একে-অইন্যে মায়া, আর একে-অইন্যে মায়ার লগে আল্লাই মহব্বতে বাড়ো। 8 তুমরার মাজে যুদি ইতা গুনাগুন থাকে, আর ইতা ভরিয়া পড়াত রয়, তে আমরার মালিক ইছা আল-মসীরে পুরাপুর চিনা খান তুমরার বেকামা-বেহুদা যাইতো নায়। 9 অইলে যে জনর মাজে ইতা গুনাগুন নাই, হে তো আন্দা, হে কুন্তাউ বুজে না। কারন আগর যে গুনা থাকি তারে পাক-ছাফ করা অইছে, ইখান হে ফাউরিলিছে।
10 এরলাগি ভাই অকল হুনো, আল্লায় যেন হাছাউ তুমরারে দাওত দিছইন আর পছন্দ করছইন, ইতা নিচ্চিত করার লাগি আরো বেশি খিয়ালি অও। ইলা করলে তুমরা কুনু সময় উষ্টা খাইতায় নায়। 11 আর আমরার মালিক তরানেআলা ইছা আল-মসীর হামেশাকুর বাদশাইত তুমরারে আদর করি হারাইল অইবো।
12 এরলাগি, আমি হামেশা তুমরারে অতা বেয়াপারে মনো করাই দিরাম, যুদিও ইতা তুমরার জানা আছে আর তুমরার গেছে যে হকিকত আইছে, ইতাত থিরও আছো। 13 আসলে আমি মনো কররাম, আমি যতদিন তাম্বুর লাখান অউ শরিলে বাচিয়া রইমু, অতদিন তুমরারে অতা মনো করাই দিয়া হজাগ রাখা উচিত। 14 কারন আমি তো আরি বেশি দিন অউ শরিলে রইতাম নায়, আমরার মালিক ইছা আল-মসীয়ে ইখান আমারে পরিস্কার জানাই দিছইন। 15 তে আমার মউতর বাদেও হামেশা যাতে অতা মনো রাখতায় পারো, আমি অউ মেনতও করমু।

আল-মসীর গৌরব আর নবী অকলর বুলি

16 আমরার মালিক ইছা আল-মসীর কুদরতি শক্তি আর তান হিরবার তশরিফ আনার কথা জানানিত গিয়া, আমরা কুনু বানাইল কিচ্ছা কইছি না। আমরা তো নিজর চউখে তান মহিমা দেখছি। 17 আছমান থাকি জালাল আর শানর যে আওয়াজ আইলো, “এইনউ আমার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, এন উপরে আমি খুব খুশি,” অউ আওয়াজর মাজদি আল-মসীয়ে তান গাইবি বাফ আল্লার গেছ থাকি ইজ্জত আর গৌরব পাইছইন। 18 আমরা যেবলা তান লগে হউ পবিত্র পাড়ো আছলাম, অউ সময় নিজর কানে বেহেস্তর অউ গাইবি আওয়াজ হুনছি।
19 আর আমরার লাগি আরো বড় প্রমান অইলো, পাক কিতাবো নবী অকলে যততা বাতাই গেছইন। আন্দারির মাজে তুমরার চউখ যেলাখান রুশনির বায় থাকে, ঠিক অলাখান যতো সময় বিয়ান অইছে না আর তুমরার দিলো ফজরর শুক-তেরা উঠছে না, অতো সময় তুমরা নবী অকলর কথায় খিয়ালি অও, তেউ তুমরার ভালা অইবো। 20 আর খাছ করি মনো রাখিও, কিতাবর মাজর কুনু কথা নবী অকলর মনগড়া নায়। 21 কারন নবী অকলে তারার ইচ্ছামতো কুনু কথা কইছইন না, খালি পাক রুহর বলে আল্লার দেওয়া বুলি বাতাইছইন।

ভন্ড উস্তাদ

2 মনো রাখিও, বনি ইছরাইলর মাজে যেলা ভন্ড নবী অকল আছলা, তুমরার মাজেও অউলা ভন্ড উস্তাদ অকল থাকবা। তারা লুকাই-লুকাই অমন ভুল তালিম দিবো, যে তালিমে মানষরে বিনাশ করে আর যে মালিকে তারারে আজাদ করার লাগি খরিদ করছইন, অউ মালিকরে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করব। অলাখান খুব জলদি তারা নিজর উপরে বিনাশ ডাকিয়া আনবো। 2 তারার দেখা-দেখি বউত মানুষ খবিছি পথে যাইবো, তারার লাগিউ ইছায়ী হক তরিকার বদনাম অইবো। 3 লোভ-লালছ করিয়া ছল-চতুরির মাত মাতিয়া, নিজর লাভর আশায় তারা তুমরারে কামো লাগাইব। তারার পাওনা সাজা তো বউত দিন থাকি বারি চার, তারার বিনাশও বেশি দেরি নায়।
4 এমনকি আগর ফিরিস্তা অকলে যেবলা গুনা করছলা, অউ সময় আল্লায় তারারে রেহাই দিছইন না, বরং দোজখর আন্দাইরর গাতো ফালাইয়া তারার বিচার করার লাগি রাখছইন। 5 আর তাইন হউ আগর দুনিয়ারেও রেহাই দিছইন না, বরং অউ বে-দীন অকলরে বইন্যার পানিদি মারছইন। অইলে নুহ নবী আর অইন্য সাত জনরে তাইন বাচাইছইন। কারন নুহ নবীয়ে পরেজগারির কথা তবলিগ করতা। 6 আর আল্লায় ছাদুম আর আমুরা টাউনরে আগুইন দিয়া জালাইয়া ছালি করিয়া, অনর মানষরে সাজা দিছলা। অউ নমুনায় তাইন দেখাইছলা, বে-দীন অকলর দশা কিলাখান অয়। 7 তা-ও লুত নবীরে তাইন বাচাইছইন। এইন তো পরেজগার মানুষ আছলা, হিনর নাফরমান অকলর বেসামাল ভাব দেখিয়া তাইন খুব কষ্ট পাইতা। 8 দিন দিন তারার আকাম-কুকাম আর কথাবার্তা হুনতা। শরিয়তর বিপক্ষে তারার নাফরমানি দেখিয়া, অউ পরেজগার জনর মনো খুব দুখ লাগতো। 9-10 অতা থাকি দেখা যার, আল্লায় তো পরেজগার মানষরে পরিক্ষার মাজ থাকিও বাচাইতা পারইন। অইলে যেরা বে-দীনি কাম করে, খাছ করি যেরা খবিছি করে, কুনু শাসন মানে না, তারারে সাজা দেওয়াটা কিয়ামত পর্যন্ত রাখতাও পারইন।
ই ভন্ড উস্তাদ অকল খুব বদ-সাওসি। তারা নিজর ইচ্ছামতো চলে আর বাতুনি সর্দার অকলর বদনাম গাইতে ডরায় না। 11 ফিরিস্তা অকল শক্তি আর খেমতায় এরা থাকি বউত বড় অইলেও, অউ বাতুনি সর্দারর বিপক্ষে মাবুদর

দরবারো বদনাম গাইয়া কুনু নালিশ দেইন না। 12 বেআখল জংলি জানুয়ার অকলে না বুজিয়া যেলা নিজর খুশিয়ে চলে আর ধরা খাইয়া মরে, অউ ভন্ড উস্তাদ অকলও অতার লাখান। তারা যেতা বুজে না, অতারও বদনাম গায়। এরলাগি অউ জংলি জানুয়ারর লাখান তারার বিনাশ আছে, 13 খারাপির বদলা বাবত তারার লাগিও খারাপি আছে। দিনর বেলায়ও মউজ-ফুর্তি করিয়া মদ খাইতে তারার ভালা লাগে। তারা তো তুমরার খানির থলির থু আর গু। তারা যেবলা তুমরার লগে বইয়া মেজবানি খায়, অউ সময় তারা ভন্ডামি করতে খুব আরাম পায়। 14 তারার চউখ জিনায় ভরা, গুনার কাম কুনু সময় বন্দ করে না। অস্থির মানষরে বে-পথে টানিয়া নেয়। তারার মন লৌভ-লালছর উস্তাদ। ইগুইন তো লানতি! 15 তারা বালাম বিন বাউরর লাখান ছহি পথ ছাড়িয়া বে-পথে গেছেগি। অউ ভন্ড পীর বালাম তো হারাম কামাই-রুজগারর পাগল আছিল, 16 অইলে অলা বদ কামর লাগি হে বোবা গাধার ধমক খাইছে। অউ গাধায় মানুষ বুলিয়ে মাতিয়া তার পাগলামিত বাধা দিছে।

17 ইতা মানুষ তো পানির হুকনা কুয়ার লাখান আর বাতাসর কুড়ুল্লার লাখান। তারার লাগি গইন আন্দাইর জমা রাখা আছে। 18 তারা বড় বড় বেকামা মাত মাতে। আর যেরা থুড়া আগে কু-পথ ছাড়িয়া জান বাচানির লাগি বাগিছইন, অতা মানষরে শরিলর খাইশে চলিয়া বদমাইশি করার ইচ্চন দেয়। 19 হউ ভন্ড উস্তাদ অকলে কছম খাইয়া কয় মানষরে আজাদ করতো, অইলে তারা নিজেউ নফরতি কামর গুলাম। জানো তো, কেউ যদি কুন্তার গেছে আরিযায়, তে হে ইতার গুলাম। 20 তে আমরার মালিক আর তরানেআলা ইছা আল-মসীরে চিনিয়া হারি জগতর খারাপি থাকি হরিয়া আইয়াও, কেউ যদি হিরবার গিয়া অউ খারাপির জালো আটকায়, তে তারার পয়লা দশী থাকি হেশ দশা আরো মন্দ। 21 পরেজগারির পথ চিনার বাদেও তারার গেছে সমজাইল অউ পবিত্র হুকুমর উল্টা গেছে, এর থাকি আরো ভালা আছিল ই পথ না চিনা। 22 তারার বেয়াপারে অউ ছিল্লেখউ সঠিক, “কুকরে নিজর বমি ফিরিয়া খায়,” আর “শুয়ররে নাওয়াইলেও ফেকো পড়িয়া গড়িয়ায়।”

হজরত ইছার ফিরিয়া আওয়ার বেয়াপারে

3 মায়ার ভাই অকল, ইখান অইলো তুমরার গেছে লেখা আমার দুই নম্বর চিঠি, ই দুইও চিঠিতউ আমি তুমরারে খিয়াল করাই দিরাম আর তুমরার দিলরে হজাগ কররাম। 2 আমি চাইরাম, পবিত্র নবী অকলে আগে যততা বাতাইছইন, আর আমরার তরানেআলা মালিকে তুমরার গেছর সাহাবি অকলর মাজদি যে হুকুম দিছইন, অতা মনো রাখো।

3 খুব খিয়াল করি বুজিও, আখেরি জমানাত রং-তামশা কররা অকলে রং-তামশা লইয়া আজিবা, তারা যারযির খাইশে চলবা। 4 তারা কইবা, “কিতাবা, হেইন আইবার লাগি যে ওয়াদা আছিল, ইতার কিতা অইলো? দুনিয়ার শুরু থাকি যেলাখান চলছিল, আমরার বাফ-দাদার মরনর বাদ থাকি অখনও তো অলাখানউ চলের।” 5 আসলে ইতায় তো ইচ্ছা করিউ ফাউরিলায়, বউত দিন আগে আল্লার কালামর বলে আছমান পয়দা অইছে আর পানিরে হরাই দিয়া জমিন বার করা অইছিল, পানিরে জমিনর চাইরো গালাবায় দলা করা অইছিল। 6 বাদে হউ পানিয়ে বইন্যা অইয়া হি জমানার দুনিয়ারে বিনাশ করছিল। 7 আর হউ কালামর বলে, অখনকুর আছমান-জমিনরে আগুইনদি জালাইবার লাগি রাখা অর। আখেরি বিচার দিন পর্যন্ত ইতারে অলা রক্ষা করা অর, হউ দিন বে-দীন অকলর সর্বনাশ অইবো।

8 তা-ও ভাই অকল, তুমরা ইখান ফাউরিও না, মালিকর গেছে এক দিন এক আজার বছরর হমান আর এক আজার বছর এক দিনর হমান। 9 কুনু কুনু মানষে মনো করইন, মালিকে তান ওয়াদা পুরন করতে দেরি কররা, ইখান ঠিক নায়। আসলে তাইন তুমরার বায় ছবর করিয়া রইছইন, তাইন চাইরা না কেউ বিনাশ অউক, বরং হকলরে তৌবা করার সুযোগ দিরা।

10 অইলে মালিক ইছা আইবার দিন তো চুরর লাখান আখতাউ আইবো। হউ দিন আছমানে হু হু আওয়াজ করিয়া বিনাশ অইবো আর পয়দা করা হকলতা আগুইনে গলিয়া মিলাই যিবো। দুনিয়া আর এর মাজে যততা করা অইছে, হক্কলতা জাইর অইবো।

11 অলাখান হক্কলতা বিনাশ অইবো জানিয়া, তুমরা কিলাখান রওয়া জরুর? তুমরা পাক-পবিত্র রইয়া পরেজগার জিন্দেগি কাটাইয়া, 12 আল্লার ঠিক করা দিনর লাগি আশিক অইয়া বার চাও। হউ দিন তো আছমান জলি জলি বিনাশ অইবো আর পয়দা করা হকলতা আগুইনে গলিযিব। 13 অইলে আমরা আল্লা পাকর ওয়াদা করা নয়া আছমান, নয়া জমিনর বার চাইরাম, যেখানো খালি পরেজগারির ঠিকানা।

14 এরলাগি ভাই অকল, তুমরা যেবলা অউ দিনর লাগি বার চাওয়াত আছো, তে খুব খিয়াল করো, অউ দিন তাইন যানু তুমরারে নিখুত-নিষ্কলংক হালতে শান্তির মাজে দেখইন। 15 আর আমরার মালিকর লাম্বা ছবরগারিরে মানষর জান বাচানির সুযোগ মনো করিও। অউ একই কথা আল্লার দেওয়া আখলে আমরার মায়ার ভাই পাউলুছেও তুমরার গেছে লেখছইন। 16 তান হক্কল চিঠিতউ অউ বেয়াপারে লেখইন। এর মাজে কিছু বেয়াপার আছে যেতা বুজা কঠিন, খালি বেআখল আর বেদিশা জনে অইন্যান্য কিতাবর লাখান ইতার মানিও বদলাইয়া, নিজর সর্বনাশ ডাকিয়া আনে।

17 ভাই অকল, অউ কথা অকল তুমরা আগেউ জানছো, এরলাগি হুশিয়ার অও যাতে অউ নাফরমান মানষর ভুলে তুমরারে ভুল পথে না নেয়, আর ইমানি ভীত থাকি না হরায়। 18 তুমরা আমরার মালিক আর তরানেআলা ইছা আল-মসীর রহমতে আর তানরে চিনার তাক্কতে বাড়িয়া উঠো। অখন আর হর-হামেশা তান মহিমা জারি রউক। আমিন॥

১-হান্নান

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত হান্নানে (রাঃ) চিঠির আকারে অউ ছহিফা লেখছইন। হজরত ইছায় দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৫০-৬০ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

তান লেখা অউ ছহিফার মাজে, আল্লা পাকর মায়ার বন্দা অকলর বেয়াপারে বয়ানি আছে। জগতর মানষর আওলাদ অকল যেলাখান তারার মা-বাফর লাখান অইন, অউলা আল্লার মায়ার বন্দা অকলও তান লাখান অইন। হজরত ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনিয়া যেরা আখেরি জিন্দেগি পাইলিছে, তারার জিন্দেগির মাজে নানান নমুনায় আল্লাই গুনাগুন দেখা যায়। তারা আল্লার হুকুম-আহকাম মানিয়া চলে, আর গুনার কাম থাকি হরিয়া রয়। আল্লা পাকর বায় তারার মহব্বত আছে আর অইন্যান্য ইমানদার অকলরেও মহব্বত করে।

অউ ছিপারার ৩ রুকু ১৬ আয়াতো আছে, "আল-মসীয়ে আমরার লাগি তান নিজর জান বিলাই দিছলা, অখান থাকিউ আমরা বুজছি, মহব্বত কারে কয়। অখন আমরার ভাইর লাগিও আমরার জান বিলাই দেওয়া জরুর।"

এরমাজে আছে,

(ক) হজরত ইছাউ আল্লার দেওয়া জিন্দেগি কালাম
(খ) গুনা ছাড়িয়া আল্লার নুরে আর মহব্বতে চলো
(গ) খানে-দর্জাল থাকি সাবধান
(ঘ) আল্লার নুরর আওলাদ বনিয়া নেকির আশিক অও
(ঙ) আল্লা নিজেউ মহব্বত, তে মহব্বতে চলো
(চ) ইছাউ আল্লার খাছ মায়ার জন মানিয়া জয়ী অও

হজরত ইছাউ আল্লার দেওয়া জিন্দেগি কালাম

1 হকল পয়লা থাকিউ যেইন আছলা, যানরে নিজর চউখে দেখছি, যান মুখর আওয়াজ আমরা হুনছি, খুব খিয়াল করি আজমাইয়া চাইছি আর নিজর আতে ধরা-ছোয়া করছি, হউ জিন্দেগি কালামর বয়ানি লেখরাম। 2 অউ জিন্দেগি তো ই দুনিয়াত জাইর অইছলা, আমরার নিজর চউখে ই জিন্দেগিরে দেখছি, দেখিয়া হারি তান বেয়াপারে সাক্ষি দিরাম। বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর গেছে যেইন আছলা আর আমরার মাজে জাইর অইছলা, আখেরি অউ জিন্দেগানির কথাউ তুমরারে জানাইরাম। 3 অউ যে জনরে আমরা দেখছি, যান মুখর বুলি হুনছি, তান বেয়াপারেউ তুমরারে কইরাম। যাতে অতা হুনার বাদে আমরার লগে তুমরারও খাতির-দুস্তি অয়। আমরার অউ খাতির অইলোগি, গাইবি বাফ আল্লা পাক আর তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ইছা আল-মসীর লগে। 4 তে আমরা ইতা লেখরাম, যাতে আমরা আর তুমরার খুশি-বাসি পুরা অয়।

গুনা ছাড়িয়া আল্লার নুরে আর মহব্বতে চলো

5 আমরা আল-মসীর মুখ থাকি ইতা হুনিয়া হারি, অখন তুমরারেও জানাইরাম, আল্লা পাক তো নুর। তান মাজে আন্দারির কুনু ছিটা-ফুটাও নাই। 6 আর আমরা আন্দারির মাজে চলিয়া যুদি কই, আল্লা পাক আর আমরার মাজে খাতির-দুস্তি আছে, তে তো আমরা মিছা মাতরাম, সঠিক কাম কররাম না। 7 অইলে আল্লা পাক যেলা নুরর মাজে বসত করইন, অউলা আমরাও যুদি নুরর ফরে চলি, তে আমরা একে-অইন্যে খাতির-দুস্তি আছে, আর তান খাছ মায়ার জন ইছা ইবনুল্লার পবিত্র লউয়ে আমরার তামাম গুনা-কছুরি পাক-ছাফ করে। 8 অখন আমরা যুদি কই, আমরা মোটেউ গুনাগার নায়, তে আমরা নিজে নিজরে টগিয়ার, এতে পরমান অয় আমরার মাজে আল্লাই হকিকতি নাই। 9 আমরা যুদি যারযির গুনার স্বীকারুক্তি দিলাই, তে তান আপন হক-হালালি আর পাক-পরেজগারির গুনে, লগে লগে গুনার মাফি দিলাইন, তামাম নাফরমানি থাকি আমরারে পাক-ছাফ করিলাইন। 10 অখন আমরা যুদি কই, আমরা কুনু গুনা করছি না, তে আমরা তানরেউ মিছা মাতরা বানাইলাম, এতে পরমান মিলে, আমরার দিলর মাজে তান কালাম নাই।

2 ও আমার ছাবাল অকল, আমি তুমরার গেছে ইতা লেখরাম, যাতে তুমরা গুনার কাম থাকি বাচিয়া রও। এরবাদেও কেউ যুদি কুনু গুনা করিলায়, তে বেহেস্তি বাবার দরবারো আমরার একজন পাক-পরেজগার শাফায়াতকারি আছইন, তান নাম ইছা আল-মসী। 2 জানো নি তাইন কিতা করছইন? আমরার গুনার কফরা হিসাবে তান নিজর জান কুরবানি দিছইন। খালি আমরার নায়, বরং দুনিয়ার হকল মানষর গুনার কফরার লাগি দিছইন।

3 অখন আমরা তানরে চিনি নি? নিচ্চয় চিনি, আমরা তান হকল হুকুম-আহকাম মানলে বুজা যাইবো, আমরা তানরে চিনি। 4 আর যে মানষে কয় তানরে চিনে, চিনিয়াও তান হুকুম-আহকাম মানে না, হে মিছা মাতে, তার দিলো হককিতি নাই। 5 অইলে যে জনে তান কালাম মাফিক চলে, তার দিলর মাজে নিচ্চয় আল্লাই মহব্বত ষোলআনা ফলিছে। তে আমরা তান মাজে বসত করি নি? অয়, অউ মন্তে বুজা যায় আমরা তান মাজে বসত করি: 6 আর তান মাজে বসত করি কইলে, আমরার লাগি জরুর অইলো, তাইন যেলা চলছইন, আমরাও অলা চলা।

7 ও সোনা অকল, আমি তো তুমরার গেছে নয়া কুনু হুকুমর কথা লেখরাম না, বরং অলা এক হুকুমর কথা লেখরাম, যেটা পয়লা থাকিউ আছিল। তুমরা আগে থাকি যে কালাম হুনছো, অটাউ অইলো হউ পুরানা হুকুম। 8 ইটারে পুরানা কইলেও আসলে ইটা নয়া। অউ হুকুমর হকিকতিয়ে ইছা আল-মসী চলতা, আর তুমরার জিন্দেগিতও ইতা আছে। দেখরায় নি, আন্দাইর কাটি যার, আসল নুর অখন জাইর অর।

9 কুনু মানষে যেবলা কয়, হে আল্লাই নুরর ফরো আছে, অথচ তার ভাইরে ঘিন্নায়, হে আসলে আন্দারিত রইছে। 10 আর যে মানষে তার ভাইরে মায়া-মহব্বত করে, হে নুরর ফরো বসত করে, এরলাগি হে আছাড় খাওয়ার ডর নাই। 11 অইলে যেগিয়ে তার ভাইরে ঘিন্নায়, হে তো আন্দারিত পড়ি রইছে, আন্দারির মাজে চলা-ফিরা করে। আসলে আন্দাইরে তারে আন্দা বানাইলিছে, এরলাগি হে জানেউ না, হে কুন পথেদি যার।

12 ও ছাবাল অকল, আমি তুমরার গেছে লেখরাম,
জানো নি, আল-মসীর নামর খাতিরে,
তুমরার তামাম গুনা-কছুরি মাফ করা অইগেছে।
13 ও বাফ অকল, আমি আপনাইন্তর গেছেও লেখরাম,
পয়লা থাকিউ যেইন আছইন,
আপনারা তো তানরে চিনইন।
ও জুয়ান অকল, আমি তুমরারে লেখরাম,
ইবলিছর লগর মহা-লাড়াইত তো,
তুমিতাইন জিতি গেছো।

14 ও হুরুতা অকল, আমি তুমরারে লেখলাম,
তুমরা তো বেহেস্তি বাফরে চিনিলিছো।
ও বাফ অকল, আমি আপনাইন্তরে লেখলাম,
আপনারা তো তানরে চিনিলিছইন,
যেইন হক্কলতার পয়লা থাকিউ আছইন।
ও নউজুয়ান অকল, আমি তুমরারে লেখলাম,
তুমরাউ বলবান, আল্লার কালাম তুমরার দিলো গাথা,
ইবলিছর লগর মহা-লাড়াইত তুমরা জিতছো।

15 অখন খিয়াল করি হুনো, তুমরা ই দুনিয়া আর জগত-সংসারর কুনুতার মায়াত পড়িও না। যে মানুষ দুনিয়ার মায়াত পড়িযায়, হে তো নিজর বেহেস্তি বাফরে মহব্বত করে না। 16 জানো তো, দুনিয়াত যেতা মিলে, ইতা অইলো,

রক্ত-মাংসর খাইশ, চউখর লোভ-লালছ আর সংসারর বাহাদুরি, ইতা কুনুটাউ বেহেস্তি বাফর গেছ থাকি আয় না, খালি দুনিয়া থাকি আয়। 17 তে দুনিয়াবি জগত-সংসারর হক্কল বাহাদুরির দিন ফুড়াই যার, অইলে যে বন্দায় আল্লার মর্জি যুগাই চলে, হে তো চিরকাল টিকিয়া রইবো।

খানে-দর্জাল থাকি সাবধান

18 বাবা অকলরে, কিয়ামত ধারো আইচ্ছে। তে তুমরা নিচ্চয় হুনছো, খানে-দর্জাল আওয়ার সময় অইগেছে। আর আসল কথা অইলো, এরমাজে বউত দর্জাল আইয়া হারছইন। অতা দেখিয়া আমরা বুজিয়ার, হাছাউ কিয়ামত ধারো আইচ্ছে। 19 অউ দর্জাল অকল তো আমরার মাজ থাকিউ বার অইছইন। তা-ও এরা আসলে আমরার তরিকাত আছিল না, আমরার তরিকার অইলে তো আমরার লগে রইলো অনে। তারা বার অইয়া গেছেগি করিউ বুজা যায়, তারা কেউ আমরার নায়।

20 অইলে তুমরা তো হউ পবিত্র জনর গেছ থাকি খেলাফতি পাইছো আর হকলেউ হক আখল পাইছো। 21 তুমরা হককিতি চিনো না মনো করিয়া আমি তুমরার গেছে লেখরাম নি? না, ইলা কুন্তা নায়। আসলে তুমরা হককিতি চিনো, আর হক থাকি কুনুমন্তেউ না-হক বারয় না, এরলাগিউ তুমরারে লেখলাম। 22 হজরত ইছাউ আল্লার ওয়াদা করা আল-মসী, ইখান যেগিয়ে স্বীকার করে না, হে তো নিচ্চিত মিছা মাতরা। গাইবি বাফ আর তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে যেগিয়ে অস্বীকার করে, হে-উ অইলো দর্জাল। 23 অউ মায়ার জনরে যেগিয়ে অস্বীকার করে, বেহেস্তি বাফর লগে তার কুনু খাতির-সম্পর্ক নাই, আর যে মানষে মায়ার জনরে স্বীকার করে, তার লগে তো বেহেস্তি বাফরও খাতির-সম্পর্ক আছে। 24 তে পয়লা থাকি তুমরা যেতা হুনিয়া আইরায়, ইতা যানু তুমরার দিলো গাথা রয়। ইতা দিলো রইলে, বেহেস্তি বাফ আর তান খাছ মায়ার জনর লগে তুমরাও গাথা রইবায়। 25 আর ইটাউ অইলো হউ আখেরি জিন্দেগি, যে জিন্দেগি আল-মসীয়ে আমরারে দিবার ওয়াদা করছইন।

26 হুনো, তুমরারে যেগুইন্তে বে-পথি বানাইতো চায়, অতার পরিচয় জানানির লাগি আমি ইতা লেখলাম। 27 আসলে আল-মসী থাকি তুমরা যে খেলাফতি পাইছো, অউ খেলাফতি তো তুমরার দিলো বসত করে। এরলাগি দুছরা কেউরর গেছ থাকি তালিম নিবার কুনু জরুর নায়, অউ খেলাফতির রুহে তুমরারে দরকারি হক্কলতা হিকাইবা। তাইন তো হক, তান মাজে না-হক কুন্তা নাই। অখন আল-মসীর মাজে বসত করার লাগি তাইন যেলা তালিম দিছইন, তুমরা ঠিক অউলা রও।

আল্লার নুরর আওলাদ বনিয়া নেকির আশিক অও

28 ও ছাবাল অকল, আমার পরামিশ অইলো, তান মাজে বসত করাত রও, তেউ তাইন যেবলা হিরবার জাইরা অইবা, অউ সময় আমরা সাওস পাইমু, তান ছামনে আইতে শরম করতো নায়। 29 আর তুমরা যেবলা একিন করো তাইন ষোলআনা পাক-পরেজগার, তে এওখানও একিন করিও, যে বন্দা নেক কামর আশিক, তার জনম তো স্বয়ং আল্লার নুর থাকি।

3 হুনো, বেহেস্তি বাফে আমরারে কতো বেশি মায়া করইন! তাইন আমরারে তান আওলাদ কইয়া ডাকইন, আর আসলেও আমরা তান আওলাদ। তা-ও ই জগতে আমরারে চিনে না, কারন জগতে অউ গাইবি বাফরেও চিনে না। 2 ও সোনা অকল, অখন তো আমরা আল্লার আওলাদ বনছি, এরবাদে কিতা বনমু, ইখান অখনও জানি না। খালি জানি, আল-মসী যেবলা দুছরা বার জাইর অইবা, হউ সময় আমরাও তান লাখান অইমু। আমরা তো তানরে তান আসল ছুরতে দেখার সুযোগ পাইমু। 3 আর যতো মানষে আল-মসীর উপরে ইলা আশা করে, তারা নিজরে আল-মসীর লাখান খাটি বানানিত রয়।

4 যে মানষে গুনা করে, হে আল্লার হুকুম-আহকাম ভাংগে, আল্লার হুকুম ভাংগাউ তো গুনা। 5 তুমরার জানা আছে, আল-মসী অইলা বে-গুনা মাছুম, তাইন গুনারে খেদানির লাগি দুনিয়াত জাইর অইলা। 6 এরলাগি যেরা তান মাজে বসত করে, তারা গুনার পথে চলে না। গুনার গাতো যেগুইন পড়ি রইন, ইগুইন্তে তানরে দেখছেও না, চিনছেও না।

7 ও ছাবাল অকল, তুমরারে যানু কেউ বে-পথে নিতো না পারে। আল-মসী তো পাক-পরেজগার, আর নেক কামর আশিক অকলও তান লাখান পরেজগার অয়। 8 অইলে গুনার পথর আশিক যেরা, তারা শয়তানর মুরিদ, ইবলিছ-শয়তানে তো পয়লা থাকিউ গুনা করের। তার কামরে বিনাশ করার নিয়তে, অখন আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ই দুনিয়াত জাইর অইলা।

9 তে যে বন্দার জনম অইছে আল্লার নুর থাকি, তার ভিতরে আল্লার নুরর বিচ বসত করে, এরলাগি হে গুনার গাতো পড়ি রয় না। আল্লাই নুর থাকি জনম অইছে করি, হে গুনার কামো পড়ি রইতো পারে না। 10 আর যারযির আমল দেখলেউ বুজা যায়, কে আল্লার আওলাদ, কে শয়তানর পুত: যেতা মানুষ নেক পথে চলে না, তার মুমিন ভাইরে মহব্বত করে না, হে তো আল্লার মানুষ নায়।

মহব্বতে চলো

11 তুমরা মুলো থাকিউ ইখান হুনিয়া আইরায়, আমরার লাগি ফরজ অইলো, একে-অইন্যরে মহব্বত করা। 12 তে আমরা যানু বাবা আদমর পুত কাবিলর লাখান না অই। হে আছিল ইবলিছর মুরিদ, ইংসা করিয়া তার আপন ভাইরে খুন করছিল। জানো নি কেনে খুন করছিল? হে হামেশা নাফরমানি কাম করতো, অইলে তার ভাইয়ে নেক কাম করতো। 13 ও ভাই অকল, দুনিয়ার মানষে যুদি তুমরারে ঘিন্নায়, তে তাইজ্জুব অইও না। 14 আমরী তো আমরার মুমিন ভাইরে মহব্বত করি, এরলাগি বুজরাম, আমরা মরন থাকি বাচিয়া জিন্দেগিত আইছি। যেরা মহব্বত করে না, তারা তো মরনর গাতো পড়ি রইছে। 15 নিজর ভাইরে যেগিয়ে ঘিন্নায়, হে তো খুনি। আর তুমরার জানা আছে, কুনু খুনির দিলো আখেরি জিন্দেগি বসত করে না।

16 আল-মসীয়ে আমরার লাগি তান নিজর জান বিলাই দিছলা, অখান থাকিউ আমরা বুজছি, মহব্বত কারে কয়। অখন আমরার ভাইর লাগিও আমরার জান বিলাই দেওয়া জরুর। 17 সংসারো খাইয়া-ফিন্দিয়া বাচার বেবস্থা যার আছে, হে তার ভাইর অভাব দেখিয়াও যুদি চউখ মুজিয়া বইরয়, তে তার ভিতরে কিলা আল্লাই মহব্বত বসত করে?

18 বাবা অকলরে, আমরা খালি মুখর মায়া না দেখাইয়া, কামর মাজদি যানু আসল মহব্বত দেখাই। 19 তেউ আমরা বুজমু, আমরা হকর লগে আছি। আর হক আল্লার ছামনে আমরার দিলর তছল্লি আইবো। 20 কারন আমরার দিলেউ যুদি আমরারে দুষি কইয়া রায় দেয়, তে আল্লা পাক তো ই দিল থাকি বউত মহান, হক্কলতাউ জানইন।

21 এরলাগি কইরাম, ও সোনা অকল, আমরার আপন দিলে যুদি আমরারে দুষি সাইবস্তো না করে, তে সাওস করিয়া আল্লার দরবারো আজিরা দিতাম পারমু। 22 আর তান গেছে আমরা যেতা মাংগিমু, ইতা তাইন দিবা। কারন আমরা তান হুকুম-আহকাম মানিয়া চলি, আর যে কাম করলে তাইন খুশি অইন, খালি অউ কাম করি। 23 তান হুকুম অইলো, আমরা যানু তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনি, আর একে-অইন্যরে মহব্বত করি। অউ হুকুমউ তাইন আমরারে দিছইন। 24 আর যে বন্দায় তান হুকুম মানিয়া চলে, হে তান মাজেউ বসত করে, অলা তাইনও তার মাজে বসত করইন। অখন তাইন আমরারে যে পাক রুহ দান করছইন, অউ রুহর মাজদি আমরা বুজিয়ার, তাইন আমরার দিলো বসত করইন।

খানে-দর্জাল থাকি হিরবার সাবধান

4 ও সোনা অকল, দুনিয়াত বউত ভন্ড নবী বার অইছইন। এরলাগি কেউ যুদি আইয়া কয়, আমি রুহুর বলে মাতিরাম, তে তুমরা জলদি বিশ্বাস করিও না, বরং যাচাই করিয়া দেখো, ই রুহু আল্লার গেছ থাকি আইছে কি না। 2 আল্লাই রুহরে চিনার নিয়ম অইলো, যে রুহে স্বীকার করে মানুষ ছুরতে ইছা আল-মসীয়ে দুনিয়াত তশরিফ আনছইন, অউ রুহু আল্লার গেছ থাকি আইছে। 3 অইলে যে রুহে অউ ইছারে স্বীকার করে না, ই রুহু আল্লার গেছ থাকি আইছে না। ইতা অইলো খানে-দর্জালর রুহু, অউ দর্জালর রুহু আইবার কথা তুমরা আগে হুনছো, আর অখনও হে অউ জগতো আছে।

4 অইলে ও ছাবাল অকল, তুমরা তো আল্লার মানুষ, হউ ভন্ড অকলর উপরে তুমরা জিতিছো। তুমরার দিলো যে রুহু আছইন, এইন তো ই জগতর রুহু থাকি বউত মহান। 5 আসলে অউ ভন্ড অকল তো অউ জগতর, এরলাগি তারা খালি জগতর বুলি বুলে, আর জগতেও তারার বুলি মানে। 6 আর আমরা অইলাম আল্লার মানুষ। আল্লারে যেরা চিনে, তারা আমরার বুলি মানে। অইলে যেরা আল্লার নায়, তারা আমরার কথা হুনে না। অউ নমুনায় আমরা ধুকাবাজ রুহ আর আল্লাই হক রুহরে চিনি।

আল্লা নিজেউ মহব্বত, তে মহব্বতে চলো

7 ও সোনা অকল, আল্লার দেওয়া দান অইলো মহব্বত, এরলাগি আমরা যানু একে-অইন্যে মহব্বত করি। যে বন্দার দিলো মহব্বত আছে, তার জনম অইছে আল্লার নুর থাকি, হে আল্লা পাকরে চিনে। 8 আর যেগুর ভিতরে মহব্বত নাই, হে তো আল্লা পাকরে চিনে না, কারন আল্লা নিজেউ তো মহব্বত। 9 আল্লা পাকর মহব্বত আমরার মাজে অউ নমুনায় জাইর অইছে, তাইন তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে অউ দুনিয়াত বেজিছইন, যাতে এন উছিলায় আমরা আখেরি জিন্দেগি হাছিল করতাম পারি। 10 আর আমরা যেন আল্লা পাকরে মহব্বত করছলাম ইলা কুন্তা নায়, বরং তাইন নিজেউ আমরারে মহব্বত করিয়া, আমরার গুনার কফরা অইবার লাগি, তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে জগতো পাঠাই দিলা, অকটারেউ কয় মহব্বত।

11 ও সোনা অকল, আল্লা পাকে যেবলা আমরারে অলা মহব্বত করলা, তে আমরার লাগিও জরুর অইলো একে-অইন্যরে মহব্বত করা। 12 আল্লারে তো কেউ কুনুদিন দেখছে না। অখন আমরা যুদি একে-অইন্যরে মহব্বত করি, তে বুজা যাইবো, তাইন আমরার দিলো বসত করইন, তান মহব্বতে আমরার দিলো পুরাপুর ফল ধরছে। 13 আমরারে তান রুহ মুবারক দান করছইন, এরলাগি বুজরাম, আমরা তান মাজে বসত করি, আর তাইনও আমরার মাজে বসত করইন। 14 আমরা নিজে দেখছি, দেখিয়া হারি অউ সাক্ষি দিরাম, জগতর তরানেআলা কান্ডারি হিসাবে, গাইবি বাফে তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে বেজিছইন। 15 এরলাগি যে জনে স্বীকার করে, হজরত ইছাউ অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তার দিলো স্বয়ং আল্লা পাক বসত করইন, আর হে-ও আল্লার মাজে বসত করে। 16 আমরার লগে আল্লার যে মহব্বত আছে, ইখান আমরা জানি, জানিয়া একিনও করি।

আসলে আল্লা নিজেউ মহব্বত। মহব্বতর মাজে যে বন্দা বসত করে, হে আল্লার মাজেউ বসত করে, আর আল্লা পাকও তার মাজে বসত করইন। 17 অউ নমুনায় মহব্বত আমরার দিলর মাজে পুরাপুর ফলআলা অয়। তেউ কিয়ামতর দিন আমরা সাওসি বনি, কারন অউ জগতো আমরা তান রংগে রংগি গেছি। 18 মহব্বতর মাজে কুনু ডর-ভয় নাই, ষোলআনা মহব্বতে বরং ডর-ভয়রে খেদাই দেয়। ডর-ভয়র মাজে তো সাজা পাওয়ার ভাব-সাব আছে, এরলাগি ডর-ভয় যার ভিতরে, হে মহব্বতর ষোলআনা ফল ধরছে না।

19 তে আমরা আল্লা পাকরে মহব্বত করি, কারন তাইন আমরারে পয়লা মহব্বত করছইন। 20 আর যে মানষে কয়, হে আল্লা পাকরে মহব্বত করে,

কইয়া তার মুমিন ভাইরে ঘিন্নায়, হে তো মিছা মাতরা। কারন নিজর চউখে দেখা ভাইরে যেগিয়ে মহব্বত করে না, আ-দেখা আল্লারে কিলা মহব্বত করবো? 21 আমরা তো তান গেছ থাকি অউ হুকুম পাইছি, যে বন্দায় আল্লা পাকরে মহব্বত করে, হে যানু তার ভাইরেও মহব্বত করে।

ইছাউ আল্লার খাছ মায়ার জন মানিয়া জয়ী অও

5 হজরত ইছাউ অইলা আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী, ইখান যেরা একিন করে, তারার জনম অইছে আল্লার নুর থাকি। জানো নি, যে মানষে কুনু মা-বাফরে মহব্বত করে, হে এরার আওলাদরেও মহব্বত করবো। 2 তে আল্লা পাকর আওলাদরে মহব্বতর বেয়াপার কিলা বুজাইতাম? আল্লা পাকরে মহব্বত করিয়া তান হুকুম-আহকাম মানিয়া চললেউ বুজা যায়, আমরা হাছাউ তান আওলাদরে মহব্বত করি। 3 আল্লার হুকুম-আহকাম মানিয়া চলাউ অইলো আল্লারে মহব্বত করা। আর তান হুকুম-আহকাম মানা তো খুব কঠিন কুনু কাম নায়। 4 কারন আল্লার নুরর আওলাদ অকল ই জগতর উপরে জয়ী অইন, আর জগতর লাড়াইত যে জিনিসর বলে জয়ী অইছি, ইকটা অইলো আমরার ইমান। 5 হজরত ইছাউ অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, ইখান যেরা একিন করে, ই জগতর লাড়াইত তারাউ খালি জয়ী অয়।

6 ইছা আল-মসী অইলা হউ জন, যেইন পানি আর লউর বলে দুনিয়াত আইছইন। তাইন খালি পানির জরিয়ায় নায়, বরং হউ পাক গোছলর পানি আর সলিবো জান কুরবানির লউর বলে আইছইন। ইতা বেয়াপারে আল্লাই পাক রুহে সাক্ষি দিরা, আর অউ রুহ তো হক। 7 আসলে তিনো সাক্ষিয়ে সাক্ষি দিরা: 8 রুহ, পানি আর লউ, অউ তিন সাক্ষির সাক্ষি এক সমান। 9 মানষর মুখর সাক্ষি যেবলা আমরা মানি, তে আল্লার দেওয়া সাক্ষি তো আরো মজবুত, তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লার বেয়াপারে তাইন অলা সাক্ষি দিছইন। 10 আর অউ মায়ার জনর উপরে যেরা ইমান আনে, তারার দিলেও অউলা সাক্ষি দেয়। অখন আল্লাই সাক্ষিরে যেরা মানছে না, তারা তো স্বয়ং আল্লারেউ মিছা মাতরা বানাইলিছে, কারন আল্লায় নিজে তান মায়ার জনর বেয়াপারে যে সাক্ষি দিছইন, তারা ইতা মানছে না। 11 তান সাক্ষি অইলো, তাইন নিজে আমরারে আখেরাতর জিন্দেগি দান করছইন, অউ জিন্দেগি তান খাছ মায়ার জনর গেছে আছে। 12 যে মানষে অউ মায়ার জনরে পাইছে, হে জিন্দেগিও পাইছে। আর আল্লার হউ মায়ার জনরে যেরা পাইছে না, তারা ই জিন্দেগিও পাইছে না।

13 ভাইয়াইনরে, তুমরা যেরা ইছা ইবনুল্লার উপরে ইমান আনছো, তুমরারে জানানির লাগি আমি ইতা লেখলাম, তুমরা আখেরাতর জিন্দেগি পাইলিছো। 14 অখন আমরা তান দরবারো অউ সাওস পাইছি, তান মর্জি মাফিক আমরা কুন্তা মাগিলে, ইতা তাইন হুনবা। 15 আমরা যেবলা জানি, আমরা যেতা মাগি ইতা তাইন হুনইন, তে এওখানও জানি, তান দরবারো আমরা যেতা মাগিছি, ইতা নিচ্চিত পাইলিছি।

16 কেউ যুদি কুনু মুমিন ভাইরে অলা এক গুনা করাত দেখে, যে গুনা মউতর পথি নায়, তে হে আরজ করলে আল্লায় হউ ভাইরে হেফাজত করবা। আমি ইনো অউ লাখান গুনার কথা কইরাম, যেরার গুনা মউতর পথি নায়। অইলে মনো রাখিও, মউতর পথি গুনাও আছে, ইলা গুনার বেয়াপারে আরজ করার লাগি আমি কইরাম না। 17 আসলে হকল জাতর নাফরমানিউ গুনা, অইলে হকল গুনা তো মউতর পথি নায়।

18 আমরা জানি, আল্লার নুর থাকি যে বন্দা অকলর জনম অইছে, এরা গুনার কামো বন্দি রয় না। বরং আল্লার নুরে জনম লওয়া হউ খাছ মায়ার জনে তারার জানর হেফাজত করইন, ইবলিছে তারারে কবজা করতো পারে না। 19 আর আমরা তো জানি, খালি আমরাউ অইলাম আল্লার মানুষ, বাদ-বাকি আস্তা জগতউ ইবলিছর পাওর তলে। 20 আমরা এওখানও জানি, আল্লার খাছ মায়ার জন আইয়া হারি আমরারে অউ আখল দিছইন, যাতে হক আল্লারে আমরা চিনি। তে হক আল্লার লগে আমরার মিলন অইছে, মানি তান খাছ মায়ার জন ইছা আল-মসীর লগে আমরার মিলন অইছে। তাইনউ তো হক আল্লা, তাইনউ আখেরি জিন্দেগি।

21 ও ছাবাল অকল, হকল নমুনার মুর্তিপুজা থাকি বাচিয়া রও। আমিন॥

২-হান্নান

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে চিঠির আকারে অউ ছহিফা লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত হান্নান (রাঃ)। হজরত ইছায় দুনিয়া থাকি তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৫০-৬০ বছর বাদে অউ ছহিফা লেখা অইছে। ইখান অইলো তান লেখা দুছরা চিঠি। ইতা লেখার কালো আল-মসীর বাদ-বাকি হকল সাহাবির মউত অইগেছিল, খালি তাইন জিন্দা আছলা, এরলাগি তান পরিচয় অইগেছে, হউ মুরব্বি নামে।

ই ছহিফার মাজে বেগম ছায়েবানি কইয়া যেন গেছে লেখছইন, এইন আসলে কুনু মানুষ নায়, হউ জমানার এক জমাত। বেগমর আওলাদ বলতে, জমাতর সদইস্য। আর বেগমর বইন, লেখকর এলাকার জমাত। তাইন মুমিন ভাই অকলর গেছে মিনতি কররা, একে-অইন্যে মায়া-মহব্বত করার লাগি। আর ভন্ড মৌলানা অকলর তালিম থাকি হুশিয়ার অওয়ার লাগি কইরা। ইতায় কইতা, হজরত ইছা রক্ত-মাংসর কুনু মানুষ নায়, তাইন খালি রুহ, এরলাগি রক্ত-মাংসর শরিলে আমরা যেকুনু নাপাক কাম করতাম পারি, ইতায় কুনু অসুবিধা নায়, খালি রুহ্ অইলো দামি। ই ছহিফার ৭ আয়াতো আছে, “যেতায় কইন, মানুষ ছুরতে হজরত ইছা আল-মসী দুনিয়াত আইছইন না, ইলা মাত যেগিয়ে মাতে হে অইলো হউ ধুকাবাজ আর খানে-দর্জাল।”

এরমাজে আছে,

(ক) ছালাম জানানি
(খ) হকে আর মহব্বতে চলো
(গ) বিদায়ি ছালাম

ছালাম জানানি

1 আমি হউ মুরব্বিয়ে ইতা লেখরাম, আল্লার পছন্দর হউ বেগম
ছায়েবানি আর তান আওলাদ অকলর গেছে। আল্লাই হকর খাতিরে
আমি যারারে মহব্বত করি, খালি আমি নায়, আরো যতো মানষে
আল্লাই হক জানছইন তারা হকলে যারে মহব্বত করইন, অউ তুমরার গেছে
লেখরাম। 2 অউ হক তো অখন আমরার ভিতরে বসত করে আর হর-হামেশা
আমরার লগে রইবো।
3 হক আর মহব্বতর খাতিরে, গাইবি বাফ আল্লা পাক আর অউ বাফর
খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, এইনউ ইছা আল-মসী, এরার তরফ থাকি রহমত,
মেহেরবানি আর শান্তি আমরার লগে রইবো।

হকে আর মহব্বতে চলো

4 গাইবি বাফে যেলা হুকুম দিছইন, হউ হুকুম মাফিক আপনার কয়জন
পুয়া-পুড়িন আল্লাই হকর পথে চলের দেখিয়া আমি খুব খুশি অইছি। 5 ও
মায়ার ছায়েবানি, আপনার গেছে আমার একটা অনুরোধ আছে, আমরা যানু
পরতেকে একে-অইন্যরে মহব্বত করি। আর অউ যে অনুরোধ আমি
করিয়ার, ইটা তো নয়া কুনু হুকুম নায়, বরং মুলো থাকিউ আমরা অউ হুকুম
পাইছলাম। 6 আল্লার হুকুম মাফিক চলাউ অইলো মহব্বত। তুমরা পয়লা
থাকি যে হুকুমর কথা হুনিয়া আইরায়, অলাখান মহব্বতর পথে চলো।
7 দুনিয়াত অখন বউত লাখান ধুকাবাজ বার অইছইন। যেতায় কইন,
মানুষ ছুরতে হজরত ইছা আল-মসী দুনিয়াত আইছইন না, ইলা মাত যেরা
মাতে এরা অইলো হউ ধুকাবাজ আর খানে-দর্জাল। 8 তে তুমরা হুশিয়ার
রইও, যাতে তুমরার মেনতর ফল না আরাইয়া ষোলআনা পুরুস্কার
কামাইতায় পারো।
9 যেতা মানষে আল-মসীর দেওয়া তালিমর সীমা পার অই যাইন, তান
তালিমর ভিতরে রইন না, তারার দিলর ভিতরে আল্লা নাই। অইলে যে মানুষ
তান তালিমর উপরে থির রয়, তার দিলর মাজে গাইবি বাফ আর তান খাছ
মায়ার জন ইবনুল্লা, ই দুইও জনউ আছইন। 10 কুনু উস্তাদ তুমরার গেছে
আইলে হে যুদি অউ লাখান তালিম না দেয়, তে তারে ছালাম করিও না,
আর তুমরার বাড়িত আশ্রয়ও দিও না। 11 তারে যেগিয়ে ছালাম করবো, হে
তো অগুর বদ কামর ভাগি অইবো।

বিদায়ি ছালাম

12 তুমরার গেছে তো আমার আরো বউত কথা লেখার আছিল, অইলে
কাগজ-কলমে হকলতা লেখতাম চাইরাম না। বরং আমার খিয়াল অইলো,
আমি নিজে আইয়া তুমরার লগে বইয়া ছামনা-ছামনি গফ করমু, তেউ
হকলর ভিতরর খুশি মিটবো।
13 আপনার যে বইনরে আল্লায় পছন্দ করছইন, তান আওলাদ অকলে
আপনারে ছালাম জানাইরা। আমিন॥

৩-হান্নান

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত হান্নানে (রাঃ) চিঠির আকারে অউ ছহিফা লেখছইন। লেখার কালো তান নাম না কইয়া খালি হউ মুরব্বি কইয়া পরিচয় দিছইন। হজরত ইছায় দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৫০-৬০ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে। ইখান অইলো তান লেখা তিন নম্বর চিঠি, আস্তা ইঞ্জিল শরিফর মাজে হকল থাকি হুরু ছিপারা।

ই ছহিফা খান গউছ নামর একজন মুমিন ভাইর গেছে লেখছইন, অউ ভাইয়ে খুব মেহমানদারি করতা, তাইন একজন পাক্কা ইমানদার আছলা। আর দিত্রিফ নামে এক খবিছ বেটা আছিল, হে নেতাগিরি করিয়া ইছায়ী জমাতরে দখল করতো চাইছে, লেখকে তার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি দিছইন।

অউ ছিপারার ১১ আয়াতো আছে, “যে মানষে নেক কাম করে হে অইলো আল্লার বন্দা, আর যেগিয়ে বদ কাম করে, হে তো আল্লার দরশন পাইছে না।”
এরমাজে আছে,
(ক) হজরত গউছরে ছালাম আর তারিফ
(খ) ভন্ড দিত্রিফর নেতাগিরি আর দিমিত্রি ভাইর সুনাম
(গ) বিদায়ি ছালাম

হজরত গউছরে ছালাম আর তারিফ

1 আল্লাই হকর খাতিরে আমি যারে মহব্বত করি, আমার মায়ার দুস্ত
গউছর গেছে, আমি হউ মুরব্বিয়ে ইতা লেখরাম।
2 ও মায়ার দুস্ত, আমি দোয়া করিয়ার তুমার হক্কলতা যানু সঠিক
ভাবে চলে, আরো চাইয়ার তুমার দিল যেলা ভালা তুমার শরিল-গতরও যানু
অলা ভালা থাকে। 3 তুমার অখান থাকি কয়জন মুমিন ভাই আইয়া কইলা,
আল্লাই হকর বেয়াপারে তুমি বুলে মজবুত আছো, ইখান হুনিয়া আমি খুব
খুশি অইছি। 4 আমার আওলাদ অকল আল্লাই হকর পথে চলরা হুনিয়া খুশি
লাগের, ইখান থাকি বড় আর কুনু খুশির খবর অয় নি?
5 ও মায়ার দুস্ত, তুমার অচিনা ইউ মুছাফির ভাইয়াইনরে যেলা খেজমত
করছো, ইতা তো খাটি মুমিনর কাম। 6 তুমার মায়া-মহব্বতর কথা তারা
জমাতর হুরু-বড় হকলর ছামনে কইছে। অখন আল্লার খুশি মাফিক তারারে
ছহি-ছালামতে পাঠানির বেবস্তা করি দেও, তে আরো ভালা অইবো। 7 তারা
খালি আল-মসীর তবলিগো বার অইছইন, তরিকার বাইরা মানষর গেছ থাকি
কুনু সাইয্য লইছইন না। 8 এরলাগি অউ লাখান মানষরে সাইয্য করা জরুর,
যাতে হক কামো আমরাও শরিক থাকি।

ভন্ড দিত্রিফর নেতাগিরি আর দিমিত্রি ভাইর সুনাম

9 আমি আগে জমাতর গেছে একখান চিঠি লেখছলাম, অইলে খবিছ
দিত্রিফে জমাতর নেতাগিরি করতো চায়, এরলাগি হে আমরার কথা হুনে
না। 10 অখন হে যেতা করের, আমি আইয়া হারি ইতা হকলরে জানাইমু। হে
আমরারে ইংসা করিয়া বউত মিছা বদনাম রটাইছে। খালি ইখান নায়, মুমিন
কুনু ভাইরে হে মানের না, আর অইন্য যেরা মানতো চায়, তারারেও বাধা
দেরে, এমনকি জমাত থাকি বার করি দের।
11 ও মায়ার দুস্ত, তুমি বদ কামর খরেদি না দৌড়াইয়া বরং নেক কাম করো।
যে মানষে নেক কাম করে হে অইলো আল্লার বন্দা, আর যেগিয়ে বদ কাম
করে, হে তো আল্লার দরশন পাইছে না। 12 জানো নি, হকলেউ দিমিত্রি ভাইর
সুনাম গাইরা, এমনকি স্বয়ং আল্লার হকেও এন তারিফ কররা। আমরাও এন
তারিফ কররাম, আর তুমি তো জানো আমরার মুখর কথা হাছা।

বিদায়ি ছালাম

13 ভাইরে, তুমার গেছে লেখার বউততা আছিল, অইলে কলমে-কালিয়ে
হকলতা লেখরাম না। 14 আশা আছে, খুব জলদি তুমার লগে দেখা-সাক্ষাত
অইবো, অউ সময় মুখামুখি হকলতা গফ করমু। 15 তুমার দুস্ত অকলেও
তুমারে ছালাম জানাইছইন। আমরার হকল বন্ধু-বান্ধবরে ছালাম জানাইও।
আছছালামু আলাইকুম॥

আল-এহুদা

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর হাতন ভাই হজরত ইয়াকুবর (রাঃ) আপন ভাই এহুদায় (রাঃ) অউ ছহিফা খান লেখছইন। হজরত ইছা আল-মসীয়ে দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৪০-৫০ বছর বাদে অউ ছিপারা লেখা অইছে।

ভন্ড যেতা উস্তাদ অকলে নিজরে ইমানদার কইয়া দাবি করতো, তারার বেয়াপারে হুশিয়ার অওয়ার লাগি অউ ছিপারাত তালিম আছে। ইতার হেশ দশা কিতা অইবো, অখান জানাইল অইছে। আর আগর জমানার কুনু কুনু নাফরমান মানুষ, লান্নতি ফিরিস্তা আর তারার কউমর উদাহরন দেওয়া অইছে।

লেখকে ইছায়ী উম্মত অকলরে কইরা, আল্লায় তুমরারে যে ইমান দান করছইন, অউ ইমানর লাগি দিলে-জানে লাড়াই করাত রও।
এরমাজে আছে,
(ক) ছালাম আর দোয়া
(খ) ভন্ড উস্তাদর বিরুদ্ধে ইমানি লাড়াই চালাও
(গ) ইমানে বাচিয়া রও
(ঘ) বিদায়ি দোয়া

1 আমি এহুদা তো সাহাবি ইয়াকুবর ভাই আর হজরত ইছা আল-মসীর গুলাম। আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে যেরারে মহব্বত করইন, যেরা আল্লাই দাওত পাইছইন, আর ইছা আল-মসীয়ে যেরার হেফাজত করইন, অউ ছহিফা খান আমি এরার গেছে লেখরাম। 2 তুমরার উপরে বেশ করি মেহেরবানি, শান্তি আর মহব্বত জারি রউক।

ভন্ড উস্তাদর বিরুদ্ধে ইমানি লাড়াই চালাও

3 ও মায়ার দুস্ত অকল, আমরা হকলে মিলি যে নাজাতর ভাগি অইছি, অউ নাজাতর বেয়াপারে আমি খুব খিয়ালি অইয়া তুমরার গেছে লেখতাম চাইছি। এরমাজে বুজলাম, আরো দরকার আছে ইমানর লাগি লাড়াইর বেয়াপারে লেখিয়া তুমরারে উৎসাহ দেওয়া। আল্লায় তান পাক বন্দা অকলরে চিরকালর লাগি যে ইমানি ধন দিছইন, অউ ইছায়ী ইমানর পক্ষে দিলে-জানে লাড়াই করা তো জরুর। 4 ইতার জরুর অইছে, কারন যেতা মানষে বে-দীনি কামর সাজা পাইবার কথা আগ থাকিউ লেখা আছিল, তলে তলে অতা মানুষ আইয়া তুমরার দলো হামাই গেছে। আমরার আল্লার রহমতরে তারার বদ খাইশ মিটানির আতিয়ার বানাইছে, আর আমরার একমাত্র মালিক ইছা আল-মসীর উল্টা চলে।
5 তে অউ বেয়াপার তো তুমরা খুব ভালা করিউ জানো, তা-ও আমি খালি অখান মনো করাই দিরাম, মিসর দেশ থাকি বনি ইছরাইলরে আজাদ করিয়া আনার বাদে, তারার মাজর যেতায় ইমান আনছিল না, মালিকে তারারে বিনাশ করছলা। 6 আর যেতা ফিরিস্তা অকলে নিজর দায়-দায়িত্ব আদায় না করিয়া, নিজর আসন থাকি হরি গেছলা, আল্লায় তারারে চিরকাল ধরি শিকলদি বান্দিয়া গইন আন্দাইর ঘরো রাখছইন হাশরর দিনর লাগি। 7 অউ লাখান হজরত লুত নবীর জমানার ছাদুম, আমুরা আর কান্দা-কাছার হকল টাউনর মানষে অতার লাখান জিনা করছিল, খীলি জিনা নায়, তারা খুব খবিছি জিনা করায় চিরকাল ধরি দোজখো জলবো, ইতা অইলো একটা নিশানা।
8 এরবাদেও অউ ভন্ড উস্তাদ অকল, যেতায় বাজে খোয়াব দেখি দেখি তালিম দেইন, তারা খবিছি কাম করইন, কুনুজাত শাসন মানইন না, আর বাতুনি সর্দার অকলর বদনাম গাইন। 9 এমনকি আছমানর সর্দার ফিরিস্তা মিকাইলে যেবলা হজরত মুছার লাশ লইয়া ইবলিছর লগে তর্কা-তর্কি করছলা, অউ সময় তাইন ইবলিছ-শয়তানর বদনাম গাইয়া দুষি সাইবস্তো করার সাওস করলা না, বরং কইলা, "মালিকে যানু তুমারে বন্দ করইন।" 10 অইলে অউ ভন্ড উস্তাদ অকলে যেতা বুজে না অতার বদনাম গায়, আর জংলি জানুয়ারর লাখান নিজর আখলে নিজর সর্বনাশ ঘটায়। 11 ইতা তো লান্নতি! ইণ্ডইন বাবা আদমর লান্নতি পুত কাবিলর লাখান বনছইন। দুনিয়াবি লাভর আশায় তারা হউ ভন্ড নবী বালামর খাইশর আতো নিজরে সপি দিছে। আর মুছা নবীর বায় বিগড়ি যাওরা হউ নেতা কুরাহর লাখান তারার বিনাশ আছে।
12 তে অউ লান্নতি অতা আইয়া যেবলা বে-শরমর লাখান তুমরার মেজবানি খায়, অউ সময় ইতা অইযাইন তুমরার খানির থালর ময়লা। তারা খালি নিজর স্বার্থর ধান্দা করে। তারা অইলা আছমানো উড়রা হুদা মেঘর খুটি, বা বাগানো দুইবার মরা-হুকনা ফল গাছ, যেগিয়ে ফল না ধরায়, জড়ে-ফড়ে হুরিয়া তুলিয়া ফালাইল অইছে। 13 আর তারা অইলা তুফানর কালর দরিয়ার ঢেউর লাখান, দরিয়ার ঢেউয়ে যেলা ফেনারে ভাসাইয়া তুলে, তারার বদ কামর শরমও অলা ভাসিয়া উঠে। তারা অইলা চাইরোবায় চক্কর দেওরা তেরার লাখান, ইতার হেশ দশা অইলো হর-হামেশাকুর লাগি জমা রাখা গইন আন্দাইর।
14 বাবা আদমর খান্দানর সাত নম্বর জন হজরত ইদ্রিছেও অতা মানষর বেয়াপারে কইয়া গেছইন, "হুনো, মানষর বিচার করার লাগি, মালিক-মউলায় তান আজার আজার পবিত্র ফিরিস্তা লইয়া আইরা। 15 যেতায় বে-দীনি কাম করছইন আর তান বিরুদ্ধে লান্নতি মাত মাতিছইন, অখন অউ বে-দীন গুনাগার অকলর পাওনা হিসাবে তাইন ইতারে পুরাপুর দুষি সাইবস্তো করাত আইরা।" 16 ইতায় তো হামেশাউ না-ছবরি করইন, নিজর কপালরে দুষইন আর তারার বদ খাইশর বশে চলইন। তারার হকল মাতো নিজর বড়াই-বেটাগিরি দেখাইন, স্বার্থ হাছিলর লাগি মানষর ভজনা করইন।

ইমানে বাচিয়া রও

17 অইলে ও মায়ার দুস্ত অকল, আমি তুমরারে কইরাম, আমরার মালিক ইছা আল-মসীর সাহাবি অকলে আগে যেতা বাতাইছইন, ইতা মনো রাখিও। 18 এরা তুমরারে অউ হুশিয়ারি দিতা না নি, "আখেরি জমানাত পরেজগারে ঠাট্টা-মশকরা কররা একজাত মানুষ আইবা, আইয়া তারার বে-দীনি বদ খাইশ মাফিক চলবা।" 19 দুনিয়াবি ভাবর ইতা মানষে খালি দলাদলি লাগাইন, তারার ভিতরে আল্লাই পাক রুহ নাই।
20 তা-ও মায়ার ভাইয়াইন, তুমরার অউ নিখুত পাক-পবিত্র ইমানর উপরে ভর করিয়া নিজরে গড়িয়া তুলাত রও, আর পাক রুহে কামিল অইয়া মুনাজাত করাত রও। 21 আল্লার মহব্বতর মাজে নিজরে বান্দিয়া রাখো, আর আখেরি জিন্দেগি পাইবার আশায় আমরার মালিক ইছা আল-মসীর মেহেরবানির লাগি বার চাও। 22 তুমরার মাজে যেরার ইমানে লড়া-চড়া করে, তারারে দয়া করো। 23 আগুইন থাকি তুলিয়া আনিয়া মানষর জান বাচাও। আর গুনার বদ খাইশর জালায় যেতার জিন্দেগি বরবাদ অইগেছে, ইতার ফিন্নর নাপাক কাপড় খানরেও ঘিন্না করো, আর নিজরে হেফাজতে রাখিয়া তারারে দয়া করো।

বিদায়ি দোয়া

24 আর যে আল্লায় তুমরারে উষ্টা খাওয়া থাকি বাচাইন, যেইন নিখুত হালতে তুমরারে খুশি-বাসিয়ে তান শান-তজল্লির ছামনে আজির করতা পারইন, 25 হউ একমাত্র আল্লা যেইন আমরার জান বাচাইন, তান জালাল-শান, মহিমা, কুদরতি বল-শক্তি, আর রাজ-খেমতা আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় জাইর অউক, হক্কল যুগর আগ থাকি অখন পর্যন্ত আর যুগে যুগে হর-হামেশাউ অলা অউক। আমিন॥

জাইরা কালাম

পরিচিতি

জাইরা কালাম ছিপারা খান অইলো, আছমানি কিতাব পবিত্র ইঞ্জিল শরিফর শেষ ছিপারা। আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর মায়ার সাহাবি হজরত হান্নান (রাঃ)। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার বাদে ৬০-৬৫ বছরর কালো ইখান লেখা অইছে। অউ ছিপারা লেখার সময় আল-মসীর উম্মত অকলর উপরে খুব বেশি জুলুম-অত্যাচার আছিল। অউ হালতর মাজে মুমিন অকলরে আশা-উৎসাহ যুগানি, ছবর করা, আর অউ জুলুমর মাজেও ইমানে মজবুত রইয়া আল্লার দরবারর পুরুস্কারর লাগি জুইত রইতে পরামিশ দেওয়া অইছে। অউ ছিপারার লগে আগর জমানার নবী হজরত দানিয়াল, হজরত হেজকিল আর হজরত জাকারিয়া (আঃ) অর কিতাবর লগে বউত মিল আছে। এর মাজে লেখা আছে, কিয়ামতর আগে মুমিন অকলর হাল-হকিকত কিলা অইবো, কতো বেশি জুলুম-মছিবত অইবো, বাদে আল্লা পাকে হজরত ইছা আল-মসীর উছিলায় লানতি শয়তানরে এক্কেবারে বিনাশ করিলিবা, আর অউ সময় যেরা ইমানে মজবুত রইবা, তারা আল্লার দরবার থাকি পুরুস্কার পাইবা।

ই ছিপারাত পাইবা, সাতটা ইছায়ী জমাতর গেছে চিঠির ভাষায় বয়ানি লেখা আছে। অউ সাতো জমাতর ঠিকানা অইলোগি, হউ আমলর রোমান বাদশাইর আছিয়া দেশ, বর্তমান তুরস্ক দেশর পচ্চিম এলাকা। জমাতর হাল-হকিকত বুজা, আর আমরা জানিয়া হারি নিজর জিন্দেগিত আমল করা জরুর।

অউ ছিপারাত বউত বাতুনি নম্বর লেখা আছে। অউ নম্বরর কিছু মানি অউলা অইতো পারে:
২ = হকর বেয়াপারে সাক্ষি দেওয়া; হামেশা দুইজনর সাক্ষি জরুর।
৪ = আল্লার আরশ আর অউ বেয়াপারে; এরলাগি কাবা শরিফ অইলো চাইর কুনি, যাতে অউ আরশর লগে মিল দেখা যায়।
৬ = মানুষ আর গুনাগার মানষর বেয়াপারে; ছয় নম্বর দিন মানুষ পয়দা, আর ছয় অইলো পবিত্র নম্বর ৭ থাকি কম। এরলাগি ৬৬৬ বুজায়, কিয়ামতর আগে আস্তা দুনিয়ারে বে-পথে নিবার লাগি যে দর্জাল আইবো তার নামর মার্কা বা নম্বর।
৭ = আল্লার পবিত্র নম্বর, খাছ করি তান নিজর পুরাপুর কামর বেয়াপারে; সাত দিনে আছমান-জমিনর হকলতা পয়দা, অউ ছিপারার মাজে আল্লার পুরাপুর পবিত্র প্রজার সাত জমাত, আর তান পুরাপুর গজব ঢালিবার সাত নমুনা বার বার উল্লেখ করা অইছে।
১২ = আল্লার খাছ প্রজা; হজরত ইছার আগে আছিল বনি ইছরাইলর বারো খান্দান, বাদে হজরত ইছার বারোজন খাছ সাহাবি, এরলাগি ১২+১২=২৪ আর ১২×১২=১৪৪ বুজায়, হকল জমানার আল্লার খাছ প্রজা অকল।
১০০০ = আস্তা দুনিয়া বা পুরা এক যুগ; এরলাগি ১৪৪০০০ বুজায় হকল জমানার আর আস্তা দুনিয়ার আল্লার খাছ প্রজা অকল।
১২৬০ = সাত বছরর অর্ধেক দিন। উপরর সাত দেখবা।

জাইরা কালাম ছিপারার মাজে নানান নমুনার দরশনর মাজদি, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত হকল জমানার কথা লেখা অইছে। ১ রুকু ১৯ আয়াতো আছে, “এরলাগিউ তুমি অখন যেতা দেখরায়, এর আগে যেতা ঘটিছে আর বাদে যেতা ঘটিবো, ইতা হক্কলতা তুমি লেখিয়া থও।”
এরমাজে আছে,
(ক) সাহাবি হান্নানর বেহেস্তি দরশন
(খ) সাতো জমাতর লাগি উপদেশ
(গ) আল্লার পবিত্র তখতর দরশন
(ঘ) গজবি সাতটা সীল-চাপ্পড় আর সাতটা শিংগা
(ঙ) শয়তান দানবর লগে আল্লার খাছ বন্দার যুদ্ধ
(চ) আখেরি সাতটা গজব
(ছ) নাফরমান বাবিল টাউনর বিচার
(জ) আখেরাতর বিচার
(ঝ) নয়া পয়দা

সাহাবি হান্নানর বেহেস্তি দরশন (১:১-২০)

ছালাম আর দোয়া

1 অউ কিতাবো যততা লেখা অইছে, ইতা আল্লা পাকে ইছা আল-মসীরে জানাইছইন, আর আল-মসীয়ে ইতা জাইর করছইন। থুড়া দিনর ভিতরে যেতা যেতা বেয়াপার নিচ্চিত ঘটিবো, ইতা যাতে তান গুলাম অকলে জানইন। আল-মসীয়ে তান ফিরিস্তা পাঠাইয়া নিজর গুলাম সাহাবি হান্াননরে ইতা হকলতা জানাইলা। 2 সাহাবি হান্নানে আল্লার কালাম আর ইছা আল-মসীর সাক্ষির বেয়াপারে যতো দরশন দেখলা, অউ দরশনর বেয়াপারেউ তাইন জবানবন্দি দিলা। 3 আর হউ জনউ নেক-কপালি, যেইন ই কালামর আগাম খবর অকল তিলাওত করইন, আর তারাও নেক-কপালি, যেরা ই কালাম হুনইন, হুনিয়া হারি আমল করইন; কারন সময় তো ধারো আইচ্ছে।
4-5 তে আমি হান্নানে রোমান বাদশাইর আছিয়া দেশর সাতো জমাতর গেছে অউ জবানবন্দি লেখরাম। যেইন আছলা, যেইন আছইন আর যেইন হামেশা রইবা হউ আল্লা পাক, আর তান তখতর ছামনে যে সাত নমুনার রুহ থাকইন, এরা আর যেইন হক-হালাল সাক্ষি হউ ইছা আল-মসীয়ে তুমরারে রহমত আর শান্তি দান করউক্কা। তাইন তো মুর্দা অকলর মাজ থাকি পয়লা জিন্দা অইয়া উঠিছইন, তাইনউ দুনিয়ার রাজা অকলর বাদশা। তাইন আমরারে মহব্বত করইন, এরলাগি নিজর জান কুরবানি দিয়া, আমরারে গুনার সাজা থাকি বাচাইছইন। 6 তাইন আমরারে লইয়া এক বাদশাই তিয়ার করিয়া, তান গাইবি বাফ আল্লার এবাদতির লাগি ইমাম বানাইছইন। তান মহিমা আর কুদরতি বল হর-হামেশা বওয়াল রউক। আমিন।
7 হুনো, তাইন মেঘর চাকাত অইয়া তশরিফ আনরা, পরতেকে তানরে চউখদি দেখবো, যারা লাকড়িদি বানাইল সলিবো গাথিয়া তানরে কাতল করছিল তারাও দেখবো, আর তান লাগি দুনিয়ার হকল জাতিয়ে জুরে জুরে কান্দিবা। অউলাউ অউক, আমিন। 8 আল্লা মাবুদে বাতাইরা, “আমিউ আলিফ আর ইয়া, যেইন আছইন, যেইন আছলা আর যেইন হামেশা রইবা। আমিউ সর্ব-শক্তিমান।”

হজরত ইছার নুরর ছুরত

9 আমি তো তুমরার ভাই হান্নান, হজরত ইছার উম্মত অওয়ায় আমিও তুমরার লাখান একই কষ্ট, একই বাদশাই আর একই ছবরর ভাগি অইছি। আল্লার কালাম তবলিগ করায় আর ইছার পক্ষে জবানবন্দি দেওয়ায় আমারে পাতমুছ নামর দ্বীপো নিয়া বনবাস দেওয়া অইছিল। 10 এরমাজে হজরত ইছার পবিত্র দিন, এক রবিবারে আমি আল্লাই পাক রুহর মাজে পুরাপুর ডুবি গেলাম, অমন সময় আমার খরেদি শিংগার আওয়াজর লাখান এক আওয়াজ হুনলাম। 11 হুনলাম, কুনু এক জনে আমারে কইরা, “হুনো, তুমি অখন যেতা দেখরায়, ইতা এক কিতাবো লেখো, লেখিয়া ইফিছু, ইজমির, ফরগাম, থুয়াতিরা, ছার্দি, ফিলাদিলফিয়া আর লাওদিকেয়া টাউনর সাতো জমাতর গেছে পাঠাও।”
12 আমার লগে যেইন মাতিরা, তানরে দেখার খিয়ালে আমি খরেদি ঘুরলাম, ঘুরিয়া দেখি, সোনার সাতটা চেরাগ দানি। 13 অউ চেরাগ দানির

মাজখানো ইবনে-আদমর লাখান একজনরে দেখলাম। তান ফিন্নো পাও পর্যন্ত লাম্বা পাইঞ্জাবি, আর বুকুর উপরে সোনালী এক পট্টি। 14 তান মাথার চুল দুধর লাখান ধলা চকচকা। তান চউখ আগুনির লুক্কার লাখান। 15 পাও অইলোগি, আগুইনদি জালাইয়া মাঞ্জিয়া পরিস্কার করা চকচকা পিতলর লাখান, আর তান গলার আওয়াজ অইলো, জুরে জুরে কল-কলাইয়া যাওয়া পানির ফুতর লাখান। 16 তান মুখর ছুরত আছিল পুরা জলমল করর‍া সুরুজর লাখান। তান মুখ থাকি ধারাইল একখান তলোয়ারি বার অইলো, ই তলোয়াররর দুইও গালাবায় ধার আছিল, আর তান ডাইন আতো আছিল আছমানর সাতটা তেরা।

17 তানে দেখিয়া আমি মরার লাখান তান পাওর কান্দাত পড়ি রইলাম। তেউ তান নিজর ডাইনর আত আমার উপরে থইয়া কইলা, "ডরাইও না। আমিউ আউয়াল আর আমিউ আখের, 18 আমিউ হাইউল-কাইয়ুম, যেইন নিজে নিজে হর-হামেশা আছি। আমার মউত অইছিল, অইলে অখন আমি যুগ যুগ ধরি চিরকাল জিন্দা আছি। মউত আর কয়বরর চাবি আমার আতো আছে। 19 এরলাগিউ তুমি অখন যেতা দেখরায়, এর আগে যেতা ঘটিছে আর বাদে যেতা ঘটিবো, ইতা হক্কলতা তুমি লেখিয়া থও। 20 তুমি সোনার যে সাতটা চেরাগ দানি দেখছো আর আমার ডাইন আতো সাতটা তেরা দেখছো, ইতার মানি অইলো, সাতো তেরা অইলো সাত জমাতর সাত জন ফিরিস্তা, সাতটা চেরাগ দানি অইলো হউ সাতো জমাত।"

সাতো জমাতর লাগি উপদেশ (২:১-৩:২২)

(১) ইফিছিয়া জমাতর গেছে

2 ইফিছ টাউনর জমাতর ফিরিস্তার গেছে লেখো: যেইন নিজর ডাইন আতো আছমানর সাতটা তেরা ধরিয়া, সোনার সাতটা চেরাগ দানির মাজখানো চলা-ফিরা করইন, তাইন অউ কথা কইরা,

2 আমি তো তুমরার কাম-কাজ, তুমরার মেনত আর তুমরার ছবরর কথাও জানি। আমি জানি, তুমরা কুনুজাত বদ মানষরে সইয্য করতায় পারো না, আর সাহাবি না অইয়াও যেগুইন্তে নিজরে সাহাবি কইয়া পরিচয় দেইন, তারারে পরিক্ষা করিয়া দেখছো, আর পরমানও পাইছো তারা যেন বেইমানি মাতের। 3 তুমরার বউত ছবর আছে, তুমরা আমার লাগি বউত কষ্ট কররায়, কুনুমন্তে হেরান অইছো না।

4 অইলে তুমরার বিরুদ্ধে তো আমার নালিশ আছে, তুমরা পয়লা আমারে যেলা মহব্বত করতায়, অখন ইতা বাদ দিলাইছো। 5 থুড়া চিন্তা করি দেখো, তুমরা কতো উচা থাকি কতো লামাত লামি গেছ। ই হালত থাকি দিল বদলাইয়া, আগে যেতা করতায় অখন হিরবার অলা করো। আর যুদি দিল না ফিরাও, তে আমি তুমরার গেছে আইয়া তুমরার চেরাগ দানি খান জাগা থাকি হরাইলিমু। 6 তুমরার তো একটা গুন আছে, নিকুলায়তি অকলে যেতা কাম করইন তুমরা ইতারে ঘিন্না করো, আর আমিও ইতারে ঘিন করি।

7 যার কান আছে হে হুনউক, পাক রুহে জমাত অকলরে কিতা বাতাইরা। যে জন জয়ী অইবো তারে আমি আল্লা পাকর জান্নাতুল-ফেরদৌছর জিন্দেগি-গাছর ফল খাইতে দিমু।

(২) ইজমির জমাতর গেছে

8 ইজমির টাউনর জমাতর ফিরিস্তার গেছে অউ কথা লেখ: যেইন আউয়াল আর আখের, যেইন মারা গেছলা, বাদে জিন্দা অইছইন, তাইন অখান কইরা,

9 আমি তো তুমরার অভাব-অনটন আর কষ্টর কথা জানি, অইলে এরবাদেও তুমরা ধনি। যেতা মানষে খাটি ইহুদি নামে নিজর পরিচয় দেয়, অথচ ইহুদির আমল নাই, বরং ইবলিছর দলর মানুষ, ইতায় তুমরার বিরুদ্ধে কিতা মাতিরা আমি তো জানি। 10 তুমরা যে মছিবতর মাজে পড়বায়, ই মছিবতরে একদম ডরাইও না। জানো নি, ইবলিছে পরিক্ষা করার নিয়তে তুমরার মাজর কয়জনরে জেলো দিবো, হনো তুমরা দশ দিন কষ্ট পাইবায়। হুনো, ইমানর পথে তুমরা মরন পর্যন্ত হক-হালাল রইও, তেউ জয়র মালা হিসাবে আমি তুমরারে আখেরর জিন্দেগি দিমু।

11 যার কান আছে হে হুনউক, পাক রুহে জমাত অকলরে কিতা বাতাইরা। যে জন জয়ী অইবো, দুছরা বারর মউতে, মানি দোজখে তার খেতি করার কুনু সাইধ্য নাই।

(৩) ফরগাম জমাতর গেছে

12 ফরগাম টাউনর জমাতর ফিরিস্তার গেছে অউ কথা লেখ: ধার আলা যে তলোয়াররর দুইও গালাবায় ধার আছে, অউ তলোয়াররর মালিকে অখান কইরা,

13 তুমরা কুন জাগাত বসত কররায় ইতা তো আমি জানি, ইখানো ইবলিছর সিংহাসন আছে। অইলে আমার বেয়াপারে তুমরা হক-হালাল আছো, আমার উপরর ইমানরে অস্বীকার করছো না। আমার তবলিগ কররা হউ হক-হালাল জন আন্তিপাছ যেবলা কাতল অইছলা, ইবলিছর আখড়ার মাজে, তুমরার টাউনো তারে খুন করা অইছিল, হউ সময়ও তুমরার ইমানরে অস্বীকার করছো না।

14 তা-ও তুমরার বিরুদ্ধে আমার কিছু মাত আছে। তুমরার অনো অলা কিছু মানুষ আছইন, যেতায় মুছা নবীর আমলর ভন্ড নবী বালামর তালিমে চলইন। অউ বালামে বাদশা বালাকরে হিকাইছিল, যাতে হে দেবতার মুর্তির ছামনর পসাদ খাওয়াইয়া আর জিনা করাইয়া, বনি ইছরাইলরে গুনার পথে নেয়। 15 ইতা ছাড়াও নিকুলায়তি অকলর তালিমে যেতা চলইন, অতা কয়গুও তুমরার অনো আছইন। 16 এরলাগি ই হালত থাকি তুমরা দিল বদলাও, আর না বদলিলে আমি খুব জলদি তুমরার ধারো আইমু, আইয়া আমার মুখর তলোয়ারদি তারার লগে জিহাদ করমু।

17 যার কান আছে হে হুনউক, পাক রুহে জমাত অকলরে কিতা বাতাইরা। যে জন জয়ী অইবো, আমি তারে লুকাইল বেহেস্তি মান্না থাকি থুড়া মান্না আর একটা ধলা পাথর দিমু। অউ পাথরর উপরে অমন এক নাম লেখা থাকবো, ই নাম কেউ চিনে না; যে জনে অউ পাথর পাইবো, খালি হে-উ ই নাম চিনবো।

(৪) থুয়াতিরা জমাতর গেছে

18 থুয়াতিরা টাউনর জমাতর ফিরিস্তার গেছে অউ কথা লেখ: আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তান চউখ অইলো আগুনির লুক্কার লাখান, পাও দুইও খান মাঞ্জিয়া পরিস্কার করা চকচকা পিতলর লাখান, তাইন অখান কইরা,

19 আমি তো তুমরার কাম-কাজ, তুমরার মায়া-মহব্বত, ইমান, খেজমত আর তুমরার ছবরর কথা জানি। আর এওখানও জানি, তুমরা আগে যেতা কাম করছো, অখন এর থাকি আরো বেশি কাম কররায়।

20 অইলে তুমরা তো ইজাবেল নামর অউ বেটিরে আশ্রয় দিরায়, এরলাগি তুমরার বিরুদ্ধে আমার একখান কথা আছে, তাই নিজরে নবী কইয়া পরিচয় দেয়। আমার বন্দা অকলরে তাই জিনা করা আর দেবতার ছামনর পসাদ খাওয়া হিকাইয়া বে-পথে নেরগি। 21 অউ জিনা থাকি তৌবা করার লাগি আমি তাইরে সময় দিছলাম, অইলে তাই তৌবা করতে রাজি নায়। 22 হুনো, এরলাগি আমি তাইরে এক বিছনাত ফালাইয়া থইমু, তাইর লগে যেতায় জিনা করইন, ইতায় যুদি তৌবা না করইন, তে তারারেও বড় মছিবতো ফালাইমু। 23 তাইর পুয়া-পুড়িনরেও আমি মারিলিমু। তেউ হকল জমাতে জানিলিবা, আমি তো মানষর দিলর আর মনর খবর রাখি। আমি আমল-নমা দেখিয়া তুমরা পরতেক জনর ফল দিমু। 24 থুয়াতিরা জমাতর বাকি মুমিন অকলরে কইরাম, তুমরা যেরা অউ বেটির কথায় চলো না, মানষে যেতারে ইবলিছর গইন তালিম কইন, তুমরা যেরা হউ পথ চিনো না, আমি তুমরারে দুছরা কুনু ভার দিতাম নায়। 25 খালি তুমরার যেতা আছে, আমি না আওয়া পর্যন্ত অখনাইনরে তুমরা মজবুত করি ধরিয়া রইও।

26 আমার গাইবি বাফে যেলা হক্কল জাতির উপরে আমারে খেমতা দিছইন, যেরা জয়ী অইবো, তারারেও আমি অউ খেমতা দিমু। আমি যে কামে খুশি অই অউ কাম যেরা আখের পর্যন্ত করবো, তারা ই খেমতা পাইবা। 27 তারা লুয়ার লাঠি দিয়া ইতারে শাসন করবা, আর মাটির পাতিলর লাখান ইতারে চুরমার করবা। 28 যেরা জয়ী অইবো, আমি তারে ফজরর শুক-তেরাও দিমু।

29 যার কান আছে হে হুনউক, পাক রুহে জমাত অকলরে কিতা বাতাইরা।

(৫) ছার্দি জমাতর গেছে

3 ছার্দি টাউনর জমাতর ফিরিস্তার গেছে লেখ: আল্লার সাত নমুনার রুহ আর সাতটা তেরা যেইন ধরিয়া রাখছইন, তাইন অখান কইরা,

তুমরার কাম-কাজ তো আমি জানি। তুমরা জিন্দা আছো করিয়া তুমরার বউত সুনাম আছে, অইলে আসলে তো তুমরা মুর্দা। 2 তুমরা হজাগ অইয়া উঠো, আর বাদ-বাকি যততা মরার পথি অইগেছে, ইতারে বল যুগাও। হুনো, আমার আল্লার ছামনে তুমরার একখান কামও আমি সঠিক দেখছি না। 3 এরলাগি তুমরা যেতা পাইছো আর যেতা হুনছো, অতা ইয়াদ রাখো আর আমল করো। তুমরার অখনকুর হালত থাকি দিল বদলাও। তুমরা যুদি হজাগ না অও, তে আমি চুরর লাখান লুকাইয়া আইমু, কুন বালা তুমরার গেছে আইমু, তুমরা টেরউ পাইতায় নায়। 4 তে অউ ছার্দি জমাতো তুমরার অলা কয়জন মানুষ আছইন যেরার লেবাছো কুনু খুত নাই, মানি তারার চাল-চলন খারাপির বায় গেছে না। তারা পরেজগার বন্দা, এরলাগি তারা পরিস্কার ধলা লেবাছ ফিন্দিয়া আমার লগে চলা-ফিরা করবা। 5 যে জন জয়ী অইবো, হে অলা ধলা লেবাছ ফিনবো। আখেরাতর জিন্দেগি খাতা থাকি তার নাম আমি কুনুদিনও ফুছুতাম নায়। বরং আমার গাইবি বাফ আর তান ফিরিস্তা অকলর ছামনে আমি তারে আমার কইয়া স্বীকার করমু।

6 যার কান আছে হে হুনউক, পাক রুহে জমাত অকলরে কিতা বাতাইরা।

(৬) ফিলাদিলফিয়া জমাতর গেছে

7 ফিলাদিলফিয়া টাউনর জমাতর ফিরিস্তার গেছে লেখ: যেইন হক আর পাক-পবিত্র, যেন আতো বাদশা দাউদ নবীর চাবি আছে, যেইন খুললে আর কেউ বন্দ করতো পারে না, আর বন্দ করলে কেউ খুলতো পারে না, তাইন অখান কইরা,

8 আমি তো তুমরার কাম-কাজ জানি। হুনো, আমি তুমরার ছামনে একখান দুয়ার খুলা রাখলাম, ইখান বন্দ করার খেমতা কেউরর নাই। আমি তো জানি, তুমরা খুব কমজুর, এরবাদেও তুমরা আমার হুকুম আমল করছো আর আমারে অস্বীকার করছো না। 9 যেরা ইহুদি কইয়া নিজর পরিচয় দেয় অথচ আসল ইহুদি নায়, ইবলিছ-শয়তানর দলর হউ বেইমান অকলরে আমি তুমরার গেছে আনাইমু, তুমরার পাওয়ো ধরাই কদমবুছি করাইমু, আর তারারে জানাই দিমু আমি তুমরারে মহব্বত করি। 10 তুমরারে ছবর করার লাগি আমি যে হুকুম দিছলাম ইতা তুমরা মানছো; এরলাগি ই দুনিয়ার উপরে মছিবতর যে সময় আইয়া আজের, ইউ সময় থাকি আমি তুমরারে হেফাজত করমু। দুনিয়ার মানষরে পরিক্ষা করার লাগি অউ মছিবতর সময় আইবো।

11 হুনো, আমি খুব জলদি আইরাম। তুমরার যেতা আছে অতারে মজবুত করি ধরিয়া রাখ, যাতে তুমরার জয়র মালা কেউ কাড়িয়া নিতো না পারে। 12 যে জন জয়ী অইবো, তারে আমি আমার আল্লার ঘরর একটা খুটি বানাইমু, হে আর কুনুদিন বার অইয়া যাইতো নায়। আমি তার উপরে আমার

আল্লার নাম আর আল্লার টাউনর নামও লেখমু। হউ টাউন অইলোগি নয়া জেরুজালেম। বেহেস্তর মাজ থাকি, আমার আল্লার ধারো থাকি হউ টাউন লামিয়া আইবো। আর যে জন জয়ী অইবো, তার উপরে আমি আমার নয়া নাম খানও লেখমু।
13 যার কান আছে হে হুনউক, পাক রুহে জমাত অকলরে কিতা বাতাইরা।

(৭) লাওদিকেয়া জমাতর গেছে

14 লাওদিকেয়া টাউনর জমাতর ফিরিস্তার গেছে লেখ: যেন নাম আমিন, যেইন হক-হালাল সাক্ষি, যেইন আল্লার পয়দা করা হক্কলতার মুল খুটি, তাইন অখান কইরা,
15 তুমরার কাম-কাজর কথা তো আমি জানি। তুমরা অইলায় না ঠান্ডা, না গরম। তুমরা হয় ঠান্ডা না অয় গরম অইলে ভালা অইলো অনে। 16 অইলে তুমরা তো উমলি গরম, না ঠান্ডা, না গরম, এরলাগি আমি আমার মুখর ছেফর লাখান থু করি তুমরারে ফালাই দিমু। 17 তুমরা তো কইরায়, তুমরা বউত ধনি, তুমরা বড়লোক অইগেছো, এরলাগি তুমরার কুন্তার অভাব নাই। ইতা খুব ভালা কথা, অইলে আসলে তো তুমরা বুজরায় না, তুমরা খুব দুখি, কাংগাল, গরিব, আন্দা আর লেমটা আছো। 18 এরলাগি আমি তুমরারে অউ উপদেশ দিরাম, আগুইনদি জালাইল খাটি সোনা তুমরা আমার গেছ থাকি লইয়া নেও, যাতে তুমরা হাছারর ধনি অইতায় পারো। আমার গেছ থাকি ধলা লেবাছ লইয়া নিয়া ফিন্দো, তেউ তুমরারে আর লেমটা দেখা যাইতো নায়। আমার গেছ থাকি চখুত লাগানির সুরমা লইয়া নেও, তেউ তুমরা হাছারর চউখে দেখবায়।
19 হুনো, আমি যেরারে মায়া করি, তারার দুষ-তিরুটি দেখাই দেই আর শাসনও করি। এরলাগি তুমরা উমলি গরম থাকি পুরা গরম অইয়া তৌবা করো। 20 জানো নি, আমি দুয়ারর গেছে উবাইয়া দুয়ারো ঠুকাইরাম। আমার গলার আওয়াজ হুনিয়া যুদি কেউ তার দুয়ার খুলিয়া দেয়, তে আমি তার ভিতরে হামাইমু, তার লগে খানা-দানা খাইমু আর হে-ও আমার লগে খানা-দানা খাইবো। 21 আমি যেলা জয়ী অইয়া আমার গাইবি বাফর লগে তান পবিত্র আরশর কুরছিত বইছি, ঠিক অউ লাখান যে জন জয়ী অইবো, তারেও আমি আমার লগে আমার কুরছিত বওয়ার অধিকার দিমু।
22 যার কান আছে হে হুনউক, পাক রুহে জমাত অকলরে কিতা বাতাইরা।

আল্লার পবিত্র তখতর দরশন (৪:১-৫:১৪)

আল্লার তখতর ছামনে এবাদত

4 এরবাদে আমি দরশন দেখলাম, বেহেস্তর একখান দুয়ার খুলা আছে। আর আমি তান গলার আওয়াজ হুনলাম, শিংগার আওয়াজর লাখান যেইন আগে মাতিছলা, তাইন আমারে ডাক দিলা, কইলা, "তুমি অনো উঠিয়া আও। আমি অখন তুমারে দেখাইমু, এরবাদে কিতা কিতা নিচ্চিত ঘটিবো।" 2 ডাক হুনার লগে লগেউ আমি পাক রুহে কামিল অইলাম, আর দেখলাম, বেহেস্তর মাজে একখান তখত আছে, অউ তখতর উপরে একজন বওয়াত আছইন। 3 এন ছুরত অইলো, দামি হীরা আর লাল-মনির লাখান। ই তখতর চাইরো গালাবায় আছিল রংধেনু, ইতা দেখতে এক্কেরে কছুয়া পান্না মনির লাখান। 4 অউ তখতর চাইরো কান্দাবায় আরো চব্বিশ খান তখত আছিল, হউ তখতো বওয়াত আছলা চব্বিশ জন মুরব্বি নেতা। এরার লেবাছ আছিল ধলা চকচকা আর মাথাত আছিল সোনার তাজ। 5 মাজ খানর তখত থাকি মেঘর জিলকানি, গুড়-গুড়ি ডাক আর বেজুইতা ঠাঠারি শব্দ বারনিত আছিল। এর ছামনে সাতটা মুশাল জালাইল আছিল, ই মুশাল অইলো আল্লার সাত নমুনার রুহ্। 6 তখতর ছামনে ফটিকর গ্লাসর লাখান পরিস্কার কাচর এক দরিয়া আছিল। আর অউ মাজর তখতর চাইরো গালাত চাইর জন জানদার আছিল, এরার ছামনে-পিছে দুইওবায় চউখ অকলে ভরা। 7 পয়লা জানদারটা দেখতে সিংহর লাখান, দুছরাটা বিছালর লাখান, তিন নম্বরটা মানষর লাখান আর চাইর নম্বরটা উড়াল দেওরা চিলর লাখান। 8 অউ চাইরো জানদারর পরতেকর ছয়টা করি ডাখনা আছিল, আর বারে-ভিতরে চাইরোবায় চউখ আছিল। তারা দিন-রাইত হামেশা অউ জিকির কররা,

"কুদ্দুছুন, কুদ্দুছুন, কুদ্দুছুন, রাব্বু ইলাহুল ক্বাদির,
কানা ওয়া-হুয়া কাইনুছ ছাইয়াতিন।
পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র আল্লা মাবুদ সর্ব-শক্তিমান,
যেইন আছলা, যেইন আছইন, আর যেইন হামেশা রইবা।"

9 যেইন চিরকালিন জিন্দা, যেইন তখতো বওয়াত আছইন, অউ জানদার অকলে যেবলাউ তান তারিফ, সম্মান আর শুকরিয়া জানাইন, 10 অউ সময় যেইন তখতো বওয়াত আছইন, যেইন চিরকালিন জিন্দা, এন ছামনে হউ চব্বিশ জন মুরব্বি নেতা নতো অইয়া সইজদা করইন। ই নেতা অকলে যারযির মাথার তাজ সিংহাসনর ছামনে খুলিয়া থইয়া কইন,

11 "ও আমরার মাবুদ আল্লা,
তুমি তো ইজ্জত, তারিফ আর কুদরতি খেমতার যোইগ্য।
তুমিউ তো হকলতা পয়দা করছো,
তুমার মর্জিয়ে হকলতা পয়দা অইছে আর টিকিয়া আছে।"

গাইবি কিতাব আর মেড়ার বাইচ্চা

5 অউ তখতর মাজে যেইন বওয়াত আছলা, তান ডাইনর আতো আমি একখান কিতাব দেখলাম। কিতাবর বারে-ভিতরে কুন্তা লেখা আছে, ইখান সাতটা সীল দিয়া সীল-চাপ্পড় মারা। 2 বাদে আমি দেখলাম, খুব শক্তিআলা একজন ফিরিস্তায় জুরে জুরে কইরা, "ইলা যোইগ্য কেউ আছইন নি, যেইন অউ সীল-চাপ্পড় ভাংগিয়া কিতাব খান খুলতা পারবা?" 3 অইলে আছমান-জমিন বা পাতালর মাজে ইলা কেউ মিললো না, যেইন ইখান খুলা বা এর ভিতর দেখার যোইগ্য। 4 তেউ আমি হান্নানর খুব কান্দন আইলো, কারন ই কিতাব খান খুলার বা এর ভিতর দেখার যোইগ্য একজনও পাওয়া গেল না। 5 বাদে হউ মুরব্বি নেতা অকলর মাজর একজনে আমারে কইলা, "ওবা, কান্দিও না। হুনো, যেইন এহুদা খান্দানর সিংহ, দাউদ নবীর বংশধর, তাইন জিতিছইন। তাইন অউ সাতো সীল-চাপ্পড় ভাংগিয়া কিতাব খান খুলতা পারবা।"
6 আমি আরো দেখলাম, মুরব্বি নেতা অকলর, চাইরো জানদারর, আর অউ তখতর মাজখানো এক মেড়ার বাইচ্চা উবাই রইছে। দেখতে মনো অইলো, ই বাইচ্চারে জবো করা অইছে। ই মেড়া-বাইচ্চার সাতটা হিং আর সাতটা চউখ। আল্লার যে সাত নমুনার রুহরে দুনিয়ার মাজে পাঠাইল অয়, অউ সাতো চউখ অইলো হউ সাতো রুহ্। 7 বাদে অউ মেড়ার বাইচ্চা আইয়া, তখতো যেইন বওয়াত আছলা, এন ডাইন আত থাকি অউ কিতাব খান নিলা। 8 কিতাব নেওয়ার বাদে হউ চাইরো জানদারে আর চব্বিশ জন মুরব্বি নেতায় অউ মেড়ার বাইচ্চারে সইজদা করলা। এরা পরতেকর আতো এগু করি সারিন্দা, আর আগর-খুশবয়ে ভরা এগু সোনার বাটি আছিল। ই আগর-খুশবয় অইলো আল্লার পাক বন্দা অকলর দোয়া-মুনাজাত। 9 আর তারা নয়া অউ গজল গাইলা,

"খালি তুমিউ সঠিক জন অউ কিতাব খান নিবার,
নিয়া এর সীল-চাপ্পড় খুলবার।
তুমারে তো কাতল করা অইছিল।
তুমি তুমার লউ দিয়া হক্কল খান্দান থাকি,
আল্লার লাগি মানুষ খরিদ করছো।
হক্কল জাতর বুলিয়ে মাতরা মানুষ,
হকল দেশ আর জাতি থাকিও খালাছ করছো।
10 এরারে লইয়া তুমি এক বাদশাই কাইম করছো,
আমরার আল্লার এবাদতির লাগি ইমাম বানাইছো,
এরাউ আস্তা জগতো বাদশাই করবা।"

11 বাদে আমি চাইলাম, আর হউ তখত, চাইরো জানদার আর মুরব্বি নেতা অকলর চাইরোবায় বউত ফিরিস্তা অকলর আওয়াজ হুনলাম। ইনো হাজারে-হাজার, কোটি কোটি ফিরিস্তা আছলা। 12 এরা জুরে জুরে অউ গজল কইলা,

"যে মেড়া-বাইচ্চারে জবো করা অইছিল,
এইনউ খেমতা, ধন-দৌলত, আখল, বল-শক্তি,
ইজ্জত, গৌরব আর তারিফ পাওয়ার যোইগ্য।"

13 এরবাদে আমি হুনলাম, আছমানো, জমিনো, পাতালো আর দরিয়ার মাজে যতো জানদার আছে, বা ইতার ভিতরে আরো যততা আছে, এরা হক্কলে অখান কইরা,

"তখতর মাজে যেইন বওয়াত আছইন,
তাইন আর অউ মেড়া-বাইচ্চার,
তারিফ, ইজ্জত, গৌরব আর খেমতা হর-হামেশা জারি রউক।"

14 তেউ হউ চাইরো জানদারে কইলা, "আমিন।" আর হউ মুরব্বি নেতা অকল নতো অইয়া সইজদা করলা।

গজবি সাতটা সীল-চাপ্পড় আর সাতটা শিংগা (৬:১-১১:১৯)

কিতাবর পয়লা ছয়টা সীল-চাপ্পড় খুলা

6 বাদে আমি দেখলাম, হউ মেড়ার বাইচ্চায় যেবলা সাতো সীল-চাপ্পড়র মাজ থাকি পয়লা সীল ভাংগিরা, অউ সময় হউ চাইরো জানদারর মাজর একজনে ঠাঠা পড়ার আওয়াজর লাখান জুরে কইলা, "আও।" 2 তেউ আমি চাইয়া দেখলাম, ধলা একটা ঘোড়া, এর উপরে যেইন ছওয়ার অইছইন তান আতো তীর-ধনুক আছে। তান মাথাত তাজ লাগাইল অইলো, তাইন জয় করার লাগি জয় করি করি রওয়ানা অইলা।
3 আর তাইন যেবলা দুছরা সীল ভাংগিলা, অউ সময় আমি দুছরা জানদারর আওয়াজ হুনলাম, এইন কইলা, "আও।" 4 তেউ লাল চুরুক আরকটা ঘোড়া বার অইলো, আর এর উপরে যেইন ছওয়ার অইছইন, এনরে অউ খেমতা দেওয়া অইলো, যাতে তাইন দুনিয়া থাকি হকল শান্তি

কাড়িয়া নেইনগি, মানষে একে-অইন্যরে খুন করইন, এনরে বড় একখান তলোয়ারও দেওয়া অইলো।
5 বাদে মেড়ার বাইচ্চায় যেবলা তিন নম্বর সীল ভাংগিলা, অউ সময় আমি তিন নম্বর জানদারর আওয়াজ হুনলাম, তাইন কইলা, "আও।" তেউ আমি দেখলাম, একটা কালা ঘোড়া। এর উপরে যেইন ছওয়ার অইছইন, তান আতো একখান পাল্লা আছে। 6 আর আমি হুনলাম, হউ চাইর জন জানদারর মাজখান থাকি কেউ যানু কইরা, "এক দিনারে খালি এক সের গম বা এক দিনারে তিন সের বার্লি মিলে। অইলে তুমি জয়তুন আর আংগুর গাছর খেতি করিও না।"
7 অউ মেড়ার বাইচ্চায় যেবলা চাইর নম্বর সীল ভাংগিলা, অউ সময় আমি হুনলাম, চাইর নম্বর জানদারে কইলা, "আও।" 8 তেউ আমি চাইয়া দেখলাম, ছালি রংগর এক ঘোড়া, অউ ঘোড়ার যেইন ছওয়ার, এন নাম অইলো মউত আর তান খরে খরে কয়বরে আটের। এরারে দুনিয়ার চাইর বাটর মাজর এক বাটর উপরে খেমতা দেওয়া অইলো, যাতে তারা তলোয়ার দিয়া, নিদান দিয়া, গজবি মউত আর জংলি জানুয়ার দিয়া মানষর জান নেইন।
9 বাদে তাইন যেবলা পাচ নম্বর সীল ভাংগিলা, অউ সময় আমি দেখলাম, কুরবানি খানার তলে অউ লাখান মানষর রুহ অকল আছে, যেরারে আল্লার কালামর লাগি আর হজরত ইছার পক্ষে জবানবন্দি দেয়ার লাগি কাতল করা অইছে। 10 এরা জুরে জুরে কইলা, "ও পাক-পবিত্র হক্কানি মউলা, আমরার কাতলর বিচার করতে আর বদলা লইতে, তুমি দুনিয়ার মানষরে আর কতদিন সময় দিতায়?" 11 তেউ এরা হকলরে ধলা লেবাছ দান করা অইলো, আর কওয়া অইলো, তারার লগর খেজমতগার আর তারার যতো ভাইয়াইনরে তারার নমুনায় কাতল করা অইবো, এরার সংখ্যা পুরা না অওয়া পর্যন্ত, আরো কিছু দিন বার চাইতে অইবো।
12 বাদে আমি দেখলাম, মেড়ার বাইচ্চায় ছয় নম্বর সীল ভাংগিলা, অউ সময় খুব বড় ভৈছাল অইলো। সুরুজর রং অইগেল কালা ছিয়াই আর ভরা চান্দর রং অইলো লউর লাখান লাল। 13 তুফান আইলে যেলা ডুমুর গাছ থাকি কাচা ফলও তুফানে ফালাই দেয়, ঠিক অউলা আছমানর তেরা অকল খুলিয়া জমিনর উপরে পড়িগেল। 14 আস্তা আছমান দলা অইয়া কাগজর পুটলা লাখান বনিয়া গাইব অইগেল। পাড়-পর্বত আর দ্বীপ অকলও যারযির জাগা থাকি হরিগেল। 15 আর দুনিয়ার হকল রাজা-বাদশাইন, নামকরা জন, সিপাইর পরধান, জমিদার, পয়লোয়ান, গুলাম বা আজাদ পরতেক জনউ পাড়র গাতে গাতে, পাথরর আওড়ে লুকাইলো। 16 তারা অউ পাড় আর পাথর অকলরে কইলো, "আমরার উপরে আইয়া পড়ো, যেইন তখতো বওয়াত আছইন তান চউখর ছামন থাকি আর মেড়ার বাইচ্চার গজব থাকি আমরারে লুকাও। 17 তারার গজবি হউ কিয়ামতর দিন তো আইচ্ছে, অখন আর টিকিয়া থাকার সাইধ্য কার আছে?"

আল্লার সীল-চাপ্পড় মারা গুলাম

7 এরবাদে আমি দেখলাম, দুনিয়ার চাইর কুনাত চাইর জন ফিরিস্তা উবাই রইছইন। তারা দুনিয়াত, দরিয়াত আর হকল গাছ-পালাত বাতাস হামানির দুয়ার বন্দ করার লাগি উবাইছইন। 2 বাদে আমি দেখলাম, পুবে থাকি আরিক জন ফিরিস্তা উঠিয়া আইরা, জিন্দা আল্লার সীল-চাপ্পড় তান গেছে আছে। তাইন আইয়া যে চাইর জন ফিরিস্তারে দুনিয়া আর দরিয়ার খেতি করার লাগি খেমতা দেওয়া অইছিল, হউ চাইরো ফিরিস্তারে জুরে জুরে ডাকিয়া কইলা, 3 "আমরা যতোবইল আমরার আল্লার গুলাম অকলর কপালো সীল না মারছি, অতোবইল তুমরা দুনিয়ার, দরিয়ার বা গাছ-পালার খেতি করিও না।" 4 বাদে আমি হউ সীল-চাপ্পড় মারা মানষর পরিমান হুনলাম। বনি ইছরাইলর হকল খান্দান থাকি এক লাখ চৌচাল্লিশ আজার জনরে সীল মারা অইছে।

5 এহুদা খান্দানর বারো আজার জন সীল মারা;
রুবেন খান্দান থাকি বারো আজার;
ছাদু খান্দান থাকি বারো আজার;
6 আশির খান্দান থাকি বারো আজার;
নপ্তালি খান্দান থাকি বারো আজার;
মানশা খান্দান থাকি বারো আজার;
7 শিমিয়ন খান্দান থাকি বারো আজার;
লেবি খান্দান থাকি বারো আজার;
ইছাখর খান্দান থাকি বারো আজার;
8 সবুলন খান্দান থাকি বারো আজার;
ইউছুফ খান্দান থাকি বারো আজার;
বিন-ইয়ামিন খান্দান থাকি বারো আজার জন সীল মারা।

ধলা লেবাছ ফিন্দা মানষর মিছিল

9 বাদে আমি দেখলাম, পরতেক দেশ, হকল খান্দান, হকল জাতি আর হকল জাতর বুলিয়ে মাতরা বউত মানুষ দলা অইছইন, এরারে গনিয়া ফুড়ানির সাইধ্য কেউরর নাই। এরা ধলা লেবাছ ফিন্দিয়া খেজুর পাতা আতো লইয়া, হউ তখত আর মেড়ার বাইচ্চার ছামনে উবাই রইছইন। 10 তারা জুরে জুরে কইরা,

"আমরার আল্লা যেইন তখতো বওয়াত আছইন,
আর মেড়ার বাইচ্চার আতোউ,
গুনার মাফি আর নাজাত আছে।"

11 এরবাদে তামাম ফিরিস্তা অকল, হউ তখতর, হউ মুরব্বি নেতা অকলর আর চাইরো জানদারর চাইরো কান্দাবায় উবাইলা। তারা তখতর ছামনে সইজদাত পড়িয়া কইলা,

12 "আমিন।
তারিফ, গৌরব, আখল আর শুকরিয়া,
ইজ্জত, খেমতা আর বল-শক্তি,
যুগে যুগে আমরার আল্লারউ অউক।
আমিন।"

13 বাদে মুরব্বি নেতা অকলর মাজর একজনে আমারে কইলা, "বুজরায় নি, ধলা লেবাছ ফিন্দা অউ মানুষ অকল কে, এরা কুয়াই থাকি আইছইন?"
14 আমি তানরে কইলাম, "ও মালিক, ইতা তো আপনেউ জানইন।" তেউ তাইন কইলা, "এরা অইলা হউ জন অকল, যেরা হউ মহা মছিবতর মাজ থাকি আইছে। তারার লেবাছরে মেড়ার বাইচ্চার লউদি ধইয়া ধলা বানাইছে।

15 এরলাগি এরা আল্লার তখতর ছামনে আছে;
তারা দিন-রাইত বেহেস্তি এবাদত খানার মাজে এবাদত-বন্দেগি কররা।
আর তখতো যেইন বওয়াত আছইন,
তাইন নিজে এরার উপরে তাম্বু টানাই দিবা।
16 এরার আর কুনুদিন ভুক লাগতো নায়,
পানির পিয়াছে ধরতো নায়;
সুরুজর তেজ এরার গতরো লাগতো নায়,
কুনু গরমও লাগতো নায়।
17 তখতর মাজর মেড়ার বাইচ্চায়উ এরার রাখালি করবা।
তাইন এরারে আবে-হায়াতর
জিন্দেগি-পানির ঝরনার গেছে লইয়া যাইবা,
আর আল্লায় এরার চউখর পানি ফুছিয়া দিবা।"

সাত নম্বর সীল-চাপ্পড় খুলার ঘটনা

8 বাদে অউ মেড়ার বাইচ্চায় যেবলা সাত নম্বর সীল-চাপ্পড় ভাংগিলা, অউ সময় অনুমান আধা ঘন্টা সময় বেহেস্তো কুনু আওয়াজ হুনা গেল না। 2 আর যে সাত জন ফিরিস্তা আল্লার ছামনে উবাত থাকইন, আমি এরারে দেখলাম, এরার আতো সাতটা শিংগা দেওয়া অইলো।
3 এরবাদে আরক জন ফিরিস্তা আইয়া কুরবানি খানার ছামনে উবাইলা। তান আতো সোনার আগর-খুশবয় দানি। তখতর ছামনর আগর জালানির সোনার টেবুলর উপরে জালানির লাগি বউত আগর-খুশবয় তানরে দেওয়া অইলো, আল্লার তামাম পাক বন্দা অকলর দোয়া-মুনাজাতর লগে মিশানির লাগি ইতা দেওয়া অইলো। 4 এরলাগি হউ ফিরিস্তার আতর আগর-খুশবয়র ধুমার লগে, পাক বন্দা অকলর দোয়া-মুনাজাতও আল্লার ছামনে উঠলো।
5 বাদে অউ ফিরিস্তায় কুরবানি খানা থাকি আগুইন নিয়া আগর দানিত ভরলা, ভরিয়া ইতা দুনিয়াত ফালাইলা। তেউ ঠাঠারি আওয়াজ, মেঘর ডাক, জিলকানি, আর ভৈছাল অইলো।

সাতটা শিংগা

6 আর হউ যে সাতজন ফিরিস্তার আতো সাতটা শিংগা আছিল, এরা অউ শিংগা বাজানির লাগি জুইত অইলা। 7 পয়লা ফিরিস্তায় শিংগা বাজানির লগে লগে লউ মাখাইল হিল আর আগুইন জমিনো ফালাইল অইলো। তেউ জমিনর তিন বাটর এক বাট, গাছ-গাছালির তিন বাটর এক বাট, আর হকল ঘাস-পাতা জলি গেল।
8 এরবাদে দুছরা ফিরিস্তায় তান শিংগা ফুকিলা। অউ সময় জালাইল পাড়র লাখান মোটা এক চিজ দরিয়াত ফালাইল অইলো। ইতায় দরিয়ার তিন বাটর এক বাট পানি লউ অইগেল। 9 দরিয়ার তিন বাটর এক বাট জানদার মরিগেল, তিন বাটর এক বাট জাজ বিনাশ অইগেল।
10 বাদে তিন নম্বর ফিরিস্তায় তান শিংগা ফুকিলা। তেউ আছমানর চকচকা বিরাট এক তেরা বড় মুশালর লাখান জলি জলি তলে পড়লো, ইটা আইয়া হকল গাং, খাল-বিলর তিন বাটর এক বাটর উপরে পড়লো। 11 অউ তেরার নাম আছিল নাগদানা। ইটা পড়িয়া তিন বাটর এক বাট পানি তিত্বা-জহর অইগেল, ই পানির লাগি বউত জন মরলা।
12 আর চাইর নম্বর ফিরিস্তায় যেবলা শিংগা ফুকিলা, অউ সময় চান্দ, সুরুজ আর তেরা, ইতা হক্কলতার তিন বাটর এক অংশ জখম অইগেল, তেউ হকলতার তিন বাটর এক বাট আন্দাইর অইগেল, এরলাগি দিনর তিন বাটর এক বাটো আর রাইতর তিন বাটর এক বাটো কুনুজাত রুশনি রইলো না।
13 বাদে আমি চাইলাম, চাইয়া দেখি, একটা চিল পাখি বউত উচাত আছমানর মাজেদি উড়ের, আর হে জুরে জুরে মাতের, "বাকি যে তিন জন ফিরিস্তায় শিংগা ফুকিবা, তারার শিংগা ফুকিলে দুনিয়ার বাসিন্দা অকলর উপরে গজব, গজব, গজব লামবো।"

9 বাদে পাচ নম্বর ফিরিস্তায় শিংগা ফুকিলা, তেউ আমি দেখলাম, আছমানর একটা তেরা বেহেস্ত থাকি দুনিয়াত পড়লো। অউ তেরারে হাবিয়া দোজখর চাবি দেওয়া অইলো। 2 তেউ হে হাবিয়া দোজখর দুয়ার খুললো, বউত বড় ডমকা থাকি যেলা ধুমা বারয়, ই দোজখ থাকি অলা ধুমা বার অইলো। অউ দোজখি ধুমায় আছমানি আর সুরুজ আন্দাইর অইগেল। 3 হউ ধুমা থাকি বউত পংগপাল বার অইয়া দুনিয়াত আইলা। ইতারে দুনিয়ার কাকড়া-বিছার লাখান খেমতা দেওয়া অইলো। 4 তারারে হুকুম দেয়া অইলো, তারা যানু দুনিয়ার কুনু ঘাস-পাতা, গাছ-পালা বা হাগ-

তরকারির খেতি না করে। খালি যেতা মানষর কপালো আল্লার সীল-চাপ্পড় মারা নাই, অতার খেতি করইন। 5 ইতা মানষরে জানে মারার কুনু খেমতা তারারে দেওয়া অইলো না, অইলে পাচ মাস পর্যন্ত জালা-যন্ত্রনা দিবার খেমতা দেওয়া অইলো। কাকড়া-বিছায় কুনু মানষরে কামড় দিলে যেলা বিষ-বেদনা অয়, অউ পংগপালে কামড়াইলেও অলা অইবো। 6 হউ সময় মানষে মউত মাংগিবা, তা-ও মউত অইতো নায়। তারা মরতা চাইবা অইলে মরন তারার গেছ থাকি বাগিবো।

7 ই পংগপাল অকল দেখতে যুদ্ধর লাগি জুইত করা ঘোড়ার লাখান। তারার মাথাত সোনার তাজর লাখান চিজ আছিল, আর মুখর গঠন অইলো মানষর লাখান। 8 তারার চুল অইলো বেটিন্তর চুলর লাখান আর দাত অইলো সিংহর দাতর লাখান। 9 তারার বুকুর মাজে আছিল লুয়ার পাতর লাখান খসখসা ছাল। যুদ্ধর ঘোড়ার গাড়ি টানিয়া ঘোড়ার পাল একলগে গেলে যেলা আওয়াজ অয়, তারার ডাখনার আওয়াজও আছিল অউ লাখান। 10 তারার লেইনজ আর লেইনজর মুখর বিষ-দাত আছিল কাকড়া-বিছার লাখান। পাচ মাস ধরি মানষরে কষ্ট দিবার খেমতা ই লেইনজো আছে। 11 হাবিয়া দোজখর ফিরিস্তা আছলা অউ পংগপালর রাজা। ইবরানি ভাষায় ই ফিরিস্তার নাম অইলো আবাদ্দন, আর ইউনানি বা গ্রীক ভাষায় এর নাম অইলো আপল্লিয়ন, মানি গজবি ফিরিস্তা।

12 পয়লা গজব হরলো, অইলে হুনো, আরো দুইটা গজব আইয়া আজের।

13 বাদে ছয় নম্বর ফিরিস্তায় তান শিংগা ফুকিলা। তেউ আল্লার ছামনর আগর জালানির সোনার টেবুলর চাইরটা হিংগর গেছ থাকি আমি একজনরে অখান কইতে হুনলাম, 14 এইন হউ শিংগা আলা ছয় নম্বর ফিরিস্তারে কইলা, "মহা গাং ফোরাতর মাজে যে চাইর জন ফিরিস্তা আটক আছইন, তারারে খুলিয়া দেও।" 15 এরলাগি হউ চাইরো ফিরিস্তারে ছাড়ি দেওয়া অইলো। দুনিয়ার তিন বাটর এক বাট মানষরে মারার লাগি অউ ফিরিস্তা অকলরে সঠিক সময়, সঠিক দিন, মাস আর বছরর লাগি জুইত করি রাখা অইছিল। 16 বাদে আমি হুনলাম, ঘোড়াত চড়িয়া যাওয়া অউ সিপাইর পরিমান আছিল বিশ কোটি।

17 অউ দরশনো আমি যতো ঘোড়াইন আর ঘোড়-ছওয়ার অকল দেখলাম, ই ছওয়াররে দেখতে অলা লাগলো, এরার বুকুর উপরর ফৌজি লেবাছ আগুনির লাখান লাল, আকাশর লাখান লীল আর গন্ধকর লাখান অলদিয়া। ঘোড়াইন্তর কল্লা আছিল সিংহর কল্লার লাখান, ইতার মুখো থাকি আগুইন, ধুমা আর গন্ধক বারর। 18 এরার মুখর অউ আগুইন, ধুমা আর গন্ধকর গজবদি তিন বাটর এক বাট মানুষ মারা অইলো। 19 ই ঘোড়াইন্তর লেইনজ আর মুখর মাজেউ আছিল তারার বল, ই লেইনজ আছিল দু-মুখি হাফর লাখান। অউ লেইনজদি তারা মানষর খেতি করে।

20 অইলে অউ গজবর বাদেও যেতা মানুষ জিতা রইলা, তারা নিজর আতর বানাইল মুর্তিপুজা থাকি তৌবা করলো না। তারা নানান নমুনার ভুতর পুজা, আর যেতায় দেখইন না, হুনইন না বা আটা-চলা করতা পারইন না অতা মুর্তির পুজা করাত রইলা। সোনা, রুপা, পিতল, পাথর আর লাকড়িদি বানাইল মুর্তিপুজাত রইলা। 21 এরলগে খুন-খারাপি, যাদু-টুনা, জিনা আর চুরি থাকিও তৌবা করলো না।

ফিরিস্তা আর হুরু-মুরু কিতাব

10 বাদে আমি দেখলাম, বেহেস্ত থাকি খুব শক্তিআলা আরক জন ফিরিস্তা লামিয়া আইরা। মেঘর চাকা আছিল তান লেবাছ, তান মুখ সুরুজর লাখান চকচকা, তান পাও আছিল আগুনির খুটির লাখান। তান মাথার উপরে আছিল রংধেনু। 2 তান আতো হুরু-মুরু একখান কিতাব খুলা আছিল। তান ডাইনর পাও দরিয়াত আর বাউণ্ডর পাও জমিনর উপরে থইয়া, 3 সিংহর লাখান খুব জুরে গর্জিয়া উঠিলা। অউ গর্জনর লগে লগেউ ঠাঠা পড়ার মত সাতটা আওয়াজ অইলো। 4 অউ সাতো আওয়াজ হুনিয়া আমি লেখাত লাগলাম; এরমাজে বেহেস্ত থাকি অউ শব্দ আইলো, "হুনো, অউ সাতো ঠাঠারি আওয়াজে যেতা কইছইন, ইতা বাতুনি রাখো, লেখিও না।"

5 বাদে হউ ফিরিস্তা, যেনরে আমি দরিয়া আর জমিনর উপরে উবাত দেখছলাম, তাইন বেহেস্তর বায় নিজর ডাইন আত তুললা। 6 তুলিয়া যেইন হর-হামেশা চিরকাল জিন্দা আছইন, যেইন আছমান, জমিন, দরিয়া আর ইতার মাজর হক্কলতা পয়দা করছইন, তান নামে কছম খাইয়া কইলা, "আর তো দেরি অইতো নায়। 7 অইলে সাত নম্বর ফিরিস্তায় শিংগা ফুকিবার দিন আল্লার বাতুনি লিলা-খেলা পুরা অইবো। আল্লায় তান নিজর গুলাম, নবী অকলর গেছে যেলা বাতাইছলা, অউলাউ ফলিবো।"

8 বেহেস্ত থাকি আগে যে শব্দ হুনছিলাম, এইন হিরবার আমারে কইলা, "হুনো, দরিয়া আর জমিনর উপরে যে ফিরিস্তা উবাত আছইন, তান গেছে যাও, গিয়া তান আত থাকি খুলা কিতাব খান নেও।" 9 তেউ আমি এন গেছে গিয়া কইলাম, অউ হুরু-মুরু কিতাব খান আমার আতো দেওয়ার লাগি। তাইন কইলা, "আইচ্ছা নেওগি, নিয়া খাইলাও। ইখানে তুমার পেটরে তিতা করিলিবো, অইলে তুমার মুখো মউ লাখান মিঠা লাগবো।" 10 অউ আমি হি ফিরিস্তার আতর হুরু-মুরু কিতাব খান নিয়া খাইলিলাম। খাইতে সময় হাছাউ আমার মুখো মউ লাখান মিঠা লাগলো, আর গিলিয়া হারলে আস্তা পেট তিতা অইগেল। 11 বাদে আমারে কওয়া অইলো, "তুমি বউত দেশ, বউত জাতি, নানান বুলিয়ে মাতরা মানুষ, আর বাদশার বেয়াপারে হিরবার ওহী জানাইতে অইবো।"

দুইজন সাক্ষি

11 বাদে মাপিবার লাগি লাঠির লাখান একটা নল আমার আতো দেওয়া অইলো, আর একজনে কইলা, "হুনো, পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছ কাবা শরিফ আর কুরবানি খানারে মাপো। মাপিয়া হনো যেরা এবাদত করে তারার পরিমান গনো। 2 অইলে অউ কাবা ঘরর উঠানরে মাপিও না, ইখান বাদ দেও, ইখান তো বিধর্মী অকলরে দেওয়া অইছে। তারা বেয়াল্লিশ মাস ধরি ই পবিত্র জাগা খানরে পাওদি কছলাইবো। 3 আর আমি আমার দুইজন সাক্ষিরে অলা খেমতা দিমু, ই খেমতা পাইয়া এরা কাতর অইয়া ছলার চট ফিন্দিয়া, এক আজার দুইশো ষাইট দিন নবীর লাখান ওহী বাতাইবা।"

4 এরা অইলা হউ জয়তুন গাছ জুড়া, আর হউ চেরাগ দানি জুড়া, তারা তো দীন-দুনিয়ার মালিকর ছামনে উবাত আছইন। 5 কেউ তারার খেতি করতে চাইলে, তারার মুখ থাকি আগুইন বার অইয়া হি দুশমন অকলরে জালাইলিবো। যেকুনু জনে তারার খেতি করাত লাগলে অউ দশায় মউত অইবো। 6 এরা যতদিন নবী হালতে ওহী বাতাইবা, অতো দিন যাতে কুনু মেঘ না অয় এরলাগি আছমানর দুয়ার বন্দ করি দিবার খেমতা তারার আছে। পানিরে লউ বানানি, আর যতবার খুশি অতবার যেকুনু গজব ঢালিয়া জগতর খেতি করার খেমতাও তারার আছে।

7 তারার জবানবন্দি দেওয়া শেষ অইগেলে হাবিয়া দোজখ থাকি হউ জানুয়ার উঠিয়া আইয়া তারার লগে লাড়াই করিয়া, তারারে আরাইয়া খুন করবো। 8 আর তারার লাশ হউ মহান টাউনর রাস্তার মাজে পড়ি রইবো, যে টাউনো তারার মালিকরে সলিবর উপরে লটকাইয়া খুন করা অইছিল। ই টাউনর নাম ঠিক ছাদুম বা মিসর না অইলেও একই লাখানউ খারাপ। 9-10 হউ সময় হকল দেশ, খান্দান, হকল জাতর বুলিয়ে মাতরা মানষে আর হকল জাতির মানষে সাড়ে তিন দিন ধরি অউ লাশগুইন দেখবা। আর এরা মারা গেছইন করি জগতর দুনিয়াবি মানষে খুশিয়ে ফুর্তি-আমোদ করবা, একে-অইন্যরে উপহার দিবা। আর ই লাশ দফিন করার পারমিশন দিতা নায়, কারন অউ দুইও নবীর লাগি দুনিয়াদারি মানষর কষ্ট অইছিল।

11 বাদে হউ সাড়ে তিন দিন পার অইয়া হারলে আল্লার দেয়া জান এরার ভিতরে হামাইলো, তেউ এরা পাওয়ো ভরদি উবাইলা। আর যতো জনে এরারে দেখলা, হকলেউ ডরাইয়া কাপিলা। 12 বাদে এরা হুনলা, বেহেস্ত থাকি ডাকিয়া জুরে জুরে কওয়া অর, "তুমরা অনো উঠিয়া আইও।" তেউ এরা নিজর দুশমনর ছামনে এক মেঘর চাকাত অইয়া বেহেস্তো গেলাগি। 13 অউ সময় খুব বড় ভৈছাল অইলো, আর হি টাউনর দশ বাটর এক বাট ভাংগি গেল। ভৈছালে সাত আজার মানুষ মরলা। ইতা দেখিয়া বাদ-বাকি হকলে ডরাইয়া বেহেস্তর আল্লার তারিফ করাত লাগলা।

14 অউ নমুনায় দুছরা গজব পার অইলো, অইলে হুনো, তিন নম্বর গজব খুব জলদি আইয়া আজিবো।

সাত নম্বর শিংগা ফুকিলা

15 বাদে সাত নম্বর ফিরিস্তায় তান শিংগা ফুকিলা। তেউ বেহেস্তর মাজে জুরে জুরে এলান করা অইলো, "অখন তো দুনিয়ার বাদশাই আমরার মাবুদ আর তান মসীর হুকুমো আইছে। তাইন যুগ যুগ ধরি চিরকাল বাদশাই করবা।"

16 বাদে হউ চব্বিশ জন মুরব্বি নেতা, যেরা আল্লার ছামনে যারযির তখতো বওয়াত আছলা, এরা আল্লারে সইজদা করিয়া কইলা,

17 "ও সর্ব-শক্তিমান মাবুদ আল্লা,
তুমি আগেও আছলায় আর অখনও আছো।
আমরা তুমার শুকুর-গোজার কররাম,
তুমি তো তুমার মহা খেমতা আতো লইয়া অখন বাদশাই কররায়।
18 হক্কল জাতিয়ে গুছা করিয়া চিল্লাইছে,
তে অখন তুমার গজব ঢালিবার সময় অইগেছে।
মুর্দা অকলর বিচারর সময় আইছে,
আর তুমার আপন গুলাম নবী অকলর,
তুমার পাক বন্দা অকলর,
হুরু-বড় যতোজনে তুমারে ডরাইন,
তারারে পুরুস্কার দিবার সময় আইছে।
আর যেরা দুনিয়ার খেতি করছে,
তারারে বিনাশ করার সময়ও আইছে।"

19 বাদে আল্লার বেহেস্তর এবাদত খানার দুয়ার খুলা অইলো, আর এর ভিতরে আল্লাই শাহাদত সন্দুক দেখা গেল। অউ সময় মেঘর জিলকানি, গুড়-গুড়ি ডাক, ঠাঠা পড়া, ভৈছাল আর খুব বেশি হিল-মেঘ অইলো।

শয়তান দানবর লগে আল্লার খাছ বন্দার যুদ্ধ (১২:১-১৪:৫)

হউ বেটি আর দৈত্য-দানব

12 বাদে আছমানর মাজে এক কুদরতি কারবার দেখা গেল, একজন বেটি মানুষ আছইন, তান ফিন্নো আছিল সুরুজ আর পাওর তলে চান্দ, এন মাথাত আছে বারোটা তেরা দিয়া গাথা একটা তাজ। 2 বেটির ঘরো হুরুতা অইতা, এরলাগি হুরুতা অওয়ার বেদনায় বেটিয়ে খালি চিল্লাইরা। 3 এরবাদে আছমানো আরক কারবার দেখা গেল, আগুনির লাখান লাল এক বিরাট দানব। তার সাতটা মাথা আর দশটা হিং, সাতো মাথাত সাতটা তাজ লাগাইল। 4 তার লেইনজুড়দি বাড়িয়াইয়া আছমানর তিন বাটর এক বাট তেরারে দুনিয়াত ফালাই দিলো। আর যে বেটির ঘরো

হুরুতা অইতা, অউ দানব আইয়া বেটির ছামনে অউ নমুনায় উবাত আছিল যেন, বেটির ঘরো হুরুতা অইতেউ হে খাইলিতো। 5 বেটির ঘরো এক পুয়া পয়দা অইলো, অউ পুয়ায় হক্কল জাতিরে লুয়ার লাঠি দিয়া শাসন করবা। অউ হুরুতারে আল্লা আর তান তখতর গেছে ছু মারি তুলিয়া নেওয়া অইলো। 6 আর অউ বেটি মানুষ মরুভুমির বায় বাগিয়া গেলাগি। আল্লায় হি মরুভুমির মাজে বেটির লাগি একখান জাগা জুইত করছিলা, এইন হনো এক আজার দুইশো ষাইট দিন লালন-পালন পাইবা।

7 বাদে বেহেস্তো যুদ্ধ লাগিগেল। ফিরিস্তা মিকাইল আর তান অধীনর ফিরিস্তা অকলে হউ দানবর লগে লাড়াই করলা, আর হউ দানবেও তার চেলা-চামছারে লইয়া এরার লগে লাড়াই করলো। 8 লাড়াইত হি দানব আরিগেল, আর তারারে বেহেস্ত থাকি বার করি দেওয়া অইলো। 9 হউ দানবরে আর তার চেলা-চামছা অকলরে দুনিয়াত ফালাই দেওয়া অইলো। অউ দানব অইলো হউ পুরানা হাফ, যেগুর নাম ইবলিছ-শয়তান, হে দুনিয়ার হকল মানষরে বে-পথি বানায়।

10 বাদে আমি হুনলাম, বেহেস্ত থাকি একজনে জুরে জুরে কইরা, “অখন তো আমরার আল্লার নাজাত, তান বল-শক্তি, তান বাদশাই আর তান মসীর খেমতা আজির অইগেছে। কারন যেগিয়ে আমরার ভাইয়াইন্তরে দুষি বানাইতো, তারে তো বেহেস্ত থাকি ফালাই দেওয়া অইছে। হে দিন-রাইত হামেশা আমরার আল্লার গেছে তারার নামে নালিশ দিতো। 11 মেড়ার বাইচ্চার লউ আর যারযির তবলিগি জবানবন্দির বলে তারা ইবলিছরে আরাইছইন। তারা নিজর কায়ারে বেশি মায়া না করিয়া, জান দিতেও জুইত আছলা।

12 “এরলাগিউ ও বেহেস্ত, তুমি খুশি করো। তুমরা যেরা বেহেস্ত বাসি, তুমরাও ফুর্তি করো। অইলে আফছুছ দুনিয়া আর দরিয়ার লাগি, ইবলিছ তো তারার গেছে লামিগেছে। হে গুছায় ফুস-ফাস করের, হে তো জানেউ, তার সময় আর বেশি নাই।”

13 হউ দানবে যেবলা দেখলো তারে দুনিয়াত ফালাই দেওয়া অইছে, দেখিয়া হউ যে বেটির ঘরো পুয়া পয়দা অইছিল, হে অউ বেটির খরে লাগলো। 14 এরলাগি অউ বেটিরে খুব বড় এক চিল পাখির দুখান ডাখনা দেওয়া অইলো, বেটিয়ে অউ ডাখনাদি উড়াল দিয়া মরুভুমিত নিজর জাগাত যাইতা পারবা। হনো হউ দানব-হাফর চউখর আওড়ে সাড়ে তিন বছর তানরে লালন-পালন করা অইবো। 15 তেউ হি হাফে তার মুখ থাকি পানি বার করিয়া এক গাং বানাইলিলো, গাংগর ফুতে বেটিরে ভাসাই নিতোগি করি। 16 অইলে দুনিয়ায় বেটিরে সাইয্য করলো, ই হাফে যে পানি বার করলো, দুনিয়ার মাটিয়ে আ করিয়া ই পানিরে খাইলিলো। 17 এরলাগি ই দানব-হাফে বেটির বায় আরো বেশি গুছা করলো, হে বেটির অইন্য আওলাদ অকলরে, মানি যেরা আল্লার হুকুমে চলে আর হজরত ইছার পক্ষে জবানবন্দি দেয়, তারার লগে যুদ্ধ করাত গেল।

18 গিয়া হে দরিয়ার চরর বালুর উপরে উবাই রইলো।

দরিয়া থাকি আওয়া জানুয়ার

13 বাদে আমি দেখলাম, দরিয়া থাকি এক জানুয়ার উঠের, তার দশগু হিং, সাতগু কল্লা, পরতেক হিংগর মাথাত একটা করি তাজ, আর পরতেক কল্লার উপরে নানান কুফুরি নাম লেখা। 2 ই জানুয়ারগু দেখতে চিতা বাঘর লাখান, তার পাও অইলো ভাল্লুকর পাওর লাখান, আর মুখ অইলো সিংহর মুখর লাখান। হউ দানবে তার শক্তি, তার গদি আর মহা খেমতা অউ জানুয়াররে দিলাইলো। 3 ই জানুয়ারর একটা কল্লার মাজে অমন এক জখম আছিল, অউ জখমে হে মরার লাখ অইগেছিল, অইলে জখমটা ভালা অইগেল। ইতা দেখিয়া দুনিয়ার হকল মানুষ তাইজ্জুব বনিয়া তার খরে খরে গেল। 4 আর হউ দানবে তারে ই খেমতা দিছিল করি মানষে হউ দানবরে সইজদা করলো, এরলগে অউ জানুয়াররেও সইজদা করলো। তারা কইলো, “ই জানুয়ারর লাখান আর কে আছে? তার লগে লাড়াই করার খেমতা কার আছে?”

5 ই জানুয়াররে কুফুরি বুলি আর বেটাগিরি মাতর মুখ দেওয়া অইলো। বেয়াল্লিশ মাস ধরি তার কাম চালানির খেমতা পাইলো। 6 এরলাগি হে আল্লার বিরুদ্ধে কুফুরি মাত মাতিলো, হে আল্লার নাম, তান বসত খানা আর বেহেস্ত বাসি অকলর বদনাম করাত রইলো। 7 তারে খেমতা দেওয়া অইলো, হে আল্লার পাক বন্দা অকলর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জিতিতো পারবো। আর পরতেক খান্দান, পরতেক দেশ, পরতেক জাতি, পরতেক নমুনার বুলিয়ে মাতরা মানষর উপরেও তারে খেমতা দেওয়া অইলো। 8 ইতা দেখিয়া দুনিয়াবি হকল মানষে তারে সইজদা করবো। জগত পয়দা করার আগে যে মেড়া-বাইচ্চারে জবো করার কথা সাইবস্তো করা অইছে, হউ মেড়া-বাইচ্চার জিন্দেগি খাতাত যেরার নাম নাই, এরা পরতেকে তারে সইজদা করবো।

9 যার কান আছে, হে হুনউক:

10 যে জন বন্দি অওয়ার কথা, হে তো বন্দি অইবোউ।
তলোয়ারর তলে যার খুন অওয়ার কথা, হে অলা খুন অইবো।

এরলাগি পাক বন্দা অকলে মজবুত ইমান আর ছবর করা জরুর।

জমিন থাকি বার অইল জানুয়ার

11 বাদে আমি দেখলাম, জমিন থাকি আরকটা জানুয়ার বার অইয়া আইলো। মেড়ার হিংগর লাখান তার দুই হিং আছে, অইলে হে মাতিতো হউ দানবর লাখান। 12 অউ মেড়ার হিং আলা জানুয়ারে হউ পয়লা জানুয়ারর হকল খেমতা বেবহার করতো। দুনিয়ার হকল মানষরে হে জুর করিয়া হউ জখম ভালা অওয়া পয়লা জানুয়াররে সইজদা করাইতো। 13 হে হকলর ছামনে বড় বড় কেরামতি কাম করতো, এমনকি আছমান থাকি জমিনো আগুইন লামাইয়া দেখাইতো। 14 হউ পয়লা জানুয়ারর লাগি যতো লাখান কেরামতি দেখানির খেমতা তারে দেওয়া অইছিল, অতা দেখাইয়া হে মানষরে বে-পথি বানাইলো। পয়লা যে জানুয়ার তলোয়ারর ছেদ খাইয়াও বাচি গেছিল, তার একটা মুর্তি বানানির লাগি দুছরা জানুয়ারে মানষরে পরামিশ দিল। 15 আর মুর্তির ভিতরে জান হারানির খেমতা তারে দেওয়া অইলো, যাতে ই মুর্তিয়ে মাতিতো পারে, আর যেরা ই মুর্তিরে সইজদা করতো নায়, তারারে জানে মারার খেমতাও তারে দেওয়া অইলো। 16 হে হুরু-বড়, ধনি-গরিব, মুনিব বা গুলাম হকলরে বাইধ্য করলো, যারযির ডাইন আতো বা কপালর উপরে একটা সীল মারার লাগি। 17 এরলাগি অউ সীল ছাড়া কেউ কুনু চিজ খরিদ-বিকির উপায় রইলো না। ই সীল আছিল হউ জানুয়ারর নাম বা নামর মার্কা নম্বর। 18 ইতা হকলতা বুজতে বউত আখলর দরকার। যার আখল আছে হে অউ জানুয়ারর নামর হরফর নম্বর গনউক, ইতা তো কুনু মানষর নামর নম্বর। এর পরিমান অইলো, ৬৬৬; ছয়শো ছয়ষট্টি।

মেড়ার বাইচ্চা আর নিখুত মানুষ

14 বাদে আমি চাইয়া দেখি, হউ মেড়ার বাইচ্চা জেরুজালেমর পবিত্র ছিয়ন পাড়র উপরে উবাই রইছইন। তান লগে আছইন এক লাখ চৌচাল্লিশ আজার মানুষ। তারার কপালর উপরে অউ মেড়ার বাইচ্চা আর তান গাইবি বাফর নাম লেখা আছে। 2 এরবাদে আমি বেহেস্ত থাকি জুরে জুরে কল-কলাইয়া যাওয়া পানির ফুতর আওয়াজ আর জুরে ঠাঠা পড়ার শব্দর লাখান এক আওয়াজ হুনলাম। আমার মনো অইলো, কুনু সারিন্দা বাজাওরা দলে সারিন্দা বাজাইরা। 3 এরা হউ তখত, হউ চাইরো জানদার আর হউ মুরব্বি নেতা অকলর ছামনে এক নয়া গজল গাইরা। কুনু মানষে ই গজল হিকতো পারলো না, খালি দুনিয়া থাকি খালাছ করি নেওয়া অউ এক লাখ চৌচাল্লিশ আজার জন ছাড়া। 4 এরা তো হউ মানুষ, যেরা কুনু বেটিন্তর লগে জিনা করিয়া নিজর কায়ারে নাপাক বানাইছে না। অউ মেড়ার বাইচ্চা যে জাগাত যাইন, তারাও এন খরে খরে রইন। আল্লা আর মেড়ার বাইচ্চার নামে খেতর পয়লা ফসল হিসাবে এরারে জগতর মানষর গেছ থাকি খালাছ করা অইছিল। 5 এরা কুনুদিনও মিছা মাত মাতিছইন না, এরা ষোলআনা নিখুত।

আখেরি সাতটা গজব (১৪:৬-১৬:২১)

তিন জন ফিরিস্তা

6 বাদে আমি আরক জন ফিরিস্তা দেখলাম, এইন আছমানর মাজেদি উড়িরা। দুনিয়াত বসত কররা পরতেক দেশ, পরতেক খান্দান, পরতেক ভাষায় মাতরা আর পরতেক জাতির মানষর লাগি চিরকালিন খুশির খবর তান গেছে আছে। 7 তাইন জুরে জুরে এলান করলা, “আল্লা পাকরে ডরাও, তান ইজ্জত-তারিফ করো, তান বিচারর সময় আইচ্ছে। যেইন আছমান-জমিন, দরিয়া আর খাল-বিল, গাং অকল পয়দা করছইন, তান এবাদত করো।”

8 বাদে তান খরে খরে দুছরা ফিরিস্তা আইয়া কইলা, “বিনাশ অইগেল, বিনাশ অইগেল, হউ নামকরা বাবিল টাউন বিনাশ অইগেল। যে টাউনে তাইর জিনার কামর কড়া নিশা-পানি হকল জাতিরে খাওয়াইছে, তাই বিনাশ অইগেল।”

9 বাদে তিন নম্বর ফিরিস্তা এরার খরে খরে আইয়া জুর গলায় কইলা, “কুনু মানষে যুদি অউ জানুয়ার আর অগুর মুর্তির পুজা করে, অগুর সীল তার আতো বা কপালো লাগায়, 10 তে হে-ও আল্লাই গজবি নিশা-পানি খাইতে অইবো। অউ নিশার লগে কুনুজাত পানি না মিশাইয়া আল্লাই গজবি বাটিত ভরা অইছে। পবিত্র ফিরিস্তা অকল আর আল্লাই মেড়ার বাইচ্চার ছামনে, আগুইন আর গন্ধক দিয়া ই মানষরে সাজা দেওয়া অইবো। 11 যে আগুনিত ইতারে জালাইল অইবো, ই আগুনির ধুমা কুনুদিন বন্দ অইতো নায়। যে মানষে অউ জানুয়ার আর তার মুর্তির পুজা করবো, অগুর নামর হউ সীল লাগাইবো, হে দিন-রাইত কুনু সময়উ আজাব থাকি রেহাই পাইতো নায়।”

12 এরলাগি যেরা আল্লার হুকুম মানে আর হজরত ইছার তরিকার ইমানে মজবুত রয়, আল্লার অউ পাক বন্দা অকলে ই হালতর মাজে ছবর থাকা জরুর।

13 বাদে আমি হুনলাম, বেহেস্ত থাকি একজনে কইরা, “অউ আয়াত লেখ, অখন থাকি মালিকর তরিকাত রইয়া যতো জনর জান যাইবো, এরাউ নেক-কপালি।” পাক রুহে অউ সাক্ষি দিরা, “নিচ্চয় এরাউ নেক-কপালি। তারার কাম-কাজ থাকি তারা রেহাই পাইবা, কারন তারার কামর ফল তারার লগে লগে রইবো।”

দুনিয়ার ফসল কাটা

14 বাদে আমি চাইয়া দেখলাম, ধলা এক মেঘর চাকা, অউ চাকার উপরে বিন-আদমর লাখান কেউ একজন বওয়াত আছইন। তান মাথাত সোনার তাজ আর আতো আছিল ধারাইল কাচি। 15 বাদে আরক জন ফিরিস্তা বেহেস্তি এবাদত খানা থাকি বার অইয়া আইলা, আর যেইন মেঘর উপরে বওয়াত আছলা তানরে জুরে চিল্লাইয়া কইলা, “দুনিয়ার ফসল কাটিবার সময় অইছে, ফসল পুরাপুর পাকি গেছে, আপনার কাচি লাগাউক্কা আর ফসল কাটউক্কা।” 16 তেউ অউ মেঘর চাকার উপরে যেইন বওয়াত আছলা, এইন দুনিয়াত তান কাচি লাগাইলা আর দুনিয়ার ফসল কাটা অইলো।

17 বাদে বেহেস্তর এবাদত খানা থাকি আরক জন ফিরিস্তা বার অইয়া
আইলা, তান গেছেও একখান ধারাইল কাচি আছিল। 18 এরবাদে কুরবানি
খানার গেছ থাকি একজন ফিরিস্তা বার অইয়া আইলা, তান খেমতা আছিল
আগুনির উপরে। আইয়া তাইন জুরে জুরে হউ কাচি আলা ফিরিস্তারে
ডাকিয়া কইলা, "তুমার ধারাইল কাচি খান লাগাও আর দুনিয়ার আংগুর
গাছ থাকি আংগুরর ছড়িন কাটিয়া দলা করো, ইতা তো পাকি গেছে।"
19 তেউ হউ ফিরিস্তায় দুনিয়াত তান কাচি লাগাইলা আর দুনিয়ার আংগুর
গাছর হকল আংগুর দলা করিয়া, আংগুর মাড়ার গাতো ফালাইলা। অউ
গাত অইলো আল্লার গজবর মহা গাত। 20 টাউনর বারে আংগুর মাড়ার
গাতো ই আংগুর মাড়িয়া হারলে, ইতা থাকি লউ বার অইলো, ই লউর
বইন্যায় ঘোড়াইন্তর লাগাম পর্যন্ত আইয়া ছইলো। লউয়ে এক আজার
ছয়শো স্তাদিয়া (অনুমান দুইশো মাইল) জাগা ডুবি গেল।

আখেরি সাত গজব

15 বাদে আমি বেহেস্তর মাজে আরকটা লিলা-খেলা দেখলাম, ইটা বড়
মহান তাইজ্জুবি। আমি দেখলাম, সাতজন ফিরিস্তা আছইন, এরার
আতো আখেরি সাতটা গজব। ইতারে আখেরি গজব কওয়ার
কারন অইলো, অগুইন দিয়া আল্লা পাকর গুছার শেষ ফয়ছালা অইবো।
2 বাদে আমি দেখলাম, আগুইন আলা এক কাচর দরিয়া, আর যতো
মানষে হউ জানুয়ার, তার মুর্তি বা তার নামর নম্বরর উপরে জিতছইন,
তারারেও দেখলাম। দেখলাম, তারা আল্লার দেওয়া সারিন্দা আতো লইয়া
কাচর দরিয়ার পারো উবাই রইছইন। 3 তারা আল্লার বন্দা মুছা নবীর আর
হউ মেড়ার বাইচ্চার অউ কাওয়ালি গাইরা,

"ও সর্ব-শক্তিমান মাবুদ আল্লা,
তুমার লিলা-খেলা কত মহান আর আচানক!
ও তামাম জাতির বাদশা,
কত হক আর সঠিক তুমার পথ!
4 ও মাবুদ, তুমারে ডরাইতো নায় কুন জনে?
কুন জনে তুমার নামর তারিফ করতো নায়?
খালি তুমিউ তো পাক-পবিত্র,
তামাম জাতিউ আইবো তুমার দরবারো,
হক্কলেউ তুমার এবাদত করবো,
তুমার হক বিচার তো জাইর অইগেছে।"

5 এরবাদে আমি দেখলাম, বেহেস্তর হউ শাহাদত তাম্বুর ভিতরর পবিত্র
কাবা ঘর খান খুলা অইলো। 6 অউ সময় হউ সাতজন ফিরিস্তায় সাতটা
গজব লইয়া কাবা ঘর থাকি বার অইয়া আইলা। তারার ফিন্নর লেবাছ
আছিল চকচকা পরিস্কার আর বুকুত আছিল সোনালী পট্টি। 7 হউ চাইর জন
জানদারর একজনে অউ সাতো ফিরিস্তারে সাতটা সোনার বাটি দিলা। ই
সাতো বাটি ভরা আছিল খালি আল্লা পাকর গুছা, যেইন যুগে যুগে হর-
হামেশা জিন্দা আছইন। 8 আল্লার কুদরতি মহিমা থাকি যে ধুমা বারনিত
আছিল, অউ ধুমায় আস্তা ঘর ভরি গেল। আর অউ সাতজন ফিরিস্তার
সাতটা গজব না ফুড়ানি পর্যন্ত কেউ গিয়া কাবা ঘরো হামাইতো পারলো না।

আল্লার গজবি সাতটা বাটি

16 বাদে আমি হুনলাম, হউ কাবা ঘর থাকি একজনে অউ সাতো
ফিরিস্তারে জুরে জুরে ডাকিয়া কইরা, "তুমরা যাও, গিয়া আল্লার
গজবে ভরা অউ সাতো বাটি দুনিয়ার উপরে উপইত করি ঢালি
দেও।"
2 তেউ পয়লা ফিরিস্তায় গিয়া তান বাটি দুনিয়ার উপরে উপইত করলা।
এরলাগি যারার গতরো হউ জানুয়ারর সীল আছিল, যেরা তার মুর্তির পুজা
করতো, ইতা হক্কলটির গতরো এক জাতর খুব বাদ বিষ ফুড়া দেখা দিলো।
3 দুছরা ফিরিস্তায় তান বাটি দরিয়ার উপরে উপইত করলা। তেউ দরিয়ার
হকল পানি মরা মানষর লউর লাখান অইগেল, দরিয়ার হকল জানদার
মরিগেল।
4 আর তিন নম্বর ফিরিস্তায় তান বাটি গাং আর হকল খাল-বিলর উপরে
উপইত করলা। এরলাগি ইতা অইগেল লউর গাং আর খাল-বিল। 5 আর
আমি হুনলাম, পানির উপরে যে ফিরিস্তার খেমতা আছিল, এইন কইরা,

"ও পাক-পবিত্র আল্লা, তুমি আগেও আছলায়, অখনও আছো।
তুমি হক-ইনছাফকারি, তুমিউ তো ই গজবি সাজা দিরায়।
6 ইগুইন্তে পাক বন্দা অকলর লউ ঝরাইছে,
নবী অকলরও লউ ঝরাইছে।
এরদায়উ তুমি ইতারে অউ লউ খাবাইরায়,
ইতাউ তারার সঠিক পাওনা সাজা।"

7 আমি হুনলাম, কুরবানি খানায় সায় দিলা,

"ও সর্ব-শক্তিমান মাবুদ আল্লা,
তুমার হকল বিচারউ হক আর সঠিক।"

8 চাইর নম্বর ফিরিস্তায় তান বাটি সুরুজর উপরে উপইত করলা। তেউ
সুরুজরে খেমতা দেওয়া অইলো, মানষরে আগুনিত জালাইয়া কুলশ তুলার
লাগি। 9 অউ সময় খুব গরমে মানষর শরিল জলি গেল, আর অউ গজব
অকলর উপরে যান খেমতা আছে, হউ আল্লার বিরুদ্ধে তারা কুফুরি মাত
মাতিলো। অততার বাদেও তারা তৌবা করলো না, বা আল্লার তারিফও
করলো না।
10 বাদে পাচ নম্বর ফিরিস্তায় হউ জানুয়ারর গদির উপরে তান বাটি উপইত
করলা। তেউ ই জানুয়ারর বাদশাই আন্দাইর অইগেল। মানষে জালা-যন্ত্রনায়
যারযির জিবো কামড়াইলো। 11 অউ জালা-যন্ত্রনা আর শরিলর বিষ ফুড়ার
কারনে তারা বেহেস্তি আল্লার বিরুদ্ধে কুফুরি মাতো রইলো, অতার বাদেও
তারার বদ কামর লাগি তৌবা করলো না।
12 আর ছয় নম্বর ফিরিস্তায় হউ মহা গাং ফোরাতর উপরে তান গজবি
বাটি উপইত করলা। তেউ গাংগর পানি হুকাইয়া পুবর দেশর রাজা অকলর
যাইবার পথ অইলো। 13 অউ সময় আমি দেখলাম, বেঙর লাখান তিনটা
ভুত। ই তিনোটা হউ দানব, হউ জানুয়ার আর হউ ভন্ড নবীর মুখ থাকি বার
অইয়া আইছে। 14 অউ ভুত অকলে কেরামতি কাম দেখানিত আছিল। তারা
হারা জগতর রাজা অকলরে একখানো দলা করলো, সর্ব-শক্তিমান আল্লার
হউ মহান দিনো যুদ্ধ করার লাগি।
15 মনো রাখিও, হজরত ইছায় কইরা, "হুনো, আমি তো চুরর লাখান
নিরালায় আইমু। তে ধইন্য হউ জন, যে জন হজাগ রইবো আর নিজর
লেবাছ ফিন্দিয়া রইবো, যাতে হে লেমটা অইয়া ঘুরা না লাগে, আর মানষে
তার শরম না দেখে।" 16 ইবরানি ভাষায় যে জাগার নাম আর-মাজাদ্দুন, ভুত
অকলে হউ রাজাইন্তরে আনিয়া অনো দলা করলা।
17 বাদে সাত নম্বর ফিরিস্তায় তান বাটি বাতাসর উপরে উপইত করলা।
অউ সময় বেহেস্তি এবাদত খানার তখত থাকি জুরে জুরে অউ আওয়াজ
অইলো, "অখন অইছে।" 18 তেউ মেঘর জিলকানি, গুড়-গুড়ি ডাক আর
ঠাঠা পড়তো লাগলো, এরলগে অলা বেজুইতা ভৈছাল অইলো, ইলা
ভৈছাল দুনিয়াত মানুষ পয়দা থাকি অখন পর্যন্ত কুনুদিন অইছে না। 19 হউ
মহান টাউন তিন টুকরা অইগেল, দুনিয়ার নানান জাতির টাউন অকল
চুরমার অইগেল। আর আল্লা পাকর মনো অইলো, হউ নামকরা বাবিল
টাউনর কথা, তাইন তান নিজর গজবি নিশা-পানির পিয়ালা ভরিয়া অউ
বাবিলরে খাবাইলা। 20 অউ সময় তামাম দ্বীপ অকল বাগিয়া গেলগি, পাড়
অকলরে আর দেখা গেল না। 21 আছমান থাকি বড় বড় পাথরর লাখান হিল
অকল মানষর উপরে পড়াত রইলো। ইতা একো পাথরর উজন অইলো,
অনুমান এক মন। অউ হিলর গজবর লাগি মানষে আল্লার বিরুদ্ধে কুফুরি
মাত মাতিলো, ইতা আছিল খুব মারাত্মক গজব।

নাফরমান বাবিল টাউনর বিচার (১৭:১-১৯:১০)

নামকরা মহা বদমাইশনি

17 যে সাতজন ফিরিস্তার আতো সাতটা বাটি আছিল, এরার মাজর
একজনে আইয়া আমারে কইলা, "আও, আইয়া দেখো, বউত
পানির উপরে যে মহা বদমাইশনি বইছে, তাইর কিতা সাজা অইবো।
2 জগতর রাজা অকলে তাইর লগে জিনা করছলা, হনর মানষে তাইর
জিনার নিশা-পানি খাইয়া টাল অইছলা।" 3 বাদে হউ ফিরিস্তায় রুহানি
হালতে আমারে মরুভুমিত নিলা। হনো আমি দেখলাম, লাল রংগর এক
জানুয়ারর উপরে এক বেটি বইরইছে। অউ জানুয়ারর গতরো বউত কুফুরি
নাম লেখা আছে। অগুর সাতগু কল্লা আর দশগু হিং দেখলাম। 4 অউ
বেটিয়ে লাল আর বাইংগনি রংগর খুব দামি কাপড় ফিন্দিছে, তাই সোনা
আর দামি দামি মনি-মুক্তার গয়নাদি হাজিছে। তাইর আতো জিনার ময়লা
আর নানান নমুনার নফরতি জিনিসে ভরা সোনার এক পিয়ালা। 5 তাইর
কপালো অলা এক নাম লেখা আছিল, ই লেখার এক গোপন মানি আছিল।
ই নাম অইলো, "নামকরা বাবিল টাউন, বদমাইশ বেটিন আর জগতর হকল
নফরতি জিনিসর মা।" 6 আমি দেখলাম, অউ বেটিয়ে আল্লার পাক বন্দা
অকলর লউ আর যেরা হজরত ইছার কথা তবলিগ করে, এরার লউ খাইয়া
টাল অইগেছে।
তাইরে দেখিয়া আমি আচানক তাইজ্জুব অইলাম। 7 তেউ হউ ফিরিস্তায়
আমারে কইলা, "তুমি তাইজ্জুব অইগেলায় কেনে? অউ বেটির বেয়াপারে,
আর যে জানুয়ারে তাইরে বইয়া নের, যেগুর সাতগু কল্লা আর দশগু হিং,
ইতার গোপন ভেদ আমি তুমারে জানাইয়ার। 8 তুমি যে জানুয়ার দেখছিলায়,
ইগু আগে আছিল, অখন নাই, বাদে হে হাবিয়া দোজখ থাকি উঠিয়া আইয়া
চিরকালর লাগি সাজা পাইবো। হউ যেরা অউ জগতর মানুষ, যেতার নাম
দুনিয়ার পয়লা থাকিউ আল্লার জিন্দেগি খাতাত লেখা নাই, তারা অউ
জানুয়াররে দেখিয়া তাইজ্জুব অইযিবা, কারন ইগু আগে আছিল, অখন নাই,
অথচ হিরবার দেখা দিবো।
9 "হুনো, অখন যেতা বাতাইল অইবো, ইতা বুজার লাগি আখলর
দরকার। অউ সাতো কল্লা অইলোগি, সাতটা পাড়, যে পাড়র উপরে অউ
বেটি বইছে। অউ সাতো কল্লারে সাতজন রাজাও বুজা যাইবো। 10 এরার
মাজর পাচ রাজা আগেউ শেষ অইগেছে। একজন অখন আছে আর
একজন অখনও আইছে না। অউ রাজা আইয়া হারলে থুড়া কয়দিন রইতেউ
অইবো। 11 হউ যে জানুয়ার আগে আছিল অখন নাই, হে সাতজনর মাজর
একজন অইলেও, হে আসলে আট নম্বর রাজা। বাদে হে হর-হামেশা
চিরকাল সাজা পাইবো।
12 "আর তুমি যে দশগু হিং দেখছো, ইতা অইলোগি দশজন রাজা। তারা
অখনও রাজত্ব করা শুরু করছে না, অইলে হউ জানুয়ারর লগে রাজা বনিয়া
তারা খুব কম সময় রাজত্ব করার খেমতা পাইবো। 13 ই রাজা অকলর মন
অইবো একই লাখান, তারা হকলে তারার খেমতা আর এখতিয়ার হউ
জানুয়াররে দিলাইবো। 14 তারা মেড়ার বাইচ্চার লগে যুদ্ধ করবো, আর

মেড়ার বাইচ্চায় তারারে আরাইবা। কারন তাইন অইলা মালিক অকলর মালিক, বাদশা অকলর বাদশা। আর তান লগে যেরা রইবা তারারে দাওত দেওয়া অইছে, আর বাছিয়া আলগাইল অইছে, তারা হক-হালালি।”
15 বাদে অউ ফিরিস্তায় আমারে কইলা, “তুমি যে পানি দেখছো, যে পানির উপরে অউ মহা বদমাইশনি বইছে, ইতা অইলোগি বউত দেশ, বউত মানুষ, বউত জাতি আর বউত জাতর বুলিয়ে মাতরা মানুষ। 16 আর যে দশগু হিং দেখছো, ইতায় আর অউ জানুয়ারিরে ই বদমাইশনিরে বাদে ঘিন্নাইবা, তারা তাইরে পথর হকির বানাইয়া লেমটা করবা, আর তাইর গোস্ত খাইবা, হেশে তাইরে আগুনিত ফালাই জালাইবা। 17 এর কারন অইলো, আল্লায় তারার দিলর মাজে অলা এক নিয়ত দিছইন, যাতে তান মর্জি পুরাপুর ফলে। এরলাগি তারা একমত অইয়া হউ জানুয়াররে হক্কল খেমতা দিলাইবা, যাতে আল্লার কালাম পুরাপুর ফলিবার আগ পর্যন্ত হে রাজত্ব করে। 18 তুমি যে বেটিরে দেখছো, ইগু অইলোগি হউ নামকরা টাউন, ই টাউনে জগতর হকল রাজাইন্তর উপরে রাজত্ব করের।”

নামকরা বাবিল টাউনর বিনাশ

18 ইতার বাদে আমি আরক জন ফিরিস্তারে দেখলাম, তাইন বেহেস্ত থাকি লামিয়া আইরা। তান বউত বড় খেমতা আছে, তান মহিমার বলে আস্তা দুনিয়ায় জলমল করলো। 2 তাইন জুরে জুরে কইলা, “বিনাশ অইগেছে, বিনাশ অইগেছে, হউ নামকরা বাবিল টাউন। ইখান অখন ভুতর আখড়া অইছে, হক্কল নমুনার ভুত-পেরতর আখড়া, নাপাক আর জঘইন্য পাখিন্তর বসত খানা অইছে। 3 কারন ইখানে তাইর জিনার কামর বেজুইতা নিশা-পানি দুনিয়ার হকল জাতিরে খাবাইছে। জগতর রাজা অকলে তাইর লগে জিনা করছে, জগতর বেপারি সদাগর অকলে অখানর তালে তালে লাগাম-ছাড়া নিশায় ধনি বনছে।”
4 বাদে আমি হুনলাম, বেহেস্ত থাকি আরক জনে কইরা, “ও আমার বন্দা অকল, তুমরা বাবিল টাউন থাকি বার অইয়া আও, যাতে তুমরা তাইর গুনার ভাগি না অও। আর তাইর উপরে যেতা গজব নাজিল অইবো, ইতা গজবে তুমরারে না পায়। 5 তাইর গুনা গিয়া তো আছমানো লাগি গেছে, তাইর নাফরমানির বায় আল্লায় খিয়াল করছইন। 6 অইন্য জনর লগে তাই যেলা করছে, তুমরাও তাইর লগে অলা করো, তাইর কামর পুরাপুর পাওনা তাইরে দেও। যে পিয়ালার মাজে তাই অইন্যর লাগি নাফরমানি গুলাইতো, অউ পিয়ালাত তাইর পুরাপুর সাজা, ষোলআনা সাজা গুলিয়া তাইরে খাবাও। 7 তাই নিজরে লইয়া যতখান বড়াই করছে, যতো বেশি বিলাসিতার মাজে জিন্দেগি কাটাইছে, ঠিক অতখান যন্ত্রনা আর দুখ তাইরে দেও। তাই তো মনে মনে কয়, আমি কুনু ডাড়ি বেটি নি? আমি তো রানীর আসনো বইছি, আমি কুনুমন্তেউ দুখ-মছিবতো পড়তাম নায়। 8 এরলাগি তাইর উপরে একদিনেউ হকল গজব পড়বো। ই গজব অইলো মউত, বিলাপ-আহাজারি আর নিদান। তাইরে আগুইনদি জালাইল অইবো, কারন যেইন তাইর বিচার করবা, ই আল্লা মাবুদ খুব বলবান।”
9 জগতর যতো রাজা অকলে অগুর লগে জিনা করছে, তাইর লগে হৈ-হুল্লা করি বিলাসি দিন কাটাইছে, তাইরে জালানির বালা তাইর ধুমা দেখিয়া অত্যায় কান্দিবা, তাইর লাগি আহাজারি করবা। 10 তাইর যন্ত্রনা দেখিয়া তারা ডরাইয়া দুরই উবাইয়া কইবা, “হায়রে বাবিল, হায়রে হায়! অতো নামকরা টাউন, অতো খেমতাআলা টাউন! অলা জলদি তুমার উপরে গজব আইলো নি?”
11 জগতর বেপারি সদাগর অকলেও তাইর লাগি কান্দিবা আর আহাজারি করবা, কারন তারার মাল-ছামানা অখন কুনু মানষে লইতো নায়। 12 তারার ইতা মাল-ছামানা অইলো, সোনা, রুপা, দামি দামি মনি-মুক্তা, দামি দামি কাপড়, বাইংগনি রংগর বাদশাই কাপড়, রেশমি আর লাল কাপড়, নানান নমুনার খুশবয় আলা লাকড়ি, আত্তির দাতদি বানাইল নানান চিজ, দামি লাকড়িদি বানাইল চিজ, পিতল, লুয়া আর মার্বেল পাথরদি বানাইল নানান ছামানা, 13 ডাইল-চিনি, এলাইচ, আগর-খুশবয়, মুরা-আতর, লোবান, আংগুরর রস, জয়তুনর তেল, ময়দা-গম, গরু-মেড়া, ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি, এরলগে খরিদা গুলাম-বান্দি অকল।
14 হউ সদাগর অকলে কইবা, “ও বাবিল, তুমি যে আরাম-আয়েশ পাইতায় চাইছলায়, ইতা তো তুমার গেছ থাকি হরি গেছে। তুমার হকল ধন-ছামানা, জাক-জমক বিনাশ অইগেছে। ইতা তো আর কুনুদিনউ ফিরত পাওয়া যাইতো নায়।” 15 যেতা সদাগর অকলে অতা মালর ব্যবসা করিয়া ধনি অইছলা, তাইর যন্ত্রনা দেখিয়া হউ বেপারি অকলে ডরাইয়া দুরই উবাই রইবা। তারা কান্দি কান্দি মাত্তম করিয়া কইবা, 16 “ইস, হায়রে হায়, দামি দামি মসলিন কাপড়, বাইংগনি আর লাল রংগর বাদশাই কাপড় ফিন্দা বাবিল টাউন, সোনা আর দামি দামি মনি-মুক্তা দিয়া হাজাইল-পাড়াইল অতো নামকরা টাউন! 17 অতো জলদি তুমার অতো ধন-ছামানার ভান্ডার বিনাশ অইগেল নি?”
সদাগরি জাজর সারং আর কাপ্তান অকলে, নাইয়া অকলে, জাজ আর পালর নাইয়া কারবারি অকলে দুরই উবাইয়া ইতা দেখবা। 18 তাইরে জালানির সময় তাইর ধুমা দেখিয়া তারা চিল্লাইয়া কইবা, “ই টাউনর লাখান নামকরা, জগতর আর কুনু টাউন আছিল নি?” 19 তারা নিজর মাথাত ধুইল মাখাইয়া চিল্লা-চিল্লি করবা আর কান্দি কান্দি মাত্তম করিয়া কইবা, “হায়রে হায়, হউ নামকরা বাবিল টাউন, হায়রে হায়! দরিয়ার মাজে যেরার জাজ চলাচল করে, তারা তো জাজর কামাই দিয়া বড়লোক অইছলা, অখন দেখরায় নি, অতো জলদি কিলা হকলতা বিনাশ অইগেলা!”
20 অউ সময় হউ ফিরিস্তায় কইলা, “ও বেহেস্ত, তুমি ফুর্তি করো, অউ টাউনরে বিনাশ করায় খুশি করো। ও আল্লার পাক বন্দা অকল, নবী-রছুল অকল আর সাহাবি অকল, ফুর্তি করো। অগিয়ে তুমরার বিরুদ্ধে যততা করছিল, অখন আল্লায় তাইর বিচার করছইন।”
21 বাদে খুব শক্তিআলা এক ফিরিস্তায় বিরাট এক পাথর আনিয়া দরিয়াত ফালাইয়া কইলা, “হুনো, অউ নামকরা বাবিল টাউনরেও অলা ডেক্কা মারি ফালাই দেওয়া অইবো, তাইরে আর কুনুদিন পাওয়া যাইতো নায়। 22 যেরা সারিন্দা বাজায়, গান গায় আর বাশি বা শিংগা বাজায়, তারার আওয়াজ আর কুনুদিন তুমার মাজে হুনা যাইতো নায়। আর কুনুদিনউ তুমার মাজে কুনুজাতির মেস্তরি মিলতো নায়। কুনু মশলা পিষার পাটার আওয়াজ কুনুদিন হুনী যাইতো নায়। 23 তুমার মাজে কুনুদিন কুনু বাত্তির ফর জলতো নায়। দামান্দ-কইনার গলার আওয়াজ আর কুনুদিন তুমার মাজে হুনা যাইতো নায়। কারন আস্তা জগতর মাজে তুমার সদাগর অকল নামকরা আছিল, জগতর হকল জাতি তুমার ছল-চতুরির যাদুয়ে পাগল অইযিতো। 24 আর নবী-রছুল অকলরে, আল্লার পাক বন্দা অকলরে, আর যতো মানষরে ই জগতো খুন করা অইছে, তারার লউ তো তুমার অউ বাবিল টাউনো মিলছে।”

বেহেস্তো আল্লাতালার তারিফ

19 এরবাদে আমি বেহেস্তর মাজে বউত মানষর ভিড়র আওয়াজ হুনলাম। তারা কইরা, “আল-হামদুলিল্লা! মহিমা আর খেমতা, আখেরাতর নাজাত, হক্কলতাউ আমরার আল্লার। 2 তান বিচার তো হক আর সঠিক। যে টাউনে নিজর জিনার কাম দিয়া আস্তা দুনিয়ারে নাপাক বানাইছিল, হউ মহা-বদমাইশনিরে আল্লায় সাজা দিছইন। তান মায়ার গুলাম অকলর লউর বদলা, তাইন অগুর গেছ থাকি লইছইন।” 3 এরা হিরবার কইলা, “আল-হামদুলিল্লা! অগুর মাজ থাকি হর-হামেশা ধুমা বার অইবো।” 4 আল্লা পাক যেইন তখতো বওয়াত আছইন, হউ চব্বিশ জন মুরব্বি নেতায় আর হউ চাইরো জানদারে তানরে সইজদা করিয়া কইলা, “আমিন! আল-হামদুলিল্লা।”
5 অউ সময় বেহেস্তি তখতো থাকি একজনে কইলা, “ও আল্লার মায়ার গুলাম অকল, তুমরা যেরা আল্লারে ডরাও, তুমরা হুরু-বড় হক্কলে আমরার আল্লার তারিফ করো।”
6 বাদে আমি বউত মানষর ভিড়র আওয়াজ বা জুরে জুরে কল-কলাইয়া পানি পড়ার আওয়াজ বা জুরে ঠাঠা পড়ার আওয়াজর লাখান অউ কথা খানাইন হুনলাম, “আল-হামদুলিল্লা! আমরার সর্ব-শক্তিমান মাবুদ আল্লায় বাদশাই করা শুরু করছইন। 7 আও, আমরা মনর খুশিয়ে ফুর্তি করি, আর তান তারিফ করি, কারন মেড়ার বাইচ্চায় শাদি করার সময় অইগেছে, তান কইনা জুইত অইয়া হাজিগেছইন। 8 তানরে চকচকা পরিস্কার দামি কাপড় ফিন্দাইল অইছে।” ই কাপড় অইলো আল্লার পাক বন্দা অকলর পরেজগারি চাল-চলন।
9 বাদে হউ ফিরিস্তায় আমারে কইলা, “তুমি অখান লেখ, মেড়ার বাইচ্চার শাদির মজলিছো যেরারে দাওত দেওয়া অইছে, তারা মুবারক।” তাইন এওখান কইলা, “ইতা অইলো আল্লার কালাম, ইতা খাটি হাছা।” 10 তেউ আমি অউ ফিরিস্তারে সইজদা করার নিয়তে তান পাওয়ো পড়লাম, অইলে তাইন আমারে কইলা, “হায়, হায়! ইতা কিতা কররায়, আমিও তো তুমার লাখান গুলাম, আর তুমার যে মুমিন ভাই অকলে হজরত ইছার পক্ষে জবানবন্দি দেওয়াত রয়, আমি তারার লাখানও গুলাম। তে খালি আল্লারে সইজদা করো। অউ ইছার জবানবন্দিউ অইলো, নবী-রছুল অকলর জবানবন্দির মুল খুটি।”

আখেরাতর বিচার (১৯:১১-২০:১৫)

বাদশা অকলর বাদশার জয়

11 বাদে আমি দেখলাম, বেহেস্তর দুয়ার খুলা, আর হনো ধলা একটা ঘোড়া আছে। হউ ঘোড়ার উপরে যেইন তশরিফ রাখছইন, তান নাম অইলো, হক আর হক-হালালি। তাইন পাক-পরেজগারিয়ে বিচার-ইনছাফ আর যুদ্ধ করইন। 12 তান চউখ অইলো জালাইল চকচকা আগুনির লাখান, তান মাথাত বউত তাজ আছে। তান শরিলো অমন এক নাম লেখা, যে নামর মানি তাইন ছাড়া দুছরা কেউ জানে না। 13 তান ফিন্নো আছে লউর মাজে ডুবাইল লেবাছ, আর তান নাম অইলো, “কালিমাতুল্লা, আল্লার কালাম।” 14 আর বেহেস্তর সিপাই অকলে দামি ছাফ-ছুতরা ধলা লেবাছ ফিন্দিয়া, ধলা ঘোড়ার উপরে ছওয়ার অইয়া তান খরে খরে যাইরা। 15 তাইন যাতে জগতর হকল জাতিরে সাজা দিতা পারইন, অতার লাগি তান মুখ থাকি একখান ধারাইল তলোয়ার বার অইয়া আইলো। তাইন লুয়ার লাঠি দিয়া তামাম জাতিরে শাসন করবা, আর আংগুর মাড়ার গাতো মানষে যেলা পাওদি আংগুর মাড়ইন, সর্ব-শক্তিমান আল্লার লাম্নতি গজবদি তাইন অলা মাড়িবা। 16 তান উরাতর মাজে আর তান লেবাছো অউ নাম লেখা আছে, “বাদশা অকলর বাদশা, মালিক অকলর মালিক।”
17 বাদে আমি দেখলাম, সুরুজর মাজে একজন ফিরিস্তা উবাই রইছইন। আছমানর মাজে যেতা পাখিন্তে উড়িরা, তাইন এরা হকলরে জুরে জুরে ডাকিয়া কইলা, “আও, আল্লার দরবারো মহা-দাওত খাওয়ার লাগি একখানো দলা অও, 18 যাতে তুমরা আইয়া গোস্ত খাইতায় পারো, বাদশা, পরধান সিপাই, পয়লোয়ান অকল, ঘোড়াইন আর ঘোড়াইন্তর ছওয়ার অকল, আজাদ আর গুলাম, হুরু-বড় হকল মানষর গোস্ত খাও।”
19 এরবাদে আমি দেখলাম, অউ ঘোড়াত যেইন ছওয়ার অইছইন, এন লগে আর এন সিপাই দলর লগে যুদ্ধ করার লাগি হউ জানুয়ার, আস্তা দুনিয়ার রাজা অকল, তারার সৈন্য-সিপাই দল লইয়া একখানো দলা অইলা। 20 তেউ হউ জানুয়াররে ধরিয়া আটক করা অইলো, আর যে ভন্ড নবীয়ে

তার পক্ষ লইয়া আচানক কাম দেখাইতো, তারেও ধরা অইলো। যেতা মানষে হউ জানুয়ারর সীল লাগাইছে, তার মুর্তির পুজা করছে, অউ ভন্ড নবীয়ে তার আচানক কাম দেখাইয়া অতা মানিষরে বে-পথি বানাইছে। ই দুইওটারে জিন্দা হালতে, জালাইল গন্ধকর আগুনির মাজে ফালানি অইলো। 21 হউ ধলা ঘোড়ার উপরে যেইন বওয়াত আছলা, তান মুখ থাকি যে ধারাইল তলোয়ার বার অইয়া আইছিল, অখানদি তারার লগর সাংগ-পাংগ অকলরে খুন করা অইলো। এরলাগি হকল পাখিন্তে পেট ভরিয়া অতার গোস্ত খাইলা।

এক আজার বছরর বয়ান

20 এরবাদে আমি দেখলাম, বেহেস্ত থাকি একজন ফিরিস্তা লামিয়া আইরা। তান আতো আছিল হাবিয়া দোজখর চাবি, আর খুব বড় একছা লংগর। 2 তাইন হউ দানবরে ধরলা, ইগু অইলো হউ পুরানা হাফ, এর নাম অইলো ইবলিছ বা শয়তান। তারে ধরিয়া এক আজার বছরর লাগি বান্দিলা, 3 বান্দিয়া হাবিয়া দোজখো ফালাইলা। বাদে অউ দোজখর দুয়ারো তালা লাগাইয়া এর উপরে সীল-চাপ্পড় মারলা, যাতে হে অউ এক আজার বরছর মাজে বার অইয়া, দুনিয়ার কুনু জাতিরে বে-পথি বানাইতো না পারে। হেশে তারে থুড়া কয়দিনর লাগি ছাড়া অইবো।

4 বাদে আমি দেখলাম, বউত তখত আছে। যেরা অউ তখতর উপরে বইছইন, এরারে বিচার করার খেমতা দেওয়া অইছে। আল্লার কালাম আর হজরত ইছার বেয়াপারে জবানবন্দি দেয়ায় যেরারে গর্দান মারা অইছিল, এরার রুহ অকলরেও আমি দেখলাম। এরা হউ জানুয়াররে বা তার মুর্তিরে পুজা করছে না, আর আতো বা কপালর উপরে তার সীলও লাগাইছে না। এরা জিন্দা অইয়া উঠলা, উঠিয়া এক আজার বছর ধরি আল-মসীর লগে বাদশাই করলা। 5-6 ইটা অইলো পয়লা বার মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠা, আর অউ যেরা জিন্দা অইলা তারাউ ধইন্য আর পবিত্র। পয়লা বার যেরা জিন্দা অইয়া উঠলা, এরার উপরে তো মউতর দুছরা বার কুনু বল খাটানি চলতো নায়। তারা অইবা আল্লা পাক আর আল-মসীর ইমাম। তারা হউ এক আজার বছর ধরি আল-মসীর লগে বাদশাই করবা। অইলে অউ আজার বছর ফুড়ানির আগ পর্যন্ত বাদ-বাকি কুনু মুর্দা জিন্দা অইলা না।

ইবলিছ-শয়তানর শেষ দশা

7 অউ এক আজার বছর গিয়া হারলে শয়তানরে তার জেল খানা থাকি খালাছ দেওয়া অইবো। 8 তেউ হে গিয়া আস্তা জগতর হকল জাতিরে, মানি ইয়াজুজ-মাজুজরে বে-পথি বানাইবো, আর যুদ্ধ করার লাগি তারারে একখানো দলা করবো। তার মানুষ অইবা, দরিয়ার চরর বালুর লাখান, ইতা গনিয়া ফুড়ানি যাইতো নায়। 9 অউ সময় আমি দেখলাম, তারা আস্তা দুনিয়া থাকি বার অই গিয়া আল্লার পাক বন্দা অকলর রওয়ার জাগা, আল্লার মায়ার টাউনরে গিয়া বেরিলিলো। অইলে আছমান থাকি আল্লাই আগুইন লামিয়া ইতারে জালাইলিলো। 10 আর যে ইবলিছে এরারে বে-পথি বানাইছিল, তারে ধরিয়া জালাইল গন্ধকর আগুনির গাতো ফালাইল অইলো। হউ জানুয়ার আর ভন্ড নবীরে আগেউ অউ গাতো ফালাইল অইছিল। হনো তারা চিরকাল রইবা, আর দিনে-রাইতে জালা-যন্ত্রনার আজাব পাইবা।

রোজ হাশরর দিন

11 বাদে আমি দেখলাম, বড় একখান ধলা তখত, অউ তখতো একজন বওয়াত আছইন। তান ছামনা থাকি আছমান আর দুনিয়া বাগি গেল, কুনুখানো এরার জাগা রইলো না। 12 এরবাদে দেখলাম, হুরু-বড় তামাম মুর্দা অকল অউ তখতর ছামনে উবাই রইছইন। বাদে কয়খান খাতা খুলা অইলো, এরবাদে আরো একখান খাতা খুলা অইলো, ইখানর নাম জিন্দেগি খাতা। অউ খাতা অকলর মাজে হউ মুর্দা অকলর যেতা আমল-নমা লেখা অইছিল, হউ আমল মাফিক তারার আখেরি বিচার করা অইলো। 13 দরিয়ার মাজে যতো মুর্দা অকল আছলা, দরিয়ায় এরার লাশ বার করি দিল। আর মউত আর কয়বরর মাজে যেতা মুর্দাইন আছলা, মউত আর কয়বরে তারারে বার করি দিল। পরতেক জনরে তার নিজর আমল-নমা মাফিক বিচার করা অইলো। 14 হেশে মউত আর কয়বররেও আগুনির গাতো ফালাইল অইলো। অউ আগুনির গাতো পড়াউ অইলো দুছরা বার মউত মানি, আখেরি মউত। 15 যেরার নাম হউ জিন্দেগি খাতাত মিললো না, তারারেউ আগুনির গাতো ফালাইল অইলো।

নয়া পয়দা (২১:১-২২:২১)

নয়া আছমান আর নয়া জমিন

21 বাদে আমি একখান নয়া আছমান আর নয়া জমিন দেখলাম। পয়লা আছমান আর পয়লা জমিন মিলাই গেছে, কুনু দরিয়াও আর রইলো না। 2 আমি দেখলাম, হউ পবিত্র টাউন, মানি নয়া জেরুজালেম। ইখান বেহেস্তর মাজ থাকি আর আল্লার দরবারো থাকি লামিয়া আর। কুনু বিয়ার কইনারে যেলা দামান্দর লাগি হাজাইল অয়, অউ টাউনরেও অলা সুন্দর করি হাজাইল অইছিল। 3 বাদে আমি হুনলাম, হউ বেহেস্তর তখতো থাকি একজনে জুরে জুরে কইরা, "অখন মানষর মাজে রওয়ার লাগি আল্লা পাকর জাগা অইছে। তাইন মানষর লগে বসত করবা, আর তারা অইবা তান বন্দা। তাইন স্বয়ং তারার লগে রইবা, তারার আল্লা অইবা। 4 তাইন এরার চখুর পানি ফুছিয়া দিবা। আর কুনু মরন অইতো নায়, দুখ, কান্দন, কষ্ট আর রইতো নায়, আগর ইতা হকলতাউ শেষ অইগেছে।"

5 তখতো যেইন বওয়াত আছলা তাইন কইলা, "হুনো, আমি হক্কলতারে নয়া করি পয়দা করিয়ার।" বাদে তাইন হিরবার কইলা, "আমার অউ কথা খান লেখ, কারন ইতা একিন করার লাখ হাছা।"

6 তাইন আমারে এওখান কইলা, "শেষ অইগেছে। আমিউ আলিফ আর ইয়া, আউয়াল আর আখের। হুনো, যার পানির পিয়াছে ধরছে, তারে আমি আবে-হায়াতর জিন্দেগি-পানির ঝরনা থাকি বিনা পয়সায় পানি দিমু। 7 যে জন জয়ী অইবো, হে ইতা হকলতার অধিকার পাইবো। আমি অইমু তার আল্লা, আর হে অইবো আমার পুত। 8 অইলে কা-পুরুষ, বেইমান, হীরামকুর, খুনি, জিনাকুর, যাদুগির, মুর্তিপুজা কররা, আর হকল নমুনার মিছা মাতরা অকল জালাইল আগুইন আর গন্ধকর গাতো রইবা। এর নামউ অইলো দুছরা বারর মউত।"

নয়া জেরুজালেম টাউন

9 হউ যে সাতজন ফিরিস্তার আতো আখেরি সাতো গজব ভরা সাতটা বাটি আছিল, এরার মাজর একজনে আমার কান্দাত আইয়া কইলা, "আও, আমি তুমারে কইনা-বেটি দেখাইমু, মানি মেড়ার বাইচ্চার বউরে দেখাইমু।" 10 বাদে হউ ফিরিস্তায় রুহানি হালতে আমারে বড় এক উচা পাড়র উপরে লইয়া গেলা। নিয়া আল্লার মহিমায় চকচকা যে পবিত্র জেরুজালেম টাউন, বেহেস্তর মাজ থাকি আর আল্লার দরবারো থাকি লামিয়া আওয়াত আছিল, অউ ফিরিস্তায় আমারে অতা দেখাইলা। 11 ই টাউনর রং খুব দামি মনি-মুক্তার লাখান চকচকা, ফটিকর গ্লাসর নমুনায় দামি হীরার লাখান। 12 হউ টাউনো বড় একখান উচা ওয়াল আছিল, অউ ওয়ালো বারো খান গেইট আছিল, বারো গেইটো বারো জন ফিরিস্তা আছলা। অউ গেইটর উপরে বনি ইছরাইলর বারো খান্দানর নাম লেখা। 13 ই গেইটর তিনখান পুবেদি, তিনখান উতরেদি, তিনখান দউকনেদি আর তিনখান পইচমেদি আছিল। 14 ই টাউনর ওয়ালর বারোটা পিলার আছিল, ইতার উপরে মেড়ার বাইচ্চার বারো জন সাহাবির বারো খান নাম লেখা।

15 আমার লগে যেইন বাতচিত করাত আছলা তান আতো সোনার একটা নল আছিল, যাতে তাইন অউ টাউন, টাউনর গেইট আর ওয়াল মাপিতা পারইন। 16 ই টাউন আছিল চাইর কুনি গোল, লাম্বায় আর ফাড়ে সমান। বাদে তাইন অউ নলদি টাউন খান মাপিলে, ইখান লাম্বা, ফাড় আর উচায় অইলো বারো আজার স্তাদিয়া (অনুমান দেড় আজার মাইল)। 17 বাদে তাইন ওয়াল মাপিলা, ই ওয়াল আছিল একশো চৌচাল্লিশ আত উচা। মানষর আতর মাপর লাখান ই ফিরিস্তায়ও মাপিলা। 18 ই ওয়াল খান হীরাদি বানাইল, আর ই টাউন আছিল ফটিকর গ্লাসর লাখান খাটি সোনাদি বানাইল। 19 টাউনর ওয়ালর পিলার অকলর মাজে দামি দামি মনি-মুক্তা লাগাইল আছিল। পয়লা পিলার হীরার, দুছরাটা আকিক মনির, তিন নম্বরটা তামা মনি, চাইর নম্বরটা পান্না মনি, 20 পাচ নম্বরটা সুরুজ মনি, ছয় নম্বরটা ইয়াকুত মনি, সাত নম্বরটা লীলমনি, আট নম্বরটা বৈদুর্য মনি, নয় নম্বরটা পীত মনি, দশ নম্বরটা উপল মনি, এগারো নম্বরটা ফিরুজ মনি, আর বারো নম্বরটা পদ্মরাগ মনি। 21 বারো খান গেইট বারোটা মুক্তাদি বানাইল। পরতেক গেইট আছিল একোটা দামি মুক্তার। টাউনর রাস্তা আছিল ফটিকর গ্লাসর লাখান খাটি সোনাদি বানাইল।

22 ই টাউনো আমি কুনু এবাদত খানা দেখলাম না, সর্ব-শক্তিমান আল্লা মাবুদ আর মেড়ার বাইচ্চাউ আছলা ইনর এবাদত খানা। 23 ই টাউনরে ফর করার লাগি কুনু চান-সুরুজর জরুর নাই। আল্লার নুরর মহিমায় ফর দেয়, আর মেড়ার বাইচ্চাউ অইলা ইনর বাত্তি। 24 হকল জাতির মানুষ অউ নুরর ফরে চলা-ফিরা করবা, দুনিয়ার বাদশা অকলে তারার জাক-জমক লইয়া অউ টাউনো আইবা। 25 দিনর বালা কুনু সময়উ ই টাউনর গেইট বন্দ অইতো নায়, আর হিনো কুনু রাইত অইতো নায়। 26 তামাম জাতির ইজ্জত আর গৌরব অনো আনা অইবো। 27 নাপাক কুনু চিজ, হারামকুর বা মিছা মাতরা কুনু মানুষ, কুনুদিনও ইনো হামাইতো পারতো নায়। খালি মেড়ার বাইচ্চার জিন্দেগি খাতার মাজে যেরার নাম লেখা আছে, তারাউ হামাইবা।

জিন্দেগি-পানির গাং

22 এরবাদে হউ ফিরিস্তায় আমারে আবে-হায়াত, মানি জিন্দেগি-পানির গাং দেখাইলা। ইকটা দেখতে চকচকা কাচর লাখান। ইটা আল্লা পাক আর হউ মেড়ার বাইচ্চার তখতর ধারো থাকি বার অইয়া, 2 টাউনর বড় গল্লির মাজখানেদি যাওয়াত আছিল। আর অউ গাংগর দুইও পারো জিন্দেগি-গাছ আছিল। অউ গাছাইন্তো বারো জাতর ফল ধরে। পরতেক মাসে মাসে ফল ধরে, অউ গাছর পাতায় হকল জাতির মানষর বেমার শিফা অয়। 3 কুনুজাত লান্নত আর রইতো নায়। আল্লা পাক আর মেড়ার বাইচ্চার তখত অউ টাউনো রইবো, আর তান গুলাম অকলে তান এবাদত করবা। 4 তারা তান পবিত্র মুখ দেখবা, তারার কপালো তান নাম লেখা থাকবো। 5 আর কুনু রাইত অইতো নায়, তারার লাগি লেমর বা সুরুজর ফরর জরুর অইতো নায়, কারন আল্লা মাবুদর নুরউ অইবো তারার ফর। তারা হর-হামেশা চিরকাল ধরি বাদশাই করবা।

হজরত ইছা আল-মসী জলদি আইরা

6 বাদে হউ ফিরিস্তায় আমারে কইলা, "ইতা হকলতা একিন করার লাখ হাছা। আল্লা মাবুদ, যেইন আগে তান নবী অকলর মাজদি বাতচিত করছইন, তাইন নিজর ফিরিস্তারে দিছইন, যাতে থুড়া কয়দিনর মাজে যেতা ঘটিবো, অউ ফিরিস্তায় ইতা তান গুলাম অকলরে দেখাইন।"

7 হজরত ইছায় কইরা, "হুনো, আমি খুব জলদিউ আইরাম। যে জনে অউ কিতাবর হকল আয়াতর আগাম খবর আমল করে, হে-উ নেক-কপালি।"

8 তে ইছা আল-মসীর সাহাবি আমি হান্নানে ইতা দেখছি আর হুনছি।
হকলতা হুনা আর দেখার বাদে, যে ফিরিস্তায় আমারে ইতা দেখাইছইন,
আমি তানরে সইজদা করার নিয়তে তান পাওয়ো পড়লাম। 9 অইলে তাইন
আমারে কইলা, "না, না! তুমি আমারে নায়, খালি আল্লা পাকরে সইজদা
করো। আমি তো খালি তুমার লাখান গুলাম, তুমার ভাইয়াইন মানি নবী
অকলর লাখান আর ই কিতাবর হকল আয়াত যেরা মানে, তারার লাখানউ
গুলাম।"
10 এরবাদে তাইন আমারে কইলা, "অউ কিতাবর কুনু আগাম খবর তুমি
লুকাইয়া রাখিও না, কারন সময় ঘনাইয়া আইচ্ছে। 11 যেগিয়ে নাফরমানি
করের, হে অলা করাত রউক। যেগু খবিছ, ইগু তার খবিছিত রউক। আর
পরেজগার জনে পরেজগারি করাত রউক, পাক-পবিত্র জন পাক-পবিত্র
রউক।"
12 হজরত ইছায় কইরা, "হুনো, আমি খুব জলদি আইরাম, আর পরতেক
মানষর আমল-নমার পুরুস্কার আমার আতো আছে। 13 আমিউ আলিফ
আর ইয়া, আউয়াল আর আখের, শুরু আর শেষ।
14 "তারাউ নেক-কপালি, যেরা নিজর কাপড়-চুপড় ধইয়া পরিস্কার করে,
যাতে জিন্দেগি-গাছর ফল খাওয়ার অধিকার পায়, আর গেইটেদি গিয়া
পবিত্র টাউনো হামায়। 15 কুকরর লাখান জঘইন্য মানুষ, যাদুগির, জিনাকুর,
খুনি, মুর্তিপুজা কররা, আর যেতায় মিছা মাত পছন্দ করে, মিছার মাজে চলে,
ইতা হক্কলটি বারে পড়ি রইছে।
16 "তে আমি ইছায় আমার ফিরিস্তারে পাঠাইছি, যাতে এইন জমাত
অকলর লাগি তুমরার গেছে অতা হকল বেয়াপারে জবানবন্দি দেইন। আমি
তো বাদশা দাউদর খান্দান আর মুল জড়, ফজরর চকচকা শুক-তেরা।"
17 পাক রুহে আর কইনায় কইরা, "আও।" আর যে জনে অউ কথা হুনের,
হে-ও কউক, "আও।" পানির পিয়াছে যারে ধরছে, হে আউক। যে জনে পানি
খাইতো চায়, হে বিনা পয়সায় জিন্দেগি-পানি খাউক।
18 যে জনে অউ কিতাবর হকল আগাম খবর হুনে, তার গেছে আমি অউ
জবানবন্দি দিয়ার, কেউ যুদি অউ আয়াত অকলর লগে দুছরা কুন্তা বাড়ায়,
তে আল্লায়ও অউ কিতাবো লেখা হকল নমুনার গজব তার জিন্দেগিত
বাড়াইবা। 19 আর অউ কিতাবর আয়াত অকল থাকি কেউ যুদি কুন্তা বাদ
দেয়, তে আল্লায়ও ই কিতাবো লেখা জিন্দেগি-গাছ আর পবিত্র টাউনর
অধিকার, তার জিন্দেগি থাকি বাদ দিবা।
20 অউ বেয়াপার অকল লইয়া যেইন জবানবন্দি দিরা, তাইন কইরা,
"হাছাউ, আমি খুব জলদি আইরাম।"
আমিন। হজরত ইছা, আপনে তশরিফ আনউক্কা।
21 আল্লার তামাম পাক বন্দা অকলর উপরে, হজরত ইছার রহমত জারি
রউক। আমিন॥

খতম॥